শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত

শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাক্রমে রাধাকৃষ্ণের লীলাস্থলী বিবরণ।

৺নন্দকিশোর দাস দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
৯৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা।

তৃতীয় সংস্করণ।

সন ১৩৩৬ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

শ্রীমদ্ভাগবতান্তর্গত

শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃত।

অর্থাৎ

শ্রীবৃন্দাবন পরিক্রমাক্রমে রাধাকৃষ্ণের
লীলাস্থলী বিবরণ।

৺নন্দকিশোর দাস দ্বারা পয়ারাদি ছন্দে বিরচিত।

প্রকাশক—
শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঘোষ।
৯৮ নং নিমুগোস্বামীর লেন, কলিকাতা

তৃতীয় সংস্করণ

সন ১৩৩৬ সাল।

মূল্য ১৷৷০ দেড় টাকা।

"আশুতোষ প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্"
কলিকাতা—৫ নং বৃন্দাবন বসাক ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীআশুতোষ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

অজ্ঞান তিমিরঘোরে, মায়া অন্ধ এ সংসারে,
রহে আত্ম-বিস্মৃতি হইয়া।
অন্তে আত্মজ্ঞান করি, জ্ঞান পথে ফিরি ঘুরি,
সব জীব স্ব-পথ ছাড়িয়া॥
কভু পুণ্যকর্ম্ম করি, তাহা ভুঞ্জে স্বর্গোপরি,
ভোগ অন্তে পড়য়ে সংসারে।
নিন্দ্যকর্ম্ম অসদ্বুদ্ধে, পড়য়ে রৌরব মধ্যে,
পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে॥
জীবের এ ক্লেশ দেখি, শ্রীকৃষ্ণ অন্তরে দুঃখী,
আপনি আচার্য্যরূপী হৈয়া।
কৃপাদৃষ্টে তাসবার, দূর করে অন্ধকার,
জ্ঞানাঞ্জন নেত্র প্রকাশিয়া॥
দিব্য জ্ঞান চক্ষুদানে, সার বস্তু করি জ্ঞানে,
ত্যাগ করায় অসার দেখায়া।
আপনার পদযুগে, জন্মাইয়া অনুরাগে,
উদ্ধারয়ে করুণা করিয়া॥
অজ্ঞান যে অন্ধকারে, দৃষ্টিহীন দেখি মোরে,
জ্ঞানাঞ্জন শলাকা করিয়া।
প্রকাশিল নেত্রদ্বন্দ্বে, সে প্রভু-পদারবৃন্দে,
প্রণমিয়ে অবনী লোটায়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, বন্দো স্বয়ং ভগবান্,
নাম প্রেম উপদেশ কৈলা।
নিজ মনোবাঞ্ছা যত, আস্বাদিয়া অবিরত,
প্রেমরসে সবা মাতাইলা॥
বন্দো প্রভু নিত্যানন্দ, বলদেব প্রেমানন্দ,
প্রকাশ রূপেতে অবতার।
পতিত অধম দীন, কৃতপাপী যত হীন,
সকলের করিলা উদ্ধার॥
বন্দো ভক্ত অবতার, আচার্য্য অদ্বৈত যার,
হুঙ্কারে চৈতন্য অবতীর্ণ।
হরিনামামৃত দানে, ভাসাইলা জগজনে,
সকল বাঞ্ছিত কৈলা পূর্ণ॥
বন্দো প্রভু ভক্তগণ, শ্রীবাসাদি যত জন,
শুদ্ধ ভক্ত তত্ত্ব বলি যারে।
চৈতন্য প্রভুর সনে, নাম প্রেম আস্বাদনে,
বিহারয়ে নদীয়া নগরে॥
বন্দনা করিব আর, ভক্ত শক্তি নাম যার,
গদাধর স্বরূপাদি করি।
যে সব লইয়া সঙ্গে, প্রেম বিলসই রঙ্গে,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপ ধরি॥

আর যত ভক্তগণ, বন্দো সবার চরণ,
গৌরাঙ্গ জীবন ধন যার।
পাত্রাপাত্র না দেখিয়া, গৌরভক্তি বিলাইয়া,
করুণা বিগ্রহ অবতার॥
সবে জান প্রভু মর্ম্ম, কৃপা করি গৌরধর্ম্ম,
মোর চিত্তে কর প্রকাশনে।
আনন্দ অন্তরে যেন, গাই কৃষ্ণলীলাগুণ,
মো অধমে শক্তি দেহ দানে॥
তোমরা করুণা কৈলে, এ ভব-সমুদ্র হেলে,
অনায়াসে সবে হয় পার।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়, কিছু দুর্ঘটন নয়,
এ লাগি কহিয়ে বার বার॥
নিত্যলীলা কৃষ্ণধাম, সর্ব্ব পরাৎপর নাম,
গোলোক গোকুল বৃন্দাবন।
বরাহ ধরণী দোঁহে, প্রশ্নোত্তর করি কহে,
অতি যে রহস্য সঙ্গোপন॥
বর্ণিলা পুরাণকর্ত্তা, সকল সংশয়ছেত্তা,
সত্যবতী-সুত বেদব্যাস।
বরাহ সংহিতাখ্যান, সেই হইল পুরাণ,
সাধুমুখে শুনিয়া উল্লাস॥
শ্রীগোকুল বৃন্দাবনে, কৃষ্ণলীলা যে যে স্থানে,
শ্লোকবন্দে আছয়ে পুরাণে।
মোর চিত্তে হয় আশা, বর্ণিয়া তাহার ভাষা,
করি কৃষ্ণলীলাগুণ গানে॥
চন্দ্র হেন ধরিতে জনে, ধরিতে করয়ে মনে,
তৈছে মো অযোগ্য দুরাচার।
বর্ণনাভিলাষ হয়, বারণ করিলা নয়,
ইথে কৃপা চাহো তো সবার॥
নির্গুণ দেখিয়া সবে, অঙ্গীকার না করিবে,
ঘৃণা করি ত্যজিবে আমারে।
তবেতো সবার যশে, এ সংসারে নাহি ঘোষে,
দন্তে তৃণে কহো বারে বারে॥
নিজ ভৃত্য করি মোরে, সবে কর অঙ্গীকারে,
পূর মোর মনোভিলাষে।
কৃষ্ণ লীলাস্থলী যত, বৃন্দাবনলীলামৃত,
অধ্যায় রূপেতে পরকাশে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পদ, পদরেণু সুসম্পদ,
হৃদয়ে ধরিয়া অভিলাষ।
মঙ্গলাচরণ যেই, প্রকাশ করিল এই,
কহে শ্রীনন্দকিশোর দাস॥

শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত।

প্রথম অধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণধাম বর্ণন।

তথাহি। আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম শ্রীবৃন্দাবন, রম্যাকাদিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণয়া কল্পিতা। শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভোর্মতমতস্ত্রাদরেনঃ পর॥

অতঃপর বরাহ ধরণী দুই জনে।
প্রশ্নোত্তর কথা আগে করিব বর্ণনে॥

তথাহি ধরণ্যুবাচ।

অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডে তদ্বাহ্যান্তর সংস্থিতে।
বিষ্ণোঃ স্থানং পরং তেষাং প্রধানং প্রিয়মুত্তমং॥
যৎ পরং নাস্তি কৃষ্ণস্য প্রিয়স্থানং মহাদ্ভুতং।
তদহং শ্রোতুমিচ্ছামি কথয়স্ব মহাপ্রভো॥

ধরণী কহেন মহাপ্রভু হে বরাহ।
এক নিবেদন করি কৃপা করি কহ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত বাহ্যান্তর ধাম।
তুমি সব জানহ যে বৈকুণ্ঠাদি নাম॥
তার মধ্যে বিষ্ণু স্থান প্রধান যে হয়।
পরম উত্তম যেই প্রিয় অতিশয়॥
যার পর কৃষ্ণপ্রিয় স্থান নাহি আর।
পরম উত্তম নিত্য যেখানে বিহার॥
সেই কথা শুনিতে উৎসাহ হয় মনে।
অতএব কৃপা করি কহিবে আপনে॥
বরাহ কহেন দেবী শুনহ বচন।
তুমি জিজ্ঞাসিলে যেই অকথ্য কথন॥

তথাহি। শ্রীভগবান্ বরাহোবাচ।

গুহ্যাদ্গুহ্যং গুহ্যং পরমানন্দ কারণং।
অত্যদ্ভুত রহস্যানাং রহস্যং পরমং শিবং।
দুর্ল্লভানাঞ্চ পরমং দুর্ল্লভং সর্ব্ব মোহনং।
সর্ব্ব শক্তিময়ং দেবি সর্ব্বতন্ত্রেষু গোপিতং।
নিত্যং বৃন্দাবনং নাম ব্রহ্মাণ্ডোপরি সংস্থিতং।
পূর্ণব্রহ্ম সুখৈশ্চৈব নিত্যমানন্দ মব্যয়ং।
বৈকুণ্ঠাদি তদংশাংশে স্বয়ং বৃন্দাবনং ভুবি॥

গুহ্য হৈতে গুহ্য অতি গুহ্য সেই স্থান।
বেদেহ সুগোপ্য হয় তাহার আখ্যান॥
অত্যদ্ভুত রহস্য সবের যে রহস্য।
পরমানন্দ কারণ না হয় প্রকাশ্য॥
পরম মঙ্গল রূপ সেই স্থান হয়।
যাহার শ্রবণে অমঙ্গল বিনাশয়॥
দুর্ল্লভ সর্ব্বের যে দুর্ল্লভ অতিশয়।
যোগেন্দ্র মুনীন্দ্র ধ্যানে গম্য যে না হয়॥
যেই স্থান সকলের মোহন করয়।
সর্ব্ব শক্তিময় সর্ব্ব তন্ত্রে গোপ্য হয়॥
নিত্য বৃন্দাবন নাম ব্রহ্মাণ্ড উপরি।
গোলোক আখ্যান তার সর্ব্ব মনোহারি॥
পূর্ণব্রহ্ম সুখরূপ যেই নিত্য হয়।
আনন্দ স্বরূপ ধাম নিত্য যে অব্যয়॥
বৈকুণ্ঠাদি করি যত আছে ইতিধাম।
সব তাঁর অংশাংশ তিঁহো মূল স্থান॥
স্বয়ং বৃন্দাবন যে তোমাতে বিরাজিত।
নিগূঢ় মাধুর্য্য নিত্য যাহা প্রকাশিত॥
নিত্য নূতন হয় যে স্থান মহিমা।
ব্রহ্মা আদি দেব যার দিতে নারে সীমা॥
এইমত শ্রীবরাহ ধরণীতে কথা।
অত্যন্ত রহস্য সেই বরাহ সংহিতা॥
ইতিমধ্যে করি কিছু সিদ্ধান্ত প্রচার।
এই বৃন্দাবন যৈছে সকলের সার॥
অনন্ত কৃষ্ণের ধাম হয় যে প্রকাশ।
অনন্ত স্বরূপে তাতে করেন বিলাস॥
যৈছে ধাম তৈছে লীলা করে ভগবান্।
উপাসনা ক্রমে ভক্তে পায় সে সে স্থান॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে।

সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈ লীলাভিশ্চ স দিব্যতীতি
উপাসনানুসারেণ ভাতি তত্তদুপাসকে॥

কিন্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ধাম চতুষ্টয়।
স্বয়ং ভগবান্ যাঁহা নিত্য বিলাসয়॥
ব্রজ বৃন্দাবন আর মধুপুরী নাম।
দ্বারাবতী হয় আর গোলোক আখ্যান॥

তথাহি শ্রীভাগবতামৃতে।

যস্য বাস পুরাণাদৌ খ্যাতঃ স্থান চতুষ্টয়ে।
ব্রজে মধুপুরে দ্বারাবত্যাং গোলোক এব চ॥

অনন্যোপেক্ষি যেরূপ শাস্ত্রেতে কহয়।
স্বয়ং রূপ গোপেন্দ্র নন্দন সুনিশ্চয়॥

তথাহি।

অনন্যোপেক্ষি যদ্রূপং স্বয়ং রূপঃ স উচ্যতে॥

একত্রে অনেক রূপ যদি তাঁরে দেখি।
কিবা রূপ কহিলে প্রকাশ করি লিখি॥

তথাহি তত্রৈব।

অনেকত্র প্রকটতা স্বরলোকস্য বৈকদা।
সর্ব্বথা তৎ স্বরূপৈব স্বপ্রকাশ ইতীর্য্যতে॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ আপন ইচ্ছায়।
অচিন্ত্য প্রভাবে চারি ধামে বিলসয়॥
ইতি মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বাশ্রয় ধাম।
ভূমি বিরাজিত স্বয়ং বৃন্দাবন নাম॥
স্বয়ং রূপ নরলীলা গোপেন্দ্র নন্দন।
গোপ গোপী সঙ্গে সেই স্থানে সর্ব্বক্ষণ॥
দিবা নিশি বিলসয়ে আনন্দ হৃদয়ে।
অতএব বৃন্দাবন নাম শ্রেষ্ঠ হয়ে॥
ইহার বৈভব রূপ শ্রীগোলোক নাম।
দেবলীলা রূপে যাঁহা কৃষ্ণের বিশ্রাম॥

তথাহি তত্রৈব।

যত্র গোলোক নামস্যাত্তচ্চ গোকুল বৈভবমিতি॥

অচিন্ত্য প্রভাব ধামের অন্যে না জানয়।
তদাশ্রিত ভক্ত জানে নির্ম্মল আশয়॥
অতএব শ্রোতাগণে করি নিবেদনে।
সাধু শাস্ত্রমত কহি শুন সাবধানে॥

অয়ে বৃন্দাবন করি তোমারে প্রণাম।
কৃপা করি কহাও আপন গুণগ্রাম॥
যত বৃন্দারকগণ বুদ্ধি অনুক্রমে।
বিচারিয়া তোমার স্বরূপ নাহি জানে॥
চিন্মাত্র ব্রহ্মেতে জড় সম গুণ লয়।
জড় সম গুণে চিন্মাত্রতা নাহি হয়॥
সে তোমার এককালে একই স্বরূপে।
সে দুই সকল দেখি সুবিস্তার রূপে॥
অনন্ত আশ্চর্য্য হয় তব গুণগণ।
অতএব সর্ব্ব শ্রুতি গর্ব্ব প্রহরণ॥

তথাহি শ্রীবৃন্দাবন স্তোত্রে।

নমস্তুভ্যং বৃন্দাবন নিখিল বৃন্দারকধিয়া,
মগম্যত্বং সর্ব্বশ্রুতি নিবহ গর্ব্ব প্রহরণং।
অহো চিন্মাত্রং তং জড় মমগুণস্বস্ব যুগপৎ,
স্বরূপৈক্যে দ্বন্দং প্রথয়সিতবদস্তমখিলং॥

যৈছে সচ্চিদানন্দ ব্রজেন্দ্র নন্দন।
সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ সকল কারণ॥
নরবপুধারী নরক্রীড়া নিরন্তর।
অপ্রাকৃত রূপ নহে প্রাকৃত ভিতর॥

তথাহি বসুদেবাধ্যাত্মে।

অপ্রাকৃতত্তদ্রূপং স্যাপ্যরূপোপাবুদীর্য্যতে।
শ্রীভাগবতে।
ত্বয্যেক নিত্যসুখবোধতনাবনন্তে॥ ইত্যাদি॥
ব্রহ্মতর্কে।
গুণৈঃ স্বরূপ ভূতৈস্তু গুণ্যসৌহরিশ্বরঃ।
বিষ্ণোজন ন মুক্তানাং কাপিভিন্ন গুণোমত॥

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে।

সত্ত্বাদয়োনসন্তীশে যত্র চ প্রাকৃতগুণাঃ।
তত্রৈব। হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকাসর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়িনো গুণবর্জ্জিতে॥
তথাহি। জ্ঞানশক্তি বলৈশ্বর্য্যং বীর্য্যং তেজাংশ শেষতঃ
ভগবচ্ছব্দ বাচ্যানি বিনাহে যৈগুণাদিভিঃ॥

তৈছে অপ্রাকৃত ইহোঁ চিদানন্দ ধাম।
চর্ম্মচক্ষে দেখিতে প্রাকৃত সম জ্ঞান॥
সর্ব্ব বেদ পুরাণে এ সিদ্ধান্ত আছয়।
গোপালতাপনী পদ্মপুরাণে কহয়॥

তথাহি তাপন্যাং।

তাসাং মধ্যে সাক্ষাদ্‌ব্রহ্ম গোপাল পুরীহীতি।
পাদ্মেচ। নিত্যঃ মে মথুরাং বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।

নরাকার পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ যৈছে হন।
সেইমত স্থূলাকার ব্রহ্ম বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণের কামাদি ধর্ম্ম মনুষ্যের মত।
তথাপি চিদ্রূপ সেই সব অপ্রাকৃত॥
বৃন্দাবনে তেমতি ধরণী ধর্ম্ম হয়।
কৃষ্ণ ধাম নিত্য সেই চিদানন্দময়॥

তথাহি।

নরাকারং ব্রহ্ম প্রভবতি পরং যঃ স্বরূমিতি
স্থূলাকারং ব্রহ্মত্বমপি পরমস্থপদ্মমিতি।
তদীয়ঃ কামাদি কিলভবতিহু ধর্ম্ম ইব
চিত্তবাপি শ্রীবৃন্দাবন ধরণী ধর্ম্মোঽপিচৌদিহ॥

চিদানন্দ নহে যদি এই বৃন্দাবন।
তবে বিপরীত হৈল শুকের বর্ণন॥
মায়া কার্য্য হয় যত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
যার এক দেশে বিধি পাইল দর্শন॥
এই যে কহিল কিছু আশ্চর্য্য না হয়।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণধাম নিরহ আছয়॥
মহা বৈকুণ্ঠাদি যত সব ব্রজমাঝে।
নিজ পরিবার সঙ্গে সদত বিরাজে॥
শাস্ত্রে কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ যার একদেশে।
হেন যে গোলোক বৃন্দাবন মধ্যে ভাসে
সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ কৃষ্ণ যৈছে হয়।
যৈছে বৃন্দাবন সর্ব্ব ধামের আশ্রয়॥
অতএব কৃষ্ণামৃতে শ্রীরূপ বর্ণন।
গোলোক বৈভব যার হেন বৃন্দাবন॥
পরিছিন্নাপরিছিন্ন বৃন্দাবন হয়।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য গুণ কহিল না হয়॥
সকল ধামেতে বৃন্দাবন সর্ব্বময়।
বৃন্দাবন মধ্যে সর্ব্ব ধাম বিরাজয়॥

তথাহি তত্রৈব।

বহির্মায়াকার্য্যং সকল জগদণ্ডঞ্চ ভবতঃ
প্রদেশেঽদশ্যক্ত্যাকিমিহ ভগবদ্ধামনিবহাঃ।
মহাবৈকুণ্ঠাদ্যাঃ সকল পরিবারৈরপি সদা স
গোলোকে প্যাস্তেত্বমপি সকলেষ্বেব সকলং॥

গোকুল প্রকৃতি কৃতি মধ্যে সদা থাকি।
মায়াকার্য্যে লিপ্ত নহে যৈছে আত্মা সাক্ষী॥
চিদ চিত যতেক কৃষ্ণের ধাম হয়।
সর্ব্বোপরি মধ্যে অন্তে সদা বিরাজয়॥
পরিচ্ছেদা পরিচ্ছেদ দেখি এককালে।
নির্দ্ধার বুঝিতে নারি অত্যন্ত বিরলে॥
যৈছে কৃষ্ণ যশোদার কোলে পরিমিতে।
অতি যে আশ্চর্য্য মুখে দেখি ত্রিজগতে॥
অতএব এই বৃন্দাবন নিত্য হয়।
তত্ত্ব না জানিয়া অজ্ঞ অন্য মত কয়॥

তথাহি।

স্বগতৈরেবস্থিত্বা প্রকৃতি মধ্যে চিদচিতাং,
বিরাজৎ সর্ব্বাত্ম পরিতোঽন্তেপি সততং।
পরিচ্ছেদদাচ্ছেদৌ যুগপদিহতেপত্তুরিবতে,
যশোদাঙ্কে যদ্বৎ পরিমিত তন্মধ্যো পরিমিতীতি॥

অচিন্ত্য স্বরূপ ইহার না হয় নির্ণয়।
লীলা অনুরূপ লঘু বিস্তারিত হয়॥
যখনে যে ইচ্ছা করে ব্রজেন্দ্র নন্দন।
তখনে সেরূপে সুখ দেন বৃন্দাবন॥

তথাহি।

স্ফারঃ সঙ্কুচিতশ্চ স্যাৎ কৃষ্ণলীলানুসারতঃ॥

কৃষ্ণ ইচ্ছা লীলা অতি চাঞ্চল্য হইতে।
প্রিয়জন বাঞ্ছারস বশাদি নিমিত্তে॥
অচিন্ত্য প্রভাব ধামে কেহ না বুঝায়।
দুর্ঘট ঘটনাকারী রূপে বিলসয়॥

তথাহি।

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধামশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বা দত্রকিঞ্চিন্নদুর্ঘট॥

এক রূপে বৃন্দাবন নানা রূপে ভাসে।
কৃষ্ণ যৈছে রমণ করিলা মহারাসে॥
যত গোপাঙ্গনা কৃষ্ণ তাসবা সহিতে।
শুকদেব বর্ণন করিলা ভাগবতে॥
কৃষ্ণলীলা অনুসারে তৈছে বৃন্দাবন।
কোথাহ বিস্তারে কাহোঁ সঙ্কোচিত হন॥

তথাহি।

ঘনমেবং নানাস্থঃ স্বপরিতরিবতদ্রাসরমণেস্ফুটি-
চ্চাতি বচনকিলসঙ্কোচিততমং

প্রভোলীলালোল্যাৎ প্রণয়িজন বাঙ্গারস
বসাদচিন্ত্যোশক্তিস্তে বিলসতি দুর্ঘট ঘটা ॥

বৃন্দাবন নাথ বৃন্দার পরিবার।
সবার স্বরূপ হয় চিদানন্দ সার ॥
মহা ভাব রূপ যে প্রসিদ্ধ শাস্ত্রে কয়।
বৃন্দাবন নিবাসী সকলে বিরাজয় ॥
তস্মাৎ অন্যোন্য নামাদিক কথনেতে।
আশ্চর্য্য দেখিয়ে ভাব সবার অঙ্গেতে ॥
গো দ্বিজ দ্রুম মৃগ যতেক আছয়।
স্তম্ভ কম্পনাদি সাত্বিকাঙ্গ সবে হয় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

যদ্গো দ্বিজ দ্রুম মৃগাঃ পুলকাঙ্গাবিভ্রন্।

এমত না শুনি বৈকুণ্ঠাদি নিজ ধামে।
অতএব বৃন্দাবন ধাম অনুপমে ॥

স্বরূপ তে প্রভুাত তব পরিজনা নামপিচিতাং,
মুদাং সারং যত্তদ্বিলসতি মহাভাব ইতি যঃ।
অতোঽন্যোঽন্যং নামাদিক কথন মাত্রাদিভিরহো
জড়ত্বাদি র্যঃ স্যাৎ ক্বচনসমবৈকুণ্ঠমুখকে ॥

তস্মাৎ পূর্ব্বোক্ত এই সিদ্ধান্ত নির্দ্ধার।
প্রেমের স্বরূপ যেই হয়েন চিৎসার ॥
বৃন্দাবন সে সকল পরিণাম ভূত।
প্রাকৃত সমান নহে সব অপ্রাকৃত ॥
পরিজনগণ বৃন্দাবনের যে হয়।
পশু পক্ষী নানামত কীটাদিকময় ॥
বৃক্ষ বল্লি নদী অদ্রি উদক পর্য্যন্ত।
চিৎসার রমিত ধরা আদি আকাশান্ত ॥
ব্রজস্থিত পরিকর সম্বন্ধ হইতে।
সমদৃশ পদ অন্যে লভয়ে ত্বরিতে ॥
মথুরামণ্ডল আর খাণ্ডব বনাদিতে।
গোপসবের বিবাহাদি আছে লোকরীতে।
এইমত ব্রজজন সঙ্গ যার হয়।
প্রেমানন্দ রসঙ্গে রঙ্গি সে নিশ্চয় ॥

তথাহি।

তদেতৎ সর্ব্বং তে প্রণয় রসচিৎসাররমিতং
বরদ্যাকাশান্তং পরিজনগণাঃ পক্ষি পশবঃ।
ক্রমবল্ল্যো নদ্যোক্রম উদক মুখ্যাস্পর মুখং
তবান্তঃ সম্বন্ধাৎ পরমপি সমদৃশং ॥

যৈছে বর্ত্তমান বৃন্দাবন ধাম হয়।
সকল জগত নাশে তৈছে বিরাজয় ॥
এখন যে জন তাঁরে নিত্য না মানয়।
জগত বিনাশে সেই বুঝিতে নারয় ॥
লীলা অনুকূল সাধকে সে নিত্য জানে।
তৎ ইতর জন নিত্য দেখিলে না মানে ॥
অন্য কি জানিবে মায়ামুগ্ধ জীবগণ।
বৈকুণ্ঠ নিবাসী যেই সে পার্ষদ জন ॥
তারা কহে কৃষ্ণচন্দ্রোদ্ভব বৃন্দাবনে।
অপ্রকট কালে করে বৈকুণ্ঠাগমনে ॥
কেহ কহে কৃষ্ণচন্দ্র গেলেন গোলোকে।
কেহ কহে গমন করিলা অন্যলোকে ॥
তৈছে যার চিত্তে যৈছে অনুভব হয়।
সে তেমতে কহে ইথে নাহিক সংশয় ॥
স্বয়ং ভগবান্ ব্রজে প্রকটের কালে।
সকল প্রকাশ অংশ আসি তাতে মিলে ॥
অপ্রকটে নিজ নিজ পরিকর সনে।
প্রকাশাংশগণ করে স্বধাম গমনে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্রজপরিকর সঙ্গে।
অপ্রকট রূপে বিলসই রসরঙ্গে ॥

তথাহি।

যথেদানী তদ্বৎ সকল জগতী নাশসময়ে
বিরাজন্তামেবং কলয়তমেবং সোপি ন ভবেৎ।
অপি শ্রীবৈকুণ্ঠ স্থিত পরিকরঃ কিন্তু বদতে
গতোঽসৌ গোলোকং বিধুররহরাত্রাগত ॥

রঙ্গস্থলে সবে যৈছে দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
নানাবিধ জন নানা অনুভব করে ॥
মল্ল সব দেখে যেন বজ্রের সমান।
নৃলোকে দেখয়ে নর শ্রেষ্ঠ অনুপাম ॥
মথুরা নাগরীগণ কৃষ্ণে যেই দেখে।
মূর্ত্তিমান কন্দর্প সমান রস সুখে ॥
গোপ সব স্বজন করিয়া কৃষ্ণে জানে।
দুষ্ট রাজাগণ নিজ শাস্তা করি মানে ॥
পিতা মাতা নিজ শিশু করিয়া দেখয়ে।
ভোজপতি কংস মৃত্যু সম নিরীক্ষয়ে ॥

অবিদূষক সব দেখে বিরাটের প্রায়।
যোগিগণ পরতত্ত্ব করিয়া দেখয় ॥
বৃষ্ণিবংশ মানে নিজ কুলদেব যেন।
সবে নিজ ভাবোচিত করে দরশন ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

মল্লানামশনির্ণাং নরবর স্ত্রীণাং স্মরোমূর্ত্তিমান্ গোপানাং স্বজনোসতাং ক্ষিতিভুজাং শাস্তাঃ স্বপিত্রোশিশুঃ। মৃত্যু র্ভোজপতেবিরাড় বিদুষাং তত্বং পরং যোগিনাং, বৃষ্ণীনাং কুলদেবতেতি বিদিতো রঙ্গং গতঃ সাগ্রজঃ॥

তৈছে এই বৃন্দাবনের অচিন্ত্য স্বরূপ।
সবে অনুভব করে স্বভাবানুরূপ ॥
সেই অনুভব কথা দুই মত হয়।
ভক্তমনে ভাবে পরিকরেতে দেখয় ॥
প্রথমে কহিব ভক্তগণের ভাবনা।
যে যে রূপে অনুভবে সে রূপ লক্ষণা ॥
ভক্তগণ ভাবভক্তি প্রেম অনুক্রমে।
চিদানন্দ ধাম লীলা পায় দরশনে ॥
অযোগ্য না দেখে বহির্মুখের কারণে।
চিদানন্দধাম যে অযোগ্য করি মানে ॥

তথাহি।

ইয়ং ভূমি র্বাভৌতিকরদিহতেহদোহবকহুলনাদহোসদ্যঃ, কচিৎ সপরিকর লীলাং ব্রজবিধুং নিরীক্ষ্যন্তে। কেচিদ্রসমনুভবন্তিত্বরতুলং সুখং কেচিৎ, কিঞ্চিৎ কিমপি নহি কিঞ্চিচ্জিহতে ॥

দ্বিতীয়ে কহিব কৃষ্ণ পরিকরগণে।
যৈছে অনুভবে নিজ ভাব অনুক্রমে ॥
তস্মাৎ এরূপ এই জগতী মধ্যেতে।
বৃন্দাবন ধাম চিৎসার বিরমিতে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ সতত বিহরে।
নানাবিধ রূপে স্থলে ত্রিবিধ প্রকারে ॥
বাৎসল্য আবেশে কেহো পিত্রাদিক সঙ্গে
পৌগণ্ডে বিবিধবিধ সখা সহ রঙ্গে ॥
কোন খানে কৈশোর রসিক সহ কৃষ্ণ।
ব্রজাঙ্গনা সহ সদা বিহার সতৃষ্ণ ॥

আশ্চর্য্য কৃষ্ণের লীলা কে বুঝিতে পারে
এককালে কৃষ্ণ সব স্থানেতে বিহরে ॥
নিজ ভাবোচিত দেখি কৃষ্ণলীলা করে।
অন্য ভাবোচিত লীলা না দেখে অপরে ॥
সে সে লীলা অবসরে প্রাদুর্ভাবোচিত।
বৃন্দাবন ধামে নানাবিধে প্রকাশিত ॥
পরস্পর অসংস্পৃষ্ট রূপাদিক যত।
কৃষ্ণ বাল্যলীলাদিতে সর্ব্বত্র ভূষিত ॥
শৈল গোষ্ঠ বনাদির মধ্যে বহুরূপ।
আছয়ে আশ্চর্য্য বৃন্দাবনের স্বরূপ ॥
কৃষ্ণলীলা যত বৃন্দাবনের প্রদেশে।
যোগ্য জন দেখে প্রেমানন্দের আবেশে ॥
অযোগ্য অপর তাহা দেখিতে না পায়।
তার ভাবোচিত সে প্রদেশে শূন্য প্রায় ॥

তথাহি।

সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ স দীব্যতি।
স্বৈঃ স্বৈর্লীলাপরিকরৈর্জনৈ দৃশ্যানি নাপরৈঃ।
তত্তল্লীলাদ্যবসর প্রাদুর্ভাবোচিতানিহি।
আশ্চর্য্যমেকদৈকত্রবর্ত্তমানান্যপি ধ্রুবং।
পরস্পর মসং পৃক্ত স্বরূপাণ্যেব সর্ব্বদা।
কৃষ্ণবাল্যদিলীলাভিভূর্ষিতানি সমন্ততঃ।
শৈল গোষ্ঠ বনাদীনাং সন্তিরূপাণ্যনেকশঃ।
লীলাদ্যোহাপি প্রদেশোহস্য কদাচিৎ কিলকৈশ্চন
শূন্য এবেক্ষ্যতে দৃষ্টিযোগ্যৈ বপ্যপরৈরপি ॥

ভাগবতামৃত মধ্যে শ্রীরূপ বর্ণিল।
প্রসঙ্গানুক্রমে সেই সিদ্ধান্ত কহিল ॥

তথাহি।

তদেবং চিৎসারৈ রমিত জগতী মধ্যোদিতে সদা,
বৃন্দারণ্য স্থরি বিহরতে তে প্রভুবরঃ।
কচিৎ বাৎসল্যানাং পরিকর গণৈরেব বিবিধৈঃ
কচিৎ,পৌগণ্ডানাং কচিদপি স কিসোররসিকৈঃ ॥

বৃন্দাবননাথ নিজ পরিকর সঙ্গে।
প্রেমরস রূপে বৃন্দাবনে রসরঙ্গে ॥
সতত বিহরে সঙ্গে সব পরিবার।
কৃষ্ণের সমান রূপ বেশ যা সবার ॥
নশ্বর প্রপঞ্চে যেন জড়াকার প্রায়।
বিদ্যমান বৃন্দাবন ভাসয়ে সদায় ॥

কৃষ্ণ যৈছে নিত্য সচ্চিদানন্দ রূপ।
প্রপঞ্চ জগতে জড়াকার প্রায় রূপ ॥
প্রাকৃত মনুষ্যাকার মাত্র জড়াকার।
নারায়ণ হৈতে কৃষ্ণ মাধুর্য্যের সার ॥
অতএব নারায়ণাদির আকর্ষণ।
কৃষ্ণরূপে করিয়াছে শাস্ত্রের বচন ॥
তাদৃশ মাধুর্য্যময় প্রেম হয় যার।
সে জানয়ে কৃষ্ণধাম মাধুর্য্যের সার ॥

তথাহি।

যস্মিন্নাথোহসৌ প্রণয়ি রসরূপে বিহরতে
স্বকীয়ৈঃ স্বাকারৈঃ সকল পরিবারৈরপি সদা।
প্রপঞ্চে লীলেহপি প্রকৃতিজ ইহ লীনইব
সচ্চিদানন্দাকারে স্বয়মপি জড়াকারইবণঃ ॥

সেইত মাধুর্য্য আর্য্য কৃষ্ণের দেখিয়া।
নারায়ণ তনুপ্রদ প্রাপ্তা লক্ষ্মী হৈয়া ॥
কৃষ্ণের মিলন লাগি তপস্যা করিলা।
তদেযাগ্য মহিলা চিত্তে বহু খেদ পাইলা ॥
অনেক যতনে তবে প্রার্থনা করিয়া।
কৃষ্ণ বক্ষে আছে স্বর্গ রেখারূপ হৈয়া ॥
যে মাধুর্য্য দেখি সর্ব্বশ্রুতি মূর্দ্ধন্যা।
গোপিকার সৌভাগ্যানুভাবি মানে ধন্যা ॥
প্রতীতি করণে গোপী অনুগতি হৈতে।
তাসবার সমপ্রেম পাইল অচিরাতে ॥
অতএব কৃষ্ণরূপ মাধুর্য্যের সার।
বৃন্দাবনবাসী সদা আস্বাদক যার ॥

তথাহি।

তদার্য্যং মাধুর্য্যং তবদয়িত আলোক্যনিতরাং,
মুমোহ শ্রীর্নারায়ণ তনুপদাপ্তাপি বহুশঃ
শ্রুতীনাংমূর্দ্ধন্যাযদবকলনাৎ সে ভগভবে,
প্রতীত্যাগোপীনা মনুগতিতয়াপুঃ সনরতিং ॥

যেমত মাধুর্য্য তৈছে ঐশ্বর্য্য অবধি।
লবমাত্র ইয়ত্তা করিতে নারে বিধি ॥
ভাবস্তের চতুর্ভুজা ইত্যাদিক শ্লোকে।
কৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য কিছু ভাগবতে লেখে ॥
প্রায়োমায়াস্তমে ভর্ত্তুরিত্যাদি পদ্যতে।
কৃষ্ণ অধিকারী তৈছে কে পারে বুঝিতে ॥

যেমত জানিবে ব্রহ্মা আদি দেবরাজে।
সর্ব্ব দেবগণ নিত্য নিশ্চয়ে বিরাজে ॥
ঐশ্বর্য্য অবধি অধিকার তত্ত্বনীতে।
কৃষ্ণ ইচ্ছা ভিন্ন কেহ না পারে জানিতে ॥
অতএব শুন বৃহদ্বামন পুরাণে।
ভৃগু ব্রহ্মা সম্বাদে বেদের বিবরণে ॥
নারায়ণ প্রতি কৃষ্ণ প্রেরণা হইতে।
তাঁর উপদেশে তারা দেখিল সাক্ষাতে ॥
অতঃপর শুন কিবা অন্যের কথন।
কৃষ্ণের বিলাস রূপ যেই নারায়ণ ॥
কৃষ্ণ ইচ্ছা বিনা কেহো না পারে জানিতে
বিপ্র পুত্রানয়নেহো কহে ভাগবতে ॥

তথাহি।

তথাপৈ্যশ্চর্য্যানামবধিবধিকারশ্চচ তথা যথা
ব্রহ্মাদ্যা স্তে কিল সকল দেবাশ্চ অপিতে।
ন জানন্তি প্রীত্যাযদিতু ন তদিচ্ছা প্রভবতি,
কিমন্যঘো নারায়ণ ইতি বিলাসোহস্য বচন ॥

কৃষ্ণলীলা অনুভবয যৈছ নহে কার।
তৈছে বৃন্দাবন গুণ অনন্ত অপার ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য রূপে এই বৃন্দাবনে।
সতত বিহরে কৃষ্ণ নিজগণ সনে ॥
মাধুর্য্যের ভক্ত কভু ঐশ্বর্য্য না দেখে।
নিজভাব অনুরূপ সতত নিরখে ॥

যথারাগঃ।

গোকুল মাধুর্য্য সিন্ধু, কৃষ্ণ তাহে পূর্ণ ইন্দু,
সদা রহে প্রকাশ রূপেতে।
বিশাখার সুহৃত্তম, রাধা সঙ্গে অনুক্ষণ,
বিলাসয়ে আনন্দ চিত্তেতে ॥১॥

শুন কৃষ্ণচন্দ্রের মাধুরী।—

স্বমাধুর্য্যামৃত দানে, আহ্লাদয়ে ত্রিভুবনে,
অখিল রসের বৃদ্ধিকারী ॥ ধ্রু ॥

আপন সৌন্দর্য্যে করি, তারাপালী খর্ব্বকারী,
চিত্রা অনুরাধা আদি করি।
নিজ প্রিয়গণ সঙ্গে, সদাই বিহরে রঙ্গে,
বৃন্দাবন মণ্ডলী উপরি ॥ ২ ॥

ব্রজবন বিলাসিনী, ব্রজবধূ কুমুদিনী,
বৃন্দা প্রতি আহ্লাদক চিতে।
নিজ কর আলিঙ্গনে, স্বমাধুর্য্য সুখদানে,
সদা যেই করে প্রফুল্লিতে ॥ ৩ ॥
ব্রজবাসী গণ যত, সে চকোর অবিরত,
সে মাধুর্য্যামৃত পান করে
পুনঃ পুনঃ পিয়ে যত, তৃষ্ণা বাড়ে অবিরত,
ক্ষণমাত্র ছাড়িতে না পারে ॥ ৪ ॥
অতি রোগৎকণ্ঠা মনে,রহে কৃষ্ণচন্দ্র সনে,
যার যেন তৃষ্ণা তেন মতে।
স্বমাধুর্য্যামৃতে হরি, সবায় আনন্দকারী,
বিলসয়ে অতি হর্ষ চিতে ॥ ৫ ॥
নিরবধি শান্তগণ, যে রূপে করেয়ে মন,
দাসগণ যে মাধুর্য্য আশে।
সখা সে মাধুর্য্যময়, বাৎসল্যে সুরস হয়,
মধুরে মাধুর্য্য পরকাশে ॥ ৬ ॥
যার রসে হাস্য হয়, যে রস অদ্ভুতময়,
বীরে বীর করুণে করুণ।
ক্রোধি জনে রৌদ্র হয়,যে মতি বিভৎসময়,
রসাশ্রয় কৃষ্ণচন্দ্র হন ॥ ৭ ॥
দীননাথ নারায়ণ, ভগবান্ অনুপম,
জগতের উপরি বিলাসে।
আপন প্রচণ্ড গুণে, অজ্ঞান তিমির হানে,
পদ্মাদির সুখ যে প্রকাশে ॥ ৮ ॥
সেইত পদ্মালি পুনঃ, দেখি কৃষ্ণচন্দ্র গুণ,
অতি সুমাধুর্য্য রসময়।
বহুকাল তপ করি,আপনা অযোগ্য হেরি,
মনোদুঃখে সঙ্কুচিত হয় ॥ ৯ ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র শোভা,অতিশয় মনোলোভা
ব্রজাঙ্গনা ভাগ্য অনুভবি।
শ্রুতিগণ নিজ মনে, উৎকণ্ঠাতে নিমগনে,
গোপী অনুগতি মনে ভাবি ॥ ১০ ॥
গোপিকা স্বরূপ প্রেমা, ভাব দেহ অনুপমা,
লভিলা শ্রীব্রজ বৃন্দাবনে।
অনূর্দ্ধ অসম রূপ, কোটি মন্মথের ভূপ,
সে মাধুর্য্যামৃত করে পানে ॥ ১১ ॥

রমার দুর্ল্লভ যাহা, শ্রুতিগণে পাইল ইহা,
শুনিয়া সন্দেহ যার মনে।
সাবধানে শুন সবে, নিজ চিত্ত অনুভবে,
বিশেষিয়া কহি সে কারণে ॥ ১২ ॥
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্যময়, ব্রজে কৃষ্ণ বিলসয়,
ঐশ্বর্য্য করিয়া সঙ্গোপন।
কেবল মাধুর্য্যরূপে, রসময় স্বস্বরূপে,
বিহরয়ে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ ১৩ ॥
সে মাধুর্য্য রসরাজে,ঐশ্বর্য্য ভাবে যে ভজে,
তার সেই মাধুর্য্য দুর্ল্লভে।
ব্রজলোক ভাবলঞা,যে ভজয়ে লাভী হৈয়া,
সে জন মাধুর্য্যামৃত লভে ॥ ১৪ ॥
বিবিধ বয়সে করি, সর্ব্ব রসাশ্রয় হরি,
সর্ব্বজন আনন্দিত করে।
সকল স্বরূপে তার, কিশোর স্বরূপ সার,
বৃন্দাবনে যেরূপে বিহরে ॥ ১৫ ॥
কৃষ্ণ সেই কিশোরে, ত্যাগ সহ রসভরে,
পিত্রাদি বাৎসল্য বল হৈতে।
বিলসয়ে বাল্য প্রায়,দেখি তারা সুখ পায়,
আস্বাদন করি লীলামৃতে ॥ ১৬ ॥
তৈছে রহি গোষ্ঠবনে, সব গোষ্ঠবাসী সনে,
বিহারে সবারে সুখী করে।
তাসবারে প্রেম দেখি, কৃষ্ণ হয়ে মহাসুখী,
ব্রজমাঝে আনন্দে বিহরে ॥ ১৭ ॥
যত গোপ গোপীগণ, নন্দ যশোমতি সম,
কৃষ্ণ সম অনুরাগি মনে।
সবাৎসল্য বল হৈতে,অতীন্দ্রিয় উৎকণ্ঠাতে
কণ্ঠাগত জীউ রস মানে ॥ ১৮ ॥
নিজ পরিকর সঙ্গে, কৃষ্ণের বিহার রঙ্গে,
যে যৈছে চাহে দেখিবারে।
কৃষ্ণ তাসবার মত, বিহরয়ে অবিরত,
সদাই সবারে সুখী করে ॥ ১৯ ॥
ঐছন বাৎসল্য প্রেমা,কে কহিবে সে মহিমা
শুকদেব যে প্রেম বাখানে।
সে প্রেম যাহার মনে,সে আনন্দসবে জানে
তাহা কি কহিতে পারে আনে ॥ ২০ ॥

এইমত সখাগণ, যবে উৎকণ্ঠিত হন,
গৃহে বনে থাকে যে যেখানে।
মিত্রগণ করি সঙ্গে, কৃষ্ণ বিহয়ে রঙ্গে,
বিবিধ বন্ধানে সে সেখানে ॥ ২১ ॥
হাস্যালাপ করে সঙ্গে, কোথাহ ভোজন রঙ্গে,
কার সঙ্গে শয়ন বিহারে।
গোচারণ কার সনে, নৃত্য গীত কোনখানে,
সখাগণ সংহতি বিহরে ॥ ২২ ॥
পৌগণ্ড সখার সঙ্গে, কৈশোরে অশেষ রঙ্গে,
বয়স্য সহিত করে খেলা।
সে রসে বিভোর মন, যার হয় অনুক্ষণ,
সে জন দেখয়ে সেই লীলা ॥ ২৩ ॥
কিশোর শেখর রঙ্গে, কান্তাগণ করি সঙ্গে,
বৃন্দাবন মধ্যেতে বিহরে।
নিরবধি কৃষ্ণে মন, সে আনন্দে নিমগন,
সুধীর ললিত কহি তারে ॥ ২৪ ॥
মহাভাবের স্বভাবে, হয় যে বিবিধ ভাবে,
সে রত্ন ভূষিতা যার অঙ্গে।
সঙ্গে নিজ পরিবার, প্রতিকুঞ্জে তাসবার,
মরণ করয়ে রস রঙ্গে ॥ ২৫ ॥
অপরা গোপিকা সনে, অদ্রিগৃহে বৃন্দাবনে,
সভা করি অভিমত রূপে।
সর্ব্বত্র সবার সঙ্গে, বিহার করয়ে রঙ্গে,
অলক্ষিতে অনন্ত স্বরূপে ॥ ২৬ ॥
কোনখানে কার কার, সঙ্গে নিজ পরিবার,
ক্রীড়ারস করেন বিস্তারে।
কার সনে হাস্যোল্লাস, কাহো অরণ্য বিলাস,
ভ্রমরিকা রূপেতে বিহরে ॥ ২৭ ॥
কারসঙ্গেদোলাখেলা, কোনখানে করে খেল
বসন্ত উৎসব লীলাভরে।
কোনখানে পাশা খেলে, নিজ চিত্ত কুতূহলে,
নৃত্য গীত রাসাদিক করে ॥ ২৮ ॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র, সঙ্গে ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ,
বৃন্দাবনে সতত বিহরে।
এ রসের অধিকারী, যার হয় ভাগ্যভারি,
সে মাধুর্য্যামৃত পান করে ॥ ২৯ ॥
ব্রজ ছাড়ি একক্ষণ, নাহি চলে কৃষ্ণ মন,
সদা ব্রজ প্রেমায়ে বিভোর।
সে রসে রসিক যেই, হেন সুখ জানে সেই
অন্য জনের না হয় গোচর ॥ ৩০ ॥
প্রপঞ্চ অতীত হয়, প্রাকৃতের দৃশ্য নয়,
অপ্রকট লীলা সেই হয়।
এই ব্রজে কৃষ্ণ নিতি, গোপ গোপীর সঙ্গতি,
প্রকট রূপেতে বিলসয় ॥ ৩১ ॥
প্রপঞ্চাদি প্রেমিজন, সেই দেখে অনুক্ষণ,
আর কেহ দেখিতে না পায়।
তবেযে কহে শাস্ত্রেতে, কৃষ্ণ এই স্বস্থানেতে
প্রকটা লীলা করিয়া দেখায় ॥ ৩২ ॥
সত্য হয় সেই কথা, নাহি হয় অন্যথা,
কহি তার আশয় শুনহ।
নিজ বাক্য সত্য লাগি কৃষ্ণ হয়ে অনুরাগি,
ভক্তে করিতে অনুগ্রহ ॥ ৩৩ ॥
কেন যে দ্বাপর শেষে, কৃষ্ণ হয়ে পরকাশে,
ত্রৈক্যে প্রকট সকলে দেখয়।
কৃষ্ণ সকল দ্বাপরে, প্রকটিয়া না বিহরে,
আগে তার কহিব নির্ণয় ॥ ৩৪ ॥
যুগ অবতারা যেই, যুগে অবতরি সেই,
ধর্ম্ম সংস্থাপন আদি করে।
সাধু জন নিস্তারিতে, দুষ্টজন সংহারিতে,
প্রতি যুগে যুগে অবতরে ॥ ৩৫ ॥
উপাসনা মতসার, তত্ত্বাস্ত্র সুনির্দ্ধার,
নানাবিধ ভক্তের বিষয়।
ধামরে অচিন্ত্যশক্তি, শ্রীকৃষ্ণাকর্ষিণীভক্তি,
এ নন্দকিশোর দাস কয় ॥ ৩৬ ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবনলীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোকুলধাম
লীলাস্থল বর্ণনং নাম প্রথমোধ্যায় ॥ ১ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

বৃন্দাবন ধাম প্রকাট্য করণ।

জয়তি নিজপদাব্জ প্রেমদানাবতীর্ণো বিবিধ
মধুরিমাব্ধি দিব্য কৈশোর পূর্ণ। সতত মুদয়ি
যেন প্রেম গোপিসু নিত্যং, জগদনু ভবনপ্যা
নাহি চৈতন্য রূপাৎ॥

৮ জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌর ভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে।
কৃষ্ণলীলা গুণ গাই আনন্দ অন্তরে॥
বৃন্দাবনলীলামৃত মঙ্গলাচরণে।
প্রথমে কহিল ধামলীলা সূত্রগণে॥
এবে নিত্যধামলীলা প্রকট কারণ।
সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিব বর্ণন॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্র কুমার।
বৃন্দাবন ধামে নিত্য করয়ে বিহার॥
প্রতি যুগে তিহোঁ অবতীর্ণ নাহি হয়।
প্রিয়গণ লৈয়া খেলে আনন্দ হৃদয়॥
যেকালে যেরূপে তিহোঁ অবতীর্ণ হয়।
সে কথা কহিব আগে করিয়া নির্ণয়॥
যুগ অবতার কথা কহি অল্পাক্ষরে।
প্রতি যুগে যৈছে অংশে করে অবতারে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগের গণনে।
শুক্ল রক্ত শ্যাম পীতবর্ণ নিরূপণে॥
যে কালে যে যুগে যুগে ধর্ম্মগ্লানি হয়।
অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় অতিশয়॥
সে কালে সে যুগ অনুরূপ বর্ণ ধরি।
অধর্ম্ম নাশিয়া ধর্ম্ম স্থাপয়েন হরি॥
সত্যযুগে তপো ধর্ম্মে শুক্লবর্ণ করে।
সত্যপরায়ণ লোক তপস্যা আচরে॥
ত্রেতাযুগে যজ্ঞ ধর্ম্ম রক্তবর্ণ ধরে।
আপনি আচরি ধর্ম্ম লওয়ায় লোকেরে॥

দ্বাপরে অর্চ্চন ধর্ম্ম শ্যাম বর্ণ হয়।
দুষ্ট নাশ করি ধর্ম্ম প্রচার করয়॥
কলিকালে সংকীর্ত্তন ধর্ম্মে পীতবর্ণ।
জগৎ নিস্তার হেতু হয় অবতীর্ণ॥
এই মত প্রতি যুগে যুগ অবতার।
করেন ঈশ্বর শাস্ত্রে হয় পরচার॥

তথাহি গীতায়াং।

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং
তথৈব। পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাং
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে।

শ্রীমদ্ভাগবতে

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশে ন জগদীশ্বর॥

এইমত প্রতি যুগে অংশ অবতার।
এক্ষণে কহি যে কৃষ্ণের প্রকট বিহার॥
প্রপঞ্চ গোচর তাঁর নাহি প্রয়োজন।
তবে যে প্রকট তার শুন বিবরণ॥
নিজ ভক্ত জনে অনুগ্রহের কারণ।
করয়ে প্রকটলীলা ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়াযাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

জয় নিজ পদে প্রেমদান অবতীর্ণ।
বিবিধ মাধুর্য্যসিন্ধু কৈশোরতাপূর্ণ॥
গোপীগণে নিরবধি সেই প্রেমদোগ্ধ্রী।
জগতের অনুভব যাহা হৈতে কহি॥
নিজ ধাম বৃন্দাবনে সদা বিহরয়।
সে আনন্দ লীলা কথা কহিল না হয়॥

পরম করুণাবান্ কৌতুকী হৃদয় ।
ভক্তগণে কৃপা করি অবতীর্ণ হয় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে ।

যদ্‌যদ্ধিয়াত উরুগায়বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ
প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥

শ্রীগীতায়াঞ্চ ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহং ॥

ভক্তের ইচ্ছাতে কৃষ্ণের সব অবতার ।
এইত সিদ্ধান্ত শ্লোকে কহিল নির্দ্ধার ॥
অতএব সেই কথা কহিব এখন ।
যে কারণে অবতীর্ণ যেরূপে ভজন ॥
শ্রুতিগণ মুনিগণ বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ।
অবতীর্ণ হৈলা নিজ প্রেম অনুরাগী ॥
শ্রুতিগণ গোপীগণের সৌভাগ্য দেখিয়া ।
তদ্রূপ ভজন ইচ্ছা কৈল লোভী হৈয়া ॥
তদনুগারূপে তার করিল ভজন ।
নিরবধি প্রেম সেবা প্রার্থন স্তবন ॥

তথাহি :

সমস্তাং সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ ।
গোপীনাং বীক্ষ্যসৌভাগ্যমসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ ।
তপাংসি শ্রদ্ধয়াকৃত্বা প্রেমাঢ্যা যজ্ঞিরেব্রজে ।
বল্লব্য ইতি পৌরাণী তথোপনিষদপি পৃথা ।
তথাপন্নোকিল বৃহদ্বামনে চেতিবিশ্রুতিরিত্যাদি

৫ অতএব শুন বৃহদ্বামনপুরাণে ।
ভৃগ্বাদির প্রতি ব্রহ্মবাক্য প্রকরণে ॥
শ্রুতি স্তুতি ক্রমে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইলা ।
তা সবার প্রতি বাক্য পরোক্ষে কহিলা ॥
তুষ্ট হইলাম আমি শুন শ্রুতিগণ ।
আপন বাঞ্ছিত বর মাগ সর্ব্ব জন ॥

তথাহি বৃহদ্বামনপুরাণে ।

চিরংস্তুত্যা ততস্তুষ্টঃ পরোক্ষং প্রাহতান্ গিরা
তুষ্টোঽস্মি ব্রূতভো প্রাজ্ঞা মনসা যদভীপ্সিতং

শ্রুতি সব এইমত বচন শুনিয়া ।
কহিতে লাগিলা মনে আনন্দিত হৈয়া
পুরুষাদি রূপ সব তোমার জানিয়ে ।
সগুণ ব্রহ্মেতে বস্তু বুদ্ধি না জন্ময়ে ॥
নির্গুণ পরমরূপ তোমার যে হয়ে ।
বাঙ্মনো গোচরাতীত যাহারে কহিয়ে ॥
সে রূপ তোমার মোরা না জানি কখনে ।
আনন্দ মাত্র যে রূপ কহে মহাজনে ॥
যদি তুষ্ট হৈয়া থাক দিতে চাহ বর ।
সে রূপ দেখাহ সবার নয়ন গোচর ॥

তত্রৈব । পুরুষাদি নিরূপাণি জ্ঞাতান্যাস্মভিরচ্যুত ।
সগুণং ব্রহ্ম তৎ সর্ব্বং বস্তুবুদ্ধির্ন্নৈষু নঃ ।
ব্রহ্মেতি পঠ্যতেঽস্মাভির্যদ্রূপং নির্গুণং পরং ।
বাঙ্মনো গোচরাতীতং ততো ন জ্ঞায়তে তু তৎ
আনন্দমাত্রমিতি যদ্বদন্তি'হপুরাবিদঃ ।
তদ্রূপং দর্শয়াস্মাকং যদিদেয়োবরোহিনঃ ॥

তবে কৃষ্ণ শুনি ঐছে শ্রুতির বচন ।
মায়াতীত নিজ লোক করাইল দর্শন ॥
কেবলানুভবানন্দ মাত্র যেই হয় ।
নির্গুণ পরমব্রহ্ম অক্ষয় অব্যয় ॥

তথাহি ।

শ্রুতৈবতদ্দর্শয়ামাস স্বলোকং প্রকৃতেঃপরং ।
কেবলানুভবানন্দ মাত্রমক্ষয়মব্যয়ং ॥

অত্যন্ত রহস্য যাহা বৃন্দাবন নাম ।
কল্পবৃক্ষময় বন পূরে সর্ব্ব কাম ॥
মনোরম কুঞ্জ সব যে বনে আছয় ।
সর্ব্ব ঋতু সুখ সেই স্থানে অতিশয় ॥
যেই বৃন্দাবনে গিরি গোবর্দ্ধন নাম ।
রত্নধাতুময় শোভা হয় অনুপাম ॥
অতি মনোহর সুনির্ঝর দরীযুক্ত ।
পক্ষিগণ শব্দ করে পরম অদ্ভুত ॥
যে বনে সরিতাম্বরা কালিন্দী আছয়ে ।
নির্ম্মল শ্যামল নীর যাতে বিলসয়ে ॥
রত্নবদ্ধ দুই তটে অতি দীপ্ত করে ।
হংস পদ্মাদিকে শোভা অতি মনোহরে ॥
সদা রাসরসোন্মত্ত যাঁহা গোপীগণ ।
কত কত যূথ তার না হয় গণন ॥
কিশোর শেখর কৃষ্ণ তা সবার মাঝে ।
পরম মাধুর্য্য রাসলীলা রসরাজে ॥

তথাহি ।

যত্রবৃন্দাবনং নাম বনং কামদুঘৈর্দ্রুমৈঃ ।

মনোরম্যনিকুঞ্জাঢ্যং সর্ব্বর্ত্তু সুখসংযুতং ॥
তত্রগোবর্দ্ধনোনাম সুনির্ঝরদরীযুতঃ ।
রত্নধাতুময়ঃ শ্রীমান্ সুপক্ষিগণ সংকুলঃ ॥
যত্রনির্ম্মলপানীয়া কালিন্দী সরিতাম্বরা ।
রত্নবদ্ধোভয়তটা হংস পদ্মাদি সংকুলা ॥
শশ্বদ্রাসরসোন্মত্তং যত্ত গোপীকদম্বকং ।
তৎকদম্বকমধ্যস্থঃ কিশোরাকৃতিরচ্যুত ॥

এইমত শ্রুতিগণে করায়্যা দর্শন ।
তা সবার প্রতি কিছু কহিলা বচন ॥
তোমরা দেখিলে এই লোক যে আমার ।
যার পর নাহি শ্রেষ্ঠ হয় যে সবার ॥
আর কি কহিব তাহা বিশেষিয়া কহ ।
না রাখিবে চিত্তে কেহ কিছুই সন্দেহ ॥

তথাহি ।

দর্শয়িত্বেতি তু প্রাহব্রতং কিং করবানিবঃ ।
দৃষ্টোমদীয়ো লোকোঽয়ং যতো নাস্তি পরমিতি ॥

কৃষ্ণধাম পরিকর শ্রুতি সব দেখি ।
যে বর মাগিল তাহা ঐছে শাস্ত্রে লিখি ॥
কন্দর্প কোটিলাবণ্য রূপ যে তোমার ।
দেখিয়া কামিনী ভাব চিত্তে মোসবার ॥
যৈছে হয় তুয়া লোক নিবাসিনিগণ ।
কামতত্ত্বে করে নিত্য তোমার ভজন ॥
তেমতি রমণ চেষ্টা মোসবার মনে ।
হইল বুঝিয়া বর দেহ যে আপনে ॥

তথাহি ।

কন্দর্পকোটিলাবণ্যে ত্বয়িদৃষ্টেমনাংসিনঃ ।
কামিনীভাবমাসাদ্য স্মরক্ষুব্ধান্য সংশয়ঃ ॥
যথাত্বল্লোকবাসিন্যঃ কামতত্ত্বেন গোপিকাঃ ॥
ভজন্তি রমণং মত্বা চিকীর্ষাজনিনস্তথেতি ॥

শ্রুতিগণের প্রেমে কৃষ্ণ বশীকৃত হৈলা ।
সদয় হৃদয়ে কিছু কহিতে লাগিলা ॥
দুর্ল্লভ দুর্ঘট এই বাঞ্ছা তোসবার ।
মোর বাক্য সত্য তাহো চাহি রাখিবার ॥
আগামিনী কালে সারস্বত কল্পপাঞা ।
সকলে জন্মিবে ব্রজে গোপকন্যা হৈয়া ॥
তোসবার বাঞ্ছা পূর্ণ তথাই করিব ।
মহারাস নৃত্য গীতে একত্রে মিলিব ॥

তথাহি ।

দুর্ল্লভোদুর্ঘটশ্চৈষাযুষ্মাকং সুমনোরথঃ ।
ময়ানুমোদিতঃ সম্যক্ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥
আগামিনী বিরিঞ্চিতু যাতে ।
সৃষ্টার্থমুদ্যতে কল্পং সারস্বতং প্রাপ্য
ব্রজেগোপ্যো ভবিষ্যথঃ ।
পৃথিব্যাং ভারতক্ষেত্রে মাথুরে মমমণ্ডলে ।
বৃন্দাবনে ভবিষ্যামি প্রেয়ান্ বো রাসমণ্ডলে ॥

শ্রীরূপগোসাঞি ইহা লিখেন উজ্জ্বলে ।
বৃহদ্বামনপুরাণোক্ত ভাগবতে বলে ॥

তথাহি ।

স্মিরউরগেন্দ্রভোগ ভুজদণ্ডবিষাক্তধিয়ো ।
বয়মপি তেসমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধা ॥

এইত কহিল শ্রুতিগণ বিবরণ ।
এবেত করিব মুনিগণের কথন ॥
দণ্ডককাননে পূর্ব্বে মহাঋষিগণ ।
তান্ত্রিক হইয়া সবে করেন ভজন ॥
গোপালদেবের মন্ত্র করি উপাসনা ।
নানামতে ভজন করিলা সর্ব্বজনা ॥
অপ্রাপ্ত অভীষ্ট সিদ্ধি সকলে আছিলা ।
ইতি মধ্যে রঘুনাথের সৌন্দর্য্য দেখিলা ॥
তবে লোভী হৈলা গোপালের রূপ গুণে ।
সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভাবে করিলা ভজনে ॥
কৃষ্ণলীলা কালাবধি ভজন করিয়া ।
ব্রজে জন্ম লভিলেন গোপকন্যা হৈয়া ॥

তথাহি ।

গোপালোপাসকাঃ সর্ব্বে মপ্রাপ্তাভীষ্টসিদ্ধয়ঃ ।
চিরাত্তদ্ধ্যানরতয়ো রামসৌন্দর্য্য বীক্ষয়া ।
লব্ধভাবাব্রজে গোপে । জাতাঃ পাদ্ম ইতীরিত

অতএব কহি কথা শুন শ্রোতাগণ ।
পাদ্মপুরাণেতে সেই করিল বর্ণন ॥

তথাহি পাদ্মোত্তর খণ্ডে ।

পুরামহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্রভোক্তুং মৈচ্ছন্ স্ববিগ্রহং ॥
তে সর্ব্বেস্ত্রীত্বমাপন্নাসমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে ।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততোমুক্তা ভবার্ণবাৎ ॥

মুনিগণ পাইল যৈছে ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
প্রসঙ্গানুরূপ আগে করিব বর্ণন ॥

মুনিগণ গোপীভাবে ভজিল সর্ব্বথা।
ভাগবত মতে কহি দেবীগণ কথা॥
কৃষ্ণচন্দ্র একবার ব্রহ্মার দিবসে।
প্রেমদান রসাস্বাদ কারণে প্রকাশে॥
একাত্তরি চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চতুর্দ্দশ মন্বন্তর দিবস ভিতর॥
সপ্ত মন্বন্তর হয় বৈবস্বত নামে।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরাবসানে॥
স্বয়ং ভগবান্ হরি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
অবতীর্ণ হন আছে শাস্ত্র নিরূপণ॥
দ্বাপর যুগেতে পৃথ্বী অসুরে পাড়িত।
ব্রহ্মা দিক্‌পাল আদি অত্যন্ত চিন্তিত॥
ক্ষীরোদকতীরে গেলা বিষ্ণুর নিকটে।
দর্শন না পায় কেহ রহে সিন্ধুতটে॥
নানামতে কৈল সবে বিষ্ণুর স্তবন।
তবেত আকাশবাণী করিল শ্রবণ॥
বসুদেব-গৃহে জন্মিবেন ভগবান্।
পরম পুরুষ বলি যাহার আখ্যান॥
দেবীগণ যাহা সবে নিজ নিজ অংশে।
জন্ম লহ কৃষ্ণপ্রিয়া রূপে গোপবংশে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

বসুদেবগৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ পুরুষঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্তুসুরস্ত্রিয়ঃ॥

তবে যে দেবতা দ্রোণ বসু আদি যত
ব্রজে মধুপুরে জন্মিলেন যেমত॥

তথাহি।

নন্দাদয়শ্চ যে গোপাযাশ্চামীষঞ্চ যোষিতঃ।
প্রায়েবৈ দেবতাঃ সর্ব্বে ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন॥

শুনিয়া আকাশবাণী দেবীগণ যত।
জন্মিলেন ব্রজে কৃষ্ণপ্রিয়া অভিমত॥
উপেন্দ্রাদি কৃষ্ণ অংশে আসি প্রকটিলা।
তাসবার পত্নী আসি গোপী রূপে হৈলা॥
এইমত নিজভক্ত বিবিধ প্রকার।
অনুগ্রহ কারণে হয়েন অবতার॥
সেই প্রভু রসময় মূর্ত্তি রসরাজ।
প্রেমরস আস্বাদন সদা যার কাজ॥

ব্রজেই বিহারকারী নিত্য যেই হয়।
ব্রজলোক সহ তিহোঁ ব্রজে প্রকটয়॥

তথাহি।

তদাত্মানাং দৃঢভক্তি ভাগা,
বিশেষ ভাজাং জগতাং হি সাক্ষাৎ।
দৃশ্যোভবেন্নূন মনন্যকাল,
প্রাদুষ্কৃতে নাত্ম কৃপাভরেণ॥

দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর যে শৃঙ্গার।
এই চারি সর্ব্বোৎকর্ষ ব্রজে পরচার॥
দাস্যরসে সেবা সখ্য রসেতে সমতা।
বাৎসল্যে মমতা স্নেহ মধুরে নর্ম্মতা॥
ইতিমধ্যে সখ্য বাৎসল্য মধুর আখ্যান।
অতি চমৎকারকারী নাহিক উপাম॥
নিজ নিজ গুণে রস ক্রমে সুমধুর।
দশমের মধ্যে এই লীলার প্রচুর॥
তার মধ্যে হয় যেই শৃঙ্গার আখ্যান।
উত্তর উত্তর সেই রসের প্রধান॥

তথাহি।

যথোত্তর মসৌ স্বাদু বিশেষোল্লাস মযাপি।
রতির্বাসনযোস্বাদ্বী ভাযতে কাপি কস্যচিৎ॥

সেইত শৃঙ্গাররস সর্ব্বস্ব যাহার।
যে রস মাধুর্য্য আস্বাদিতে অবতার॥

তথাহি।

শৃঙ্গাররসসর্ব্বস্বং শিখিপুচ্ছ বিভূষণং।
অঙ্গীকৃত নরাকার মাশ্রয়ে ভুবনাশ্রয়ং॥

সেই যে শৃঙ্গার হয় দ্বিবিধ প্রকার।
বিপ্রলম্ভ সম্ভোগ বলি আখ্যান যাহার॥
বিপ্রলম্ভ বিচ্ছেদে যে সম্ভোগ মিলনে।
এই দুই মুখ্য হৈতে অষ্ট বিবরণে॥
পূর্ব্ব রাগ মান প্রেম বৈচিত্র্য প্রবাস।
বিপ্রলম্ভে এই চারি রসের প্রকাশ॥
সংক্ষিপ্ত সংকীর্ণ সম্পন্ন সমৃদ্ধিমান।
সম্ভোগে রসের হয় এ চারি আখ্যান॥
এই অষ্ট হৈতে বহু রসের উৎপত্তি।
বহু কান্তা বিনু নহে তাহার সঙ্গতি॥
বহুকান্তা সঙ্গে বহু রসের উদয়।
এই ভাবাবিষ্ট চিত্তে লোভ উপজয়॥

শ্রুতি মুনি দেবকন্যা নিত্য প্রিয়া সাথে।
শতকোটি লঞা ক্রীড়া করয়ে রাসেতে ॥
মহারাসস্থলী হয় সর্ব্ব রসসিন্ধু।
রসিকশেখর যাতে রসপূর্ণ ইন্দু ॥
চন্দ্র দরশনে সিন্ধু আনন্দ উথলে।
তরঙ্গালিঙ্গনে ব্যাপ্ত সকল মণ্ডলে ॥
সমুদ্র তরঙ্গে যৈছে কলকল ধ্বনি।
মণ্ডলীতে ধ্বনি তৈছে কঙ্কণ কিঙ্কিণী ॥
রবাব পাখোয়াজ যন্ত্র বীণাযন্ত্র যত।
মড্ডু ডিণ্ডিম ঝর্ঝরাদি কল্লোলাভিমত ॥
তাহার মধ্যেতে বংশী হয় চক্রবাতে।
কুলাঙ্গনাগণ চিত্ত ঘূর্ণিত যাহাতে ॥
সে রসতরঙ্গ মধ্যে স্তনভক্তোদ্গম।
বুঝি সিন্ধু চন্দ্র প্রতি করে সমর্পণ ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ অন্তরে।
নিজামৃত দানে সে তরঙ্গে নৃত্য করে ॥
প্রস্তাবে কহিল এথা রসের বিচার।
রসিকশেখর আস্বাদয়ে রসসার ॥
নিজ মনোরথ যত বিবিধ আছিল।
প্রকট হইয়া কৃষ্ণ তাহা আস্বাদিল ॥
ভক্তগণে শুদ্ধ ভক্তিমার্গ দেখাইয়া।
ব্রজে বিহরয়ে কৃষ্ণ প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
কেহ কহে কৃষ্ণ করে অসুর সংহার।
দেখিতে বাস্তব কিন্তু কর্ম্ম নহে তার ॥
সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ স্বয়ং ভগবান্।
লীলা প্রকটিতে সর্ব্ব অংশে উপাদান ॥

তথাহি।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদিগোবিন্দঃ সর্ব্বকারণকারণং ॥
রামাদি মূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্নানাবতারমকরোদ্ভুবনেষু কিন্তু। কৃষ্ণঃ স্বয়ং ভগবং পরমঃ পুমান্ যো গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥

শ্রীভাগবতে।

এতেচাংশকলাঃ পুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।

শ্রীগোকুল মথুরা দ্বারকা তিন ধাম।
পূর্ণতম পূর্ণতর আর পূর্ণ নাম ॥
শ্রীগোকুলে পূর্ণতম মাধুর্য্য সর্ব্বদা।
কৃষ্ণ বলরাম যাঁহা বিলসয়ে সদা ॥

তথাহি।

যথাকৃষ্ণ স্তথারামো বিলাসৌচাদ্ভুতৌ সমৌ।
বর্ণমাত্র পৃথকৃত্বঞ্চ সর্ব্বমেকং ন সংশয় ॥

প্রকট লীলার যবে হয়েন সঙ্গতি।
আর দুই মূর্ত্তি করে দোঁহাতেই স্থিতি ॥
কৃষ্ণে বাসুদেব বলরামে সঙ্কর্ষণ।
ধামভেদে লীলা ভিন্ন রূপেতে গণন ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

প্রধানপুরুষাবাদৌ জগদ্ধেতু জগৎপতি।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বালকেশবৌ ॥
তথা ব্যূহঃ প্রাদুর্ভাবে দাদ্যো গৃহেস্বানদ্ভবে।
গোষ্ঠেত্তমাসার্দ্ধং শ্রীলীলা পুরুষোত্তমঃ ॥
গত্বা য যুবয়োর্গোষ্ঠং তত্র স্থিতিগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তামাদায় ব্রজৎপুরং।
প্রাবিশ্বাসুদেবাস্ত শ্রীলীলা পুরুষোত্তমং।
সোঽয়ং নিত্যমুতস্থেপি তস্যারাজভ্যনাদিতঃ।
কৃষ্ণ প্রকটলীলায়াং তদ্বারেন্যপ্যাভূন্নন্দা ॥

রাসাদিক লীলা পূর্ণতম রূপে করে।
অসুর নাশে বাসুদেব সঙ্কর্ষণ পরে ॥
ব্রজবাস ত্যাগ আর অসুর মারণ।
এই দুই নাহি করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি যামলে।

কৃষ্ণোঽন্যো যদুসম্ভূতো যস্তু গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য স কচিন্নৈব গচ্ছতি ॥

তবে যে দেখিয়ে কৃষ্ণের মথুরা গমনে।
বাসুদেব দ্বারে নিজ রূপ আচ্ছাদনে ॥

তথাহি।

অথ প্রকটরূপেণ কৃষ্ণোঽযদুপুরীং বিশেৎ।
ব্রজেশজত্বা মাচ্ছাদ্য স্বব্যঞ্জন বাসুদেবতামিতি।

প্রকটলীলাতে যৈছে শ্রীগোকুলধাম।
বাসুদেব সঙ্কর্ষণ কৃষ্ণ বলরাম ॥
গুণীভূত হঞা করে অসুর মারণ।
তৈছে কৃষ্ণ বলরাম মথুরা গমন ॥
পূর্ণতর লীলা তাঁহা লৈয়া নিজগণ।
গোবিন্দ মাধুর্য্যে হরে বসুদেব মন ॥

ব্রজপুরে গোপেন্দ্র নন্দন নিত্যজ্ঞানে।
মথুরা দ্বারকাপুরে ক্ষত্রিয়াভিমানে ॥
ক্ষত্রিয়াভিমানরূপে কংসাদি বিনাশে।
গুণীভূত গোপরূপে মাধুর্য্য প্রকাশে ॥
মথুরাতে কিঞ্চিৎ মাধুর্য্য হয় হ্রাস।
ক্ষত্রিয়াভিমান রূপে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ ॥
দ্বারকাতে ঐশ্বর্য্য প্রকাশ পূর্ণ রূপ।
অতিশয় গুণীভূত মাধুর্য্য স্বরূপ ॥
দ্বারাবতী হৈতে যবে বৃন্দাবন আইসে।
গুণীভূত পূর্ণ পূর্ণতম পরকাশে ॥
গমনাগমন কালে এইমত হয়।
অপ্রকট ধাম অনুরূপ বিহরয় ॥
ঐছে কৃষ্ণ বলরাম মথুরা গমন।
পূর্ণতর লীলা তাঁহা লঞা নিজগণ ॥
গোবিন্দ মাধুর্য্যে হরে বসুদেবের মন।
ইহাতেই জানি পূর্ণতম প্রকরণ ॥

তথাহি শ্রীললিতমাধবে।

উদ্গীর্ণাদ্ভুতমাধুরী পরিমলস্যাভীর লীলস্য মে,
দ্বৈতং হন্ত সমক্ষয়ন্ মুহুরসৌ চিত্রীয়তে চারণঃ।
চেতঃ কেলি কুতূহলোত্তরলিতং সত্যং সখে মামকং
যস্য প্রেক্ষ্য স্বরূপতাং ব্রজবধূ সারূপ্য মন্বিচ্ছতি ॥

কংস বধ আদি করি যত ইতি লীলা।
সব সমাপিয়া পুনঃ দ্বারকাতে গেলা ॥
তাঁহা গিয়া পূর্ণরূপ ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
মহিষী বিবাহ আর দুষ্টের বিনাশ ॥
নানা যে কৌতুক নিত্য করে নানা লী
প্রদ্যুম্নানিরুদ্ধ ক্রমে প্রকট হইলা ॥
এই চতুর্ব্যূহ রূপে দ্বারকা বিহার।
অতি মহৈশ্বর্য্য লীলা নাহি পারাবার
এই তিন ধামে কৃষ্ণের সতত বিলাস
ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য তারতম্য পরকাশ ॥
লীলাধাম ভেদে জানি কৃষ্ণের প্রকাশ
দ্বেষ বুদ্ধ্যে মূর্ত্তি ভেদ করি যার নাশ

তথাহি।

দেহদেহী বিভাগোঽয়ং নেশ্বরে বিদ্যতে ক্বচিৎ।

যার যেই কার্য্য তাহা ব্যক্ত ক্রিয়াদ্বারে।
গুণের তারতম্য অভিপ্রায় শাস্ত্রে করে ॥

তথাহি।

হরিঃ পূর্ণতমঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণ ইতি ত্রিধা।
শ্রেষ্ঠমধ্যাদিভিঃ শব্দৈর্নাট্যেয়ঃ পরিপঠ্যতে ॥
প্রকাশিতাখিলগুণঃ স্মৃতঃ পূর্ণতমো বুধৈঃ।
অসর্ব্বব্যঞ্জকঃ পূর্ণতরঃ পূর্ণোঽল্পদর্শকঃ ॥
কৃষ্ণস্য পূর্ণতমতাব্যক্তাভূদ্গোকুলান্তরে।
পূর্ণতরতা দ্বারকা মথুরাদিষু।

ষড়ৈশ্বর্য্য পূর্ণ কৃষ্ণের বহু রূপ হয়।
গোপাল সদৃশ আর কোন রূপ নয় ॥

তথাহি।

সন্তি ভূরি নিরূপাণি মম পূর্ণানি ষড় গুণৈঃ।
ভবেয়ুস্তানি তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণেতি ॥

মনোহর লীলা কৃষ্ণের আছয়ে প্রচুর।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শ্রীগোপাল লীলা সুমধুর ॥

তথাহি।

সন্তি যদ্যপি মেপ্রাজ্যা লীলাস্তাস্তা মনোহরাঃ।
গোপাললীলা তত্রাপি সর্ব্বতোঽতি মনোহরা ॥

সর্ব্বরূপ হৈতে শ্রেষ্ঠ হয় গোপরূপ।
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী পরম স্বরূপ ॥
সর্ব্ব ধাম হৈতে শ্রেষ্ঠ গোকুল আখ্যান।
ব্রজেন্দ্রনন্দন যাতে স্বয়ং ভগবান্ ॥
নানাবিধ রূপে নানা ভক্তের আশ্রয়।
নিত্য লীলাকামী সে কিশোর ধর্ম্মী হয় ॥

তথাহি।

বয়সো বিবিধত্বেপি সর্ব্ব ভক্ত রসাশ্রয়ঃ
ধর্ম্মী কিশোর এবায়ং নিত্য নানা বিলাসবান্ ॥

প্রকটাপ্রকটে শ্রীগোকুল ধাম হয়।
কৃষ্ণের সমান সেই নিত্য বিরাজয় ॥
যৈছে পদ্মমধ্যে কর্ণিকার স্থিতি হয়।
দলেতে বেষ্টিত হৈলে কেহ না দেখয় ॥
সেই পদ্ম প্রস্ফুটিত হয়েন যখন।
দল সব চতুর্দ্দিগে হয় প্রসারণ ॥
মধ্যে কর্ণিকার দৃষ্টি হয় সেইক্ষণে।
এইমত অপ্রকট প্রকট লক্ষণে ॥

সহস্রদল পদ্ম প্রায় শ্রীগোকুল ধাম।
তার মধ্যে কর্ণিকা শ্রীবৃন্দাবন নাম॥

তথাহি।

সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশ সম্ভবং॥

তথা বরাহসংহিতায়াঞ্চ।

সহস্রপত্রং কমলাকারং মাথুর মণ্ডলং।
কর্ণিকারং মহদ্ধাম গোবিন্দস্থানমব্যয়মিতি॥

অন্যত্র চ।

মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলি বৃন্দাবনানিচেত্যাদি।

সংক্ষেপে কহিল নিত্যধাম বিবরণ।
ইহার বিস্তার আগে করিব বর্ণন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীগোকুলধাম লীলাবর্ণনে প্রকটাপ্রকট বিবরণ কথনং নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

তৃতীয় অধ্যায়ঃ।

বিশ্রান্ত্যাদি তীর্থ বিবরণ।

তথাহি।

হরিরপি ভজমানেভ্যঃ প্রায়োমুক্তিং নতু ভক্তিং
নিহিত চতুম শক্রাং মাথুরেহন্যা নমামিত্বাং॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য কৃপাসিন্ধু
জয় জয় নিত্যানন্দ জয় দীনবন্ধু॥
জয় জয় সীতানাথ শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে
মো সম পতিত নাঞি জগত ভিতরে॥
তুয়া অনুগ্রহ কৃপালেশ যদি পাই।
আনন্দিত মনে কৃষ্ণলীলা গুণ গাই॥
মথুরামণ্ডল হয় কৃষ্ণলীলা স্থান।
স্বল্পাক্ষরে কহি কিছু তার গুণগ্রাম॥
অতি যে আশ্চর্য্য ধন্যা মধুপুরী হয়।
বৈকুণ্ঠ হইতে শ্রেষ্ঠ যেহোঁ সুনিশ্চয়॥
মধুপুরে যেই এক দিন বাস করে।
শ্রীকৃষ্ণ ভকতি তার জন্ময়ে অন্তরে॥

তথাহি।

অহোমধুপুরীধন্যা বৈকুণ্ঠাচ্চ গরীয়সী।
দিনমেকং নিবাসেন হরৌ ভক্তি প্রজায়তে॥

কামিগণ সম্বন্ধে যে হয়েন কামদা।
মুমুক্ষুগণের পতি হয়েন মোক্ষদা॥
ভক্তীচ্ছুজনেরে যেহোঁ ভক্তিদাতা হয়।
হেন মধুপুরী কেবা না করে আশ্রয়॥

তথাহি।

ত্রিবর্গদা কামিনাং যা মুমুক্ষুণাঞ্চ মোক্ষদা।
ভক্তীচ্ছোর্ভক্তিদা কস্তাং মথুরাং নাশ্রয়েদ্বুধঃ॥

অন্য পুণ্য তীর্থ সবে মুক্তি মহাফল।
মুক্তি বিনা ভক্তি দিতে কারো নাহি বল
মুক্তি সর্ব্বপ্রার্থ্য কৃষ্ণভক্তি মথুরাতে।
বাস করিলেই মাত্র মিলে অচিরাতে॥

অন্যেষু পুণ্যতীর্থেষু মুক্তিরেব মহাফলং।
মুক্তেঃ প্রার্থ্যা হরেভক্তি মথুরায়ান্তু লভ্যতে॥

ত্রিভুবন মধ্যে হয় যত তীর্থগণ।
যথাবিধি ক্রমে তার করিলে সেবন ॥
পরমানন্দময়ী সিদ্ধি দুর্ল্লভা যে হয়।
মথুরা স্পর্শনে প্রেমভক্তি সে মিলয় ॥

তথাহি।

ত্রৈলোক্যবর্ত্তি তীর্থানাং সেবনাদ্দুর্লভাহি যা।
পরমানন্দময়ী সিদ্ধি মথুরাস্পর্শমাত্রতঃ ॥

বরাহ কহেন পৃথ্বী করেন শ্রবণ।
সে কথা কহি হে শুন সর্ব্ব শ্রোতাগণ ॥
বৈকুণ্ঠাদি করিয়া আছয়ে যত স্থান।
মথুরামণ্ডল প্রিয় সবাতে প্রধান ॥
নানা মণি রত্নে পুরী হয়েত খচিত।
অরুণ কিরণ জিনি করে অতি দীপ্ত ॥
স্বুবর্ণ পতাকা তাহে শোভে স্থানে স্থানে
অত্যন্ত আশ্চর্য্য সব বিবিধ বন্ধানে ॥
পুরী মধ্যে আছয়ে নিগূঢ় লীলাস্থান।
বিষ্ণুচক্রোপরি সে অদ্ভুত কৃষ্ণধাম ॥

তথাহি।

মৎস্থান মধিকং মনোপ্রিয়ং মাথুরমণ্ডলং।
নিগূঢ়ং বিবিধং স্থানং পুরীমভ্যন্তরে স্থিতং।
বিষ্ণুচক্রোপরি শ্রীমদ্ধাম বৈভব মদ্ভুত মিত্যাদি

মধুরামহিমা কিছু কহিল না হয়।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র যাঁহা বিলসয় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

মথুরা ভগবান্ যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ ॥

এবে কহি মথুরার স্থান বিবরণ।
যেখানে উদয় বসুদেবের নন্দন ॥
পূর্ণতর লীলা কৃষ্ণের সেই স্থানে হয়।
অতএব তাহা কিছু করিব নির্ণয় ॥
প্রথমে কহিব মথুরাতে জন্মস্থান।
যাঁহা জন্ম লভিলা আপনে ভগবান্ ॥
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ সেই স্থান মধুপুরে।
বসুদেব দৈবকী যাঁহা ছিলা কারাগারে ॥
কংসের ভগিনী ভগ্নিপতি দুইজন।
পরম ঈশ্বর যার ঘরে প্রকটন ॥

বাসুদেব বলি হয় যাহার আখ্যান।
সর্ব্ব বেদে যাহার মহিমাগুণ গান ॥
হেন প্রভু জনম লভয়ে সেই স্থানে।
সর্ব্বপরাৎপর হয় তাহার গণনে ॥
তাঁহা যেই জপ উপবাসাদি করয়।
সর্ব্ব পাপবন্ধ হৈতে সেই মুক্ত হয় ॥

তথাহি।

জপোবাস নিয়তো মথুরায়াং বড়ানন।
জন্মস্থানং সমাসাদ্য সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥

যেই স্থানে হয় কেশবের নিত্যস্থিতি।
তার প্রদক্ষিণাভক্তে করয়ে সুকৃতি ॥
সপ্তদ্বীপা পৃথ্বী পরিক্রমা তার হয়।
জন্ম জন্মান্তরে কৃত পাপ যে থাকয় ॥
কেশবের সংকীর্ত্তন দর্শন হইতে।
সে সকল পাপ নাশ যায় অচিরাতে ॥

প্রদক্ষিণাকৃতাতেন সপ্তদ্বীপা বসুন্ধরা।
প্রদক্ষিণা কৃতা যেন মথুরায়াং কেশবে।
ইহজন্মকৃতং পাপং মন্যজন্ম কৃতঞ্চ যৎ।
তৎসর্ব্বং নশ্যতে শীঘ্র কীর্ত্তনে কেশবস্য চ ॥

মথুরাতে ভগবানের মূর্ত্তি যে হয়।
তাসবার নাম কহি মন দেহ তায় ॥
দীর্ঘ বিষ্ণু পদ্মনাভ স্বয়ম্ভুব নাম।
যে সব দর্শন মাত্রে পূরে মনস্কাম ॥

তথাহি।

দীর্ঘ বিষ্ণু সমালোক্য পদ্মনাভং স্বয়ম্ভুবং।
মথুরায়াং মহাদেবী সর্ব্বাভীষ্টমবাপ্নুয়াৎ ॥

বিশ্রান্তি সংজ্ঞক দীর্ঘ বিষ্ণু শ্রীকেশব
এই তিন যে দেখে পুণ্য মিলে তারে স
প্রভাতে বিষ্ণুতেজ বিশ্রান্তি সংজ্ঞকে।
মধ্যাহ্ন সময়ে দীর্ঘ বিষ্ণুতে সে থাকে।
সে তেজ কেশবে থাকে দিবা অবসানে
ভগবান্ মূর্ত্তির এই বিশেষ বর্ণনে ॥

তথাহি।

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং দৃষ্ট্বা দীর্ঘবিষ্ণু কেশবং।
সর্ব্বেষাং দর্শনং পুণ্যং মেদিন্যৈঃ সদা লভে

উদয়ে মামকং তেজঃ সদাবিশ্রান্তি সংজ্ঞকৈঃ।
মধ্যাহ্ণে মামকং তেজোদীর্ঘ বিষ্ণোব্যবস্থিতং।
কেশবে মামকং তেজো দিবাভাগে চতুর্থকে॥

এবে কহি কৃষ্ণ পরিবার যে যে হয়।
বিগ্রহ রূপেতে তাহা সবার নির্ণয়॥
একানংশা দেবী আর যশোদা দেবকী।
মহা বিদ্যেশ্বরী আদি পরিবারে লিখি॥
ইহা সবার দর্শন করয়ে যেই জন।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে হয় তাসবার মোচন॥

তথাহি।

একানংশাং ততোদেবীং যশোদাং দেবকীং তথা।
মহা বিদ্যেশ্বরীং দৃষ্ট্বা মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ॥

মথুরাতে ক্ষেত্রপাল ভূতেশ্বর নামে।
মহাদেব আছে তাঁর যে করে দর্শনে॥
সেই জন মথুরা দর্শন ফল পায়।
এই কথা সত্য ইথে নাহিক সংশয়॥

তথাহি।

মথুরায়াঞ্চ দেবত্বং ক্ষেত্রপালো ভবিষ্যসি।
ত্বয়িদৃষ্টে মহাদেব মম ক্ষেত্র ফলং লভেৎ॥

এবে কহি মথুরার স্থান নিরূপণ।
যত তীর্থ ঘাট সব কুঞ্জাদি বর্ণন॥
পূর্ব্বদিগে যমুনা বহেন নিরন্তর।
বিচিত্র রচিত ঘাট শোভা থরে থর॥
মথুরা চব্বিশ ঘাট শাস্ত্রে উক্ত হয়।
সর্ব্ব তীর্থ শ্রেষ্ঠ সব জানিহ নিশ্চয়॥
একেক ঘাটের হয় একেক মাধুরী।
ক্রমে ক্রমে কহি তাহা শুন শ্রদ্ধা করি॥
সকল ঘাটের মধ্যে বিশ্রান্তিক নাম।
কংস বধ করি কৃষ্ণ যাহাতে বিশ্রাম॥
বিশ্রান্তি মহিমা স্কান্দে মথুরাখণ্ডেতে। ৮
বর্ণন করিলা শুন সাবধান চিত্তে॥

তথাহি।

তত্রতীর্থং মহারাজ বিশ্রান্তির্লোকবিশ্রুতং।
তস্মিন্স্না সর্ব্ব তীর্থানি বিশ্রান্তিং যান্তি শাশ্বতা॥

আর কত মত হয় মহিমা বর্ণন।
সৌর পুরাণের মত করহ শ্রবণ॥ 7

তথাহি।

অতোবিশ্রান্তি তীর্থাখ্যাং তীর্থমংহো বিনাশনং।
সংসারমরুসঞ্চার ক্লেশবিশ্রান্তিদং নৃণামিত্যাদি॥

তাঁহা স্নান দান করে যেই ভাগ্যবান্।
বিষ্ণুলোকে আবশ্যক তাহার প্রয়াণ॥

তথাহি।

বিশ্রান্তি সংজ্ঞকং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্য বিশ্রুতং।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবী যমলোকে মহীয়তে॥

তথাহি।

বিশ্রান্তি তীর্থে বিধিবৎ স্নাত্বা কৃত্বা তৃণোদকং।
পিতৃনুদ্ধৃত্য নরকাদ্বিষ্ণুলোকং প্রপদ্যতে॥

বিশ্রান্তি দক্ষিণে হয় যত তীর্থগণ।
তাহার মহিমা কহি করহ শ্রবণ॥
প্রথমে কহিব তীর্থ অবিমুক্ত নামে।
সোপান সহিতে ঘাট অতি অনুপমে॥
তাতে স্নান করে যেই সেই মুক্তি পায়।
তথা প্রাণত্যাগ কৈলে বিষ্ণুলোক যায়॥

তথাহি।

অবিমুে   হাতো মুক্তিং প্রাপ্নোত্যসংশয়ং।
ত্রার্থ মুচাঃ   াণান্মমলোকং স গচ্ছতি॥

তাহার দক্ষিণে অবিরূঢ় ঘাট হয়।
সোপান রচিত সেই শোভা অতিশয়॥
তাঁহা শ্রদ্ধা করি যেই জন করে স্নান।
পরমভকতি কৃষ্ণ তারে দেই দান॥
তার পরে গুহ্য তীর্থ শোভা অতিশয়।
সর্ব্ব সংসার মোক্ষ মহিমা যায় হয়॥
নরমাত্র সেই ঘাটে স্নান যেই করে।
তার বাস হয় বিষ্ণুলোকের ভিতরে॥

তথাহি

অস্তিচান্যত্তরং গুহ্যং সর্ব্বসংসার মোক্ষণং।
যস্মিন্ স্নাতো নরো দেবি মমলোকে মহীয়তে॥

তৎপরে প্রয়াগ তীর্থ সুশোভন হয়।
সেই ঘাটে যেই জন স্নানাদি করয়॥
দেবের দুর্ল্লভ ফল তার লভ্য হয়।
অগ্নিষ্টোম করিয়া শাস্ত্রেতে যারে কয়॥

তথাহি।

প্রয়াগং নাম তীর্থং তু দেবনামাপি দুর্ল্লভং।
তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি অগ্নিষ্টোম ফলং লভেৎ

সৌর পুরাণে।

ততস্তীর্থং প্রয়াগাখ্যং পবিত্রং পাপনাশনং।
পিতৃভ্যস্তত্র যদ্দত্তং তদক্ষয়তরং ভবেদিতি॥

তাহার দক্ষিণে কনখল তীর্থ হয়।
স্নান করিলেই নাকপৃষ্ঠে নিবসয়॥

তথাহি।

তথা কনখলং তীর্থং গুহ্যতীর্থং পরং মম।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি নাকপৃষ্ঠে সমোদতে॥

তার পরে তীর্থ হয় তিন্দুক আখ্যান।
বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি হয় তাতে কৈলে স্নান

তথাহি।

অবিক্ষেত্রে পরং গুহ্যং তিন্দুকং নাম নামতঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি মমলোকে মহীয়তে

তার পরে সূর্য্যতীর্থ নামে এক ঘাট।
সর্ব্বপাপ বিমোচন দেখিতে সুঠাট॥
বিরোচনের পুত্র বলি যেখানে আসিয়া।
পূর্ব্বে সূর্য্যে আরাধিল আনন্দিত হৈয়া॥
তাঁহা যেই রবিবারে সংক্রান্তি দিবসে।
স্নান করে সূর্য্য চন্দ্র গ্রহণে বিশেষে॥
তা সবার রাজসূয় ফল লভ্য হয়।
পৌরাণিক কথা এই কহিল নিশ্চয়॥

তথাহি।

ততঃপরং সূর্য্যতীর্থং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং।
বৈরোচনেন বলিনা সূর্য্যস্ত্বারাধিতঃ পুরা॥
আদিত্যেহনিসংক্রান্তৌ গ্রহণে চন্দ্র সূর্য্যয়োঃ।
তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি রাজসূয় ফলং লভেদিতি

বটস্বামী নাম তীর্থ হয় তার পর।
বটস্বামী নামে খ্যাত যাঁহা দিবাকর॥
ভক্তি করি রবিবারে যদি সেবা করে।
ব্যাধিনাশ হয় নানা সুখ মিলে তারে॥
অন্তকালে তাহার উত্তম গতি হয়।
পরম উত্তম তীর্থ কহিল নিশ্চয়॥

তথাহি।

ততঃপরং বটস্বামী তীর্থাখ্যাং তীর্থমুত্তমং।
বটস্বামীতি বিখ্যাতো তত্রদেবো দিবাকরঃ॥
তত্তীর্থং চৈব যো ভক্ত্যা রবিবারে নিষেব্যতে।
প্রাপ্নোত্যারোগ্যমৈশ্বর্য্যং অন্তে চ পরমাং গতি।

তার পরে ধ্রুবঘাট তীর্থ সর্ব্বোত্তম।
যাঁহা বসি ধ্রুব পূর্ব্বে করিল সাধন॥
ধ্রুবের মহিমা গুণ আশ্চর্য্য কথন।
উল্লাস হৃদয়ে কিছু করিয়ে লিখন॥
ইতিক্রম ভঙ্গদোষ যদি উপজয়।
ক্ষমিবা বৈষ্ণবগণ নিবেদন তোয়॥
উত্তানপাদের পুত্র ধ্রুব মহাশয়।
পরমসুন্দর পঞ্চ বৎসরের হয়॥
দুর্ভাগার গর্ভে জন্ম থাকে অভ্যন্তরে।
বালকস্বভাব সদা ইতি উতি ফিরে॥
একদিন উত্তানপাদ রাজা সিংহাসনে।
বসিয়া আছেন প্রিয় ভার্য্যা পুত্র সনে॥
ধ্রুব আসি উপস্থিত হৈল হেনকালে।
উল্লাসহৃদয়ে যায় নিজ তাত কোলে॥
দেখিয়া বিমাতা তার ঈর্ষাযুক্তা হৈলা।
ক্রোধমুখী ধ্রুব প্রতি কহিতে লাগিলা॥
শুন ধ্রুব তুমি নহ সিংহাসন যোগ্য।
দুর্ভাগার পুত্র তুমি অতি মন্দভাগ্য॥
তোমার জননী পূর্ব্বে সাধন না করে।
তুমি আসি উঠ কেন সিংহাসনোপরে॥
এখানে বসিতে তোর যদি থাকে মন।
তবে আগে কর এই দেহের মোক্ষণ॥
দেহ ত্যজি জন্ম যদি আমার উদরে।
তবে সে বসিতে পার সিংহাসনোপরে॥
বিমাতা বচন শুনি ধ্রুব ক্রোধান্তরে।
অধর কাঁপয়ে আঁখি ছল ছল করে॥
পিতামুখ চাহি ধ্রুব কান্দিতে লাগিলা।
স্ত্রীবশ উত্তানপাদ কিছু না কহিলা॥
ক্রোধমনে ধ্রুব তবে গমন করিলা।
কান্দিতে কান্দিতে নিজ মাতা স্থানে গেলা
ক্রন্দন দেখিয়া তেহোঁ জিজ্ঞাসে বচন।
কি লাগি কান্দহ পুত্র কহ সে কারণ॥

সকল সংবাদ ধ্রুব মাতারে কহিলা।
শুনিয়া তাহার মাতা কহিতে লাগিলা॥
মুঞি অভাগিনী এই গর্ভে তুমি হৈলা।
তেঞি এত কথা তব বিমাতা কহিলা॥
কৃষ্ণেরে সাধনা যদি করিতাম আমি।
তবে রাজসিংহাসন যোগ্য হৈতা তুমি॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
তাঁহার রাতুল পদ যেই করে ধ্যান॥
পরম ভকত সেই অতি ভাগ্যবান্।
কৃপা করি কৃষ্ণ তার পূরে মনস্কাম॥
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গ ফল।
অনায়াসে সিদ্ধি তার হয় এ সকল॥
এতেক বচন শুনি ধ্রুব মহাশয়।
অতি অনুরাগ মনে বনে প্রবেশয়॥
পঞ্চ বৎসরের শিশু নাহি অধ্যয়ন।
কৃষ্ণ বলি বনে ফিরে করিয়া ক্রন্দন॥
ধ্রুবের সে দশা দেখি নারদ গোসাঞি।
ভ্রমিতে ভ্রমিতে শীঘ্র আইলা তথাই॥
পরম দয়ালু মুনি কহেন বচন।
শুন রাজপুত্র কোথা করেছ গমন॥
তাঁহারে দেখিয়া ধ্রুব প্রণাম করিলা।
মনের যতেক কথা সব নিবেদিলা॥
শুনি মুনি কহে তুমি রাজার নন্দন।
এ অল্প বয়সে কৈছে করিবে সাধন॥
এই বনে আছে ব্যাঘ্র ভল্লুকাদিগণ।
তোমারে দেখিলে মাত্র করিবে ভক্ষণ॥
মোর বাক্য শুনি তুমি ফিরে যাহ ঘরে।
তোমা লাগি পিতা মাতা ব্যাকুল অন্তরে॥
নারদের কথা শুনি ধ্রুব মহাশয়।
কহিতে লাগিলা কিছু স্বচ্ছন্দ হৃদয়॥
শুন মুনিবর মোর এক নিবেদন।
কৃষ্ণের সাধনে মুঞি করিনু গমন॥
ইহাতেই প্রাণ যদি যায়ত আমার।
সেহ ভাল তবু গৃহে না যাইব আর॥
ধ্রুব বাক্য শুনি মুনি মনে বিচারয়।
ক্ষত্রিয় প্রতিজ্ঞা ধর্ম্ম কি আশ্চর্য্য হয়॥
পঞ্চাব্দ বালক নাহি শৌচাচার জানে।
বিমাতা বচনে যায় কৃষ্ণের সাধনে॥
অবশ্য ইহারে কৃষ্ণ করুণা করিবে।
এ মঙ্গল খ্যাতি ইহার ত্রিভুবনে রবে॥
এত চিন্তি কৃপা করি ধ্রুবে মন্ত্র দিল।
সাধন বিধান তারে সকলি কহিল॥
শুন বাপু ধ্রুব তুমি যাহ মধুপুরে।
শ্রীকৃষ্ণ সাধন কর যমুনার তীরে॥
সে স্থান হয় কৃষ্ণের অতি প্রিয়তম।
চিন্তা না করিহ তুমি পাইবে দর্শন॥
তবে ধ্রুব নারদেরে প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি অন্তর্দ্ধান কৈল॥
শীঘ্র গিয়া মুনি রাজা স্থানে উত্তরিলা।
মুনিরে দেখিয়া রাজা সম্ভ্রমে উঠিলা॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিব্যাসন দিলেন বসিতে।
চিন্তিত অন্তরে কহে মুনির সাক্ষাতে॥
মুনিবর কহয়ে শুনহ উত্তানপাদ।
চিন্তিত হৃদয়ে কিবা ভাবিছ প্রমাদ॥
রাজা কহে মুনি কি করিব নিবেদন।
ত্রিভুবনে ভাগ্যহীন নাহি মোর সম॥
স্ত্রীবশ হইয়া আমি করিনু যে কাম।
কোথাও না করে কেহ এমত বিধান॥
পঞ্চ বৎসরের ধ্রুব আমার তনয়।
সিংহাসনে বসিতে তাহার ইচ্ছা হয়॥
তাহার বিমাতা ঈর্ষাবাক্য যে কহিলা।
তাহা শুনি তেঁহো নাহি জানি কোথা গেলা॥
তেকারণে চিন্তাযুক্ত অন্তর আমার।
কোন্ রূপে হইবে ধ্রুবের তত্ত্বোদ্ধার॥
শুনিয়া নারদ মুনি কহেন রাজারে।
চিন্তা না করিহ তুমি পাইবে ধ্রুবেরে॥
ত্রিলোক পবিত্র তোমার হইবে ধ্রুব হৈতে।
কৃষ্ণ পাদপদ্ম দেখি আসিবে ত্বরিতে॥
মোর সনে দেখা তার হইল কাননে।
অনেক করিনু যত্ন না আইল এখানে॥
তবে আমি তারে উপদেশ করাইল।
শ্রীকৃষ্ণ সাধনে ধ্রুব মধুপুরে গেল॥

ইথে অন্যমত চিন্তা না করিহ মনে।
এত বলি মুনিবর কৈল অন্তর্দ্ধানে ॥
মুনিবাক্য শুনি রাজা আনন্দ পাইল।
সর্ব্বদিগে নিজলোক নিযুক্ত করিল ॥
অতি আর্ত্তি করি রাজা কহিল সবারে।
ধ্রুবেরে দেখিবা মাত্র কহিবা আমারে ॥
এইমত লোক সব নিযুক্ত করিয়া।
রহিলেন রাজা ধ্রুবের পথ নিরখিয়া ॥
তথা ধ্রুব বনে যায় চিন্তা নাহি মনে।
ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি বাধে কৃষ্ণের স্মরণে ॥
ধ্রুবেরে দেখিয়া ব্যাঘ্র ভল্লূক গণ্ডার।
পথ ছাড়ি চলে অতি করিয়া চীৎকার ॥
ত্রাস নাহি পায় ধ্রুব আনন্দ অন্তরে।
শীঘ্র গিয়া উত্তরিলা পুণ্য মধুপুরে ॥
সুখ পাঞা মধুরাকে করয়ে প্রণাম।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া কৈল যমুনাতে স্নান ॥
বসিলেন ধ্রুব তবে আসন করিয়া।
নারদের দত্ত মন্ত্র জপে হর্ষ পাঞা ॥
সাধন করিতে ধ্রুব আরম্ভ করিলা।
নারদ গোসাঞি যেইমত আজ্ঞা দিলা
দেহধর্ম্ম আহারাদি নিয়ম করিয়া।
কৃষ্ণের সাধন করে একচিত্ত হঞা ॥
নিয়ম করিল ত্রিরাত্র্যন্ত একবার।
কপিত্থ বদরী মাত্র করে ফলাহার ॥
এইমত একমাস করিল সাধনে।
বিশ উপবাস দশ দিবস পারণে ॥
দ্বিতীয় মাসেতে ফলাহার ছাড়ি দিল।
ছয় দিনে পর্ণাহার নিয়ম করিল ॥
আনন্দ হৃদয়ে করে কৃষ্ণের সাধন।
পঁচিশ উপবাস পঞ্চ দিবস পারণ ॥
তৃতীয় মাসেতে পত্রাহার ত্যাগ করি।
জলমাত্র ভক্ষণ করিয়া ভজে হরি ॥
নব নব দিনে একদিন জলপান।
করিয়া সাধন করে ধ্রুব মতিমান ॥
জলাহার ত্যাগ করি চতুর্থ মাসেতে।
কৃষ্ণের সাধন করে হঞা একচিত্তে ॥
দ্বাদশ দিবসে বায়ু করেন আহার।
কৃষ্ণগত চিত্ত কিছু নাহি জানে আর ॥
পঞ্চম মাসেতে কৈল পবন রোধন।
হৃদয়ে ধরিল মাত্র কৃষ্ণের চরণ ॥
যোগবলে সর্ব্বেন্দ্রিয় দ্বার রুদ্ধ করি।
নিশ্চল হইয়া চিত্তে ভাবেন শ্রীহরি ॥
ষষ্ঠ মাসে একপাদে অবস্থিতি কৈল।
তার ভরে পৃথ্বী অধো নামিতে লাগিল ॥
নৌকা যেন টলমল করে হস্তিভরে।
তৈছে ধ্রুবভরে পৃথ্বী স্থির হৈতে নারে ॥
দশদিক্ নগ নাগ কম্পিত সকলে।
ধ্রুবভরে পৃথিবী যায়েন রসাতলে ॥
যোড়হস্তে চক্ষু মুদি কৃষ্ণধ্যান করে।
চতুর্ভুজ নারায়ণ দেখয়ে অন্তরে ॥
ধ্রুবের তপস্যা দেখি সব দেব মনে।
আশঙ্কা হইল অতি করয়ে ভাবনে ॥
ব্রহ্মাদি কহেন এ তপস্যা কেন করে।
বুঝি মোসবার স্থান লইবে সত্বরে ॥
এত চিন্তি সবে গেলা নারায়ণ স্থানে।
ধ্রুবের তপস্যা রীত কৈল নিবেদনে ॥
শুনি নারায়ণ কিছু ঈষৎ হাসিলা।
ব্রহ্মাদির প্রতি তবে কহিতে লাগিলা ॥
শুন ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র আমার বচন।
শঙ্কা না করিহ যাহ আপন ভবন ॥
বিমাতা বচনে ধ্রুব বিবেকী হইয়া।
তপস্যা করয়ে মোর দর্শন লাগিয়া ॥
এত শুনি দেবগণ আনন্দিত মনে।
নানা স্তব করি গেলা নিজ নিজ স্থানে ॥
তবে নারায়ণ চড়ি গরুড় বাহনে।
শীঘ্রগতি উপস্থিত হৈল মধুবনে ॥
ধ্রুবের অগ্রেতে দাণ্ডাইল নারায়ণ।
পাঞ্চজন্য শঙ্খবাদ্য করেন তখন ॥
শুনিতে না পায় ধ্রুব ধ্যানগত রহে।
অন্তরে ঈশ্বর দেখি বাহ্যস্ফূর্ত্তি নহে ॥
তবে নারায়ণ তার অন্তঃমূর্ত্তি হরে।
ব্যগ্র হঞা ধ্রুব নেত্র প্রকাশে সত্বরে ॥

চক্ষু মেলি দেখেন সাক্ষাতে নারায়ণ।
আনন্দ হইল অঙ্গ না যায় ধারণ॥
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধরে পীতাম্বর।
শ্রীবৎসকৌস্তুভ ধরে হৃদয় উপর॥
বনমালা নানা অলঙ্কার শোভে অঙ্গে।
দেখিয়া মূর্চ্ছিত ধ্রুব প্রেমের তরঙ্গে॥
তবে নারায়ণ তারে ধরি উঠাইলা।
আনন্দ হৃদয় ধ্রুব আগে দাণ্ডাইলা॥
চিত্তোল্লাস হয়ে প্রভুর গুণ বর্ণিবারে।
ভক্তির প্রভাব বলে নানা বিদ্যাস্ফুরে॥
ইচ্ছাভরি স্তব করে ধ্রুব মহাশয়।
শুনি নারায়ণ অতি আনন্দ হৃদয়॥
ধ্রুবেরে কহয়ে বর করহ প্রার্থন।
আপন ইচ্ছাতে মাগ যে তোমার মন॥
নিষ্কাম হইয়া ধ্রুব নারায়ণ স্থানে।
শুদ্ধ ভক্তি দাস্য প্রেম করয়ে প্রার্থনে॥
উচ্চ লাগি কৈনু এবে তোমার ভজন।
অর্থার্থী ভিতরে হয় আমার গণন॥
দয়ালু স্বভাব তোমার দিলে দরশন।
দেবেন্দ্র মুনীন্দ্র যাহা করয়ে ভাবন॥
কাঁচ অন্বেষিতে যেন দিব্যরত্ন পায়।
আপনেই তার দরিদ্রতা দূরে যায়॥
রত্ন পাঞা কাঁচাদি যে অন্বেষণ করে।
তার সম অজ্ঞ নাহি জগত ভিতরে॥
বরে কাজ নাহি কিছু শুন নিবেদন।
কৃপা করি দাসরূপে করহ গ্রহণ॥

তথাহি।

স্থানাভিলাষী তপসাস্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্ত
বৃন্দৈব মন্বিপ্র গুহ্যং। কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্য-
রত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মিবরং ন যাচে॥

ধ্রুবের এতেক বাক্য শুনিয়া ঈশ্বর।
কৃপা করি কহে কিছু সরল অন্তর॥
শুন ধ্রুব তুয়া বাঞ্ছা করিব পূরণে।
এ সুখের অন্তে তুমি যাইবে নিজ স্থানে॥
তোমার লাগিয়া সর্ব্বলোকের উপর।
করিয়াছি এক স্থান অতি মনোহর॥
চিন্তা না করিহ আমি আছি তুয়া মনে।
এত বলি নারায়ণ কৈল অন্তর্দ্ধানে॥
তাঁরে না দেখিয়া ধ্রুব বলে নারায়ণ।
মোরে ছাড়ি গেলা প্রভু করিয়া বঞ্চন॥
অগতি অধম দীন পাপী দুরাচার।
কৃপা করি সকলেরে করিলা উদ্ধার॥
মোসম পতিত কেহ নাহি ত্রিভুবনে।
আমারে উদ্ধার প্রভু না করিলে কেনে॥
মুঞি অতি অজ্ঞমতি উচ্চপদ লাগি।
তোমার ভজন কৈনু হৈয়া অনুরাগী॥
এই দোষে শ্রীচরণে না রাখিলা মোরে।
কর্ম্মপাশে বান্ধিলে বিষয় কারাগারে॥
যে হোক্ সে হোক্ প্রভু যথা তথা থাকি।
নিরন্তর যেন তুয়া পাদপদ্ম দেখি॥
এতেক বিলাপ করি রাজার নন্দন।
প্রভু আজ্ঞা মানি রাজ্যে করিলা গমন॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত দিবা রাত্রি নাহি জানে।
ক্রমে ক্রমে উত্তরিলা পিতার আশ্রমে॥
তাঁরে দেখি প্রজাগণ আনন্দ পাইল।
শীঘ্র গিয়া রাজ স্থানে সম্বাদ কহিল॥
শুনি মহারাজা অতি আনন্দিত মনে।
ধ্রুবের মাতাকে কহে পুত্র আগমনে॥
শুনিয়া সবার চিত্তে আনন্দ হইল।
রাজাজ্ঞায় নানা বাদ্য বাজিতে লাগিল॥
পূর্ণঘটে জল পরিপূর্ণ আম্রশাখা।
প্রতি ঘরে ঘরে দিল সুচিত্র পতাকা॥
কদলীর বৃক্ষ রোপে পথ দুই দেশে।
চন্দনের ছড়া দেয় মনের হরিষে॥
রাজ প্রাঙ্গনাদি গ্রামে বাহির পর্য্যন্ত।
এইমত মঙ্গল দ্রব্য পরিপূর্ণ পান্থ॥
হস্তী ঘোড়া দোলা আদি যতেক বাহন।
নানা রূপে সাজাইয়া আনে ভৃত্যগণ॥
পাত্র মিত্রগণ সব সাজিয়া আইলা।
রাজরাণীগণ শীঘ্র দোলাতে চড়িলা॥
সগোষ্ঠি সহিতে রাজা ধ্রুব স্থানে গেলা।
পিতারে দেখিয়া ধ্রুব প্রণাম করিলা॥

আনন্দিত হৈয়া রাজা ধ্রুবে কৈল কোলে।
অভিষেক কৈল তারে নয়নের জলে ॥
তবে বিমাতারে ধ্রুব প্রণতি করিয়া।
পড়িল চরণতলে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
আশীর্ব্বাদ করে রাণী নিজ মনসুখে।
কোলে করি চুম্বন করয়ে পুত্রমুখে ॥
তবে মহারাজা হাসি কোলের উপরে।
ধ্রুবেরে বসায় অতি আনন্দ অন্তরে ॥
নানা বাদ্য বাজে আগে নাচে বেশ্যাগণ।
আনন্দে পড়য়ে ভাট মঙ্গল বচন ॥
এইমত মহারাজা ধ্রুবেরে লইয়া।
আইলেন নিজালয়ে হরষিত হৈয়া ॥
সিংহাসনোপরি লৈয়া ধ্রুবে বসাইলা।
অভিষেক করি তারে রাজটিকা দিলা ॥
চারিদিকে জয়ধ্বনি হইতে লাগিল।
ধ্রুব মহারাজা হৈল সকলে জানিল ॥
পাত্র মিত্রগণ বসিলেক যথাস্থানে।
ধ্রুব অনুক্রমে কার্য্য করয়ে বিধানে ॥
তবে রাজা করিলেন বনেতে গমন।
নিশ্চিন্ত হইয়া করে কৃষ্ণের ভজন ॥
প্রভু আজ্ঞা অনুরূপ রাজ্যভোগ করি।
ধ্রুবলোকে গেলা ধ্রুব সর্ব্বলোকোপরি ॥
এইরূপে হয় ধ্রুবচরিত্র বর্ণন।
ইহা যেই শুনে তৃপ্তি তার কর্ণ মন ॥
এই যে কহিল ধ্রুব ঘাট বিবরণে।
তপ কৈল উচ্চপদ প্রাপ্তির কারণে ॥
সেই ধ্রুবঘাটে স্নান করে যেই জন।
তাহার অবশ্য ধ্রুবলোকে আগমন ॥
বিশেষতঃ পিতৃপক্ষে যেই শ্রাদ্ধ করে।
তার পিতৃকুল যত সকল নিস্তারে ॥

তথাহি আদি বরাহে।

যত্র ধ্রুবেন সংতপ্তং নিচ্ছতা পরমং তপঃ।
তত্র বৈ স্নানমাত্রেণ ধ্রুবলোকে মহীয়তে ॥
ধ্রুবতীর্থে তু বসুধে যঃ শ্রাদ্ধং কুরুতে নরঃ।
পিতৄন্ সংতারয়েৎ সর্ব্বান্ পিতৃপক্ষে বিশেষতঃ

সৌর পুরাণেতে ঐছে মহিমা কহয়।
ধ্রুবতীর্থে স্নান কৈলে ধ্রুব সম হয় ॥

তথাহি।

ধ্রুবতীর্থমিতিখ্যাতং তীর্থং মুখ্যং ততঃপরং।
যত্র স্নানরতো মোক্ষো ধ্রুব এব ন সংশয়ঃ ॥

স্কন্দপুরাণে তেঁহো মথুরাখণ্ডে কয়।
ধ্রুবতীর্থে কর্ম্ম কৈলে শতগুণ হয় ॥

তথাহি।

গয়ায়াং পিণ্ডদানেন যৎফলং হি নৃণাং ভবেৎ।
তস্মাৎ শতগুণং তীর্থে পিণ্ডদানাদ্ধ্রুবস্য চ ॥
ধ্রুবতীর্থে জপহোম স্তপোদান মমার্চ্চনং।
সর্ব্বতীর্থাৎ শত গুণং নৃণাং তত্র ফলং লভেৎ ॥

এই যে কহিল ধ্রুবঘাট বিবরণ।
আগে আর ঘাট কথা করহ শ্রবণ ॥
ধ্রুবঘাট পরে ঋষিতীর্থ ঘাট হয়।
মহাঋষিগণ তাঁহা তপস্যা করয় ॥
সেই তীর্থে জপ দান যে জন করয়।
সালোক্যাদি মুক্তি প্রাপ্তি অতি শীঘ্র হয় ॥

তথাহি আদি বরাহে।

দক্ষিণে ধ্রুবতীর্থস্য ঋষিতীর্থং প্রকীর্তিতং।
তত্র স্নাতো দেবি মম লোকে মহীয়তে ॥

স্কন্দপুরাণে তেঁহো মথুরাখণ্ডে কয়।
তাতে স্নান করিলে পরম ভক্তি হয় ॥

তথাহি।

যস্মিন্ মধুবনে পুণ্যং ঋষিতীর্থং হরে প্রিয়ং।
স্নানমাত্রেণ ভূপাল হরৌ ভক্তিপরা ভবেৎ ॥

তাহার দক্ষিণে মোক্ষতীর্থ ঘাট হয়।
স্নান কৈলে নরমাত্র মোক্ষকে লভয় ॥

তথাহি আদিপুরাণে।

দক্ষিণে ঋষিতীর্থস্য মোক্ষতীর্থং বসুন্ধরে।
স্নানমাত্রেণ তত্রাপি মোক্ষং প্রাপ্নোতি মানব ॥

তার পরে ঘাট হয় বোধতীর্থ নামে।
যেই তাতে পিণ্ডদান করে পিতৃগণে ॥
দেবতা দুর্লভ পিণ্ড হয় সর্ব্বোত্তম।
দান করিলেই পিতৃলোকে আগমন ॥

তথাহি।

তত্রৈব বোধতীর্থাখ্যং দেবানামপি দুর্লভং।
পিণ্ডং দত্ত্বা তু বসুধে পিতৃলোকং স গচ্ছতি ॥

এইত দ্বাদশ তীর্থ বিশ্রান্তি দক্ষিণে।
দেবের দুর্লভ যেই করয়ে স্মরণে॥
সর্ব্বপাপ হইতে তাহার মুক্তি হয়।
ক্রমে কৃষ্ণভক্তি শুভ করয়ে উদয়॥

তথাহি।

দ্বাদশৈতানি তীর্থানি দেবানাং দুর্লভানি চ।
যেষাং স্মরণমাত্রেণ সর্ব্ব পাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

বিশ্রান্তি উত্তরে ঘাট নবতীর্থ হয়।
তাহার মহিমা কিছু কহিলে না হয়॥

তথাহি।

উত্তরে অসিকুণ্ডাচ্চ তীর্থন্তু নব তীর্থকং।
নবতীর্থাৎ পরং তীর্থং ন ভূতো ন ভবিষ্যতি॥

তার পরে তীর্থ হয় অসিকুণ্ড নামে।
অত্যন্ত প্রসিদ্ধ ত্রিভুবনে সবে জানে॥
সেই তীর্থে স্নান নিত্য করে যেই জন।
তাহার অবশ্য বিষ্ণুলোকে আগমন॥

তথাহি।

ততঃ সংযমনং নাম তীর্থং ত্রৈলোক্যবিশ্রুতং।
তত্র স্নাতো নরো দেবি মম লোকং স গচ্ছতি

তার পরে ধারাপতন নাম তীর্থ হয়।
তাতে স্নান করে যেই নাকপৃষ্ঠে যায়॥
যদ্যপি তাহাতে প্রাণ করয়ে ত্যজন।
তাহার অবশ্য বিষ্ণুলোকে আগমন॥

তথাহি।

ধারাপতনকে স্নাত্বা নাকপৃষ্ঠে সমোদতে।
অথাত্রমুঞ্চতে প্রাণান্মমলোকে স গচ্ছতি॥

তারপরে ঘাট হয় নাকতীর্থ নাম।
পরম উত্তম সর্ব্ব তীর্থের প্রধান॥
স্নান করিলেই তাতে সেই স্বর্গে যায়।
মরণ হইলে পুনর্জন্ম নাহি হয়॥

তথাহি।

ততঃপরং নাকতীর্থং তীর্থানামুত্তমোত্তমং।
তত্র স্নাত্বা দিবং যান্তি যে মৃতাস্তেঽপুনর্ভবা॥

তারপরে তীর্থ নাম ঘণ্টা আভরণ।
অতি যে প্রসিদ্ধ সর্ব্বপাপ বিমোচন॥

সেই ঘাটে স্নান নিত্য করে যেই জন।
সূর্য্যলোকে তাহার অবশ্য আগমন॥

তথাহি।

ঘণ্টাভরণকং তীর্থং সর্ব্বপাপ প্রমোচনং।
তস্মিন্ স্নাতো নরোদেবি সূর্য্যলোকে মহীয়তে॥

ব্রহ্মতীর্থ নামে ঘাট তার পরে হয়।
সর্ব্বোত্তম তীর্থ সেই সকলে জানয়॥
তাঁহা স্নান দানাদিক নিয়ম করিয়া।
বিষ্ণুলোক যায় অতি আনন্দিত হৈয়া॥

তথাহি।

তীর্থানামুত্তমং তীর্থং ব্রহ্মলোকেপিবিশ্রুতং।
তত্র স্নাত্বা চ পীত্বা চ বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি॥

তারপর সোমতীর্থ নামে ঘাট হয়।
অতি সুশীতল স্নান শোভা অতিশয়॥
পবিত্র যমুনা জলে অভিষেক করি।
সোমলোকে হয় বাস কহিল নির্দ্ধারি॥

তথাহি।

সোমতীর্থে চ বসুধে পবিত্রে যমুনাম্ভসি।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বী স্ব স্ব কর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত।
মোদতে সোমলোকে তু ত্রবমেব ন সংশয়॥

সরস্বতী পতন তীর্থ তারপর হয়।
সর্ব্ব পাপ হরে শুভ করয়ে উদয়॥
যেই জন সেই তীর্থজলে স্নান করে।
অবর্ণ হইলে সেহো যতি নাম ধরে॥

তথাহি।

সরস্বত্যাশ্চ পতনং সর্ব্বপাপহরং শুভং।
তত্র স্নাতো নরোদেবি অবর্ণোঽপি যতির্ভবেৎ॥

চক্রতীর্থ নাম ঘাট হয় তার পর।
তিন রাত্রি উপবাস করিয়া যে নর॥
যমুনার জলে সেই ঘাটে স্নান করে।
ব্রহ্মহত্যা হৈতে তার হয়েত উদ্ধারে॥

তথাহি।

চক্রতীর্থন্তু বিখ্যাতং মাথুরে মম মণ্ডলে।
যস্তত্র কুরুতে স্নানং ত্রিরাত্রোপাসিত নরঃ।
স্নানমাত্রেণ মনুজো মুচ্যতে ব্রহ্মহত্যায়াঃ॥

তারপরে তীর্থ হয় দশাশ্বমেধ নামে।
ঋষিগণ অশ্বমেধ করিল যেখানে॥

সেই ঘাটে স্নান যেই নিয়ত করয়।
তারে স্বর্গপদ কভু দুর্ল্লভ না হয়॥

তথাহি।

দশাশ্বমেধ মৃষিভিঃ পূজিতং সর্ব্বদা পুরা।
তত্র যে প্রান্তি নিয়তা তেষাং স্বর্গো ন দুর্ল্লভঃ॥

তারপর বিঘ্নরাজ নাম তীর্থ হয়।
নিষ্পাপ সুপুণ্যস্থল নানা শুভময়॥
যেই জন বিঘ্নরাজ ঘাটে স্নান করে।
বিঘ্নরাজ পীড়া কভু না করে তাহারে॥

তথাহি।

তীর্থন্তু বিঘ্নরাজস্য পুণ্যং পাপ হরং শুভং।
অত্র স্নাতস্তু মনুজং বিঘ্নরাজো ন পীড়য়েৎ॥

তারপরে ঘাট হয় কোটীতীর্থ নাম।
পরম পবিত্র সুমঙ্গল সেই স্থান॥
সে ঘাটে যমুনাজলে স্নান যেই করে।
গো কোটী দানের ফল সেই জন ধরে॥

তথাহি।

ততঃপরং কোটীতীর্থং পবিত্রং পরমং শুভং।
তত্রৈব স্নানমাত্রেণ গবাং কোটিফলং লভেৎ

মথুরাখণ্ডের মত বিশ্রান্তিক বনে।
কহিল চব্বিশ ঘাট শাস্ত্র অনুক্রমে॥

তথাহি।

চতুর্ব্বিংশতিতীর্থানি তস্তীর্থাদ্দক্ষিণোত্তরে।
দশাশ্বমেধপর্য্যন্তং মোক্ষান্তঞ্চ যুধিষ্ঠিরঃ॥

মথুরাতে আর যে প্রসিদ্ধ তীর্থগণ।
তাহার মহিমা কিছু করিব বর্ণন॥
ত্রিভুবন খ্যাত তীর্থ গোকর্ণ আখ্যান।
বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় বিশ্বনাথ স্থান॥

তথাহি।

ততো গোকর্ণ তীর্থাখ্যং তীর্থং ত্রিভুবনশ্রুতং।
বিদ্যতে বিশ্বনাথস্য বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভমিতি॥

কৃষ্ণগঙ্গা নামে তীর্থ আর এক হয়।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণভক্তি উপজয়॥
পঞ্চতীর্থ অভিষেকে যেই ফল মিলে।
তার দশগুণ হয় কৃষ্ণগঙ্গাজলে॥

তথাহি বরাহে।

পঞ্চতীর্থাভিষেকাচ্চ যৎ ফলং লভতে নরঃ।
কৃষ্ণগঙ্গা দশগুণং দৃশ্যতে তু দিনে দিনে॥

তারপরে বৈকুণ্ঠ নামেতে তীর্থ হয়।
অত্যন্ত সুন্দর স্থান শোভা অতিশয়॥
স্নান করি সকল পাতকে মুক্ত হয়।
সর্ব্ব পাপ বিনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মলোকে যায়॥

তথাহি।

বৈকুণ্ঠতীর্থে যঃ স্নাতি মুচ্যতে সর্ব্বপাতকৈঃ।
সর্ব্ব পাপৈ বিনির্মুক্তং ব্রহ্মলোকং সগচ্ছতি॥

মথুরাতে অসিকুণ্ড মহাতীর্থ হয়।
তাতে স্নান করি চারিমূর্ত্তি যে দেখয়॥
বরাহ শ্রীনারায়ণ বামন লাঙ্গলী।
এই চারি মূর্ত্তি দেখি হয় কুতূহলী॥
চতুঃসাগর পর্য্যন্ত যে ধরাধর হয়।
তাহার মধ্যেতে যত তীর্থ নিবসয়॥
মথুরাতে আছয়ে যতেক তীর্থগণে।
সব ফল পায় চারি মূর্ত্তি দরশনে॥

তথাহি।

একা বরাহ সংজ্ঞা চ তথা নারায়ণী পরা।
বামনা চ তৃতীয়ায়ৈ চতুর্থা লাঙ্গুলী শুভা।
তত্রাচতস্রো য পশ্যেৎ স্নাত্বা কুণ্ডেঽসি সংজ্ঞকে।
চতুঃসাগরপর্য্যন্তা ক্রান্তা যেন ধরা এবং।
তীর্থানাং মথুরাণাঞ্চ সর্ব্বেষাং ফলমশ্নুতে॥

চতুঃসামুদ্রক কূপ নামে তীর্থ হয়।
তাতে স্নান করি দেবলোকে নিবসয়॥

তথাহি।

চতুঃসামুদ্রকং নাম কূপং লোকে সুবিশ্রুতং।
তত্র স্নাতো নরোভদ্রে দেবৈস্তু সহমোদতে॥

তৎপরে অক্রূরতীর্থ কৃষ্ণপ্রিয়তম।
গুহ্য হৈতে গুহ্য সর্ব্ব পাপ বিমোচন॥
কার্ত্তিকে পূর্ণিমা তিথে যদি স্নান করে।
সে জন নিশ্চয় মুক্ত হয় এ সংসারে॥
সর্ব্বতীর্থে স্নান কৈলে যেই ফল হয়।
অক্রূরে করিলে স্নান সে ফল লভয়॥
সূর্য্যগ্রহণেতে যেই স্নান করে তায়।
রাজসূয় অশ্বমেধ ফল সেই পায়॥

তথাহি সৌরপুরাণে।

অনন্তরমতিশ্রেষ্ঠং সর্ব্বপাপবিনাশনং।
অক্রূরতীর্থ মত্যর্থ মস্তি প্রিয়তরং হরেঃ॥
পূর্ণিমায়ান্তু যঃ স্নায়াৎ তত্র তীর্থবরে নরঃ
স মুক্ত এব সংসারাৎ কার্ত্তিকস্তু বিশেষতঃ

আদি বরাহে।

তীর্থরাজং হি চাক্রূরং গুহ্যানাং গুহ্যমুত্তমং
যৎফলং সমবাপ্নোতি সর্ব্ব তীর্থাবগাহনাৎ॥
অক্রূরে চ পুনঃস্নাত্বা রাহুগ্রস্তে দিবাকরে।
রাজসূয়াশ্বমেধাভ্যাং ফলং প্রাপ্নোতি মানব

যেইখানে আছয়ে যাজ্ঞিক বিপ্রস্থান
যাহাঁ অন্ন মাগি পাঠাইলা ভগবান্॥
তারপর কুব্জ কূপ কৃষ্ণকূপ নাম।
রঙ্গস্থল মল্লস্থল মল্লযুদ্ধ স্থান॥
কংসখালি হয় কংসরাজার নির্ম্মাণ।
যে সব দর্শনে জীব পায় দিব্য স্থান॥
তার পরে হয় এক কুণ্ড মনোহর।
পরম সুস্নিগ্ধ সর্ব্ব তীর্থ পরাৎপর॥

রোহিণীনন্দন বলদেব মহাশয়।
তিহোঁ সদা সেই কুণ্ডে বিলাস করয়॥
যেই ভাগ্যবান্ তাঁহা করে স্নান কাম।
পরম ভকতি তারে দেন বলরাম॥
এই সব তীর্থ মথুরাতে বিদ্যমান।
সর্ব্বপাপ বিনাশন পবিত্র সুস্থান॥
যে সব মহিমা কুরুক্ষেত্রে শতগুণ।
যেই ভাগ্যবান্ করে পঠন শ্রবণ॥
দুইশত কুল তার হয়ত উদ্ধার।
পরম উত্তম গতি প্রাপ্তি হয় তার॥

তথাহি।

এতে পুণ্যাঃ পবিত্রাশ্চ মহাপাতকনাশনাঃ।
কুরুক্ষেত্রাচ্ছতগুণা মথুরায়াং ন সংশয়ঃ॥
যে পঠন্তি মহাভাগাঃ শৃণ্বন্তি চ সমাহিতাঃ।
মথুরায়াশ্চ মাহাত্ম্যং তে যান্তি পরমাং গতিং॥
কুলানি তে তারয়ন্তি দ্বেশতে পক্ষয়োর্দ্বয়োঃ।
মাহাত্ম্য শ্রবণাদেব নাত্রকার্য্যা বিচারণা॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
মথুরামাহাত্ম্য কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীমথুরা মহিমা
বর্ণন নাম তৃতীয়োঽধ্যায় সম্পূর্ণ।

চতুর্থ অধ্যায়ঃ

মধুবনাদি মহিমা কথন।

বন্দে মধুবনং তালবনং কুমুদকাননং।
কৃষ্ণলীলাবিশেষাণি বনান্যুপবনানি চ॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গুরুগোসাঞি কৃপা কর মোরে।
মোসম পতিত নাহি জগৎ ভিতরে॥
কৃষ্ণলীলাস্থলী মুখ্য শ্রীব্রজমণ্ডল।
সর্ব্ব পরাৎপর সর্ব্বকারণ উজ্জ্বল॥
তার মধ্যে হয় দ্বাদশ স্থান নিরূপণ।
কানন বলিয়া আখ্যান সবার গণন॥
মধুবন তালবন কুমুদ বহুলা।
কাম্য খদির শ্রীবৃন্দাবনে কৃষ্ণলীলা॥
ভদ্র বিল্ববন লৌহ ভাণ্ডীর আখ্যান।
মহাবন হয় কৃষ্ণ জন্মলীলা স্থান॥
ভদ্রাদিক পঞ্চবন পূর্ব্বে যমুনার।
পশ্চিমে তালাদি সপ্তবন মনোহর॥

তথাহি।

পূর্ব্বে তু পঞ্চভদ্রাদ্যাস্তালাদ্যাঃ সপ্তপশ্চিমে।

এই দ্বাদশবন আর যে যে লীলাস্থান।
পরিক্রমাবন্ধে কহি সে সব আখ্যান॥
মথুরা নৈর্ঋতকোণে হয় মধুবন।
কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম॥
মধুনাম অসুর মথুরা সন্নিধানে।
আছিলা সে মধুপুরী নাম তেকারণে॥
সেইত অসুরে হরি বধিল সেখানে।
মধুবন বলি নাম পুরাণে বাখানে॥

তথাহি।

মধোর্বনং প্রথমতো যত্রৈব মথুরাপুরী।
মধুদৈত্যো হত যত্র হরিণা বিশ্বমূর্ত্তিনা॥

তার মধ্যে ভগবান্ আবির্ভাব হয়।
নিত্য বাসস্থান সেই বিষ্ণুবন্দ্য হয়॥

তথাহি তত্রৈব।

ভগবদ্বাস আবির্ভাবো হরের্নৃপ।
বিশ্রামস্তু হরে স্তত্র দেবানাঞ্চ দ্বিজোত্তম॥

মধুবন রম্য সর্ব্বোত্তম বিষ্ণু স্থানে।
সর্ব্বাভীষ্ট প্রাপ্তি হয় যে করে দর্শনে॥

তথাহি।

রম্যং মধুবনং নামঃ বিষ্ণুস্থানং মনুত্তমং।
যদ্দৃষ্ট্বা মনুজো দেবি সর্ব্বান্ কামানবাপ্নুয়াৎ॥

মধুবনে স্নান কৈলে যমুনার জলে।
সর্ব্বতীর্থ স্নান ফল অবশ্যই মিলে॥

তথাহি।

যোবৈ মধুবনে স্নাতস্তৎফলং লভতে হি স॥

যে যে ভক্তে তাঁহা তপ স্নান আদি করে।
মধুবন সর্ব্বসিদ্ধি ফল দেয় তারে॥

তথাহি।

সর্ব্বেষাং নৃপসিদ্ধিঃ স্যাত্তস্মিন্ মধুবনে নৃণাং
তপস্য ভক্তি যুক্তেন স্নান মাত্রেণ কর্ম্মণা॥

অত্যাশ্চর্য্য পুণ্য স্থান মধুবন হয়।
যাতে কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে বিলসয়॥

সর্ব্বলোক মুনিগণের হিতের কারণে।
নানা যে কৌতুক লীলা করে মধুবনে॥

তথাহি।

অহো মধুবনং পুণ্যং যত্র রামঃ সহানুজঃ।
করোতি সর্ব্বলোকানাং হিতায় চ মনীষিণাং

সংক্ষেপে কহিল মধুবনের মহিমা।
সহস্রবদনে যার দিতে নারে সীমা॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা শ্রবণ যে করে।
মধুপুর প্রেমভক্তি কৃষ্ণ দেই তারে॥
তার পর তালবন কৃষ্ণলীলাস্থান।
যেখানে ধেনুক বধ কৈল বলরাম॥
পৌগণ্ড বয়সে রাম কৃষ্ণ দুই জন।
সখাগণ মেলি তাল করিল ভক্ষণ॥
সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন।
অবধান করি শুন সব শ্রোতাগণ॥
কৌমার পৌগণ্ড আর কৈশোর বয়সে।
কৃষ্ণচন্দ্র নিত্যলীলা করিল প্রকাশে॥
ত্রিবিধ বয়স কহি আগে লোক-রীতে।
কৃষ্ণলীলা বয়ঃক্রম কহিব পশ্চাতে॥
পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত কৌমার বয়ঃ হয়।
দশবর্ষ অবধি পৌগণ্ড সুনিশ্চয়॥
তারপর পঞ্চবর্ষ কহি যে কৈশোর।
যৌবন অবস্থা পঞ্চদশ বর্ষ পর॥

তথাহি।

বাল্যমাপঞ্চমাদ্বাস্তং পৌগণ্ডং দশমাবধি।
কৈশোরমাপঞ্চদশং যৌবনং তু ততঃপরং॥

এবে কহি কৃষ্ণলীলা বয়ঃ অনুক্রমে।
ত্রিবিধপ্রকার যৈছে হয় ব্রজবনে॥
অষ্টমাসাধিক দশবর্ষ ব্রজলীলা।
প্রকট রূপেতে নানা বিহার করিলা॥
সামান্য বালক হৈতে রাজার তনয়ে।
একবর্ষ কালে দেড় বর্ষ জ্ঞান হয়ে॥
ব্রজরাজ তনয়ের যৈছে বয়ক্রম।
করিব বর্ণন বিধি যে হয় নিয়ম॥
তিন বর্ষ চারি মাস বাল্যলীলা হয়।
অষ্ট মাস অবধি পৌগণ্ড বর্ষ হয়॥

তারপর আর তিন বর্ষ চারি মাস।
দশ বর্ষাবধি হয় কৈশোর বিলাস ॥
এই দশ বর্ষে পঞ্চদশ বর্ষ সম।
অষ্ট মাসাধিকে ষোলবর্ষ পরাক্রম ॥
ইহাতে সন্দেহ নাহি শুন শ্রোতাগণ।
শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

কালেনাল্পেন রাজর্ষে রামঃ কৃষ্ণশ্চ গোকুলে।
অঘৃষ্ঠ জানুভিঃ পদ্ভ্যাং বিক্রমন্তরোজসা ॥

তথাহি।

এবং ব্রজৌকসাং প্রীতিং কুর্ব্বন্তো বালচেষ্টিতৈঃ।
কলবাক্যৈঃ স্বকালেন বৎসপালৌ বভুবতুরিতি চ ॥

এক্ষণে কহিব বাল্যলীলা অনুক্রমে।
পৌগণ্ড বয়স দোঁহার হইল যে মনে ॥
দুই বর্ষ তিন মাস মহাবন লীলা।
করি মার্গশীর্ষ মাসে বৃন্দাবন আইলা ॥
সট্টীকর মধ্যে সকল বাস কৈল।
বৎসচারণের তাঁহা আরম্ভ হইল ॥
মার্গশীর্ষে বৎসাসুর বিনাশ করিল।
তৈছে দিনান্তরে বকাসুর বধ হৈল ॥
গৃহ হৈতে অন্নাদিক শিকা সাজাইয়া।
পৌষমাসে গেলা বন্যভোজন লাগিয়া ॥
অঘ নামাসুর মারিয়া সেই দিনে।
সখাগণ লঞা কৈল পুলিন ভোজনে ॥
তর্ক করি ব্রহ্মা বৎস বালক হরিলা।
তৈছে কৃষ্ণ এক বর্ষ ব্রজে কৈল লীলা ॥
এই মতে তিন বর্ষ চারি মাস গেল।
এ সব কৌমার বয়ো বিধানে কহিল ॥
মোহিত হইয়া ব্রহ্মা যবে স্তুতি কৈল।
তখনে পৌগণ্ড লীলা আরম্ভ হইল ॥
পৌগণ্ড আরম্ভে ব্রজে গিয়া শিশুগণ।
অঘাসুর বধ লীলা করিলা কথন ॥

তথাহি।

যৎ কৌমারে হরিকৃত্যং ঊচুঃ পৌগণ্ডকেঽর্ভকাঃ।

তার পর পৌগণ্ড বয়সে দুইজনে।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য লীলা করে বৃন্দাবনে ॥
ঈষৎ রস অতিরিক্ত সুশোভনে।
লীলা অনুক্রমে বলবান্ দিনে দিনে ॥
তবে দুহেঁ ব্রজে পশুপালনে যোগ্য হৈলা।
ইচ্ছা হৈল করিবারে গোচারণ লীলা ॥
নন্দ উপানন্দ স্থানে কৈল বিজ্ঞাপণ।
অতঃপর আমরা করিব গোচারণ ॥
শুনি পশুপালগণ আনন্দিত মনে।
বুঝিলেন সমর্থ হইলা গোচারণে ॥
নন্দ আদি গোপ সব সম্মত হইলা।
শুভদিনে আরম্ভিল গোচারণ লীলা ॥
তদবধি দুই ভাই সখাগণ সঙ্গে।
বৃন্দাবনে গোচারণ করে নানা রঙ্গে ॥
সহজেই বৃন্দাবন পুণ্যতম হয়।
নিত্য লীলা স্থান সে প্রাকৃত কভু নয় ॥
কৃষ্ণের চরণপদ্ম সুলক্ষণময়।
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ আদি চিহ্ন যাতে হয় ॥
সর্ব্ববনে করি কৃষ্ণ গোচারণ লীলা।
অতিশয় পুণ্যতম করিতে লাগিলা ॥

তথাহি।

ততস্তু পৌগণ্ডবয়ঃশ্রিতৌব্রজে বভুবতস্তৌপশুপাল সম্মতৌ। গাংশ্চারয়ন্তৌ সখিভিঃ সমং পাদৈঃ বৃন্দাবনং পুণ্যবতীব চক্রতুরিতি ॥

এইমত কত দিন ছিলা সট্টি করে।
ব্রজরাজ বাস কৈল নন্দীশ্বর পুরে ॥
তবে বৃষভানু বাস কৈল বরষাণে।
ঐছে গোপ সব বাস কৈল স্থানে স্থানে ॥
কৃষ্ণের মাধুর্য্য নব নব ক্ষণে ক্ষণ।
নটবর বেশ অতি সহাস্য বদন ॥
সখাগণ সঙ্গে রঙ্গে বিলাস করয়।
দেখি ব্রজবাসিগণের আনন্দ বাড়য় ॥
নন্দ যশোমতি দোঁহে বাৎসল্য আবেশে।
কৃষ্ণের লালন করি ভাসে প্রেমরসে ॥
তাসবার মত যত গোপ গোপীগণ।
বাৎসল্য আবেশে কৃষ্ণে করে নিরীক্ষণ ॥
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-লীলা দেখিয়া শুনিয়া।
ব্রজবালাগণ অতি উৎকণ্ঠিতা হৈয়া ॥

গমনাগমনে করি মাধুর্য্য দর্শন।
নব অনুরাগ ভরে স্থির নহে মন॥
কৃষ্ণের সৌন্দর্য্য জিনি মন্মথ মদন।
সর্ব্বচিত্তে কান্তভাব হৈল উদ্দীপন॥
দরশনে আনন্দ অবধি নাহি হয়।
অদর্শন ক্ষণযুগ করিয়া মানয়॥
কুটিলা কুন্তল আর মুখপদ্ম শোভা।
তাসবার ভূষিত নয়ন ভৃঙ্গীলোভা॥
দেখিলে সে জীয়ে না দেখিলে মরে দুঃখে
নানা ভঙ্গি করি রহে দরশন সুখে॥
তাসবার মুখপদ্ম প্রফুল্ল দেখিয়া।
কৃষ্ণনেত্র ভৃঙ্গদ্বয়ে পিয়ে মত্ত হৈয়া॥
ব্রজবধূগণের সৌন্দর্য্য অতিশয়।
দরশনে নব নব আনন্দ বাঢ়য়॥
অন্যোঽন্যত্র দোঁহার নিরুপাধি প্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল কান্তি যেন দগ্ধ হেম॥
ব্রজবধূগণের সমর্থা রতি হয়।
প্রেম স্নেহ ক্রমে অতি অনুরাগ হয়॥
অত্যন্ত আবেশে করে কৃষ্ণগুণগান।
শয়নে স্বপনে মনে নাহি জানে আন॥
যেকালে করেন সবে কৃষ্ণ দরশন।
ভাব হাব হেলাক্রমে হয় প্রকটন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাঢ়য়।
মিলন কারণে মনে লোভ সদা হয়॥
কটাক্ষ ভঙ্গিতে সদা করে আকর্ষণে।
তাসবার চিত্তলোভ মিলন কারণে॥
এইমতে নব নব অনুরাগ মনে।
অন্যোঽন্য মিলন করিয়া সঙ্গোপনে॥
দোঁহে দোঁহা সৌন্দর্য্য মাধুরী করে পান।
প্রেম আলিঙ্গন চুম্বনাদি যে বিধান॥
সভয় অন্তরে পুনঃ নিজ নিজ স্থানে।
অল [illegible] ক [illegible] য় করয়ে গমনে॥
[illegible]ত কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবধূ সঙ্গে।
[illegible]য় নানা লীলা রস পরসঙ্গে॥
[illegible] সঙ্গে করি গোপীগণ।
[illegible] বিলসয়ে আনন্দে মগন॥

গোচারণ লাগি যবে করেন গমন।
অতি উৎকণ্ঠিতা হ'য়ে ব্রজবধূগণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র বনে নানা শোভা নিরখিয়া।
উদ্দীপন চিত্তে রহে উৎকণ্ঠিতা হৈয়া॥
অপরাহ্ন কালে ব্রজে করেন গমন।
অন্যোঽন্যে দরশনে আনন্দে মগন॥
রজনী সময়ে পুনঃ মিলন করিয়া।
বিলসয়ে কৃষ্ণ সহ রসে মগ্ন হৈয়া॥
যথাকালে নিজ নিজ গৃহে আগমন।
করয়ে সকলে কৃষ্ণ প্রতি রহে মন॥
লীলা প্রেম রূপে বেণু সুমাধুর্য্য সার।
প্রকট করিয়া কৃষ্ণ করয়ে বিহার॥
লীলা প্রেমরূপে হরে সকলের মন।
বেণু সুমাধুর্য্যে আকর্ষয়ে ত্রিভুবন॥
নারায়ণ প্রিয়া লক্ষ্মী সে ধ্বনি শুনিয়া।
পরম মধুর শব্দে আকৃষ্ট হইয়া॥
ব্রজে আইলা অতিশয় বিমোহিত চিত্তে।
দরশন করি লোভ হয় উপস্থিতে॥
অতি যে আশ্চর্য্য হয় কৃষ্ণের বিহার।
চতুর্থ মাধুর্য্য দেখি হৈলা চমৎকার॥
নারায়ণ হৈতে তেঁহো অসাধারণ গুণে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিহার করয়ে বৃন্দাবনে॥
তাহার মিলন লাগি অতি লোভী হৈয়া।
ভ্রমণ করয়ে ব্রজে তপস্যা করিয়া॥

তথাহি শ্রীব্রজবিলাসে।

যৎ [illegible] পরিতোষিতা বিরত তা [illegible]মহা-
সিন্ধুঃ, [illegible] হরিরলং গবামুদরিনীঃ
ব্রজোপ গোলোকসাং। বাসনাৎপারদানিতো
বিহরতে কৃষ্ণঃ পিতৃভ্যাং স্বৈঃ, [illegible]
মালয়ং ব্রজপতেগোষ্ঠান্ত সাঙ্গং ভজে॥

শ্রীভাগবতে নাগপত্নীনামুক্তৌ।

যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপোবিহায় কামান্
সুচিরং ধৃতব্রতা।

যাজ্ঞিক বিপ্রাণামুক্তৌ।

হিত্বান্যান্ ভজতেযং শ্রীপাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ॥

এইরূপ লক্ষ্মী নিত্য করয়ে ভজন।
তথাপি না পায় কৃষ্ণ চরণ স্পর্শন॥

প্রসঙ্গানুক্রমে ইহা করিল বর্ণন
আগে বেদ্য হবে এই সব প্রকরণ ॥
এইমতে কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে।
গোচারণ করে চতুর্ব্বিধ সখাসনে ॥

তথাহি।

সুহৃদশ্চ সখায়াশ্চ তথা প্রিয়সখামতাঃ।
প্রিয়নর্ম্ম বয়স্যাশ্চেত্যুক্তা গোষ্ঠেচতুর্ব্বিধাঃ ॥

তাসবার নাম কিছু সংক্ষেপ করিয়া।
প্রসঙ্গানুক্রমে কহি শুন মন দিয়া ॥
সুহৃদ মণ্ডলীভদ্র গোভট্ট সুভদ্র।
যক্ষেন্দ্র ভট ভদ্রাঙ্ক আর বীরভদ্র ॥
বলভদ্র বিজয়াদি অগ্রজে গণন।
পিতা মাতা যারে করে কৃষ্ণ সমর্পণ ॥
বৃষাল বৃষভ আর মহাবল নাম।
দেবপ্রস্থ বরুথপ মরন্দ আখ্যান ॥
মণিবন্ধ করন্ধম কুসুমাপীড় সখা।
শ্রীত্রিগন্ধি সম্বন্ধ কনিষ্ঠ কুলে লেখা ॥
কৃষ্ণের মুরলীশৃঙ্গ যষ্ট্যাদি ধারণে।
সেবন করয়ে যবে যায় গোচারণে ॥
বিপ্রসখা শ্রীদাম সুদাম বসুদাম।
কিঙ্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেন নাম ॥
পুণ্ডরীক বিটঙ্কাখ্য কলবিঙ্ক আদি।
সমান বয়স বেশ লীলার অবধি ॥
কান্ধে চড়াচড়ি খেলা যা সবার সাতে।
একত্রে শয়ন ঠেঙ্গাঠেলি হাতে হাতে
সনন্দ অর্জ্জুন গন্ধর্ব্ব আর শ্রীসুবল।
বিদগ্ধ কোকিল আর বসন্ত উজ্জ্বল ॥
অতি যে রহস্য বেত্তা প্রিয় নর্ম্মসখা।
শ্রীমধুমঙ্গল আদি বিদূষকে লেখা ॥
এ সকল সখা চিত্রবেশ করি অঙ্গে।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে নন্দালয়ে আসি রঙ্গে ॥
কৃষ্ণ বলরাম সহ করিয়া মিলনে।
শিঙ্গা বেণু শব্দ করে অতি হর্ষ মনে ॥
সেই ধ্বনি শুনি সব ব্রজবাসিগণ।
উৎকণ্ঠিত মনে আইসে নন্দের ভবন
সখাগণ মাঝে রামকৃষ্ণ দুইজন।
দেখি আনন্দিত হয় সবাকার মন ॥
তবে কৃষ্ণ বলরাম একত্র হইয়া।
সুশোভন বৃন্দাবনে বিহার লাগিয়া ॥
ধেনুগণ আগে করি বেণু বাজাইয়া।
গমন করয়ে অতি আনন্দিত হৈয়া ॥
কৃষ্ণগুণ গান করি সব সখাগণ।
চলিলেন পরম কৌতুকাবিষ্ট মন ॥
ব্রজবধূগণ অতি উৎকণ্ঠিত মনে।
বাহিরে আসিয়া করে কৃষ্ণ দরশনে ॥
তাসবার মুখ হেরি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
নেত্র ভঙ্গী করি সুখে করয়ে গমন ॥
এইমতে সখা মেলি গোগণ লইয়া।
প্রবেশ করিল বনে আনন্দিত হৈয়া ॥
দেখিলেন অতি সুশোভন বৃন্দাবন।
অলি মৃগ পক্ষ শব্দ করে বিলক্ষণ ॥
অতি যে নির্ম্মল স্নিগ্ধজল সরোবরে।
তার মধ্যে পদ্মগণ শোভে থরে থরে ॥
সুগন্ধি পবন বহে মন্দ মন্দ হৈয়া।
বিলাস করিতে মন হইল দেখিয়া ॥
তবে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গতি লইয়া।
নানাবিধ বিহার করয়ে সুখ পাঞা ॥
বৃন্দাবনে হয় যত বৃক্ষলতাচয়।
কৃষ্ণের মাধুরী দেখি উল্লাসিত হয় ॥
বৃন্দাবনবাসী অলি মৃগ পক্ষিগণ।
কৃষ্ণরূপ হেরি সবে আনন্দিত মন ॥
নিজ নিজোচিত সেবা করিতে লাগিলা
দেখি শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত হৈলা।
বলরাম সহ সখ্যভাব অতিশয়।
গোচারণে নানা কর্ম্মে কৌতুক করয় ॥
যাঁহা যাঁহা যায় তাঁহা তাঁহা বৃক্ষগণ।
তরুণ পল্লব শোভা হয় বিলক্ষণ ॥
ফল প্রসূনের ভরে অতি নম্র হৈয়া।
চরণারবিন্দ আগে পড়য়ে আসিয়া ॥
বন্ধু দেখি বন্ধু যেন ভেট হাতে লৈয়া।
অত্যন্ত প্রণয়ে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥

আত্মবিস্ময় ভাব করি আচ্ছাদন।
বলরাম প্রতি কহে সহাস্য বদন॥
শুন দেব শিরোমণি বচন আমার।
অমর অর্চ্চিত যেই চরণ তোমার॥
আশ্চর্য্য দেখহ এই যত বৃক্ষগণ।
পুষ্প ফল দিয়া পূজা করে সে চরণ॥
আপন শিখাগ্রে পাদপদ্ম পরশিয়া।
দণ্ডবৎ করে অতি আনন্দিত হৈয়া॥
তুমি যে ঈশ্বর সর্ব্বলোক উপকারে।
তরু জন্ম করিল ইহারা সবাকারে॥
হেন শ্লাঘ্য জন্মে তমরূপ যে অজ্ঞান।
তাহা নাশ হেতু সবে করয়ে প্রণাম॥
সর্ব্বলোক পাবন তোমার গুণ গাঞা।
অলিগণ যায় দেখ পাছে পাছে ধাঞা॥
বৃন্দাবনে যৈছে তুমি নিজ গূঢ়বেশে।
বিহার করিছ সদা আনন্দ বিশেষে॥
তৈছে মুনিগণ বনে অলিরূপ হৈয়া।
আপন অভীষ্ট সব তোমারে পাইয়া॥
বনেও তোমার যশ করয়ে কীর্ত্তন।
কদাচিত সঙ্গ নাহি ছাড়ে একক্ষণ॥
তোমারে আনন্দ দিতে পিচ্ছ প্রসারিয়া।
শিখিগণ নৃত্য করে প্রফুল্লিত হৈয়া॥
হের দেখ মৃগীগণ তোমারে দেখিয়া।
নেত্রভঙ্গী করি রহে একদৃষ্টে চাঞা॥
কটাক্ষ করিয়া যেন সব গোপীগণ।
অতিশয় আনন্দিত করে সমর্পণ॥
এইমত সাধুগণ স্বভাব নিশ্চয়।
অভ্যাগত দেখি স্বার্থ অর্পণ করয়॥
বৃন্দাবন স্থিরচয় ধন্য যে সকল।
তুয়া সেবা করি জন্ম করয়ে সফল॥

তথাহি।

নিত্যাস্থামী শিখিন ইত্যমুদাহরিণ্যঃ,
কুর্ব্বন্তী গোপ্যইব তে প্রিয়মীক্ষণেন।
সুক্তৈশ্চ কোকিলগণাগৃহমাগতায় ধন্যাবলোকে,
সইয়ানহি সতাংনিসর্গ॥

যে তোমার পাদপদ্ম পরশ পাইল।
সে তৃণ বীরুধ সকলেই ধন্য হৈল॥
এইমতে বৃন্দাবনে দ্রুমলতাগণে।
ধন্য হৈল তুয়া করনখের স্পর্শনে॥
নদী আদি খগ মৃগ বনে যে আছয়ে।
সদয়াবলোকনেতে সব ধন্যা হয়ে॥
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র কহিতে কহিতে।
আগে দেখিলেন লক্ষ্মী ফিরে লুব্ধচিত্তে॥
ব্রজবধূগণ উদ্দীপন হৈল মনে।
নর্ম্ম ভঙ্গী করি কিছু কহেন বচনে॥
তোমার যে বক্ষ অতি সৌন্দর্য্য সম্পদ।
ভাবযোগ্য নারীগণের প্রেমের আস্পদ॥
যে মাধুর্য্য দেখি রামা অতি লুব্ধা হৈয়া।
পিছে পিছে বনে বনে বুলয়ে ফিরিয়া॥
ভুজযুগ মধ্যে সেই রহে গোপীগণে।
অতি ধন্যতমা হয়ে প্রেম আলিঙ্গনে॥
আজি অতি ধন্যা এই ধরণী হইলা।
পরম আনন্দে যাতে করিতেছ লীলা॥

তথাহি।

ধন্যেয়মদ্য ধরণী তৃণবিরুধস্তং পাদস্পর্শো দ্রুমলতাঃ করজাভিমৃষ্টাঃ। নদ্যোদ্রঃ খগমৃগাঃ সদয়াবলোকৈঃ গোপ্যঃন্তরেণ ভুজয়ো রপিযৎ স্পৃহা শ্রীরতি॥

নর্ম্ম কথা শুনি রাম সহাস্য বদনে।
তদ্বিষয় ভাব সবার করিল বর্ণনে॥
এই মত নানা রস প্রসঙ্গ করিয়া।
বৃন্দাবন প্রতি কৃষ্ণ প্রীতমনা হৈয়া॥
শ্রীদাম সুদাম আদি অনুচর সঙ্গে।
মানসগঙ্গার তীরে গোচারণ রঙ্গে॥
সখাগণ চলিলেন কৃষ্ণগুণ গাঞা।
সঙ্কর্ষণ সহ কৃষ্ণ একত্র হইয়া॥
নানাবিধ বন-শোভা করি দরশন।
বিহার করিয়া সুখে করেন গমন॥
কোনখানে অলিগণ মত্ত হৈয়া গায়।
তাসবার সঙ্গে তৈছে গান করি যায়॥
কোনখানে শুক করে মধুর জল্পন।
তেমতি গভীর সূক্ষ্ম করে উচ্চারণ॥
কলহংসগণ কাঁহো করয়ে কূজন।
তৈছে শব্দ করি আগে করয়ে গমন॥

কোনখানে শিখী নাচে পিচ্ছ প্রসারিয়া।
তার আগে নৃত্য করে মিত্র হাসাইয়া ॥
পশুগণ গেল অতিশয় দূরবনে।
মেঘবৎ গভীর শব্দ করি কোনখানে ॥
তাসবার নাম ধরি আহ্বান করিয়ে।
প্রীতিযুক্ত শব্দে গো গোপাল সুখী হয়ে ॥
চকোর চাতক চক্রবাক ভরদ্বাজ।
নানাবিধ পক্ষী শব্দ করে বনমাঝ ॥
তাঁহা তাঁহা তৈছে শব্দ করি উচ্চারণ।
বিহার করয়ে অতি আনন্দিত মন ॥
বনমাঝে ব্যাঘ্র সিংহ মহাশব্দময়।
শব্দ শুনি কদাচিত ভীতবৎ হয় ॥
কোনখানে ক্রীড়াপরিশ্রান্ত বলরাম।
গোপসঙ্গে সুখে করিয়াছেন বিশ্রাম ॥
আপনে করিয়া তার পাদ সম্বাহনে।
শ্রম দূর করে সেবা বিবিধ বন্ধানে ॥
কোনখানে নৃত্য করে দুই সখা মেলি।
কোনখানে দোঁহে গান করে কুতূহলী ॥
কোনখানে বাক্যে শ্লেষ করে দুই জনে।
কোনখানে দুহেঁ যুদ্ধ করে সুসন্ধানে ॥
কৃষ্ণ বলরাম ঐছে তা সবারে হেরি।
হাঁসিতে হাঁসিতে দোঁহে দোঁহার হাতে ধরি ॥
নৃত্য গীত বাক্যযুদ্ধ যার যৈছে হয়।
প্রশংসা করিয়া দোঁহে তারে তৈছে কয় ॥
কোনখানে যুদ্ধশ্রমে আকর্ষিত হঞা।
বৃক্ষমূলে পল্লবের তলেতে শুতিয়া ॥
কোন সখা উরুপরে মস্তক ধারণ।
কেহ কেহ করে কৃষ্ণ চরণ সেবন ॥
পল্লব বীজন হাতে আর কতজন।
আনন্দিত হৈয়া প্রেমে করয়ে বীজন ॥
আর কত জন অতি মনোহর তান।
আলাপিয়া কৃষ্ণ অনুরূপ করে গান ॥
সুমধুর করি স্নেহ আর্দ্রবুদ্ধি হৈয়া।
সবে সেবা করে কৃষ্ণসুখের লাগিয়া ॥
কৃষ্ণসুখ হেতু সকলেই এইমত।
নৃত্য গীত বাগ্বিলাস করে কত কত ॥

কে কহিতে পারে ভাগ্যকথা তা সবার।
কৃষ্ণের সহিতে নিত্য বিহার যাহার ॥
কৃষ্ণসুখ বিনা কেহ নাহি জানে আন।
কৃষ্ণ তাসবারে জানে প্রাণের সমান ॥
সেই পথ বিপথ হয় যাঁহা মিত্র নাহি।
বিলাস না জানে তাহে মিত্র নাহি কহি ॥
সে বিলাস নহে যাতে নর্ম্ম নাহি হয়।
কৃষ্ণসুখ নহিলে সে নর্ম্ম কিছু নয় ॥

তথাহি।

ন বর্ত্ম তদ্যৎ সখিনর্মমণ্ডিতং নাসৌ সখাসৌ ন বিলাস বৃন্দাবন। নাসৌ বিলাস নাহি নর্ম্মগীর্ধ্যান্ নর্ম্ম তদ্যন্নমুদেহর্ঘবিদ্বিষ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
যোগমায়া দাসীরূপে সেবা করে যাঁর ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় যাঁহার স্বরূপ।
লীলা পরিকর ধাম সকল চিদ্রূপ ॥
অপ্রকট রূপে নিত্য পরিকর সনে।
বিহার করয়ে নিত্য এই ব্রজবনে ॥
যোগমায়া দ্বারে নিগূঢ়াত্মগতি হৈয়া।
করয়ে প্রকট লীলা লোকে দেখাইয়া ॥
জন্মাদিক্রমে ধাম পরিকর যত।
সামান্য লোকেতে দেখে প্রাকৃতের মত ॥
মনুজবালক যেন গ্রাম্য শিশু সনে
খেলা লীলা করে অতি আনন্দিত মনে ॥
সেইমত কৃষ্ণ নিজ সখাগণ সঙ্গে
প্রকাশে আপন লীলা খেলা রসরঙ্গে ॥
অপ্রাকৃত লক্ষ্মী মত ব্রজদেবীগণ।
তাসবারে লালিত যাহার শ্রীচরণ ॥
এইমত বৃন্দাবনে আনন্দে বিহরে।
বিচিত্র চরিত্র লীলা কে বুঝিতে পারে ॥
যে কালে বিপ্লব আসি উপস্থিত হয়।
বিনাশয়ে লীলাশক্ত্যে ঈশ চেষ্টাময়

তথাহি শ্রীভাগবতে শ্রীদশমে।

এবং নিগূঢ়াত্মগতিঃ স্বমায়য়া গোপাত্মজত্বং চরিতং বিড়ম্বয়ন। রেমে রমালালিতপাদ-পল্লবোগ্রাম্যৈঃ সমং গ্রাম্যবদীশচেষ্টিতঃ ॥

সেই স্থান হৈতে কিছু দূর তালবন।
পক্বতাল গন্ধ বহি আনয়ে পবন॥
সেই গন্ধ পাঞা লুব্ধ হৈলা সখাগণ।
স্তোককৃষ্ণ শ্রীদাম সুবল কতজন॥
কৃষ্ণ বলরাম দুহাঁর আগে দাণ্ডাইয়া।
কহিতে লাগিলা প্রেমে দুহুঁ মুখ চাঞা॥
রাম রাম মহাসত্ব করি নিবেদন।
শুন প্রাণসখা কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ॥
অবিদূরে এইত সম্মুখে তালবন।
অতি সুবিস্তার ঘন বহু বৃক্ষগণ॥
সে সকল বৃক্ষে ফল হয় অতিশয়।
পড়িছে পড়িয়া আছে লেখা নাহি হয়॥

তথাহি।

রাম রাম মহাসত্ব কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ।
ততোঽবিদূরে সুমহদ্বনং তালালি সংকুলং।
ফলানি তত্র ভূরীণি পতন্তি পতিতানি চ॥

কিন্তু তাঁহা এক ভয় আছয়ে প্রচুর।
সেই বন মধ্যে হয় ধেনুক অসুর॥
কংস আজ্ঞা পাঞা তালবন রক্ষা করে।
অতি বলবান্ সেই গর্দ্দভ আকারে॥
আত্মতুল্য বলবান্ জ্ঞাতিগণ লৈয়া।
সেইখানে আছে বন রক্ষার লাগিয়া॥
তার ভয়ে কেহ তাঁহা যাইতে না পারে।
পশু পক্ষী নাহি সেই বনের ভিতরে॥
অত্যন্ত সুগন্ধি তালফল সব হয়।
কোনকালে সেই ফল ভুক্ত পূর্ব্ব নয়॥
এইমত শুনিয়াছি কৈনু নিবেদন।
কিন্তু ফল প্রতি হয় সকলের মন॥
এই দেখ সেই ফল গন্ধ মনোহর।
পবনে বহিয়া আনে বনের ভিতর॥
অতএব ফলে লুব্ধ সকলের মন।
যদি মনে লয় তবে করহ গমন॥
এই কথা শুনিতেই রোহিণী কুমার।
লম্ফ দিয়া উঠে অতি করিয়া হুঙ্কার॥
কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ সুখের লাগিয়া।
তালবনে গমন করিল হর্ষ হঞা॥

দুঁহে অতি হাস্যমুখে কহে সখাগণে।
ত্বরা করি সকলে চলহ তালবনে॥
কৃষ্ণ বলরাম কথা শুনি সখাগণ।
শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া করিলা গমন॥
সবে গিয়া তালবনে উপস্থিত হৈলা।
বলরামচন্দ্র তাল পাড়িতে লাগিলা॥
মত্তগজ প্রায় অতি তেজ প্রকাশিয়া।
দুই হাতে ধরি সব বৃক্ষ কাঁপাইয়া॥
অনেক তালের ফল নিপাত করিল।
ফল নিপাতন শব্দ ধেনুক শুনিল॥
বৃক্ষসহ ক্ষিতিতল কম্পন করিয়া।
অত্যন্ত চীৎকার শব্দে আইল ধাইয়া॥
মহাবলবান্ খল রামের বক্ষেতে।
পদাঘাত কৈল তাঁরে রাখিয়া পশ্চাতে॥
পুনরপি বলরাম আগেতে আসিয়া।
পশ্চাৎ চরণদ্বয় প্রসার করিয়া॥
যেকালে নিক্ষেপ কৈল তাহারে মারিতে।
সেই কালে পদদ্বয় ধরি বামহাতে॥
ভ্রমণ করাঞা বৃক্ষোপরি ফেলাইল।
ঘূরণি সময়ে তার প্রাণ নিকশিল॥
বৃক্ষোপরি যেইকালে আসিয়া পড়িল।
কম্পমান হৈয়া সেই বৃক্ষ ভাঙ্গি গেল॥
সে বৃক্ষ পতনে আর বৃক্ষ ভগ্ন হৈল।
এইমতে এক পার্শ্বে বৃক্ষ পাড় গেল॥
তরুগণ কাঁপাইয়া যেন মহাঝড়ে।
নিপাত করয়ে তৈছে তালবন পড়ে॥
অতি বড় খরদেহ ভূমিতে পড়িল।
দেখি সখাগণ মনে আনন্দ হইল॥
বলরামচন্দ্র কৈল ধেনুক নিধন।
এ কিছু বিচিত্র নহে শুন শ্রোতাগণ॥
সেই ভগবান্ পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ।
অহঙ্কারের অধিষ্ঠাতা সৃষ্ট্যাদি কারণ॥
মহাবিষ্ণুরূপে কারণাব্ধিতে শয়নে।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধানে॥
তাঁর শক্ত্যে মায়াবৃষ্টি করয়ে সৃজন।
মহত্তত্ত্বে হয় যত ব্রহ্মাণ্ডেরগণ॥

এক অংশে পুনঃ সব অণ্ডে প্রবেশিয়া।
গর্ভোদকশায়ী রূপে আছেন সুতিয়া ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব হয় ত্রিগুণাবতার।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ে যাহার অধিকার ॥
অনন্ত রূপেতে যেঁহো ব্রহ্মাণ্ড ধরিয়া।
দাস্যভাবে আছে কৃষ্ণলীলার লাগিয়া ॥
যুগ মন্বন্তরে করে নানা অবতার।
জগত ঈশ্বর যেঁহো কারণ সবার ॥
ওতপ্রোত তন্তুতে যেমত পট হয়।
তৈছে ওতপ্রোত বিশ্ব বলদেবময় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

নৈতচ্চিত্রং ভগবতীহ্যনন্তে জগদীশ্বরে।
ওতপ্রোত মিদং বিশ্বং তন্তুষঙ্গ যথা পট ॥

ধেনুক মরণ শুনি তার জ্ঞাতিগণ।
করিয়া কুৎসিত শব্দ আইল তালবন ॥
রামকৃষ্ণ দোঁহাকারে মারিবারে যায়।
তৈছে পায়ে ধরি তারে ঘুরাঞা ফেলায়
এইমতে সকলের বিনাশ করিল।
বৃক্ষগণ ভাঙ্গি সব অসুর পড়িল ॥
খরদেহ আর সব তালবৃক্ষগণে।
শ্বেতারুণ মেঘ যেন শোভয়ে গগনে ॥
রাম কৃষ্ণ দোঁহার যে অত্যদ্ভুত লীলা।
দেখিয়া দেবতা সব আনন্দিত হৈলা ॥
নানা পুষ্পবৃষ্টি তবে করিতে লাগিলা।
বহু বাদ্য করি স্তব করে কৃষ্ণলীলা ॥

তথাহি।

তয়োস্তদদ্ভুতং কর্ম্ম নিশম্য বিবুধাদয়ঃ।
মুমুচুঃ পুষ্পবর্ষাণি চক্রুর্বাদ্যানি তুষ্টুবুরিতি ॥

তবে কৃষ্ণ বলরাম কহে সখাগণে।
যেই যত পার তাল করহ ভক্ষণে ॥
আজ্ঞা পাঞা সকলের আনন্দ হইল।
অনেক সুস্বাদ তাল সেখানে আনিল ॥
রাম কৃষ্ণ দুই ভাই সখাগণ সঙ্গে।
ভক্ষণ করিল তাল অতি রসরঙ্গে ॥
অপরাহ্ন কালে ধেনুগণ আগে লৈয়া।
চলিলেন আগে অতি আনন্দিত হৈয়া ॥

বলরাম সাথে কৃষ্ণ কমললোচন।
আগমন কৈল ব্রজে আনন্দ কারণ ॥
গোধূলি ধূসর অঙ্গ অতি মনোহরে।
কুঞ্চিত কুন্তলে শিখিপুচ্ছ শোভা করে ॥
চূড়া বেড়ি বনফুল বনমালা গলে।
রুচির ঈক্ষণ হাস্য বদনকমলে ॥
বেণু বাদ্য করি অতি সুমধুর তানে।
মত্তগজ জিনি মদমন্থরগমনে ॥
সখাগণ লীলাগুণ কীর্ত্তন করিয়া।
পাছু পাছু যায় বেণু বীণা বাজাইয়া ॥
ব্রজবধূগণ অতি উৎকণ্ঠিত মনে।
তৃষিত নয়নে যায় কৃষ্ণদরশনে ॥

তথাহি।

তং গোরজশ্ছুরিতকুন্তল বদ্ধবর্হ বর্ণ প্রসূন
রুচিরেক্ষণ চারুহাসং। বেণুং ক্বণন্তক মনুগৈরুপ-
গীত কীর্ত্তিং গোপ্যোদিদৃক্ষিত দৃশোঽভ্য
গমন সমেতা ॥

সকলেই তৃষিত নয়ন ভৃঙ্গে করি।
পান করে কৃষ্ণমুখকমল-মাধুরী ॥
তনু মন নেত্র সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হৈল।
দিবস বিরহ তাপ সব দূরে গেল ॥
লজ্জা হাস্য সবিনয় অপাঙ্গ ঈক্ষণে।
সম্মান করিয়া কৃষ্ণ ব্রজবধূগণে ॥
ব্রজপুর মধ্যে কৃষ্ণ উপস্থিত হৈল।
দেখি ব্রজবাসিগণ মহাসুখ পাইল ॥

তথাহি।

পীত্বা মুকুন্দমুখ সারঘমক্ষ ভৃঙ্গৈ স্তাপং জহু-
র্বিরহজং ব্রজযোষিতোঽহ্নি। তৎ সৎকৃতিং
সমধিগম্য বিবেশগোষ্ঠং স ব্রীড়হাস বিনয়ং
যদপাঙ্গমোক্ষং ॥

যদবধি কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে।
সগোষ্ঠি ধেনুক বধ কৈল সেই বনে ॥
তদবধি মনুষ্যের সাধ্বস ঘুচিল।
পশুগণ আসি তাঁহা চরিতে লাগিল ॥
এইত কহিল তালবন বিবরণ।
দর্শন স্পর্শনে পাপ হয় বিমোচন ॥

তথাহি।

বনং তালবনঞ্চৈব বনানাং বনমুত্তমং।
তত্র স্নাত্বা নরো দেবি কৃতকৃত্যোঽভিজায়তে ॥

সেখানে আছয়ে কুণ্ডজল সুনির্ম্মল।
যাতে প্রফুল্লিত হয় বহু নীলোৎপল ॥
তাঁহা স্নানদানে স্ববাঞ্ছিত ফল পায়।
বরাহ কহেন অতি আনন্দ হিয়ায় ॥

তথাহি।

তত্র কুণ্ডং স্বচ্ছজলং নীলোৎপল বিভূষিতং।
তত্র স্নানেন দানেন বাঞ্ছিতং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥

অত্যাশ্চর্য্য তালবন মহিমা কহিল।
তালের কারণে যাঁহা ধেনুক বধিল ॥

তথাহি স্কান্দে মথুরাখণ্ডে।

অহো তালবনং পুণ্যং যত্র তালৈ র্হতোঽসুরঃ।
হিতায় যাদবানাঞ্চ আত্মক্রীড়নকায় চ ॥

এইত কহিল তালবন বিবরণ।
আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥
তার পর বন কৃষ্ণ বিহারের স্থান।
কুমুদকানন বলি তাহার আখ্যান ॥
তহিঁ মনোহর এক সরোবর হয়।
প্রফুল্ল কুমুদগণ যাহা অতিশয় ॥
ভ্রমরা ভ্রমরী সেই মধু পান করে।
বহুবিধ জলজন্তু সরোবরে চরে ॥
নানাবর্ণ বৃক্ষ বল্লী আছে থরে থরে।
সখাগণ কৃষ্ণ সহ সেখানে বিহরে ॥
শ্রদ্ধা করি সেইখানে স্নানাদি যে করে।
পরম মঙ্গল কৃষ্ণ ভক্তি দেই তারে ॥

তথাহি।

বনং কুমুদবনঞ্চৈব তৃতীয়বনমুত্তমং।
যত্র স্নাত্বা নরো দেবি কৃতকৃত্যো ভবিষ্যতি ॥

এইত কহিল তিন বন বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ ॥
সরস্বতী নদী তীরে অম্বিকা কানন।
মথুরা নিকট স্থান অতি সুশোভন ॥
তাঁহা নিবাসই দেবী অম্বিকা আখ্যান।
গোকর্ণাখ্য মহাদেব দেখিতে সুঠাম ॥

সে বনে কৃষ্ণের লীলা ব্রজবাসী সনে।
যেরূপে হইল তাহা করিব কথনে ॥
এককালে সেই খানে দেবযাত্রা হয়।
শিবরাত্রি বলিয়া সকলে যারে কয় ॥
কৌতুকী হইয়া তাতে ব্রজবাসিগণে।
একত্র হইল যাত্রা দর্শন কারণে ॥
গোবর্দ্ধন যজ্ঞে যৈছে আনন্দিত মনে।
সকলে উৎসুক তৈছে রহস্য দর্শনে ॥
উপানন্দ ব্রজরক্ষা কারণে রহিলা।
নন্দ আদি গোপগোপী সকলে চলিলা ॥
নিজ নিজ বৃষ নিজ শকটে যোজিয়া।
তাতে চড়ি সেই বনে উত্তরিল গিয়া ॥
মহাদেব পশুপতি প্রভু যাঁহা আছে।
সরস্বতী স্নান করি গেলা তার কাছে ॥
ভক্তি করি সবে পূজার সামগ্রী লৈয়া।
মহাদেব পূজা কৈল আনন্দিত হৈয়া ॥
অম্বিকা দেবীরে তবে সবে পূজা কৈল।
দেবালয় স্থিত বিপ্রে আদৃতা হইল ॥
গো হিরণ্য বস্ত্র সবে যতেক আনিল।
মধু মধ্বনাদি করি তাসবারে দিল ॥
মোসবারে প্রসন্ন হইবে পশুপতি।
এত ভাবি দান করে আনন্দিত মতি ॥

তথাহি।

বিষ্ণোরনুগ্রহার্থায় স পুত্রোস্তোদাম্নায়চেতি ॥

নন্দ আদি গোপ সব ধৃতব্রতা হৈয়া।
সরস্বতী তীরে জল ভক্ষণ করিয়া ॥
সেই রাত্রি সকলে সেখানে বাস কৈল।
কেহ বা জাগ্রত কেহ শুইয়া রহিল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয় নত্র বয়স্যের সঙ্গে।
অন্যত্র বিহরে নানা লীলারস রঙ্গে ॥
অতি বুভুক্ষিত মহাসর্প তাঁহা আইল।
শয়নে আছিল নন্দ তাহারে ধরিল ॥
সর্পগ্রস্ত হৈয়া তিহোঁ কান্দিতে কান্দিতে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি উচ্চ লাগিল ডাকিতে ॥
ওরে বাপু মহাসর্পে গ্রাস করে মোরে।
বিপন্ন জনেরে আসি করহ উদ্ধারে ॥

নন্দের ক্রন্দন শুনি যতেক গোপাল।
যই যাহাঁ ছিল তাঁহা উঠিল তৎকাল॥
হাসর্পগ্রস্ত নন্দে সকলে দেখিল।
রান্বিত হৈয়া সর্পে মারিতে লাগিল॥
গাপগণের ঠেঙ্গা লাঠি অস্ত্র যে আছিল।
লন্ত অনল সম কাষ্ঠ যত পাইল॥
কলেই তদুপরি করেন প্রহারে।
তথাপিহ নন্দে সর্প ত্যাগ নাহি করে॥
বৃদ্ধগণে শঙ্কা করি বয়স্যের সঙ্গে।
নানা যে কৌতুক রসে আছিলেন রঙ্গে॥
পিতৃ স্নেহময়ী লীলা আবেশ সম্ভ্রমে।
কৃষ্ণচন্দ্র আইলেন পিতা বিদ্যমানে॥
দীর্ঘ পুচ্ছ সর্প প্রতি না কৈল তাড়ন।
স্ব-চরণপদ্মে তার করিল স্পর্শন॥
কৃষ্ণপাদপদ্মে তার অমঙ্গল গেল।
সর্প-বপু ত্যাগ তার তৎক্ষণে করিল॥
বিদ্যাধরার্চ্চিত রূপ হইল তাহার।
দেখিতেই সকলের হৈল চমৎকার॥
অত্যন্ত সুদীপ্ত বপু পুরুষ আকার।
ধরিল সুন্দর বেশ হেম কণ্ঠহার॥
কৃষ্ণের চরণদ্বন্দ্বে প্রণত হইয়া।
যোড়হাতে সুদর্শন রহে দাণ্ডাইয়া॥
তবে হৃষীকেশ করে তারে জিজ্ঞাসন।
কে তুমি অপূর্ব্ব শোভাযুত সুদর্শন॥
হেন নিন্দ্যগতি পাঞা কেন বা আছিলা।
তবে সেই সুদর্শন কহিতে লাগিলা॥
বিদ্যাধর আমি পূর্ব্ব নাম সুদর্শন।
সকলে আমারে বলে শুনহ কারণ॥
অত্যন্ত সুন্দর রূপ বিমানে চড়িয়া।
দশদিগ ভ্রমণ করি যে মত্ত হৈয়া॥
অঙ্গিরানন্দন হয় যত ঋষিগণ।
বিরূপ দেখিয়ে বৃদ্ধ অঙ্গুষ্ঠের সম॥
নিজরূপে গর্ব্ব করি হাসিনু দেখিয়া।
তারা শাপ দিল সর্পবপু পাও বলিয়া॥
তারা সবে মহান্ত আমি যে দুষ্টমতি।
তেকারণে হৈল মোর এ হেন দুর্গতি॥

অনুগ্রহ নিমিত্তে সকলে শাপ দিল।
করুণা বিগ্রহ সবে এবে সে জানিল॥
যাহা হৈতে প্রভুপদ স্পর্শন পাইল।
যে পদ স্পর্শনে মোর অমঙ্গল গেল॥
আজ্ঞা দেহ নিজ লোকে করিয়ে গমনে।
প্রভুর করুণা যেন সকলেই জানে॥
যদি কহ স্বর্লোক গমনে তোর মন।
মোক্ষ কেন নাহি মাগ শুন সে কারণ॥
এ ভবসমুদ্রে ভীত প্রপন্ন যে হয়।
তাসবার ভয় নাশ কর দয়াময়॥
পরম ভক্তির শেষে প্রাপ্তি যে চরণ।
সাক্ষাতে সে পাদপদ্ম পাইল দর্শন॥
জয় জয় পাদস্পর্শ পাপ বিমোচন।
শাপে মুক্ত হৈনু মুঞি করো নিবেদন॥
যথা তথা মোর স্থিতি কেনে বা না হয়।
তোমার চরণপদ্ম করিল আশ্রয়॥
যদি কহ সুদুর্ল্লভ হয় সে তোমার।
শরণ লইনু যাতে সে গতি আমার॥
তবে পুনঃ নিবেদন জয় জয় জয়।
মহাযোগী নহে অনন্তচিন্তৈশ্বর্য্যময়॥
জয় জয় মহাপুরুষ পরমেশ্বর জয়।
তোমার প্রভাবে কিছু দুর্ল্লভ না হয়॥
বিশেষতঃ সাধুগণে করহ পালন।
অঙ্গীকার কর মুনিগণের বচন॥
তুমি কৃষ্ণ পূতনাদি প্রতি মুক্তিদাতা।
প্রপন্নের মনোবাঞ্ছা পূরাহ সর্ব্বথা॥
অতএব জানিবে কৃতার্থ এই জন।
আজ্ঞা দেহ নিজ লোকে করিব গমন॥
যদি কহ আমাতে শরণেচ্ছা তব মনে।
তবে লোকান্তরে যাইতে চাহ কি কারণে॥
তবে নিবেদন করি কর অবধানে।
অন্তর্য্যামী রূপে মোরে করিয়াছ প্রেরণে॥
বিদ্যাধর লোক স্নেহ তোমার যে হয়।
সর্ব্বলোকেশ্বরেশ্বর তুমি কৃপাময়॥
শুনহে অচ্যুত তোমার দর্শন প্রভাবে।
ব্রহ্মদণ্ড হৈতে মুঞি মুক্ত হৈনু এবে॥

যে তোমার নাম মাত্র করয়ে গ্রহণে।
সেই বক্তা শ্রোতা সব পবিত্র তৎক্ষণে ॥
যে তোমার পাদপদ্ম করিনু স্পর্শন।
ব্রহ্মশাপমুক্ত কিছু দুর্ল্লভ না হন ॥
এত শুনি কৃষ্ণ কিছু না কহে বচন।
মৌন দেখি বুঝিলেন সম্মতি লক্ষণ ॥
তার পরে কৃষ্ণচন্দ্রে পরিক্রমা করি।
অতিশয় ভক্তে দণ্ড প্রণাম আচরি ॥
নিজ লোকে সুদর্শন করিল গমন।
ক্লেশ হৈতে নন্দের করিয়া বিমোচন ॥
কৃষ্ণের বৈভব দেখি শুনি সর্ব্বজনে।
অত্যন্ত বিস্ময় হৈল সবাকার মনে ॥
তৎপরে সে স্থানে সে নিয়ম সমাপিয়া।
পুনঃ ব্রজে আইল সবে আনন্দিত হৈয়া ॥
অম্বিকাকানন লীলা করিল বর্ণন।
সুদর্শন মুক্ত কৈল ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ।
ব্রহ্মশাপে মুক্ত পায় কৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে যার আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মধুবনাদি লীলাস্থলী বিবরণ কথনে
অম্বিকাকানন বর্ণনং নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চম অধ্যায়ঃ

দন্তবক্র বধ ও কুরুক্ষেত্রে ব্রজবাসিগণের সহিত মিলন।

যোগোষ্ঠং বিহয্য কার্য্যবশতঃ পর্য্যাং চিরাংস্থিতো,
ব্যগ্রশ্রদ্ধয় রোহিণেয় মুগত শশ্বৎপরাশ্বাসরং।
আগত্য স্বয়মেব যঃ কুরু ভুবিপ্রদাাহ্ ভূয়ো ঝাটি,
ত্যাগচ্ছেৎ করুণঃ স এব শরণঃ শ্রীকৃষ্ণঃ দেবোহি নঃ

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে।
মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে ॥
মধুপুর পশ্চিমে দতিহা নামে গ্রাম।
পৌরাণিক মত দন্তবক্র বধ স্থান ॥
ব্রজ হৈতে কৃষ্ণ যবে মধুপুরে আইল।
প্রথমেই রঙ্গস্থলে কংসবধ কৈল ॥
তার পরে কৃষ্ণ বলরাম দুইজনে।
মধুপুরে লীলা করে বিবিধ বন্ধানে ॥
এত শুনি জরাসন্ধ কংসের শ্বশুর।
একত্র করিয়া সৈন্য সামন্ত প্রচুর ॥
কৃষ্ণের সহিত যুদ্ধ করিতে আইল।
তেইশ অক্ষৌহিণী সেনা সঙ্গে হারি গেল ॥
এইমত সপ্তদশ বার যুদ্ধ কৈল।
প্রতিবারে কৃষ্ণ স্থানে হারি পলাইল ॥
জরাসন্ধ অতিশয় লজ্জিত হইয়া।
কালযবন মিত্র ছিল তারে বোলাইয়া ॥
অষ্টাদশ বারে যুদ্ধ করিতে আইল।
আসি মধুপুরী চতুর্দ্দিগেতে ঘেরিল ॥
তবে কৃষ্ণ নিজ মনে করিল চিন্তন।
কদাচিত বধ্য নহে এ কালযবন ॥
যোগনিদ্রায় মুচকুন্দ যেখানে আছিল।
কৃষ্ণচন্দ্র সেইখানে অন্তর্দ্ধান কৈল ॥
কালযবনে তদুপরি পদাঘাত কৈল।
তাঁর কোপদৃষ্টানলে ভস্ম হৈয়া গেল ॥
তবে কৃষ্ণ করিয়া সে অগ্নি নির্ব্বাপন।
অলক্ষিতে দ্বারাবতী কৈল আগমন ॥
নিজগণ লৈয়া তাঁহা বিহার স্বচ্ছন্দে।
বিবাহাদি নানা লীলা পরম আনন্দে ॥
ষোল হাজার শত অষ্ট রমণীর সঙ্গে।
বিহার করয়ে কৃষ্ণ অতি রস রঙ্গে ॥

তার মধ্যে অষ্টোত্তর শত সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা।
তথি অষ্ট পট্টরাণী অতিশয় শ্রেষ্ঠা ॥
অষ্টপট্ট মহিষীর মধ্যে প্রিয়তমা।
রুক্মিণী ভীষ্মকাত্মজা আর সত্যভামা ॥
দ্বারকাতে কৃষ্ণের রহস্য যত কথা।
যত প্রেম চেষ্টা দোঁহে জানয়ে সর্ব্বথা ॥
সত্যভামা-গৃহে কভু রুক্মিণী-মন্দিরে।
নানা যে কৌতুক রস সমুদ্র পাথারে ॥
সতত বিহরে কৃষ্ণ এ দোঁহার সঙ্গে।
রাধিকা বিচ্ছেদে মূর্চ্ছা প্রেমের তরঙ্গে ॥
অত্যন্ত নিমগ্ন কভু করয়ে প্রলাপ।
কভু রাধা রাধা বলি করে অনুতাপ ॥
কভু মৌন করি রহে বহে অশ্রুধার।
অত্যন্ত সুদীপ্ত হয় সাত্বিক বিকার ॥
দেখিয়া দুঁহার চিত্তে হয় চমৎকার।
অতি প্রেম সেবা করে স্বাস্থ্য করিবার ॥
কতক্ষণ পরে কিছু বাহ্য যবে হয়।
তবে দুহুঁা দুঃখের কারণ জিজ্ঞাসয় ॥
দুই তিন বার যবে করে জিজ্ঞাসন।
তবে কদাচিত কভু করে বিজ্ঞাপন ॥
ব্রজলোকের প্রেমে আমি হইয়াছি ঋণী।
তাসবা শরণ করি এ দিবা রজনী ॥
ব্রজবাসী মাতা পিতা যত বন্ধুগণ।
সখাবৃন্দ আর ব্রজাঙ্গনা যত জন ॥
তাসবাতে অতি শ্রেষ্ঠা হয়েন রাধিকা।
সৌন্দর্য্য সৌভাগ্য প্রেমী নাহি ততোধিকা
মোর পদ নখাঞ্চল কোটি প্রাণ মানে।
আমা বিনে নাহি জানে শয়নে স্বপনে ॥
মোর প্রেম সুখ বৃদ্ধি তিহোঁ মাত্র জানে।
তাহার তুলনা দিতে নাহি ত্রিভুবনে ॥
সবে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিল আমারে।
এ কঠিন হিয়া ত্যাগ কৈল তাসবারে ॥
আমা বিনে সকলে কেমনে প্রাণ ধরে।
রাধিকা স্মরণ মাত্রে হৃদয় বিদরে ॥
মনে বুঝি এক মাত্র আছয়ে কারণ।
আমার গমন আশে ধরয়ে জীবন ॥

আমারে অক্রূর যবে ব্রজ হৈতে আনে।
সেকালে বিচ্ছেদে দুঃখী ব্রজবধূগণে ॥
সান্ত্বনা করিয়া তবে কহিল বচন।
দূত দ্বারে ত্বরিতে করিব আগমন ॥
মধুপুর গিয়া যবে কংস বধ কৈল।
আশ্বাসিয়া ব্রজবধূগণে পাঠাইল ॥
সান্ত্বনা করিয়া পুনঃ উদ্ধবের দ্বারে।
ব্রজ যাইব সন্দেশ কহিল তাসবারে ॥
উদ্ধবের মুখে দশা শুনি তাসবার।
অতি চমৎকার চেষ্টা হইল আমার ॥
তারা মোর আগমন আশে প্রাণ ধরে।
কদাচিত যাইতে নারিল ব্রজপুরে ॥
কার্য্য অনুরোধে হৈল দ্বারকা গমন।
এখানেহো অবসর নাহি একক্ষণ ॥
এক্ষণে না জানি তারা জীয়ে কি না জীয়ে।
অত্যন্ত নিবিড় দুঃখে সতত ভাবিয়ে ॥
রাধিকার প্রেম দশা স্মরি দুঃখ যত।
সে অতি অকথ্য কথা কহিব বা কত ॥
এত শুনি তারা প্রেমে করে জিজ্ঞাসন।
আমরা কিরূপে তাঁর পাইব দর্শন ॥
তাহারে দেখিতে মোর উৎকণ্ঠা বাড়িল।
অবশ্য দেখাবে এই নিবেদন কৈল ॥
কৃষ্ণ কহে তাহার দর্শন সুদুর্ল্লভ।
তদনুমাত্রে সেই হয়ত সুলভ ॥
সম্প্রতি সে ব্রজভূমি অতিশয় দূর।
তারা কভু ত্যাগ নাহি করে ব্রজপুর ॥
যদি তোমা সবা লয়ে করি আগমন।
যদুগণের অতিক্রম করে দুষ্টগণ ॥
অতএব নাহি হয় গমনাগমন।
সবে মাত্র এক দেখি মিলন কারণ ॥
কত দিন পরে হবে সূর্য্য উপরাগে।
তাতে তীর্থ স্নানযাত্রা করে মহাভাগে ॥
যেমত বৈভব যৈছে আধিপত্য হয়।
যথাবিধি দানাদিক সকলে করয় ॥
বিশেষতঃ কুরুক্ষেত্রে সবার গমনে।
এই বর্ষে হইবে মহা গ্রহণ কারণে ॥

পরশুরামে যেইকালে নিঃক্ষত্রি করিল।
নৃপগণ-রুধিরে সে স্থান ভাসি গেল॥
সুবিস্তার বহু হ্রদ তাহাতে হইল।
তঁাহা স্নান করি তারে মহাতীর্থ কৈল॥
সুবিস্তার পঞ্চ হ্রদ আছে সেই স্থানে।
অত্যন্ত পুণ্যহ তীর্থ হয়ত গ্রহণে॥
সেই তীর্থে স্নানদান করে যেই জন।
সেই ফল লভে অন্য তীর্থ শতগুণ॥
অতএব ভারতবর্ষেতে যত জন।
অবশ্য করিবে কুরুক্ষেত্রে আগমন॥
আমার মিলন লাগি ব্রজবাসিগণ।
যাত্রা ছলে যদি তঁাহা করে আগমন॥
তবে সেই স্থানে সর্ব্ব পরিকর সনে।
অন্যোন্যেতে সবা সহ হইবে মিলনে॥
এত যুক্তি করি প্রেমে আছে নিমগনে।
কতদিন উপায়ান্ত আইল সে দিনে॥
ভারতবর্ষেতে যত মহাজন ছিল।
মহাগ্রাস শুনি সবে আসিতে লাগিল॥
আপনে ঈশ্বর করে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তনে।
লোকাচার ক্রিয়া লোকহিতের কারণে॥
বিশেষতঃ ব্রজবাসীজনের মিলন।
আনন্দ ভাবিয়া তঁাহা যাইতে হৈল মন॥
বলরাম সঙ্গে সব যদুগণ লৈয়া।
বহু রথ হাতী ঘোড়া সমৃদ্ধি করিয়া॥
বসুদেব আদি রথে করি আরোহণ।
দেবকী রোহিণী সঙ্গে করিল গমন॥
তাঁর পিতা শুর নিজ ভার্য্যার সহিতে।
তীর্থ স্নান লাগি আরোহণ কৈল রথে॥
কত শত চতুর্দ্দোল করিয়া সাজন।
হস্তীর উপরে গৃহ করিল রচন॥
মণি মুক্তা প্রবলাদি বিভূষণ যত।
নানাবিধ ভূষাম্বর বর্ণিব বা কত॥
চিত্র চতুর্দ্দোলোপরি মহিষীর গণ।
যথাযোগ্য সকলে করিল আরোহণ॥
সবা সঙ্গে কৃষ্ণ দিব্য রথে আরোহিল।
কুরুক্ষেত্রে এক দেশে আসি উত্তরিল॥

গদ প্রদ্যুম্ন শাম্ব আদি কতজন।
চারুচন্দ্র নাম আর রুক্মিণীনন্দন॥
সেনাপতি কৃতবর্ম্মা শুক শারণ সনে।
অনিরুদ্ধ রহে পুরী রক্ষার কারণে॥
বিষ্ণিবংশ অক্রূরাদি যতেক আছিল।
পাপক্ষয় ইচ্ছা করি সকলে আইল॥
কৃষ্ণ অনুগত যত মহারাজগণ।
সকলে স্ত্রী পুত্র সহ করিল গমন॥
কৃষ্ণ বাসস্থান বেড়ি রহে চারিপাশে।
চন্দ্র বেড়ি তারাগণ যৈছেন আকাশে॥
নন্দ আদি করিয়া মাথুর যত জন।
তীর্থযাত্রা ছলে সবে করিল গমন॥
কুরুক্ষেত্রে আসি সবে উপস্থিত হৈল।
সেই কালে রাহু সূর্য্য গ্রহণ করিল॥
হেনকালে অতিশয় কোলাহল হৈল।
সকলেই তীর্থস্নান করিতে লাগিল॥
উপবাস করি সবে গ্রহণ অবধি।
দান সঙ্কল্পিত ক্রিয়া কৈল যথাবিধি॥
সর্ব্বারাধ্য মহাভাগ শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
স্বর্ণাদিক বস্ত্র উত্তমান্ন করে দানে॥
সঙ্কল্প করিল ভক্তি হউক মোসবার।
আদর সহিতে যেই বস্তু অতি সার॥
লালসা স্বভাবে কৃষ্ণ এতেক কহিল।
আনন্দ হৃদয়ে ব্রত সমাপ্ত করিল॥
সকলেই নিজাভীষ্ট করিয়া সঙ্কল্প।
বৈভবানুরূপ দান করে বহু অল্প॥
ব্রজবাসিগণ সব তীর্থস্নান কৈল।
বাঞ্ছাপূর্ণ লাগি বহুবিধ দান দিল॥
এইমত স্নান দান করি সর্ব্বজন।
সন্ধ্যাকালে যথাযোগ্য করিল ভোজন।
কুরুক্ষেত্রে উপবাস নাহিক লিখন।
সকলে করিল সেইমত আচরণ॥

তথাহি।

ষর্জ্জয়িত্বা কুরুক্ষেত্রামিতিশ্রুতে॥

সে দিবস ঐছে রহি তার পর দিনে।
ব্রত সমাপনে করে অনুজ্ঞা প্রার্থনে॥

তদনুজ্ঞা লভিলেন শুন তার হেতু।
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ হয় ধর্ম্মসেতু ॥
তার পর নানা দেশাধিপ যত জন।
কার কার কৃষ্ণ আগে হৈয়াছে গমন ॥
কেহ কেহ কৃষ্ণ পাছে আইলা কুরুক্ষেত্রে
ব্রজবাসিগণ আসি হইলা একত্রে ॥
নন্দাদিক অতিশয় উৎকণ্ঠিত মনে।
কৃষ্ণ সন্দর্শনোৎসুকা গোপীগণ সনে ॥
রাজগণ আসি ক্রমে কৃষ্ণেরে মিলিল।
যথাযোগ্য বন্দনাদি সকলে করিল ॥
শ্রীকৃষ্ণ যে তাসবারে কৈল আলিঙ্গন।
কুশলাদি প্রশ্ন করি কৈল আস্বাদন ॥
রাজপত্নীগণ আইল কৃষ্ণ দরশনে।
সন্তোষিল প্রেমময় বাক্য সম্ভাষণে ॥
যুধিষ্ঠির আদি কৃষ্ণ দরশনে আইল।
কৃষ্ণ তা সবারে প্রেম আলিঙ্গন কৈল ॥
তার পর ছোট বড় সকলের সনে।
অন্যোন্যে মিলন নানা বাক্য আলাপনে ॥
বসুদেব কুন্তী দোঁহে হইল সম্ভাষণ।
অতি সে বিস্তার কথা না হয় বর্ণন ॥
যদুগণ কৈল যুধিষ্ঠিরাদি পূজন। শ্রী
ভীষ্মকাদি রাজা কৈল কৃষ্ণের অর্চ্চন ॥
সে অতি বিস্তার কথা বর্ণন নহিল।
প্রসঙ্গানুক্রমে মাত্র উট্টঙ্ক কহিল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখি সবে আনন্দিত মন।
যথাকালে নিজ বাসা করিল গমন ॥
তবে কৃষ্ণ দরশনে ব্রজবাসিগণ।
নন্দ উপানন্দ আদি করিল গমন ॥
যশোদাদি গোপীগণ শকট উপরে।
আরোহণ করি চলে কৃষ্ণ দেখিবারে ॥
নন্দ আদি ব্রজবাসিগণ আগমন।
বসুদেব দেবকী শুনিল সে বচন ॥
অতি শীঘ্রগতি দুহেঁ আইল বাহিরে।
নন্দ যশোদাকে নিজ বাস লইবারে ॥
পথে নন্দ সহ বসুদেবের মিলন।
প্রেমে গলাগলি দোঁহে করেন ক্রন্দন ॥

বস্ত্রাবৃত শকট উপরে যশোমতী।
কৃষ্ণগত প্রাণশক্তি হীণা ক্ষীণা অতি ॥
সেই স্থানে দেবকী করিল আগমনে।
মিলিলেন দোঁহে অশ্রুধারা দ্বিনয়নে ॥
তবে দোঁহে দুঁহু লৈয়া অভ্যন্তরে গেল।
যথাযোগ্য স্থানে দুঁহে দুঁহু বসাইল ॥
বসুদেব যবে নন্দে আনিবারে গেল।
উপানন্দ সহ আদি তাহাঞি মিলিল ॥
তারা সবে আইলেন বসুদেব সনে।
নন্দের নিকটে বৈসে উৎকণ্ঠিত মনে ॥
যদুগণ কৃষ্ণ আবাস সমীপ আবাসে।
সকলেই আছিলেন কৃষ্ণ রসাবেশে ॥
ব্রজবাসিগণের শুনিয়া আগমন।
মিলিলেন উভয়ত আনন্দিত মন ॥
নন্দ যশোদার অতি উৎকণ্ঠা দেখিয়া।
বসুদেব দেবকী ব্যাকুলচিত্ত হৈয়া ॥
কৃষ্ণ বলরাম দুঁহে তাঁহা বোলাইলা।
দুঁহে শীঘ্র সেইখানে আগমন কৈলা ॥
যবে দোঁহে কৃষ্ণচন্দ্রে দর্শন করিল।
গাঢ় আলিঙ্গনে কোলে ধরিয়া রহিল ॥
সেকালে দোঁহার প্রেমচেষ্টা যে হইল।
সে অতি দুরূহাবস্থা বর্ণন নহিল ॥
কত কত মতে দোঁহার আশ্বাস করিয়া।
সান্ত্বনা করিল প্রেম আর্দ্রচিত্ত হঞা ॥
তবে বলরাম চন্দ্র আসিয়া মিলিল।
বন্দনা করিতে দোঁহে কোলেতে করিল।
নন্দ যশোদার প্রেম সমুদ্রে বিদারে।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে মগন অন্তরে ॥
তবে দুঁহে দোঁহারে আসন আনি দিল।
কতক্ষণে দোঁহে স্বাস্থ্য পাইয়া বসিল ॥
তবে কৃষ্ণ ব্রজবাসিগণেরে মিলিতে।
বাহিরে আইল বলরামের সহিতে ॥
উপানন্দ আদি সব সহিতে মিলিল।
যথাযোগ্য সম্ভাষণ আলিঙ্গন কৈল ॥
ক্রমে ক্রমে সবা সহ করিয়া মিলনে।
আশ্বাসিয়া সন্তোষিলা বিনয় বচনে ॥

ব্রজবাসিগণ পাইল কৃষ্ণ দরশন।
দরিদ্রে লভিল যেন ঘট ভরা ধন ॥
ততোধিক সকলের আনন্দ হইল।
সংক্ষেপে কহিল কথা বিস্তার নহিল ॥
নন্দ আদি ব্রজবাসিগণ সমাধানে।
বসুদেব করিলেন আতিথ্য বিধানে ॥
ব্রজবাসিগণ সবে কৃষ্ণেরে মিলিল।
ব্রজাঙ্গনাগণ তবে দরশন পাইল ॥
দাবানলে দগ্ধ লতাগণ যেন রয়।
নবমেঘ বৃষ্টি ক্রমে প্রফুল্লিত হয় ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদানলে ব্রজবধূগণ।
তৈছে দগ্ধা ক্ষীণা মলিনতা তনু মন ॥
হর্ষ হর্ষকারী শ্যাম ঘন দরশনে।
স্নিগ্ধ পুলকিত অঙ্গে প্রফুল্ল বদনে ॥
অন্যোন্যে কহে কথা সব গোপীগণে।
হের দেখ সেই প্রাণনাথ দরশনে ॥

তথাহি।

দগ্ধং হন্ত দধানয়া বপুরিদং যস্যাবলোকেশয়া,
সোঢ়ামর্ম্ম বিপাটনে পটুরিয়ং পীড়াতি বৃষ্টিময়া।
কালন্দীরতটি কুটিরকুহর ক্রীড়ভিসারব্রতী,
সোঽয়ং জীবিত বন্ধুরিন্দুবদনে ভূয়ঃ সমাসাদিত ॥

সেই কালে কৃষ্ণ দেখিলেন তা সবারে
অত্যন্ত বিরহ ক্ষীণা অতি চমৎকারে ॥
পূর্ব্বকৃত আশ্বাস সান্ত্বনাগত প্রাণে।
অতি উৎকণ্ঠাতে সবে আইল এখানে ॥
এত চিন্তি তাঁহা পাঠাইল উদ্ধবেরে।
নিজবাস প্রদেশ বিশেষে আনিবারে ॥
তিহোঁ তা সবার সহ মিলন করিয়া।
আনিলেন সঙ্গোপনে অতি যত্ন পাঞা ॥
তাঁহা কৃষ্ণচন্দ্র আসি করিল মিলন।
সকলে পাইল নিজ অভীষ্ট দর্শন ॥
নিজ প্রাণ কোটি হৈতে অতি প্রিয় কৃষ্ণ
চির অনুরাগে দেখে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
অনিমিখ নেত্রে চাহে করিতে দর্শন।
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ নহে নিমিখ কারণ ॥
অবিদগ্ধ বিধি ভাল না জানে সৃজন।
সবে দুই নেত্রে তাঁহে নিমিখাচ্ছাদন ॥
অতি প্রেমতৃষ্ণার স্বভাবে মনে মনে।
কহে নেত্র পক্ষহীন না করিল কেনে ॥
সে শ্যাম সুন্দর রূপ হৃদয়ে ধরিয়া।
আলিঙ্গন করি প্রেমে রহে স্থির হঞা ॥
চির বিরহার্ত্তি ভরে সবে একমন।
লভিল তন্ময়ভাব ব্রজবধূগণ ॥
অন্তর্ব্বাহ্যে সকলে হইল এক তান।
কৃষ্ণস্ফূর্ত্তে নাহি বাহ্য ক্রিয়ানুসন্ধান ॥
কিবা সদা চিত্তে যারে করিত ভাবন।
সাক্ষাতে তাহারে সবে করি দরশন ॥
প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিশেষ যে ভাব।
সকলের হৈল সে আনন্দ মূর্চ্ছালাভ ॥
নিত্য সঙ্গ রুক্মিণ্যাদ্যে যে ভাব না হৈল।
সেই ভাব প্রেমানন্দে সকলে লভিল ॥

তথাহি শ্রীদশমে।

গোপ্যশ্চ কৃষ্ণ মুপলভ্য চিরাদভীষ্টং যৎ
প্রেক্ষণে দৃশিষু পক্ষকৃতং শপন্তি। দৃগ্‌ভি-
র্হৃদি কৃতমলং পরিরভ্য সর্ব্বাস্তদ্ভাব মাপুরপি
নিত্যযুজাং দুরাপ ॥

তবে কৃষ্ণ সান্ত্বনা করেন তা সবারে।
প্রদোষ সময়ে লৈয়া গেলা স্থানান্তরে ॥
নিজবাস প্রদেশ বিশেষ একস্থানে।
অত্যন্ত বিরক্ত সেই হয়ত নির্জ্জনে ॥
তা সবার প্রেমমূর্চ্ছাভঙ্গের কারণে।
আপন বৈভব করিলেন প্রকাশনে ॥
একক্ষণ এককালে সবাকার সনে।
প্রেমরসাবেশে করে গাঢ় আলিঙ্গনে ॥
তবে সবে বার বার করয়ে রোদন।
পুনঃ মূর্চ্ছাগত হয় নাহিক চেতন ॥
নানা প্রকারেতে কৃষ্ণ সান্ত্বনা করয়।
বহুক্ষণে স্বাস্থ্য দেখিলেন অনাময় ॥
সকলে অত্যন্ত কৃশ দেখিয়া নয়নে।
তবে কৃষ্ণ বিচার করিয়া মনে মনে ॥
উদ্ধবের দ্বারা যে যে উপদেশ কৈল।
বিরহ হরণোপায় সব ব্যর্থ হৈল ॥
আত্মকৃত অপরাধ লাঘব কারণে।
নানা রূপ সান্ত্বনা করিল সুবন্ধানে ॥

সাধারণ বাহ্য দুঃখ তা সবার গেল।
অন্তরীণ দুঃখ দূর তথাপি নহিল ॥
তবে নানা পরিপাটী বাক্য আচরণে।
অতিশয় মর্ম্ম দুঃখ কিছু হৈল ন্যূনে ॥
তবে তা সবার শোক লাঘব কারণে।
ক্ষমা করাইতে নিজ অপরাধগণে ॥
প্রহাস্য করিয়া কৃষ্ণ হৈল স্ময়মানে।
সে অতি পরমাদ্ভুত আশ্চর্য্য বিধানে ॥
দেখি তা সবার প্রায় দুঃখ সব গেল।
তথাবিধ কৃষ্ণ তবে সম্মান করিল ॥
সোৎকণ্ঠ বচনে তবে করি সম্ভাষণ।
উত্তরীয় বস্ত্র দিল বসিতে আসন ॥
সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ প্রেমে মগ্ন হৈল
আপনাকে ঋণী মানি আসনে বসিলা ॥
চতুর্দ্দিগে বসিলেন ব্রজবধূগণ।
পূর্ণ শশধর বেড়ি যৈছে উড়ুগণ ॥
বৃষভানুসুতা তবে লাগিল কহিতে।
চির অনুরাগে দুঃখ যে আছিলা চিতে ॥
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম দেহধর্ম্ম আর।
সব ত্যজি তোমার চরণ কৈনু সার ॥
শয়নে স্বপনে তোমা বিনু নাহি জানি।
তোমা না দেখিলে ক্ষণে কোটি যুগ মানি
আসিব কহিয়া মাত্র মধুপুরে গেলা।
কদাচিত পুনরপি দর্শন না দিলা ॥
তোমার সহিতে বহু প্রেম আচরণ।
ব্রজ ছাড়ি সকল হইলা বিস্মরণ ॥
উদ্ধবের দ্বারা কৈলে যোগ উপদেশ।
সে কথা শ্রবণ মাত্রে বাড়ে আর ক্লেশ ॥
তিহোঁ কহিলেন কৃষ্ণ করিব গমন।
তোমার দর্শন আশে ধরয়ে জীবন ॥
বহুদিন পরে পুনঃ বলরাম দ্বারে।
সান্ত্বনা করিয়া পাঠাইলা মোসবারে ॥
সে সব বচন তুয়া হৈল বিপরীতে।
দিনে দিনে ক্ষীণতনু ভাবিতে গুনিতে ॥
মহারাজ রাজাধীপ অর্চ্চিত হইয়া।
রাজকন্যাগণ সুখে বিবাহ করিয়া ॥
নানা যে কৌতুকরসে করিছ বিহারে।
কারণে বুঝিনু ত্যাগ কৈলে মোসবারে ॥
বাস্তব আমরা সব হৈব বনচারী।
না জানিয়ে রস পরিপাটী সুচাতুরী ॥
যেমত রসজ্ঞ তুমি যৈছে তুয়া মন।
তেমত না হই যে মোরা ব্রজবধূগণ ॥
হেন বুঝি তবে অতি রসজ্ঞ না ছিলে।
তেঞি মোসবারে লঞা বিহার করিলে ॥
এবে অতি রসজ্ঞ হইয়া সুপ্রবীণে।
করিছ তদনুরূপ রস আস্বাদনে ॥
কিন্তু তুমি সত্যবাদী কহে সর্ব্বজনে।
সত্যাচার না দেখিয়া দুঃখ পাই মনে ॥
অতএব পূর্ব্ব কথা করিয়া স্মরণে।
যাত্রাছলে আইলাম তোমার দর্শনে ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র অতি লজ্জিত হইয়া।
কহিতে লাগিল কিছু বিনয় করিয়া ॥
শুন প্রিয়াগণ আমি যে কহি বচন।
তোমা সবার ঋণী আমি সদা সর্ব্বক্ষণ ॥
নিরবধি তোসবার করিয়া স্মরণ।
মোর যত দুঃখ নাহি জানে কোনজন ॥
আমার বিচ্ছেদে তোসবার দশা যেন।
তোসবা বিহনে মোর দশা হয় তেন ॥
সে অতি দুরূহাবস্থা করি সঙ্গোপনে।
কিছুমাত্র সত্যভামা রুক্মিণ্যাদি জানে ॥
ব্রজ যাইবার অতি উৎকণ্ঠিত মন।
কদাচিত নহে অতি দুর্দ্দৈব কারণ ॥
সখি সব কহ সত্য বচন প্রমাণে।
মোরে কিবা কদাচিত করিতা স্মরণে ॥
সবে সর্ব্বত্যাগ করি ভজিলা আমাকে।
আমি কার্য্যবশে ত্যাগ করিনু সবাকে ॥
অকৃতজ্ঞ জন কভু স্মৃতিযোগ্য নহে।
অতএব যে কহিয়ে মন দেহ তাহে ॥
যদ্যপি না থাকে কৃতজ্ঞতা মোর গুণ।
দোষগুণে কদাচিত করিতা স্মরণ ॥
এতেক কহিলা কৃষ্ণ কাতর হইয়া।
আপনার দোষাদিক ক্ষমা করাইয়া ॥

দেখিলেন শীঘ্র আগে বরিষা আইল।
পুনঃ দ্বারাবতী সবে গমন করিল ॥

তথাহি।

বন্ধুষু প্রতিযাতেষু বৃষ্ণয়ঃ কৃষ্ণঃ দেবতা।
বীক্ষ্য প্রাবৃষ মাসন্নং পুনর্দ্বারাবতীং যযুরিতি

তবে কৃষ্ণ তাহা পুনঃ করে নানা লীলা.
ব্রজে যাইব শীঘ্র মনে ভাবিতে লাগিলা ॥

তথাহি।

যোগোষ্ঠং বিরহর্গ্য কার্য্যবশতঃ পুর্য্যাং চিরায়স্থিতো,
ব্যগ্রস্তদ্ধব রৌহিণেয় মুখতঃ শশ্বৎ পুনর্প্যাসয়ং।
আগত্য স্বয়মেব যঃ ব্র... ভুবি প্রত্যাশা ভুয়োজ্-
ঝটিত্যাগচ্ছৎ করুণঃ স এব শরণঃ শ্রীকৃষ্ণ দেবোহি ন

এইত কহিল কুরুক্ষেত্রের মিলন।
আগে দন্তবক্র বক্র করিব বর্ণন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে দহি ... মেরণ কথনে কুরুক্ষে...
মিলন বর্ণনং নাম পঞ্চদোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষ... অধ্যায়।

শ্রীকৃষ্ণের পুনঃ ব্রজে আ... ...

শ্রীকৃষ্ণোমথুরাগত্বা দন্তবক্রং নিহত্য চ।
যমুনাস্নান মুত্তীর্য্য পুনঃ শ্রীগোকুলং গতঃ ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরুগোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গাই আনন্দ অন্তরে ॥
তবে পূর্ণৈশ্বর্য্য রূপে দ্বারকা বিহার।
জরাসন্ধ চৈদ্যাদিক করিল সংহার ॥
যুধিষ্ঠির যজ্ঞে যবে চৈদ্য বধ হৈল।
শুনি তার ভ্রাতা যুদ্ধ করিতে আইল ॥
মহা মহা দুষ্টগণ সঙ্গেতে লইয়া।
সংগ্রাম করিতে সবে গেল নষ্ট হৈয়া ॥
উগ্রসেনাদিক সঙ্গে দ্বারাবতী মাঝে।
করিয়া সুধর্ম্ম সভা সতত বিরাজে ॥
নানাবিধ রত্নে পুরী হয় অলঙ্কৃতা।
মহা দুষ্টগণ জয় উৎসব ভূমিতা ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র কৈল মথুরা গমন।
তাতে দন্তবক্র বধ শুন শ্রোতাগণ ॥

যবে ইন্দ্রপ্রস্থে শিশুপাল বধ হৈল।
দন্তবক্র দু... ... সে কথা শুনিল ॥
... সহিত যুদ্ধ করিতে তবে।
... ...

ভাগবতে ... নাহি এ লীলা বর্ণন ॥
পদ্মপুরাণের মত করহ শ্রবণ ॥

তথাহি।

অথ শিশুপালং নিহতং শ্রুত্বা রণমারুহ্য
দন্তবক্রো মথুরা মাজগাম।

তাহা শুনি কৃষ্ণ করি রথে আরোহণ।
ত্বরিতে করিল মধুপুর আগমন ॥

তত্রৈব।

কৃষ্ণস্তচ্ছ্রুত্বা রথমারুহ্য মথুরা মেবাযযৌ ॥

মথুরার দ্বারে দুঁহে হইল সংগ্রাম।
দিবারাত্রি একক্ষণ নাহিক বিশ্রাম ॥

তত্রৈব।

তয়োর্দন্তবক্র বাসুদেবয়ো রহোরাত্রং মথুরা
দ্বারী সংগ্রাম সমবর্ত্তত ॥

গদা হস্তে লৈয়া কৃষ্ণ তাহারে মারিল
গদাঘাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ চূর্ণ হৈল ॥
পৃথিবীতে পড়ে বজ্রাহত বৃক্ষ যেন।
পড়িল অবনীতলে ত্যজিয়া জীবন ॥

তত্রৈব।

কৃষ্ণস্তু গদাঘাতং জঘান সচূর্ণিত সর্ব্বাঙ্গো বজ্র-নিগির্ণো মহীরুহ ইব গতাসুরবনীতলেপপাত।

শিশুপাল বধে যেন তার দেহ হৈতে।
সূক্ষ্মতর তেজ অতি উঠিল ত্বরিতে ॥
কৃষ্ণের ইচ্ছাতে সবে সে তেজ দেখিল।
অতিশয় বেগে তেজ বৈকুণ্ঠেতে গেল ॥
তাহা গতি নাহি পুনর্ব্বার ফিরি আইল।
কৃষ্ণের চরণপদ্মে প্রবেশ করিল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাহারে সারূপ্য মুক্তি দিয়া।
বৈকুণ্ঠে রাখিল পুনঃ পার্ষদ করিয়া ॥
ইহাতে সন্দেহ নাহি শুনহ কারণ।
হতারি গতিদায়ক হয় কৃষ্ণগুণ ॥

তল্লক্ষণং। মুক্তিদাতা হতারীনাং হতারি গতিদায়কঃ
তথা। পরাপরং ফেণিল বক্রতাঞ্চ বদ্ধঞ্চ ভীতিঞ্চ মুক্তিঞ্চ কুরাপবর্গ দাতাপি শিখণ্ড মৌলেস্ত শত্রবান মগবর্গ দোষি॥

দন্তবক্র তেমতি সারূপ্য মুক্তি পাঞা।
কৃষ্ণের সহিতে শত্রুভাব তেয়াগিয়া ॥
যোগী গম্য যেই নিত্য আনন্দ সুখদ।
পরম শাশ্বত লভিলেন সেই পদ ॥

তথাহি তত্রৈব।

সোঽপি হরেঃ সারূপ্যেণ যোগী গম্যং নিত্যানন্দ সুখদং শাশ্বতং পরমং পদমবাপ ॥

জয় বিজয়াখ্যান যে পূর্ব্বে দুই জন।
দন্তবক্র শিশুপাল শুনহ কারণ ॥
সনকাদি শাপ ছলে অসুর হইয়া।
জন্মিলেন দোঁহে কৃষ্ণলীলার লাগিয়া ॥
তিন জন্মে কৃষ্ণ সে দোঁহার বধ কৈল।
জন্মত্রয় অন্তে ঐছে মুক্তিপদ পাইল ॥

তত্রৈব।

ইত্থং জয়বিজয়ৌ সনকাদি শাপ ব্যাজেন কেবলং ভগবতো লীলার্থং সংহৃতাবতীর্য্য জন্মত্রয়েপি তে নৈব নিহতৌ জন্ম ত্রয়াবসানে মুক্তি পদমবাপ ॥

জয় বিজয়ের কথা সপ্তম স্কন্ধেতে।
মহামুনি কহিলেন রাজা পরীক্ষিতে ॥

তথাহি।

বৈরানুবন্ধ তীব্রেনধ্যানেনাচ্যুত সাত্মতং।
নিন্যৌ পুনর্হরেতঃ পার্শ্বং জগ্মতুঃ কৃষ্ণ পার্ষদৌ ॥

মথুরা পশ্চিমেতে দন্তবক্র বধস্থান।
বজ্রনাভ সেই স্থানে বসাইল গ্রাম ॥
অদ্যাপিহ প্রসিদ্ধ আছয়ে সেই স্থানে।
দতিহা তাহার নাম কহে সর্ব্বজনে ॥
এইত প্রসঙ্গে কথা শুন শ্রোতাগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র করিলেন ব্রজে আগমন ॥

তত্রৈব উত্তর খণ্ডে।

কৃষ্ণেপি তং হত্বা যমুনা মুত্তীর্য্য নন্দ ব্রজং গত্বা সোৎকণ্ঠৌ পিতরারভিবাহাশ্বাস্তাভ্যং সাশ্রুকণ্ঠ মালিঙ্গিতঃ সকল গোপ বৃদ্ধান্ প্রণম্যাশ্বাস্য বহু বস্ত্রাভরণাদি স্তত্র স্থান সর্ব্বান্ সন্তর্পয়ামাস ॥

তথা। কালিন্দ্যাঃ পুলিনে রম্যে পুণ্যসমার্চ্চিতে।
গোপনারীভিরনিশং রময়ামাস কেশবঃ ॥

অস্যার্থঃ যথা রাগ।

শ্রোতাগণ শুন সবে অপূর্ব্ব বচন।
দন্তবক্র বধ করি, ব্রজেতে আইলা হরি,
তিজ বাক্য সত্যের কারণ ॥ ধ্রু ॥
নন্দ আদি ব্রজবাসী, বিরহ সাগরে ভাসি,
অনুক্ষণ নিমগন হ'য়ে।
দেহে নাহি সম্বিধান, সবে কৃষ্ণগত প্রাণ,
ধরে পুনঃ দর্শন আশয়ে ॥
হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র, দেখি যশোমতী নন্দ,
অমিয়া সাগর মাঝে ভাসে।
কৃষ্ণ তাঁহা দুহাঁকারে,প্রণাম আশ্বাস করে
পরাণ পাইল সবিশেষে ॥
কৃষ্ণচন্দ্রে করি কোলে,সাশ্রুকণ্ঠ নেত্রজলে
সিক্ত কৈল করি আলিঙ্গন।
আনন্দে না পায় কেহ,ধরিতে না পারে দেহ,
অনুরাগে চুম্বয়ে বদন ॥

তথাহি।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ কৃষ্ণরামকথামুদা।
কুর্ব্বন্তোরমনানাশ্চনাবিন্দন্ ভববেদনা॥

এইত কহিল সট্টীকর বিবরণে।
শকটারোহণ স্থানে কহয়ে পুরাণে॥
বরাহ কহেন পৃথ্বী করেন শ্রবণ।
একচিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥
মথুরামণ্ডলে মোর পরম যে স্থান।
ব্রজের মধ্যেতে শকটারোহণ নাম॥
মথুরা পশ্চিমদিগে হয় বায়ুকোণে।
অতি দূর নহে সেই অর্দ্ধেক যোজনে॥
চারিদিগে নানা বৃক্ষ লতা পুষ্পময়।
সহস্র সহস্র মধুকর তহিঁ রয়॥
সেই স্থানে এক রাত্রি করিয়া যে বাস
অভিষেক করে মনে করিয়া বিশ্বাস॥
সেই জন বিদ্যাধর লোক মধ্যে গিয়া।
রমণ করয়ে অতি আনন্দিত হৈয়া॥

তথাহি।

শকটারোহণং নাম তস্মিন্ ক্ষেত্রে পরং মম।
মথুরাপশ্চিমে ভাগে অদূরাদর্দ্ধযোজনে॥
অনেকানি সহস্রানি ভ্রমরাণাং বসন্তি বৈ।
তত্রাভিষেকং কুর্ব্বীত একরাত্রোষিতো নরঃ॥
স তু বিদ্যাধরং লোকং গত্যান্তরমতে সুখমিত্যাদি

তাহার নিকটে এক আর স্থান হয়।
সুপ্রসিদ্ধ গরুড় গোবিন্দ সবে কয়॥
সেখানে সতত খেলা ছিদামের সনে।
অত্যন্ত কৌতুকে সঙ্গে সব সখাগণে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রহস্য বিধানে।
ছিদামেরে করিলেন গরুড় আসনে॥
তার স্কন্ধে চড়ি অতি কৌতুক করিয়া।
কতক্ষণ ছিলা চতুর্ভুজ মূর্ত্তি হঞা॥
অতএব গরুড় গোবিন্দ নাম তার।
তেমতি আছেন লোকে দেখে সাক্ষাৎকার॥

তথাহি।

যথা—শ্রীদাম্নি তার্ক্ষত্বং প্রাপ্তে সোঽপি চতুর্ভুজঃ

এইমত কহিল সট্টীকর বিবরণ।
যাহার শ্রবণে কর্ণ মন রসায়ন॥

তার পরে হয় গন্ধেশ্বরী তীর্থ নাম।
পরম সুন্দর কুণ্ড শোভা অনুপাম॥
সেখানে আনন্দ পাঞা শান্তনুমুনি ছিলা।
তপস্যা করিয়া নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ কৈলা॥
তৎপরে বহুলাবন অতি শোভাবান্।
কৃষ্ণ-বিহারের অতিশয় যোগ্যস্থান॥
পরমমোহন কৃষ্ণকুণ্ড সেই স্থানে।
ঝলমল করে সেই সূর্য্যের কিরণে॥
তাতে সারি সারি বৃক্ষগণ সুশোভন।
পুষ্পোদ্যান স্থল হয় অতি মনোরম॥
সেখানে বহুলা গাবী কৃষ্ণকুণ্ড তটে।
আছয়ে দক্ষিণদিগে জল সন্নিকটে॥
তার পরে হয় এক কুণ্ড মনোহর।
সঙ্কর্ষণ কুণ্ডনাম দেখিতে সুন্দর॥
তাহার নিকটে হয় মানসরোবর।
পরম রহস্য স্থল স্নিগ্ধ নিরন্তর॥

তথাহি বরাহে।

পঞ্চমং বহুলাবণ্যং বনানাং বনমুত্তমং।
তত্র সঙ্কর্ষণং কুণ্ডং তত্র মানসরোনৃপ॥

মানসরোবর কথা শুন সর্ব্বজনে।
মানসরোবর বলি যাহার আখ্যানে॥
যেই যাহা মনে করি তাঁহা স্নান করে।
সেইজন স্নানমাত্রে সেই মূর্ত্তি ধরে॥
নিজাভীষ্ট মূর্ত্তি ধরি কৃষ্ণের ভজনে।
করয়ে আনন্দ তার সেই লগ্ন মনে॥
মানসরোবর কথা সংক্ষেপে কহিল।
মহাজন মুখোদিত যেমত শুনিল॥
ইহার পশ্চিমে রহি কিছু বায়ুকোণে।
সট্টীকর পর্য্যন্ত নন্দের বাসস্থানে॥
তাহার নিকটে গ্রাম বসতি আখ্যানে।
বৃষভানু রাজা তাঁহা ছিল কতদিনে॥
যতদিন নন্দ সট্টিকরে বাস কৈল।
বৃষভানু রাজ্য ছাড়ি বসতিতে ছিল॥
ব্রজরাজ নন্দ বৃষভানু তার মিত্র।
সতত একত্র স্থিতি গ্রাম ভিন্ন মাত্র॥

তাঁহা রামকৃষ্ণ নিজ সখাগণ সনে।
সতত বিহরে অতি আনন্দিত মনে॥
নন্দীশ্বরে নন্দ যবে করিল বসতি।
বৃষভানু করিলেন বর্ষাণেতে স্থিতি॥
পশ্চাতে কহিব তার বিশেষ কথন।
এবে আর লীলাস্থান করহ শ্রবণ॥
তার পর হয় গ্রাম আরিঠ আখ্যান।
অরিষ্ট অসুর যাঁহা করিল নির্যান॥
সে রহস্য কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ।
অরিষ্ট মারিয়া যৈছে রাখিলা স্বজন॥
কৈশোরবয়সে বাস নন্দীশ্বরপুরে।
নিতি নানা লীলা রাস বৃন্দাবনে করে॥
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে কৃষ্ণ সখাগণ লৈয়া।
গোচারণে বনে যায় আনন্দিত হৈয়া॥
ব্রজবধূগণ তবে করিয়া দর্শন।
সমস্ত দিবস রহে বিরহে মগন॥
কৃষ্ণরূপ গুণলীলা রস আস্বাদনে।
করিয়ে সেমতে রহে সেই সর্ব্বক্ষণে॥
অপরাহ্নকালে পুনঃ দর্শন করিয়া।
সকলেই অতি যে আনন্দযুক্ত হৈয়া॥
পুনশ্চ রজনীকালে কৃষ্ণের সহিতে।
করে লীলা হোলী খেলা রসাবিষ্ট চিতে
এইমত দিবানিশি গোপ গোপী সনে।
অতিশয় রসে কৃষ্ণ আছে নিমগনে॥
হেনকালে কংসচর অরিষ্ট অসুর।
বৃষাকৃতি দুষ্টমতি আসে ব্রজপুর॥
নানান উৎপাত গোষ্ঠে লাগিল করিতে।
তার ভয়ে ব্রজে কেহ নারে স্থির হৈতে॥
অতি ঝুটকায় ক্ষুরে বিক্ষত করিয়া।
খরতর চলে পৃথিবীরে কাঁপাইয়া॥
ক্ষণে স্থির হই পদে মহী বিদারয়।
ঊর্দ্ধপুচ্ছ করি শৃঙ্গে প্রাচীর খোদয়॥
অল্প অল্প মলমূত্র করি বিসর্জ্জন।
স্তব্ধ বিলোচন হৈয়া করয়ে গর্জ্জন॥
অতি যে নিষ্ঠুর শব্দ করিতে লাগিলা।
শুনি সকলের অতি ত্রাস উপজিলা॥

গর্ভবতী গাভী আর যত নারীগণ।
ভয় পাঞা রহে গর্ভে হ'য়ে বিস্রসন॥
অতি বড়কায় ঝুটা উঠিল আকাশে।
পর্ব্বতের ভ্রমে মেঘ সব তাঁহা আইসে॥
বৃষাসুরের তীক্ষ্ণ শৃঙ্গ করি নিরীক্ষণে।
গোপ গোপীগণ সব অতি ত্রাসমনে॥
আর যত পশুগণ গোকুলে আছিল।
ভয়ে নিজ স্থান ত্যজি সবেই ধাইল॥
ব্রজবাসিগণ ভয়ে কৃষ্ণ নাম লৈয়া।
গোবিন্দ শরণাগত হইলেন গিয়া॥
ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজবাসিগণে।
অতিশয় ভয়াকুল করি নিরীক্ষণে॥
ভয় না করিহ বলি বাক্যে আশ্বাসিয়া।
গমন করিলা বৃষাসুরে আহ্বানিয়া॥
শুন মন্দ অসত্তম পশুপালগণে।
পশুসহ ত্রাস দিয়া কিবা প্রয়োজনে॥
তোর সম দুরাত্মা যতেক দুষ্ট আছে।
তার শাস্তিকর্ত্তা আমি আইনু দেখ কাছে॥
সর্ব্ব দুঃখহর্ত্তা হরি অচ্যুত আপনে।
হেনকালে চ্যুতি যার নহে কোন স্থানে॥
সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বোপরি।
অরিষ্ট অসুর প্রতি আস্ফোটন করি॥
তাথে তালি মারি তার কোপ জন্মাইয়া।
ছিন্নামের স্কন্ধে বামভুজ প্রসারিয়া॥
অরিষ্ট-গমনপথে নেত্রযুগ ধরি।
রহিলেন স্থির যেন অবহেলা করি॥
দেখিয়া কুপিত হৈল অরিষ্টের মন।
ক্ষুরে করি অবনী করিয়া উল্লিখন॥
মেঘ সন্নিধানে পুচ্ছ ভ্রমণ করাইয়া।
ক্রোধমনে আইসে ধাঞা কৃষ্ণেরে তাড়িয়া
তীক্ষ্ণ শৃঙ্গদ্বয় নিজ আগেতে ধরিয়া।
স্তব্ধনির্নিমেষ রক্ত লোচন হইয়া॥
অচ্যুতে কটাক্ষ করি ধাইয়া চলিল।
ইন্দ্রমুক্ত বজ্র যেন ত্বরায়ে ছুটিল॥
কৃষ্ণচন্দ্র তার দুই শৃঙ্গেতে ধরিয়া।
অষ্টাদশ পদ তারে ফেলিল ঠেলিয়া॥

ভগবান্ সর্ব্বৈশ্বর্য্য সর্ব্বশক্তিমান্ ।
অরিষ্ট অসুর সেহ অতি বলবান্ ॥
দুইজনে ঠেলাঠেলি ডরাডরি রণ ।
গজে গজে যুদ্ধ অতি তুমুল যেমন ॥
এইমতে অরিষ্ট কৃষ্ণে উপবিষ্ট হৈয়া ।
পুনশ্চ সত্বরে আইসে মারিবারে ধাঞা ॥
কৃষ্ণচন্দ্র দৃঢ় করি ধরিয়া তাহারে ।
পুনশ্চ ফেলিয়া দিল পৃথিবী উপরে ॥
শীর্ণ সর্ব্ব অঙ্গ অতি নিশ্বাস ছাড়িয়া ।
পড়িল অরিষ্ট ক্রোধে মূর্চ্ছিত হইয়া ॥
ঐছে শৃঙ্গ ধরি তারে তুলি আছাড়য় ।
আর্দ্রবস্ত্র যেন কেন পীড়ন করয় ॥

তথাহি ।

তমাপতন্তং স নিগৃহ্য পাদয়োঃ পদা পরিক্রম্য-
নিপাত্য ভূতলে । নিষ্পীড়য়ামাসয থাক্রমাম্বরং
কৃত্বা বিধানেন জঘান সোপতৎ ॥

অতিশয় রক্ত মুখে করিয়া বমন ।
নিজ নেত্রোৎসব রূপ দেখে গোপীগণ ॥

তথাহি ।

এবং ককুদ্মিনং হত্বা স্তূয়মান স্বজাতিভিঃ ।
বিশেষ গোষ্ঠং সবলো গোপীনাং নয়নোৎসবঃ ॥

আরিঠ গ্রামের কথা করিতে কথন ।
বৃষাসুর বধ লীলা করিল বর্ণন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে সট্টিকরাদি বিবরণ কথনে আরিঠ গ্রাম
বিবরণ কথনং নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ।

অষ্টম অধ্যায়

রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড বিবরণ ।

শ্রীকুণ্ডাং যুগলং বন্দে রাধামাধবয়োঃ প্রিয়ং ।
অত্যদ্ভুত রহস্থানাং রহস্যং কুঞ্জভূষিতাং ॥

জয় জয় শ্রীচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গাই আনন্দ অন্তরে ॥
এবে কহি কুণ্ডযুগ অতি মনোরম ।
কৃষ্ণের বিহার স্থান হয় সর্ব্বোত্তম ॥
নানা মণি বক্ষঃস্থল করে ঝলমল ।
পরম সৌরভময় সুশীতল জল ॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড দোঁহার আখ্যান ।
অতি মনোহর শোভা দেখিতে সুঠাম ॥
বৃষভানুসুতা সহ ব্রজেন্দ্রনন্দন ।
যাঁহা বিলসয়ে নিত্য সঙ্গে সখাগণ ॥
আগে শুন কহি কুণ্ড প্রকট কারণ ।
পশ্চাতে কহিব যত কুঞ্জাদি বর্ণন ॥
গোবর্দ্ধন ঈশানে সে স্থান মনোহর ।
পরম নির্জ্জন শোভা দেখিতে সুন্দর ॥
কৃষ্ণের মিলন লাগি অনুরাগী মনে ।
সেখানে বিলাসে রাই সখীগণ সনে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ লৈয়া গোবর্দ্ধনে ।
বিবিধ কৌতুক রঙ্গে করে গোচারণে ॥
রাধিকা সহিতে লীলা বিলাস কারণে ।
পরম কৌতুকে আইলা সেইত নির্জ্জনে ॥
আসিয়া দেখিল রাই সখীগণ সঙ্গে ।
পুষ্পাদি ত্রোটন লীলা করে রস রঙ্গে ॥
অন্যোন্য দরশনে আনন্দিত মনে ।
দুহাঁর সংলাপ কথা শুন শ্রোতাগণে ॥
কৃষ্ণ কহে কেবা মোর বনে পুষ্প তোলে ।
শাখা পল্লবাদি তোড়ি করয়ে নির্ম্মূলে ॥
প্রত্যহ চাহিয়ে ফিরি লাগি না পাইল ।
ভাগ্যবশে আজি সবাকারে যে দেখিল ॥

কন্দর্প রাজার আজ্ঞাক্রমে এই বন।
সখাগণ সঙ্গে আসি করয়ে রক্ষণ ॥
তুমি সব পুষ্প লুঠ কর কি কারণে।
আজি সবা লঞা যাব রাজা বিদ্যমানে ॥
সখীগণ কহে কভু রাজা নাহি জানি।
পুষ্প তুলি মিত্র পূজি কহিল যে বাণী ॥
এত শুনি ক্রোধে যেন সবার নিকটে।
গমন করিল কৃষ্ণ ধরিবার হঠে ॥
সবে কহে আজি তুমি না কর স্পর্শন।
অপবিত্র হৈলা বৃষ করিয়া মারণ ॥
কৃষ্ণ কহে মুগ্ধা সবে অসুর সে হয়।
সকলে দেখিল বৃষ কদাচিত নয় ॥
রাই কহে কভু সেই বৃষাকৃতি হয়।
বৃত্র যেন দ্বিজ এই কহিল নিশ্চয় ॥
শুনি কৃষ্ণ কহে রাই কহ সে বচন।
ইহার নিষ্কৃতি কিবা অবশ্য করণ ॥
রাই কহে ত্রিভুবনে যত তীর্থ ততি।
তাতে স্নান কর তবে হইবে নিষ্কৃতি ॥
কৃষ্ণ কহে আমি কিবা তীর্থ পর্য্যটন।
করিয়া ভ্রমিব স্বর্গ মর্ত্ত্যাদি ভুবন ॥
এইক্ষণে এথা সর্ব্ব তীর্থগণ আনি।
সকলে করিব স্নান কহিলাম বাণী ॥
এইখানে রহি সবে দেখ তীর্থস্নান।
যেরূপে করিয়ে সেই সকল বিধান ॥
এত কহি কৃষ্ণ তাঁহা সবা দেখাইয়া।
বামপার্ষ্ণিঘাত কৈল কৌতুকী হইয়া ॥
তৎক্ষণে পাতাল হৈতে ভোগবতী জল
সেইখানে আইলেন তীর্থ যে সকল ॥
তবে কৃষ্ণ তাসবারে করেন আহ্বান।
সকলেই মূর্ত্তিমন্ত আগে বিদ্যমান ॥
দেখি কৃষ্ণ গোপীগণে কহিতে লাগিলা
তীর্থ ততি দেখ সবে সম্মুখে আইলা ॥
গোপীগণ কহে কৃষ্ণ তোমার বচনে।
কদাচিত প্রতীত নহে তব তীর্থগণে ॥
যে যে তীর্থ সকল তীর্থের শ্রেষ্ঠ হয়।
পুটাঞ্জলি করিয়া সকলে নিবেদয় ॥
একে একে আপনার পরিচয় দিয়া।
গোপীগণ আগে সব রহে দাণ্ডাইয়া ॥
অমরদীর্ঘিকা আমি আমি লবণাব্ধি।
আমি শোণ আমি সিন্ধু আমিত ক্ষীরাব্ধি ॥
তাম্রপর্ণী আমি যে পুষ্কর সরস্বতী।
আমি রবিসুতা মোর গোদাবরী খ্যাতি ॥
সরযূ প্রয়াগ রেবা আদি মূর্ত্তিমতি।
বর্ত্তমান জল দেখি করহ প্রতীতি ॥
সকলেই দেখে তীর্থজল মূর্ত্তিমান।
একে একে কৃষ্ণ কৈল সর্ব্বতীর্থে স্নান ॥
এইমতে তীর্থস্নান করিতে করিতে।
দুই প্রহর রাত্রি গেল সবার সাক্ষাতে ॥
অদ্যাপিহ অর্দ্ধরাত্রি গেলে কুণ্ডে স্নান।
সকলে করেন কহিলাম সে বিধান ॥
স্নান করি কৃষ্ণ অতি প্রগল্‌ভা হইয়া।
সবা প্রতি কহে কিছু কৌতুক করিয়া ॥
সর্ব্ব তীর্থ জলে পূর্ণ কৈল সরোবরে।
দর্শনে স্পর্শনে স্নানে মনোরথ পূরে ॥
তোমরা এ জন্মে নাহি কর কোন কর্ম্ম।
কর্ম্ম বিনু বৃথা জন্ম কহিল এ মর্ম্ম ॥
এ কথা শুনিয়া রাই নিজ সখীগণে।
কহিতে লাগিল শুনি সবে হর্ষমনে ॥
আমিহ করিব কুণ্ড অতি মনোহর।
সবে মিলি যত্ন করি হইয়া সত্বর ॥
রাধিকার বাক্য সবে শ্রবণ করিয়া।
বৃষাসুর খুরক্ষত স্থান যে দেখিয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণকুণ্ডের তট পশ্চিম দিশাতে।
মৃত্তিকা খুদিয়া সবে উঠায়েন হাথে ॥
আর্দ্র মৃত্তিকায় গোল হাথাহাথি করি।
চারিদিকে রাখে লইয়া সেই কুণ্ডোপরি
দণ্ড দুই মধ্যে দিব্য সরোবর হৈল।
দেখিয়া সরস কৃষ্ণে বিস্ময় লাগিল ॥
কহিতে লাগিল শুন সুপদ্মনয়নী।
মোর কুণ্ডতীর্থ জল সখী সঙ্গে আনি ॥
নিজকৃত কুণ্ড সবে পরিপূর্ণ কর।
রাই কহে তাহা নহে অবধান কর ॥

গোবধ পাতকযুক্ত তুয়া কুণ্ডজল।
তস্মাৎ আনিলে কুণ্ড হইবে নিষ্ফল ॥
সখ্যার্ব্বুদ দ্বারে শতকোটি কুম্ভে ভরি।
মানস গঙ্গার জল আনিব আহরি ॥
সুপুণ্য সলিল সেই তাতে সরোবর।
সম্পূর্ণ করিব দুই দণ্ডের ভিতর ॥
তাহাতে অতুল্য কীর্ত্তি বিস্তারিব লোকে।
দর্শনাবগাহে যেন যায় দুঃখ শোকে ॥
কুণ্ডতট সন্নিকটে রহিবে যে জল।
তৎক্ষণে সুস্নিগ্ধ হৈবে সুনির্ম্মল মল ॥
রাই বাক্য শুনি কৃষ্ণ বিচারিয়া মনে।
সকৌতুকী ইঙ্গিত করিল তীর্থগণে ॥
ইঙ্গিত জানিয়া সবে কৃষ্ণকুণ্ড হৈতে।
ইঙ্গিত জানিয়া তটে উঠিলা ত্বরিতে ॥
ভক্তে পুটাঞ্জলি করি অশ্রুধারা বহে।
রাধিকারে প্রণমিয়া স্তব করি কহে ॥
অয়ে দেবি গান্ধর্ব্বিকে তোমার মহিমা।
সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ বুঝি দিতে নারে সীমা ॥
ব্রহ্মা শিব তোমার মহিমা নাহি জানে।
লক্ষ্মীর গোচর নহে তুয়া গুণ গণে ॥
কিন্তু একমাত্র জানে আপনে শ্রীকৃষ্ণ।
পুরুষার্থ শিরোমণি হইয়া সতৃষ্ণ ॥
তোমার প্রস্বেদ জল মার্জ্জনে তৎপর।
মাধুর্য্য মহিমা মাত্র তাঁহার গোচর ॥
যে তোমার পাদপদ্ম যাবকের রসে।
আরক্ত করিয়া অতি মনের উল্লাসে ॥
পরম আনন্দে নিত্য নূপুর পরয়ে।
সে অতি আশ্চর্য্য কথা কহিল না হয়ে ॥
তোমার চরণপদ্ম প্রসাদ লভিয়া।
আপনাকে অতি ধন্য মানে হর্ষ পাঞা ॥
তাঁর আজ্ঞা পাঞা মোরা সহসা ত আসি।
তাঁর পাঞ্চিঘাত কুণ্ডে কুণ্ডবরে বসি ॥
যদ্যপি প্রসন্ন হৈয়া কৃপাদৃষ্টি কর।
তবে তৃষ্ণাতরু সফলিত মোসবার ॥
তীর্থগণ স্তুতি শুনি রাই তুষ্ট হৈলা।
তৃষ্ণাতরু কিবা তাসবারে জিজ্ঞাসিলা ॥
ত্বদীয় সরসী মাঝে গমন করিয়া।
পরিপূর্ণ রূপে সবে বিলাসিব গিয়া ॥
মোসবার মনোরথ এই বর দেহ।
কৃপাদৃষ্টে তৃষ্ণাতরু সফল করহ ॥
এত শুনি বৃষভানুসুতা হাস্য করি।
কান্ত-বদনাব্জে নিজ নেত্রাঞ্চল ধরি ॥
অতি যে আনন্দ রসে হৈলা নিমগন।
তীর্থগণে আজ্ঞা দিল কর আগমন ॥
সখী সব সুখের সমুদ্রে মগ্ন হৈলা।
তীর্থ আগমন কুণ্ডে সম্মতি করিলা ॥
সেইখানে স্থাবর জঙ্গম যত ছিল।
সুখের সমুদ্রে সবে নিমগ্ন হইল ॥
কৃষ্ণকুলগত তীর্থে বর যত হয়।
রাধিকার কৃপা পাঞা আনন্দ হৃদয় ॥
অতি বেগবান্ হৈয়া ভিত্তিভেদ কৈল।
সর্ব্বতীর্থ জলে রাধাকুণ্ড পূর্ণ হৈল ॥
তবে কৃষ্ণ কহিতে লাগিল রাধিকারে।
শুন প্রিয়তমে আমি কহি যে তোমারে
এই কুণ্ডে মোর নিত্য জলকেলি স্থান।
কুণ্ড অতি প্রিয়তম তোমার সমান ॥
এই যে তোমার কুণ্ড মহিমা অধিকে।
মোর কুণ্ড হৈতে হয় ত্রিভুবন লোকে ॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
প্রিয়াকুণ্ড প্রতি সুখে করে নিরীক্ষণে ॥
রাই আজি আমি নিজ সখাগণ সনে।
তুয়ারিষ্ট কুণ্ডতটে করিয়া গমনে ॥
পরম আনন্দে স্নান করিব যে নিত্য।
এইত নিশ্চয় আবশ্যক মোর কৃত্য ॥
যেইজন অরিষ্ট-মর্দ্দন কুণ্ডতীরে।
অতিশয় ভক্তের স্নান বাসাদি করে ॥
শত শত অরিষ্ট মর্দ্দন হউক তার।
সে জন আমার প্রিয় কহিল নির্দ্ধার ॥
কুণ্ডের মৃত্তিকা যেই করিবে সেবন।
নিশ্চয় আমার প্রিয় হইবে সে জন ॥
এত কহি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত মনে।
পরম আনন্দে মগ্ন রাধিকার সনে ॥

সেই রাত্রে রাসোৎসব করে কুণ্ডোপরি।
অতি সুমাধুর্য্য শোভা কহিতে না পারি
কৃষ্ণাম্বুদ মহা রস হর্ষ বশকারী।
রাই বিদ্যুল্লতা শ্রেষ্ঠা শোভা মনোহারী
ত্রৈলোক্যের মধ্যে দিব্য কীর্ত্তি বিস্তারিল
ভকত চাতকগণে রসে পূর্ণ কৈল॥
বৃষাসুর বধ কথা প্রসঙ্গানুক্রমে।
কুণ্ডযুগ প্রকট হইল বৃন্দাবনে॥

তথাহি।

বৃষভদনুজ নাশান্নর্ম্মধর্ম্মোক্তি রঙ্গৈ নিখিল নিজসখীভির্যৎ স্বহস্তেন পূর্ণং। প্রকটিত মপি বৃন্দারণ্যরাজ্ঞা প্রমোদৈস্তদতি সুরভি রাধা-কুণ্ডমেবাশ্রয়োমে॥

এইমতে কুণ্ডযুগ প্রকট হইল।
প্রসঙ্গানুক্রমে পৌর্ণমাসী যে শুনিল॥
প্রেমে গর গর অতি আনন্দিত মনে।
অতি শীঘ্রগতি করি বৃন্দার আহ্বানে॥
তাহারে কহিল কুণ্ড প্রকটন কথা।
দরশনে গেলা দুহেঁ কুণ্ডযুগ যথা॥
অত্যন্ত নির্জ্জন স্থানে কুণ্ডযুগ শোভা।
দেখিয়া আনন্দ চিত্তে অতিশয় লোভা॥
যোগমায়া হ'য়ে ভগবতী পৌর্ণমাসী।
বৃন্দা প্রতি কহিতে লাগিল কিছু হাসি
অতি সুমধুর কুণ্ড শোভা বিলক্ষণ।
চতুর্দ্দিকে করহ কদলী আরোপণ॥
গুবাক নারিকেল বৃক্ষ তাহার বাহিরে।
সারি করি রোপণ করহ থরে থরে॥
নানাবিধ পুষ্পবৃক্ষ লতাগণ যত।
রোপণ করহ কৃষ্ণসুখ অভিমত॥
বৃন্দা কহে তুয়া আজ্ঞা করিব পালন।
কিন্তু মোর মন কথা করি নিবেদন॥
কুণ্ড চারিদিকে নানা মণি বিরচনে।
ঘাট সবে হয়ে যবে অতি সুবন্ধানে॥
স্থানে স্থানে নানাবিধ কুঞ্জগণ হয়।
সখীগণ রাধাকৃষ্ণ সুখে বিলসয়॥

তুয়া সঙ্গে আসি যবে পাই দরশন।
তবে মোর বাঞ্ছাতরু সফলিত হন॥
তবে পৌর্ণমাসী কহে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে।
তুয়া মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৈবে অচিরাতে॥
তবে দুহেঁ যথাস্থানে করিল গমন।
দুহাঁর উদ্যোগে কুণ্ড হৈল সুশোভন॥
এইত কহিল কুণ্ড প্রকট কারণ।
এবে কহি কুণ্ডশোভা কুঞ্জাদি বর্ণন॥
ঘাটে সব নানা রত্ন হয়ত খচিত।
দুইদিকে ছত্রী নানা মণি বিরচিত॥
তাহার নিকটে কল্পবৃক্ষ মনোহর।
শুক সারি পক্ষী শব্দ করে তদুপর॥
কপোত ময়ুর কোকিলাদি পক্ষিগণ।
নিজ অনুরূপ শব্দ করে অনুক্ষণ॥
বানর বানরী কৃষ্ণরসে মত্ত হৈয়া।
নানা ভঙ্গি করি ফিরে লম্ফ ঝম্প দিয়া॥
শ্যামবর্ণ মৃগ স্বর্ণকান্তি মৃগীগণ।
কুণ্ডতটোপরে সুখে করে বিলসন॥
নানাপ্রকার মণি ও বিশেষ প্রস্তরে।
কুণ্ড চারিদিগে সিঁড়ি বদ্ধ শোভা করে॥
সূর্য্যকান্তে সলিল লহরীগণ কাতে।
অতিশয় ঝলমল দীপ্ত চারিভিতে॥
চতুর্ব্বিধ পদ্ম কুণ্ডে আছে থরে থরে।
শ্বেত রক্ত নীল পীত বর্ণ শোভা করে॥
মধুলোভে মত্ত হৈয়া মধুকরগণ।
পদ্মমধ্যে পড়ি করে রস আস্বাদন॥
স্বর্ণহংস হংসীগণ কুণ্ডেতে রহিয়া।
মৃণাল ভক্ষণ করে আনন্দে মাতিয়া॥
ডাহুক ডাহুকী কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত হৈয়া।
সুমধুর শব্দ করে কুণ্ডেতে রহিয়া॥
শ্রীকুণ্ডের জলে কুঞ্জ উত্তর দিশাতে।
অনঙ্গ মণ্ডপ নাম অত্যন্ত শোভিতে॥
চন্দ্রকান্ত মণিতে রচিত স্থল তার।
ষোলদল পদ্ম তুল্য আকৃতি যাহার॥
মণ্ডপ উত্তর দিগে সেতুবন্ধ করি।
চলিবার পথ হয় জলের উপরি॥

সলিল লহরী সম জ্যোতি হয় তার।
নীর বিন্দু কুঞ্জ জ্ঞান না হয় সবার॥
মণ্ডপ ভিতর ভিত্তি অতি সুনির্ম্মল।
নানাবিধ চিত্র তাতে করে ঝলমল॥
স্বর্ণ মণি মুক্তাগণ চারিভিতে বদ্ধ।
যাহা দেখি মদনের চিত্তে হয় ক্ষুব্ধ॥
রতন পালঙ্ক তাতে বিচিত্র বন্ধান।
তদুপরি চন্দ্রাতপ অতি শোভাবান্॥
অগুরু কুঙ্কুম গন্ধ সদা সর্ব্বক্ষণ।
উদ্দীপন হ'য়ে বহে সুমন্দ পবন॥
মদনমোহন কৃষ্ণ রাধিকার সঙ্গে।
পরম রহস্যলীলা করে অতি রঙ্গে॥
নিজগণ সঙ্গে তাঁহা অনঙ্গমঞ্জরী।
নানা সেবা করে প্রেমে হইয়া আগরি
কুঞ্জ অষ্টদিগে শোভা অষ্ট সখীকুঞ্জ।
অতি মনোহর শোভা সর্ব্ব চিত্তরঞ্জ॥
ললিতা নন্দদা কুঞ্জ কুণ্ডের উত্তর।
অনঙ্গ রঙ্গ অম্বুজ নাম সে চিহ্নর॥
অষ্টদল পদ্মপ্রায় কুঞ্জ বিরাজিত।
হেম রম্ভাবলী যাতে কেশর অন্বিত॥
সুবর্ণের কুট্টিমে কর্ণিকা মনোরম।
কার সঙ্কুচিত হ'য়ে লীলা অনুক্রম॥
সর্ব্ব ঋতু সুখ পূর্ণ যাতে অতিশয়।
নানা রস লীলারসে স্থান সমাশ্রয়॥
মাণিক কেশরশ্রেণী বেষ্টিত কর্ণিকা।
পঞ্চেন্দ্রিয় আহ্লাদক স্নিগ্ধ গুণাধিকা॥
তাহার বাহিরে পঞ্চ মণ্ডলী বিধানে।
পঞ্চ মণি বিনির্ম্মিত অতি সুগঠনে॥
প্রথম মণ্ডলী স্বর্ণমণিতে বেষ্টিত।
দ্বিতীয়ে প্রবাল মণি হয়ত খচিত॥
পদ্মরাগ মণি বদ্ধ তৃতীয় মণ্ডলী।
চতুর্থে স্ফটিক মণি করে ঝলমলি॥
পঞ্চম মণ্ডলী বদ্ধ ইন্দ্র নীলমণি।
মণ্ডলীর মধ্যে নানা রতন খেচনি॥
চতুর্দ্দিগে প্রবেশিতে কুঞ্জের ভিতর।
নানা রত্ন বিনির্ম্মিত দ্বার মনোহর॥

কুঞ্জ মধ্যে রাধাকৃষ্ণ বিলাস কারণ
শয্যাচন্দ্রাতপ আদি হয় সুশোভন॥
কুঞ্জ আর দিগে আর অষ্ট কুঞ্জ হয়।
সখীসঙ্গে রাধাকৃষ্ণ যাঁহা বিলসয়॥
অষ্টদল পদ্মতুল্য কুঞ্জ বায়ুকোণে।
বসন্ত সুখদা কহি তাহার আখ্যানে॥
তাহাতে অশোকবৃক্ষ লতা যে বেষ্টিত।
আমূল পর্য্যন্ত সেই হয়ত পুষ্পিত॥
শ্বেতারুণ হরিত পীত শ্যামবর্ণ ধরে।
পঞ্চবর্ণ ভ্রমরে সে মধুপান করে॥
নানা মণিবদ্ধ বৃক্ষমূল মনোহর।
রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে সে কুঞ্জ ভিতর॥
কুঞ্জের পশ্চিমে হেমাম্বুজ কুঞ্জ হয়।
অষ্টদলে বেষ্টিত সে শোভা অতিশয়॥
সুবর্ণ মণিতে কুঞ্জমধ্য বিরচিত।
স্বর্ণবৃক্ষ লতা পুষ্প হয় প্রস্ফুটিত॥
সুবর্ণ কুট্টিম সুকোমল শয্যা তাতে।
সখীসঙ্গে সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ বিলসয়ে যাতে॥
শ্রীপদ্ম মন্দির নাম কুঞ্জের নৈর্ঋতে।
ষোলদল পদ্ম তুল্য কুঞ্জ সুশোভিতে॥
অনেক প্রকার বৃক্ষলতা সুপুষ্পিতে।
পূর্ব্বরাগ রাসকুঞ্জ লীলা চিত্র ভিতে॥
তিনতোলা অট্টালিকা তাহার উপর।
তাতে চড়ি রাধাকৃষ্ণ দূর নিরীক্ষয়॥
কুঞ্জের দক্ষিণে যে অরুণাম্বুজ কুঞ্জ।
অষ্টদল পদ্মতুল্য অতি মনোরঞ্জ॥
পদ্মরাগ মণিতে রচিত সেই স্থল।
স্বর্ণপুষ্প বৃক্ষলতা হয়ত উজ্জ্বল॥
ষোলদল পদ্মতুল্য কুঞ্জ অগ্নিকোণে।
মদনান্দোলন হয় তাহার আখ্যানে॥
বকুলের বৃক্ষ হয় কুঞ্জ দুই পাশে।
বসন্ত হিন্দোলিকা মধ্যে অতি সুপ্রকাশে॥
রাধাকৃষ্ণ দুইজন নিজগণ সঙ্গে।
হিন্দোলিকোপরি বিলসয়ে রস রঙ্গে॥
কুঞ্জ পূর্ব্বদিগেতে অসিতাম্বুজ নাম।
অষ্টদল পদ্মতুল্য শোভা অনুপাম॥

সুপুষ্পিত হেমলতা তমালে বেষ্টিত।
ইন্দ্র নীলমণি হয় সে কুঞ্জ রচিত ॥
পরম আনন্দে কৃষ্ণ রাধিকা লইয়া।
তারমধ্যে ক্রীড়া করে অতি মগ্ন হৈয়া ॥
মাধবানন্দদা নাম কুঞ্জের ঈশানে।
অষ্টদল পদ্ম প্রায় পরম শোভনে ॥
নানা লীলা উপহারে যুক্ত সেই কুঞ্জ।
অতি যে সৌষ্ঠব হয় সর্ব্ব মনোরঞ্জ ॥
কুঞ্জের উত্তরে কুঞ্জ সিতাম্বুজ নাম।
অষ্টদল পদ্মতুল্য শোভা অনুপাম ॥
প্রফুল্ল মল্লিকালতা পুন্নাগ বেষ্টিত।
চন্দ্রকান্ত মণিতে সে কুঞ্জ বিরচিত ॥
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে তাহার মাঝারে।
বিলাস করেন অতি আনন্দ অন্তরে ॥
ললিতানন্দদা কুঞ্জ রাজপট্ট নাম।
যত শোভা আছে তার সেই মূল স্থান ॥
ললিতার শিষ্য কলাবতী তার নাম।
সংস্কার করেন নিত্য সেই কুঞ্জধাম ॥
কুঞ্জের ঈশানে কুঞ্জ বিশাখানন্দদা।
অতি যে রহস্য নাম মদনসুখদা ॥
ষোলদল পদ্মতুল্য সেই কুঞ্জ হয়।
নানা মণিবদ্ধ বেদী কুট্টিম আছয় ॥
কুঞ্জ বেড়ি নানাবিধ বৃক্ষ সুশোভন।
মাধবলতায় যুক্ত অতি মনোরম ॥
চম্পক অরুণ পীত শ্যাম পুষ্প তায়।
সেই সেই বর্ণ শুক পিক তাতে গায় ॥
অরুণ হরিৎ পীত শ্যাম পদ্মোৎপল।
অনেক চিত্রিত দিগ্‌বিদিক্ সকল ॥
বহুবিধ মণি মুক্ত মন্দির সুন্দর।
দিব্য সুকোমল শয্যা কুঞ্জের ভিতর ॥
রসিক-শেখর কৃষ্ণ রাধিকা লইয়া।
বিলাস করেন নিত্য অতি হর্ষ পাঞা ॥
বিশাখা সুন্দরী নিজ সখীগণ সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ লীলা দেখে অতি রস রঙ্গে ॥
বিশাখার সখী মঞ্জুমুখী যে আখ্যান।
সংস্কার করেন নিত্য সেই কুঞ্জস্থান ॥

কুণ্ড পূর্ব্বদিকে কুঞ্জ পরম সুঠাম।
সুচিত্রানন্দদা হয় চিত্রার বিশ্রাম ॥
চিত্র পক্ষিগণ চিত্তহর শব্দ করে।
চিত্র পুষ্পোপরি চিত্র ভ্রমর গুঞ্জরে ॥
বৃক্ষলতা পত্র বেদী কুটির প্রাঙ্গন।
পরম বিচিত্র শোভা হরে সর্ব্বমন ॥
বিচিত্র মণ্ডপে চিত্র শয্যা সুকোমল।
তাতে রাধাকৃষ্ণ চিত্র ক্রিয়াতে বিহ্বল ॥
চিত্রা ঠাকুরাণী তাহে আত্মবর্গ লৈয়া।
রাধাকৃষ্ণ সেবা করে অতি হর্ষ পাঞা ॥
অগ্নিকোণে ইন্দুলেখা সুখদাখ্য কুঞ্জ।
চন্দ্রকান্ত সম শোভা অতি মনোরঞ্জ ॥
শ্বেত পুষ্পোপরি শ্বেত ভ্রমর গুঞ্জরে।
শ্বেত কোকিলাদি ডাকে নিজ নিজ স্বরে
শ্বেত হিন্দোলিকা শ্বেত বৃক্ষডালে বদ্ধ।
যাহার দর্শনে সর্ব্ব চিত্ত হয় লুব্ধ ॥
শ্বেতমণি কুটির মণ্ডপ শোভা করে।
দুগ্ধফেণ সম শয্যা তাহার উপরে ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে প্রেমরসে মগ্ন হৈয়া।
বিলাস করয়ে তথি অতি সুখ পাঞা ॥
ইন্দুলেখাজিউ নিজ সখাগণ সঙ্গে।
যুগলকিশোর লীলা হেরে অতি রঙ্গে ॥
কুণ্ডের দক্ষিণে চম্পকানন্দদা কুঞ্জ।
সুবর্ণ সমান জ্যোতি অতি মনোরঞ্জ ॥
বৃক্ষলতা পুষ্পপত্র স্বর্ণপ্রায় হয়।
স্বর্ণবৃক্ষে স্বর্ণবর্ণ পুষ্প ফুটি রয় ॥
স্বর্ণবর্ণ মধুকর অতি মত্ত হৈয়া।
পুষ্পরস লোভে তাহে বুলয়ে ঘুরিয়া ॥
সুবর্ণ সদৃশ শুক সারি পক্ষিগণ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গানে মত্ত অনুক্ষণ ॥
সুবর্ণ সমান শয্যা শোভে অতিশয়।
মনোরম চন্দ্রাতপ কিবা শোভে তায় ॥
পরম আনন্দে রাধাকৃষ্ণ দুই জন।
ক্রীড়ারসে মত্ত হৈয়া করে বিলসন ॥
চম্পকলতিকা নিজ সখীগণ সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ লীলারস আস্বাদেন রঙ্গে ॥

কুণ্ডের নৈঋতে শ্যামকুঞ্জ নাম হয়।
রঙ্গদেবী সুখপ্রদা শোভা অতিশয়॥
বৃক্ষলতা পক্ষী ভৃঙ্গ জলধর জিনি।
বৃক্ষোপরি পুষ্প শোভে যেন নীলমণি॥
শ্যামবর্ণ পক্ষ তাহে সুমধুর স্বরে।
রাধাকৃষ্ণ গুণ গায় আনন্দ অন্তরে॥
তমালের কুঞ্জ শোভা হয় স্থানে স্থানে।
নীলমণি সম জ্যোতি কুটির প্রাঙ্গণে॥
ইন্দ্র নীলমণি জিনি মণ্ডপের শোভা।
সুকোমল শয্যা চন্দ্রাতপ মনোলোভা॥
রসে অতি মগ্ন হৈয়া যুগলকিশোর।
রস রঙ্গে বিলসয়ে হৈয়া মাতি ভোর॥
রঙ্গদেবী তাঁহা নিজ সখীগণ সঙ্গে।
দুহুঁ রূপ লীলা হেরি ভাসে প্রেম রঙ্গে
কুণ্ডের পশ্চিমে কুঞ্জ অরুণ বরণে।
তুঙ্গবিদ্যা সুখদাখ্য তাহার আখ্যানে॥
অরুণ বরণে বৃক্ষগণ শোভে তায়।
লতা পুষ্পোদ্যান সব অরুণের প্রায়॥
পক্ষী ভৃঙ্গ আর কুঞ্জ কুটির প্রাঙ্গণ।
মন্দির বেদিকা শয্যা একই বরণ॥
সুখে রাধাকৃষ্ণ আসি সে কুঞ্জ ভিতরে।
বিলাস করয়ে অতি আনন্দ অন্তরে॥
তুঙ্গবিদ্যা নিজগণ সংহতি করিয়া।
দুহুঁ রস লীলা দেখে প্রেমে মগ্ন হৈয়া॥
কুণ্ড বায়ুকোণে কুঞ্জ অতি মনোরম।
হরিদ্বর্ণ জিনি জ্যোতি পরম মোহন॥
হরিদ্বর্ণ বৃক্ষলতা পত্র পক্ষিগণ।
কুঞ্জ কুটির বেদী উদ্যান প্রাঙ্গণ॥
হরিদ্বর্ণ পুষ্পে হরিদ্বর্ণ মধু ঝরে।
হরিদ্বর্ণ ভ্রমরে সে মধুপান করে॥
হরিৎমণি বদ্ধ হয় সে কুঞ্জ ভবন।
দেখিতে আশ্চর্য্য শোভা হরে সর্ব্ব মন॥
চিত্তহর শয্যা হয় তাহার ভিতরে।
রাধা সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র নানা ক্রীড়া করে॥
সুদেবীকা সর্ব্বক্ষণ আত্মবর্গ সনে।
যুগলকিশোর লীলা দেখে হর্ষ মনে॥

সুবেদী সুখদা নাম এই কুঞ্জস্থান।
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ যাতে পাশক খেলান॥
এইমত অষ্ট কুঞ্জে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধা সঙ্গে প্রত্যাবধি করে বিলসন॥
যখন যে কুঞ্জে গিয়া হন উপস্থিত।
কুঞ্জসম বর্ণ প্রাপ্ত হয়েন ত্বরিত॥
কিবা কৃষ্ণ কিবা রাধা কিবা সখীগণ।
সকলেই একরূপ একবেশ হন॥
নিঃশঙ্ক মনেতে সুখে যুগলকিশোর।
রঙ্গ রসে মগ্ন হ'য়ে আনন্দে বিভোর॥
অন্য কোন জন যদি যায় সেই স্থানে।
চিনিতে না পারে রাধাকৃষ্ণ কোন জনে॥
এইরূপ রাধাকুণ্ড কুঞ্জের মাহাত্ম্য।
শ্রবণে ভক্তগণের স্নিগ্ধ হয় চিত্ত॥
শ্রীকুণ্ডের পূর্ব্বদিকে শ্যামকুণ্ড হয়।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তঁহি সদা বিলাসয়॥
প্রিয় নর্ম্ম সখীগণের কুঞ্জ কুণ্ডোপরে।
পরম মোহন জ্যোতি সর্ব্ব চিত্ত হরে॥
অল্পাক্ষরে কহি কিছু সে রস মাহাত্ম্য।
শ্রদ্ধা করি শুন সবে হৈয়া একচিত্ত॥
শ্যামকুণ্ডের বায়ুকোণে হয় এক ঘাট।
নানামণি বদ্ধ সেই দেখিতে সুঠাট॥
দুইদিগে কল্পবৃক্ষ দেখিতে সুন্দর।
সুস্নিগ্ধ শীতল বায়ু বহে নিরন্তর॥
সেই ঘাটে প্রত্যাবধি বৃষভানুসুতা।
আনন্দে করয়ে স্নান সখীর সহিতা॥
শ্যামবর্ণ নীর কুণ্ডের সুস্নিগ্ধ সুন্দর।
তাহে ক্রীড়া করে রাই হইয়া বিহ্বল॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গ সম সুখ নীর স্পর্শে।
সে কারণে সেই ঘাটে স্নান করে হর্ষে॥
তাহার উত্তর দিগে হয় এক কুঞ্জ।
সুবলনন্দদা নাম অতি মনোরঞ্জ॥
স্বর্ণ কান্তি জিনি অতি জ্যোতি হয় তার।
বৃক্ষ পক্ষী লতাপত্র সব স্বর্ণাকার॥
স্বর্ণপুষ্পোদ্যানে স্বর্ণপুষ্প ফুটিয়াছে।
মধুলোভী স্বর্ণভৃঙ্গ শোভে তার কাছে॥

স্বর্ণমণি মন্দির শোভয়ে সেই স্থানে।
তছু মধ্যে চিত্র শয্যা অতি মনোরমে ॥
সুগন্ধি শীতল মন্দ বায়ু বহে তথা।
তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ রাধিকা সহিতা ॥
অতি রসে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
নিগূঢ় মধুর রস করে আস্বাদন ॥
রঙ্গ রসাবেশে দুঁহেঁ অতি শ্রান্ত হয়।
সে সময়ে সুবল আসি বীজন করয় ॥
অতি যে রহস্য সেবা করয়ে সুবল।
ইহারে সুলভ অন্যে অতি সুবিরল ॥

তথাহি উজ্জ্বল নীলমণৌ।

প্রত্যাবর্ত্তয়তিপ্রসাদ্য ললনাঃ ক্রীড়াকলিপ্রস্থিতাং,
শয্যাকুঞ্জগৃহে করোত্যঘভিদ কন্দর্পলীলোচিতাং
স্বিন্নং বীজয়তি প্রিয়াহৃদিপরিস্রস্তাঙ্গ মুচ্চৈরমুং,
ক শ্রীমানধিকারিতাং ন সুবলঃ সেবাবিধৌ বিন্দতি

আর এক শুন সুবলচন্দ্রের মহিমা।
অতি চমৎকার সেই মাধুর্য্যের সীমা ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাই প্রাপ্তি লাগি।
মধুমঙ্গলের সহ রহে অনুরাগী ॥
হেনকালে সুবলচন্দ্র রাধাবেশ ধরি।
মন্দ মন্দ হাসি নীলপদ্ম হস্তে করি ॥
বৃন্দা ললিতার বেশ ধরি তার সঙ্গে।
কৃষ্ণ আগে উপস্থিত হৈলা অতি রঙ্গে ॥
দোঁহা দেখি সে মধুমঙ্গল হর্ষ পাঞা।
কৃষ্ণ প্রতি কহে কথা হাসিয়া হাসিয়া ॥
হের দেখ সখা তুয়া বাঞ্ছা পূর্ণ হৈলা।
ললিতার সঙ্গে রাই আসি দেখা দিলা ॥
রাধানাম শুনি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
অতি রাগে দুহুঁ রূপ করে নিরীক্ষণে ॥
পুলকিত অঙ্গে কৃষ্ণ গদ গদ স্বরে।
আইস আইস প্রাণপ্রিয়ে বলে বারে বারে
তোমার মিলন লাগি রহি এই বনে।
সফল হইল দিন পাইনু দর্শনে ॥
এইমত কথা কৃষ্ণ কহে রাধা ভ্রমে।
হেনকালে জটিলা আইল সেইস্থানে ॥
তারে দেখি কৃষ্ণচিত্তে শঙ্কা উপজিলা।
বধূভ্রমে সুবলের অঞ্চলে ধরিলা ॥
তর্জ্জন গর্জ্জন করি কহিতে লাগিল।
তোমা লাগি মোর পুত্রের কলঙ্ক হইল ॥
জটিলার বধূমাতা কুলটা হইল।
দেশে দেশে মোর এই কুৎসা উপজিল ॥
আজি সমুচিত শাস্তি করিব তোমার।
কভু নাহি কর যেন হেন ব্যবহার ॥
এত বলি বৃদ্ধা তার হস্তেতে ধরিয়া।
ব্রজের ভিতরে গেলা অতি দ্রুত হৈয়া ॥
বৃদ্ধা গোপী সব আগে প্রগল্‌ভ্য বচনে।
রাধিকার দোষোদ্গার কহে সর্ব্বজনে ॥
নিন্দাবাক্য শুনি সুবল হইয়া [illegible]
নিজ অঙ্গভূষা খোলে সবার সাক্ষ[illegible]
তাহা দেখি সবে নিজ নাসাগ্রে হ[illegible]ব।
মন্দ মন্দ হাসে সবে সবা মুখ হেরি ॥
দেখিয়া জটিলা অতি লজ্জিত হইলা।
হেটমুণ্ড করি শীঘ্র নিজ ঘরে গেলা ॥
এইমত রসলীলা করে সুবলচন্দ্র।
অন্য জনে ধন্দ লাগে স্বগণে আনন্দ ॥
সংক্ষেপে কহিল সুবলচন্দ্রের যে গুণ।
এবে আর স্থান কুঞ্জ শুন শ্রোতাগণ ॥
কৃষ্ণকুণ্ড উত্তরে যে এক কুঞ্জ ধাম।
মধুমঙ্গলানন্দদা তার হয় নাম ॥
চন্দ্রকান্তি সম জ্যোতি অতি শোভা করে।
বৃক্ষ পক্ষ লতা পত্র শ্বেত দ্যুতি ধরে ॥
শ্বেত পুষ্পোদ্যানে শ্বেতবর্ণ মধু হয়।
শ্বেত ভ্রমর লুব্ধ হৈয়া তাহাতে ফিরয় ॥
কুটির প্রাঙ্গণ বেদী মণ্ডপ সুঠাম।
শয্যাচন্দ্রাতপ চন্দ্রকিরণ সমান ॥
সুগন্ধি শীতল বায়ু বহে সেইখানে।
তাহে নন্দসুত বিলসয়ে হর্ষমনে ॥
সে মধুমঙ্গল সখা রসকথা কয়।
শুনিয়া কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাড়য় ॥
কুণ্ডের ঈশানে কুঞ্জ অতি শোভাময়।
উজ্জ্বলানন্দদা বলি তার নাম হয় ॥
সে কুঞ্জ কুটীর বৃক্ষ লতা পক্ষিগণ।
পুষ্প ভৃঙ্গ প্রাঙ্গণাদি অরুণ বরণ ॥

সূর্য্যমণি বদ্ধ যে মণ্ডপ শোভা করে।
দিব্য শয্যা চন্দ্রাতপ তাহার ভিতরে ॥
সুমন্দ পবন বহে সুগন্ধি সহিতে।
অতি সুখে নন্দসুত বিলসয়ে তাতে ॥
আনন্দে উজ্জ্বল সখা সে স্থানে রহিয়া।
সেবা করে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দ জানিয়া ॥
কুণ্ড পূর্ব্বদিগে এক কুঞ্জ সর্ব্বোত্তম।
অর্জ্জুনানন্দদা নাম নীলমণি সম ॥
সুপুষ্প কুটীর বৃক্ষ উদ্যান প্রাঙ্গণ।
পক্ষি ভৃঙ্গ কুট্টিমাদি নীলমণি সম ॥
দিব্য কুসুমিত শয্যা হয় তার মাঝে।
রসে মগ্ন হৈয়া কৃষ্ণ সে স্থানে বিরাজে।
অর্জ্জুনাখ্য সখা কৃষ্ণসুখে সুখী হৈয়া।
নানা সেবা করে চিত্তে আনন্দ পাইয়া।
কুণ্ড অগ্নিকোণে কুঞ্জ পরম সুন্দর।
গন্ধর্ব্বানন্দদা নাম সর্ব্ব চিত্তহর ॥
পরম বিচিত্র স্থল চিত্র বৃক্ষলতা।
চিত্র পুষ্পোদ্যানে চিত্র ভৃঙ্গাদি সহিতা।
কুটীর প্রাঙ্গণ চিত্র পরম উজ্জ্বল।
চিত্র শয্যা চন্দ্রাতপ করে ঝলমল ॥
মদনমোহন কৃষ্ণ রসে মগ্ন হৈয়া।
বিলাস করয়ে সুখে তঁহি প্রবেশিয়া ॥
গন্ধর্ব্ব কৃষ্ণের সখা তহিঁ হর্ষমনে।
প্রিয় অভিপ্রায় কার্য্য করে সুবন্ধানে ॥
কুণ্ডের দক্ষিণদিগে হয় এক কুঞ্জ।
বিদগ্ধানন্দদা নাম সর্ব্ব মনোরঞ্জ ॥
সবুজ বরণ স্থান বৃক্ষ লতাগণ।
পক্ষী ভৃঙ্গ পুষ্পোদ্যানে কুটীর প্রাঙ্গণ ॥
সবুজবরণ মণি মণ্ডপ সুন্দর।
দিব্য শয্যা চন্দ্রাতপ তাহার ভিতর ॥
সুগন্ধি মলয় মন্দ মারুত সহিতে।
সদা সর্ব্বক্ষণ বহে সেইত স্থানেতে ॥
বিদগ্ধ নায়ক কৃষ্ণ তথায় আসিয়া।
বিলাস করেন অতি লুব্ধচিত্ত হৈয়া ॥
কুণ্ডের নৈর্ঋতে কুঞ্জ অতি মনোহরে।
ভৃঙ্গ কোকিলানন্দদা নাম সেই ধরে ॥
নানামণি বদ্ধ স্থল পরম উজ্জ্বল
বৃক্ষলতা পুষ্পোদ্যানে করে ঝলমল ॥
শুক সারি ময়ূর কোকিল আদি যত।
রাধাকৃষ্ণ লীলা গান করে অবিরত ॥
মত্ত মধুকর সব পুষ্পের উপরে।
পরম আনন্দে বসি মধুপান করে ॥
কুঞ্জমধ্যে হয় মণিমণ্ডপ সুঠাম।
তাহে শয্যা চন্দ্রাতপ বিবিধ বন্ধান ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে সেই স্থানেতে আসিয়া
বিলাস করয়ে অতি হর্ষচিত্ত হঞা ॥
ভৃঙ্গ কোকিল সখা আনন্দিত মনে।
নানাবিধ সেবা করে পরম যতনে ॥
কুণ্ডের পশ্চিমে কুঞ্জ পরম সুঠাম।
দক্ষসনন্দন আনন্দদা তার নাম ॥
বিবিধ বিচিত্র তাহে আছে বৃক্ষলতা।
নানান প্রকার পুষ্প বর্ণ সুশোভিতা ॥
অনেক প্রকার সেই মণিগণে বদ্ধ।
ভৃঙ্গ পিক কপোতাদি অনেক সম্বন্ধ ॥
গান আলাপয়ে সবে সুমধুর স্বরে।
শুনিতে আনন্দ হয় কর্ণ মনো হরে ॥
দক্ষসনন্দন সেই কুঞ্জে শ্রীগোবিন্দ।
রাধিকা সহিতে সবে পাইয়া আনন্দ ॥
কর্পূর তাম্বূল মাল্য মলয় চন্দনে।
সেবন করিয়া সুখ পায় দুই জনে ॥
সংক্ষেপে কহিল দুই কুণ্ড বিবরণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ কর্ণ মন ॥
তারপরে কুণ্ডেশ্বর মহাদেবের স্থান।
পরম শোভিত স্থল অতি অনুপাম ॥
শ্রদ্ধা করি তাহার দর্শন যে করয়।
সর্ব্ব পাপে মুক্তি শীঘ্র ভক্তি সে লভয় ॥
এই যে কহিল দুই কুণ্ডের বর্ণন।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য নানা মণি বিরচন ॥
লীলা অনুকূল চিত্ত সাধক যে জন।
প্রেমনেত্রে মাত্র সে করেন দরশন ॥
লীলা অনুকূল চিত্ত সাধক যে নয়।
সেই জন প্রাকৃতের সমান দেখয় ॥

তথাহি।

লীলানুকূলেষু জনেষু চিত্তে ধৃত্যুৎপন্নভাবেষু চ সাধকানাং। এবং বিধং সর্ব্বমিদং চ কান্তি স্বরূপতঃ প্রাকৃতবৎ পরেষু॥

কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠা রাধা যৈছে হয়।
তৈছে রাধাকুণ্ড প্রিয়তম অতিশয়॥

তথাহি পাদ্মে।

যথা রাধা প্রিয়োবিষ্ণো স্তস্যা কুণ্ডং প্রিয়ং তথা সর্ব্ব গোপীষু সেবৈকা বিষ্ণোরত্যন্ত বল্লভাঃ॥

যে কুণ্ডে কৃষ্ণ প্রেমে রাধিকার সঙ্গে।
বিলসয়ে কুণ্ডজলে জলকেলি রঙ্গে॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে প্রেমলীলার যে সীমা।
কে কহিতে পারে সেই কুণ্ডের মহিমা॥

তথাহি।

শ্রীরাধেব হরে স্তদীয় সরসী প্রেষ্ঠাদ্ভুতৈঃ স্বৈর্গুণৈ র্যস্যাং শ্রীযুত মাধবেন্দুরানশং প্রেম্না তয়া ক্রীড়তি। প্রেমাস্মিন্ বতরাধিকেব লভতে যস্যাং সকৃৎ স্নান কৃত্যস্তস্যা মহিমা তথা মধুরিমাকেনাস্তুবর্ণ্যঃক্ষিতৌ॥

শ্রদ্ধা করি সেই কুণ্ডে স্নান যেই করে।
রাধার সমান প্রেম কৃষ্ণ দেন তারে॥

তথাহি।

গোবর্দ্ধনগিরৌ রম্যে রাধাকুণ্ডং প্রিয়ং হরেঃ।
কার্ত্তিকে বহুলাষ্টম্যাং তত্র স্নাত্বা হরেঃ প্রিয়ঃ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবনলীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে কুণ্ডযুগ বর্ণনং
নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

নবম অধ্যায়ঃ।

মুক্তালতার বিবরণ।

তথাহি

ক্রয়বিক্রয় লীলাব্ধৌ মুক্তানাং মজ্জিতাত্মনোঃ।
মিথো জয়ার্থিনোর্বন্দে রাধামাধবয়োর্যুগং॥

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় জয় গুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে
মো সম পতিত নাহি জগত ভিতরে॥
তুয়া শ্রীচরণ কৃপালেশ যদি পাই।
আনন্দিত মনে রাধাকৃষ্ণ গুণ গাই॥
এইত কহিল কুণ্ডযুগ বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ॥
কুণ্ডের পশ্চিমে মাল্যহার কুণ্ড নাম।
অতি সুনির্জ্জন সেই দেখিতে সুঠাম॥
পুষ্পের উদ্যান তাতে অতি মনোহর।
রত্নের কেয়ারি বান্ধা পরম সুন্দর॥
মাধবীর কুঞ্জ এক আছে সেই স্থানে।
স্বর্ণমণি বদ্ধ মূল বিবিধ বন্ধানে॥
সেই কুঞ্জে বসি রাই সখাগণ সঙ্গে।
মুকুতার হার গাঁথে অতিশয় রঙ্গে॥
সে রস আখ্যান হয় অতি সর্ব্বোত্তম।
শ্রদ্ধামনে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ॥
একদা কার্ত্তিকমাসে গিরি গোবর্দ্ধনে।
দীপমালা মহোৎসব তাতে সর্ব্বজনে
বিচিত্র বেশ সামগ্রী সংস্কারাহরণে।
পরম আসক্ত সব ব্রজবাসিগণে॥
গোপী সব নিজ নিজ করি বিভূষণে।
বিশেষ চেষ্টিত হয় গবাদি কারণে॥
গোপী সব গৃহ হৈতে ভূষা দ্রব্য লৈয়া
নিজ নিজ অলঙ্কার রচে হর্ষ পাঞা॥

রাধিকাও নিজ সখীগণের সহিতে।
মাল্যহারণাখ্য সরোবর তীরো প্রান্তে
মাধবীর চতুঃশালা হয় মনোহরা।
সেখানে গমন কৈল হৈয়া অতি ত্বরা।
পরম উত্তম মুক্তা সংহতি আনিলা।
নানাবিধ ভূষণ রচনা আরম্ভিলা ॥
বিচক্ষণ কীরমুখে সে বৃত্তান্ত শুনি।
কৃষ্ণ সকৌতুকী তথা গেলেন আপনি।
অতি প্রেমাস্পদ ধেনু ভূষণ কারণে।
তাসবার স্থানে মুক্তা করিল প্রার্থনে ॥
তবে সুবিদগ্ধ বৈদগ্ধতা অতিশয়।
সর্ব্বত্র উদ্দীপ্ত অতি মনোহর হয় ॥
অর্দ্ধনেত্রে নীলোৎপলদলাঞ্চলে করি।
সবে হেলা প্রায় সবে রহে কৃষ্ণে হেরি।
মণিরত্ন জন্মে ঢাকা হাস্য হিরা ছিলা।
সে অনর্ঘ্য মহারত্ন প্রকাশ করিলা ॥
নির্ভয় আবেশে হার গুচ্ছাদিগুম্ফন।
করিতে লাগিল সবে বিলাস কারণ ॥
তাসবার আগে কৃষ্ণ দাণ্ডাইয়া রহে।
উত্তর না দেয় কেহ ফিরিয়া না চাহে ॥
তবে তাসবার প্রতি স্মিতযুক্ত হৈয়া।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ মধুর ভাবিয়া ॥
তোমা সবার দোষ নাহি শুন মন দিয়া।
[illegible] নব যৌবন নলা চিন্তামণি পাঞা ॥
বাতুল উত্তুঙ্গ গর্ব্ব মহান পর্ব্বতে।
অবরুদ্ধ কর্ণ তাতে না পাও [illegible] নতে ॥
ব্রজজনপ্রিয় আমি করিবে প্রার্থনে
ক্ষণ এক কর সবে কর্ণ উদ্ঘাটনে ॥
হেটমুণ্ড করি সবে গাঁথি মুক্তাহার
দিবে কি না দিবে মুক্তা কহ [illegible]নদ্ধার
এ কথা শুনিয়া সবে ঈষৎ হাসয়ে।
না হেরে কৃষ্ণেরে অন্যোন্যে আলো করে
তার মধ্যে প্রগল্‌ভা ললিতা শ্রেষ্ঠা হয়।
রোষ প্রায় হাসিয়া কৃষ্ণেরে [illegible] কয় ॥
শুনহ নাগর এই মুক্তা সুনিশ্চয়।
রাজমহিষীর যোগ্য বহু মূল্য হয় ॥

তব মহিষীর অলঙ্কারের নিমিত্ত
এক মুক্তা না দেখিলাম কহিলাম সত্য
একথা শুনিয়া কৃষ্ণ কৌতুক হৃদয়।
অত্যাবিষ্ট হ'য়ে স্তব করিয়া কহয় ॥
ললিতা প্রভৃতি শুন সব সখীগণ।
যদি নাহি দিবে প্রিয় ধেনুর ভূষণ ॥
তবে অতি প্রিয় মোর ধেনুযুগ্ম হয়।
মুক্তা দেহ ভূষাযোগ্য শৃঙ্গ চতুষ্টয় ॥
হংসিনী হরিণী বলি নাম দোঁহাকার।
তার শৃঙ্গদেশ লাগি মাগি মুক্তাহার ॥
এতেক প্রকার বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া।
ললিতা মস্তক তুলি কহেন হাসিয়া ॥
শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র তোমারে কহিয়ে।
ধেনুশৃঙ্গ যোগ্য মুক্তা এথা না দেখিয়ে ॥
তুমি পুনঃ পুনঃ মুক্তা চাহ মোসবারে।
লজ্জাতে নানাই মাথা না দেই উত্তরে ॥
কৃষ্ণ কহে ললিতে কৌটিল্য তেয়াগিয়া।
মুক্তা কিছু দেহ মোরে প্রসন্না হইয়া ॥
অতি আর্ত্তিক্রমে মুঞি করিয়ে প্রার্থনা।
তুমি তাহে নানা ছলে করহ বঞ্চনা ॥
তবেত ললিতা সবাকার মুক্তা দেখে।
পুনঃ পুনঃ চালন করয়ে মন সুখে ॥
পুনঃ কহ ওহে কৃষ্ণ শুন কহি কথা।
তুয়া ধেনুযোগ্য মুক্তা না দেখি সর্ব্বথা ॥
তুয়া অতি আর্ত্তি হয় ধেনু সাজাইতে।
ইথে কেবা অন্যমত করিবেক চিতে ॥
[illegible] না কর যদি করি নিরীক্ষণ।
[illegible] মুক্তাস্তূপ করয়ে চালন ॥
বহুক্ষণ অন্বেষিয়া এক মুক্তা তোলে।
অতি ক্ষুদ্র মুক্তা সেই ভগ্ন এক কোণে ॥
তাহা হাতে করি দেবী কৃষ্ণ প্রতি কয়।
বহু অন্বেষিয়া এক পাইল নিশ্চয় ॥
এহো তুয়া ধেনুযোগ্য হয়ে কি না হয়ে।
ইহাতে সন্দিগ্ধচিত্ত দিতে না পারিয়ে ॥
তবে কৃষ্ণ কহে অতি পরম চতুরে।
থাকহ ললিতা থাক কহি যে তোমারে ॥

কৃপণ করিয়া তুমি পশ্চাত আমাকে।
কহিতে নারিবে এই কহিল তোমাকে॥
এত কহি শীঘ্র গেলা ব্রজেশ্বরী স্থানে।
মাতা মোরে মুক্তা দেহ করিয়ে প্রার্থনে॥
কৃষ্ণ বাণী শুনি রাণী কহেন বচন।
মুক্তা লৈয়া এখানে বা কিবা প্রয়োজন॥
বেলা অতিরিক্ত হৈল ঘামিয়াছে মুখ।
ক্ষুধায় অরুণ আঁখি দেখি ফাটে বুক॥
এ ক্ষীর নবনী আগে করহ ভক্ষণ।
পাছে আনি দিব মুক্তা কহিল বচন॥
কৃষ্ণ কহে যতক্ষণ মুক্তা না পাইব।
ততক্ষণ অন্ন জল কিছু না খাইব॥
কৃষ্ণের অত্যন্ত আর্ত্তি দেখি মুক্তা প্রতি
মন্দ মন্দ হাসি কিছু কহে যশোমতী॥
শুন বাপু মুক্তা প্রতি এত আর্ত্তি কেনে
কিবা প্রয়োজন আছে কহত কারণে॥
কৃষ্ণ কহে মুক্তা মুঞি করিব রোপণ।
বৃক্ষ হৈতে হৈবে বহু মুক্তার ফলন॥
কৃষ্ণের বচন শুনি হাসে নন্দরাণী।
এমত আশ্চর্য্য কথা কোথাও না শুনি॥
মুক্তার হইবে গাছ ধরিবেক ফলে।
এ তোর বালক বুদ্ধি শুনহ সকলে॥
অষ্টবিধ মুক্তা হয় শুনিয়ে শাস্ত্রেতে।
বৃষ অংশ গজকুম্ভ আর মুক্তা দাঁতে॥
গাছে মুক্তাফল ধরে এমত বচন।
কাহোঁ কার মুখে কভু না করি শ্রবণ॥
কৃষ্ণ কহে মাতা তুমি বিস্ময় না ভাবিহ।
মুক্তালতা ফুল ফল সাক্ষাতে দেখিহ॥
পুত্র হঠে পড়ি রাণী গৃহমধ্যে গিয়া।
মুক্তা আনি দিল কৃষ্ণে হাসিয়া হাসিয়া॥
মুক্তা সব পাঞা কৃষ্ণ অঞ্চলে বান্ধিয়া।
খেতি করিবারে গেলা সখাগণ লৈয়া॥
যমুনার তীরে গিয়া উপস্থিত হৈলা।
কৃষক কতক জন তাঁহা বোলাইলা॥
গোকুলের জলাহরণ ঘাটের নিকটে।
আরম্ভ করিল ক্ষেত্র যমুনোপকণ্ঠে॥

চতুঃশত রজ্জু করি চতুর্দ্দিগে দিয়া।
চতুঃসীমা রুদ্ধ কৈল পগার বান্ধিয়া॥
সার্দ্ধ দশহাত ভূমি পগার খুদিয়া।
সুপীন মৃত্তিকা করি দিল পূরাইয়া॥
দ্বাদশ হাথের রজ্জু তার মধ্যে ধরি।
পৃথক্ পৃথক্ করি করিল কেয়ারি॥
কলসে কলসে দুগ্ধ ঢালাইল তাতে।
পুনরপি কেয়ারি খুদিল ভালমতে॥
সে খেতি দেখিয়া কত গোপী হাস্য করে।
কৃষ্ণ আরোপয়ে মুক্তা দেখায় সবারে॥
একৈক গর্ত্তমধ্যে একেক মুক্তা ধরে।
সুপীন মৃত্তিকা লৈয়া দেন তদুপরে॥
ভূমি চতুঃপার্শ্বে অতি যতন করিয়া।
শালকাষ্ঠে আড় বান্ধে নিবিড় আঁটিয়া॥
গোপীগণ মুক্তা প্রার্থনা করিবেক জানি।
তাসবা ভাঁড়িতে কৃষ্ণ কহে কিছু বাণী॥
শুন প্রিয়সখাগণ আমার বচন।
গোপীগণ স্থানে শীঘ্র যাহ একজন॥
মুক্তা খেতি লাগি দুগ্ধ প্রার্থহ সবারে।
দেন কি না দেন জানি আইসহ সত্বরে॥
কৃষ্ণ বাক্য শুনি সখা করিল গমন।
প্রিয় বার্ত্তা গোপী আগে কৈল নিবেদন॥
শুনি তারা হাসি সোল্লুণ্ঠনে কহে কথা।
যে কিছু কহিয়ে কৃষ্ণে কহিবে সর্ব্বথা॥
সেই ক্ষেত্রে মোসবার গাভিদুগ্ধে করি।
সেচন উচিত নহে দেখিল বিচারি॥
যে গাভীর ভূষণ লাগিয়া কৈল খেতি।
তার দুগ্ধে সেচহ দেখিয়ে সংপ্রতি॥
তাঁর কেয়ারি কোঁড় পুনঃ লতা মুক্তা ফলে
না করিব মোরা অভিলাষ কোনকালে॥
সে কথা শুনিয়া সবে কৃষ্ণ স্থানে আসি।
কহিলেন সব কথা মন্দ মন্দ হাসি॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র নিজ গৃহ হৈতে।
দুগ্ধ আনে মুগ্ধ লোক দেখিয়া বিস্মিতে॥
প্রত্যাবধি সন্ধ্যাকালে দুগ্ধ আনাইয়া।
সেচন করয়ে তাসবারে দেখাইয়া॥

এইমতে দুই তিন দিন বহি গেল।
আর দিনে দেখে মুক্তা অঙ্কুর হইল ॥
সখাগণ সহ কৃষ্ণ আনন্দ পাইলা।
মাতার অঞ্চল ধরি আনি দেখাইলা ॥
সে অঙ্কুর দেখি রাণী আশ্চর্য্য মানিলা।
বিচারে সন্দিগ্ধা হৈয়া ব্রজকে আইলা ॥
গোপী সব পরস্পর সে কথা শুনিয়া।
হিংসা লতাঙ্কুর হৈল কহেন হাসিয়া ॥
অল্পদিনে অপূর্ব্ব মুক্তা লতাপাতা হৈল।
অতি বিস্তারিণী কৃষ্ণ লতারে দেখিল ॥
পল্লবাদ্যের আরোহণ ছত্র বান্ধি দিল।
বিস্তারিণী হৈয়া লতা তাহারে ঝাঁপিল ॥
কেদারিয়া নিকটে কদম্ব বৃক্ষ দেখি।
তাতে আরোহণ করাইল লতা শাখি ॥
বিস্তারিণী হৈয়া লতা বৃক্ষোপরি উঠে।
কতদিনে লতাপুষ্প হইল প্রস্ফুটে ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইল।
পুষ্পের সৌরভ চতুর্দ্দিগে বেয়াপিল ॥
সে সৌরভে উন্মাদিত মধুকরগণ।
কুসুমনিচয়ে মধু পিয়ে অনুক্ষণ ॥
গোপ গোপী নিত্য স্নানে যায় সেই পথে
কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা দেখি হর্ষ চিত্তে ॥
পুষ্পের সৌরভ পায় বৃষভানুসুতা।
ললিতাদি প্রতি কহে সুমধুর কথা ॥
শুন প্রিয়সখি পাই কি আশ্চর্য্য গন্ধ।
নাসাদ্বারে পশি মোর চিত্ত করে অন্ধ ॥
আশ্চর্য্য মধুর গন্ধ কোথা হৈতে আসে।
নির্দ্ধারিয়া কহ মোরে ইহার বিশেষে ॥
রাধিকার বাক্য শুনি বিশাখা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল কথা বিস্তারিত করি ॥
শুন বৃষভানুসুতা গন্ধ বিবরণ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন হয় ইহার কারণ ॥
তোমা সবা স্থানে মুক্তা প্রার্থনা করিলা।
নানা কথা কহি তাঁরে মুক্তা নাহি দিলা ॥
সেইত আক্রোশে কৃষ্ণ ব্রজেশ্বরী স্থানে।
মুক্তা মাগি লঞা করে ভূমিতে রোপণে ॥
সে ভূমি সেচিতে দুগ্ধ মাগে পুনর্ব্বারে।
তাহাতেও পরিহাস করিলা তাহারে ॥
সেই মুক্তা লতা বাড়ি ফুল ফুটে অতি।
তাহার সৌরভে লুব্ধ কৈল তব মতি ॥
এইমত কথা এথা রাধিকা শুনিল।
তবে কত দিন পরে মুক্তাফল হৈল ॥
অষ্টবিধ মতে জানি জন্মে মুক্তাগণ।
তাহা হৈতে হৈল মুক্তা অতি বিলক্ষণ ॥
লতাতে জন্মিল মুক্তা অতি সুমাধুর্য্য।
দেখি ব্রজবাসিগণের হইল আশ্চর্য্য ॥
বিশেষতঃ যত ব্রজসুন্দরীর মনে।
অতি সুবিস্মিতা দেখি মুক্তার ফলনে ॥
মুক্তাশোভা দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
মাতার নিকটে শীঘ্র করিল গমনে ॥
অত্যন্ত আনন্দে মত্ত কহেন হাসিয়া।
মুক্তা ফলিয়াছে মাতা চল দেখ গিয়া ॥
কৃষ্ণ বাণী শুনি রাণী রোহিণী সহিতে।
আসিয়া দেখয়ে মুক্তা ফলিয়াছে খেতে
বিস্ময় পাইয়া মনে পুত্রমুখ হেরি।
চুম্বন করয়ে রাণী মহানন্দে ভরি ॥
তবে কৃষ্ণ সখা সঙ্গে মুক্তা কত তুলি।
মাতার অঞ্চলে বান্ধে হৈয়া কুতূহলী ॥
পুত্র উপার্জ্জিত ধন পাঞা ব্রজেশ্বরী।
নিজালয়ে আইলা রোহিণী সঙ্গে করি ॥
গোপী সব প্রতিদিন সে মুক্তা দেখিয়া।
মন্ত্রণা করয়ে সবে যত লোভাইয়া ॥
বিশাখাদি রাধিকা সহিতে কহে কথা।
কৃষ্ণ মুক্তা না দিবেন জানিল সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণকৃত মুক্তা খেতি ক্রিয়া যত হয়।
সকলেই দেখিয়াছি নাহিক সংশয় ॥
তাতে চিন্তা ছাড়ি তার দুই গুণ করি।
কেদারিকারম্ভ কেনে আমরা না করি ॥
ইহা শুনি ললিতা চতুরা কিছু কয়।
বায়ুব্যাধি মুক্তা সবে হইল নিশ্চয় ॥
গোবর্দ্ধনোর্দ্ধরণাদি কৃষ্ণের কারণ।
অতি লোকোত্তর ভূমে মুক্তা উৎপাদন

অত্যন্ত দুষ্কর কর্ম্ম কৃষ্ণ শীঘ্র করে।
তাহার কারণ শুন কহি সবাকারে ॥
কোন মহাসিদ্ধ সহ মিলন হইল।
তার স্থানে সিদ্ধ-বিদ্যা যতনে লভিল ॥
সেই সিদ্ধৌষধি মন্ত্র প্রভাব হইতে।
কৃষ্ণ করে ব্রজজন করিল নিশ্চিতে ॥
অন্যথা ব্রজেন্দ্রনারী গর্ভ সরোবর।
তাতে জন্ম ফুল্ল সুকোমল নীলোৎপল
গোপজাতি সাক্রিয়া কলাপ মাত্র যার।
গোপালক সাহজিক স্বভাব আচার ॥
তার তত্তৎ করণে কিরূপে এত শক্তি
সহজে সম্ভবে ইহা জানি যাহ তথি ॥
সিদ্ধৌষধির মন্ত্রাদির না জানি বিধানে
সে কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হৈতে অভিলাষ মনে
অত্যন্ত অগাধ লজ্জা হাস্যাব্ধির মাঝে।
সকলে পড়িবে যদি কর হেন কাজে ॥
এই সত্য হৈবে ইথে কর অবধানে।
তবে তুঙ্গবিদ্যা কিছু কহয়ে বচনে ॥
সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী হয় ভগবতী।
তাঁর পাদপদ্ম শিষ্যা নান্দিমুখী খ্যাতি
তাঁর স্থানে সেই সিদ্ধমন্ত্র এক লৈয়া।
মুক্তাখেতি উদ্যম না করিলেন গিয়া ॥
সবে কহে তুঙ্গবিদ্যা ভালই কহিল।
নির্ণয় করিয়া নান্দিমুখী স্থানে গেল ॥
সবিনয়ে কহে সবে নিজ অভিলাষ।
শুনি নান্দিমুখী চিত্তে হৈল সুখোল্লাস
তবে নান্দিমুখী নিজ মনের সহিতে।
পরামর্শ করি কহে অতি সুনিশ্চিতে ॥
নিজ নেত্র দুই সৃষ্টি সাফল্য কারণে।
চিরদিন মোসবার অভিলাষ মনে ॥
ক্রয় বিক্রয় যে লীলা অতি কুতূহলে।
যবে হৈবে তবে দেখি নেত্রের সফলে।
মোসবার অতিশয় ভাগ্যবশ হৈতে।
অকস্মাৎ আসি সে প্রসঙ্গ উপস্থিতে ॥
বিদগ্ধার শিরোমণি হয় এই সব।
প্রবর্ত্তনা হবে বিনা যুক্তির সৌষ্ঠব
তৈছে যুক্তি অতিশয় সুন্দর করিয়া।
প্রবর্ত্ত করাব সবাকারে আশ্বাসিয়া ॥
যেন কল্পতরু শীঘ্র বিস্তারিত হৈয়া।
ফলবান্ হয় এত মনেতে চিন্তিয়া ॥
নিজানন্দে নান্দিমুখী কহে সবা প্রতি।
সখী সব শুনহ তোমরা সুস্থমতি ॥
সত্য কহি মুকুন্দের মন্ত্রকৃত নয়।
এই ভূমি মধ্যে মুক্তা জন্মে অতিশয় ॥
নান্দিমুখী প্রতি সবে কহয়ে প্রত্যেকে।
নিজ জন্ম কারণ মুক্তাদি ব্যতিরেকে ॥
মৃত্তিকাতে মুক্তোৎপত্তি এইত কথন।
কিরূপে সম্ভব হয় কহ সে কারণ ॥
নান্দি কহে এই ব্রজভূমি স্বাভাবিক।
ঈদৃশ প্রভাব যাতে জন্মে মুক্তাদিক ॥
এ নিশ্চয় নানাবিধ রত্নের জননী।
ভগবতী পাদপদ্ম নিকটেতে শুনি ॥
সেইমত এ ভূমির অনুভব হয়।
সাক্ষাতে দেখিয়া তাহা মানিয়ে নিশ্চয় ॥
হিরণ্ময় মহীরুহ যাহা অতিশয়।
জাত জায়মান দুই প্রকার যে হয় ॥
ব্রজমৌক্তিক প্রকার কোরক যে হয়।
পদ্মরাগ আদি নানা ফলাদিকময় ॥
যাহাতে প্রবাল মণি নূতন পল্লব।
মরকত মণিপত্র অত্যন্ত সৌষ্ঠব ॥

তথাহি।

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং ব্রজমৌক্তিক।
প্রকরকোরকং কমলরাগ নানা ফলমিত্যাদি ॥

অতএব এ ভূমি রোপিত মুক্তাফল।
চিত্র নহে জন্মিবেক ফলিবে সকল ॥
অবশ্য তোমরা অতি যতন করিয়া।
মুক্তাখেতি আরম্ভ সকলে কর গিয়া ॥
কৃষ্ণ মুক্তাখেতি হৈতে উৎকর্ষ করিবা।
সুরভীর নবনীতে প্রত্যহ সেঁচিবা ॥
ইথে ততোধিক মুক্তা ফলোত্তমগণ।
সকলে অনেক লভ্য হৈল বিজ্ঞাপন ॥

এইমত নান্দিমুখী বচন মাধুরী।
সসন্তোষ শ্লাঘাযুক্ত সবে পান করি॥
প্রত্যয় করিয়া সব ব্রজাঙ্গনাগণ।
তাঁরে আলিঙ্গিয়া কৈল স্বস্থানে গমন॥
স্পর্দ্ধাযুক্ত হ'য়ে কৃষ্ণজয়ের কারণ।
সমুচিত বেতন যে দেন দুই গুণ॥
কর্ম্মকারগণে আনি গোরস প্রদানে।
যূথে যূথে কেদারিকা করি স্থানে স্থানে॥
গৃহ মধ্যে মুক্তা অগ্রথিত যত পাইল।
গ্রন্থিতাঙ্গ ভূষা রূপে যতেক আছিল॥
যথাযোগ্য অলঙ্কারে অল্প রাখিয়া।
অঙ্গের যতেক মুক্তা সব উতারিয়া॥
গৃহমধ্যে অবশিষ্ট মুক্তা না রাখিল।
কেদারিকা মধ্যে সব রোপণ করিল॥
প্রত্যাবধি তিন সন্ধ্যা দুগ্ধ নবনীতে।
সেচিতে আরম্ভ কৈল সুরভীর ঘৃতে॥
তাসবার মুক্তা কৃষিকরণ দেখিয়া।
আশ্চর্য্য চিত্তেতে অতি মুক্তা লোভাইয়া॥
চন্দ্রাবলী প্রভৃতি যতেক গোপনারী।
ততোধিক কেদারিকা স্থানে স্থানে ফিরি॥
কেহ গৃহ মধ্যে এক মুক্তা না রাখিল।
সমস্ত মুকুতা সবে রোপণ করিল॥
সুরভির নবনীতে দুগ্ধাদিক দিয়া।
প্রত্যহ সেচন করে দ্বিগুণ করিয়া॥
তবে কতদিনে নিজ কেদারিকা যত।
হিংসা লতাঙ্কুর দেখি অন্তরে লজ্জিত॥
তারা ছল করি কৃষ্ণ প্রিয় সখাগণে।
পরিহাস করিতে লাগিল হর্ষ মনে॥
একদিন নিজ নিজ গৃহে গোপ সব।
সবৃত্তি লঘুতা মতে করি অনুভব॥
গোরসের অতি ব্যয় না রহে খাইতে।
দেহ গেহ মধ্যে মুক্তা না পায় দেখিতে॥
বিস্ময় হইয়া সবে কারণ পুছয়।
সে কথা শুনিয়া বৃদ্ধ গোপ গোপী কয়॥
বধূ সব কৃষক দ্বারায় কৃষি কৈল।
গৃহমুক্তা লৈয়া সব তাহাতে রোপিল॥
মুক্তা কেদারিকার নিকটে বহু হয়।
অচিরে অনেক লাভ হইবে নিশ্চয়॥
যেন কৃষ্ণ কেদারিকা মাঝে মুক্তা সব।
সাক্ষাতে দেখিলে রাজমহিষী দুর্ল্লভ॥
গোপ সব এ বচন বৃদ্ধা মুখে শুনি।
না কহিল কিছু মনে ভাবি হৈলা মৌনী
শ্রীরাধিকা বিশাখাদি সহিতে আসিয়া।
নিজ কেদারিকা জাতাঙ্কুর নিরখিয়া॥
নিজ নিজ মনে কিছু চিন্তিতা সর্ব্বদা।
অন্যোন্যে নিভৃতে কহিলেন এই কথা॥
কৃষ্ণ কেদারিকা মাঝে অঙ্কুর যেমন।
দেখিয়াছি এ অঙ্কুর না দেখি তেমন॥
সাক্ষাৎ না জানি কিবা হইবে পশ্চাতে।
চিন্তে কৃষ্ণ বয়স্যের দৃষ্টি নিবারিতে॥
ছল করি সুন্দর বন্ধানে বান্ধ আড়ে।
এত বিচারিয়া সবে চারিদিকে বেড়ে॥
তবে আর কতদিনে রাধিকাদি করি।
সম্বাদ পাইল চন্দ্রাবলীর কেয়ারি॥
তার মধ্যে কণ্টকাদি চিহ্ন যে অঙ্কুর।
নিজ রূপে প্রকাশিত হইল প্রচুর॥
গোপিকার কেয়ারিতে হিংস্র লতা জাতা
সকল গোকুলে এই কথা হৈল খ্যাতা॥
একথা শুনিয়া কৃষ্ণ বয়স্যের দ্বারে।
গান্ধর্ব্বিগোষ্ঠিতে কহে সোল্লুণ্ঠ প্রকারে॥
শুনিলাম তোসবার কেদারিতে অতি।
নানাবিধ মুক্তা ফল হইল উৎপত্তি॥
আমি সকলের অতি সুস্নিগ্ধ বয়স্য।
আমারে প্রথম ফল দিবা যে অবশ্য॥
তবে তারা কহে কৃষি করিতাম যবে।
সব গোষ্ঠ স্থান মুক্তাময় হৈত তবে॥
এত শুনি কৃষ্ণ অতি সকৌতুক মনে।
মুক্তামালা পরাইল সব পশুগণে॥
বৎস সহ গাভীগণ মহিষাদি আর।
অজা মেষ মর্কটাদি যতেক প্রকার॥
মুক্তা বিভূষিত হৈয়া ভ্রমে বৃন্দাবনে।
দেখি সব গোপীগণ লজ্জা পাইল মনে॥

স্বভূষণ বিনে আর বহু ধন নাশে।
কি যুক্তি করিব গোপীগণে হৈল ত্রাসে॥
এ কথা কহিয়া সবে রোষযুক্তা হৈয়া।
নান্দিমুখী স্থানে শীঘ্র গমন করিয়া॥
সুবিধান কথন পূর্ব্বক বহুমতে।
ভৎ‍র্সনা করিয়া নান্দি লাগিল কহিতে॥
গোপীগণ শুন সব তব দিব্য করি।
আমি তোসবার সর্ব্বথায় না প্রতারি॥
কিন্তু আপনার নাশ করিল নির্দ্ধারে।
সবে কহে কপটিনী কেমন প্রকারে॥
নান্দি কহে তোমরা অত্যন্ত গর্ব্বা যাতে।
ঢক্কার বাদ্যবৎ কোলাহল প্রপঞ্চিতে॥
বয়স্য সহিত কৃষ্ণ শ্রবণকুহরে।
সুগোচর করি মুক্তা রোপিল কেদারে॥
কোন কেদারিকা মধ্যে জনেক প্রহরী।
কেহ না রাখিল অতিশয় গর্ব্ব করি॥
সবে কহে যদ্যপি প্রহরী না রাখিল।
ইহাতেই মুক্তাভূমে হিংস্রলতা হৈল॥
সরোষ হইয়া নান্দী কহয়ে বচন।
যে হইল শুন সুচতুরা রামাগণ॥
তোমা সবাকারে কৃষ্ণজয়ের লাগিয়া।
অভীষ্ট মিষ্টান্ন দানে সুষ্ঠু লোভাইয়া॥
ধূর্ত্ত গুরু কৃষ্ণ তোমা সবার নাগর।
তাহার প্রেরিত লোভী সে মধুমঙ্গল॥
ভণ্ড অতি নিবন্ধনে চিনিয়া চিনিয়া।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ যত অঙ্কুর দেখিয়া॥
সব মুক্তাঙ্কুর লৈয়া নিঃশেষ করিয়া।
তথা তথা হিংসালতা কদম্ব রোপিয়া॥
পৃথক্ পৃথক্ এক নিজ কেদারিতে।
প্রযত্ন হইয়া কৈল অঙ্কুর রোপিতে॥
কতক অঙ্কুর লৈয়া অন্যত্র ফেলিল।
সুকুমার মুক্তাঙ্কুর শুকাইয়া গেল॥
তৈছে চন্দ্রাবল্যাদির মুক্তাঙ্কুর নিল।
কালিন্দী গভীর জলে নিঃক্ষেপ করিল॥
এই কথা আমিহ জানিয়ে ভালরূপে।
এত শুনি সব গোপী কহে করি কোপে॥

অয়ি কূট সুনাটক নটক প্রকটন।
এই কার্য্য নিন্দা মহানান্দির গণন॥
অতি ভণ্ড মধুমঙ্গলের গুরু প্রায়ে।
মহা যে সতীত্বে তুমি এমনি নিশ্চয়ে॥
অয়ি ব্রজখ্যাত শঠ নটের সহিতে।
নাট্য যোগ্যতার প্রিয়তম নটীরীতে॥
অয়ি কলিযুগ তপস্বিনী থাক থাক।
এইত আক্ষেপ করি ধূলায় ভ্রূচাপ॥
নিজ গৃহে আসি পুনঃ পুনঃ সেই কথা।
বিচার করেন তাতে শ্রেষ্ঠা যে সর্ব্বথা॥
রাধিকা কহেন কথা শুন সব সখী।
মোসবারে প্রতারণা কৈল নান্দিমুখী॥
কিবা সেই ধূর্ত্ত তৈছে করিল নিশ্চয়।
এক্ষণে বিচারে আর কিবা লভ্য হয়॥
তাসবা হইতে ভয় তার দূর যায়।
চাহিবার উদ্যমে যদ্যপি মুক্তা পায়॥
যৈছে মুক্তা কৃষি মধ্যে রোপণ করিল।
তৈছে মুক্তা বৃন্দাবনে দুর্ল্লভ হইল॥
কিন্তু কৃষ্ণ স্থানে মুক্তা মূল্য প্রকরণে।
যেমতে মিলয়ে তাহা করহ চিন্তনে॥
তবে সব গোপীগণে ভাবিয়া কহয়।
চন্দ্রমুখী অত্যন্ত চতুরা সুনিশ্চয়॥
প্রচুর সুবর্ণ লঞা মূল্য প্রকরণে।
মুক্তা আন কৃষ্ণস্থানে মূল্য বিধারণে॥
তবে চন্দ্রমুখী কহে তাসবার প্রতি।
মোসবারে কৃষ্ণ অতি রুষ্ট যে সংপ্রতি॥
তাহার নিকটে আমি একাকী যাইতে।
সমর্থ না হই ইহা কহিল নিশ্চিতে॥
কাঞ্চনলতারে দেহ আমার সংহতি।
এ কথা শুনিয়া হৈল সবার সম্মতি॥
অনেক সুবর্ণ তবে করিয়া গ্রহণ।
মুক্তাবাটী সমীপে করিল আগমন॥
সেই স্থান-অধিকারী হয়েন সুবল।
কৃষ্ণ সহ নিষ্ঠাকার্য্য অতি সুকৌশল॥
তারে দেখি চন্দ্রমুখী মধুর বচনে।
কহিতে লাগিল কথা মুক্তার কারণে॥

শুনহ সুবলচন্দ্র মোসবার বোল।
অন্যত্রে তোমরা বেচিতেছ মুক্তাফল ॥
তস্মাৎ এ সব শুদ্ধ সুবর্ণ লইয়া।
মুক্তা দেহ সমুচিত মূল্য যে করিয়া ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র কহে হাস্য প্রকাশিয়া।
সেই গর্ব্বে নানাবিধ প্রার্থিত হইয়া ॥
মোরে নাহি দিলে কেহ মুক্তা যে একটী।
সেচিতে না দিলা দুগ্ধ মোর মুক্তা বাটী ॥
আমরা বরঞ্চ মুক্তা কালিন্দীর মাঝে।
প্রক্ষেপ করিব সেহো হৈবে ভাল কাজে ॥
যদ্যপি স্বগৃহের সর্ব্বস্ব পণ করি।
মাগহ মৌক্তিকবৃন্দ অপকৃষ্ট হেরি ॥
তথাপিহ এক মুক্তা না দিব সর্ব্বথা।
তৎপর কাঞ্চনলতা কহিলেন কথা ॥
গুর্ব্বাদি গঞ্জনা হৈতে যদি ভয় নহে।
তবে কদর্থনা বাক্য এমত সে সহে ॥
মথুরাতে হট্ট প্রসারিত মুক্তাগণ।
দূর হ'য়ে তেঞি এথা করিয়ে প্রার্থন ॥
তস্মাৎ সুবল ইথে মধ্যস্থ হইয়া।
আপনে সমাধা কর দুই দিগ চাঞা ॥
অন্যত্রিক মূল্য হৈতে আমরা বিশেষ।
মূল্য দিব এই কথা কহিলাম শেষ ॥
তবে সে বচন শুনি কৃষ্ণ হাসি কয়।
যে হৌক স্বভাব মোর সুকোমল হয় ॥
তোমা সবার মত কাঠিন্যতা করিবার।
না পারিয়ে না দিয়ে বা কি করিব আর ॥
কিন্তু মুক্তার্থিনী যত তাহা সবাকার।
তোমা দুহাঁ হৈতে মূল্য না হবে নির্দ্ধার ॥
তবে দোঁহে কহে মূল্য কেন না হইবে।
কৃষ্ণ কহে কহ যে বিশেষ মূল্য তবে ॥
শুনি চন্দ্রমুখী তবে ঈষৎ হাসিয়া।
কাঞ্চনলতারে অবলোকন করিয়া ॥
সলজ্জায় কাঞ্চনলতা সুবলেরে কয়।
কহ সখে সুবল আপনে সুনিশ্চয় ॥
মধ্যস্থ হইয়া আপনে সুপ্রকারে।
যশোভাগ্য তবেত করহ অঙ্গীকারে ॥

এত শুনি কৃষ্ণ প্রতি সুবল কহয়ে।
বহুমূল্য কহ তুমি রহস্য সে হ'য়ে ॥
তাতে কার্য্য নাহি নিজাভীষ্ট মূল্য কহ।
আপনেই কেন বা আগ্রহ না করহ ॥
তবে কৃষ্ণ কহে সখে শুনহ সুবল।
চন্দ্রমুখীর অভিপ্রায় বুঝিল সকল ॥
মুক্তাফল হইতে কাঞ্চনলতা লৈয়া।
বিচার অলেহ মূল্য কল্পনা করিয়া ॥
রাধিকাদি সখী সব নিশ্চয় করিয়া।
চন্দ্রমুখী সঙ্গে ইহা দিল পাঠাইয়া ॥
কিন্তু শুন কহি স্বর্ণসঞ্চয় হইতে।
মুক্তার অধিক মূল্য প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥
তস্মাৎ কহিয়ে একা কাঞ্চনলতায়।
সকলের মুক্তামূল্য প্রাপ্তি নাহি হয় ॥
ইহার হৃদয়ে পূর্ণ সংপুটে যে ফল।
দুই মাঝে চিন্তামণি থাকয়ে সকল ॥
চন্দ্রমুখী ইহা যদি কহে নেত্রদ্বারে।
তথাপিহ মুক্তা আমি না পারি দিবারে ॥
বৈকুণ্ঠনাথের কৌস্তুভ পরার্দ্ধ হইতে।
মোর এক ফল পরম পরার্দ্ধ যাহাতে ॥
এত শুনি ভ্রূভঙ্গেতে কৃষ্ণেরে হেরয়।
রোষযুক্তা হইয়া কাঞ্চনলতা কয় ॥
বুঝাইল চন্দ্রমুখী কহিল তখনে।
সে ধূর্ত্ত নিকটে না করিব আগমনে ॥
তথাপিহ তুমি অতি আগ্রহ করিয়া।
কদর্থিলে মোরে কৃষ্ণ নিকটে লইয়া ॥
মুক্তাফল গ্রহণ করিয়া আইস তুমি।
অতঃপর এথা হৈতে চলিতেছি আমি ॥
চন্দ্রমুখী কহে সখি কাঞ্চনলতিকে।
সত্য কহ গমন করিব পরতেকে ॥
আমি একাকিনী মুক্তা মূল্যের নির্ণয়।
কিরূপে হইবে এথা স্থিতি যুক্ত নয় ॥
এক যোগ নির্দ্দিষ্ট যতেক জন হয়।
একেতে প্রবৃত্তি কিবা নিবৃত্তি যে হয় ॥
এতেক বিচারি দোঁহে গমন উন্মুখী।
সুবলের প্রতি কৃষ্ণ কহে তাহা দেখি ॥

তখনে কহিনু আমি এ দোঁহা হইতে।
সকলের মুক্তা-মূল্য না হবে নিষ্কৃতে ॥
শুনিয়া সুবল হুঁহার নিকটে আসিয়া।
কৃষ্ণ অভিমত কথা কহে আশ্বাসিয়া ॥
সখী চন্দ্রমুখী মুক্তা-মূল্যের বিষয়।
বয়স্যের আগ্রহ দেখি যে অতিশয় ॥
প্রিয়সখী রাধা ললিতাদি সঙ্গে লইয়া।
সকলেই এই স্থানে গমন করিয়া ॥
সাক্ষাতেই সমুচিত মূল্য কৃষ্ণে দিয়া।
নিজেপ্সিত মুক্তাফল লবেন দেখিয়া ॥
তাতে আমি সকলের মধ্যস্থ হইয়া।
সাচব্য করিব মূল্য নিশ্চয় করিয়া ॥
শুনি চন্দ্রমুখী সে কাঞ্চনলতা সনে।
রাধিকা নিকটে শীঘ্র করিল গমনে ॥
রোষপ্রায় হৈয়া সব বৃত্তান্ত কথন।
আরম্ভ করিল দোঁহে শুন সর্ব্বজন ॥
তারপরে রাধা সঙ্গে ললিতাদিগণ।
মুক্তাবাটী প্রান্তে সবে করিল গমন ॥
চন্দ্রমুখী দ্বারে সুবলেরে বোলাইলা।
শুনিয়া সুবল তথা আগমন কৈলা ॥
তারে কহে বয়স্য সুবল প্রিয় অতি।
নিরঙ্কুশ স্নেহ তোমার মোসবার প্রতি।
অতএব আপনে বিধান কর হেন।
সমুচিত মূল্যে মোরা মুক্তা লভি যেন ॥
রাধিকা কহেন মোর আগমন এথা।
কৃষ্ণ যেন শুনিবারে না পান সর্ব্বথা ॥
এত কহি রাই অতি সত্বর হইয়া।
দীপকুঞ্জ ভিতরে রহিলা লুকাইয়া ॥
নিগূঢ়ে রহিল অন্য কেহ না জানয়।
নিকটেই রহি সব বৃত্তান্ত শুনয় ॥
তবে সুবল আসি কৃষ্ণে সংবাদ কহিল
ললিতাদি সখী কৃষ্ণ নিকটে আইল ॥
তাসবার প্রতি কৃষ্ণ করে নিরীক্ষণে।
কহেন রাইরে কেনে না দেখি এখানে।
কৃষ্ণের এ কথা শুনি সখী সুপ্রসিদ্ধা।
তাহার উত্তর কিছু কহে তুঙ্গবিদ্যা ॥

ব্রজ নব যুবরাজ শুন রাইর কথা।
সপ্রণয় হইয়া আর্য্যা জটিল সর্ব্বথা ॥
কার গৃহে কোন কার্য্য বিশেষ কারণে।
রাইরে রাখিলা তিহোঁ আছেন সেখানে ॥
শ্রীমধুমঙ্গল আইল এই অবসরে।
ইঙ্গিতেই জানাইল রাই সমাচারে ॥
নিজ সন্নিকটে রাই আছেন জানিয়া।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া ॥
তুঙ্গবিদ্যা শুন কহি মুক্তা লইবারে।
রাই-ইচ্ছা নাহি ইহা বুঝিল বিচারে ॥
তবে তুঙ্গবিদ্যা কহে কৃষ্ণের অগ্রেতে।
তার মুক্তা-মূল্য কি আমরা নারি দিতে ॥
তবে কৃষ্ণ কহে তারে জানিছ কারণে।
রাইর সদৃশী কেহ আছয়ে এখানে ॥
বিশাখার রাধা আর রাধার বিশাখা।
তস্মাৎ তাহার মূল্য দিবেন বিশাখা ॥
জানিলাম তাঁর প্রতি কি আগ্রহ আর।
কিন্তু শুন এক কথা কহি যেই সার ॥
আপনে আসিয়া না লইবে যেই জন।
শত গুণ মূল্যে মুক্তা দিব সাধারণ ॥
এই কথা মোর অতি সুদৃঢ় যে হয়।
তারপর সুবলের প্রতি কিছু কয় ॥
শুন সখে অতি যে অপূর্ব্ব মুক্তাগণ।
সম্পূর্ণ সম্পূট আনি কর প্রসারণ ॥
সব ছোট মুক্তাফল সকল বিলাঞা।
পূর্ব্বকৃত তৎকার্পণ্য গণনা করিয়া ॥
প্রথমে রাইর লাগি বিশাখারে দেহ।
তার স্থানে সেই মুক্তামূল্য বুঝি লহ ॥
যদ্যপি প্রস্তুত মূল্য না পারেন দিতে।
তবে তদ্ভিন্ন এহ জানিয়া তুরিতে ॥
পুষ্পচোরি গোপকন্যাগণ যাহাঁ আছে।
সে মাধুরী কুঞ্জকারায় রাখ তাঁর কাছে
এ কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল কহয়।
শুন প্রাণপ্রিয় সখা কহিয়ে নিশ্চয় ॥
নিরোধেহ স্ফুট সবে পলায়ন বিদ্যা।
অধ্যাপনা করিয়াছে অত্যন্ত প্রসিদ্ধা ॥

তবে কৃষ্ণ কহে সখে আমিহ এ কথা।
নির্দ্ধার জানিয়ে তাতে অতি সুচিন্তিতা॥
যদ্যপিহ পরস্ত্রীমা স্পর্শন কারণে।
লজ্জা মোসবার অতি অযোগ্য স্বপনে॥
তথাপি করিতে শাস্ত্রবচন আছয়।
স্বকার্য্য উদ্ধারে সেই পণ্ডিত যে হয়॥
সর্ব্ব প্রসিদ্ধ গরীয়ান বাক্য এই হয়।
আহারে ব্যবহারে লজ্জা ত্যজিবে নিশ্চয়॥

তথাহি।
স্বকার্য্যমুদ্ধরেৎ প্রাজ্ঞ কার্য্যধ্বংসে চ মূর্খতা।
আহারে ব্যবহারে চ ত্যক্তলজ্জা সদা ভবেদিতি॥

কুর্ব্বন্নপিবিগর্হিত মিতি চ।
সংহিতা-বচন বল হৈতে ইহা করি।
কুঞ্জের কারামধ্যে বিশাখাও প্রহরী॥
হইয়া সমস্ত রাত্রি করে জাগরণে।
নিরন্তর বসি রহি এ কথা শ্রবণে॥
সুবল সোদ্বিগ্ন প্রায় হঞা কহে কথা।
পুরুষ উত্তম প্রিয় বয়স্য সর্ব্বথা॥
প্রিয়সখী বিশাখিকা এমত সঙ্কটে।
কতকাল থাকিবেন শুনি প্রাণ ফাটে॥
তবে কৃষ্ণ কহে অতি রহস্য বচনে।
বিশাখারে রাখি আমি এইত কারণে॥
রাধিকা সকল দ্রব্য পাঠান এখানে।
কিম্বা কত দ্রব্য লৈয়া করি আগমনে॥
স্নেহের কারণে বিশাখারে ছাড়াইয়া।
এরূপে আপনে এথা নিরুদ্ধ থাকিয়া॥
অবশিষ্ট মূল্য দ্রব্য আনিবার তরে।
যাবৎ পাঠাঞা নাহি দেন বিশাখারে॥
তাবৎ ইহারে এথা হৈবে অবস্থিতি।
এত শুনি কহে মধুমঙ্গল সে কৃতি॥
শুন সখে এ গোষ্ঠি প্রধানা যত জনা।
সর্ব্ব গোপী হৈতে সর্ব্বমতে বিচক্ষণা॥
বিশেষতঃ গব্যবাটী স্নানাদিক স্থানে।
অত্যন্ত নিপুণা করিবারে পলায়নে॥
আমরা সকলে পুনঃ পুনঃ যে প্রত্যক্ষে।
করিয়াছি তাহে জানি পলাইতে দক্ষে॥

তোমাকে সতত দেখি উদ্ঘূর্ণার প্রায়।
তাহাতে আমার অতি শঙ্কা উপজায়॥
তবে হাস্য নিবারিয়া কৃষ্ণ কহে কথা।
শুন সখে এ চিন্তা কারণ মাত্র বৃথা॥
তা সবা নিকটে মোর ঘূর্ণা না জন্ময়।
নিশ্চয় যদি বা ঘূর্ণা আসি মোর হয়॥
তবে যে করিবা তার শুন বিবরণ।
ঘূর্ণাতে অধৈর্য্য হঞা করিব শয়ন॥
প্রথমেই মস্তকের ধারণ কারণে।
বিশাখার বামভুজ করিব সিথানে॥
তার বক্ষে বিরাজিত পীত পট্টাম্বর।
তাহার উপরি ধরি নিজ বাম কর॥
এত মত মুক্তাফল নিমিত্ত বিশেষে।
বাকবাক্য বিলাস করিব সমুল্লাসে॥
যেন সুখে জাগরণে সমস্ত রজনী।
এ চারি প্রহর শীঘ্র যায়েন আপনি॥
অথবা আমার উরু ঘন অন্ধকারে।
প্রবেশ করাঞা বিষম কারাগারে॥
তার পার্শ্বদ্বয়ে দুই ভুজার্গল দিয়া।
অত্যন্ত সুদৃঢ় করি রোধন করিয়া॥
নিঃশঙ্কে করিব সুখে শয়ন বিলাস।
শুনি লজ্জায় নম্রমানা মনে পাঞা ত্রাস॥
রাধিকা সে কুঞ্জ হৈতে উচ্চগ্রীবা করি।
নিজ সখী সব আর বিশাখারে হেরি॥
মনে মনে কহে কথা অতি সঙ্গোপনে।
চন্দ্রাবলী কেলি মৃগী থাকহ এখানে॥
অথবা সুবলে কহে শুন প্রিয়সখা।
সবাকারে দেহ মুক্তা মূল্য করি লেখা॥
ঘরে গিয়া মুক্তামূল্য দিব পাঠাইয়া।
না দিলে কহিব সবার পতি আগে গিয়া॥
শুনি ক্রোধ করি কহে সে মধুমঙ্গল।
শুনরে সুবল তুই নামেতে সুবল॥
পুরুষ হইয়া যেন অবলা প্রকৃতি।
শুনিতেছি পুনঃ পুনঃ কহিছ সংপ্রতি॥
এসকল অবলার বচন ফুৎকারে।
কহিতে করিছ ইচ্ছা সবার ভর্ত্তারে॥

সহজেই হয় ভীত স্বভাব তোমার।
অতএব কব কথা উচিত তাহার ॥
তস্মাৎ এখানে তুমি করহ বিশ্রাম।
বিজয়াদি সেনা লঞা করিয়া সংগ্রাম ॥
বলে সবার পতি গরু মহিষাদি যত।
বেচিয়া আনিব এ আমার অভিমত ॥
বান্ধিয়া রাখিব সব নন্দীশ্বরপুরে।
কাহার যোগ্যতা কেবা কি বলিতে পারে ॥
তবে তাহা সব গোপী আপনি আসিয়া।
আপন আপন মুক্তামূল্য দ্রব্য দিয়া ॥
নিজ নিজ পতি গরু মহিষাদিগণ।
মুক্ত করি নিজ গৃহে করিবে গমন ॥
এ কথা শ্রবণে কৃষ্ণ অতি দুঃখ পাঞা।
মধুমঙ্গলেরে কহে মধুর ভাষিয়া ॥
শুন প্রিয়সখা মোর নিশ্চয় বচন।
এমত মন্ত্রণা তুমি কর কি কারণ ॥
ব্রজবাসী মাত্র পুলিন্দ্যাদি যত হয়।
প্রিয় হৈতে প্রিয় মোর জানিহ নিশ্চয় ॥
এ সকল গোপ গোপী গোত্র ভিন্ন নয়।
যৈছে আমি তৈছে সবে অতি সুনিশ্চয় ॥
তস্মাৎ এমত কথা না হয় উচিত।
আমারে সুন্দর লাগে সুবল ভাষিত ॥
তথাপি কহিয়ে কিছু কর অবধান।
না করিব মিত্র সহ আদান প্রদান ॥
আদান প্রদানে রস রক্ষা নাহি হয়।
তেকারণে স্মৃতিবাক্য নিষেধ আছয় ॥

তথাহি।

নৈবাদানং প্রদানং হি মিত্রৈঃ সহ বিভন্নতে।
কৃতে প্রীত্যা ভবেল্লোপঃ কলহস্তদনন্তরং ॥

অতঃপর যার যে প্রস্তুত মূল্য হয়।
তাহা দিয়ে মুক্তা লয়েন কহিল নিশ্চয়
এত শুনি সবে ক্রোধে সুবলেরে দেখি
কহিতে লাগিল ঘূর্ণানেত্রে শুষ্কমুখী ॥
শুনহ সুবল কুটিলের পরাৎপর।
মোসবার বিড়ম্বন করহ তৎপর ॥
মোসবা আনিলে মাত্র বিড়ম্বন কার্য্যে।
মুক্তা ব্যবসায়ে মিলি সবে কর রাজ্যে ॥
অতঃপর সবে মোরা যাই এথা হৈতে।
কহিয়া লাগিল সবে গমন করিতে ॥
তা সবা নিকটে সুবল গমন করিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু সৌহার্দ্য ব্যঞ্জিয়া ॥
ধীরে ধীরে কহে সুবল শুনহ ললিতে।
আদান প্রদান ব্যবহার সুনিশ্চিতে ॥
স্নেহ ভঙ্গকারী এই ভয়ের কারণে।
প্রিয়সখা কৃষ্ণ মুক্তা না দেন এমনে ॥
নির্ণয় করণ প্রস্তুত বিত্তলাভ বিনে।
না দিবেন বুঝিলাম সকল বিধানে ॥
অতএব কৃষ্ণ স্থানে করিয়ে গমন।
মুক্তার যথার্থ মূল্য কর নিরূপণ ॥
পশ্চাতে চিন্তিহ মূল্য দানের উপায়।
এত কহি কৃষ্ণের নিকটে লৈয়া যায় ॥
সুবল যাইয়া কৃষ্ণ প্রতি কহে কথা।
কৌতুক ছাড়িয়া কহ মূল্য হয় যথা ॥
সুবলের প্রতি কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বচন।
কহ কার মুক্তা-মূল্য করিব প্রথম ॥
তিহোঁ কহে সকলের প্রধান ললিতা।
যে মুক্তা লয়েন তার বহু মূল্য কথা ॥
হাসিয়া কহেন কৃষ্ণ মূল্য নিরূপণ।
রসিকশেখর যাতে রস উদ্দীপন ॥
মুক্তামূল্য যে যে কথা পণ ব্যবহার।
শুনিতে আশ্চর্য্য কথা অনন্ত অপার ॥
প্রিয় নর্ম্ম বিদূষক সখা সঙ্গে করি।
আপনে আছেন মুক্তা প্রসারণ করি ॥
তার পরে নানা হাস পরিহাস কথা।
মুক্তা কেনাবেচা ছলে রহস্য সর্ব্বথা ॥
তার পরে কত কথা কতেক বিচার।
মিশ্র পণ্ডিতাদি শব্দে অর্থ পরচার ॥
তার পরে সবে মেলি মন্ত্রণা করিয়া।
রাধিকার বৃন্দাবন নির্দ্ধার মানিয়া ॥
কৃষ্ণ স্থানে মুক্তাবাটীর মাগে রাজকর।
যাহাতে হইল কথা বিচার বিস্তর ॥

বৃন্দাবন লাগিয়া দোঁহার হৈল ন্যায়।
সখা কৃষ্ণদিগে সখী রাধার সহায় ॥
তবে বৃন্দা নান্দিমুখী তার অনুগত।
সকলে একত্র হৈল সভাসদ মত ॥
রাধার এ বৃন্দাবন কহে সখীগণে।
প্রসিদ্ধ যে স্মৃতিবাক্য কেবা নাহি জানে ॥
কৃষ্ণ-সখাগণ কহে কৃষ্ণবন হয়।
শ্রুতি সব এ বচন করিল নির্ণয় ॥
এ কথা বিচারে কত হাস পরিহাস।
কতেক প্রমাণ শাস্ত্রবচন প্রকাশ ॥
অত্যন্ত বিরোধ কেহ পরাভব নহে।
বৃন্দা নান্দিমুখী দোঁহে মধ্যস্থ হৈয়া কহে ॥
তথাপি নহিল কার জয় পরাজয়।
পুনঃ পুনঃ বিচার উঠিল অতিশয় ॥
তবে বৃন্দা বিচার চিন্তিয়া কিছু কয়।
রাধার সমান দেহ এই বন হয় ॥
তাতে কত শত কথা কৌতুক বিলাস।
রাধিকা স্বরূপ বন হইল প্রকাশ ॥
যত রস পরিহাস যত কথা হৈল।
সে অতি আশ্চর্য্য তাহা বর্ণন নহিল ॥
তবে রাই ছলে মিলিলে কৃষ্ণ সনে।
নানা ভাবোদগম কৃষ্ণের হইল তখনে ॥
তাঁর সঙ্গে রসকথা অতি সুবন্ধানে।
যত হৈল তার নহে সংখ্যানুকরণে ॥
মুক্তা কেনা বেচা খেলা সমুদ্রের মাঝে।
অতি নিমগন আত্মা যে দুহুঁ বিরাজে ॥
পরস্পর দোঁহে দোঁহা জয়াকাঙ্ক্ষী হয়ে।
সে রাধামাধব পদ বন্দন করিয়ে ॥

তথাহি।

ক্রয়বিক্রয় খেলাঢ্যৌ মুক্তানামর্জ্জিতাত্মনোঃ।
মিথোজয়ার্থিনো বন্দে রাধামাধবয়োর্যুগং ॥

এ সব আনন্দ বর্ণে শ্রীবাস গোসাঞি।
শ্রীরূপ গোসাঞির দ্বিতীয় যারে গাই ॥
মুঞি ক্ষুদ্র জীব ইহা মনের হুতাশে।
প্রসঙ্গে কহিয়ে মুক্তা চরিত্র প্রকাশে ॥
সংক্ষেপে কহিল নহে সম্যক্ লিখন।
এই অপরাধ ক্ষম বৈষ্ণবের গণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মাল্যহার কুণ্ডপ্রসঙ্গে মুক্তাচরিত্র বর্ণনং
নাম নবমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

দশম অধ্যায়ঃ।

হোলি খেলা ও শঙ্খচূড় বধ কথন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় করুণাসাগর
মোরে কৃপা কর প্রভু মো অতি পামর ॥
মাল্যহার কুণ্ডের কহিল বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
শ্রীকুণ্ড দক্ষিণে হয় মুখরার গ্রাম।
মুখরাই বলিয়া তাহার হয় নাম ॥
তাহার মধ্যেতে হয় মুখরার বাড়ী
বৃষভানু রাজার যে হয়েন শাশুড়ী ॥
রাধিকার মাতামহী কীর্ত্তিদাজননী।
পরম প্রসিদ্ধা তেহোঁ সর্ব্ব লোকে জানি

রাধিকার যূথে সখী যতেক আছয়
বড়াই বলিয়া তারে সকলেই কয় ॥
রাই প্রতি স্নেহ তাঁর হয় অতিশয়।
নিজ প্রাণাধিকা করি রাইরে জানয় ॥
কীর্ত্তিচন্দ্র আদি করি তাহার তনয়।
রাই প্রতি সকলের স্নেহ অতিশয় ॥
অত্যন্ত যতন করি সখীগণ সনে।
রাধিকারে মুখরা আপন গৃহে আনে ॥
সখীবর্গ সহ রাই তাঁহা বিলসয়।
তাহা দেখি মুখরার আনন্দ হৃদয় ॥
রাইরে মিলিতে কৃষ্ণ তার ঘরে আইসে
দুহুঁ শোভা দেখি তার আনন্দ বিশেষে
প্রথম মিলনে দোঁহার লোকের কারণ।
ভঙ্গীক্রমে রোষ প্রায় করে আচরণ ॥
রাধাকৃষ্ণ-সুখে সুখী হয় তার হিয়া।
বাহ্যে বক্র ব্যবহার লোকে দেখাইয়া ॥
দধ্যাদি বিক্রয় ছলে রাই লৈয়া যায়।
দানঘাটী পথে কৃষ্ণ সহিতে মিলায় ॥

তথাহি।

প্রথমরসবিলাসে হন্ত রোষেণ ভঙ্গ্যা,
প্রকটমিববিরোধং সংদধানাপিভঙ্গ্যা।
প্রবলয়তিসুখং যানবাযুনোঃস্বনপত্রোঃ
পরমিহমুখরা তাং মূর্দ্ধি বৃদ্ধা দহামি ॥

মুখরাই গ্রাম কথা কহিতে কথন।
মুখরার গুণ কিছু করিব বর্ণন ॥
শ্রীকুণ্ড নৈঋতে দক্ষিণাংশে গোবর্দ্ধন।
হরিদাস শ্রেষ্ঠ করি যাহার গণন ॥
ময়ুর আকৃতি তেহোঁ শ্যামবর্ণ ধরে।
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল অতি পরম সুন্দরে ॥
যেহোঁ রামকৃষ্ণ-চরণ স্পর্শন পাইয়া।
সর্ব্বমতে অন্তর্বাহ্যে আনন্দিত হৈয়া ॥
রামকৃষ্ণ দোঁহাকার গোগণের সঙ্গে।
সমান করয়ে সেবা নানারস রঙ্গে ॥
পানের কারণে পানীয়াদি সুনির্ঝরে।
গোগণ কারণে অতি সুযব সাঙ্গুরে ॥

বিহার কারণে অতি সুন্দর কন্দরে।
ভক্ষণ কারণে কন্দ মূল ফল ধরে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

হন্তায়মদ্রিরবলা হরিদাস বর্য্যো, যদ্রামকৃষ্ণচরণস্পর্শ প্রমোদঃ। মানং তনোতিসহ গোগণয়োস্তয়োর্যত্র-পানীয় সুযবশ কন্দর কন্দমূলৈঃ ॥

গোবর্দ্ধন বেড়ি আছে যে যে তীর্থগণ।
যে যে লীলাস্থলী ক্রমে করিব বর্ণন ॥
গোবর্দ্ধনের ঈশানে শ্রীরত্ন সিংহাসন।
তাঁহা বিলসয়ে রাধা কৃষ্ণ দুই জন ॥
শিব চতুর্দ্দশী পর পূর্ণিমার দিনে।
হুলির সময়ে কৃষ্ণ বিলসে সেখানে ॥
যেই রত্নসিংহাসন মস্তকে করিয়া।
শঙ্খচূড় পলাইল রাইরে লইয়া ॥
কৃষ্ণ তারে মারিয়া আনিল রাধিকারে।
সে রস আখ্যান কিছু কহি অল্পাক্ষরে ॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী বৃন্দারে মিলিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু চিন্তাযুক্তা হৈয়া ॥
মথুরানগর হৈতে মন্ত্রী চূড়ামণি।
পূর্ব্বে মোরে কহি পাঠাইল এক বাণী ॥
ভোজপতি কংস ভোজকুলের কালিমা।
অতিশয় দুষ্ট যেই হয় কালনিমা ॥
অরিষ্ট অসুর আর কেশিকে আনিয়া।
কহিল যে কথা অতি আদর করিয়া ॥
আমার বান্ধব অতি তোমা দুইজন।
অতএব শুন কিছু করিয়ে কথন ॥
কুমারী হারিকা পূতনাকে যে গোকুলে।
বালকে মারিল ইহা বলয়ে সকলে ॥
যাহা হৈতে মোর পরম আপদ সম্পদ।
তাহারে মারিয়া দোঁহে কর নিরাপদ ॥
আর যত কুমারিকা পূতনা আনিল।
সেইখানে আছে সব বিধানে জানিল ॥
সে গোকুল সম্প্রতি হৈয়াছে বৃন্দাবনে।
তত্ত্বোদ্ধার করহ তোমরা দুইজনে ॥
সেই কালে কেশী তত্ত্বে উদ্ধার করিয়া।
ব্রজ হৈতে সমাচার কহিলেক গিয়া ॥

তাহাতে রাইর বার্ত্তা কংস যে শুনিল।
গোকুল ঘেরিতে সে উদ্যত হৈয়াছিল ॥
এ কথা শুনিয়া বৃন্দা চিন্তাযুতা হৈয়া।
ভগবতী স্থানে জিজ্ঞাসয়ে বিশেষিয়া ॥
তবে তার পর আর কি কথা হইল।
শুনি দেবী বৃন্দা প্রতি কহিতে লাগিল ॥
অভিমন্যু সহ যে বিবাহ রাধিকার।
হইল অরিষ্ট গিয়া দিল সমাচার ॥
তাহাতে সম্প্রতি কংস নিবৃত্ত হইল।
সংবাদ শুনিয়া সে আশঙ্কা মোর গেল ॥
এখানে সে শঙ্খচূড় নাম আপনার।
সুহৃত্তম বন্ধুকে কহিল আরবার ॥
নন্দের গোকুলে ভাল কুমারী যে আছে।
তাহা আহরণ করি আন মোর কাছে ॥
পৌর্ণমাসী স্থানে যবে এ কথা শুনিল।
যথার্থ কহিছ চিন্তা বৃন্দা নিবেদিল ॥
ত্রিলোকীকে সন্তাপ দিতেছে সেই কংস
ঈশ্বর করেন তবে হইবেক ধ্বংস ॥
হেনকালে সম্ভ্রান্তা কুন্দলতা আইল।
আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ভগবতীরে কহিল ॥
ভগবতী কহে সে আশ্চর্য্য কিবা কহ।
কুন্দলতা কহে দেবী আশ্চর্য্য শুনহ ॥
গোবর্দ্ধন মল্লের মন্দির সন্নিকটে।
উদ্দীপ্ত কিরণাবলী দেখিল উদ্ভটে ॥
শুনি বৃন্দা ভগবতী প্রতি নিবেদয়।
চিন্তা না করিহ দেবী নাহি কিছু ভয় ॥
বুঝিলাম সূর্য্য রাধিকার আরাধনে।
বৃষভানু সহ সৌহৃত্বতা অনুক্রমে ॥
অনুরাগী হৈয়া রক্ষা করিতে রাইরে।
ব্রজপুরে আগমন করিল সত্বরে ॥
শুনি পৌর্ণমাসী বৃন্দা দেবীরে কহয়।
বুঝিলাম সেই সূর্য্য নহেত নিশ্চয় ॥
কিন্তু কংস পক্ষ কোন যক্ষ সেই হয়।
তবে কুন্দলতা ভগবতীরে কহয় ॥
পরম আশ্চর্য্য শোভা সেই যক্ষ নহে।
শুনি ভগবতী কুন্দলতা প্রতি কহে ॥
বুঝিলাম কৃত্রিম করিল সেই বেশ।
স্বাভাবিক নহে সেই অসুর বিশেষ ॥
তবে কুন্দলতা তাঁরে পুছিতে লাগিল।
কাঁহা হৈতে তোমার এ শঙ্কা উপজিল ॥
পৌর্ণমাসী কহে শঙ্খচূড়ামণি হৈতে।
বৃন্দা কহে যক্ষ মণি পাইল কিমতে ॥
পৌর্ণমাসী কহে সেই কুবের ভাণ্ডারী।
সকলের শ্রেষ্ঠ হয় মণি প্রাণ ধারি ॥
একথা শুনিয়া বৃন্দা লাগিল কহিতে।
আজি রবিবার সূর্য্য পূজন করিতে ॥
সখীগণ সঙ্গে পূজা সামগ্রী সহিতে।
তাঁহার মন্দিরে রাই যাইবে নিশ্চিতে ॥
অতএব তুমি তাঁরে করহ নিষেধ।
শঙ্খচূড় কথা শুনি মনে উঠে খেদ ॥
কুন্দলতা কহে বৃন্দে করি নিবেদন।
সূর্য্য পূজিবারে রাই গেলা এতক্ষণ ॥
তবে পৌর্ণমাসী কুন্দলতারে কহয়।
তুমি শীঘ্র যাহ কৃষ্ণ যেথানে আছয় ॥
উপায় করিয়া রাধিকার সন্নিধানে।
তাহারে আনিবে যেন কেহ নাহি জানে ॥
বৃন্দার সহিতে আমি করিয়ে গমন।
তাঁর সন্নিকটেতে আনিতে সঙ্কর্ষণ ॥
এত কহি ভগবতী বৃন্দা সহ গেল।
তাঁর আজ্ঞাক্রমে কুন্দলতাহ চলিল ॥
জটিলা ললিতা বিশাখিকা সখী সাথে।
বেষ্টিত হইয়া রাই আসিছেন পথে ॥
আপন হৃদয়ে রাই প্রবোধ করয়।
প্রিয় সন্দর্শন ইথে সুদুর্ল্লভ হয় ॥
কুন্দলতা কহে রাই ভালই হইল।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে তোমার দেখা পাইল ॥
রোষিয়া জটিলা কহে শুনহে চঞ্চলে।
রাই রাই করি কেনে কর কল কলে ॥
রাধা নাম শুনি কৃষ্ণ আসিবে তৎকাল।
ললিতা কহয়ে আর্য্যে কহিয়াছেন ভাল ॥
শুনিয়া জটিলা প্রীতে কহে ললিতারে।
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া আইসহ রাইরে ॥

আমি আগে যাই সূর্য্যমণ্ডপ লেপিতে।
কহিয়া জটিলা চলি গেলেন ত্বরিতে ॥
রাই কহে কুন্দলতা শুনহে বচন।
তোমাদের কৃষ্ণ সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
কোন্ স্থানে আছে কিবা কোথায় বিহরে।
জান যদি কহ কৈছে দেখিব তাহারে ॥
শুনি কুন্দলতা কহে শুন হে লোলুপে
রাত্রিদিনে বিলসহ তাঁহার সমীপে ॥
তথাপি উৎকণ্ঠা তাঁর দরশন আশে।
রাই কহে সখি দূর কর পরিহাসে ॥
তোমরা সকল নেত্রযুগল ভরিয়া।
পান কর সে আশ্চর্য্য রূপ যে অমিয়া ॥
অতিশয় ভাগ্য করিয়াছ জন্মান্তরে।
অতএব কেহ তাতে নিষেধ না করে ॥
মোরা জন্মান্তরে ভাগ্যলেশ না করিনু।
তেকারণে শুনি তেহোঁ দুর্ল্লভ হইনু ॥
শুনি কুন্দলতা কহে অমৃত সায়রে।
নিমগ্নয়ে তার এই তৃষ্ণা ব্যবহারে ॥
রাই কহে তুমি পর দুঃখ না জানহ।
সত্য এক কথা মোরে বিচারিয়া কহ ॥
সেই ধন্য মুহূর্ত্ত কি আমারে ঘটিব।
যাতে একক্ষণ আমি সে রূপ হেরিব ॥
অথবা না ঘটে যদি সে মুহূর্ত্ত ক্ষণ।
তবে সে দুর্ল্লভ অর্থে আশা অকারণ ॥
প্রসীদ প্রসীদ অয়ি সখি কুন্দলতে।
কৃপা কর তুমি কৃপা কর সুনিশ্চিতে ॥
শ্যামল সুন্দর কান্তি যেই নেত্রদ্বারে।
পান করে সেই ভাগ্যবন্ত সুনির্দ্ধারে ॥
অতি মন্দভাগিনী দুঃখিনী এই জনে।
কৃপাদৃষ্টি কর বাম নয়নের কোণে ॥
শুনি কুন্দলতা মনে চিন্তিতা হইল।
বাহ্য অসূয়ার প্রায় কহিতে লাগিল ॥
পরপুরুষেতে চিত্ত হরিল যাহার।
তার সহবাস যুক্ত না হয় আমার ॥
এত কহি কুন্দলতা ধাইয়া চলিল।
জটিলার স্থানে গিয়া কহিতে লাগিল ॥
শুন আর্য্য প্রথমেতে বিপ্র একজন।
পূজা লাগি কেনে না করিলে অন্বেষণ ॥
বৃদ্ধা কহে বাছা সত্য কহিলে বচন।
আপনেই বিপ্র এক আন বিলক্ষণ ॥
তোমার যে আজ্ঞা বলি কুন্দলতা গেল।
তবে রাই সখী সঙ্গে সেখানে আইল
ললিতা কহয়ে রাই দেখ বিলক্ষণ
সূর্য্যের মণ্ডপ আর্য্যে করিল লেপন ॥
তস্মাৎ প্রণাম কর সূর্য্যের চরণে।
প্রণমিয়া রাই বর মাগে তাঁর স্থানে ॥
শুন দেব তোমারে করিয়ে নিবেদন।
মোর যে অভীষ্ট শীঘ্র করহ পূরণ ॥
তার পর কুন্দলতা বটুর সহিতে।
বিপ্রবেশ ধরি কৃষ্ণ আসেন পশ্চাতে ॥
কত দূর হৈতে কৃষ্ণ রাইরে দেখিয়া।
কহিতে লাগিল মনে আনন্দ পাইয়া ॥

তথাহি।

বিহারসুরদীর্ঘিকা মম মনঃ করীন্দ্রস্য যা,
বিলোচন চকোরয়োঃ শরদমন্দচন্দ্রপ্রভা।
উরোঽম্বরতটস্য চাভরণচারুতারাবলী,
ময়োন্নত মনোরথৈরিয়মলম্ভি সা রাধিকা ॥

রাধিকাও দূরে হৈতে কৃষ্ণেরে দেখিয়া
বিশাখারে কহে মনে বিস্ময় পাইয়া ॥

তথাহি।

সহচরি নিরাতঙ্কঃ কোঽয়ং যুবা মুদিরদ্যুতি-
ব্রজ ভুবি কুত প্রাপ্তো মাদ্যন্মতঙ্গজবিভ্রম।
অহহ চটুলৈরুৎসর্পদ্ভির্দৃগঞ্চল তস্করৈর্মম-
ধৃতিধনং চেতঃ কোষাৎ বিলুণ্ঠয়তী হয় ॥

পুনঃ নিরক্ষিয়া কহে হা ধিক্ হা ধিক্
দেখহে ললিতে হৈল প্রমাদ অধিক ॥
ব্রহ্মচারী দেখি মোর হত যে হৃদয়।
বিক্ষোভিত হৈল কথা কহিল নিশ্চয় ॥
তস্মাৎ যে এই মহাপাপ প্রায়শ্চিত্তে।
প্রবেশ করিতে যুক্ত হয়ত অগ্নিতে ॥
ললিতা কহয়ে সখী সত্য এই কথা।
সুবর্ণ দর্শনে ভ্রম হয়ত সর্ব্বথা ॥

পুনঃ নিরখিয়া রাই ললিতারে কহে।
ব্রহ্মবেশ কৃষ্ণ এই ব্রহ্মচারী নহে ॥
নহিলে কি অন্য রূপ দর্শন করিয়া।
মোর অন্তরাত্মা শীঘ্র যায় দ্রব হৈয়া ॥
যেমত কুমুদবন্ধু কৌমুদী বিহনে।
শশধর মণি দ্রব না হয় কথনে ॥

তথাহি।

সহচরি হরিরে যে ব্রহ্মবেশ প্রপন্ন।
কিমযমিত রথামে বিদ্রব তাজন্তরাত্ম' ॥
শশধর মণি বেদিস্বেদধারাং প্রসূতেনকিল।
কুমুদবন্ধোঃ কৌমুদিমন্তরেণ ॥

বিশাখা কহয়ে সখি ভালই কহিলে।
ব্রহ্মবেশ মাধব যে নিশ্চয় জানিলে ॥
কুন্দলতা কহে আর্য্যে বিপ্র দুইজন।
এই দেখ সর্ব্ব শাস্ত্রে অতি বিচক্ষণ ॥
বটু কহে জটিলে শুনহ মোর কথা।
সূর্য্য পূজাদিতে আমি বিদগ্ধ সর্ব্বথা ॥
তস্মাৎ সকল খণ্ড লড্ডুকা প্রথমে।
মোর আগে আনি ধর পূজার বিধানে।
জটিলা কহয়ে ওরে চঞ্চল ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণ সহচর তুঞি বুঝিনু লক্ষণ ॥
তস্মাৎ যদ্যপি আপনার ভাল চাহ।
তৎকাল এথায় হৈতে তুমি চলি যাহ।
এই যে শ্যামলাকৃতি সুন্দর ব্রাহ্মণ।
বহুড়িকে সূর্য্য পূজাইবে বিলক্ষণ ॥
তবে ব্রহ্মচারী-বেশধারী সেই হরি।
জটিলেরে কহে কথা সম্বোধন করি ॥
গোপরাজ-পুত্র যে দুঃশীল অতিশয়।
যার কথা মথুরা নগরে সবে কয় ॥
এই বটু যদ্যপি তাহার সখা হয়।
তারে যে করিলে দূর অযুক্ত সে নয় ॥
জটিলা কহয়ে আর্য্যে করি নিবেদনে।
এইক্ষণে অর্ঘ্য দেহ মিহির পূজনে ॥
তবে কৃষ্ণ রাধিকারে অপাঙ্গ ঈক্ষণে।
আলিঙ্গন করি নাম করে জিজ্ঞাসনে ॥
লজ্জাযুতা হৈয়া রাই নাম না কহিল।
জটিলা কৃষ্ণের কর্ণে নাম শুনাইল ॥

শুনি কৃষ্ণ অতিশয় আশ্চর্য্য মানিল।
হরি হরি সেই পুণ্যবতী কি দেখিল ॥
তার যে ইহার পাতিব্রত্যে নিজ গুণ।
মথুরা নগরে সবে করয়ে কীর্ত্তন ॥
জটিলা কহয়ে একা বহুড়ি আমার।
গোকুলের কীর্ত্তি রাখিয়াছে সর্ব্বসার ॥
কৃষ্ণ কহে পতিব্রতে তাম্রকুণ্ড ধর।
সূর্য্যপূজা মন্ত্র কহি অবধান কর ॥
শুনি রাই তাম্রকুণ্ড গ্রহণ করিল।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র মন্ত্র কহিতে লাগিল ॥

তথাহি।

নিভৃত মরতিপুঞ্জ ভাজি রাধেহৃদধববর্দ্ধিতচাপলে-
চপলাক্ষি। চটুলরকুটানাং দৃগন্তলক্ষ্মীময়ি ক্ষণে-
ক্ষণমোনমঃ সমিত্রে ॥

শুনিয়া জটিলা কুন্দলতা প্রতি কহে।
কি বেদ পড়িল বটু শ্রুত সর্ব্ব নহে ॥
এ কথা শুনিয়া মধুমঙ্গল সে বটু।
অট্ট অট্ট হাসি কহে পরিহাস পটু ॥
আহীর বন্ধিয়া বুড়ী শুনহ বচন।
রী রী গান তোমরা বুঝহ বিলক্ষণ ॥
আমার দুরূহ অর্থ বেদের কে তুমি।
অতএব শুনহ যে কথা কহি আমি ॥
কুসুমে সুশাখার তৃতীয় বর্গ বেই।
তাহাতে ললনা সুখকরী ধাচা এই ॥
এ কথা শুনিয়া সবে হাসিতে লাগিলা।
তবে লজ্জা পাঞা পুনঃ কহয়ে জটিলা ॥
সে কথা রহুক পূজা করাহ সুন্দর।
পুত্র মোর হয় যেন গোকোটি ঈশ্বর ॥
কৃষ্ণ কহে ধন্যে যেই করিলে অর্চ্চন।
এবে শুদ্ধভাবে কার্য্য করহ অর্পণ ॥

তথাহি।

অর্চ্চিতাচাধুনাধন্যে স্বমর্ঘ্যং কুরুভারতঃ।
অম্বরোদ্ভাষিণে গাঢ়মুদা রাজীব বান্ধবে ॥

শুনিয়া সম্ভ্রমযুতা রাধিকা হইল।
তবে কুন্দলতা তার সন্দর্ভ কহিল ॥

তথাহি।

সম্প্রতি কন্যা রাসেরূপভোগং কুর্ব্বপুরস্থায়।
চিত্রায় চিত্রমর্ঘ্যং কুরু সুস্মিতপুণ্ডরীতেনেতি ॥

কুন্দলতা বাণী রাই অন্তরে বুঝিয়া।
কৃষ্ণমুখ নেহারয়ে দৃগন্তে করিয়া॥
তবে কৃষ্ণ কহে এই মিত্রপূজা বিধি।
সমাপ্তি হইল যাতে সর্ব্ব অর্থ সিদ্ধি॥
সরাগ সুমনোহর অঞ্জলি করিয়া।
আনন্দিত কর ইষ্টদেবে সমর্পিয়া॥
শুনি রাই বন্ধুক কুসুমাঞ্জলি লৈয়া।
অনুরাগে কৃষ্ণ আগে দিল ফেলাইয়া॥
তবে বটু কহিতে লাগিল জটিলারে।
সুমিষ্ট পক্কান্ন যে দক্ষিণা দেহ মোরে
তবে পূজা বিধির অছিদ্র করি আমি।
কৃষ্ণ কহে থাকহ বাচাল বটু তুমি॥
গোকুলনিবাসী মাত্র হয় যত জনা।
তার মৈত্রীলাভ মোর হয়ত দক্ষিণা॥
তবে হাসি বটু জটিলার প্রতি কয়।
সপ্ত পুত্র প্রসব তুমি হইও নিশ্চয়॥
তস্মাৎ মিষ্টান্ন তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি।
দিবারে কামনা মনে করিয়া সম্প্রতি॥
কৃষ্ণ কহে বৃদ্ধে শুন আমার বচন।
বটু লঞা গৃহে গিয়া করাহ ভোজন॥
আমি পুনঃ পৌর্ণমাসী নিকটে গমন।
করিয়া কহিব গুরুবর্গের বচন॥
কুন্দলতা পুছিল কেমন সমাচার।
কৃষ্ণ কহে শুনহ যে বচন তাহার॥
পৌর্ণমাসী মাতার অত্যন্ত প্রেমপাত্রী।
ব্রজপুরে হয়েন যে বৃষভানু পুত্রী॥
আজি তাঁর সংশয় হইবে অতিশয়।
অতএব তিহোঁ যেন সাবধান হয়॥
কল্পতরুমূলে আজি আনিয়া তাঁহারে।
রক্ষোঘ্ন মন্ত্রেতে করি যেন রক্ষা করে॥
শুনি কুন্দলতা অতি ব্যথা যে পাইল।
জটিলার প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
ভাগ্যে দৃষ্টিগোচরেতে কল্পবৃক্ষ আছে।
গর্গ-শিষ্য বটুকে আমরা রাখি কাছে॥
তুমি গিয়া শীঘ্র ভগবতীরে পাঠাও।
বটুকে লইয়া ঘরে মিষ্টান্ন খাওয়াও॥

শুনিয়া জটিলা বটু সঙ্গে লৈয়া গেল।
হাসি কুন্দলতা তবে রাইকে কহিল॥
তোমার যে সুদুর্ল্লভ প্রার্থিত আছিল।
তাহা দেখ এই আমি সুলভ করিল॥
তৎকাল পারিতোষিক দেহত আমারে।
শুনি রাই বক্র দৃষ্টে হেরিয়া তাহারে॥
সম্বোধন করি কহে সখি কুন্দলতে।
আমার প্রার্থিত কিবা কহত নিশ্চিতে॥
কুন্দলতা কহে বক্র দৃষ্টি কেনে মোরে।
সূর্য্য-আরাধন কথা কহিল তোমারে॥
কৃষ্ণ কহে কুন্দলতা যজ্ঞের বিধানে।
দক্ষিণা দেয়াহ মোরে রাধিকার স্থানে॥
পদ্মিনী দয়িত যাগ হউক সম্পূর্ণ।
শুনি কুন্দলতা রাধিকারে কহে তূর্ণ॥
রবি কর্ম্মাভিজ্ঞ যে আচার্য্য কৃষ্ণ হন।
দক্ষিণাতে আপনেই করহ রঞ্জন॥
শুনিয়া বিশাখা তবে কুন্দলতা প্রতি।
কহিতে লাগিল দেবি শুনহ সম্প্রতি॥
দক্ষিণা প্রদানে তুমি অতি বিচক্ষণা।
অতএব আপনেই দেহ যে দক্ষিণা॥
যেন তুমি বিনিপুণ আপন দেবেরে!
পুরোহিত আহরিলা বনের ভিতরে॥
এত শুনি ললিতা কহেন বিশাখারে।
তুমি কি দক্ষিণা দিতে কহিছ ইহারে॥
পূজাভিজ্ঞা কুন্দলতা আচার্য্য বিধানে।
অভীষ্ট দক্ষিণা দিয়া আনিল আপনে॥
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে শুনহে ললিতে।
ভ্রাতৃজায়া কুন্দলতা পূজ্যা সুনিশ্চিতে॥
তস্মাৎ ইহার স্থানে দক্ষিণা গ্রহণ।
উপযুক্ত নহে সত্য কহিল বচন॥
তবে রাই কহে সখি শুনহ ললিতে।
সাধুপূজা হইল যে তোমার অগ্রেতে॥
তস্মাৎ সে কথা আজি পরীক্ষা করিয়া।
কিবা প্রয়োজন তুমি রহ মৌন হঞা॥
তবে কৃষ্ণ নিজ মনে বিচার করিয়া।
কহিতে লাগিল সকলেরে শুনাইয়া॥

তথাহি।

স্বরবোধনাম্নঃ শ্রীক্রমবিস্তারিতকলাবিলাসভরঃ।
ক্ষণদা পতিরিব দৃষ্টে ক্ষণদায়ীরাধিকা সঙ্গঃ॥

হেনকালে অকস্মাৎ ধ্বনি যে উঠিল।
তুয়া মনোভীষ্ট কৃষ্ণ দুর্ল্লভ হইল॥
শুনি কৃষ্ণ ব্যথা পাঞা কহে উচ্চৈঃস্বরে।
কেবা সে দুর্ল্লভ কথা কহত আমারে॥
পুনরপি ঐছে শব্দ হইল গগনে।
গোপ সব পশু অন্বেষিয়া ফিরে বনে॥
তবে কৃষ্ণ মনে মনে বিচার করিয়া।
ললিতারে কহে কথা প্রকাশ করিয়া॥
পশুগণ অন্বেষিয়া রাখি যথা স্থানে।
যাবৎ পর্য্যন্ত আমি না আসি এখানে॥
তাবৎ রাইরে লঞা রত্ন সিংহাসনে।
তুমি যাহ বলি শীঘ্র করিল গমনে॥
ললিতা কহেন সখী করহ গমন।
ভয়ে শঙ্কাকুলা রাই কহেন বচন॥

তথাহি।

গতঃ প্রায়ং সায়ং চরিতপরিপন্থী গুরুজন,
পরিবাদস্তদ্বো জগতিসালহং কুলবতী।
বয়স্ত স্তেলোলঃ সকলপশুপালীসুহৃদসৌ,
তদা নমং নাচে সখি রহসিসঞ্চার যলম॥

শুনি কুন্দলতা রাই প্রতি কহে বাণী।
তোমার যে সতীব্রত অখণ্ডিত জানি॥
জগতে যে আপনে অতিশয় ব্যাখ্যাপন।
করিতেছ তাতে কিছু নাহি প্রয়োজন॥
শুনিয়া বিশাখা প্রণয় অসূয়াতে।
কুন্দলতা প্রতি কিছু লাগিল কহিতে॥
তোমারেই বংশী তিন সন্ধ্যা আকর্ষণ।
করয়ে যাহাতে তাতে অন্য কোন জন॥
শুনি কুন্দলতা নর্ম্মস্মিতযুক্তা হৈয়া।
সকলেরে কহে বিশাখারে সম্বোধিয়া॥

তথাহি।

দদাসি সদয়ং সদা বিবদবুদ্ধিরাশিত, ভবাদৃশী-
পতিব্রতা ব্রতমখণ্ডিতং তিষ্ঠতুঃ। শ্রুতেনিখিল-
মাধুরীপরিণতেপি বেণুধ্বনৌ, মনঃ সখী মনা-
গাপিজতিবোলধৈর্য্যং

এইমত অন্যোহন্যে কথোপকথনে।
কল্পতরুতলে সবে করিল গমনে॥
এথা যথা স্থানে কৃষ্ণ পশুগণ রাখি।
আসিয়া মিলিল কথা কহে অতি সুখী॥

তথাহি।

সাচিলোচনতরঙ্গিত ভঙ্গিবাগ্ডবামিহবিতত্যমৃগাক্ষী
রাধিকেয়মধিকস্মরসঙ্গং দ্রাগ্বন্ধন ন চিত্তকুরঙ্গমিতি

একথা না শুনে রাই কুন্দলতা সনে।
গুঞ্জাবলী সৌভাগ্য করয়ে প্রশংসনে॥

তথাহি।

কঠোরাঙ্গীকামং জপতি বিনিতা নীরসতয়া,
নিগূঢ়াকশ্চিদাত্ব মতি মলিনাচাসিবদসে।
তথাপ্যুচ্চগুঞ্জাবলি বিহরসেবক্সিহরের্জনানাং,
বোধং বানহিকমন্থরাগঃ স্থাপয়তীতি॥

এইমত গুঞ্জাবলীর প্রশংসা শুনিয়া।
কুন্দলতা রাধিকারে কহে ধীরা হৈয়া॥
তোমার কঠোর স্তনে মণি যৈছে রহে।
তার সম স্থৈর্য্য এই বরাকীর নহে॥
হেনকালে বৃন্দাদেবী রাধিকার গুণ।
কহিতে কহিতে পথে করে আগমন॥

তথাহি।

দনুজদমনবক্ষঃ পুষ্করেচারুতারা,
জয়তিজগদপূর্ব্বকাপি রাধাভিধানা।
যদিয়মপহরন্তি তত্র নক্ষত্রমালা,
পিতিমিরয়তিধন্নিস্মাদগৌ পুষ্পেবন্তৌ॥

শুনি কুন্দলতা সেই দিশাবলোকিয়া।
কহিতে লাগিল বৃন্দাদেবীরে হেরিয়া॥
শুনি দেবি বৃন্দে সূর্য্য চন্দ্র এ দোঁহারে।
তিরোধান কর তুমি কহিছ যাহারে॥
তাহার যে সব গুণ তুমি না জানহ।
নিবেদন করি কিছু শ্রবণ করহ॥
যাতে পরাভূত স্মর লক্ষ লক্ষ হয়।
চন্দ্রাবলী নাথ যে প্রসিদ্ধ সুনিশ্চয়॥
তদুপরি নিতি যে পৌরুষ গুণ যার।
অনুভব করি স্ফুট কহিল যে সার॥

এত শুনি ললিতা বিশাখা দুইজনে।
কুন্দলতা প্রতি কহে সরোষ বচনে॥
শুনহে কুটিলে মিথ্যা পরিহাস করি।
রাইরে দিতেছ লজ্জা সভার ভিতরি॥
শুনি কুন্দলতা রাধিকারে সম্বোধিয়া।
কহিতে লাগিল সকলেরে শুনাইয়া॥

তথাহি।

ত্রপাং ত্যজ কুড়ঙ্গকং প্রবিশসত্বতে লঙ্গলান্যনঙ্গসমবাজসে পরম সাংযুগীনাভব। বিবস্বতুয়েতদ্বিজয় কীর্ত্তি গাথাবলিং পুরঃ সখিমুবদ্বিষঃ সহচরী ভিরুদ্গীয়তাং॥

শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ পাইয়া।
কহিতে লাগিল কিছু স্মিতযুক্ত হঞা॥

তথাহি।

অস্তুর্ব্বং জগতি তৃষিতৈঃ কামমাচম্য মানঃ শৈত্যাধাবঃ সুমধুররসো বিচ্ছিন্নত্যেব সর্ব্বঃ। কেয়ং রাধাবদন শশিনঃ কান্তি পীযূষ ধারা যাভূয়িষ্ঠং প্রথয়িতুমুহুঃ পীয়মানাপি তৃষ্ণামিতি॥

কৃষ্ণের বচন রাই শুনিয়া শ্রবণে।
কুন্দলতা প্রতি কহে মধুর বচনে॥

তথাহি।

চপলাক্ষি গুরুলোকতঃ স্ফুরতি তাবদন্তর্ভয়ং কুলস্থিত বলঙ্ক মে মনসিভাব ভুন্মীলতি। চলন্মকর কুণ্ডল স্ফুরিত ফুল্লগণ্ডস্থলং ন যাবদ পরোক্ষতামিদ মুপেতিবত্রাম্বুজমিতি॥

তবে কুন্দলতা কহে শুনহে সুন্দর।
রাই লঞা উঠ রত্নসিংহাসনোপর॥
কুন্দলতা বাক্য শুনি রত্নসিংহাসনে।
রাইরে লইতে কৃষ্ণ করয়ে যতনে॥
দেখিয়া ললিতা কহে নিষেধ বচনে।
না উঠহ সখি তুমি রত্ন সিংহাসনে॥
উপরে উঠিলে তর্কিবেক অন্য জন।
বিশেষতঃ শঙ্খচূড় কৈল আগমন॥
হেনকালে শঙ্খচূড় সেখানে আইল।
লতান্তরে থাকি মনে করিতে লাগিল॥
গোবর্দ্ধন মল্ল যে কহিল রাজা স্থানে।
সেইত কুমারী এই রত্ন সিংহাসনে॥

তস্মাৎ যে অবসর জানিয়া ইহারে।
লৈয়া যাব এবে রহি কুঞ্জের ভিতরে॥
এথা পৌর্ণমাসী যুক্তি করি বৃন্দাসনে।
পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে গেল বলরাম স্থানে॥
তিহোঁ ভগবতীর দেখিয়া আগমন।
সম্ভ্রমে করিল আসি চরণ বন্দন॥
রত্ন সিংহাসনে কৃষ্ণ রাইরে লইয়া।
কহিতে লাগিল প্রেমরস প্রকাশিয়া॥
প্রিয়ে মোর উরু ইন্দ্র নীলমণি পীঠে।
ক্ষণ এক অলঙ্কার করু কৃপা দিঠে॥
শুনি রাই কহে শুন ব্রজ-যুবরাজ।
তোমা হেন পুরুষের নহে যে অকাজ॥
কুলবালাগণের যে ধর্ম্ম বিধ্বংসন।
হেনকালে মুখরার হৈল আগমন॥
হা প্রাণ সদৃশী মোর নাতিনী যে রাই।
চিরকাল কাঁহা গেলা দেখিতে না পাই॥
কৃষ্ণ কহে অবধান কর কুন্দলতে।
বিলাপ করিয়া কি মুখরা আইসে পথে॥
হাঁসি কুন্দলতা কহে শুন হে মোহন।
তোমা হেন নিকুঞ্জ নাগর বিলক্ষণ॥
লীলাপাঙ্গ তরঙ্গ করয়ে যেইখানে।
দেখিল যে রাধাকৃষ্ণ রত্নসিংহাসনে॥
দোঁহার মাধুর্য্য অতি আশ্চর্য্য মানিয়া।
আক্ষেপ করয়ে মনে মনে বিচারিয়া॥
হা হা কল্পলতা হরি চন্দন ত্যজিয়া।
এরণ্ডে লভিলা তুমি কিসের লাগিয়া॥
প্রকাশ করিয়া তবে কহে যে বচন।
অন্তরে আনন্দ বাহ্যে রোষ বিলক্ষণ॥
এই যে লম্পট চূড়ামনির গোকুলে।
হা হা বাছা তুমি ক্রীড়া কুরঙ্গী হইলে॥
শুনিয়া ললিতা মিথ্যা রোষযুক্তা হৈয়া।
মুখরাকে কহে ভাব গোপন করিয়া॥
হেন দেখ আর্য্যে কৃষ্ণ মূঢ়তা প্রধানে।
এথা যে আইলে মোসবার বিড়ম্বনে॥
শুনিয়া তর্জ্জন করি কহয়ে মুখরা।
পরনারীর কথা যে কয় ননীচোরা॥

কৃষ্ণ বিচারয়ে মনে কঠোর জরতি।
তস্মাৎ অন্যত্র গিয়া করি অবস্থিতি ॥
এত মনে করি কৃষ্ণ যায় স্থানান্তরে।
ধর ধর ক্রোধে ধূর্ত্তে কহে ললিতারে ॥
ললিতা হুঙ্কার করি কহয়ে কৃষ্ণেরে।
পলাইছ কেনে বিড়ম্বহ মোসবারে ॥
মুখরা তর্জ্জন করি কৃষ্ণ পাছে ধায়।
কুঞ্জে প্রবেশিল কৃষ্ণে দেখিতে না পায় ॥
শুনরে কুড়ঙ্গা বলি ভুজঙ্গ তোমারে।
দেখিলা যে প্রবেশিলা কুঞ্জের ভিতরে ॥
সভয় অন্তরে কৃষ্ণ করয়ে বিচারে।
কিম্বতে দেখিল বৃদ্ধা ঘন অন্ধকারে ॥
তবেত মুখরা শির চালন করিয়া।
পুনঃ পুনঃ নেহালয়ে একদৃষ্টি হৈয়া ॥
মনে বিচারিয়া কৃষ্ণ করিল নিশ্চয়।
আকাশ কুসুম দৃষ্টি জরতির হয় ॥
মুখরাও কৃষ্ণে অন্বেষিয়া হেরে কুঞ্জ।
মাতাকে স্মরয়ে হেরি অন্ধকার পুঞ্জ ॥
তাহা দেখি শুনি কৃষ্ণ লাগিল হাসিতে।
স্থানান্তরে গিয়া পুনঃ লাগিল কহিতে ॥
এখনি দেখিনু বলি হুহুঙ্কার করে।
পুনঃ দেখি কহে শঙ্কা পাইয়া অন্তরে ॥
আরে ধূর্ত্ত বরাহ নৃসিংহ আদি রূপ।
ধরিবারে পার তুমি অনেক স্বরূপ ॥
পৌর্ণমাসী স্থানে যেই বচন শুনিল।
সাক্ষাতে সেরূপ আজি তোমারে দেখিল।
অস্মাৎ এ ভানুমন্ত ভীষণ রূপেতে।
কুঞ্জ হৈতে নিকসিছ মোরে ভয় দিতে ॥
তবে শঙ্খচূড় সেই অবসর পাঞা।
কুঞ্জ হৈতে আইসে নিজ ভাগ্য প্রশংসিয়া ॥
মূর্ত্তিমদ্বিক্রম চক্র বল যে বালক।
বঞ্চিলাম তার যেই দৃষ্টির পালক ॥
এত মনে করি আইসে রাই লইবারে।
তারে দেখি সবে ভয় পাইয়া অন্তরে ॥
মুখরাকে কহে আর্য্যে ত্রাহি মোসবারে।
শুনিয়া মুখরা কহে সরোষ অন্তরে ॥

আরেরে শ্যামলা তোরে হেন যুক্তি নহে।
শুনিয়া ললিতা অতি খেদ করি কহে ॥
হতবুদ্ধে এতাদৃশ দারুণ দেখিয়া।
কৃষ্ণের আশঙ্কা করিতেছ না বুঝিয়া ॥
শঙ্খচূড় মনে করে কংস যে ভূপতি।
সুহৃত্তম তার কাম পূরিতে সম্প্রতি ॥
এইত পদ্মিনী সিংহাসনের সহিতে।
শিরে করি লঞা যাই করিয়া নিশ্চিতে ॥
তৎকাল সে সিংহাসন মস্তকে করিয়া।
দেখিতে দেখিতে দূরে যায় পলাইয়া ॥
বৃন্দা কুন্দলতা আদি সভয় হইয়া।
হা হা কৃষ্ণ কোথা গেলা কহে ডাক দিয়া ॥
শুনি কৃষ্ণ কুঞ্জ হৈতে শীঘ্র নিকসিয়া।
কহিতে লাগিল মনে বিষাদ করিয়া ॥

তথাহি।

আনিতাসি ময়ামনোরথ শত রুদ্রেণ নির্ব্বিন্ধত পূর্ণং শারদপূর্ণিমা পরিমলৈর্বৃন্দাটবী কন্দরং। সদ্যঃ সুন্দরী শঙ্খচূড়কপট প্রাপ্তোদয়েন স্ফুটং দৈবেনাদ্য বিরোধিনা কথমিভর্ত্তাহন্ত দূরীকৃতা ॥

এত মনে করি কৃষ্ণ রাই আনিবারে।
গমন করিতে ত্বরা উপক্রম করে ॥
মুখরাকে কহে আর্য্যে না করিহ ভয়।
রাইরে আনিল এই জানিহ নিশ্চয় ॥
শুনিয়া মুখরা সাশ্রুবদনে কহয়।
চন্দ্রমুখ সর্ব্বদা তোমার হউক জয় ॥
শঙ্খচূড় প্রতি কৃষ্ণ আটোপ করিয়া।
কহেন আরে রে দুষ্ট শুন দাণ্ডাইয়া ॥

তথাহি।

রাধা পরাধিনী মুহুস্তয়ী যাহু শাস্তিং শঙ্ক্যামি কর্ত্তুমথিলা গুরুরেযখেদঃ। সর্ব্বং গিলেয় মভিধাবতি লুপ্তধর্ম্মাত্মাং মুক্তি কাল রজনীং ব্রত কিং করিষ্যে ॥

এত বলি গেল শঙ্খচূড়ের নিকটে।
পলাইতে নারে যক্ষ পড়িল শঙ্কটে ॥
সিংহাসন সহ ত্যাগ করি রাধিকারে।
ফিরিল সে কৃষ্ণসহ যুদ্ধ করিবারে ॥
কুন্দলতা কহিতে লাগিল ললিতারে।
দেখ দেখ শঙ্খচূড় রাখিয়া রাইরে ॥

কৃষ্ণের সহিত যে তুমুল যুদ্ধ করে।
দেখিয়া সকলে ভয় পাইল অন্তরে ॥
হেনকালে অকস্মাৎ ধ্বনি যে হইল।
এমত দারুণ যক্ষ কোথায় আছিল ॥
হস্ত দুই উন্নত যে বড় তাল বৃক্ষ।
গিরি তটি সমান বিস্তার অতি বক্ষ ॥
তরুণ তমাল কৃষ্ণ কোমল অত্যন্ত।
নহে যে কিশোর শিশু কমনীয় কান্ত ॥
সহকারী পটু প্রাণী মাত্র নাহি আর।
না জানি যে আজি কি তপস্যা যশোদার ॥

তথাহি।

স্থূলস্তাল ভুজোন্নতিগিরিতটি বক্ষাঃ কুযক্ষাধমঃ কায় বালতমালকন্দ মৃদুঃ কন্দর্প কান্তঃ শিশু। নাস্ত্যন্যঃ সহকারিতা পটুরিহ প্রাণী না জানীমহে হাগোে শ্বরী কীদৃগদ্যতপস্যাং পাকস্তবোন্মীলতি ॥

শুনি সবে অতিশয় মোহিত হইল।
ত্বরা আসি পৌর্ণমাসী কহিতে লাগিল ॥
শুনহে ললিতে বাছা মোহ না পাইহ।
খল স্ফুলিঙ্গের সর্ব্ব নির্ব্বাণ জানিহ ॥
পৌর্ণমাসী দেবীর দেখিয়া আগমন
সবে স্থির হৈল শুনি তাহার বচন ॥
শঙ্খচূড় সহিতে তাহার যেই রণ।
সকলেই একদৃষ্টে করে নিরীক্ষণ ॥
হেনকালে অকস্মাৎ শব্দ সেইখানে।
শঙ্খচূড় পরাভব হইল শ্রবণে ॥

তথাহি।

দোর্দ্দণ্ডাটোপ ভঙ্গী বিকট রিপুবর্ঘা টি নাত্ত্বর্দ্ধরূঢ়া ক্রীড়ন্ দণ্ডদংষ্ট্রাঙ্কুর কুটিল তটোচ্চণ্ডতুণ্ডান্তরস্য। দীব্যচ্চণ্ডাংশুবিম্ব প্রতিভট মতবী গণ্ডলেদণ্ড কোটা, ব্যাকষনপিঞ্ছচূড়োহহরতি মুকুটতঃ শঙ্খচূড়স্য রত্নমিতি ॥

শঙ্খচূড়ের শিররত্ন প্রাণের সহিতে।
আকর্ষিয়া পিঞ্ছচূড়া লইল ত্বরিতে ॥
দেখি পৌর্ণমাসী দেবী কহিতে লাগিল।
মণিছলে কৃষ্ণ শঙ্খচূড়-প্রাণ নিল ॥
অতএব বৃন্দাটবী জাম্বুক যে সব।
বুঝিলাম করিবে পারণ মহোৎসব ॥

পুনরপি ভালমতে করি নিরীক্ষণ।
হাসিয়া কহয়ে দেখ দেখ সখীগণ ॥
মস্তকের রক্ষা মণি বিচ্যুত হইল।
কৃষ্ণবলে যক্ষরণে রণে ভঙ্গ দিল ॥
পুনরপি অন্তরীক্ষে ধ্বনি যে হইল।
মুটকি ঘাতেতে কৃষ্ণ যক্ষেরে মারিল ॥

তথাহি।

মুষ্টিনা ঝটিতি পুণ্যজনোহয়ং হন্তপাপ বিনিবেশিত চেতাঃ। পুণ্ডরীক নয়নেন সখেলং দণ্ডিতঃ সকল জীব সুখার্থমিতি ॥

বিকট সমরধাটি ধৃষ্ট শঙ্খচূড়।
নিজ পরাক্রমে ধ্বংস কৈল পিঞ্ছচূড় ॥
দেখি শ্লাঘা করি সব স্বর্গবাসিগণ।
কৃষ্ণের উপরে কৈল পুষ্প বরিষণ ॥
দেখি পৌর্ণমাসী অতি আনন্দিতা হৈয়া।
কহিতে লাগিল কথা প্রকাশ করিয়া ॥

তথাহি।

বিকট সমর ধাটি ধৃষ্টতা ধ্বংসিতারি বিলুঠ দমন চূড়শ্চণ্ডি মাড়ম্বরেণ। কৃত কুসুম বিসর্গৈঃ স্বর্গিভিঃ শ্লাঘ্যমানো মধুরিপুরয়মক্ষ্ণা মোদনা বিষ্করোতীতি

তাহা দেখি সকলেই আনন্দ পাইয়া।
কৃষ্ণরূপ নেহারয়ে একদৃষ্টে চাঞা ॥
এথা বলরামচন্দ্র প্রিয়াগণ সনে।
বিহার করিতেছিল আনন্দিত মনে ॥
গোবর্দ্ধনোত্তরে কুণ্ডের উত্তর ঈশানে।
বলরামের কুণ্ড আছে রামতাল নামে ॥
শঙ্খচূড় সনে কৃষ্ণের যুদ্ধ পরাক্রম।
শুনিতেই তৎকাল হইল সসম্ভ্রম ॥
বিজয় আদি সখাগণে আহ্বান করিয়া।
অদ্ভুত বিক্রমে রাম মিলিল আসিয়া ॥
দেখিয়া বিশাখা কহে পৌর্ণমাসী স্থানে।
সবে সুখী হৈল দেখি দোঁহার মিলনে ॥
পৌর্ণমাসী কহে সবে দেখহ সাক্ষাতে।
রমণীয় মণি কৃষ্ণ দিল রামহাতে ॥
ললিতা কহয়ে তবে বলরাম সনে।
বিদায় করিল কৃষ্ণ বয়স্যের গণে ॥

একেলা রাধিকা পাশে করেন গমন।
পৌর্ণমাসী কহে দেখ দেখ সর্ব্বজন॥

ভয়ভাষিত রাধিকোপগূঢ়ঃ প্রচলাগ্র প্রচলাক চারুচূড়ঃ। বদনোল্লসিত শ্রমাম্বুবৃন্দবিন্দুঃ সাবিধং সুন্দরি বিন্দতে মুকুন্দঃ॥

সিংহাসনে বসি রাই আছিল নিকটে।
দেখিল যে প্রাণনাথ আইল নিকটে॥
আর্ত্তনাদ করি কান্দি কহয়ে তাহারে।
গোবিন্দ গোকুলচন্দ্র রক্ষা কর মোরে॥

তথাহি।

হানেত্রনিন্দিত কলিন্দসুতারবিন্দ গোবিন্দ গোকুল পুরন্দরনন্দনাদ্য। মাং রক্ষ রক্ষতরস্তেতি কৃতার্ত্তনাদং রাধামধীর নয়নাং নহি বিস্মরামি॥

কৃষ্ণ কহে প্রিয়ে শঙ্খচূড়ের নিধন।
করিলাম শঙ্কা ত্যজি স্থির কর মন॥
এইমতে দুইজনে একত্র হইল।
তবে পৌর্ণমাসী আদি আসিয়া মিলিল॥
ভগবতী কহে কৃষ্ণ যশোদা মাতার।
চিন্তাশীল হৈতে মোর হইল উদ্ধার॥
এত বলি রাধিকা মাধব একসঙ্গে।
আলিঙ্গন করিলেন অতি প্রেমরঙ্গে॥
মুখরাও আসি নিজ ভুজদ্বয়ে করি।
অতিশয় প্রীতে নির্ম্মঞ্ছিয়া সেই হরি॥
কহিতে লাগিল বীর তুয়া আরাধিকা।
ভাগ্যে আজি তুমি রক্ষা করিলে রাধিকা॥
বলরামচন্দ্র সেই মণি রাধিকারে।
দিয়া পাঠাইল মধুমঙ্গলের দ্বারে॥
তিহোঁ মণি আনি রাধাকৃষ্ণ আগে দিল।
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দিত হৈল॥
কৌস্তুভ কুটুম্ব সর্ব্ব মণির প্রধান।
রাধিকার কণ্ঠযোগ্য হয় দ্যুতিমান॥
শুনিয়া ললিতা রাই কণ্ঠে পরাইল।
দেখিয়া সকলে অতি আনন্দ পাইল॥
রত্নসিংহাসনে যেই রাধাকৃষ্ণ লীলা।
শঙ্খচূড় বধকথা প্রসঙ্গে হইলা॥
ঐ গুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে রত্নসিংহাসন বিবরণ কথনং নাম দশমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

একাদশ

কুসুম সরোবর বিবরণ।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈত চন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
জয় শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে।
মো সব পতিত নাহি জগত ভিতরে॥
রত্নসিংহাসন কথা করিল বর্ণন:
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ॥
তাহার দক্ষিণে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে।
সুমন সরোবর নাম পরম নির্জ্জনে॥
চারিদিগে নানামত বৃক্ষলতাগণ।
তাহাতে আশ্চর্য্য পুষ্প হয় সুশোভন॥
সখীগণ সঙ্গে পুষ্প আহরণ ছলে।
বৃষভানুসুতা তাঁহা কৃষ্ণসহ মিলে॥
কৃষ্ণচন্দ্র যবে তাঁহা যায় গোচারণে।
তবে রাই করে তাঁহা পুষ্প আহরণে॥
কৃষ্ণচন্দ্র আসি তাতে নিষেধ করয়।
বাকবাক্য কৌতুক কলহ তাতে হয়॥

এইমত দোঁহে নানা রসলীলা করে।
দেখি সখীগণ মগ্ন আনন্দ সাগরে॥
শ্রদ্ধা করি সেই স্থানে বাস যে করয়।
রাধাকৃষ্ণ প্রেমরস তাহারে মিলয়॥
তারপর নারদকুণ্ড স্থান মনোহর।
নানাবিধ রত্নে বদ্ধ করে ঝলমল॥
সুগন্ধি শীতল জল সুনির্ম্মল হয়।
যার তীরে সাধন কৈলা নারদ মহাশয়॥
সে রহস্য কথা কিছু করিয়ে বর্ণন।
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া শুন সর্ব্ব শ্রোতাগণ॥
একদিন মহামুনি ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
মহানন্দ চিত্তে গেলা শিবের সাক্ষাতে॥
মুনিরে দেখিয়া সদাশিব মহাশয়।
সম্মান করিয়া তাঁরে আইস আইস কয়॥
নারদ গোসাঞি অতি শীঘ্রগতি গিয়া।
শিবের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া॥
আলিঙ্গন করি দেব বসাইল তারে।
জিজ্ঞাসা করেন অতি মধুর উত্তরে॥
কহ মুনিবর নিজ গমন কারণ।
প্রসন্ন হৃদয়ে কহ করিব শ্রবণ॥
শিবের চরণ ধরি মুনি মহাশয়।
কহিতে লাগিল কথা প্রসন্ন হৃদয়॥
দেব দেব মহাদেব জগত ঈশ্বর।
ভগবদ্ধর্ম্ম কৃষ্ণমন্ত্র দিগম্বর॥
কৃষ্ণমন্ত্র যত লভিয়াছি তুয়া স্থানে।
যে কিছু শুনিল চতুর্ম্মুখ সন্নিধানে॥
সকল সাধিনু মুঞি মন্ত্ররাজ আদি।
অনেক নিয়মে বর্ষ সহস্র অবধি॥
বিষয় ত্যজিয়া শাক মূল ফল খাঞা।
শুষ্কপত্র জল বায়ু ভোজন করিয়া॥
স্ত্রীপুত্রের দর্শনালাপ বিবর্জ্জনে।
বৈরাগ্য মনেতে করি ভূমিতে শয়নে॥
কাম ক্রোধ আদি ছয় রিপুরে জিনিয়া।
বাহ্যেন্দ্রিয়গণ সব নিয়ম করিয়া॥
অন্যোহন্য মমতা নিত্য করি কৃষ্ণ ধ্যানে
তিন সন্ধ্যা স্নান শৌচাচার পরায়ণে॥
ত্রিকাল অর্চ্চনা করি অঙ্গন্যাস বিধি।
তাঁর নামে সংকীর্ত্তন করি নিরবধি॥
তাঁর কথা শ্রবণে উৎসুকচিত্ত হৈয়া।
দিবানিশি জপি তাঁর গুণাদি ভাবিয়া॥
মন্ত্রার্থ ভাবনা করি যত সবিশেষে।
প্রেমাশ্রু পুলক আদি ভাবের প্রকাশে॥
এ সকল গুণযুত বহু বর্ষ শত।
মন্ত্র সব সাধন করিনু কত শত॥
প্রত্যেক সাধিনু মন্ত্র ফলদ নহিল।
তেকারণে মোর চিত্তে নির্ব্বেদ হইল॥
এইমত চিন্তাতে আকুলচিত্ত হৈয়া।
তোমার শরণাগত হৈলাম আসিয়া॥

দেব দেব মহাদেব সর্ব্বজ্ঞ জগদীশ্বর।
ভগবদ্ধর্ম্মতত্ত্বজ্ঞ কৃষ্ণমন্ত্র দিগম্বর॥
কৃষ্ণমন্ত্রময়ালব্ধা ত্বত্তোরে চ পিতুঃপরে।
তে সর্ব্বে সাধিতা যত্নান্মন্ত্র রাজাদয়স্তথৈত্যাদি

সর্ব্বমন্ত্রসার কহ হেন এক মন্ত্র।
পুরশ্চরণ ন্যাসাদি বর্জ্জিত বিধি তন্ত্র॥
সংস্কার অপেক্ষা নাহি কৈলে উচ্চারণে।
সুদুর্ল্লভ ফল দেই কৃষ্ণের চরণে॥
সে মন্ত্র কহিবে মোরে করুণা করিয়া।
যেন সুখে যায় লোক এ ভব তরিয়া॥
একথা শুনিয়া সদাশিব তুষ্ট হৈল।
সাধু প্রশ্ন কৈলে বলি নারদে কহিল॥
সর্ব্বলোক হিতকর্ত্তা তুমি দয়াবান্।
সুগোপ্য কহিব মন্ত্র চিন্তামণি নাম॥

তথাহি।

সাধু প্রশ্নং মহাভাগ সর্ব্বলোকহিতৈষিণী।
সুগোপ্যমপি বক্ষ্যামি মন্ত্রচিন্তামণিং তব॥

রহস্যের মধ্যে যে রহস্য অতিশয়।
গুহ্য হৈতে গুহ্য যে উত্তম মন্ত্র হয়॥
দেবী প্রতি এই মন্ত্র আমি না বলিনু।
তোমার অগ্রজ সনকাদ্যে না কহিনু॥
কৃষ্ণমন্ত্র মনূত্তম যুগল আখ্যান।
কহিয়ে যে শুন মন্ত্র চিন্তামণি নাম॥

সর্ব্ব মন্ত্র হৈতে এই মন্ত্র হয় সার।
অশ্রদ্ধায় কিবা শ্রদ্ধায় জপি একবার ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াবৃন্দমধ্যে গমন করয়।
কহিনু যে সত্য ইথে নাহিক সংশয় ॥
পুরশ্চরণ অপেক্ষা না করে এই মন্ত্র।
ইহাতে নাহিক ন্যাস বিবিক্রম তন্ত্র ॥
কিছুই নাহিক দেশ কালাদি নিয়ম।
নাহিক অপেক্ষা মিত্রতারাদি শোধন ॥
মুনীশ্বর আদি করি যতেক মহান্ত।
এইমতে অধিকারী হয় চণ্ডালান্ত ॥
প্রিয়ার সহিত কৃষ্ণসেবার যে কার্য্য।
সর্ব্বপরাৎপর সে উত্তমা ভক্তি আর্য্য ॥
বীজের সহিতে মন্ত্র করি উচ্চারণ।
সবিন্দু প্রথম বর্ণ বীজ নিরূপণ ॥
গন্ধ পুষ্পাদিকে নিজাভীষ্টের পূজন।
সে সব অভাবে জলে সাধিব পূজন ॥

তথাহি।

গন্ধপুষ্পাদিভিস্তচ্চ জলৈঃ কার্য্যমভাবত ইত্যাদি

একবার উচ্চারণে কৃতকৃত্য হয়।
তথাপি দশধা নিত্য জপিবে নিশ্চয় ॥
মন্ত্র অর্থ ভাবনা করিবে মনে মনে।
এক্ষণে কহি যে শুন ধ্যান প্রকরণে ॥

অথ ধ্যানং।

অথ ধ্যানং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রস্যাস্ত দ্বিজোত্তম।
পীতাম্বরং ঘনশ্যামং দ্বিভুজং বনমালিনং।
বর্হি বর্হ কৃতাপীড়ং শশি কোটি নিভাননং ॥
ঘূর্ণায়মান নয়নং কর্ণিকারাবতংসিনং।
অভিতশ্চন্দনেনাথ মধ্যে কুঙ্কুমবিন্দুনা ॥
রচিতং তিলকং ভালে বিভ্রতং মণ্ডলাকৃতিং।
তরুণাদিত্য সঙ্কাশং কুণ্ডলাভ্যাং বিরাজিতং ॥
ঘর্ম্মাম্বু কর্ণিকা রাজ দর্পণাভ কপোলকং।
প্রিয়া মুখাম্বুজন্যস্তা পাঙ্গলীলোন্নত ভ্রূবং ॥
অগ্রভাগন্যস্ত মুক্তাস্ফুর দুচ্চসুনাসিকাং।
দশনজ্যোৎস্নয়া রাজং পক্কবিম্বফলাধরং ॥
কেয়ূরাঙ্গদসদ্রত্ন মুদ্রিকাভিলসদ্ভুজং।
বিভ্রতং মুরলীবামে পানৌ পদ্মং তথেতরে ॥
কাঞ্চীদাম স্ফুরন্মধ্যং নূপুরাভ্যাং লসৎপদং।
রতিকেলি রসাবেশ চপলং চপলেক্ষণং ॥

হসন্তং প্রিয়য়া সার্দ্ধং হাসয়ন্তাঞ্চ তাং মুহুঃ।
ইত্থং কল্পতরোর্ম্মূলে রত্নসিংহাসনো স্থিতং ॥
বৃন্দারণ্যে স্মরৎ কৃষ্ণং সংস্থিতং প্রিয়য়া সহ।
বামপার্শ্বে স্থিতাং তস্য রাধিকাঞ্চ স্মরেত্ততঃ।
নিচোল নীলবসনাং দ্রুতহেম সম প্রভাং ॥
পটাঞ্চলেনাবৃতার্দ্ধ সুস্মেরানন পঙ্কজাং।
কান্ত বক্ত্রে ন্যস্ত নেত্রচকোরীং চঞ্চলেক্ষণাং ॥
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনীভ্যাঞ্চ নিজ প্রিয় মুখাম্বুজে।
অর্পয়ন্তী পুগফালীং পূর্ণ চূর্ণ সমন্বিতাং ॥
মুক্তাহার স্ফুরচ্চারু পীনোন্নত পয়োধরা।
ক্ষীণমধ্যাং পৃথুশ্রেণীং কিঙ্কণী জালশোভনং ॥
রত্নতাড়ক কেয়ূর মুদ্রাবলয়ধারিণীং।
রণৎ কটকমঞ্জীর রত্নপাদাঙ্গুরীয়কাং ॥
লাবণ্যসারমুগ্ধাঙ্গীং সর্ব্বাবয়বসুন্দরীং।
আনন্দরসসংলগ্নাং প্রসন্নাং নবযৌবনাং ॥
সখ্যাশ্চ তস্য বিপ্রেন্দ্র তৎ সমানবয়ো গুণাঃ।
তৎসেবনপরা ভাব্যাশ্চামর ব্যজনাদিভিঃ ॥

রাধাকৃষ্ণ সখিগণের কহিলাম ধ্যান।
মন্ত্রার্থ কহিয়ে মুনি কর অবধান ॥
গোপন কারণে গোপী কহি শ্রীরাধিকা।
কৃষ্ণবল্লভা রাধা হয়েন সর্ব্বাধিকা ॥

দেবী কৃষ্ণময়ীপ্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মীময়ী সর্ব্বকান্তি সংমোহিনী পরা ॥

সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা মুনি সব যারে কয়।
যার কোটি কোটি কলা দুর্গাদিক হয় ॥

তথাহি।

অথ তুভ্যং প্রবক্ষ্যামি মন্ত্রার্থং শৃণু নারদ।
গোপনা দুচ্যতে গোপী রাধিকা প্রাণবল্লভা ॥
দেবী কৃষ্ণময়ী প্রোক্তা রাধিকা পরদেবতা।
সর্ব্বলক্ষ্মী স্বরূপাচ কৃষ্ণাহ্লাদ স্বরূপিণী ॥
ততঃ সাপ্রোচ্যতে বিপ্রহ্লাদিনীতিঃ মনীষিভিঃ।
যৎকলা কোটিকোট্যংশা দুর্গাদ্যা স্ত্রিগুণাত্মিকা ॥

ত্রৈলোক্যে পৃথিবীমান্যা জম্বুদ্বীপ শ্রেষ্ঠা
ভারতবর্ষেতে শ্রীমথুরাপুরী শ্রেষ্ঠা ॥
বৃন্দাবনে শ্রেষ্ঠ তার মধ্যে গোপীগণ।
তাতে শ্রেষ্ঠ রাধিকার সখী যত জন ॥
তাহার মধ্যেতে শ্রীরাধিকা শ্রেষ্ঠা কহি।
যাহার সদৃশী কৃষ্ণপ্রিয়া আর নাহি ॥

তথাহি।

ত্রৈলোক্যে পৃথিবী মান্যা জম্বুদ্বীপমতোবরং।
তত্রাপি ভারতবর্ষং তত্রাপি মথুরাপুরী॥
তত্র বৃন্দাবনং নাম তত্র গোপী কদম্বকং।
তত্র রাধাসখীবর্গ তত্রাপি রাধিকাপরা॥

সেবাধিকা গোপী তাঁর জন সখীগণ।
সর্ব্বপ্রিয়া রাধা রাধাকৃষ্ণ প্রিয় হন॥
সখীবর্গ প্রাণপ্রিয় রাধাকৃষ্ণ হয়।
অবশ্য কর্ত্তব্য দোঁহার চরণ আশ্রয়॥

তথাহি।

নৈষাহি রাধিকা গোপী জনস্তস্যাঃ সখী জনঃ।
সত্য সখীসমূহস্য বল্লভৌ প্রাণনায়কৌ।
রাধাকৃষ্ণৌ তয়োঃ পাদান্ শরণং স্যাদিহাশ্রয়ঃ॥

এইত কহিল বিপ্র মন্ত্রার্থ তোমারে।
আর দীক্ষাবিধি আছে কতেক প্রকারে॥
এক্ষণে কহিব সাধনের প্রকরণ।
সাবধান হৈয়া শুন সাধক-লক্ষণ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পদ প্রাপ্তি অনুরাগে।
যতন করিয়া অন্য করি পরিত্যাগে॥
তৈছে পরবাসে গত পতিপরায়ণা।
কান্ত সঙ্গার্থিনী প্রিয়ানুরাগী দীনা॥
অনুক্ষণ কান্ত-গুণ ভাবয়ে অন্তরে।
শ্রবণ করয়ে কি আপনে গান করে॥
তৈছে কৃষ্ণগুণলীলা শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধক করিব এই শাস্ত্র নিরূপণ॥

তথাহি।

ততো হি তৎ কৃতে ত্যজ্য প্রযত্নসর্ব্বদা নরৈঃ।
সর্ব্বোপায় পরিত্যজ্য কৃষ্ণোপায় স্বর্বার্চ্চনং।
সুচিরং প্রোষিতে কান্তে যথা পতিপরায়ণাঃ।
প্রিয়ানুরাগিণী দীনা তস্য সঙ্গৈক কাঙ্ক্ষিণী।
তদ্গুণান্ ভাবয়েন্নিত্যং গায়ত্যপি শৃনোতি চ।
শ্রীকৃষ্ণগুণলীলাদেঃ স্মরণাতি তথা চরেৎ।
স পুনঃ সাধনত্বেন কার্য্যং ভর্ত্তু কথঞ্চনেতি॥

প্রবাসাদি গত কান্ত পায়্যা কান্তা যেন।
নেত্রান্তে করয়ে পান চুম্বনালিঙ্গন॥
পতিসেবা করি ব্রহ্মানন্দ সুখ মানে।
পুনঃ পুনঃ শ্রদ্ধা তার করিতে সেবনে॥

এইমত রাধাকৃষ্ণ আশ্রয় করিয়া।
সাধক করিবে সেবা অনুরাগী হৈয়া॥

তথাহি।

চিরং প্রেষ্যাগতং কান্তং প্রাপ্যকান্তাধিয়া যথা
চুম্বন্তী বালিঙ্গতীব নেত্রান্তেন পিবন্ত্যপি।
ব্রহ্মানন্দং গতে বাদ্যং সেবতে পরয়া মুদা।
শ্রীমদার্চ্চোরতা চৈব তথা পরিচরেদ্ধরি মিতি॥

অনন্য শরণ নিত্য অনন্য সাধন।
অনন্য সাধনার্থী অনন্য প্রয়োজন॥

তথাহি।

অনন্য শরণো নিত্যং তথৈবানন্য সাধনঃ।
অনন্য সাধনার্থী চ স্যাদনন্য প্রয়োজনং॥

চাতকের বৃত্তি চিত্তে আশ্রয় করিয়া।
এ দেহ পতনাবধি অভীষ্ট ভজিয়া॥
মন্ত্রদ্বয় অর্থ ভাবি থাকিব সদায়।
অত্যন্ত সুদৃঢ় চিত্ত কোথাও না যায়॥
সরোবর সিন্ধু নদী যৈছে ত্যাগ করে।
চাতক না পিয়ে জল যদি প্রাণে মরে॥
জলধর বিন্দু আর অন্য নাহি গতি।
পিউ পিউ শব্দে ডাকে ঐকান্তিক মতি॥
তৈছে অন্য সাধনাদি করি পরিত্যাগ।
নিজাভীষ্ট চরণে করয়ে অনুরাগ॥

তথাহি।

আশ্রিত্য চাতকীং বৃত্তিং দেহপাতাবধি দ্বিজ।
দ্বয়স্যার্থং ভাবনয়া স্থেয়মিত্যেব মে মতি।
সরঃ সমুদ্র নদ্যাদীন্ বিহায় চাতকো যথা।
তৃষিতে ম্রিয়তে বাপি যাচতেন পয়োধরং।
এবমেব প্রযত্নেন সাধনানি পরিত্যজন্।
শ্রেষ্ঠদেবৌ সদামেঘৌ গতিস্তৌ মে ভবেদিতি।

আনুকূল্যে সদাই থাকিব ভক্তজন।
প্রাতিকূল্যে যত ইতি করিব বর্জ্জন॥

তথাহি।

আনুকূল্যে সদাস্থেয়ং প্রাতিকূল্য বিবর্জ্জনং॥

পঞ্চশ্লোক পড়ি সদা করিব প্রার্থন।
রাধাকৃষ্ণ সেবানন্দ প্রাপ্তির কারণ॥

তথাহি।

তবাস্মিরাধিকাকান্ত কর্ম্মণা মনসাগিরা।
কৃষ্ণকান্তে তবৈবাস্মি যুবামেব গতির্মম॥

সাধকের বাহ্য ধর্ম্ম করিল বর্ণন।
অন্তর পরম ধর্ম্ম শুন দিয়া মন ॥

তথাহি।

বাহ্যধর্ম্মা সদা পেতে সংক্ষেপেনোপবর্ণিতাঃ।
অন্তরঃ পরমো ধর্ম্মঃ প্রপন্নানা যথোচ্যতে ॥

কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাব যত্নে সমাশ্রিয়া।
রাধাকৃষ্ণ সেবি নিত্য অতন্দ্রিত হৈয়া ॥

তথাহি।

কৃষ্ণপ্রিয়া সখীভাবং সমাশ্রিত প্রযত্নতঃ।
তয়োঃ সেবাং প্রকুর্ব্বীত দেবানক্ত মতন্দ্রিতঃ ॥

এই যে তোমার ধর্ম্ম কহিল অন্তর।
গুহ্যাদ্গুহ্যতর গোপনীয় সর্ব্বপর ॥

তথাহি।

এষতে কথিতো ধর্ম্ম আন্তরো মুনিসত্তমঃ।
গুহ্যাদ্গুহ্যতরোহ্যেষ গোপনীয় প্রযত্নতঃ ॥

কহিল যে মন্ত্র আর অর্থ অধিকারী।
অন্তর্বাহ্য ধর্ম্ম মন্ত্র ফলাদি বিচারি ॥

তথাহি।

উক্তোমন্ত্র স্তদঙ্গানি তথা তস্যাধিকারিণঃ।
তদ্ধর্ম্মাশ্চতথাতেহস্য ফলং মন্ত্রস্য নারদ ॥

এইমত বৃন্দাবনে রহি ভজ যবে।
রাধাকৃষ্ণ সেবা অচিরাতে পাবে তবে ॥
শুন নারদ এ দেহের অধিকার ক্ষয়ে।
সন্দেহ নাহিক রাধাকৃষ্ণ প্রাপ্তি হয়ে ॥

তথাহি।

অনুতিষ্ঠন্নমপ্যেতত্তয়োর্দাস্য মবাপ্স্যতি।
স্বাধিকারক্ষয়ে বিপ্র সন্দেহো নাত্র কশ্চনেতি ॥

এক রাধাকৃষ্ণেতে প্রপন্ন যেই হয়।
আমি তোমা এই কথা মাত্র নিবেদয় ॥
তারে নিজ পদসেবা কৃষ্ণ করে দানে।
অতএব ভজ মুনি আমার ভজনে ॥

তথাহি।

সকৃন্মাত্র প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
নিজ দাস্যং হরিদদ্যান্নত্রাস্তি বিচারণেতি ॥

আর যে কহিয়ে শুন পরম অদ্ভুত।
অত্যন্ত রহস্য মোর কৃষ্ণ স্থানে শ্রুত ॥

মন্ত্ররত্ন জপি আমি কৈলাসশিখরে।
ধ্যান করি নারায়ণ মিলিবার তরে ॥
তুষ্ট হৈয়া ভগবান্ প্রাদুর্ভূত হৈলা।
বর মাগ মোরে প্রভু হাসিয়া কহিলা ॥
শুনিয়া মেলিয়া চক্ষু দেখি নারায়ণে।
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু গরুড়বাহনে ॥
দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁর আগে।
নিবেদন মনে যে আছিল অনুরাগে ॥
পরম আনন্দদায়ী কৃপাসিন্ধু রূপ।
সর্ব্বানন্দাশ্রয় নিত্য মূর্ত্তি যে স্বরূপ ॥
নির্গুণ নিষ্ক্রিয় শান্ত ব্রহ্ম কহি যারে।
যে রূপ দেখিতে ইচ্ছা দেখাহ আমারে ॥
সুপ্রসন্ন লক্ষ্মীপতি পরম ঈশ্বর।
আমা প্রতি ভগবান্ কহিল উত্তর ॥
সে রূপ যদ্যপি তুমি দেখিবারে চাহ।
যমুনা পশ্চিম কূলে বৃন্দাবনে যাহ ॥
এই কথা কহি প্রভু কৈল অন্তর্দ্ধানে।
লক্ষ্মীর সহিতে প্রভু গেল নিজ স্থানে ॥
তবে আমি শীঘ্র আইলাম বৃন্দাবনে।
গোপবেশধারী কৃষ্ণ করিল দর্শনে ॥
কমনীয় সুমাধুর্য্য বয়সে কিশোর।
প্রিয়াস্কন্ধে ন্যস্ত বাম ভুজ মনোহর ॥
গোপীগণ মধ্যে রহি পরম কৌতুকে।
আপনে হাসয়ে হাস্য করায়ে প্রিয়াকে ॥
স্নিগ্ধমেঘ ঘনাভাস সুশ্যাম শরীর।
যতেক কল্যাণ গুণগণের মন্দির ॥

তথাহি।

তত্র কৃষ্ণ মপশ্যঞ্চ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরং।
গোপবেশধরং কান্তং কিশোর বয়সান্বিত মিত্যা ॥

অতি সুমধুর হাস্য করি আমা পানে।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ অমৃত ভাষণে ॥
তোমারে দর্শন দিল তুয়া ইচ্ছা জানি।
অলৌকিক রূপ এই দেখিলে যে তুমি ॥

তথাহি।

প্রহস্য চ ততঃ কৃষ্ণো নামামৃত ভাষণঃ।
অহং তে দশমং যাত জ্ঞাত্বাকদ্র তবেপ্সিতং ॥

যদদ্যমে ত্বয়া দৃষ্ট মিদং রূপ মালৌকিকং।
ঘনীভূতামলপ্রেম সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং॥
নিরূপং নির্গুণং বাপি ক্রিয়াহীনং পরাৎপরং।
বদন্তি বেদ শিরস মিদমেব মমালয়॥

আর যে কহি যে তাহা মন দিয়া শুন।
নানারূপ দার্শনিকমত নিরূপণ॥
নাহি যে প্রাকৃত গুণ অন্ত নাহি মোর।
তেকারণে কেহ মোরে কহয়ে ঈশ্বর॥
না পারে বুঝিতে যে আমার গুণগণ।
তেকারণে কেহ মোরে কহয়ে নির্গুণ॥
চর্ম্মচক্ষে অদৃশ্য আমার এই রূপ।
সর্ব্ব দেবগণে মোরে কহয়ে অরূপ॥
চিদংশে ব্যাপক আমি দেখি এই গুণে।
পণ্ডিত সকলে মোরে ব্রহ্ম করি মানে॥
না করি প্রপঞ্চ কার্য্য এইত কারণে।
নিষ্ক্রিয় করিয়া মোরে করয়ে ব্যাখানে॥
মায়াগুণে সৃষ্টি মোর অংশগণ করে।
কিছু নাহি জানি রুদ্র কহিল তোমারে॥

তথাহি।

প্রাকৃতৈক গুণাভাবাদনন্তত্বাত্তুদ্রেশ্বরঃ।
অপ্রসিদ্ধা মদগুণানাং নির্গুণং মাং বদন্তি হি॥
অদৃশ্যত্বান্মমৈতস্য রূপস্য চর্ম্মচক্ষুষা।
অরূপং মাং বদন্ত্যেতে বেদাঃ সর্ব্বে মহেশ্বর॥
ব্যাপকত্বাচ্চিদংশেন মাং ব্রহ্মেতি বিদুর্ব্বুধাঃ।
অকর্তৃত্বাৎ প্রপঞ্চস্য নিষ্ক্রিয়ং মাং বদন্ত্যপি॥
মায়াগুণৈর্যতোমেহংশঃ কুর্ব্বন্তিসৃজনাদিকং।
ন করোমি স্বয়ং কিঞ্চিৎ সৃষ্ট্যাদিক মহং শিব॥

সবে মাত্র গোপীগণের প্রেমায়ে বিহ্বল।
আপনা জানি কি জানিব ক্রিয়ান্তর॥
রাধিকা সহিতে নিত্য করিয়ে বিহার।
রাধাপ্রেম বশীভূত হৃদয় আমার॥
আমার প্রেয়সী রাধা পরম দেবতা।
জানিতে নাহিক কেহ ইহার সমতা॥
ইহার চৌদিগে সখী শত শত জন।
যৈছে আমি নিত্য তৈছে নিত্য সর্ব্বজন॥

তথাহি।

অহমাসাং মহাদেব গোপীনাং প্রেমবিহ্বলঃ।
ক্রিয়ান্তরং ন জানামি নাত্মান মপিমানদ॥
বিহরাম্যময়ানিত্য মস্যাঃ প্রেমবশীকৃত।
ইমা তু তৎ প্রিয়াং বিদ্ধি রাধিকাং পরদেবতাং॥
অস্যাশ্চপরিতঃ পশ্য সখ্যঃ শতসহস্রশঃ।
নিত্যাঃ সর্ব্বাইমারুদ্র যথাহং নিত্য বিগ্রহঃ॥

সখাগণ পিতা মাতা গোপগোপী আর॥
গোপনাদি বৃন্দাবন ধামে যে আমার॥
চিদানন্দ নিত্য সব রসাত্মকগণ।
আনন্দের মূল মোর এই বৃন্দাবন॥
যে বনে প্রবেশ মাত্র কৈলে একবার।
কদাচিত নহে আর পুনশ্চ সংসার॥

তথাহি।

সখায়ঃ পিতরো গোপ বৃন্দাবনং মম।
নিত্যমেব সর্ব্ব মেতচ্চিদানন্দ রসাত্মকং॥
ইদমানন্দ কন্দাখ্যং বুদ্ধিবৃন্দাবনং মম।
যস্মিন্ প্রবেশ মাত্রেণ ন পুনঃ সংসৃতিং বিশেৎ॥

পাইয়া আমার বন নাম বৃন্দাবন।
যেই মূর্খ জন করে অন্যত্র গমন॥
শুন মহাদেব সেই আত্মঘাতী হয়।
সর্ব্বথা কদাচ ইথে নাহিক সংশয়॥

তথাহি।

মদ্বনং প্রাপ্যযোমূঢ় পুনঃ অন্যত্র গচ্ছতি।
স আত্মহা মহাদেব সর্ব্বথা নাত্রসংশয়॥

বৃন্দাবন ছাড়ি কভু না করি গমনে।
বিহার করি সদা রাধিকার সনে॥
এই কথা সদাশিব কহিল তোমারে।
কি শুনিতে চাহ পুনঃ কহ সে আমারে॥

তথাহি।

বৃন্দাবনং পরিত্যজ্য নৈব গচ্ছাম্যহং কচিৎ।
নিবাসাম্যময়াসার্দ্ধং মহমত্রৈব সর্ব্বদা॥
ইত্যেবং সর্ব্বমাখ্যাতং যত্তেরুদ্রহৃদিস্থিতং।
কথয়স্ব মমেদানীং কিমন্যৎ শ্রোতুমিচ্ছসি॥

শুনহ নারদ তবে কহিল প্রভুরে।
এরূপ তোমারে কৈছে পাব কহ মোরে॥
তবে মোরে কহিলেন প্রভু ভগবান্।
সাধু প্রশ্ন কৈলে তুমি অপূর্ব্ব আখ্যান॥
অতি গুহ্যতম কথা কহিব তোমারে।
যতনে রাখিবে না কহিবে সকলেরে॥

তথাহি ।

ততস্তমব্রবং দেব মহঞ্চ মুনিসত্তম ।
ঈদৃশস্তং কথং লভ্যস্তমুপায়ং বদস্বমে ॥
ততো মমাহভগবান্ সাধুরুদ্রত্বয়োদিতং ।
অতিগুহ্যতমং হ্যেতদ্গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥

আমা দোঁহায় প্রপন্ন হইয়া যেই জনা ।
সর্ব্বোপায় ত্যাগ করি করে উপাসনা ॥
গোপিকার ভাবে যেই ভাবয়ে আমারে ।
সে জন এ রূপে পায় না পায় ইতরে ॥

তথাহি ।

সকৃদাবাং প্রপন্নোযস্ত্যক্তোপায় পরায়ণঃ ।
গোপীভাবেন দেবেশ স মামেতি নচেতরঃ ॥

দোঁহাতে প্রপন্ন কিবা একা মোর প্রিয়া
গোপীভাবে সেবয়ে যে একচিত্ত হৈয়া ॥
সে জন আমারে পায় নাহিক সংশয় ।
মোর প্রিয় ভজিলে আমার প্রিয় হয় ॥

তথাহি ।

সকৃদাবাং প্রপন্নোবা মৎ প্রিয়ামে কিকমুত ।
সেবতে তেন ভাবেন সমামেতি ন সংশয়ঃ ॥

আমাতে প্রপন্ন মোর না ভজে প্রিয়ারে ।
কদাচিত সেইজন না পায় আমারে ॥

তথাহি ।

যো মামেব প্রপন্নশ্চ মৎ প্রিয়াং ন মহেশ্বর ।
ন কদাপি সপ্রাপ্নোতি মামেবং তে ময়োদিতং ॥

আমি তোমার হও যদি বলয়ে প্রিয়ারে ।
না করে সাধন তবু সে পায় আমারে ॥
তস্মাৎ যে লয় মোর প্রিয়ার শরণ ।
সে আমার প্রিয় আমি তাহার অধীন ॥

তথাহি ।

সকৃদেব প্রপন্নোয তবাস্মীতিবদেদপি ।
সাধনের্নবিনাপ্যেব মামাপ্নোতি ন সংশয় ॥
তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রুদ্রমৎপ্রিয়াং শরণং ব্রজেৎ ।
স আশু মৎপ্রিয়োভূত্বা মাং বশীকর্ত্তু মিচ্ছতি ॥

তোমারে কহিনু এই পরম রহস্য ।
মহাদেব সংগোপনে রাখিবা অবশ্য ॥
রাধিকা বল্লভা মোর তাহার চরণ ।
আশ্রয় করহ শিব শুনহ বচন ॥

মন্ত্রযুগল জপ তুমি করহ যতনে ।
সতত করহ বাস এই বৃন্দাবনে ॥

তথাহি ।

ইদং রহস্যং পরমং ময়া তে পরিকীর্ত্তিতং ।
ত্বয়াপ্যেতন্মহাদেব গোপনীয়ং প্রযত্নতঃ ॥
ত্বমপ্যেতাং সমাশ্রিত্য রাধিকাং মমবল্লভাং ।
জপন্মে যুগলং মন্ত্রং সদাতিষ্ঠ মদালয়ে ॥

এতেক কহিয়া মোর কর্ণে কৃপানিধি ।
উপদেশ কৈল মন্ত্র সংস্কারাদি বিধি ॥
এইরূপে কৃষ্ণ নিজগণের সহিতে ।
অন্তর্দ্ধান কৈল পুনঃ না পাইনু দেখিতে ॥

তথাহি ।

ইত্যুক্তা দক্ষিণে কর্ণে মম কৃষ্ণঃ কৃপানিধিঃ ।
উপদিশ্যদ্বয়ং হ্যেতৎ সংস্কারাশ্চবিধায়হি ।
সগণোহন্তর্দ্দধে কৃষ্ণ স্তত্রৈবনে বিপশ্যতঃ ॥

তদবধি আমি রহি বৃন্দাবন ধামে ।
নাম বিপর্য্যয় স্থান রক্ষণ বিধানে ॥
বৃন্দাবনে রহি আমি গোপেশ্বর নামে ।
রাধাকুণ্ডে রহি সদা কুণ্ডেশ্বরাখ্যানে ॥
কাম্যবনে কামেশ্বর মোর নাম হয় ।
সর্ব্বত্রে রহিয়া দেখি লীলা রসময় ॥
সেই মন্ত্রদ্বয় তোরে উপদেশ দিল ।
আদ্যোপান্ত যত কথা সকল কহিল ॥
শুনহ নারদ আর কি শুনিতে চাহ ।
যে তোমার হৃদয়ে রহে বিবরিয়া কহ ॥

তথাহি ।

অহমত্রৈব তিষ্ঠামি তদারভ্য নিরন্তরং ।
সভ্য মে তন্ময়াতুভ্যং সঙ্গমেতৎ প্রকীর্ত্তিতং ।
অধুনা বদ বিপ্রেন্দ্র কিং ভূয়ঃ শ্রোতুমিচ্ছসি ॥

নারদ কহেন প্রভু করি নিবেদনে ।
যে যে প্রশ্ন কৈনু আমি তোমার চরণে ॥
সে সকল কথা গুরু কহিলে আপনি ।
ভাবমার্গ কথা মোরে শুনাবে এখনি ॥
যে যে ভাবে ভজিলে কৃষ্ণের পদপায় ।
বিশেষিয়া সূত্ররূপে কহিবে আমায় ॥

তথাহি ।

ভগবান্ সর্ব্বমুখ্যাতং যদ্যৎ পৃষ্টং ময়াগুরো ।
অধুনা শ্রোতুমিচ্ছামি ভবমার্গ মনুত্তমং ॥

নারদ-বচন শিব করিলা শ্রবণ।
কহিতে লাগিল ভাবমার্গ বিবরণ ॥
দাস সখা পিত্রাদি যে প্রেয়সীর গণ।
চতুর্ব্বিধ ভাব ব্রজে অতি সর্ব্বোত্তম ॥
সবে নিত্য কৃষ্ণের সমান গুণগণ।
সূত্ররূপে কহিল ভাবের বিবরণ ॥

তথাহি।

দাসাঃ সখায়ঃ পিতরৌ প্রেয়স্যশ্চ হরেরিহ।
সর্ব্বে নিত্যা মুনিশ্রেষ্ঠ তত্তুল্য গুণশীলনং ॥

প্রকট লীলাতে যৈছে পুরাণে কহয়।
অপ্রকটে লীলা তৈছে বৃন্দাবনে হয় ॥
বনে গোষ্ঠে গমনাগমন নিত্য হন।
বিনা দুষ্ট বধ সখা সঙ্গে গোচারণ ॥

তথাহি।

যথা প্রকটলীলায়াং পুরাণেষু প্রকীর্ত্তিতাঃ।
তথা তে নিত্য লীলায়াং সন্তি বৃন্দাবনে ভুবি ॥
গমনাগমনে নিত্যং তথৈব বন গোষ্ঠয়োঃ।
গোচারণং বয়স্যৈশ্চ বিনাসুরবিঘাতনং ॥

পরকীয়াভিমানিনী তাঁর প্রিয়াগণ।
প্রচ্ছন্ন ভাবেতে কৃষ্ণে করান রমণ ॥

তথাহি।

পরকীয়াভিমানিন্য স্তথা তস্য প্রিয়াজনাঃ।
প্রচ্ছন্নে নৈবভাবেন রময়ন্তি নিজং প্রিয়ং ॥

এবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া একমন।
তার মধ্যে আপনাকে করিবে চিন্তন ॥

তথাহি।

আত্মানাং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাং।
রূপ যৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিং ॥
নানা শিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণ গোপ্যানুরূপিণীং।
প্রার্থিতা মপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীং ॥
রাধিকায়ানুচরীং নিত্যং তৎ সেবন পরায়ণাং।
কৃষ্ণদাস্যধিকং স্নেহ রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীং ॥
প্রত্যানুদিবসং যত্না তয়োঃ সঙ্গমকারিণীং।
তৎ সেবন সুখাস্বাদ ভরে নাতি সুনির্বৃতাং ॥
ইত্যাত্মানং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ
ব্রহ্মাং মুহূর্ত্তমারভ্য যাবৎ সন্তে মহানিশা ॥

শুনি নারদের মনে লোভ উপজিল।
রাগমার্গ ভজিবারে উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥

আনন্দ হৃদয়ে নারদ শিবের চরণে।
নিবেদন করে অতি বিনয় বচনে ॥
দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের কহি দেব যারে।
নিশান্ত হইতে যৈছে কৃষ্ণের বিহারে ॥
কোন্ কালে কৃষ্ণচন্দ্র কোন্ লীলা করে।
লীলা না জানিলে মনে কৈছে সেবা করে ॥

তথাহি।

হরেদৈর্নন্দিনীং লীলাং শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ।
লীলামজানতাং সেব্যো মনসাতু কথং হরিঃ ॥

এত শুনি মহাদেব কহে নারদেরে।
সে লীলা না জানি আমি কহিনু তোমারে ॥
দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের বৃন্দাদেবী জানে।
কহিব তোমারে তিহোঁ যাহ তিহুঁ স্থানে ॥
অতি দূর নহে কেশী তীর্থের সমীপে।
সখীবৃন্দ সঙ্গে আছে কৃষ্ণদাসীরূপে ॥

তথাহি।

নাহং জানামি তাং লীলাং হরের্নারদ তত্ত্বতঃ।
বৃন্দাদেবীং সমাগচ্ছ সা তে লীলাং প্রবক্ষ্যতি ॥
অবিদূর ইতঃ স্থানাৎ কেশীতীর্থ সমীপতঃ।
সখীসঙ্গ বৃতাসাস্তে গোবিন্দ পরিচারিকা ॥

শুনি নারদের লোভ বাড়িল অন্তরে।
পরিক্রমা করি তাঁরে দণ্ডবৎ করে ॥
পুনঃ প্রণমিয়া গেলা বৃন্দার আশ্রমে।
মুনিরে দেখিয়া বৃন্দা করয়ে প্রণামে ॥
বসিতে আসন দিয়া কৈল জিজ্ঞাসন।
কি কারণে তোমার হইল আগমন ॥
নারদ কহেন আপনার বিবরণ।
নিত্যলীলা তোমা স্থানে করিব শ্রবণ ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বৃন্দাবন ধামে নিত্য করে বিলসন ॥
গোপীগণ সহ রাস রাধিকার সঙ্গে।
বিলাস করয়ে অতি রসের তরঙ্গে ॥
সে লীলা শুনিতে মোর লুব্ধ হয় মন।
কৃপা করি সেই লীলা করহ কথন ॥
যদি যোগ্য হৈয়া দেবী পরম শোভনে।
আদি অন্ত কহিবে সকল প্রকরণে ॥

তথাহি।

তবারণ্যেদেবি ধ্রুবমিহ মুরারি র্বিহরতে,
সদাপ্রেয়স্তেতি শ্রুতিরপি বিরৌতি স্মৃতিরপি।
ইতি জ্ঞাত্বা বৃন্দাচরণ মভিবন্দে তবকৃপাং
কুরুস্বক্ষিপ্রং মে ফলতু নিতরাং হর্ষবিটপী॥

শুনি বৃন্দা কহেন রহস্য এই কথা।
কৃষ্ণভক্ত হও তুমি কহিব সর্ব্বথা॥
অতএব তুমি না কহিবে সর্ব্বস্থানে।
গুহ্যাদগুহ্যতম লীলা করি নিবেদনে॥

তথাহি শ্রীবৃন্দোবাচ।

কুঞ্জাদ্গোষ্ঠং নিশান্তে প্রবিশতি কুরুতে দোহনান্নাশমাদ্যাং, প্রাতঃ সায়ঞ্চ লীলাং বিহরতি সখিভিঃ সঙ্গবিচরয়ন্ গাঃ। মধ্যাহ্নে চাথ নক্তং বিলসতি বিপিনে রাধয়ার্দ্ধা পরাহ্নে, গোষ্ঠং যাতি প্রদোষে রময়তি সুহৃদয়োঃ সকুঞ্জোহবতান্নঃ॥

সনৎকুমার তন্ত্রে আছে বিশেষ বর্ণন।
সূত্র জানিবারে কৈল এক শ্লোক লিখন॥
বৃন্দা কহে মুনি এই সকল আখ্যানে।
সূত্ররূপে নিত্যলীলা কৈল নিবেদনে॥
যাহার শ্রবণে পাপী পাপে মুক্ত হয়।
ভক্তজন কৃষ্ণ-পাদপদ্মকে লভয়॥

তথাহি।

ইতি তে সর্ব্ব মাখ্যাতং নৈত্যিকং চরিতং হরেঃ।
পাপিনোপি বিমুচ্যন্তে শ্রবণাদ্যস্য নারদ॥

নারদ কহয়ে দেবি অনুগ্রহ কৈলে।
দৈনন্দিনী লীলা কৃষ্ণের মোরে শুনাইলে॥

তথাহি।

ধন্যোস্ম্যনুগৃহীতোস্মি ত্বয়াদেবী ন সংশয়ঃ।
হরেদৈনন্দিনী লীলা যতোমেহদ্য প্রকাশিতেতি

পুনরপি কহে বৃন্দে করি নিবেদন।
কহ কি প্রকারে পাইব এ লীলা দর্শন॥

এ কথা শুনিয়া বৃন্দা কহে নারদেরে।
পরম নিগূঢ় কথা শুধাইলে মোরে॥
রাধাকৃষ্ণ লীলা হয় অতি গুহ্যভূত।
স্বপ্নেও দর্শন যাহা না পায় দেব যত॥
ব্রহ্মা শিব অন্তর গোচর যাহা নয়।
লক্ষ্মীর অগম্য যেই কৃষ্ণলীলা হয়॥
তুমি সে রহস্য লীলা দেখিবে কেমনে।
দেব অগোচর লীলা অতি সঙ্গোপনে॥
কোন ভাগ্যবান্ রাগমার্গে দাণ্ডাইয়া।
যদ্যপি সাধন করে কামানুগা হৈয়া॥
স্বসুখ ছাড়িয়া কৃষ্ণসুখ বাঞ্ছে মনে।
অতি গাঢ় লোভে পায় সে লীলা দর্শনে

তথাহি।

শ্রীরাধাপ্রাণবন্ধোশ্চরণকমলয়োঃ কেশশেষাদ্যাগম্যা, যাসাধ্যা প্রেমসেবা ব্রজচরিত পরৈর্গাঢ় লোল্যৈকলভ্যা। সাস্যাৎপ্রাপ্তায় যাতাং প্রথয়িতু মধুনা মানসী মস্যসেবাং, ভাব্যাং রাগাধ্ব পান্থৈর্ব্রজমনুচরিতং নৈত্যিকং তস্যনৌমি॥

অতি উৎকণ্ঠিত হৈয়া করয়ে প্রার্থন।
কিরূপে পাইবে রাধাকৃষ্ণের সেবন॥
সাধ্যবস্তু প্রেমসেবা ভাবিতে ভাবিতে।
দর্শনের যোগ্য দেহ লভে অচিরাতে॥
একথা শুনিয়া মুনি আনন্দিত মনে।
নির্দ্ধারিল সাধন করিব বৃন্দাবনে॥
বৃন্দা সম্মান পূজা করে নারদেরে।
তিহোঁ সমাদরে বৃন্দার পরিক্রমা করে॥
দেখিতে দেখিতে মুনি কৈল অন্তর্দ্ধানে।
নিত্যলীলা দেখিবারে উৎকণ্ঠিত মনে॥
বৃন্দাবন পরিক্রমা করিয়া ভ্রময়।
দেখয়ে সর্ব্বত্র লীলা স্থান রসময়॥
বাজায় মধুর বীণা সুমধুর স্বরে।
পরিপূর্ণ প্রেমে গান আলাপন করে॥
রাধেকৃষ্ণ গোবিন্দ সতত করে গান।
তান মান মনোযন্ত্র হৈল একতান॥
জয় ব্রজভূমি জয় জয় বৃন্দাবন।
জয় লীলাস্থলী জয় গিরিগোবর্দ্ধন॥
জয় ব্রজবাসিবৃন্দ জয় গোপীগণ।
জয় রাধা সখীবর্গ আমার জীবন॥
জয় রাধাকৃষ্ণ লীলা সুমধুর অতি।
কৃপা করি দরশন দেহ মোর প্রতি॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে আইল গিরিগোবর্দ্ধনে
লীলাস্থলী কুণ্ড দেখি আনন্দিত মনে॥

গোবর্দ্ধন বাস আমি সতত করিব।
সুনির্জ্জন কুণ্ডতটে অভীষ্ট সাধিব ॥
হরিদাস পাদপদ্ম আশ্রয় না কৈলে।
সাধন করিলে শীঘ্র অভীষ্ট না মিলে ॥
বৃন্দাবন মধ্যে শ্রেষ্ঠ গিরিগোবর্দ্ধন।
হরিদাস বর্য যারে কহে গোপীগণ ॥
যার মধ্যে কৃষ্ণ নিত্য গোপ গোপী সঙ্গে।
নানাবিধ রসকেলি করে নানারঙ্গে ॥
ওহে গোবর্দ্ধন শুন এই নিবেদন।
কৃপা করি কর মোর অভীষ্ট পূরণ ॥

তথাহি।

গিরি নৃপ হরিদাস শ্রেণী বর্যেতি নানামৃত
মিদমুদিত শ্রীরাধিকাবক্ত্রচন্দ্রাৎ। ব্রজনব-
তিলকত্বেক্লৃপ্তবেদৈঃ স্ফুটং মে, নিজনিকট-
নিবাসং দেহি গোবর্দ্ধনত্বং ॥

গোবর্দ্ধন নিকটে যে কুণ্ড মনোহর।
তাঁহা বসি সাধন করেন মুনিবর ॥
সদাশিব আজ্ঞা দিল যেমতে সাধিতে।
সেইমত কার্য্য মুনি করে একচিত্তে ॥
রাগমার্গ কথা বৃন্দাদেবী যে কহিল।
অতিশয় লোভে সেইমত আচরিল ॥

তথাহি।

সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।
তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥

অল্পকালে নারদের সাধন সিদ্ধ হৈল।
সখীরূপ হৈয়া রাধাকৃষ্ণেরে পাইল ॥
পরম আনন্দ পাঞা করয়ে সেবন।
এইরূপ হয় মহামুনির ভজন ॥
নারদকুণ্ডের কথা করিতে লিখন।
প্রসঙ্গ ক্রমেতে হৈল এ সব বর্ণন ॥
শ্রীগুরুগোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীনারদকুণ্ড বিবরণ
কথনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

দ্বাদশ অধ্যায়ঃ।

ইন্দ্রযজ্ঞ ভঙ্গ ও গোবর্দ্ধন পূজা।

বামস্তামরসাক্ষস্য ভুজদণ্ডঃ সপাতুবঃ।
ক্রীড়াকন্দুকতাং যেন নীতো গোবর্দ্ধনোগিরি

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য কৃপাসিন্ধু।
জয় রাম নিত্যানন্দ পতিতের বন্ধু ॥
জয় জয় কৃপাময় অদ্বৈত আচার্য্য।
জয় গৌরভক্তগণ সর্ব্ব শিরোধার্য্য ॥
জয় শ্রীগুরু গোসাঞি কৃপা কর মোরে।
নিস্তার করহ প্রভু মুঞি পাতকীরে ॥
এইত কহিল নারদকুণ্ড বিবরণ।
এবে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ ॥
গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে উচ্চবেদী মনোরম।
ইন্দ্রপূজা স্থান হয় পরম উত্তম ॥
নন্দ আদি করি গোপগণ সেই স্থানে
ইন্দ্রপূজা কৈল তৃণ শস্যাদি কারণে ॥
ভাদ্রমাসে নন্দ ইন্দ্র দ্বাদশী দিবসে।
ইন্দ্রপূজা করিবারে মনের হরিষে ॥
নানা উপহার দ্রব্য সংযোগ করিয়া।
পূজা করে গোপ সব ব্রাহ্মণ লইয়া ॥
এইমতে প্রতি বর্ষান্তরে ব্রজরাজ।
মনের আনন্দে করে ইন্দ্রপূজা কাজ ॥

সেইমত ভাদ্রে ইন্দ্র দ্বাদশীর দিনে।
অনেক সামগ্রী রাজা করে আয়োজনে ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে শুন ব্রজরাজ।
এত দ্রব্য দিয়া আজি কি করিবে কাজ ॥
নিশ্চয় করিয়া পিতা কহত আমারে।
শুনি ব্রজরাজ হাসি কহেন কৃষ্ণেরে ॥
শুন বাপু মোসবার গোপকুলে জন্ম।
গবাদিপালন ক্রিয়া হয় নিজ ধর্ম্ম ॥
তৃণাদি নহিলে নহে গব্যাদি পালন।
তেকারণে করি দেবরাজের পূজন ॥
সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিলা।
উপানন্দ আদি প্রতি কহিতে লাগিলা
সতত চিদংশযুক্ত সব তত্ত্ব জানে।
মীমাংসক মতে কিছু কহে তত্ত্বজ্ঞানে ॥
শুনহ তোমরা সবে আমার বচন।
ইন্দ্র কি করিবে তোমা সবার রক্ষণ ॥
জন্ম জন্মান্তরে যেই জন করে যাহা।
ভাল মন্দ অবশ্য ভুঞ্জয়ে সেই তাহা ॥
দেবতা ভজিলে তাহা না হয় অন্যথা।
মন দিয়া শুন সবে কহি যে যে কথা ॥
পরম কারণ এক আছে নারায়ণ।
ইন্দ্র আদি দেব তাঁর ভৃত্যের গণন ॥
যারে যেইমত আজ্ঞা ঈশ্বর করয়।
সেইমত বিনে অতিরিক্ত না পারয় ॥
অতএব শক্রযজ্ঞে নাহি প্রয়োজনে।
মোরা ব্রজবাসী রহি শৈল সন্নিধানে ॥
গো-ব্রাহ্মণ গিরিগোবর্দ্ধনের পূজন।
মোর অভিমত এই যজ্ঞ সর্ব্বোত্তম ॥
অতএব কর গোবর্দ্ধনের পূজন।
ঈশ্বর স্বরূপা তিহোঁ পরম কারণ ॥
ব্রজবাসীর হিতকর্ত্তা প্রত্যক্ষ যে হয়।
তাহা ছাড়ি কেন কর অন্য দেবাশ্রয় ॥
কৃষ্ণবাক্য শুনি সবে আনন্দ অন্তরে।
নানা দ্রব্য আয়োজন করয়ে সত্বরে ॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত আদি নানা উপহারে।
শকট ভরিয়া লয় গোবর্দ্ধনোপরে ॥
ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী গোপ গোপী ধেনুগণে।
সকল লইয়া নন্দ গেল গোবর্দ্ধনে ॥
তথায় আসিয়া রাজা কহে বিপ্রগণে।
ত্বরায় করহ সবে রন্ধন বিধানে ॥
আগেতে পায়স কর স্নিগ্ধের কারণ।
বিবিধ প্রকার তবে করহ ব্যঞ্জন ॥
নানা পীঠা রুটী সবে কর যথোচিত।
সর্ব্ব শেষে সূপ রান্ধ যে হয় উচিত ॥
এইমত আদেশ পাইয়া সর্ব্বজনে।
পাক করে গোবর্দ্ধন পূজার কারণে ॥
বহু অন্ন ব্যঞ্জন রুটী পীঠা সজ্জা করি।
ক্রমবন্ধে রাখে সব সুসৌষ্ঠবে ধরি ॥
ক্ষীর শিখরিণী মাঠা সর নবনীত।
ঘৃত দধি দুগ্ধ রম্ভা শর্করাদি যত ॥
বেদগর্ভ মহাযজ্ঞ আদি বিপ্রসনে।
পূজার সামগ্রী কৈল বিবিধ বন্ধানে ॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানা উপহারে।
গোবর্দ্ধনে পূজা করে আনন্দ অন্তরে ॥

তথাহি।

মহাহেতুবাদৈর্বিদীর্ণৈর্দ্রবাগং গিরি ব্রাহ্মণো-
পাস্তি বিস্তীর্ণরাগং। সপদ্যেক যুক্তি কৃতা-
ভিরবর্গং পরোদত্ত গোবর্দ্ধনন্মাভূদর্ঘ্যং ॥

এইমত ব্রজরাজ পূজি গিরিবরে।
নামিলেন সবে হইয়া অতি সত্বরে ॥
তাঁহা রহি গোপ সব যোড়হস্ত করি।
স্তুতি করে গোবর্দ্ধনের সাদ্গুণ্য প্রচারি
অনেক প্রকার বাদ্য বাজে সুললিত।
স্ত্রীগণে আনন্দে মধুস্বরে গায় গীত ॥
প্রিয় আসংসিনী বহু কুমারীর ঘটা।
পুষ্পদল হাতে বিরাজিত চীনপটা ॥
আনন্দ অন্তরে সব গোপীর কুমার।
আকর্ণ পর্য্যন্ত সব তাহার বিস্তার ॥
একত্র হইয়া কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোপরে।
কুমার কুমারী সহ পুষ্পবৃষ্টি করে ॥

তথাহি।

প্রিয়াসংসিনীভির্দলোত্তংসিনীভিঃ,
বিরাজত পটাভিঃ কুমারি ঘটাভিঃ।

স্তরাভৈাঃ কুমারৈরপিস্ফারতারৈঃ,
সহব্যাকিরন্ত প্রসূনৈর্ধরন্তং ॥

রূপান্তর ধরি কৃষ্ণ গোবর্দ্ধনোপরে।
পূজার সামগ্রী ভুঞ্জে আনন্দ অন্তরে ॥
কৃষ্ণের মহিমা কিছু কহনে না যায়।
এক মূর্ত্তে কথা কহে আর মূর্ত্তে খায় ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র কহে শুন গোপগণ।
বাঞ্ছাপূর্ণ হৈল সবে কর দরশন ॥
ঈশ্বরাংশ গোবর্দ্ধন স্বমূর্ত্তি ধরিয়া।
সব উপহার দ্রব্য খায়েন বসিয়া ॥
তাহা দেখি নন্দ আদি গোপ গোপীগণ।
অত্যন্ত আনন্দ হৈল প্রফুল্ল বদন ॥
মূর্ত্তিমন্ত যজ্ঞভোক্তা দেখিয়া সে গিরি।
পরিক্রমা করে গো ব্রাহ্মণ আগে করি ॥
উচ্চ শৃঙ্গগণে কৃষ্ণ বান্ধয়ে পতাকা।
শ্বেত রক্ত নীল পীত যার নাহি লেখা ॥

তথাহি।

গিরিস্থূলদেহেন ভুক্তোপহারং বরশ্রোণি
সন্তোষিতাভীরদারং। সমুত্তুঙ্গ শৃঙ্গাবলী-
বদ্ধচেলং ক্রমাৎ প্রীয়মানং পরিক্রম্যশৈলং ॥

এইমত করি গোবর্দ্ধনের পূজন।
নন্দ আদি যথা স্থানে করিল গমন ॥
তার পরে শুন আর অপূর্ব্ব কথন।
যৈছে কৃষ্ণ কৈল গোবর্দ্ধনের ধারণ ॥
এথা দেবরাজ নিজ পূজা না পাইয়া।
মেঘগণে বোলাইল মহারুষ্ট হৈয়া ॥
আইলেন মেঘগণ ইন্দ্রের সাক্ষাতে।
তাহা সবা প্রতি দেব লাগিল কহিতে ॥
শুনহ জলদগণ কহিয়ে বচন।
ব্রজে গোপগণ কৈল আমায় হেলন ॥
বর্ষান্তরে তারা এই দ্বাদশীর দিনে।
আমারে করিত পূজা বিবিধ বন্ধানে ॥
এক্ষণে আমারে তারা অবজ্ঞা করিয়া।
গোবর্দ্ধন পূজা করে আনন্দ পাইয়া ॥
নন্দগোপ পুত্র কৃষ্ণ তাহার বচনে।
সব মোরে লঙ্ঘি করে হেন কামে ॥

তথাহি।

বাচালং বালিশং মূর্খ যজ্ঞং পণ্ডিত মাননং।
কৃষ্ণং মর্ত্ত্য মুপাশ্রিত যে চক্রুর্মহেলন মিতি ॥

ব্রজভূমি নষ্ট আজি করিব সত্বরে।
দেখিব কেমনে কৃষ্ণ রাখে তাসবারে ॥
এত কহি ইন্দ্র ঐরাবতেতে চড়িয়া।
মহাক্রোধে যায় মেঘগণেরে লইয়া ॥
শীঘ্রগতি ব্রজে আসি উপস্থিত হৈল।
প্রথমে পবন লৈয়া ঝড় আরম্ভিল ॥
তবে ইন্দ্র মেঘগণে কহেন বচন।
মহাতীব্র ধারে কর জল বরিষণ ॥
তারা সব দেব-আজ্ঞা পাইয়া সত্বরে।
জল বরিষণ করে মহা তীব্রধারে ॥
বার বার অতি বৃষ্টি করিতে লাগিল।
তাহাতে সকল দিশা অন্ধকার হৈল ॥
তাহাতেই বজ্রাঘাত হয় বার বার।
শুনি অতিশয় ত্রাস হয় সবাকার ॥

তথাহি।

সুখধ্বংস সংরব্ধতঃ স্বর্গনাথে,
সমন্তাৎ কিলারব্ধ গোষ্ঠ প্রমাথে।
মুহুর্ব্বর্তিচ্ছিন্ন দিক্ চক্রবালে,
সদাক্ষোলি নির্ঘোষমম্ভোজ জালে ॥

তাহা দেখি গোপ গোপী একত্র হইল।
মহা ভয় পাঞা সবে কহিতে লাগিল ॥
কৃষ্ণবাক্য শুনি দেবরাজেরে লঙ্ঘিয়া।
গোবর্দ্ধন পূজা কৈনু সকলে আসিয়া ॥
নিজ পূজা না পাইয়া ইন্দ্র দেবরাজ।
নানা ঝড় বৃষ্টি আরম্ভিল ব্রজমাঝ ॥
এক্ষণে কেমনে প্রাণ হইবে রক্ষণ।
এত বলি সবে মেলি করয়ে চিন্তন ॥
কৃষ্ণে দেখি ব্রজেন্দ্রাদি যত গোপগণে।
অতি ত্রাসে ভীত সবে ঝড়বৃষ্টি ক্ষিপ্নে ॥
ব্রজবালাগণে দেখি শীতে আর্ত্ত ভীতে।
কৃপাপূর্ণ সুকৃত প্রেম উপজিল চিত্তে ॥

তথাহি।

মুহুর্বৃষ্টিক্ষিপ্নাং পরিত্রাসভিন্নাং,
ব্রজেশ প্রধানাং ততি বৃষ্ণমানাং।

বিলোক্যার্ত্ত শীতাঙ্গ ব্যলাঞ্চভীতাং,
কৃপাভিঃ সমূহং সুহৃৎ প্রেমহৃদ্রং ॥

তাহা দেখি কৃষ্ণ কহে শুন গোপগণ।
চিন্তা নাহি রক্ষা করিবেন গোবর্দ্ধন ॥
এত বলি মত্ত সিংহ প্রায় পরাক্রমে।
বামহস্তে হেলায়ে বৈঠাল গোবর্দ্ধনে ॥
নানা জন্তুপূর্ণ মেঘ সম গিরিবরে।
বামহস্তে কনিষ্ঠ অঙ্গুলোপরি ধরে ॥

তথাহি।

ততঃ সব্যহস্তেন হস্তীন্দ্রখেলং,
সমুৎকৃত্যগোবর্দ্ধনং সাবহেলং।
তদভ্রং তমভ্রং লিহং শৈলরাজং,
মুদাবিভ্রতং বিভ্রমর্জ্জন্তু ভাজং ॥

গিরীন্দ্র ধরিয়া কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
কে আইসে কতদূরে করে নিরীক্ষণে ॥
বাৎসল্য প্রেমেতে মগ্ন যশোদার চিত্তে।
কৃষ্ণ পাছে পাছে রাণী আইল ত্বরিতে ॥
ব্রজেশ্বরী দেখি কৃষ্ণ তাঁরে কহে কথা।
লোকবত ব্যবহারে পুত্র মাতা যথা ॥
শোকভাবে প্রবিষ্ট হৈতেছে মাতা কেনে।
চিন্তা তোমার নাহি আমি সুত বর্ত্তমানে ॥
হেনকালে গোপ গোপী সেখানে আইল।
সবারে দেখিয়া কৃষ্ণ কহিতে লাগিল ॥
তোমা সবাকার নষ্ট হৈল উপসর্গ।
কেহ চিত্তে ভ্রম না করিহ বন্ধুবর্গ ॥

তথাহি।

প্রবিষ্টাসি মাতঃ কথং শোকভাবে,
পরিভ্রাজমানে সুতে মৃত্যু দারে।
অভুবন্ ভবন্তো বিনষ্টোপসর্গা,
নধত্তেহচিত্তে ভ্রমং বন্ধুবর্গা ॥

এক্ষণে বিপ্লব গেল তোমা সবাকার।
অতঃপর চিত্তে ভয় না করিহ আর ॥
এই দেখ গোবর্দ্ধনতলে মনোহর।
শৈলশালা কৈনু আমি অতি পরিসর ॥
তস্মাৎ সকলে হাস্য করিয়া দেবেশে।
না জানিবে বৃষ্টি হর্ষে করহ প্রবেশে ॥

তথাহি।

দৃষ্টাতাবদীতির্বিধেয়ানভীতিঃ,
কৃতেয়ং বিশালা ময়া শৈলশালা।
তদাস্যাং প্রহর্ষাদবিজ্ঞাত বর্ষা,
বিহাস্যা মমেশং কুরুধ্বং প্রবেশং ॥

গোপ গোপীগণে কৃষ্ণ ডাকয়ে সত্বরে।
শীঘ্র আইস সবে গোবর্দ্ধনের ভিতরে ॥
এইমত কৃষ্ণ আশ্বাসিতে গোপবৃন্দ।
অনন্দে প্রফুল্ল সব বদনারবৃন্দ ॥
স্থান দেখি আনন্দিত গোপ গোপীগণে।
ধেনুবৎস লঞা গিয়া রহে সেই স্থানে ॥
ঝড় বৃষ্টি বজ্র তথা প্রবেশিতে নারে।
পরম সুন্দর স্থান অতি মনোহরে ॥
গিরি গর্ত্ত পাঞা সবে মন্দির সমান।
আনন্দিত হৈয়া করে কৃষ্ণগুণ গান ॥

তথাহি।

ইতি স্বৈরমাশ্বাসিতৈর্গোপবৃন্দৈঃ,
পরানন্দ সন্দীপিতাঃ সারবিন্দৈঃ।
গিরিগর্ত্ত মাসাদ্যহর্ম্ম্যোপমানাং,
চিরেনাতিহৃষ্টৈঃ পরিষ্টয়মানং ॥

ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণগুণ গান করে।
কৃষ্ণরূপ হেরি অতি আনন্দ অন্তরে ॥
শ্রীরাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রে করি নিরীক্ষণ।
বিশাখার প্রতি কহে বিষাদ বচন ॥
গিরিরাজ ভারি সুকোমল পঞ্চশাখে।
কিরূপে তোমার সখা ধরেন বিশাখে ॥
দেখি মোর চিত্তে খেদ জন্মে বার বার।
উপায় কি করি সখি কহত নির্দ্ধার ॥
দেখিয়া আমার হিয়া হয় দুই খান।
সহিতে না পারি দুঃখে আকুল পরাণ ॥

তথাহি।

গিরীন্দ্রং গুরুং কোমলে পঞ্চশাখে,
কথং হস্তধত্তে সখাতে বিশাখে।
পুরস্তাদবং প্রেক্ষ্যহৃদি চিন্তয়েদং,
মুহুর্মর্মকীলং মনযাতি ভেদং ॥

মেঘে বজ্রশব্দ করে অত্যন্ত কঠোরে।
ঘন অন্ধকারে অতিশয় ধ্বান্ত ঘোরে ॥
সর্ব্বত্রে হইল ব্যাপ্ত ভ্রমন্থা তমালে।
এ সকলে দশদিগ ব্যা

অতিশয় উচ্চ শৃঙ্গ মেঘস্পর্শে যেন।
বাম হস্তোপরি ধরে শৈলরাজ হেন ॥
শুনহে বিশাখে মোরে অবশ্য কহিবে।
কমনীয় কৃষ্ণ কিবা শ্রম না পাইবে ॥

তথাহি।

স্তনদ্ভিঃ কঠোর ঘনৈর্ধ্বান্ত ঘোরে,
ভ্রমদ্বাতমালে হতাশেহত্র কালে।
ঘনস্পর্শিকুটং বহত্যদ্রিকুটং কথং,
শ্যামকান্তঃ সরোজাক্ষিতান্তঃ ॥

প্রেমের স্বভাবে রাই নিজ সখী স্থানে।
অতিশয় স্নেহে কহে আক্ষেপ বচনে ॥
ব্রজে কি নাহিক গোপ কঠোরাঙ্গ দণ্ড।
এইথানে কতজনা আছয়ে প্রচণ্ড ॥
শিরীষ কুসুমাবলি সম সৌকুমার্য্যে।
ধরিল অত্যন্ত ভার কৃষ্ণভুজ আর্য্যে ॥

তথাহি।

ন তিষ্ঠন্তি গোষ্ঠে কঠোরাঙ্গ দণ্ডাঃ কিয়ন্তোহত্র গোপাঃ সমস্তাৎ প্রচণ্ডাঃ। শিরীষ প্রসূনাবলী সৌকুমার্য্যে, ধৃতাধুরিয়ং ভূরিরস্মিন্ কিমার্য্যে ॥

সাহজিক প্রেমে ভাবান্তর নাহি জানে।
আবেশে করয়ে গোবর্দ্ধনের স্তবনে ॥
অয়ে তাত গোবর্দ্ধন করিয়ে প্রার্থনে।
স্থূলবপু হও লঘু পদ্মের সমানে ॥
যেন কৃষ্ণ হস্তে করি রহেন তোমারে।
মঙ্গলাত্মা গিরিরাজ করি নমস্কারে ॥

তথাহি।

গিরেতাত গোবর্দ্ধন প্রার্থনেয়ং,
বপুঃস্থূলশালী লঘিষ্টং বিধেয়ং।
ভবস্তং যথাধারয়ন্নেব হস্তে,
নধত্তেশ্রমং মঙ্গলাত্মন্নমস্তে ॥

পুনঃ কৃষ্ণ-মুখপদ্ম করে দরশন।
তৃষ্ণাশান্তি নহে নব অনুরাগী মন ॥
বিশাখার প্রতি রাই কহেন বচন।
নবাঙ্কুরশালি মুখ কর দরশন ॥
কি আশ্চর্য্য কৃষ্ণ-মুখমণ্ডলের শোভা।
নালোভা ॥

সুচূর্ণ কুন্তল ভ্রমে কপোল পর্য্যন্ত।
অতিশয় স্মিতদ্যুতি পরম সুকান্ত ॥
তাহাতে অপূর্ব্ব দেখ দীপ্ত গণ্ড শোভা।
অতি সুমাধুর্য্য সে অশেষ চিত্তলোভা ॥

তথাহি।

ভ্রমৎ কুন্তলান্তং স্মিতদ্যোতি কান্তং,
লসদ্গণ্ড শোভং কৃতা শেষ লোভং।
স্ফুরন্নেত্রলাস্যং মুরারেস্তমাস্যং,
নবাঙ্কুত শালি স্ফুটং লোকশালি ॥

অতিশয় প্রেম পূরাইতে সুমাধুরী।
রাধিকার বাক্যামৃত কৃষ্ণ পান করি ॥
হৃদয়ে ধরিল অতি মদনতরঙ্গ।
লতা মধুপানে যেন মত্ত হয় ভৃঙ্গ ॥
বরাঙ্গী চপলাপাঙ্গ ভঙ্গিতে পূজিত।
অতিশয় মত্ত কৃষ্ণ আনন্দিত চিত ॥

তথাহি।

নিপীয়েতি রাধা লতাবাক্যমকরন্দং,
বর প্রেমসৌভাগ্য পূরাদমন্দং।
দধানং মদং ভৃঙ্গ বত্তুঙ্গকুজং,
বরাঙ্গী চপলাপঙ্গ ভঙ্গাপ্তপূজং ॥

যশোদা বাৎসল্য রস হয় মুর্ত্তিমতী।
প্রেমায়ে ব্যাকুল দেবী কহে নন্দ প্রতি ॥
উদর অত্যন্ত কৃশ হইল ক্ষুধায়।
কিমতে ধরিবে গিরি কিছু নাহি খায় ॥
নহে অতি বড় মোর শিশু যে মুকুন্দ।
তথাপি ধরিয়া রহে গরিষ্ঠ গিরীন্দ্র ॥
তস্মাৎ ব্রজেন্দ্র শীঘ্র দধিখণ্ড সার।
পুত্রমুখে অর্পণ করহ হঠাৎকার ॥

তথাহি।

কথং নামং দধ্যাৎ ক্ষুধাক্ষামতুন্দং শিশুর্মে-গরিষ্ঠং গিরীন্দ্রং মুকুন্দঃ। তদেতস্য তুণ্ডে-হঠাদর্পয়ারং, ব্রজাধীশদধ্যাক্তিতং খণ্ডসারং ॥

অতিশয় বাৎসল্যে ব্যাকুলা রাণী হৈল।
বলরাম প্রতি কিছু কহিতে লাগিল ॥
নীলাম্বর শুন বাছা তোমার কনিষ্ঠ।
পাইবে অত্যন্ত পীড়া মহাভাব নিষ্ঠ ॥

পরম সাহসী বলরাম অবিলম্বে।
গোবর্দ্ধন প্রতি দেহ হস্ত অবলম্বে॥

তথাহি।

মহাভাবনিষ্ঠে স্থিতে স্তেঃকনিষ্ঠে,
লভে বৎস নীলাম্বরোদ্দামপীনাং।
তবইভ্যসত্বং তদস্মৈবলত্বং,
দদস্বাবিলম্বং স্বহস্তাবলম্বং॥

এই স্নিগ্ধ কথা কৃষ্ণ মাতার শুনিয়ে।
তাঁর সম মাতাগণে নির্ব্বর্ণিত হ'য়ে॥
কনিষ্ঠ অঙ্গুলে ধরি রহে গোবর্দ্ধন।
সর্ব্ব গোপগণে কৃষ্ণ প্রীতি দিতে মন॥

তথাহি।

ইতি স্নিগ্ধবর্ণাং সমাকর্ণয়ন্তং,
গিরিং মাতুরেনাঙ্ক নির্ব্বররন্তং।
কনিষ্ঠাঙ্গুলী শৃঙ্গ বিন্যস্তগোত্রং,
পরিপ্রীণিতব্যগ্রগোপাল গোত্রং॥

গোপ সব অনুভবে দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
এ প্রভাব কোথা হৈতে যাতে গিরি ধরে॥
যে প্রভাবে সবে কৃষ্ণ হয়েন অকুণ্ঠ।
শিশু ধূলী খেলাতে প্রবীণ দুগ্ধকণ্ঠ॥
সাতবৎসরের শিশু ধরে অতি ভার।
যাহাতে এ গিরি কৈলাসের সম সার॥

তথাহি।

অমীভিঃ প্রভাবৈঃ কুতোঽভূদকণ্ঠঃ,
শিশু ধূলিকেলিপটুঃ ক্ষীরকণ্ঠঃ।
বিভর্ত্যদ্য সপ্তাব্দিকোভূরি ভারং,
গিরিং যষ্টিদারেণ কৈলাসসারং॥

গোপগণ অন্যোন্যে করয়ে আলাপনে
কদাচিৎ কার বা সন্দেহ থাকে মনে॥
পর্ব্বত পড়িবে বলি কার ভয় নাই।
হেলায় নখাগ্রে যাতে বহেন কানাই॥
দিগ্‌হস্তিশুণ্ডে যেন পৃথবী শোভয়।
কৃষ্ণহাতে দেখ গিরি তেমতি স্ফুরয়॥

তথাহি।

নশঙ্কাধবভ্রংশনেঽস্মাক মস্মান্নখাগ্রেসহেলং
বহত্যেষ যস্মাৎ। গিরিদিকরীন্দ্রাগ্রহস্তে ধরা-
বত্তুজেপশ্যতাস্য স্ফুরত্যদ্যতাবৎ

ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি পীড়া কারে না বাধয়ে।
কৃষ্ণ ধরিয়াছে গিরি একদৃষ্টে চায়ে॥
সুবিস্তার তারার ঈক্ষণে মুক্তভোগে।
নন্দ সহ ঘরে কৃষ্ণে ধরে প্রীতিযোগে॥
সবে মিলি নিরখয়ে কৃষ্ণের বয়ানে।
সপ্ত রাত্রি মধ্যে তন্দ্রা নাহিক নয়ানে॥

তথাহি।

ইতি স্ফারতারেক্ষণৈর্মুক্ত ভোগৈ,
র্ব্রজেন্দ্রেন সার্দ্ধং বৃতপ্রীতিযোগৈঃ।
মুহুর্বল্লবৈর্বীক্ষ্যমানস্য চন্দ্রং,
পুরঃ সপ্ত রাত্রান্তর ত্যক্তভন্দ্রং॥

হেনকালে পুনঃ দৃষ্টি হৈল রাধা পানে।
আনন্দে বিহ্বল হৈয়া কাঁপয়ে সঘনে॥
তাঁর কম্পবানে এথা নড়ে গোবর্দ্ধন।
গিরি-চাঞ্চল্যে সবার সঙ্কোচিত মন॥
আস্তে ব্যস্তে গোপ সব গোবর্দ্ধন ধরে।
সাম্ভাল সাম্ভাল বলি সকলে ফুকারে॥
সখাগণ বেত্র আগে ধরে গোবর্দ্ধনে।
চিন্তা নাহি চিন্তা নাহি বলয়ে সঘনে॥
মহা কোলাহল রব শুনি কৃষ্ণচন্দ্র।
সুস্থির হইয়া কিছু হাসে মন্দ মন্দ॥
কৃষ্ণ-হাস্যমুখ দেখি গোপ গোপীগণে।
আনন্দ পাইল কিছু শঙ্কা নাহি মনে॥
সপ্তাহ পর্য্যন্ত ইন্দ্র নানোৎপাত করে।
ঝড় বজ্রাঘাত শিলাবৃষ্টি তীব্র ধারে॥
অনেক প্রকার চেষ্টা কৈল দেবরাজ।
তথাপি নহিল কিছু নষ্ট ব্রজমাঝ॥
তড়িৎ জড়িত মেঘ বিস্তীর্ণ সমীরে।
অতি জলধারা তাহে ইন্দ্রধনু হারে॥
সূর্য্যেরে করিলা লুপ্ত হেন মেঘগণ।
অতি যে দুরন্ত শব্দ করে অনুক্ষণ॥
তৃণতুল্য অজ্ঞান করিল সবাকারে।
কৃষ্ণের অপার লীলা কে বুঝিতে পারে॥

তথাহি।

তড়িদ্দামকীর্ণান্ সমীরৈ রুদীর্ণান্,
বিসৃষ্টাম্বুধারান্ ধনুর্যষ্টিহারান্।
তৃণীকৃত্য ঘোরান্ সহস্রাংশুচোরান্
দুরন্তোরু শব্দান্ ধৃতাবজ্রমব্দান্॥

আনন্দে পূজয়ে গোপ গোপী ধেনুগণে
দেখিয়া বিস্ময় অতি পাইল ইন্দ্র মনে ॥
অহঙ্কার পঙ্কেতে বিলুপ্ত দৃষ্টি ছিলা।
লীলামৃত ধারে কৃষ্ণ তাহারে শোধিলা ॥
দুষ্টগণ দণ্ডিতে দুরন্ত সম হয়।
ইন্দ্রের দুর্ম্মতি কৃষ্ণ কৈল নিরাশয় ॥
অভিমান গেল ইন্দ্র অমানী হইল।
তবে আপনাকে দণ্ডি করিয়া মানিল ॥

তথাহি।

অহঙ্কার বন্ধাবরিলুপ্ত দৃষ্টে,
ব্রজে যাবদিষ্টং প্রণীতোরুবৃষ্টে।
বলারেশ্চ দুর্ম্মানিতাং বিস্ফুরন্তং,
নিরাকৃত্য দুষ্টানিদণ্ডে দুরন্তং ॥

ইন্দ্র কহে ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
না বুঝিয়া আমি এত কৈনু অপমান ॥
এই অপরাধে মোর না হয় নিস্তারে।
এত চিন্তি সকল উৎপাত কৈল দূরে ॥
দেখি কৃষ্ণ কহে সব ব্রজবাসিগণে।
অতঃপর চল সবে নিজ নিজ স্থানে ॥
নিবৃত্তি হইল দেখ অতি বৃষ্টিনীর।
তার পাছে গেল সব সঝঞ্ঝা সমীর ॥
তড়িৎ সহিত সে করাল শব্দ গেলা।
তার পাছে গেল যত ঘোর মেঘমালা ॥
অম্বর উপরে সূর্য্য দেখি সুপ্রকাশে।
দিবস হইল দীপ্তি শান্তরূপে ভাসে ॥
অতএব করি মনে আনন্দ প্রচুর।
বাহিরে গমন করে সব জ্ঞাতি স্থর ॥

তথাহি।

বিস্হৈাকুনীরাঃ সঝঞ্ঝাঃ সমীরা,
স্তড়িদ্ভিঃ করালাঘযুর্মেঘমালাঃ।
রবিশ্চাম্বরান্ত্যবিভান্ত্যেযনাস্তঃ,
কৃত্বানন্দ পুরাবহির্যাতস্থরা ॥

এত বলি গোপগণে করিয়া বাহিরে।
পূর্ব্ববৎ ধরিয়া রাখিয়া গিরিবরে ॥
দধি ক্ষীর খাই পুষ্পাদিক গোপীগণে।
আনন্দে করিয়া বৃষ্টি করে যশ গানে ॥

তথাহি।

ইতি প্রোচ্যনিঃসারিত জ্ঞাতিবারং,
যথাপূর্ব্ব বিন্যস্ত শৈলেন্দ্রসারং।
দধি ক্ষীর লাজাঙ্কুরৈর্ব্বারিনীভি,
মুর্দা কীর্য্যমানং যশস্তাবিনীভিঃ ॥

ব্রজবাসিগণ গেলা নিজ নিজ ঘরে।
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ গোচারণ করে ॥
হেনকালে দেবরাজ আসিয়া সত্বরে।
গলে বস্ত্র বান্ধি পড়ে কৃষ্ণ-পদতলে ॥
ব্রজেন্দ্রকুমার রক্ষ লইলাম শরণে।
আমার সমান অজ্ঞ নাহি ত্রিভুবনে ॥
তুমি স্বয়ং ভগবান্ তত্ত্ব না জানিয়া।
এতেক করিনু নিজ গর্ব্বে মত্ত হৈয়া ॥
হেন অপরাধ প্রভু ক্ষমা কর মোরে।
এইমত স্তুতি ইন্দ্র বার বার করে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইন্দ্রে প্রসন্ন হইল।
আনন্দ হৃদয়ে তাঁরে আলিঙ্গন কৈল ॥
এইমতে ইন্দ্র কৃষ্ণে অভিষেক কৈলা।
গোবিন্দকুণ্ডেতে আগে কহিব সে লীলা ॥
এতেক উৎপাত ইন্দ্র কৈল ব্রজমাঝ।
তাহা না গণিল কৃষ্ণ পাঞা নিজ কাজ ॥
যা সবা দেখিতে অতি ব্যগ্রচিত্ত ছিল।
ইন্দ্রোৎপাত ক্রমে সব একত্র দেখিল ॥
শৈলশালা মধ্যে তা সবার মুখচন্দ্র।
উদয় হইল দেখি পাইল আনন্দ ॥
সেই মুখচন্দ্র-সুধা নেত্রে পান কৈল।
গিরীন্দ্র ধারণ শ্রম কিছু না জানিল ॥
এইত কারণে ইন্দ্র প্রসন্ন হইল।
আশ্বাস করিয়া তারে বিদায় করিল ॥
গোবর্দ্ধন-গুণ কেবা পারয়ে বর্ণিতে।
ব্রজ রক্ষা কৈল কৃষ্ণ যারে ধরি হাতে ॥

তথাহি।

সপ্তাহ মুরজিৎ করাম্বুজ পরিভ্রাজৎ কনিষ্ঠা-
ঙ্গুলিপ্রোদ্যদ্বস্তুবরাটকো পরিমল সম্মুগ্ধান্বরে
ক্ষোপিহ্বঃ। পাথঃ ক্ষেপকশক্র নক্রমুখতঃ
ক্রোড়ে ব্রজং দ্রাগপাৎ, কন্তং গোকুল বান্ধবং,
গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

ইন্দ্রধ্বজ দেবী কথা প্রসঙ্গানুক্রমে।
গোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলা করিল বর্ণনে ॥
কলিন্দতনয়া কালিন্দিতে ত্যাগ করি।
না পূজিল ব্রজে যত উচ্চশৃঙ্গ গিরি ॥
না করিল পূজা বৃন্দাবন নন্দীশ্বর।
যাতে নিজ বাস যেই নিজেপ্সিত ধর ॥
সর্ব্ব ত্যাগ করি কৃষ্ণ যার পূজা করে।
সম্মানিয়া যারে ধরি রাখে ব্রজপুরে ॥
হেন গোবর্দ্ধন-পদ কেবা না আশ্রয়ে।
পাদপদ্ম-তটে বাস দেহ মহাশয়ে ॥

তথাহি।

কালিন্দীং তটনোদ্ভবাং গিরিগণানত্যুচ্চ মচ্ছেশ্বরান্।
শ্রীবৃন্দাবনবিপিনং জনেপ্সিতধরং নন্দীশ্বরং চাশ্রয়ং ॥
হিত্বায়ং প্রতি পূজয়ন্ ব্রজকৃতেমানং মুকুন্দোদদৌ।
কস্তং শৃঙ্গকিরীটীনাং গিরিনৃপং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে ইন্দ্রধ্বজ বিবরণে।
গোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলা করিল বর্ণনে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে ইন্দ্রধ্বজ দেবী বিবরণ কথনে
শ্রীগোবর্দ্ধনোদ্ধার লীলাবর্ণনং নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ।

মানস গঙ্গায় বিহার বর্ণনা।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় করুণাসাগর।
মোরে কৃপাদৃষ্টি কর মো অতি পামর ॥
ইন্দ্রধ্বজ বেদী-কথা করিল বর্ণন।
আগে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ ॥
গোবর্দ্ধনে চক্রতীর্থ হয় সর্ব্বোত্তম।
যাহার দর্শনে কৃষ্ণভক্তি রসোদ্গম ॥
চক্রেশ্বর মহাদেব সেখানে আছয়।
তাঁহার কৃপাতে কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় ॥
তাহার দক্ষিণে হয় মানসগঙ্গা নাম।
দর্শনে স্পর্শনে শীঘ্র পূরে মনস্কাম ॥
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ লৈয়া।
পারাবার লীলা করে আনন্দিত হৈয়া ॥
সে রহস্য লীলা কিছু করিয়ে বর্ণনে।
যেরূপে করিল কৃষ্ণ পার গোপীগণে ॥
গোবিন্দ-কুণ্ডেতে যজ্ঞ মহোৎসব হ'য়ে।
মথুরানিবাসী বিপ্রগণেতে করয়ে ॥
নব বধূগণ গব্যাদিক যত আনে।
সে দ্রব্য কিনিয়া লয় যজ্ঞের বিধানে ॥
সেই যজ্ঞে গব্যাদিক যেই লঞা যায়।
পতি চিরজীবী হয় গোধন বাড়য় ॥
পৌর্ণমাসী-আদেশে যতেক বৃদ্ধাগণে।
নিজ বধূগণেরে পাঠায় তেকারণে ॥
তাতে ঘৃত লঞা রাই সখী সঙ্গে যায়।
কৃষ্ণ দরশন আশে আনন্দ হিয়ায় ॥
সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে।
স্থান বুঝি রহে নৌকা লঞা গঙ্গাতীরে ॥
গোপীগণ সঙ্গোপন পথেতে চলিয়া।
উপস্থিত হৈল সেই ঘাটেতে আসিয়া ॥
আর কত গোপী আগে পথ না জানিয়া।
ইন্দ্রধ্বজ তীর্থপথে উত্তরিল গিয়া ॥
রাইরে দেখিয়া কৃষ্ণ আইস আইস বলে।
তোমা সবা লাগি নৌকা রাখিয়াছি কূলে
শুনি সখীগণ মন্দ মন্দ হাস্য করি।
উঠিলেন গিয়া সেই নৌকার উপরি ॥

অতি জীর্ণ প্রায় নৌকা দেখিয়া সকলে।
হাঁসিয়া হাঁসিয়া কিছু কৃষ্ণ প্রতি বলে॥
পরম সুন্দর যুবা দেখি যে তোমারে।
তুমি কেন রহ হেন তরণী উপরে॥
যোগ্যাযোগ্য হয় যদি দেখিতে সুন্দর।
অযোগ্য দেখিলে দুঃখ উপজে অন্তর॥
যদি কহ তোর দুঃখে মোর কিবা করে।
সেহ সত্য শীঘ্র পার কর মোসবারে॥
হাসিয়া কহয়ে কৃষ্ণ শুন গোপীগণ।
যতেক কহিলে মোরে সত্য সে বচন॥
কিন্তু যোগ্য কারণে অযোগ্য পরিহরি।
একান্ত করিয়া তোসবার মুখ চাহি॥
মোর যোগ্য বস্তু রহে তোসবার সাথে।
তাহা প্রাপ্তি হৈলে ইহা ছাড়িব তুরিতে॥
সদয় হইয়া সে তরুণী দেহ মোরে।
তবে তরী ছাড়ি রহি তরুণী উপরে॥
এত শুনি গোপীগণ কৃষ্ণ প্রতি কহে।
এমত আশ্চর্য্য কথা কাঁহা না শুনিহে॥
তরণী করয়ে লোক পারের নিমিত্তে।
তরুণীতে চাহ তুমি সে কার্য্য করিতে।
কিমতে সম্ভব হয় কহ দেখি শুনি।
হাসি কৃষ্ণচন্দ্র তবে কহে কিছু বাণী॥
শুন সবে যে কহিলে অসম্ভব নয়।
পার করিবার শক্তি দোঁহাকার হয়॥
কার নদী পার শক্তি কার অব্ধি পার।
পূর্ব্বাপর এইমত আছে ব্যবহার॥
তরণী সামর্থ মাত্র হয় নদী পারে।
তরুণীর শক্তি কার অব্ধি পার করে॥
তেকারণে তরুণীর শক্তি সর্ব্বোপরি।
অতএব মোর যোগ্য দেখহ বিচারি॥
হাসিয়া ললিতা কহে শুনহ গোবিন্দ।
কথা ছাড়ি পার করি দেহ গোপীবৃন্দ॥
অনেক জানহ বাক্য প্রবন্ধ চাতুরী।
তাহা কিছু না বুঝিয়ে মোরা গোপনারী॥
এইমত নানারস কৌতুক বিধানে।
নৌকা বাহি যায় কৃষ্ণ আনন্দিত মনে॥

কেনিপাত অতিশয় করয়ে চালনে।
টলমল করে নৌকা সবে ত্রাস মনে॥
দেখিয়া কৌতুক কৃষ্ণ ছাড়িল কাণ্ডার।
ঘুরিয়া বুলয়ে নৌকা নাহি যায় পার॥
পবন সহিতে অতি তরঙ্গ বাড়িল।
ঝলকে ঝলকে জল উঠিতে লাগিল॥
তাহা দেখি গোপীগণ কম্পিত অন্তরে।
অঙ্গের বসন ঘুচে সম্বরিতে নারে॥
কবরী গলিত কার বক্ষোদাস হয়।
ব্যগ্র হৈয়া গোপী সব কৃষ্ণ প্রতি কয়॥
মোসবার গব্য রস যাউক সর্ব্বথা।
প্রাণ যদি যায় তথাপিহ নাহি ব্যথা॥
কিন্তু তুয়া অখ্যাতি রহিবে ব্রজপুরে।
কৃষ্ণ কর্ণধারে নৌকা ডুবিল পাথারে॥
এই দুঃখশেল পশি রহিল অন্তরে।
এত কহি সবে কৃষ্ণ বদন নেহারে॥

তথাহি।

অস্মাকং যান্তু গব্যানি প্রাণয়ান্তু ন শোচনং।
অখ্যাতি স্থিতিতে কৃষ্ণ মগ্নানৌর্নাবিকেত্বয়ি॥

তোসবার বাক্য শুনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মন্দ মন্দ হাসি কহে মধুর বচন॥
তোমরা সকলে চিন্তা না করিহ মনে।
গব্যচয় না হইবে না যাবে পরাণে॥
বহুদিন হৈতে বাঞ্ছা আছিল আমার।
একত্রে বসিয়া দেখি সর্ব্বাঙ্গ সবার॥
বায়ুরূপে বিধি আজি অনুকূল হৈল।
তোসবার অঙ্গাম্বর সত্বরে খুলিল॥
কৃষ্ণের এ কথা শুনি কহে গোপীগণ।
শুনি কৃষ্ণ অতিশয় আনন্দিত মন॥

তথাহি।

জীর্ণতরী সরিত তীর গভীরনীরা,
বালাবয়ং সকলমর্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃষোদরীণং,
যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতিকর্ণধার॥

একথা শুনিতে কৃষ্ণের বাড়িল উল্লাস।
চিত্ত লুব্ধ হৈল তথি করিতে বিলাস॥

হেনকালে যোগমায়া গঙ্গার মাঝারে।
পরম শোভন স্থান করিল সত্বরে ॥
আচম্বিতে নৌকা গিয়া তথায় লাগিল।
দেখিয়া সবার অতি আনন্দ হইল ॥
শীঘ্রগতি গোপীগণ তথায় নাম্বিল।
সবে সবার মুখ হেরি হাসিতে লাগিল ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র নিজ বাঞ্ছা পূরিবারে।
সখি মধ্যে রাই স্থানে গেলেন সত্বরে ॥
অধৈর্য্য হইয়া ধরে রায়ের বসনে।
সর্ব্বাঙ্গ পুলক অতি কাঁপয়ে সঘনে ॥
তাহা দেখি সখীগণ রহে সঙ্গোপনে।
বিহার করয়ে কৃষ্ণ রাধিকার সনে ॥
পরম কৌতুক রসে বিবিধ বন্ধানে।
করিলেন রাই সঙ্গে যে আছিল মনে ॥
তবে সখীগণ তাঁহা আসিয়া মিলিল।
নানা হাস পরিহাসে নৌকাতে চড়িল ॥
আনন্দ হৃদয়ে সবে হইলেন পার।
এইত কহিল কৃষ্ণের নৌকার বিহার ॥
জাতো মন জাহ্নবীতে হেন লীলা করে।
হেন গোবর্দ্ধন কেবা আশ্রয় না করে ॥

তথাহি।

যস্যাং মাধব নাবিকো রসবতী মাধায় রাধা-
স্তরৌ মধ্যে চঞ্চল কেলিপাত বলনাত্রাসৈস্ত-
বন্ত্যাস্তুতঃ। স্বাভীষ্টং পরমাদরে বহতিসা যস্মি-
ন্মনো জাহ্নবী, কস্তং তন্নবদম্পতী প্রতিভুবং
গোবর্দ্ধন নাশ্রয়েৎ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
রাধাকৃষ্ণ-পায়ে তাঁর দৃঢ় হয় মন ॥
তার পর কহি মানসগঙ্গার দক্ষিণে।
অতি উচ্চ শ্রীমন্দির গিরিগোবর্দ্ধনে ॥
তার মধ্যে হরিদেব বিগ্রহ বিরাজে।
তাহার দর্শনে পূরে সর্ব্ব নিজ কাজে ॥
মন্দির উত্তরে হয় ব্রহ্মকুণ্ড নামে।
তাঁহা বসি ব্রহ্মা ধ্যান কৈল নারায়ণে ॥
গোবর্দ্ধন পূর্ব্বে ইন্দ্রধ্বজ বেদী হয়।
যাঁহা ইন্দ্রপূজা কৈল নন্দ মহাশয় ॥

তাহার দক্ষিণে কুণ্ড পাপ বিমোচন।
স্নান করি পাপে মুক্ত হয় সর্ব্বজন ॥
তার পর আর এক কুণ্ড সুশোভন।
তহিঁ স্নান কৈলে সর্ব্ব ঋণে বিমোচন ॥
কত দূরে অগ্নিকোণে নাম পরাসলী।
বসন্ত সময়ে তাঁহা হয় রাসকেলি ॥
তাঁহা অতি মনোহর বট সুশীতল।
নানা মণিবদ্ধ বেদী করে ঝলমল ॥
তাঁহা কৃষ্ণ রাসলীলা করে রাধা সনে।
পরম আশ্চর্য্য লীলা রহস্য বিধানে ॥

রাসে শ্রীশতবৃন্দ্য সুন্দরসখী বৃন্দাঙ্কিতাসৌরভ,
ভ্রাজৎ কৃষ্ণ রসাল বাহু বিলসৎ কণ্ঠিমধৌ-
মাধুরী। রাধা নৃত্যতি যত্র চারু বলতে রাস-
স্থলী সা পরা, যস্মিন্ কঃ সুকৃতী তমুন্নতময়ে
গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

সেই স্থানে যেই বসি করয়ে সাধন।
সে সুকৃতি পায় রাধাকৃষ্ণ দরশন ॥
পৈঠ নামে গ্রাম পরাসলীর দক্ষিণে।
সে রহস্য কথা কিছু শুন সর্ব্বজনে ॥
বসন্ত সময়ে রাসলীলা গোবর্দ্ধনে।
আরম্ভ করিল কৃষ্ণ গোপিকার সনে ॥
রাধা সহ কুঞ্জক্রীড়া অভিলাষ মনে।
অন্তর্দ্ধান কৈল কৃষ্ণ যুক্তি করি মনে ॥
ব্রজবধূগণ তাঁরে অন্বেষিতে আইল।
লুকাইতে নারি কৃষ্ণ চতুর্ভুজ হৈল ॥
নিকটে আসিয়া সবে তাঁহারে দেখিল।
নারায়ণ জ্ঞানে স্তুতি নতি করি গেলা ॥
তার পর রাধা যবে আইল সেখানে।
দ্বিভুজ হইল কৃষ্ণ তাঁর দরশনে ॥

তথাহি।

ভুজশ্চতুষ্টয়ং কাপি নর্ম্মণা দর্শয়ন্নপি।
বৃন্দাবনেশ্বরী প্রেম্না দ্বিভুজঃ ক্রিয়তে হরিঃ ॥

কৃষ্ণের সে দুই হাত হৃদয়ে পশিল।
তেকারণে পৈঠ নাম বজ্রনাভ কৈল ॥
পরসলী নৈর্ঋতে শ্রীবলদেব স্থান।
তার অগ্নিকোণে সঙ্কর্ষণ কুণ্ড নাম ॥

তাহার নিকটে হয় চন্দ্র সরোবর।
পরম সুন্দর জল স্থল মনোহর ॥
তৎপরে গন্ধর্ব্ব কুণ্ড হয় সুশোভন।
যেখানে করিল স্তুতি গন্ধর্ব্বেরগণ ॥
তার পরে গৌরীতীর্থ নামে এক স্থান।
পরম নির্জ্জন অতিশয় শোভাবান্ ॥
সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ সম্মিলন।
সেইখানে বিদগ্ধমাধব প্রকরণ ॥
চন্দ্রাবলী গৌরীপূজা ছলে সেইখানে।
সখীগণ সঙ্গে গিয়া মিলে কৃষ্ণ সনে ॥
সেখানে কদম্বরাজ নাম নৃপ হয়।
তাঁহা নৃপকুণ্ড নাম অতি শোভাময় ॥
সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণের বিহার।
আশ্চর্য্য কদম্বহার গলে সবাকার ॥
তারপর শ্রীগোবিন্দ কুণ্ড সুশোভন।
রাধাকৃষ্ণ লীলা যাঁহা সঙ্গে সখীগণ ॥
অতি মনোহর সেই স্থান সুশীতল।
চন্দ্রকান্তমণি প্রায় করে ঝলমল ॥
কুণ্ডের চৌদিকে কল্পবৃক্ষ লতাগণ।
অতি সুনিবিড় কুঞ্জ পুষ্প সুশোভন ॥
ময়ূর কোকিল শারি শুক পক্ষিগণ।
কৃষ্ণলীলা গুণ গানে মগ্ন অনুক্ষণ ॥
আর এক কহি শুন অপূর্ব্ব কথন।
প্রকট হইলা কুণ্ড যাহার কারণ ॥
বাতবৃষ্টি করি ইন্দ্র পরাভব মানে।
কৃষ্ণের চরণে আসি লইল শরণে ॥
বহু দৈন্য স্তবে অপরাধ ক্ষমাইল।
ইন্দ্র প্রতি কৃষ্ণ যবে প্রসাদ করিল ॥
তবে ইন্দ্র সর্ব্বৌষধি সর্ব্বতীর্থ জল।
দেবগণ দ্বারা শীঘ্র আনিল সকল ॥
আপনে সুরভী আসিলেন সেই স্থানে।
অভিষেক করিবারে আনন্দিত মনে ॥
দেবগণ দ্বারা এই কুণ্ড খোদাইল।
সুরনদী তোয় কুণ্ড মধ্যে উঠাইল ॥
শত ঘট জল ছানি আনি কুণ্ডতীরে।
আনন্দ হৃদয়ে ইন্দ্র অভিষেক করে ॥

গোবিন্দ বলিয়া নাম কৃষ্ণের ধরিয়া।
দেবগণ সঙ্গে গেলা প্রণতি করিয়া ॥

তথাহি।

অহং কিলেন্দ্রোদেবানাং ত্বং গবামিন্দ্রতাং গতঃ।
গোবিন্দ ইতি কৃষ্ণত্বাং স্তোষ্যন্তি দেবীদেবতা ॥

এইমত গোবিন্দ-কুণ্ডের বিবরণে।
বিশেষতঃ কহি গোবর্দ্ধনের স্তবনে ॥

তথাহি।

ইন্দ্রত্বে নিভৃতং গবাং সুরনদী তোয়ে নদী-
নাত্মনা, শক্রেনানুগতাচকার সুরভির্যেনাভি-
ষেকং হরেঃ। যৎচ্ছেজনিতেনানন্দিত জলং
গোবিন্দকুণ্ডং কৃতী কস্তং গোনিকরেন্দ্র পট্ট-
শিখরং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

কুণ্ডতটে গোবিন্দের অভিষেক কৈল।
শ্রীগোবিন্দকুণ্ড নাম সেই হৈতে হৈল ॥
সেই স্থানে বসি যেই করয়ে সাধন।
গোবিন্দ-চরণপদ্ম পায় সেই জন ॥
কুণ্ডের উত্তরে যে নিবিড় কুঞ্জস্থানে।
গোপাল আছিল তৃণ মাটী আচ্ছাদনে ॥
দান নিবর্ত্তন কুণ্ড আছে সেইখানে।
পরম নিগূঢ় স্থান কেহ নাহি জানে ॥
কুণ্ডের দক্ষিণে পুরীগোসাঞি আছিল।
দুগ্ধ দানছলে গোপাল দরশন দিল ॥
সেইখানে অন্নকূট হয় সুশোভন।
যাঁহা অন্নকূট গোপাল করিল ভোজন ॥
কুণ্ডের পশ্চিমে গোবর্দ্ধনের উত্তর।
গোপালের সেবাস্থান অতি মনোহর ॥
গোবর্দ্ধন দক্ষিণে পুছড়ি নাম হয়।
সেখানে অপ্সরা কুণ্ড শোভা অতিশয় ॥
এইমত গোবর্দ্ধন প্রদক্ষিণ করি।
শ্রীরাঘব গোস্বামীর ভজন কোঠরি ॥
উপরে সুরভিকুণ্ড গিরি পূজা স্থান।
ঐরাবত-পদচিহ্ন আছে বিদ্যমান ॥
আগে রুদ্রকুণ্ড অতিশয় শোভমান।
যেখানে বসিয়া মহাদেব কৈল ধ্যান ॥
তারপর এক স্থান পরম শোভন।
যাহাঁ রাধাকৃষ্ণ হেরি প্রফুল্ল বদন ॥

বিলাস বদন নাম যেবা সেইখানে
পরম সুন্দর রূপ দেখে সর্ব্বজনে ॥
হরিদেব-মন্দির নৈঋর্তে গোবর্দ্ধনে।
দানঘাটীপথ তাহে ছত্রী সুবন্ধনে ॥
তাঁহা বসি কৃষ্ণ প্রিয় নর্ম্ম সখাসনে।
দানলীলা কৌতুক শ্রীরাধিকাদি সনে ॥

তথাহি।

যত্র স্বীয়গণস্য বিক্রম ভৃতাবাচা মুহুঃ স্ফুল্লতো,
স্মেরক্রুরদৃগন্ত বিভ্রমশরৈঃ মন্মথোবিদ্ধয়োঃ।
যযুনোর্ম্মবদানস্থষ্টি জকলিভঙ্গ্যাহসন্ জস্তুতে,
কস্তং তন্নদম্পতী প্রতিভুবং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

তারপর নৌকাঘাট মানসগঙ্গাতে।
পারাবার লীলা কৃষ্ণ করয়ে যাহাতে ॥
তাহার নিকটে হয় সোকরাই নাম।
যাহাঁ ইন্দ্র সুরভি করিল কৃষ্ণে দান ॥
তার পর কতদূরে সখীথরা নাম।
শ্রীরাধার পিতৃব্যজা চন্দ্রাবলীর গ্রাম ॥
ইহার নিকটে কৃষ্ণের নির্ম্মঞ্ছন স্থান।
নিমগাঙ বলি হয় তাহার আখ্যান ॥
গোবর্দ্ধনে লীলাস্থলী কুণ্ড যে যে হয়।
সংক্ষেপ আখ্যানে কিছু করিল নির্ণয় ॥

এই মত কুণ্ডগণ হয় চারিপাশে।
পরম নির্জ্জন স্থান লীলারস রাসে ॥
গোবর্দ্ধন-পাদপদ্ম যে করে আশ্রয়।
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ পদ প্রাপ্তি তার হয় ॥
মুনীন্দ্র বর্ণিত গুণ অত্যাশ্চর্য্যময়।
হেন গোবর্দ্ধন কেবা না করে আশ্রয় ॥

তথাহি।

স্বর্ধুন্যাদিবরেণ্য তীর্থগণতোহস্বদ্যান্যজস্রং হরেঃ সৌখি ব্রহ্মরাসরঃ প্রিয়কতৎ শ্রীদান কুণ্ডাস্যাপি। প্রেমক্ষেমরুচি প্রদানিপরিতো ভ্রাজন্তি যস্য ব্রতী, কস্তং মাস্য মুনীন্দ্র বর্ণিত গুণ গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥ তথা। জ্যোৎস্না মোক্ষ মমাল্যহার সুমনো গৌরীবলাম্বিকা গন্ধর্ব্বাদিসরাংশি নিজ্জরগিরিঃ শৃঙ্গার সিংহা-সনং। গোপালোহপি হরি স্থলং হরিরপি স্ফূর্জ্জিস্তিযৎ সর্ব্বতঃ কস্তং গোমৃগ পক্ষী বৃক্ষ লালিতং গোবর্দ্ধনং নাশ্রয়েৎ ॥

গোবর্দ্ধন কুণ্ডলীলাস্থলী বিবরণ।
সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিল বর্ণন ॥
শ্রীগুরু গোঁসাই পাদপদ্ম করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীগোবর্দ্ধন লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীমানসগঙ্গাদি লীলাবর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ঃ।

পাইলিস্থানের মহিমা ও শ্রীরাধিকার কোল খেলা

গোবর্দ্ধন পশ্চিমে যে কৃষ্ণলীলা স্থান।
ক্রমে ক্রমে কহি শুন করি অবধান ॥
এক ক্রোশ অন্তর যে গাঠুলী আখ্যান
আশ্চর্য্য লীলার সেই হয় একস্থান ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র আসি গোচারণে।
গোবর্দ্ধনে ফিরে কুঞ্জশোভা দরশনে ॥

পরম সুন্দর পুষ্প গন্ধ মনোরমে।
ক্রমে ক্রমে আইলা গোবর্দ্ধনের পশ্চিমে ॥
প্রফুল্লিত হইয়াছে নানা পুষ্পগণ।
সে সৌরভ পাইয়া বিহ্বল হৈল মন ॥
রাধা রাধা মুরলীতে করয়ে ফুৎকার।
পুলকিত অঙ্গ নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥

বৃক্ষগণ সম্মুখে দেখিয়া তারে বলে।
কহ দেখি মোর প্রাণপ্রিয়া কোন্ স্থলে ॥
তার অন্বেষণে ফিরি ব্যাকুল হইয়া।
সুস্থির করহ মোরে সম্বাদ কহিয়া ॥
এতেক বচন কৃষ্ণ কহে বৃক্ষগণে।
প্রিয়া-বার্ত্তা না পাইয়া রহে সেই স্থানে ॥
হেনকালে আইসে রাই সখীগণ সনে।
কৃষ্ণকথা রসে অতি আনন্দিন মনে ॥
সম্মুখে যাইয়া শারি কহিতে লাগিল।
তোমা লাগি কৃষ্ণ অতি ব্যাকুল হইল ॥
সদা রাধা রাধা বলি বিলাপ করয়।
অঙ্গ পুলকিত চিত্তে স্থির নাহি হয় ॥
শারিমুখে এত কথা শুনিয়া রাধিকা।
উল্লাসহৃদয়ে রাগ বাড়িল অধিকা ॥
পুলকে ভরিল দেহ নেত্রে অশ্রুধার।
কাহাঁ কৃষ্ণ কাহাঁ কৃষ্ণ বলে বার বার ॥
নিজ কান্ত লাগি রাই বিহ্বল হইল।
সখীগণ সঙ্গে অতি ত্বরায় চলিল ॥
কৃষ্ণের নিকটে আসি উপস্থিত হৈল।
অন্যোন্য দরশনে আনন্দ পাইল ॥
দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গয়ে বাহু প্রসারণে।
বদনে বদন দেই উল্লাসিত মনে ॥
দোঁহার অধররস পানে দোঁহে মত্ত।
বিহ্বল হইয়া রহে বাহ্যে নাহি চিত্ত ॥
দোঁহার অঙ্গের বাস উড়ায়ে পবনে।
প্রেমে নিমগন দোঁহে কিছুই না জানে ॥
তাহা দেখি ললিতা আসিয়া ধীরে ধীরে।
দোঁহার অঞ্চলে গ্রন্থি বাঁধিল সত্বরে ॥
পুনরপি সখীমধ্যে আসিয়া মিলিল।
দুহুঁ প্রেম দেখি সবে আনন্দিত হৈল ॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ বিহ্বল হইয়া।
কতক্ষণ ছিল দোঁহে দোঁহা আলিঙ্গিয়া ॥
তার পরে রত্নবেদী উপরে বসিল।
সখীগণ আসি চারিপাশেতে মিলিল ॥
নানা হাস পরিহাস তা সবার সনে।
করিতে লাগিল কৃষ্ণ আনন্দিত মনে ॥

হেনকালে নিজ বস্ত্র গ্রন্থি নিরখিয়া।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ আনন্দিত হৈয়া ॥
হের দেখ সখি সব অতি বিচক্ষণ।
দোঁহার বসনে গ্রন্থি দিল কোনজন ॥
অন্তরে যে গ্রন্থি তাহা স্পষ্ট করি দিল।
এমত আশ্চর্য্য কর্ম্ম কে জানি করিল ॥
ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন।
প্রেমের স্বভাব এই হয় বিলক্ষণ ॥
যাহার অন্তরে প্রেম করয়ে উদয়।
তৎকালে তাহার বাহ্যবৃত্তি দূর হয় ॥
বিহ্বল হইয়া রয় আনন্দে মগন।
অতএব গুহ্যকথা হয় প্রকটন ॥
আপনে ভুলিয়া সে ভুলায় অন্যজনে।
তেকারণে গ্রন্থি তোমা দোঁহার বসনে ॥
এত শুনি রাধাকৃষ্ণ হাসিতে লাগিল।
বিবিধ বন্ধনে রসক্রীড়া আরম্ভিল ॥
রাইর ইঙ্গিতে কৃষ্ণ সব সখীগণে।
চুম্বনালিঙ্গন করে বিবিধ বন্ধানে ॥
এইত কহিনু গাঠুলির বিবরণ।
যাহার শ্রবণে কর্ণ মন রসায়ন ॥
তারপর দেবশীর্ষ নাম সুনির্জ্জন।
পরম সুন্দর স্থান কুণ্ড বিলক্ষণ ॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করে গোচারণ।
তাহাঁ রহি স্তুতি নতি কৈল দেবগণ ॥
তাহার পশ্চিমে হয় মুনিশীর্ষ নাম।
তাহাঁ এক কুণ্ডস্থান শোভা অনুপাম ॥
সেইখানে তপস্যা করিয়া মুনিগণ।
আনন্দিত হৈল পাঞা কৃষ্ণ-দরশন ॥
তারপর প্রমোদলা নাম মনোরম।
কৃষ্ণ-বিহারের স্থান পরম উত্তম ॥
তথা ব্রজসুন্দরী সকল কৃষ্ণ সনে।
প্রমোদ পাইলা অন্যোন্য দরশনে ॥
তাহার পশ্চিমে সেউকন্দরা আখ্যান।
আদি বদ্রিনারায়ণ জিউর সে স্থান ॥
যেমত অলকানন্দা আদি বদ্রি স্থানে।
তেমতি আছয়ে নিম্ন স্থান সেইখানে ॥

তার মধ্যে সেবার স্থান মন্দির সুসাজে।
যোগাসনে নারায়ণ তেমতি বিরাজে ॥
তাহার নিকটে সুশোভন গন্ধশীলা।
সাঙরা শিখর আগে পর্ব্বত ধবলা ॥
তাহার নিকটে রাধাকৃষ্ণ দুইজনে।
ঝুলনা বিহার করে আনন্দিত মনে ॥
সে রহস্য কথা কিছু করিব বর্ণন।
যেমন ঝুলনোপরি ঝুলে দুইজন ॥
গগনে গর্জ্জন ঘন ঘটা শোভা সার।
মন্দ মন্দ জলফুহী হয় বার বার ॥
ময়ুর সকল নৃত্য করে বনে বনে।
গান করে পীক কীর চাতকের গণে ॥
প্রথম শ্রাবণ ঋতু পীযুষ প্রারম্ভ।
দেখি বৃষভানু রায় আনাইল খম্ভ ॥
কল্পতরুতলে বহে ত্রিবিধ পবন।
পুষ্পভরে লটকিয়া আছে লতাগণ ॥
তার মধ্যে হিন্দোলার স্থান মনোহর।
দুইদিকে দুই স্তম্ভ গড়িল সুন্দর ॥
তদুপরি মধ্যে দিল দিব্য এক থাম।
কি কহিব তার শোভা অতি অনুপাম ॥
ভাণ্ডার হইতে আনি অমূল্য রতন।
মনোহর হিন্দোলিকা করয়ে রচন ॥
নানা মণিস্তম্ভে রত্ন করিল জড়িত।
চন্দ্র সূর্য্য নিন্দিয়া সে শোভা প্রকাশিত ॥
মধ্যে রত্নসিংহাসন পরম সুন্দর।
তার চারিকোণে চারি ডাণ্ডি মনোহর ॥
শুক্ল রক্ত নীল পীত বর্ণ মণিগণ।
দণ্ড বেঢ়ি ক্রমবন্ধে করয়ে রচন ॥
স্বর্ণ রত্ন শলাকাতে জড়িত চৌচাল।
চিত্র নেত তদুপরে শোভে অতি ভাল ॥
চালের চৌদিকে শোভে মুকুতার ঝুরি।
সিংহাসনে বন্ধ অতি চিত্র পট্টডোরী ॥
এইমতে নানা ভাঁতি করিল রচনে।
দেখিয়া সে শোভা কাম লজ্জা পায় মনে ॥
শ্রাবণ মাসেতে শুক্ল তৃতীয়ার দিনে।
বৃষভানুসুতা রাই সখীগণ সনে ॥
একেত সুভগা সুকুমারী একজনা
পরম সুন্দরী নব কুঙ্কুমবসনা ॥
জগমগ করে নব যৌবনের দ্যুতি।
দেখিয়া কন্দর্প-মনে হয় চমৎকৃতি ॥
পরিহরণ নানাবর্ণ বসন সুরঙ্গ।
মণি আভরণে বিরাজিত সর্ব্ব অঙ্গ ॥
বিচিত্র বন্ধন বেণী হয়ত রচনা।
তাতে কত চিত্র মণি মুকুতা যোজনা ॥
উরজে কাঁচলি কটি কিঙ্কিণী বিরাজে।
মঞ্জীর কঙ্কণ সব না চলিতে বাজে ॥
কুরঙ্গনয়নী মদ কুঞ্জরগামিনী।
তাল মান তান গান রসের স্বামিনী ॥
মল্লার সুঘর সপ্তস্বর আলাপনে।
সে মধুর গান করি যায়েন সেখানে ॥
বৃষভানুসুতা রাই হিন্দোলা উপরে।
কৃষ্ণ প্রেমভরে অতি আনন্দে বিহরে ॥
মন্দ মন্দ গরজন করে মেঘগণ।
ময়ূর নাচয়ে পিঞ্ছ করি প্রসারণ ॥
জল ফুহি বার বার হ'য়ে বরিষণ।
শুক পিক গান করে অতি বিলক্ষণ ॥
হংস চাতক অলি যেখানে সেখানে।
নিজ নিজ স্বরে গান করে আলাপনে ॥
শুনি আনন্দিত রাই হিন্দোলা উপরি।
কোন সখী ঝুলাইয়া দেয় ডুরি ধরি ॥
নানা তাল মান সপ্তস্বর আলাপনে।
মূর্ত্তিমন্ত করিয়া মল্লার করে গানে ॥
হেনকালে কৃষ্ণ তাঁহা আগমন কৈল।
দেখি সখীগণ-মনে আনন্দ বাড়িল ॥
রাই দেখি কৃষ্ণ হৈল আনন্দিত মন।
কৃষ্ণ-দরশনে রাই আনন্দে মগন ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র মেলি সব সখীগণে।
হিন্দোলিকা উপর করিল আরোহণে ॥
অন্যোন্যে মিলনে প্রেমপ্রবাহ বাড়িল।
সখীগণ-মনোমীন মগন হইল ॥
নূতন কিশোরী নবরঙ্গ গিরিধর।
নব নব লেহ নব হিন্দোলা উপর ॥

ললিতা বিশাখা অতি আনন্দে মাতিয়া।
হিন্দোলিকা ডুরি ধরি দেয় ঝুলাইয়া ॥
অতি সুকুমারী রাই ডরয়ে অন্তরে।
শ্যামল সুন্দর উরে লপটিয়া ধরে ॥
গৌরশ্যাম অঙ্গ দুই একত্র মিলনে।
নীল পীতবাস মেঘ বিদ্যুত সমানে ॥
চৌদিগে রঙ্গিণীগণ অরুণ বসন।
দুহুঁ রূপ লীলা হেরি আনন্দে মগন ॥
কঙ্কণ কিঙ্কিণী ঝন করে সবাকার।
উচ্চ কুচ উপরে ঝলকে মণিহার ॥
চঞ্চল অঞ্চল সব করয়ে পবনে।
যত্ন করি সম্ভালিতে নারে সর্ব্বজনে ॥
মৃগমদ অগুরু যে অঙ্গে সবাকার।
কর্পূর কুঙ্কুম বাস হয় যে উদ্গার ॥
দুহুঁ মুখশোভা যে তাম্বুল রস সার।
শ্যামা শ্যামরসভরে পরম উদার ॥
শুক চিরচিত রস রতি গীত সার।
গ্রাম সুর ঘট তান তাল যে অপার ॥
রিঝে ভিজি আলাপই রাগ যে মল্লার।
ময়ূর চাতক কীর গায় রসসার ॥
মন্দ মন্দ মেঘ গরজয়ে অনিবার।
রসভরে জল ফুহী করে বার বার ॥
লজ্জা ত্যজি রাই কৃষ্ণে লেপটিয়া ধরে।
লোকাচার ত্যজি কৃষ্ণ আলিঙ্গয় তাঁরে ॥
এইমতে চারিদিগে সব সখীগণে।
মন্দ মন্দ ঝুলায়ে ঝুলয়ে দুইজনে ॥
রসের তরঙ্গে দুহুঁ নয়নে নয়ন।
শোভাসিন্ধু মধ্যে সবে হয় নিগমন ॥
আপন আপন মাল্যে সুর আলাপিয়া।
নানা তাল তান গায় দুহুঁ রিঝাইয়া ॥
এইমত হাস্যরসে দোঁহারে ঝুলায়।
প্রফুল্ল বদন হেরি কাম ভুলি যায় ॥
নানামত পুষ্প তুলি আনে সখীগণ।
বিবিধ বিচিত্র মালা করিয়া রচন ॥
দোঁহাকার অঙ্গে দেই যেখানে যে সাজে।
হিন্দোলা উপরে দুহেঁ আনন্দে বিরাজে ॥

পুনঃ কোন সখী আসি আনন্দে মাতিয়া।
হিন্দোলা ধরিয়া দোঁহে দেয় ঝুলাইয়া ॥
দুহুঁ রূপলতা যেন প্রফুল্লিত হৈয়া।
হিন্দোলা উপরি দোলে শোভা প্রকাশিয়া ॥
শ্রবণে কুণ্ডল গণ্ড উপরি ঝলকে।
দোলায়ে চূড়ার ফুল ঝলকে ঝলকে ॥
সকলে দোঁহার দরশন অনুরাগে।
অনিমিষ নয়ন পলক নাহি লাগে ॥
সুন্দর সিন্দুর রাই-ললাট উপর।
রচনা করয়ে কৃষ্ণ শোভা মনোহর ॥
চূড়াফুল কাণে দোলে তিলক উপরে।
মুখশোভা দেখি ইন্দু লজ্জিত অন্তরে ॥
অঞ্জন সহিতে যেই খঞ্জন নয়ন।
বিষাদ বিশাল মুখে সুষমা সঘন ॥
রসের সাধবসে রাই যে দিগে নেহারে।
সে দিগে বরিষে কত সুধারস ধারে ॥
দেখিতে কৃষ্ণের অতি আনন্দ বাড়য়।
অনিমিষে পিয়ে তৃষ্ণা শান্তি নাহি হয় ॥
অঙ্গে অঙ্গে উঠে কত হরিষ তরঙ্গ।
রতিপতি মোহন রভস রসরঙ্গ ॥
প্রেমরস-লম্পট সুন্দর শ্যামলাল।
মরকত দ্যুতি জিনি তরুণ তমাল ॥
অত্যন্ত আশ্চর্য্য হাস্যরসের নিধান।
রসভরে করে কত মনোহর গান ॥
রাই আলিঙ্গন করি প্রেমের তরঙ্গে।
শোভা নিরখয়ে অতি সুখের তরঙ্গে ॥
দোঁহার যে নীল পীত বসন অঞ্চল।
পবন পরশে হয় অতি যে চঞ্চল ॥
রাই সুনাগরী নাগর নন্দলাল।
দুহেঁ ঝুলে সবে গান করয়ে রসাল ॥
কৃষ্ণ-শিরোমুকুট যে দোলায় পবনে।
ময়ূর নাচয়ে যেন পিঞ্ছ প্রসারণে ॥
রাইশিরে লটকিয়ে পৃষ্ঠে দোলে বেণী।
ময়ূর হেরিয়া যেন বেহাল সর্পিণী ॥
কৃষ্ণগলে দোলয়ে তুলসীদল মালা।
রাই-উরে মল্লিনাম অতি যে বিশালা ॥

যেন সুরসরিৎ কালিন্দী সম্মিলনে।
তেমতি আশ্চর্য্য শোভা হয় প্রকটনে॥
এইমত পরস্পর গৌরশ্যাম শোভা।
অতি যে রসাল সখীগণ চিত্তলোভা॥
নানা রাগ রাগিণী যে অতি সুবন্ধান।
মন্দ মন্দ মধুর সকলে করে গান॥
শুনি খগ মৃগ অলি ত্যজি অভিমান।
স্থগিত হইল শব্দ না বলয়ে আন॥
অন্তরীক্ষে চড়ি যত দেব দেবীগণ।
পরম বিচিত্র লীলা করি দরশন॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকর যশগান করে।
যতেক আনন্দ তাহা কে কহিতে পারে
যে চরণরজ অভিষেকের কারণে।
সুর মুনিগণ অতি আনন্দিত মনে॥
সে দোঁহার গুণ লীলা চরিত্র বর্ণন।
করিতে শকতি ধরে হেন কোন্ জন॥
ললিতা বিশাখা দোঁহে দোঁহাকে দোলায়
তাম্বুল যোগায় কেহ চামর ঢুলায়॥
এইমত ত্রয়োদশ দিবস পর্য্যন্ত।
ঝুলেন রাধিকা কৃষ্ণ সুখে নাহি অন্ত॥
এইত ঝুলনা লীলা করিনু বর্ণন।
শ্রবণে আনন্দ কর্ণ মন রসায়ন॥
শ্রীগুরুর পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
কৃষ্ণলীলা কহে শ্রীনন্দকিশোর দাস॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে গাঠুল্যাদি লীলাস্থলী বিবরণে ঝুলনা
লীলা বর্ণনং নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চদশ অধ্যায়ঃ

কাম্যবন বিবরণ ও সেতুবন্ধন।

যত্র কামসরঃ শ্রীমদ্গোপিকারমণং সরঃ।
রাধামাধবয়োঃ প্রেষ্ঠং তদ্বনং কাম্যকং ভজে॥

এইত ঝুলনা লীলা করিল বর্ণন।
এবে কহি আর লীলাস্থলী বিবরণ॥
ইন্দ্রলি গ্রাম যে হয় ইন্দু-সুখস্থান।
কোন আর কণ্ব মুনি তপস্যা বিধান॥
তাহার পশ্চিমে শ্রেষ্ঠ নাম কাম্যবন।
কৃষ্ণ-বিহারের স্থান পরম উত্তম॥
গোপ গোপী সঙ্গে কৃষ্ণ করয়ে বিহার।
নানা যে রহস্য লীলা সমুদ্র অপার॥
অনেক প্রকার কুণ্ড হয় কাম্যবনে।
লীলাস্থলী আছে কত বিবিধ বন্ধানে॥
সে সকল কুণ্ড নাম স্থান বিবরণ।
সংক্ষেপ করিয়া কিছু করিব কথন॥
পূর্ব্বদিগে হয় ধর্ম্মকুণ্ড মনোহর।
ধর্ম্মরূপে নারায়ণ তাহে অধীশ্বর॥
তৎপরে পাণ্ডবকুণ্ড পাণ্ডব নির্ম্মাণ।
পঞ্চ পাণ্ডব তাহে রহে মূর্ত্তিমান॥
যুধিষ্ঠির ভীমসেন আর যে অর্জ্জুন।
নকুল সহদেব সহ ভাই পঞ্চজন॥
দুর্য্যোধন সহ ন্যায় রাজ্যের কারণে।
হারিয়া অজ্ঞাত বাসে ছিলা কাম্যবনে
দ্রৌপদী কুন্তীর সহ রহে সেই স্থানে।
যা সবার প্রেমে বশ শ্রীকৃষ্ণ আপনে॥
এবে কহি বিমলাকুণ্ড পরম সুন্দর।
যাহাতে বিমলা দেবী রহে নিরন্তর॥
তৎপরে যশোদাকুণ্ড হয় সর্ব্বোত্তম।
সুগন্ধি সুন্দর স্থান পরম নির্জ্জন॥
সেইখানে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত মনে।
গোচারণ লীলা করে সখীগণ সনে॥
তারপরে হয় সেতুবন্ধ সরোবর।
পরম নির্জ্জন সেই স্থান মনোহর॥

সে রস আখ্যান কিছু শুন শ্রোতাগণ।
সংক্ষেপে কহিয়ে সব না যায় বর্ণন ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ কাম্যবনে আসি।
বিলাস করয়ে নানা কৌতুক প্রকাশি ॥
সখীগণ সঙ্গে দুহেঁ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
অদ্ভুত রহস্য রঙ্গে সুখ বাঢ়ে চিত্তে ॥
হেনকালে সম্মুখে দেখয়ে সরোবর।
পরম সুন্দর জল স্থল মনোহর ॥
চতুর্দ্দিগে শোভে নানাবিধ বৃক্ষগণ।
নানা পক্ষী শব্দ করে কর্ণ রসায়ন ॥
সুখে মগ্ন হৈয়া দোঁহে বৈসে সেইস্থানে।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি রহে সব সখীগণে ॥
কোন সখী পুষ্প তুলি আনন্দ তরঙ্গে।
অঞ্জলি ভরিয়া দেয় দোঁহাকার অঙ্গে ॥
তাম্বুল যোগায় কেহ চামর ঢুলায়।
কেহ রস কথা কহে দোঁহে সুখ পায় ॥
তাহা দেখি কক্খটী সকল বৃক্ষ ডালে।
নানা রস শব্দ করে হৈয়া কুতুহলে ॥
কেহ লম্ফ দিয়া ফিরে বৃক্ষের উপরে।
কেহ সরোবর লঙ্ঘি আইসয়ে সত্বরে ॥
কেহ আসি প্রণাম করয়ে কৃষ্ণ পদে।
কেহ দূরে রহিয়া দর্শন করে সাধে ॥
তা সবার রঙ্গ দেখি ললিতা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল কিছু কৌতুক প্রচারি ॥
শুন হে বিশাখা দেখ বানরের ভঙ্গি।
লম্ফ দিয়া আইসে শীঘ্র সরোবর লঙ্ঘি ॥
পূর্ব্বে শুনিয়াছি রাম সীতা হারাইয়া।
বানর সংহতি করি ফিরে অন্বেষিয়া ॥
পক্ষিমুখে শুনি সীতা-বার্ত্তা রঘুনাথ।
যুদ্ধ করিবারে যায় রাবণের সাথ ॥
সেইত রাবণ রাজা রহে লঙ্কাপুরে।
সমুদ্রের মধ্যে লঙ্কা কেহ যাইতে নারে ॥
রঘুনাথ সঙ্গে এক হনূমান ছিল।
মহা বলবান্ সেই সাগর লঙ্ঘিল ॥
এই কথা শুনিয়াছি প্রাচীন মুখেতে।
সরোবর লঙ্ঘন যে দেখিল সাক্ষাতে ॥
এ কথা ললিতা কহে বিশাখার সনে
শুনি কৃষ্ণ কহে কিছু কৌতুক বিধানে ॥
শুনহ ললিতা তুমি কহিলে যে কথা।
সেই রঘুনাথ আমি জানিহ সর্ব্বথা ॥
দেখহ বানরগণ আমারে দেখিয়া।
আনন্দে আইল সরোবর যে লঙ্ঘিয়া ॥
চরণ পরশি মোরে করয়ে প্রণাম।
নিশ্চয় কহিনু কথা আমি সেই রাম ॥
কৃষ্ণের এতেক কথা শুনি সখীগণে।
রাইমুখ হেরি সবে হাসয়ে সঘনে ॥
ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন।
অসম্ভব কথা কহ কিসের কারণ ॥
তিহেঁা মহারাজ-পুত্র নাম রঘুনাথ।
মহা পরাক্রমময় ধনুর্ব্বাণ হাত ॥
অনুকূল গুণ সীতা বিনে নাহি জানে।
ত্রিভুবন কম্পবান্ হয় যার বাণে ॥
হেন রঘুনাথ তুমি কহ আপনারে।
না বুঝি কি ভাব হয় তোমার অন্তরে ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র ললিতার বাক্য শুনি।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর বাণী ॥
শুনহে ললিতে যত কহিলে বচন।
নাম মাত্র ভিন্ন সব একই কারণ ॥
তখনে আছিনু দশরথের নন্দন।
ধনুর্ব্বাণ লঞা যুদ্ধে বধিনু রাবণ ॥
সীতা বিনে অন্য কেহ না জানিয়ে আর।
তাহা লাগি ক্লেশ ভুঞ্জি পাইনু অপার ॥
এবে ব্রজরাজ-পুত্র কৃষ্ণ মোর নাম।
রাধারে লইয়া সদা বনেতে বিশ্রাম ॥
পূর্ব্বে রাজধর্ম্মে বাণ রাখিলাম সাথে।
এবে গোপালন গোপধর্ম্ম বাঁশী হাতে ॥
পূর্ব্বে মোর শরাঘাতে কম্পিত ভুবন।
এবে বংশীস্বরে কাঁপে স্থাবর জঙ্গম ॥
পূর্ব্বে আছিলাম নব দুর্ব্বাদল শ্যাম।
এবে মহা মরকত সম মোর ধাম ॥
তাহার আমার ক্রিয়া কিছু ভিন্ন নহে।
না জানিয়া তুমি হেন কেনে কহ মোহে ॥

ললিতা কহেন কৃষ্ণ যে কহিলে তুমি।
কথায় কি করে সত্য দেখিলে সে মানি ॥
রঘুনাথ সিন্ধু বান্ধি গেলা লঙ্কাপুরে।
তুমি দেখি সরোবর বান্ধহ পাথরে ॥
কৃষ্ণ কহে অবশ্য বান্ধিব সরোবর।
সবে মেলি যত্ন করি আনহ পাথর ॥
সবে কহে তুমি যদি হও রঘুনাথ।
এই যে বানরগণ আছে তুয়া সাথ ॥
বানরেরে আজ্ঞা কর পাথর আনিতে।
তুমি সরোবর বান্ধ দেখিব সাক্ষাতে ॥
শুনি কৃষ্ণ সকৌতুকে কহেন বানরে।
সকলে পাথর বহি আনহ সত্বরে ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাঞা সেই বানরের গণ।
বহিয়া আনয়ে শিলা করি বহু শ্রম ॥
সরোবর তীরে সব শিলা রাশি কৈল।
সেতু বান্ধিবারে কৃষ্ণ গমন করিল ॥
রাইমুখ হেরি কৃষ্ণ কহে মিষ্ট বাণী।
যদ্যপি আমার প্রাণপ্রিয়া হও তুমি ॥
তবে সরোবর আমি বান্ধিব পাথরে।
এই মোর বাক্য সত্য কহিনু তোমারে ॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ বান্ধে সরোবর।
পাথর লইয়া রাখে জলের উপর ॥
কৃষ্ণহস্ত স্পর্শে শিলা জলেতে ভাসয়।
ক্রম অনুক্রমে বান্ধে সেতু বন্ধ হয় ॥
সরোবর বান্ধি কৃষ্ণ আনন্দিত মনে।
শীঘ্রগতি আসিয়া মিলিলা রাই স্থানে ॥
তাঁহারে দেখিয়া কহে বিশাখা সুন্দরী।
বুঝিলাম কৃষ্ণ মুঞি তোমার চাতুরী ॥
কৃষ্ণ কহে কিসে আমি চাতুরী করিনু।
পাথর লইয়া সরোবর যে বান্ধিনু ॥
আমিত ঈশ্বর মোর কোন্ অসম্ভব।
তুমি সব গোপকন্যা না জান বৈভব ॥
হাসিয়া ললিতা কহে তুমি নন্দসুত।
এ কথা কহি যে শুন বড়ই অদ্ভুত ॥
শক্তি-উপাসক যে কুহকবাজী করে।
সেই বলে নানা কার্য্য করয়ে সত্বরে ॥
দড়ির উপরে চলে ঘট শিরে ধরি।
বংশ আগে চড়ি ভূমে পড়ে ত্বরা করি ॥
অন্য লোক সব তাহা মানে সত্য করি।
কিন্তু সেই সব মিথ্যা প্রবঞ্চ চাতুরী ॥
সেইমত কার্য্য তুমি করিছ এখন।
শক্তি আরাধিয়া সেতু করিলে বন্ধন ॥
শক্তিসিদ্ধ বিদ্যা বল আছয়ে তোমাতে।
তেঞি নানা কার্য্য করি দেখাহ সাক্ষাতে
ললিতার কথা শুনি সব সখীগণে।
সত্য সত্য করি উঠে সহাস্য বদনে ॥
কেমন মাধুর্য্য ভাব ঐশ্বর্য্য গন্ধ হীন।
দেখিয়া না দেখে সবে ঐশ্বর্য্য যে চিহ্ন ॥
এইমত রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
নানা রস বিথারয়ে কৌতুক প্রসঙ্গে ॥
সংক্ষেপে কহিল সেতুবন্ধ বিবরণ।
লুকলুকানি স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
সেতুবন্ধ নিকটে ইটিক মিচনী স্থান।
সেইখানে লুকলুকানি খেলার আখ্যান ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
লুকলুকানি খেলা আরম্ভিল রস রঙ্গে ॥
সখী মধ্যে প্রধানিকা হয় দুই জন।
ললিতা বিশাখা লীলা পুষ্টির কারণ ॥
রাধাকৃষ্ণ যত ইতি লীলাদি করয়।
এ দোঁহার ঘটাতে যে রস পুষ্টি হয় ॥
লুকালুকি খেলা মুখ্যা ললিতা সুন্দরী।
লীলা অনুক্রমে বাড়ে রসের মাধুরী ॥
কৃষ্ণ কহে সখী তুমি প্রধানা রূপেতে।
বসি আদেশহ খেলা যে হয় বিদিতে ॥
ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন।
সখীগণ সঙ্গে লৈয়া করহ গমন ॥
ফুকারি ডাকিলে মাত্র সকলে আসিবা।
আগে মোরে যে ছুঁইবে সেইত জিনিবা ॥
সকল পশ্চাতে মোরে যে ছুঁইবে আসি।
সে জন হারিবে কথা কহিনু প্রকাশি ॥
এত শুনি রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
স্থানান্তরে গেলা সবে খেলার তরঙ্গে ॥

হেনকালে ললিতা যে আইস আইস বোলে।
শব্দ শুনি শীঘ্রগতি আইল সকলে ॥
সকলের বলিষ্ঠ কৃষ্ণ আগে আসি ছুঁইলা
মন্থরগামিনী রাই পশ্চাতে রহিলা ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র হাসিতে লাগিল।
ললিতার আগে রাই আসিয়া বসিল ॥
খেলার নিয়ম মুখ্য চক্ষু আবরণ।
ললিতা রাইর নেত্র কৈল আবরণ ॥
হস্তসন্ধি রাখি নেত্র ঢাকিলা ললিতা।
দেখিয়া লুকায় সবে হইয়া ত্বরিতা ॥
তবেত ললিতা রাই নেত্র হাত তুলি।
কহিতে লাগিল অতি হ'য়ে কুতূহলী ॥
শুন বৃষভানুসুতে আমার বচন।
আগে গিয়া তুমি যারে করিবে স্পর্শন ॥
সে জন হারিবে তুমি জিনিবে সর্ব্বথা।
ইথে অন্যমত নহে কহিল যে কথা ॥
শুনিয়া রাধিকা তবে সত্বরে চলিলা।
এক কুঞ্জ মধ্যে তবে প্রবেশ করিলা ॥
সে কুঞ্জে তমাল মেলি রহে কৃষ্ণচন্দ্র।
রাই অন্বেষণ করে কৃষ্ণ হাসে মন্দ ॥
তমালের বর্ণে কৃষ্ণে কিছু ভেদ নহে!
চিনিতে না পারি রাই একদৃষ্টে রহে ॥
হেনকালে কৃষ্ণ তমালের কোল হৈতে।
মুখ তুলি রাই পানে লাগিল চাহিতে ॥
তাহা দেখি রাই অতি বিস্ময় পাইল।
তমালের কোলে অরুণকোথা হৈতে আইল
এত ভাবি রাই তমালের কোলে যায়
অরুণের ভ্রমে হাত পড়ে কৃষ্ণ-গায় ॥
হাসিয়া উঠয়ে কৃষ্ণ হরষিত মনে।
চুম্বন করয়ে ধরি রায়ের বদনে ॥
হৃদয়ে হৃদয় ধরি নয়নে নয়ন।
নিভৃত নিকুঞ্জে কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন ॥
তবে কৃষ্ণ হাতে ধরি রাধিকা সুন্দরী।
ললিতার আগে লৈয়া আইল ত্বরা করি ॥
আর সখীগণ ক্রমে আসিয়া মিলিল।
কৃষ্ণমুখ দেখি সবে হাসিতে লাগিল ॥

নিজ আগে ললিতা কৃষ্ণেরে বসাইল।
দুই হস্ত দিয়া তাঁর চক্ষু আচ্ছাদিল ॥
তাহা দেখি শীঘ্র সবে কুঞ্জে লুকাইল।
তবে সে কৃষ্ণের নেত্র হস্ত ঘুচাইল ॥
গমন করিল কৃষ্ণ সবার উদ্দেশে।
শীঘ্রগতি গিয়া কুঞ্জে করিল প্রবেশে ॥
সেই কুঞ্জে এক পুষ্পোদ্যান মনোহর।
সুন্দর সৌরভ পাঞা ঘুরে মধুকর ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ-মনে আনন্দ হইল।
রাধাঙ্গ স্পর্শন লোভে উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে কৃষ্ণ রাধা অন্বেষিয়া।
ব্যাকুল হইয়া অতি দেখা না পাইয়া ॥
যে কুঞ্জে আছেন রাই সখীগণ সঙ্গে।
সে কুঞ্জ বেড়িয়া ফিরে মদন তরঙ্গে ॥
কাতর হইয়া কৃষ্ণ কহে ডাক দিয়া।
কোন্ কুঞ্জে আছ রাই কহ কুক্ দিয়া ॥
তুয়া অদর্শনে প্রাণ বিকল আমার।
দেখা দেহ নিজ দয়া করিয়া প্রচার ॥
কৃষ্ণের বৈকুল্য শুনি রাই সুনাগরী।
সখী সঙ্গে কুক্ দেয় নিজানন্দে ভরি ॥
শব্দ শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দিত হৈল।
শীঘ্র আসি সেই কুঞ্জে প্রবেশ করিল ॥
কিবা সে স্থানের শোভা জিনি হেমপুঞ্জ।
হেমবর্ণ পক্ষ তাতে শব্দ মনোরঞ্জ ॥
বৃক্ষ পুষ্প লতা পাতা সব হেমময়
সখীগণ সঙ্গে রাই তহিঁ মধ্যে রয় ॥
তাসবার অঙ্গ কাঁচা কাঞ্চন জিনিয়া।
তথি স্বর্ণভূষা অঙ্গে রহে লুকাইয়া ॥
একই বরণ প্রাপ্ত হয় সবাকার।
কেবা কোথা আছে কৃষ্ণ নারে চিনিবার ॥
একদৃষ্টি করি হেরি রহে চারি পাশে।
তাহা দেখি সখী সব মন্দ মন্দ হাসে ॥
ঈষৎ হাস্যের শব্দ শুনিতে পাইল।
স্থির নেত্র করি সেই দিগ নেহারিল ॥
সেইখানে রহে রাই সখীগণ সঙ্গে।
চিনিতে না পারে কৃষ্ণ মদন তরঙ্গে ॥

সবে এক আশ্চর্য্য যে শোভা তহিঁ হয়ে।
স্থির নেত্র করি কৃষ্ণ তাহা নিরীক্ষয়ে॥
সখীগণ-মুখ স্বর্ণপদ্ম প্রায় হয়।
অধর বান্ধুলি নেত্রে কজ্জল সাজয়॥
ললাটে সিন্দূর যে চন্দন নাসামূলে।
দেখিয়া সে শোভা কৃষ্ণ কহে কুতূহলে॥
হেন অদ্ভুত কভু না দেখিয়ে আর।
হেম বৃক্ষ নানা মত ফুল ফুটিবার॥
শ্বেত রক্ত নীল পীত চারি বর্ণ ফুল।
দেখিয়া বিস্ময়ে কৃষ্ণ হইল আকুল॥
গমন করিল সেই পুষ্প দেখিবারে।
তাহা দেখি রাই সখী সঙ্গে চলে দূরে॥
সে সব চলন দেখি কৃষ্ণ চিন্তে মনে।
এমত আশ্চর্য্য কভু না দেখি নয়নে॥
বৃক্ষগণ শব্দ করি চলে ধীরে ধীরে।
কিঙ্কিণী নূপুর বলয়াদি শব্দ করে॥
এত দেখি শুনি কৃষ্ণ অন্তরে চিন্তিল।
ক্ষণেক রহিয়া কহে জানিল জানিল॥
সখীগণ সঙ্গে রাই এইখানে ছিল।
আমারে দেখিয়া শীঘ্র গমন করিল॥
এত মনে করি চলি যান ধীরে ধীরে।
ত্বরিতে লুকায় সবে কুটির ভিতরে॥
মন্থরগামিনী রাই চলে ধীরে ধীরে।
ত্বরায় যাইয়া কৃষ্ণ ধরিল তাহারে॥
হারাইলে রত্ন যেন বহু ক্লেশে পায়।
আনন্দ বাড়য়ে রত্ন ছাড়ি নাহি যায়॥
সেইমত কৃষ্ণচন্দ্র রাইরে পাইয়া।
ছাড়িয়া না দেয় প্রেমে রহে আলিঙ্গিয়া॥
নিজ মনো অভিলাষ যতেক আছিল।
রাইরে লইয়া সেই বাঞ্ছা পূর্ণ কৈল॥
তবে সবা লৈয়া গেল ললিতার স্থানে।
নানা লীলা করিতে লাগিল সবা সনে॥
সংক্ষেপে কহিল লুকায়ন বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ॥
পর্ব্বত উপরে পদচিহ্ন স্থান হয়।
চরণ পাহাড়ি বলি সকলে কহয়॥
কামসরোবর হয় তাহার উত্তরে।
অতি সুবিস্তার সর্ব্ব মনোরথ পূরে॥
প্রয়াগকুণ্ড গয়াকুণ্ড কৃষ্ণকুণ্ড হয়।
সূর্য্যকুণ্ড সুরভিকুণ্ড শোভা অতিশয়॥
এ সব পরশে ভক্তি হয়ত সত্বরে।
ভক্তি মুক্তি আদি ফল দিতে শক্তি ধরে॥
তার পর ঘিষীলিনী স্থান শোভা করে।
সখাগণ লৈয়া কৃষ্ণ সেখানে বিহরে॥
ছোট একখানি গিরি আছে সেইখানে।
তদুপরি চড়ি কৃষ্ণ সখাগণ সনে॥
দুই পদ মিলি বৈসে পর্ব্বত উপরে।
পিছলি নাময়ে সবে হইয়া সত্বরে॥
আরবার চড়ি পুনঃ নামে এইমতে।
শীঘ্রগতি উঠে পড়ে ক্ষেপানুবন্ধেতে॥
কৃষ্ণবাক্যে এইমত লীলা সেই স্থানে।
ঘিষীলিনী নাম তেঞি কহে সর্ব্বজনে॥
তৎপরে ভোজনথালি পাষাণ উপরে।
সখাগণ সঙ্গে যাহা ভোজন বিহারে॥
অপূর্ব্ব বাজন লীলা সেইখানে হয়।
সবে মেলি সুখে নানা বাদ্য আচরয়॥
তারপরে হয়েন যে চৌর্য্য খেলা স্থান।
ব্যোমাসুরের গোফা তহিঁ হয় বিদ্যমান॥
সে রহস্য কথা কিছু করিব বর্ণনে।
ইথে অন্যমত কেহু না ভাবিহ মনে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সঙ্গে সখাগণ।
গোচারণ করিতে আইল কাম্যবন॥
তৃণাদি অশোচ্য দেখি ধেনু ছাড়ি দিল।
স্বচ্ছন্দে সকল পাল চরিতে লাগিল॥
সখাগণ লৈয়া কৃষ্ণ অদ্রি সন্নিধানে।
খেলিতে লাগিল অতি আনন্দিত মনে॥
প্রথমেই সবে চৌর্য্য খেলা আরম্ভিলা।
মন দিয়া শুন সে আশ্চর্য্য অতি লীলা॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

একদা তে পশূন্‌পালাশ্চারয়ন্তোঽদ্রিসানুষু।
চক্রুর্নিলায়ন ক্রীড়াং চৌরপালাপদেশতঃ॥

শ্বেত রক্ত নীল পীত ভোট অঙ্গে দিয়া
কত সখা মেষরূপে আইল সাজিয়া ॥
কোন কোন সখা মেষরক্ষাকর্ত্তা হয়।
কোন সখা চোররূপে সাজিয়া আইসয় ॥
ছোট ছোট কুঞ্জ সব আছয়ে সেখানে।
কাহোঁ যে চারণ স্থান কাহে যে রক্ষণে ॥
রক্ষকের গণ যায় মেষ চরাইতে।
বনে মেষ রাখি তারা খেলায় নিভৃতে ॥
হেনকালে চোর সব আসি সঙ্গোপনে।
মেষ চুরি করে লৈয়া যায় অন্যস্থানে ॥
রক্ষকের গণ তবে কতক্ষণ পরে।
মেষ অন্বেষণে যায় হইয়া সত্বরে ॥
স্থানে গিয়া দেখে মেষ নাহিক সকল।
কে নিল কে নিল বলি হইল বিকল ॥
চারিদিগে সবে মেলি যায় অন্বেষণে।
দেখে মেষ চালাইয়া যায় চোরগণে ॥
ত্বরিতে রক্ষক সব চোরেরে ধরিল।
মেষ রাখি চোর লৈয়া কৃষ্ণ স্থানে আইল ॥
তাসবা দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসে বচন।
শ্রামযুক্ত:দেখি সব কিসের কারণ ॥
তবে সবে কহে শুন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তুয়া রাজ্যে মোরা মেষ করিয়ে চারণ ॥
স্বচ্ছন্দে চরাই কভু শঙ্কা নাহি মনে।
আচম্বিতে মেষ লৈয়া যায় চোরগণে ॥
অনেক যতনে সবে চোরেরে ধরিনু।
তুমি রাজপুত্র তুয়া নিকটে আনিনু ॥
বিহিত যে হয় তাহা করহ আপনে।
শুনি কৃষ্ণ ডাকাইল মেষচোরগণে ॥
আজ্ঞা পায়া তারা সব আইল সাক্ষাতে।
কৃষ্ণ কহে মেষ চুরি কর কি নিমিত্তে ॥
শুনি তারা কহে যোড় হাতে দাণ্ডাইয়া।
মেষগণে নিত্য মোর খন্দ খায় গিয়া ॥
দুই চারি দিন দেখাই রক্ষকের গণে।
খন্দ অপচয় দেখি করয়ে প্রার্থনে ॥
একে একে বিনয় করয়ে হস্তে ধরি।
আর কভু মেষ নাহি আসিবে খন্দোপরি ॥
এই কথা শুনি মাত্র মোরা যাই ঘরে।
আর দিনে দেখি মেষ চরে খন্দোপরে ॥
শস্য-অপচয়-দুঃখ না যায় সহনে।
অতএব অদ্য মেষ করিল হরণে ॥
এত শুনি কহে কৃষ্ণ মধুমঙ্গলেরে।
এ দোঁহার ন্যায় বুঝি কহত সত্বরে ॥
বটু কহে উভয়তো দোঁহার অন্যায়।
কি কহিব ইথে দণ্ড দিবেন দোঁহায় ॥
কিবা মোরে এক পেট মিষ্টান্ন খাওয়াকু।
মোরে তুষ্ট করিয়া সকলে ঘরে যাকু ॥
এই রসে মগ্ন সবে বিহরয়ে বনে।
চৌর্য্য খেলা ছলে ভয় নাহি কোন জনে ॥

তথাহি।

তত্রাসন্ কতিচিচ্চৌরাঃ পালাশ্চ কতিচিন্নৃপ।
মেষায়িতাশ্চ তত্রৈকে বিজহ্রুপ কুতোভয়া॥

হেনকালে ময়পুত্র ব্যোমাসুর নামে।
মায়াতে বালকবেশ ধরিয়া সুঠামে ॥
মেষরূপী বালকগণেরে নিরখিয়া।
মায়া করি প্রায় সব নিল চোরাইয়া ॥

তথাহি।

ময়োপুত্রো মহামায়ো ব্যোমো গোপালবেশ ধৃক্
মেষায়িতা নপোবাহ প্রায়শ্চৌরায়িত বহূন্॥

বারে বারে লঞা রাখে পর্ব্বত গুহাতে।
খেলা অনুবন্ধে তারা না পারে বুঝিতে ॥
চারি পাঁচ মাত্র অবশেষে যে রহিল।
শিলা দিয়া তবে গুহাদ্বার রুদ্ধ কৈল ॥
বালকরূপেতে আসি রহে সখাসনে।
অনেক বালক যূথ কেবা কারে চিনে ॥

তথাহি।

গিরিদর্য্যাং বিনিক্ষিপ্য নীতান্নীতান্মহ সুরঃ।
শিলয়াপি দধের্দ্বারং চতুঃপঞ্চাবশেষিতাঃ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কহে শুন পশুপালগণ।
যাহ সবে নিজ নিজ কার্য্যে দেহ মন ॥
শুনিয়া বালক সব গমন করিল।
রক্ষক সকল কহে মেষ কোথা গেল ॥
এত শুনি সবা পানে চাহেন গোবিন্দ।
অসুরে বালক মূর্ত্তি দেখি হাসে মন্দ ॥

সাধু সকলের যে শরণদাতা হয়।
ইহারি এ সব কার্য্য বুঝিয়া নিশ্চয় ॥
সিংহ যেন শার্দ্দূলেরে ধরয়ে ত্বরায়।
তেমতি ধরিল কৃষ্ণ তাহার গলায় ॥

তথাহি।

তস্য তৎকর্ম্ম বিজ্ঞায় কৃষ্ণঃ শরণদঃ সতাং।
গোপান্নয়ন্তং জগ্রাহ বৃকং হরিরিবৌজসেতি ॥

তবে সেই ব্যোমাসুর অতি বলবান্।
ধরিল যে নিজরূপ পর্ব্বত সমান ॥
কৃষ্ণহাত ছাড়াইতে বহু যত্ন করে।
গ্রহণে আতুর হৈয়া ছাড়াইতে নারে ॥

তথাহি।

স নিজং রূপমাস্থায় গিরীন্দ্র সদৃশো বলী।
ইচ্ছন্ বিমুক্তমাত্মানং নাশকোদ্গ্রহণাতুরং ॥

তবেত অচ্যুত তারে দুই হাতে ধরি।
আছাড়িয়া ফেলাইল পৃথিবী উপরি ॥
তাহা দেখি সখাগণ সবিস্মিত মনে।
কৌতুক দেখয়ে স্বর্গে সর্ব্ব দেবগণে ॥
ব্যোমাসুর নিশ্বাস-ছাড়িতে না পাইল।
পশুমার রূপে কৃষ্ণ তাহারে মারিল ॥
হস্ত পদ মস্তক সে শরীর ভিতরে।
প্রবিষ্ট করিয়া ফেলাইল কূর্ম্মাকারে ॥

তথাহি।

তং নিগৃহ্যাচ্যুতো দোর্ভ্যাং পাতয়িত্বা মহীতলে
পশ্যতাং দেবী দেবানাং পশুমারমমারয়ৎ ॥

তবে কৃষ্ণ মেষরূপী বালকের গণে।
গুহা হৈতে উদ্ধারিয়া আনিল যতনে ॥
তাহা দেখি সখাগণ আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি কৃষ্ণে প্রশংসা করিল ॥
দেখি স্বর্গে স্তুতি করে সব দেবগণ।
সখাগণ সঙ্গে ব্রজে করিল গমন ॥

তথাহি।

গুহাপিধানং নির্ভিদ্যগোপালি সার্য্য কৃচ্ছ্রতঃ।
স্তুয়মানোঽমরৈর্গো দেবৈঃ প্রবিবেশ স্বগোকুলং ॥

কাম্যবনে চৌর্য্য খেলা লীলা বিবরণে।
ব্যোমাসুর বধ কথা করিল বর্ণনে ॥
তারপরে হয় গ্রাম আটোর আখ্যান।
বলদেবের যেই কুণ্ড অতি শোভাবান্ ॥
সোনার কদম্বখণ্ডী অতি মনোলোভা।
রত্নকুণ্ড চতুর্ম্মুখ স্থান অতি শোভা ॥
যেই কাম্যবনে হয় কামসরোবর।
গোপিকা রমণে সরকুণ্ড বহুতর ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহার যে অতি প্রিয় বন।
সখীসঙ্গে নিত্য লীলা করয়ে ভজন ॥

তথাহি।

যত্র কামসর ইত্যাদি

সংক্ষেপে কহিল কাম্যবন বিবরণ।
যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ কর্ণ মন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে কাম্যবন
তীর্থ বর্ণনং নাম পঞ্চদশাধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষোড়শ অধ্যায়ঃ।

বৃষভানুপুরের বিবরণ ও দানগড়াদি কথন।

জয় শ্রীগুরু গোসাঞি জয় দীনবন্ধু।
যাহা হৈতে পার হই এই ভবসিন্ধু ॥
এবে কহি বৃষভানু রায়ের ভবন।
বৃষভানু পুর নাম অতি সুশোভন ॥
গ্রাম চতুর্দ্দিগে দিব্য প্রাচীর শোভয়।
তার মধ্যে লোক সব দোসারি বৈসয় ॥
সুন্দর মন্দির তহিঁ শোভে থরে থর।
পথ সকল বান্ধাই পরম সুন্দর ॥

ভাগ্যবান্ সকলের তাঁহা অবস্থিতি।
এইরূপ শোভা করে নগর বসতি ॥
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ পর্ব্বত উপরে রাজস্থান।
সুবর্ণ মন্দির অতি দেখিতে সুঠাম ॥
অতি উচ্চ অট্টালিকা হয় পুরীমাঝে।
নানা রত্ন মণি তাহে ক্রমবন্ধে সাজে ॥
সূর্য্যের কিরণে সেই নানাবর্ণ ধরে।
পরম সুন্দর সর্ব্বজন চিত্ত হরে ॥
সেই অট্টালিকাপরি বৃষভানুসুতা।
সতত বিহরে প্রিয় সখীর সহিতা ॥
নানা রস পরিহাস সখীগণ সনে।
কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ কথা অনুরাগ মনে ॥
তাঁহা হৈতে নন্দালয় করে দরশন।
কৃষ্ণের অট্টালিকা দেখি আনন্দে মগন ॥
কখন কৃষ্ণের সঙ্গ হয় সেইখানে।
অলক্ষিত রঙ্গ সেই কেহ নাহি জানে ॥
সম্ভোগের চিহ্ন মাত্র অঙ্গে নিরখিয়া।
সখীগণ কহে নানা রস সঞ্চারিয়া ॥
চতুরা ললিতা কহে মধুর বচন।
শুন বৃষভানুসুতে করি নিবেদন ॥
অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় চিহ্ন তুয়া বক্ষোপরে।
দেখিয়া উল্লাস মোর হইল অন্তরে ॥
আর এক শোভা দেখি কুচগিরি মাঝে।
সুমেরু শিখরে যেন পাণী ধারা সাজে ॥
কেশ বিগলিত হয় মুখ শশধরে।
যেন মেঘে পূর্ণচন্দ্র আবরণ করে ॥
তুয়াধরে চিহ্ন দেখি হেন লয় মনে।
ভ্রমর পড়িয়াছিল পদ্মদল ভ্রমে ॥
এইমত নানা বাক্য কহয়ে ললিতা।
শুনি রাধা হর্ষসহ হয়ত লজ্জিতা ॥
প্রসঙ্গে কহিল অট্টালিকা বিবরণ।
এবে আর স্থান সব করিয়ে বর্ণন ॥
ইহার দক্ষিণে বন আছয়ে গহ্বর।
পর্ব্বত উপরে স্থান অতি মনোহর ॥
রাধিকা সহিত কৃষ্ণ সঙ্কেতানুক্রমে।
বিলাস করয়ে অন্য কেহ নাহি জানে ॥

ইহার দক্ষিণে দানগড় মনোহরে।
যাঁহা রাই সঙ্গে কৃষ্ণ দানলীলা করে ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণ সনে।
গোচারণ করিয়া ভ্রময়ে বনে বনে ॥
শ্রমযুক্ত হৈয়া বৈসে কদম্বতলাতে।
নানা রস আরম্ভিল সখার সহিতে ॥
সেইখানে আছে এক দিব্য সরোবর।
তহিঁ স্বর্ণপদ্ম ফুটিয়াছে থরে থর ॥
তহিঁ মনোহর গন্ধ পাইয়া ভ্রমর।
মত্ত হৈয়া উড়ি পড়ে পদ্মের উপর ॥
মধুপান করে অতি লুব্ধচিত্ত হৈয়া।
উৎকণ্ঠা বাড়িল কৃষ্ণের সে রস দেখিয়া
স্বর্ণপদ্ম দেখি প্রিয়ামুখ পড়ে মনে।
অধৈর্য্য হইয়া কৃষ্ণ কহে সখাগণে ॥
তোমরা খেলাহ এই সরোবর তীরে।
সুবল সহিতে আমি যাব স্থানান্তরে ॥
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র করিল গমনে।
দানগড়ি গিয়া কহে সুবলের স্থানে ॥
শুনহে সুবল প্রাণপ্রিয় নর্ম্মসখা।
কিমতে পাইব আমি রাধিকার দেখা ॥
তিহোঁ কহে শুন কৃষ্ণ মোর নিবেদন।
অদ্য প্রাতে পিতৃগৃহে রাইর গমন ॥
স্বচ্ছন্দ হৃদয়ে সঙ্গে লৈয়া সখীগণে।
সূর্য্যপূজা ছলে আজি করিব গমনে ॥
এইমত কথা শুনিয়াছি বৃন্দাবনে।
ক্ষণেক বিলম্ব কর পাইবে দর্শনে ॥
হেনকালে আসে রাই সখীগণ সনে।
নানা দ্রব্য দাসী-শিরে করিয়া সাজনে ॥
মন্থরগমনে চলে রসের তরঙ্গে।
আচম্বিতে দেখে কৃষ্ণ সুবলের সঙ্গে ॥
বসিয়া আছেন কৃষ্ণ কদম্বের তলে।
কহিতে লাগিল রাই সরস অন্তরে ॥
শুনহে ললিতা সখী আমার বচন।
এ পথে কেমনে সবে করিব গমন ॥
পথ রুদ্ধ করি হরি আছেন বসিয়া।
আমরা সকলে যাই অন্যপথ দিয়া ॥

শুনিয়া ললিতা কহে প্রগল্‌ভ বচনে।
কি করিতে পারে কৃষ্ণ আইল মোর সনে
এত কহি আগুসরে ললিতা সুন্দরী।
পাছে সব সখী যায় রাই মধ্যে করি ॥
কৃষ্ণ আগে দিয়া সবে করয়ে গমন।
অস্থির হইয়া কৃষ্ণ কহেন বচন ॥
কে তোমরা কোথা যাহ কি দ্রব্য লইয়া
মুঞি রাজদানী এথা না চাহ ফিরিয়া ॥
এতেক গৌরব কর কিসের লাগিয়া।
পীরিতে কহিয়ে ফিরি যাহ দান দিয়া ॥
কৃষ্ণের এতেক কথা শুনিয়া সকলে।
উত্তর না দেই কেহ হাঁসি হাঁসি চলে ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি চঞ্চল হইল।
ত্বরিতে যাইয়া আগে পথ আগুলিল ॥
যাইতে না পায় সবে দাণ্ডাইয়া রহে।
ললিতা প্রগল্‌ভ বাক্যে কৃষ্ণ প্রতি কহে
কে তুমি কিসের দান চাহ মো সবারে।
পথ বা আগল কেনে আসিয়া সত্বরে ॥
নানামত বাক্য কহ নিজ গর্ব্বে ভরি।
বুঝিলাম তুয়া রীত ছাড়হ চাতুরী ॥
যদি পুনঃ আর কিছু কহ মোসবারে।
তুয়া গুণ কীর্ত্তি সব হইব প্রচারে ॥
এইমত ললিতার বাক্য কৃষ্ণ শুনি।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর বাণী ॥
শুনহে ললিতে তুমি না জান আমারে।
কন্দর্প-আজ্ঞায় দান মাগি তোমবারে ॥
রাজ-অধিকারে আমি থাকি সর্ব্বক্ষণ।
আজ্ঞাভঙ্গ হৈলে শীঘ্র পাই যে তাড়ন ॥
অতএব আজ্ঞারূপ-করি ব্যবহার।
তোমরা না দেহ দান কথা কহ আর ॥
তোমাসহ বাক্যোদ্যমে নাহি প্রয়োজন।
রাজকর দিয়া সবে করহ গমন ॥
তবে সে ললিতা কহে শুন কৃষ্ণচন্দ্র।
মোরা কিছু না বুঝিয়ে তুয়া বাক্যছন্দ ॥
তুমি নানামতে কথা জান কহিবারে।
আমরা অবলা কথা কি কব তোমারে ॥

কিন্তু এক কথা কহি শুনহ কানাই।
রাজ-অধিকারে তুমি থাকহ সদাই ॥
সে আজ্ঞা লঙ্ঘিতে যদি ভয় কর মনে।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় বিধানে ॥
তাহা শুনি বিশাখিকা হইয়া সত্বরে।
ললিতারে কহে কিছু আস্পর্দ্ধা উত্তরে ॥
শুন সখী এথা কি উহার অধিকার।
তথা যাউ যথা রাজ্য কন্দর্প রাজার ॥
বৃষভানুনন্দিনীর এথা অধিকার।
আমরাত সহচরী ইহো কে তাহার ॥
কৃষ্ণ কহে বিশাখিকা গর্ব্ব কেন কর।
কন্দর্পের অধিকার সবার উপর ॥
যুবক যুবতী যত ভুবনে আছয়।
সকলের স্থানে রাজ-অধিকার হয় ॥
বিশেষ যুবতী যুবা দেখি এক স্থানে।
অধিকার রূপে অতি করয়ে তাড়নে ॥
তোমরা সব যুবতী না দেহ রাজকর।
স্বগর্ব্বে মাতিয়া ফির বনের ভিতর ॥
ক্রোধ করি কামদেব মোরে পাঠাইল।
তেকারণে আমি তোমা সব আগলিল ॥
যে হয় উচিত কর দেহ মোর স্থানে।
তাই লৈয়া রাজা আগে করি সমর্পণে ॥
যদি বা না দেহ দান কহ আন কথা।
মোর দোষ নাহি ধরি লৈয়া যাব তথা ॥
এত শুনি বিশাখিকা কহে পুনর্ব্বার।
কি করিতে পারে রাজা আমা সবাকার ॥
মোর রাজা বিদ্যমান বৃন্দাবনেশ্বরী ॥
তাঁর সঙ্গে রহি কারে ভয় নাহি করি ॥
তোমার কন্দর্প রাজার জানিয়ে বিলাস।
রাই নেত্রাঞ্চল বাণে যার গর্ব্ব নাশ ॥
পলাইয়া যায় তিহোঁ রাধানাম শুনি।
তুমি যার অনুচর কি বলিব বাণী ॥
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় উচিত।
নহে রাই-নেত্রবাণে পড়িবে ত্বরিত ॥
এত কহি বিশাখিকা সখীর সহিতে।
রাইরে লইয়া যায় হইয়া ত্বরিতে ॥

তাহা দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি দ্রুত গিয়া।
কহিতে লাগিল সখী আগে দাণ্ডাইয়া॥
বুঝিলাম এই হয় তোমা সবা চিত্তে।
মোরে দণ্ড করাইবে রাজার সাক্ষাতে॥
ছাড়িয়া যাইতে আমি নারি তো সবারে।
কিবা কর দেহ নহে আইস রাজদ্বারে॥
বলে ছলে এড়াইতে নারিবে সর্ব্বথা।
নিশ্চয় কহিনু ইথে নহিবে অন্যথা॥
শুনি পুনরপি কহে ললিতা সুন্দরী।
কিসের মাগহ দান কহত মুরারি॥
কৃষ্ণ কহে যৌবনরূপ পসরা ভরিয়া।
নানা রত্ন লৈয়া যাহ অম্বরে ঝাঁপিয়া॥
প্রত্যেকে এ সব দ্রব্যের দান মাগি তোরে
বুঝি মূল্য করি দান দেহত আমারে॥
শুনিয়া এ সব কথা হাসে সখীগণ।
এমত আশ্চর্য্য কাঁহা না শুনি বচন॥
দানী হৈয়া মাগ নবযৌবনের দানে।
কেহ কুঁহা নাহি কহে এমত বিধানে॥
বুঝিনু যে ইহোঁ এই রীতের কারণে।
কন্দর্প রাজার আজ্ঞা পালি ফিরে বনে॥
ইহাঁ সঙ্গে বাক্যোচিত নহে মোসবারে।
শীঘ্রগতি চল যাই সূর্য্য পূজিবারে॥
এত বলি যেই সবে করিছে গমন।
হেনকালে কৃষ্ণ কহে শুন সখীগণ॥
আমার মানসরূপ রতন যে ছিল।
তোমার রাধিকা তাহা চুরি করি নিল॥
রত্নাভাবে অধীর হইল দেহ মোর।
বুঝিলাম রীত রত্ন দেহত সত্বর॥
ললিতা কহেন কৃষ্ণ মিথ্যা কেন বল।
কবে রাই তুয়া মনোরত্ন হরি নিল॥
সুধীরা গভীরা মোর রাধিকা সুন্দরী।
তাঁরে হেন কথা কহ করিয়া চাতুরী॥
কি কহিব ব্রজরাজনন্দন যে তুমি।
নহিলে সুন্দররূপে কহিতাম আমি॥
গোকুলনগরে হয় যত কুলবালা।
সকলের চিত্ত হরি কর খেলা লীলা॥

তারা সবে চিন্তাভাবে ব্যাকুল হইয়া।
বনে বনে ফিরে সদা তোমা অন্বেষিয়া॥
হেন চোর হও তুমি না জান আপনা।
মোসবারে দোষ দেহ করি প্রতারণা॥
সখীগণ মধ্যে রাই রহে সর্ব্বক্ষণ।
কেমনে তোমার চিত্ত করিল হরণ॥
কৃষ্ণ কহে সখি মিথ্যা না কহিয়ে আমি।
পুছ রাই স্থানে তিহোঁ কি কহেন বাণী॥
যদি রাই কিছু নাহি কহেন বচন।
তবে আমি কহি শুন তার বিবরণ॥
বিশাখা সহিতে যবে কলহ হইল।
তবে রাই মোর মনোরত্ন হরি নিল॥
নেত্রদ্বারে মনোরত্ন হরণ করিয়া।
কুচকুম্ভে ভরি রাখে যতন করিয়া॥
প্রত্যয় না যাহ যদি দেখাই তোমারে।
এত কহি রাধিকার কুচকুম্ভে ধরে॥
তাহা দেখি সখী সব যায় কুঞ্জান্তরে।
রাইর সহিত কৃষ্ণ নানা ক্রীড়া করে॥
ক্রমে রাধাকৃষ্ণ সখী সহিতে মিলিল।
যথানুরূপ নিজ নিজ স্থানে গেল॥
সংক্ষেপে কহিনু দানগড় বিবরণ।
আশ্চর্য্য কৃষ্ণের লীলা না যায় বর্ণন॥
তাহার নিকটে হয় মানগড় নাম।
পরম নিভৃত কুঞ্জ অতি অনুপাম॥
মানিনী হইয়া রাই রহে যে কারণে।
উট্টঙ্কে কহিব কিছু সে রস আখ্যানে॥
একদিন রাই সঙ্গে সঙ্কেত করিয়া।
গমন করিতেছিল আনন্দিত হৈয়া॥
হেনকালে চন্দ্রাবলীর গণ পদ্মাসখী।
আনন্দ পাইল কৃষ্ণ-আগমন দেখি॥
সত্বরে আসিয়া কৃষ্ণ আগে দাণ্ডাইয়া।
চন্দ্রাবলীর কথা সব কহে বিশেষিয়া॥
শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র করি নিবেদন।
মোসবারে নির্দ্দয়তা কিসের কারণ॥
অন্বেষিয়া ফিরি তোমা লাগি না পাইয়ে।
চন্দ্রাবলীর বৈকুল্যতা সহিতে নারিয়ে॥

বিদগ্ধ নাগর তুমি পরম করুণ।
শীঘ্র চন্দ্রাবলী আগে দেহ দরশন ॥
যদি কহ না যাইব আছে প্রয়োজন।
ছাড়িয়া না যাব তোমা কহিনু বচন ॥
তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অন্তরে চিন্তিতে।
বাহ্যে হাস্য প্রকাশিয়া কহয়ে ত্বরিতে ॥
শুন শুন পদ্মা তুমি আমার বচন।
চন্দ্রাবলী সখী তুমি প্রধানে গণন ॥
তথা গুণগ্রাম আমি জানি ভালে ভালে।
না যাইব কহি যদি ধরিবে অঞ্চলে ॥
অদ্য সন্ধ্যাবধি আমি যাব তাঁর স্থানে।
ইথে অন্যমত নাহি কহিনু বচনে ॥
চন্দ্রাবলী নামে প্রাণ করিছে যেমন।
কহা নাহি যায় সেই অকথ্য কথন ॥
দরশন পাব যবে সেই চন্দ্রমুখী।
সর্ব্বেন্দ্রিয় তৃপ্ত হবে জুড়াইবে আঁখি ॥
তুমি তাঁর সখী অতি প্রিয়া যে আমার।
অবশ্য মিলিবে প্রিয়া সখী আপনার ॥
কিন্তু এক উপরোধে ঠেকিয়াছি আমি।
বৃষভানু রাই ঘরে আমন্ত্রণ মানি ॥
প্রাতে হৈতে ভৃত্য তাঁর গতায়াত করে।
আসিতে নারিল নিজ কার্য্যের ব্যাপারে ॥
ধেনু হারাইয়াছিল গোষ্ঠের ভিতর।
তাহা অন্বেষিতে দুঃখ পাইল বিস্তর ॥
মন মোর বদ্ধ হয় রায়ের ঘরেতে।
ত্বরায় যাইব তাঁহা সুবলের সাথে ॥
রাজ-উপরোধ সারি প্রসন্ন চিত্তেতে।
অবশ্য যাইব চন্দ্রাবলীরে মিলিতে ॥
তুমি এই আনুকূল্য করহ আমার।
চন্দ্রাবলী আশ্বাসহ কহি সমাচার ॥
নানামতে আর্ত্তি মোর জানাইবে তারে।
মোর প্রাণপ্রিয়া তুমি কহিলা নির্দ্ধারে ॥
ইথে যেন অন্যমত না ভাবেন মনে।
অপরাহ্ন কালেতে মিলিব তাঁর সনে ॥
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র পদ্মা কোলে করি।
চুম্বন করয়ে কুচযুগে হস্ত ধরি ॥

আশ্বাস পাইয়া পদ্মা প্রসন্ন হইল।
হেনকালে চন্দ্রাবলী সেখানে আইল ॥
চন্দ্রাবলী সখী সব আনন্দ পাইল।
কৃষ্ণ সহ তবে সেই কুঞ্জেতে বসিল ॥
নানা হাস্য পরিহাস কথা কৃষ্ণ সঙ্গে।
কহিতে লাগিল সখী নানা রসরঙ্গে ॥
চন্দ্রাবলী কহে শুন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তুয়া লাগি সর্ব্ব কার্য্য ত্যজি অনুক্ষণ ॥
তোমার কারণে ফিরি এইত গহনে।
কভু মিলন হয় কভু নহে দরশনে ॥
যে দিনে মিলন হয় আনন্দিত মনে।
সে চারি প্রহর মোর যায়ত এক্ষণে ॥
অদর্শন দিনে ক্ষণ যুগসম জ্ঞান।
তুয়া প্রীতিবশে মাত্র রহয়ে পরাণ ॥
চন্দ্রাবলী-বাক্য শুনি কৃষ্ণ গুণমণি।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর বাণী ॥
শুন প্রিয়ে তুয়া লাগি প্রাণ যৈছে করে।
তাহা কি কহিব আমি শুনহ পদ্মারে ॥
ব্যাকুল হইয়া ঘরে রহিতে না পারি।
সদা তুয়া গুণে মন বনে ফিরি ফিরি ॥
অকস্মাৎ চন্দ্র-বাক্য কেহ যদি কয়।
তাহা শুনি প্রাণ মোর বৈকুল্য করয় ॥
চন্দ্র চন্দ্রাবলী নামে কিছুমাত্র ভেদ।
নামাভাস শব্দে চিত্তে উপজয়ে খেদ ॥
তুয়া অঙ্গসঙ্গ লাগি লালসা বাড়য়।
নিজ মনোবৃত্তি এই কহিল নিশ্চয় ॥
এইমতে দুইজনে কথা যত হৈল।
রাইগণ সারী তাহা দেখিল শুনিল ॥
ত্বরিতে উড়িয়া গেল রাধিকার স্থানে।
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কৈল নিবেদনে ॥
শুনিয়া ললিতা তবে ঈর্ষাযুতা হৈল।
সখীগণ লৈয়া তবে যুক্তি আরম্ভিল ॥
শুন সব সখীগণ আমার বচন।
গোবর্দ্ধন মল্লগৃহে যাহ একজন ॥
চন্দ্রাবলী-বার্ত্তা তারে কহ বিশেষিয়া।
শুনি মল্ল যায় যেন ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া ॥

চন্দ্রাবলী লৈয়া যেন রাখে নিজ ঘরে।
পুনরপি নহে যেন ঘরের বাহিরে ॥
এত কহি ললিতা যে সখী পাঠাইল।
গোবর্দ্ধন মল্ল গৃহে তিহোঁ শীঘ্র গেল ॥
তাঁরে দেখি কহে গোবর্দ্ধনের জননী।
কোথা হৈতে আইলা কিবা কহিবারে বাণী ॥
তবে সেই সখী কহে শুন ঠাকুরাণী।
কহিতে আইনু তুয়া স্থানে এক বাণী ॥
তুয়া বধূ চন্দ্রাবলী কৃষ্ণের সহিতে।
বিলাস করয়ে কুঞ্জে আনন্দিত চিত্তে ॥
মল্লের কলঙ্ক হয় না পারি সহিতে।
তেকারণে শীঘ্র আইনু তোমার সাক্ষাতে ॥
শুনিয়া জননী অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈলা।
অতি শীঘ্র গিয়া সেই স্থানে উত্তরিলা ॥
দূরে হৈতে পদ্মাসখী তাহারে দেখিল।
অতি শঙ্কাযুতা হৈয়া কহিতে লাগিল ॥
শুন চন্দ্রাবলী তোমার শাশুড়ী আইলা।
শুনি চন্দ্রাবলী ত্রাসে মূর্চ্ছিতা হইলা ॥
নেত্র তুলি দেখে কৃষ্ণ আইল বৃদ্ধানী।
শীঘ্রগতি আপনেই হৈলা কাত্যায়নী ॥
সে রূপ দেখিয়া পদ্মা আনন্দ পাইল।
হেনকালে মল্লের জননী তাঁহা আইল ॥
মহাক্রোধ করি কহে সব সখীগণে।
পরপতি লোভে সবে আইস বধূসনে ॥
এতদিনে ব্যক্ত হৈল তোসবা চরিত।
উপযুক্ত শাস্তি আজি করিব ত্বরিত ॥
এত শুনি পদ্মা কহে প্রগল্‌ভ বচনে।
এমত নিষ্ঠুর বাণী কহ কি কারণে ॥
তুয়া বধূ লৈয়া আইনু পূজিতে দেবতা।
তাহা বিনু অন্য কিছু না জানি সর্ব্বথা ॥
দেখহ যে তুয়া বধূ কাত্যয়নী স্থানে।
স্বামীর কুশল বর করয়ে প্রার্থনে ॥
সাক্ষাত হইয়া দেবী বর দিতে ছিল।
তোমা দেখি অন্তর্দ্ধান প্রতিমা হইল ॥
এত শুনি বৃদ্ধা সেই স্থানেতে আইল।
বচন প্রত্যক্ষ দেখি আনন্দ পাইল ॥

নানা আশীর্ব্বাদ বৃদ্ধা করিতে লাগিল।
তাহা শুনি চন্দ্রাবলী উঠি দাণ্ডাইল ॥
শাশুড়ী দেখিয়া আগে করিল প্রণাম।
আশীর্ব্বাদ কৈল বৃদ্ধা করিয়া সম্মান ॥
পদ্মা আদি সখীগণে আশীর্ব্বাদ কৈল।
মহানন্দে সবা লৈয়া গমন করিল ॥
তবে কৃষ্ণ নিজ রূপ করিল প্রকাশ।
দেখিয়া সুবলচন্দ্রের উপজিল হাস ॥
কহিতে লাগিল সুবল শুন কৃষ্ণচন্দ্র।
বিদ্যাবলে কর তুমি নানা ছন্দবন্ধ ॥
সার্থক তোমার বিদ্যা আজি কার্য্য কৈল।
প্রমাদ হইতে তোমা আমা উদ্ধারিল ॥
এইমতে নানা কথা কহে সুবলচন্দ্র।
শুনি আনন্দিত কৃষ্ণ হাসে মন্দ মন্দ ॥
রাইরে মিলিতে অতি উৎকণ্ঠিত হৈল।
সুবলেরে সঙ্গে করি গমন করিল ॥
যেখানে রাধিকা রহে সখীগণ সঙ্গে।
সেই কুঞ্জে উপস্থিত হৈল রসরঙ্গে ॥
দূর হৈতে দেখে রাই কৃষ্ণ-আগমন।
ফিরিয়া বসিল অসিল অতি বিরস বদন ॥
ললিতা প্রগল্‌ভ বাক্য লাগিল কহিতে।
এথায় না আইস কৃষ্ণ কহিনু তোমাতে ॥
শঠ নায়ক তুমি ধৃষ্টতা করিয়া।
কুঞ্জে ফের পরনারীগণ আলিঙ্গিয়া ॥
সে সকল চিহ্ন তুয়া অঙ্গে ব্যক্ত হয়।
অতএব তুয়া সঙ্গ উপযুক্ত নয় ॥
যার সঙ্গে এতক্ষণ করিলা বিলাস।
তারে ছাড়ি কেনে আইলা রাধিকা পাশ ॥
এথাকার আশা ত্যাগ কর তুমি মনে।
ত্বরা করি গমন করহ সেই স্থানে ॥
না জানি তোমার সঙ্গে করেছিনু প্রীত।
এবে সবে জ্ঞাত হইনু তোমার চরিত ॥
এত শুনি কৃষ্ণ কহে গদ গদ স্বরে।
কি দোষ করিনু কেনে ক্রোধ কর মোরে
রাই সঙ্গ বিনু মোর কিছু নাহি মনে।
রাধা লাগি সদা আমি ফিরি বনে বনে ॥

রাধা মোর নেত্রাঞ্জন প্রাণের ঈশ্বরী।
রাধা নাম রূপ গুণ সদা ধ্যান করি ॥
যাহাঁ নেত্র পড়ে তাঁহা দেখিয়ে রাধিকা।
রাধা বিনু আর কিছু না জানি অধিকা ॥
তুমি অনুরাধা মোর আনুকূল্য কর্ত্তা।
বিপত্তি পড়িলে সবে তুমি সে রক্ষিতা ॥
মোর প্রতি তুয়া ক্রোধ নহে উপযুক্ত।
সদা সর্ব্বক্ষণ আমি রাধা-অনুরক্ত ॥
দোষ দেখ দণ্ড কর যে হয় উচিতে।
এত কহি রাই আগে পড়িল ভূমিতে ॥
নানামত স্তুতি কৃষ্ণ করেন রাইরে।
বাহু ধরি সাধে অতি কাতর অন্তরে ॥
নেত্রে অশ্রুধারা বহে গদগদ বচন।
এইমত কৃষ্ণ অতি করিল সাধন ॥
তথাপি রাধিকা মনে প্রসন্ন নহিলা।
বিমর্ষ হইয়া কৃষ্ণ গমন করিলা ॥
এইত কহিল রাইর মান-বিবরণ।
মানভঞ্জন কথা এবে শুন শ্রোতাগণ ॥
কৃষ্ণাবস্থা দেখি সখী গেল রাইর স্থানে।
কহিতে লাগিল তাঁরে বিবিধ বন্ধানে ॥
শুনহ রাধিকা তুমি আমার বচন।
কৃষ্ণ প্রতি এত ক্রোধ কর কি কারণ ॥
কৃষ্ণের স্বভাব হয় ধাষ্টতা কারণ।
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হয় সে সব লক্ষণ ॥
যদ্যপি না জানি পূর্ব্বে করিয়াছ প্রীত।
এক্ষণে কিরূপে তারে ছাড়িতে উচিত ॥
মানে পূর্ণ মন কিছু না জানিছ এবে।
মান গেলে কৃষ্ণ বিনু রহিতে নারিবে ॥
কৃষ্ণের অত্যন্ত রাগ তোমা প্রতি হয়।
তুয়া সঙ্গ বিনু অতি অস্থির ফিরয় ॥
বিদগ্ধ নাগর কৃষ্ণ রসিকশেখর।
মোর বাক্যে তার প্রতি ছাড় ক্রোধান্তর ॥
বিশাখা-বচন শুনি রাধিকা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল কিছু ক্রোধ চিত্তে ভরি ॥
শুনহে বিশাখে তুমি কহিলে যতেক।
সব সত্য হয় নাহি মিথ্যা হয় এক ॥
কিন্তু কৃষ্ণ-রীতি দেখি আমার মানস।
মন্মথ সহিতে জ্বলি হইল বিরস ॥
যত কিছু কহ তুমি না সান্ধায় কানে।
কেবল উদ্বেগ মাত্র হয় সে আখ্যানে ॥
তুমি মোর অতি প্রিয় সখীর প্রধান।
কেনে বা শুনাহ পুনঃ তার গুণাখ্যান ॥
রাধিকার এত কথা শুনিয়া বিশাখা।
কৃষ্ণের নিকটে শীঘ্র আসি দিল দেখা ॥
তারে দেখি কৃষ্ণ কহে মধুর উত্তরে।
কহ বিশাখিকা রাই কি কহিল মোরে ॥
তাহা বিনা মোর প্রাণ বৈকুল্য করয়।
কহ দেখি কিরূপে প্রসন্ন তিহোঁ হয় ॥
যদ্যপি তাহার সঙ্গে না হয় মিলন।
শরীর ত্যজিব সত্য কহিনু বচন ॥
তাহা শুনি বিশাখিকা গদ গদ স্বরে।
কৃষ্ণের বদন হেরি কহয়ে সত্বরে ॥
শুন কৃষ্ণচন্দ্র আজি তোমার কারণে।
অনেক প্রকারে সাধিলাম রাই স্থানে ॥
কদাচিত চিত্ত তার প্রসন্ন নহিল।
তুয়া নামে মান পুনঃ দ্বিগুণ বাড়িল ॥
তাহা দেখি সখী সব কহিল বচন।
কানুরে রাইর মান নহিবে ভঞ্জন ॥
সন্ধান করিয়া যদি রাইরে মিলয়।
তবে সে ঘুচিবে মান কহিনু নিশ্চয় ॥
এত শুনি আইনু আমি হইয়া চিন্তিতে।
মিলন সন্ধান কথা তোমারে কহিতে ॥
কৃষ্ণ কহে কি সন্ধান কহত বিশাখা।
কিরূপে রাইর সঙ্গে হৈবে মোর দেখা ॥
তুমি যেই কহ সেই করিব সর্ব্বথা।
ইথে অন্যমত নাহি কহিলাম কথা ॥
বিশাখা কহেন তুমি শ্যামাসখী হইয়া।
রাই স্থানে যাবে বীণা হাতেতে করিয়া ॥
আমরা সকলে সেই স্থানেতে রহিব।
তুয়া গুণ প্রশংসিয়া তাহারে কহিব ॥
আজ্ঞা পাইয়া তুমি বীণা বাজাবে সত্বরে।
তাহা শুনি রাই সুখী হইবে অন্তরে ॥

এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ পাইল।
বিশাখা রাইর স্থানে গমন করিল ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র শীঘ্র শ্যামাবেশ ধরি।
রক্তবস্ত্র নানা রত্ন অলঙ্কার পরি ॥
অপূর্ব্ব সাজিল কেহ না পারে লক্ষিতে।
সত্বরে চলিল কৃষ্ণ বীণা করি হাতে ॥
সখীগণ সঙ্গে রাই আছেন বসিয়া।
হেনকালে কৃষ্ণ তথা উত্তরিল গিয়া ॥
তারে দেখি সখী সব আইস আইস বলে।
আদর করিয়া তারে বসায় সে স্থলে ॥
তাহারে দেখিয়া রাই পুছে সখীগণে।
কোথা হৈতে এই শ্যামা আইল এখানে ॥
সখীগণ কহে ইহোঁ এই দেশে রহে।
বীণা বাদ্যকর সর্ব্ব স্থানেতে ফিরয়ে ॥
অতি বড় গুণী হয় শ্যামা সখী নাম।
এথায় আইলা শুনি তুয়া গুণগ্রাম ॥
তবে রাই শ্যামা প্রতি কহয়ে বচন।
বীণাবাদ্য কর দেখি করিয়ে শ্রবণ ॥
তবে তিহোঁ রাধিকার আদেশ পাইয়া।
বীণাবাদ্য করে নানা তান সঞ্চারিয়া ॥
তাল মানে গান করে অতি সুমধুর।
শুনি রাই মনে হৈল আনন্দ প্রচুর ॥
প্রশংসা করিয়া তারে কোলেতে করিল।
সে অঙ্গ পরশে রাই বড় সুখ পাইল ॥
তবে কৃষ্ণ রাধিকার চিবুক ধরিয়া।
চুম্বন করয়ে গাঢ়রূপে আলিঙ্গিয়া ॥
হাসিয়া কহয়ে রাই বিশাখার তরে।
এতেক চাতুরী বন্ধু আইসে তোসবারে ॥
তবে কৃষ্ণ রাই সঙ্গে নানা রস কৈল।
এইরূপে মানভঙ্গ সংক্ষেপে কহিল ॥
এইত কহিনু মানভঙ্গ বিবরণ।
এবে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
এক্ষণে কহিব রাই-ধূলীখেলা-স্থান।
বিলাস বনের কাছে অতি অনুপাম ॥
নিজ সখীগণ সঙ্গে সেখানে আসিয়া।
ধূলাখেলা করে অতি কৌতুক করিয়া ॥

হেনকালে কৃষ্ণচন্দ্র আইসে সেই পথে।
দেখে রাই খেলা করে সখীর সহিতে ॥
ভূষণে ভূষিত অঙ্গ করে ঝলমল।
পরিধান সূক্ষ্ম বস্ত্র পরম উজ্জ্বল ॥
চতুর্দ্দিগে চাহে আঁখি করিয়া চঞ্চল।
তাহা নিরখিয়া কৃষ্ণ আনন্দে বিহ্বল ॥
শীঘ্রগতি সেই পথে গমন করিল।
তাঁরে দেখি সখীগণ কহিতে লাগিল ॥
কেমন সাহসে তুমি আইস এই পথে।
বৃষভানুসুতা এথা সখীর সহিতে ॥
শুনি কৃষ্ণ কহে আমি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কাহার যোগ্যতা মোরে করয়ে বারণ ॥
এ কথা শুনিয়া তবে কহে সখীগণ।
বারণ করিতে এথা আছে বহুজন ॥
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ বৃষভানু যার পিতা।
রত্নগর্ভা কীর্ত্তিদা যাহার হয় মাতা ॥
যার পিতামহ ব্রজে মহীভানু নাম।
পিতামহী সুবিখ্যাত সুখদা আখ্যান ॥
মাতামহ ইন্দু নাম যে রাইর হয়।
মাতামহী মুখরাখ্যা কেবা না জানয় ॥
চন্দ্রভানু রত্নভানু স্বর্ভানু ভান্বাখ্যান।
যাহার পিতৃব্যগণ গুণ অনুপাম ॥
ভদ্রকীর্ত্তি মহাকীর্ত্তি কীর্ত্তিচন্দ্র নাম।
যাহার মাতুল সৎকীর্ত্তি গুণধাম ॥
যার মাতৃস্বসা হয় কীর্ত্তিমণি নামে।
পিতৃস্বসা ভানুমুদ্রা হয় যে আখ্যানে ॥
পিতৃস্বসা পতি যার কাশ নাম হয়।
মাতার ভগিনীপতি হয় কুশাহ্বয় ॥
যাহার অগ্রজ ভাই হয়েন শ্রীদাম।
অনঙ্গমঞ্জরী ছোট ভগিনীর নাম ॥
হেন বৃষভানুসুতা এখানে খেলায়।
কাহার যোগ্যতা যে এ পথে চলি যায় ॥
কৃষ্ণ কহে এই পথে যাইব অবশ্য।
এত কহি চলে দ্রুত করি মন্দ হাস্য ॥
সখী কহে নাগরালী আজি সে জানিব।
এই ধূলা লৈয়া তোমার সব অঙ্গে দিব ॥

হেনকালে বাত সহ রেণু ব্যাপ্ত হয়।
কেবা কোথা রহে কেহ দেখিতে না পায়॥
এই অবসরে কৃষ্ণ রাই-অঙ্গ স্পর্শে।
আলিঙ্গন করি মুখে চুম্ব দেয় হর্ষে॥
কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনে রাই আনন্দিত মনে।
বাহ্যে ক্রোধ করি তাঁরে করে নিবারণে॥
বয়ঃসন্ধিকালে এই সব লীলা হয়।
স্থান অনুক্রমে লীলা ক্রমবন্ধে নয়॥
এইরূপে লীলা কৃষ্ণ করি সেই স্থানে।
গমন করিল অন্য কেহ নাহি জানে॥
এবে কহি স্মরণ সাকরখোরী নাম।
পর্ব্বতের মধ্যে সেই শোভা অনুপাম॥
গোপ গোপী ধেনুবৎস করে যাতায়াতে।
গোদোহন করি দুগ্ধ লয় সেই পথে॥
ইহার দক্ষিণে চিকশালী পুষ্পবন।
যাঁহা বেশ করে রাই লৈয়া সখীগণ॥
তৎপরে মোহিনী কুণ্ড পরম শোভন।
নানা মণিবদ্ধ কুণ্ডস্থান বিলক্ষণ॥
গোধন সহিত কৃষ্ণ তথায় আসিয়া।
গোদোহন করে অতি আনন্দিত হৈয়া॥
কলসে কলসে দুগ্ধ পরিপূর্ণ হয়।
ভার বহি গোপগণ গৃহে লৈয়া যায়॥
রাই দরশনে কৃষ্ণ আসি প্রতিদিনে।
গবাদি দোহন করে আসিয়া সেখানে॥
গ্রাম-পূর্ব্বদিকে কুণ্ড হয় ভানুখোর।
অতি সুনির্ম্মল জল স্থান মনোহর॥
বৃষভানু রায়ের যতেক ধেনু হয়।
কুণ্ড চতুর্দ্দিগে বেড়ি সুখে নিবসয়॥
পিয়ল সরোবর নাম গ্রামের উত্তরে।
যাঁহা কৃষ্ণ সখা সঙ্গে জল পান করে॥
পিলুসর নামে এক কুণ্ড হয় আর।
সখা সঙ্গে রাই যাঁহা করয়ে বিহার॥
কুণ্ড চারিপাশে পিলু বৃক্ষ বহুতর।
তাহাতে সুপক্ক ফল অতি মনোহর॥
সে ফল কারণে ছলে সুবলাদি সঙ্গে।
কুণ্ডতটে আসি রাই সঙ্গে মিলে রঙ্গে॥
এইত কহিনু সব বর্ষাণ বিবরণ।
আগে আর লীলাস্থলী করিব বর্ণন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
রাধাকৃষ্ণ লীলা কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীবৃষভানু
লীলাস্থলী কথনং নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সপ্তদশ অধ্যায়

রাধাকৃষ্ণ মিলন কথন।

এইত কহিনু বরষাণ বিবরণ।
আগে নন্দীশ্বর কথা করিব বর্ণন॥
এখানে সঙ্কেত কথা শুন শ্রোতাগণ
যাঁহা রাই সঙ্গে হৈল প্রথম মিলন॥
সখীগণ কৃষ্ণ-অঙ্গ সন্ধান করিয়া।
যেই কুঞ্জে মিলাইল রাইরে লইয়া॥
অতিশয় লীলা সেই রসের মাধুরী।
অল্পাক্ষরে তাহা কিছু কহিব বিবরি॥
একদিন কৃষ্ণকালি মদনের স্থানে।
রাই দরশন পাইল সখীগণ সনে॥
সে রূপ মাধুরী দেখি আনন্দ পাইল।
মনের সহিতে অতি রাগোৎপত্তি কৈল॥

তাঁহার মিলন লাগি চিন্তিত হইল।
নিভৃতে বসিয়া মনে চিন্তিতে লাগিল ॥
তাহা দেখি সুবল করয়ে জিজ্ঞাসন।
চিন্তিত দেখিয়ে তোমা কিসের কারণ ॥
নিশ্চয় করিয়া তাহা কহত আমারে।
সেই কার্য্য করি আমি হইয়া সত্বরে ॥
সুবলের কথা শুনি অতি মর্ম্মি জানি।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ সুমধুর বাণী ॥
শুনহ সুবল তুমি পুছিলে যে কথা।
মোর মন কালীয়দমন কৈনু যথা ॥
সেখানে দেখিনু এক পরমা সুন্দরী।
কি কহিব তার রূপ গুণ সর্ব্বোপরি ॥
অনেক সুন্দরীগণ আছিল সেখানে।
তার গুণের তুলনা দিতে নাহি আনে ॥
মন্দ মন্দ হাসি বঙ্ক নয়নের কোণে।
মরমে বিন্ধিল মোর সে ভুরু কামানে ॥
হৃদয় মাঝারে কাম নিদ্রিত আছিল।
তাহার নেত্রান্তঃবাণে জাগিয়া উঠিল ॥
অতিশয় পীড়া মোরে দেয় সে অনঙ্গ।
কেমনে পাইব সেই সুন্দরীর সঙ্গ ॥
তাহা বিনে প্রাণ মোর স্থির নাহি হয়।
হৃদয়ের কথা এই কহিনু নিশ্চয় ॥
শুনিয়া সুবলচন্দ্র জানিলেন মনে।
হেন দশা হৈল কৃষ্ণের রাইর কারণে ॥
তাহা বিনে কৃষ্ণেরে বিহ্বল কেবা করে।
এইত নিশ্চয় কথা জানিনু অন্তরে ॥
এত ভাবি তিহোঁ কিছু কহে কৃষ্ণ প্রতি।
চিন্তা না করিহ সখে স্থির কর মতি ॥
যে সুন্দরী তুয়া চিত্তরতন হরিল।
তাহাতে মিলাব তোমায় নিশ্চয় কহিল ॥
এ কথা শুনিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে।
ত্বরিতে উঠিয়া সুবলেরে কোলে করে ॥
এইমতে এথা কৃষ্ণ-রাগোৎপত্তি হয়।
এথা রাধিকার দশা এইমত হয় ॥
কৃষ্ণ দুই বর্ণ শুনি পৌর্ণমাসী-মুখে।
কর্ণ মন জিহ্বা লুব্ধ হৈল সেই সুখে ॥

তারপর শুনিল যে মুরলীর ধ্বনি।
তাতে উপজিল রতি বিকল পরাণী ॥
যমুনার কূলে যাইতে কদম্ব কাননে।
শ্যামল সুন্দর তনু হেরিয়া স্বপনে ॥
দুর্নীত চরিত্র তাঁর ভাবয়ে অন্তরে।
তিনে রতি হৈল মতি নির্দ্ধারিতে নারে ॥
তবে উপজিল অনির্ব্বচনীয় দশা।
কেমনে মিলিব মনে সতত লালসা ॥
উদ্বেগ হইল মনে কম্প ঘন ভয়।
নিশ্বাস ছাড়য়ে এক স্থানে নাহি রয় ॥
স্তব্ধ হৈয়া রহে মুখ শুষ্ক অতিশয়।
শয়ন করিলে নিদ্রা নয়নে না হয় ॥
পুলকিত অঙ্গ সব স্থির নহে মন।
চমকি উঠিয়া বসি করে জাগরণ ॥
অতি যে দুর্গম ভ্রম উপজয়ে দেহে।
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষীণ তনু মৌন করি রহে ॥
সখীগণ জিজ্ঞাসিলে না কহে উত্তর।
দর্শন শ্রবণাভাবে জড়িমা অন্তর ॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদ-দুঃখ সহিতে না পারে।
তথাপি গাম্ভীর্য্যে রহে স্পষ্ট নাহি করে ॥
ক্ষণেক বিবেকী হৈয়া আপনাকে নিন্দে।
ক্ষণে হায় হায় করি ফুকরিয়া কান্দে ॥
শিরঃপীড়া করে কিছু বচন না কহে।
নিশ্বাস ছাড়িয়ে কভু পড়িয়া যে রহে ॥
অভীষ্ট লালসা চিত্তে উত্তাপ লক্ষণ।
ব্যাধি যেন বুঝিতে না পারে সখীগণ ॥
উঠিতে বসিতে কিবা খাইতে শুইতে।
নিরন্তর সোয়াস্থি না পায় কিছু চিত্তে ॥
ক্ষণে ভ্রম হয় যে আইল মহাশয়।
উন্মাদ স্বভাবে নানা প্রলাপ কহয় ॥
কৃষ্ণে না দেখিয়ে হয় মোহিত অন্তর।
মূর্চ্ছিত হইয়া থাকে কাতর অন্তর ॥
রাধিকার হেন দশা দেখি সখীগণে।
জিজ্ঞাসা করয়ে কিছু মধুর বচনে ॥
শুন রাই তুয়া হেন দশা কেনে হয়।
নিশ্চয় করিয়া কহ যাউক সংশয় ॥

আমরা তোমার সখী তুয়া দশা দেখি।
অতি যে ব্যাকুল হৈয়া ঝরে সর্ব্ব আঁখি ॥
সখীর বচন শুনি রাই সুনাগরী।
কহিতে লাগিল প্রেমে হইয়া আগরি ॥
শুন প্রিয়সখী মোর হৃদয় বচন।
কি কহিব মোর দুঃখদশা বিবরণ ॥
সহজে অবলা মুঞি হই কুলবতী।
পুরুষত্রয়েতে মোর লুব্ধ হৈল মতি ॥
এক মন তিন দিগে ধাইতে লাগিল।
অতএব মোর হেন দশা উপজিল ॥
মরণ উচিত ইথে জীবনে কি কায।
ধিক্ রহুঁ দেহে মোর মাথে পড়ু বাজ ॥
রাইর বচন শুনি ললিতা সুন্দরী।
কহিতে লাগিল কথা রাইরে নেহারি ॥
শুন বৃষভানুসুতে কোন্ তিন জনে।
হরিল তোমার মন কেমন বন্ধানে ॥
এ কথা শুনিয়া রাই কহে ললিতারে।
শুন সখী কহি মোর চিত্ত যে যে হরে ॥
কৃষ্ণ বলি নাম হয় কোন যে পুরুষে।
সে কথা শ্রবণ মাত্রে হৃদয়ে প্রবেশে ॥
দৃঢ়রূপে পৈশে রহে বাহে নাহি যায়।
পরাণ বৈকুল্য করে মন রহে তায় ॥
আর যে পুরুষ তার বংশীধ্বনি শুনি।
আনন্দ উন্মাদ জন্মে বিকল পরাণী ॥
চঞ্চল স্বভাব মন তার স্থির গতি।
একান্ত হইয়া রহে সেহ ধ্বনি প্রতি ॥
আর একজন কথা করহ শ্রবণ।
স্বপ্নেতে সাক্ষাতে দেখি পুরুষ-রতন ॥
নবঘন জিনি তনু পরম উজ্জ্বল।
অরুণ অধর নেত্র হস্ত পদতল ॥
পীতাম্বর পরিধান রত্ন ভূষা অঙ্গে।
মৃদু হাসি রসকথা কহে নানা রঙ্গে ॥
এইরূপে সে পুরুষ আসিয়া সত্বরে।
বাহু পসারিয়া মোরে আলিঙ্গন করে ॥
নহি নহি নহি মুঞি কহি পুনঃ পুনঃ।
তবু সে আমার মুখে করয়ে চুম্বন ॥
না জানি কি রস তার অধরে আছিল।
তাহা পান করাইয়া চিত্ত হরি নিল ॥
রাই-মুখে এত কথা শুনি সখীগণ।
সবে সবার মুখপানে করে নিরীক্ষণ ॥
হেন কে পুরুষ এই ব্রজপুরে হয়।
রাধিকার ধৈর্য্যগিরি চালন করয় ॥
ভাবিয়া ললিতা কহে জানিল নিশ্চয়।
কৃষ্ণ বিনা হেন কার্য্য অন্যের না হয় ॥
নন্দের নন্দন তিহঁ মুরলীবদন।
যাঁর রূপ হেরি হরে কন্দর্পের মন ॥
চিত্তচোর নাম তার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।
অতএব রাই-মন তাহে হয় লুব্ধ ॥
এতেক ভাবিয়া দেবী কহয়ে বচন।
শুন সখী তিন পুরুষ নহে একজন ॥
পহেলা শুনিলে যার কৃষ্ণবর্ণ হয়।
তাহার যে বংশীধ্বনি মোহ মন্ত্রময় ॥
স্বপনে দেখিলে সেই নবঘনশ্যাম।
পীতাম্বরধারী যেন অভিনব কাম ॥
ভিন্ন নহে তাঁর এই আকৃতি প্রকৃতি।
চিন্তা না করিহ সখী স্থির কর মতি ॥
তাহা শুনি চিত্তোৎকণ্ঠা বাঢ়ে রাধিকার
কহ সখী কৈছে হৈবে মিলন তাহার ॥
সে নাগর রত্ন যবে দেখিব নয়নে।
তবে সে হইবে মোর সফল জীবনে ॥
এত শুনি সখীগণ ভাবে মনে মনে।
কেমনে ইহার দেখা হবে কৃষ্ণ সনে ॥
ইহঁ বৃষভানুসুতা কৃষ্ণের রমণী।
তিহোঁ ব্রজরাজপুত্র সর্ব্ব শিরোমণি ॥
দুর্ল্লভ দুর্ঘট হয় দোঁহার সংযোগ।
মিলন নহিলে রাইর বাড়য়ে বিয়োগ ॥
এইমত সবে চিন্তা করে মনে মনে।
হেনকালে সুবল আইল সেইখানে ॥
দেখিয়া ললিতা অতি প্রসন্নবদনে।
রাইর সংবাদ তারে কহে সঙ্গোপনে ॥
শুনিয়া সুবলচন্দ্র আনন্দ অন্তরে।
বাহে বাকছল করি কহেন তাহারে ॥

শুনহে ললিতে তুমি আমার বচন।
তুমি যে কহিলে অতি প্রবাদ লক্ষণ ॥
কিরূপে সম্ভব হয় দোঁহার মিলন।
ইহুঁ রাজকন্যা তিহুঁ রাজার নন্দন ॥
ঘরের বাহির হৈতে রাধিকা নারিবে।
তাঁহার গমন এথা কিরূপে হইবে ॥
অন্তঃপুর মধ্যে রাধিকার হয় স্থিতি।
কেমনে হইবে ইথে মিলন সঙ্গতি ॥
আর এক স্বভাব কৃষ্ণের হয়ত নিশ্চয়।
সখা সঙ্গ বিনা এক পদ না চলয় ॥
সখাগণ মধ্যে রাধিকার জ্যেষ্ঠ ভাই।
শ্রীদাম কৃষ্ণের সঙ্গে থাকয়ে সদাই ॥
কৃষ্ণের চাঞ্চল্য যদি তিহুঁ নিরীক্ষয়।
নিজগণ ভাই বুঝে নিষেধ করয় ॥
স্বতন্ত্র না হয় কৃষ্ণ হয় পরতন্ত্র।
যথা সখা চলে তথা যায় কৃষ্ণচন্দ্র ॥
এরূপে কেমনে হবে দোঁহার মিলন।
অসম্ভব হয় তাঁহা রাইর গমন ॥
সুবলের এত বাক্য শুনিয়া ললিতা।
কহিতে লাগিল অতি সুমধুর কথা ॥
শুনহ সুবলচন্দ্র যে কহয়ে আমি।
মিলন সঙ্গতি হয় যদি [illegible] ॥
ভানুপুরোত্তরে নন্দীশ্বরের দক্ষিণে।
একস্থান আছে অতি পরম নির্জনে
সঙ্কেতের যোগ্যস্থান দেখিতে সুন্দর
দোঁহার নিকট হয় নির্জ্জন গহ্বর ॥
কোন ছলে তাঁরে রায়ের উৎকণ্ঠা জানাঞা
সেই স্থানে আন যদি সঙ্গতি করিয়া ॥
আমি রাধিকারে লৈয়া যাই সেই স্থানে।
একত্রে মিলয়ে দোঁহে দেখিয়ে নয়নে ॥
এত শুনি সুবলের অন্তরে উল্লাস।
ললিতারে কহে কথা করিয়া প্রকাশ ॥
শুনহে ললিতে দেবি তোমারে কহিয়ে
ইহা বহি সুখ কিবা মোসবার হ'য়ে ॥
রাধাকৃষ্ণ একত্রে মিলিব কুঞ্জবনে।
সেবন করিব সুখে হেরিব নয়নে ॥
তুয়া বার্ত্তা শিরে ধরি যাই কৃষ্ণ স্থানে।
রাধিকার রাগোৎকণ্ঠা করি নিবেদনে ॥
তুয়া বাক্যে রাই-দশা করিয়া শ্রবণ।
অবশ্য প্রসন্ন হবেন ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
মুঞি তাঁর প্রিয় নর্ম্মসখা একজন।
মোর বাক্য তিহুঁ নাহি করয়ে লঙ্ঘন ॥
অবশ্য আনিব কৃষ্ণে সেই কুঞ্জবনে।
এত বলি সুবলচন্দ্র করিল গমনে ॥
শীঘ্রগতি আসি উত্তরিল নন্দীশ্বরে।
কৃষ্ণসহ কহে কথা আনন্দ অন্তরে ॥
যাহারে দেখিয়া তোমার চিত্ত ভুলি গেল।
তাহার সন্ধান আজি আমিত করিল ॥
বৃষভানু রায়ের কন্যা রাধা তাঁর নাম।
ভুবনবিজয়ী রূপ গুণ অনুপাম ॥
তাঁর সখীগণে মুখ্যা হয় এক জনা।
ললিতা তাহার নাম অতি বিচক্ষণা ॥
তাহারে অনেক কথা প্রকারে কহিল।
তিহুঁও অনেক রূপে প্রত্যুত্তর দিল ॥
এইরূপে দোঁহে অতি বাকৃযুদ্ধ গেল।
পশ্চাতে প্রসন্না হৈয়া সন্ধান কহিল ॥
সঙ্গোপনরূপে কৃষ্ণ সঙ্কেতে আনিবে।
প্রদোষে আসিবে অতি ব্যাজ না করিবে ॥
বৃষভানুপুরোত্তরে আছয়ে কানন।
পরম সুন্দর স্থান অতি সুনির্জ্জন ॥
এত শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইল।
সুবলের সঙ্গে তথা গমন করিল ॥
সঙ্কেত স্থানেতে শীঘ্র আসি উত্তরিল।
বনশোভা দেখি অতি আনন্দিত হৈল ॥
এথায় ললিতাদেবী আনন্দিত মনে।
রাই প্রতি কহে কিছু মধুর বচনে ॥
শুন বৃষভানুসুতে যে কহিয়ে আমি।
যাহার লাগিয়া ব্যাকুল তোমার পরাণী ॥
সেই যে নাগর এই সান্নিধ্য কুঞ্জেতে।
মনো অভিলাষে মিল তাহার সহিতে।
পরম বিদগ্ধ তেঁহ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কৃষ্ণ দ্বি-অক্ষর নাম মুরলী বদন ॥

এত শুনি রাই কিছু ঈষৎ হাসিল।
মুগ্ধার স্বভাবে মনে শঙ্কাযুক্তা হৈল॥
ললিতারে কহে কিছু মধুর বচনে।
কেমনে মিলিব আমি সেই কৃষ্ণ সনে॥
কদাচ নারিব আমি সেখানে যাইতে।
হৃদয়ের কথা এই কহিনু নিশ্চিতে॥
শুনিয়া ললিতা কহে রাইমুখ চাই।
স্বচ্ছন্দে মিলহ তুমি কোন শঙ্কা নাই॥
আমরা রহিব সবে তুয়া সন্নিধানে।
ইথে অন্যমত কিছু না ভাবিহ মনে॥
তাঁহার দর্শন অঙ্গস্পর্শ যবে পাবে।
আনন্দ হইবে অতি দুঃখ সব যাবে॥
মোসবার বাক্যে তুমি করহ গমন।
শুনিয়া রাধিকা কিছু কহেন বচন॥
তোমার যে বাক্য আমি কতেক লঙ্ঘিব।
তুমি যাহা কহ সেইমত আচরিব॥
তবেত ললিতা অতি আনন্দিত মনে।
নানা বেশ ভূষা করি চলে সর্ব্বজনে॥

তথাহি।

মুগ্ধা নববয়ঃ কামারতৌ বামাসখীবশা॥

সখীগণ সঙ্গে চলে রাধিকা সুন্দরী।
কভু হর্ষ কভু বিষাদ হয় চিত্তোপরি॥
ক্ষণে শীঘ্রগতি ক্ষণে চলে মন্দগতি।
গাম্ভীর্য্য সহিত মিলন ভাব ব্যক্ত তথি॥
চতুরা ললিতা নানা রসকথা ছলে।
কুঞ্জ মধ্যে শীঘ্রগতি চলেন সকলে॥
সে কুঞ্জ ভিতরে স্থান পরম উজ্জ্বল।
তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ সংহতি সুবল॥
রাই-আগমন দেখি অতি হর্ষচিত্তে।
চঞ্চল হইয়া কৃষ্ণ লাগিল চাহিতে॥
তবেত ললিতা অতিশয় যত্ন করি।
কৃষ্ণ আগে রাই নিল করিয়া চাতুরী॥
বাহির হইল সবে হইয়া সত্বরে।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে রহে কুঞ্জের ভিতরে॥
কৃষ্ণেরে দেখিয়া রাই পটাঞ্চল দিয়া।
নিজ মুখ মুড়ি রহে অঙ্গমোড়া দিয়া॥

রসিকনাগর কৃষ্ণ হইয়া সত্বরে।
রাইর অঞ্চল ধরি বহু যত্ন করে॥
অম্বর সম্বরে রাই হস্ত প্রসারিয়া।
বঙ্কিম নয়ন করি রহে দাণ্ডাইয়া॥
বাহু পসারিয়া কৃষ্ণ রাই কোলে করি।
বহু যত্ন পাঞা বসাইল উরুপরি॥
সে অঙ্গ স্পর্শন পাঞা রাধিকার চিত্তে।
নানা ভাবগণ দেহে হৈল উপস্থিতে॥
অশ্রু পুলক কম্প চঞ্চল নিশ্বাস।
অঙ্গ দৃঢ় হয় কভু মন্দ মন্দ হাস॥
কৃষ্ণ অতি যত্ন করে চুম্বন লাগিয়া।
হেঁটমুণ্ডে রহে রাই বদন ঝাঁপিয়া॥
নানা রসকথা কৃষ্ণ কহেন রাইরে।
রাই মৌন করি রহে না দেয় উত্তরে॥
কাম কঠোর অতি কামিনী কঠিন।
এইমত হয় প্রথম মিলনের চিহ্ন॥
তার পর দোঁহাকার হইল মিলন।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহে রতিরসে নিমগন॥
সঙ্গোপনে রহি ললিতাদি সখীগণে।
রাধাকৃষ্ণ-রসলীলা করে দরশনে॥
সঙ্কেত কুঞ্জেতে যেই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।
সংক্ষেপে কহিল দোঁহার প্রথম মিলন॥
এইত সঙ্কেত কথা করিনু বর্ণন।
যাহার শ্রবণে ভক্তের স্নিগ্ধ হয় মন॥
এবে কহি বিহ্বল কুণ্ড সঙ্কেত সন্নিধানে।
রাধা নাম শুনি কৃষ্ণ বিহ্বল যেখানে॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সুবলের সনে।
সেই স্থানে উপস্থিত হৈল হর্ষ মনে॥
পরম নির্জ্জন স্থান অতি শোভা ধরে।
নানা বৃক্ষগণ তহিঁ আছে থরে থরে॥
ময়ুর কোকিল শুক সারি পক্ষিগণে।
নানা শব্দ করে অতি আনন্দিত মনে॥
সে স্থান দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ পাইল।
সুবলের সঙ্গে কুণ্ডতটেতে বসিল॥
হেনকালে সারি এক বৃক্ষডালে বৈসে।
রাধাগুণ গান করে মনের হরিষে॥

রাধানাম শুনি কৃষ্ণের আনন্দ বাড়িল।
নানা ভাব আসি দেহে উদয় করিল ॥
কম্প অশ্রু পুলক গদগদ স্বরভঙ্গ।
গাঢ় অনুরাগে বাড়ে প্রেমের তরঙ্গ ॥
অনুরাগে যাহা কৃষ্ণের পড়ে নেত্রদ্বয়।
তাঁহা রাই মূর্ত্তি দেখি ধাইয়া চলয় ॥
আইস মোর প্রাণপ্রিয়ে বলে বারে বারে।
এথা কেনে আছ তুমি ছাড়িয়া আমারে ॥
কৃষ্ণের সে প্রেম-দশা দেখিয়া সুবল।
রাইর মিলন লাগি হইলা বিকল ॥
রাই সঙ্গে কৈছে হৈবে কৃষ্ণের মিলন।
তাহা বিনা দেখি বড় প্রমাদ লক্ষণ ॥
তবে সে সারিকা প্রতি কহিতে লাগিলা।
রাধানাম লৈয়া তুমি অনর্থ করিলা ॥
এক্ষণে যেরূপে হয় তাহার মিলন।
সেই কার্য্য কর তুমি পাইয়া যতন ॥
সারী কহে তুমি স্থির করহ কৃষ্ণেরে।
সখী সঙ্গে আসি রাই মিলিবে সত্বরে ॥
এইমত সারী-বাক্য সুবলের সঙ্গে।
হেনকালে রাই সখীসনে আইসে রঙ্গে ॥
নূপুর কিঙ্কিণী ঝঙ্কার ধ্বনি শুনি।
আনন্দিত হঞা তিহঁ কৃষ্ণে কহে বাণী ॥
স্থির হও মোর প্রাণসখা কৃষ্ণচন্দ্র।
রাধিকা আইল দেখ সঙ্গে সখীবৃন্দ ॥
এত শুনি কৃষ্ণ অতি আনন্দ অন্তরে।
কোথা রাই কোথা রাই কহয়ে সত্বরে ॥
হেনকালে রাই আসি মিলিলা সেখানে।
আনন্দ পাইল দোঁহে দোঁহার দর্শনে ॥
রাধাঙ্গ স্পর্শনে কৃষ্ণ বিহ্বল হইল।
বুকে বুকে মুখে মুখে লাগিয়া রহিল ॥
তাহা দেখি সুবলের স্থির হৈল মন।
সখীগণে কহে কৃষ্ণদশা-বিবরণ ॥
এইত কহিনু বিহ্বলকুণ্ড বিবরণ।
রাধানাম শুনি যাঁহা প্রেমে অচেতন ॥
সেই কুণ্ডতটে যেই জন বাস করে।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে হয় বিহ্বল অন্তরে ॥

এবেত কহিব প্রেম সরোবর কথা।
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে প্রেমে পূর্ণ যথা ॥
বৃষভানুপুর হৈতে নন্দীশ্বরে যাইতে।
সরোবর হয় সেই পথ বামভিতে ॥
অতি সুনির্জ্জন স্থান পরম সুন্দর।
চারিদিগে পুষ্পোদ্যান শোভে মনোহর ॥
একদিন সখী সঙ্গে আসি দুইজন।
তথা যে বিহরে অতি আনন্দিত মন ॥
রত্নবেদী মাঝে বসিয়াছে রাধাকৃষ্ণ।
চারিদিগে সখীগণ দর্শনে সতৃষ্ণ ॥
সেখানে ভ্রমর এক আইল হেনকালে।
উড়িয়া পড়িতে চাহে রাই কর্ণোৎপলে ॥
তাহা দেখি রাই অতি আস্তব্যস্ত হন।
শঙ্কা কেনে পাও রাই কৃষ্ণচন্দ্র কন ॥
মধুকর করু পান ও মধুমঙ্গল।
তুমি কেনে তা লাগি হইতেছ চঞ্চল ॥
এত শুনি মধুমঙ্গলের শঙ্কা হৈল।
সত্বরে আসিয়া সে ভ্রমর দূর কৈল ॥
মধুসূদন গমন করিল এথা হৈতে।
রাই-চিত্তে খেদ হৈল এ কথা শুনিতে ॥
প্রেমেতে বৈচিত্র্যদশা হইল উদগম।
বিরহে ব্যাকুলা বাহ্যমর্ম্ম সঙ্গোপন ॥
কৃষ্ণ-কোলে থাকি কৃষ্ণে না পায় দেখিতে
গাঢ় রাগোৎকণ্ঠা মনে লাগিল কহিতে ॥
কহ সখীগণ প্রাণনাথ কোথা গেলা।
কিবা দোষ পাঞা তিহঁ আমারে ছাড়িলা ॥
কমললোচন শ্যাম বিদগ্ধ শেখর।
মোরে এথা রাখি কেনে গেলে স্থানান্তর ॥
সহজে অবলা জাতি মুঞি কুলবতী।
কিছুই না জানি রহি তোমার সঙ্গতি ॥
তুমিত রসিকবর আমার জীবন।
তোমা বিনু প্রাণ নাহি রহে একক্ষণ ॥
কোথা আছ প্রাণনাথ মোরে লহ তথা।
তোমা বিনু রহিবারে না পারি সর্ব্বথা ॥
এতেক কহিয়া রাই কান্দে উচ্চরায়।
দেখিয়া কৃষ্ণের অতি বিস্মিত হিয়ায় ॥

রাধাপ্রেমে কৃষ্ণপ্রেম উথলিল অতি ।
দোঁহা নাহি হেরে দোঁহে ডাকে দোঁহা প্রতি ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি রাই ডাকয়ে সঘন ।
রাধা রাধা শব্দ কৃষ্ণ করে উচ্চারণ ॥
দোঁহার নয়নে প্রেমরূপ নীর ঝরে ।
অবিশ্রান্ত ঘর্ম্ম পড়ে দুহুঁ কলেবরে ॥
নেত্রনীর ঘর্ম্ম জল একত্র হইয়া ।
সরোবর মধ্যে পূর্ণ হইল আসিয়া ॥
প্রেমেতে দোঁহার বাহ্য নাহিক স্মরণ ।
মূর্চ্ছিত হইল অঙ্গ না হয় স্পন্দন ॥
সখীগণ দোঁহা দশা করি নিরীক্ষণ ।
স্তব্ধপ্রায় রহে সবে হরিল চেতন ॥
সবায় মূর্চ্ছিত দেখি প্রমাদ গণিয়া ।
সারি শুক শব্দ করে বৃক্ষডালে রয়্যা ॥
রাধা নামোচ্চার সারি করে ঘনে ঘন ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহি শুক ডাকয়ে সঘন ॥
দুহু নাম দুহুঁ কর্ণে প্রবেশ করিল ।
আনন্দ অন্তরে দোঁহার চেতন হইল ॥
নিজ নিজ আগে দোঁহে দেখি দুহুঁ মুখ ।
চুম্বনালিঙ্গন করে পাঞা অতি সুখ ॥
রাধাকৃষ্ণ শব্দ কর্ণে শুনি সখীগণ ।
চেতন পাইয়া দেখে দোঁহার বদন ॥
আনন্দ হইল সব দুঃখ গেল দূরে ।
স্বচ্ছন্দে বিহরে সবে কুণ্ডতটোপরে ॥
সেই কুণ্ডে একবার স্নান যে করয় ।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমে পরিপূর্ণ সেই হয় ॥
প্রেমসরোবর তাহা কহিতে লিখন ।
প্রসঙ্গে হইল প্রেমবৈচিত্র্য বর্ণন ॥
সঙ্কেত নিকটে কৃষ্ণকুণ্ড বিলক্ষণ ।
কৃষ্ণ বিহারের স্থান পরম উত্তম ॥
কুণ্ড চারিপাশে হয় পুষ্পের কেয়ারি ।
ঝলমল করে স্থল শোভা মনোহারী ॥
সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ মনের হরিষে ।
রাধিকার সঙ্গে আসি এখানে বিলাসে ॥
নানা যে রহস্য লীলা সখীগণ সনে ।
এইমত কহিল সঙ্কেত বিবরণে ॥
শ্রদ্ধা করি এই লীলা যে করে শ্রবণ ।
অনায়াসে লভে সেই কৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীগুরুগোসাই পাদপদ্ম করি আশ ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীরাধাকৃষ্ণয়োঃ
পূর্ব্বরাগ মিলনং নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ।

অথ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

গোষ্ঠ খেলা কথন ।

এবে কহি নন্দীশ্বর ব্রজেন্দ্র আলয় ।
যাঁহা কৃষ্ণ বলরাম সদা বিলসয় ॥
রত্নময় স্থল অতিশয় শোভাবান্ ।
তাহাতে বিচিত্র ঘর দেখিতে সুঠাম ॥
নানারত্ন মণিগণে হয়ত জড়িত ।
কৃষ্ণ-অট্টালিকা সর্ব্বোৎকর্ষ সুশোভিত ॥
সুবলের সঙ্গে কৃষ্ণ অট্টালিকায় বসি
নানা রসকথা কহে মন্দ মন্দ হাসি ॥
রাই-অট্টালিকা তাঁহা হৈতে দৃষ্টি হয়
আনন্দে মগন কৃষ্ণ সুবলেরে কয় ॥
শুন শুন সখা মোর হৃদয়ের বাণী ।
রাই অদর্শনে মোর ব্যাকুল পরাণী ॥

কি ক্ষণে তাহারে আমি দেখিনু নয়নে।
পাসরিতে নারি সদা পড়ে মোর মনে ॥
কিবা সে মোহন রূপ গুণ তার হয়।
সদাই নিকটে থাকি হেন চিত্তে লয় ॥
কিবা ঘর কিবা বন যবে যাঁহা রহি।
কিছুই না ভায় মোরে তার সঙ্গ বহি ॥
শুনিয়া সুবল কহে আনন্দ হৃদয়।
যে কহিলে সখা এই সব সত্য হয় ॥
মোর মনোল্লাস কথা কর অবধানে।
সদা রাই সঙ্গে তোমা দেখিয়ে নয়নে ॥
নানা রস কৌতুক করহ দুইজনে।
তাহাই দেখিতে সদা লয় মোর মনে ॥
বিচিত্র রচিত শয্যা করি কুঞ্জালয়ে।
রাই সঙ্গে তোমা রাখি বীজন করিয়ে ॥
অঙ্গ হেলাহেলি রহ রসের আবেশে।
দেখিয়া আমার চিত্তে বাড়য়ে উল্লাসে ॥
এইমত কথা সুবল কহয়ে কৃষ্ণেরে।
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ অন্তরে ॥
বিশেষ কহিব নন্দীশ্বর নিত্যধামে।
সদা কৃষ্ণ রহি বিহরয়ে বৃন্দাবনে ॥
নন্দ ব্রজরাজ যশোমতী ব্রজেশ্বরী।
যত গোপ গোপী এ দোঁহার আজ্ঞাকারী ॥
মহারাজোচিত ধাম হয় সর্ব্বসার।
কৃষ্ণসুখ লাগিয়া হয়েন অতি স্ফার ॥
সহজে দেখিতে সেই স্থান সঙ্কোচিত।
বিস্তার লাঘব তার কৃষ্ণ লীলোচিত ॥
তার মধ্যে রাজসভা আছে মনোহর।
ব্রজবাসিগণ সব যাহার ভিতর ॥
সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ দরশন তরে।
গোপ গোপী ব্রজাঙ্গনা যাহার উপরে ॥
প্রদোষ সময়ে করি কৃষ্ণ দরশন।
ব্রজবাসিগণ যায় আপন ভবন ॥
পিতা মাতা সখা আর ব্রজাঙ্গনা সনে।
বিহার কারণে স্থান হয় মনোরমে ॥
ব্রজরাজ ব্রজেশ্বরীর মন্দির সুন্দর,
নন্দানুজ নন্দের স্থান মনোহর ॥

অতুলা তাহার জায়া অতি সুচরিতা।
কৃষ্ণেতে বাৎসল্য তাঁর অতীব অদ্ভুতা ॥
নন্দ-মন্দিরের পার্শে রোহিণীর ঘর।
অতি সুশোভন স্থান হয় মনোহর ॥
বলরামচন্দ্রের মন্দির মণিময়।
মধুমঙ্গলের গৃহ তার কাছে হয় ॥
যশোদার প্রিয়া ধনিষ্ঠাদি যত হয়।
তাসবার স্থান গৃহ সব মণিময় ॥
রক্তক পত্রক আদি কৃষ্ণদাস যত।
সকলের স্থান আছে মণি বিরচিত ॥
যশোদা রোহিণী নন্দ-বাৎসল্যেতে পূর্ণ।
কৃষ্ণ বলরাম সেবা করে সর্ব্বক্ষণ ॥
প্রাতঃকালে কৃষ্ণ লাগি পাক করিবারে।
কুন্দলতা-দ্বারে রাণী আনয়ে রাইরে ॥
শ্রীরাধিকা আপনার সখীগণ সঙ্গে।
নন্দীশ্বর গমন করিলা রসরঙ্গে ॥
পাক করে রসবতী রোহিণীর সাথে।
কৃষ্ণ লাগি নানা যে রন্ধন মনোরথে ॥
রাই সঙ্গে ললিতাদি সখীগণ যত।
পীঠাপানা করে কত শত শত মত ॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রাতঃকালে সখাগণ সঙ্গে।
গোশালা গমন করে গোদোহন রঙ্গে ॥
পুনরপি সখাগণ সঙ্গে নন্দীশ্বরে।
গমন করয়ে অতি আনন্দ অন্তরে ॥
স্নানবেশ চিত্র করি মিত্রগণ সঙ্গে।
ভোজন করিতে বৈসে রসের তরঙ্গে ॥
রোহিণী পারস করে ভোজন-মন্দিরে।
ভোজ্য পেয় রস রাই দেন তাঁর করে ॥
রন্ধন-মন্দিরে থাকি কৃষ্ণমুখ দেখে।
অপাঙ্গ ঈক্ষণে কৃষ্ণ রাইরে নিরখে ॥
তার মধ্যে কত রস তরঙ্গ উথলে।
ভোজন করয়ে সবে অতি কুতূহলে ॥
ভোজন সময়ে যত কৌতুক আনন্দ।
পরম সুখেতে তাহা হেরে সখীবৃন্দ ॥
বিদূষক শ্রীমধুমঙ্গল হাস্য করে।
বিকৃতাঙ্গ বেশে বাক্যে কৃষ্ণে সুখী করে ॥

কৃষ্ণসখাগণের না হয় পরিমাণ।
রাধিকার সখী যত কে করে ব্যাখ্যান ॥
সখা সখী সঙ্গে কৃষ্ণ নন্দীশ্বরপুরে।
ভোজন কৌতুকে তথা আনন্দে বিহরে ॥
আচমন করি সবে মুখশুদ্ধি করি।
ক্ষণেক বিশ্রাম করে পালঙ্ক উপরি ॥
দাসগণ করে কৃষ্ণের বিবিধ সেবন।
তবে সবে গোচারণে করেন গমন ॥
তাবৎ রাধিকা নিজ সখীগণ সঙ্গে।
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ প্রশংসয়ে রসরঙ্গে ॥
ব্রজেশ্বরী-উপরোধে রাইরে ভোজন।
করান ধনিষ্ঠা রঙ্গে সঙ্গে সখীগণ ॥
কৃষ্ণাধরামৃত সঙ্গোপনেতে আনিয়া।
রাধিকারে দেন অতি আনন্দিতা হৈয়া ॥
কৃষ্ণাধরামৃত রাই করি আস্বাদন।
আনন্দসাগরে ভাসে গদগদ বচন ॥
কষ্টে স্পষ্টে ভোজন করিয়া সমাপন।
সঙ্গোপনে সকলে করয়ে আচমন ॥
কখন রাধিকা ধনিষ্ঠিকার সহায়ে।
নন্দীশ্বর-কুঞ্জে কৃষ্ণ সঙ্গেতে মিলয়ে ॥
সকলে না জানে সেই লীলা সঙ্গোপনে।
ললিতাদি শ্রীরূপ রতিমঞ্জরী জানে ॥
তবে ব্রজেশ্বরী স্থানে হয়েন বিদায়।
তাঁহার বাৎসল্য প্রেম কহনে না যায় ॥
নানা রত্ন আভরণ রাধিকারে দিয়া।
বিদায় করয়ে রাণী সম্মান করিয়া ॥
পূর্ব্বাহ্ণ সময়ে কৃষ্ণ যায় গোচারণে।
সংক্ষেপে কহিল নন্দীশ্বর বিবরণে ॥
নন্দীশ্বর বেড়িয়া যতেক কুণ্ডগণ।
চতুরশী সংখ্যা হয় তাহার গণন ॥
নন্দীশ্বর উত্তরে পাবন সরো নাম।
পরম সুস্নিগ্ধ জল অতি শোভাবান্ ॥
কদম্বের বৃক্ষগণে সে কুণ্ড বেষ্টিত।
মত্ত মধুকরগণ ঝঙ্কারে ললিত ॥
মণি বিনির্ম্মিত কুঞ্জ কুটির সেখানে।
তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ সখাগণ সনে ॥

ব্রজাঙ্গনাগণ কৃষ্ণ-দর্শন ইচ্ছায়।
জল আনিবার ছলে সেই কুণ্ডে যায় ॥
অতিশয় প্রীতে তাঁরা হেরয়ে কৃষ্ণেরে।
তাসবা দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে ॥

তথাহি ব্রজবিলাসে।

কদম্বনাং ব্রাতৈর্ম্মধুপ কুলঝঙ্কার ললিতৈঃ
পরীতে যত্রৈব প্রিয়সলিল লীলাকৃতি মিষৈ্য।
মুহুর্গোপেন্দ্রস্যাত্মজমভিসরন্ত্যম্বুজদৃশো বিনো-
দেন প্রীত্যা তদিদমবতাৎ পাবনসরঃ ॥

সংক্ষেপে কহিল পাবনকুণ্ড বিবরণ।
এক্ষণে তড়াগ কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
দেবমিত নামে এক মুনি মহাশয়।
তার দুই ভার্য্যা সাধু শাস্ত্রেতে লিখয় ॥
প্রথমা ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা হয়ত দ্বিতীয়া।
যদুবংশোদ্ভব মুনি শুন মন দিয়া ॥
প্রথমে ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে শূরের জনম।
তার পুত্র বসুদেব হয় সর্ব্বোত্তম ॥
দ্বিতীয়া বৈশ্যাতে জন্মিলেক পুত্রত্রয়।
পর্জ্জন্য উর্জ্জন্য রাজন্যাদি নাম হয় ॥
ইহারা হইলা বৈশ্য জাতি সুনিশ্চয়।
কৃষি গোরক্ষাদি যার ক্রিয়া চতুষ্টয় ॥
এক্ষণে কহিব কিছু পর্জ্জন্যের কথা।
যার পত্নী বরীয়সী নাম সুবিখ্যাতা ॥
মাতামহকুল তাঁর ব্রজভূমে হয়।
নন্দীশ্বরোপরি তিঁহো করিল আলয় ॥
যদৃচ্ছা ক্রমেতে শ্রীনারদ তথা আইল।
পরম দয়ালু পর্জ্জন্যেরে দীক্ষা দিল ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ-মন্ত্র করায়ে শ্রবণ।
নারদ গোসাঞি তবে গেল যথা স্থান ॥
সন্তান নাহিক ধর্ম্মকর্ম্মেতে তৎপর।
করিল পবিত্র স্থল তড়াগ উপর ॥
অত্যন্ত গভীর নীর তাহার মধ্যেতে।
পদ্মের রক্ষক সেই হয়ত শোভিতে ॥
প্রত্যহ গমন করি সে তড়াগোপরে।
গুরুদত্ত মন্ত্র সাধনাদি তাহাঁ করে ॥

ত্রিসন্ধ্যা স্নান করি ত্রিকাল অর্চ্চন।
শ্রেষ্ঠপুত্র হউ মোর এই তার মন॥
ক্রমেতে বিষয়ভোগ সব ছাড়ি দিল।
ইষ্টের চরণে মন ধারণ করিল॥
সে তড়াগে নিত্য ধ্যান করে নারায়ণে।
আকাশে অপূর্ব্ব বাণী হইল তখনে॥
শুনহ পর্জ্জন্য তুমি কৃতার্থ হইলা।
অত্যন্ত নিবিষ্ট হৈয়া তপস্যা করিলা॥
তোমার হইবে পঞ্চ পুত্র গুণধাম।
পঞ্চতে মধ্যম শ্রেষ্ঠ হৈবে নন্দ নাম॥
সর্ব্বত্র বিজয়ী তাঁর নন্দন হইবে।
ব্রজলোক মাত্রে সদা আনন্দ যে দিবে॥
সুরাসুরগণ শিখারত্নেতে পূজিত।
যাঁহার চরণপদ্ম নিত্য বিরাজিত॥

তথাহি।

যঃ সুরর্ষে নির্দ্দেশেন লক্ষ্মীং ভর্ত্তৃরূপাসনাং।
পুরানন্দীশ্বরে চক্রে শ্রেষ্ঠসন্ততিকাঙ্ক্ষয়া।
বাগমূর্ত্তা ততো ব্যোম্নি প্রচুরাসীৎ প্রিয়ঙ্করী।
তপসানেন ধন্যানং ভাবিনঃ পঞ্চমেসুতাঃ।
বরীয়ান্মধ্যমস্তেষাং নন্দনামা ভবিষ্যতি।
নন্দনস্তস্য বিজয়ী ভবিতা ব্রজনন্দনঃ।
সুরাসুর শিখারত্ন নীরাজিতপদাম্বুজ॥

এইমতে ছিলা নন্দীশ্বরের উপরে।
অভীষ্ট সাধন করে সেখানে সত্বরে॥

তথাহি।

পর্জ্জন্যেন পিতামহেন নিত রামারাধ্য নারায়ণং ত্যক্তাহারমভূত পুত্রকঃঃইহপ্সীয়াস্ত্রজে গোষ্ঠপে। যত্রাবাপি সরারিহা গিরিবর পৌত্রেগুণৈর্দ্ধারিকং ক্ষুন্নাহার তয়া প্রসিদ্ধ মবনৌ তস্মে তড়াগং গতিরিতি॥

হেনকালে ব্রজে হৈল কেশির গমন।
তার উপদ্রবে সবে গেলা মহাবন॥

তথাহি।

তুষ্টস্তত্রো বসন্নত্র প্রেক্ষ্য কেশিন মাগতং।
পরিবারৈঃ সমং সর্ব্বে যযৌ ভীতো বৃহদ্বনং॥

তবে তাঁহা ক্রমে তাঁর পঞ্চপুত্র হৈল।
আকাশবাণীতে পূর্ব্বে যেমত শুনিল॥

ক্রমে নন্দগৃহে কৃষ্ণ হৈলা অবতীর্ণ।
তখনে হইল পর্জ্জন্যের বাঞ্ছা পূর্ণ॥

তথাহি।

উপনন্দোঽভিনন্দৌ তু পিতৃব্যৌ পূর্ব্বজৌ পিতুঃ।
পিতৃব্যৌ তু কনীয়াংসৌ স্যাতাং সনন্দনন্দনৌ॥
পিতামহো মহোৎসাহঃ পর্জ্জন্যো নাম বল্লভঃ।
বরীয়সী তু বিখ্যাতা মহামালা পিতামহীতিচ॥

মহাবনে কৃষ্ণচন্দ্র প্রকট হইল।
নানাবিধোৎপাত দেখি সে স্থান ছাড়িল॥
পুনশ্চ যমুনা পারে আইলা বৃন্দাবনে।
সট্টিকর মধ্যে সবে ছিলা কতদিনে॥
শকটে ঘেরিয়া অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় করি।
সকলে একত্রে ছিলা তাহার ভিতরি॥
নন্দের অগ্রজ উপনন্দ অভিনন্দ।
সনন্দ নন্দন ছোট মধ্যম শ্রীনন্দ॥
পর্জ্জন্য স্থাপিলা নন্দে ব্রজরাজ করি।
তাঁর অনুগত তাঁর আর ভাই চারি॥
উপানন্দ আদি কৈল নিবাস সাহারে।
সনন্দ রহিলা গিযা গ্রামন্নতিছারে॥
নন্দীশ্বরে ব্রজেন্দ্র আপনে বাস কৈল।
নন্দন অনুজ ভাই সংহতি রাখিল॥
নন্দীশ্বর তড়াগ প্রসঙ্গ অনুক্রমে।
প্রাসঙ্গিক কথা এই করিনু বর্ণনে॥
তাহার নিকটে কর্ণহার সরোবর।
কৃষ্ণ-বিহারের স্থান পরম সুন্দর॥
নন্দীশ্বর ঈশানে ধোয়াণী কুণ্ড হয়।
দধিহাণ্ডি ধৌতজল তাহা গিয়া রয়॥
তারপর কৃষ্ণকুণ্ড অতিশয় শোভা।
জলকেলি স্থল নীপ খণ্ডি মনোলোভা॥
তবেত ললিতাকুণ্ড পরম মোহন।
যাহাতে ললিতাদেবী করে বিলসন॥
রাধাকৃষ্ণ মিলন উৎকণ্ঠা সেই স্থানে।
সন্ধান পূর্ব্বক আসি মিলয়ে দুইজনে॥
সূর্য্যকুণ্ড হয় সেই স্থান সন্নিধানে।
পরম নির্ম্মল জল স্থল সুশোভনে॥

ললিতাকুণ্ডের কতদূর অগ্নি কোণে।
বিশাখার কুণ্ড হয় অতি সুনির্জ্জনে ॥
সন্ধান পূর্ব্বক রাধাকৃষ্ণ দুই জনে।
আনন্দে বিশাখাদেবী করায় মিলনে ॥
বিশাখাকুণ্ডের কত দূরেতে নৈর্ঋতে।
পৌর্ণমাসীর পর্ণশালা পরম নিভৃতে ॥
নন্দীশ্বরের অগ্নিকোণে হয় সেই স্থান।
ব্রজবাসী মাত্র তাঁর করয়ে সম্মান ॥
সান্দিপনি মুনিমাতা শিরে শ্বেতকেশ।
রক্তবস্ত্র ধরে যেন তপস্বীর বেশ ॥
নারদের শিষ্য ছিল উজ্জয়িনি নগরে।
নিজ প্রয়োজন লাগি আইল ব্রজপুরে ॥
সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী ভগবতী নাম।
যেহোঁ যোগমায়া রূপে করে সর্ব্বকাম ॥
পৌর্ণমাসী যখনে যে আজ্ঞা করে যারে।
সকলে সে কার্য্য করে আনন্দ অন্তরে ॥

তথাহি।

কাষায় বসনা গৌরী কাশকেশী দূরাসদা।
মান্যা ব্রজেশ্বরাদীনাং সর্ব্বেষাং ব্রজবাসিনাং।
দেবর্ষেঃ প্রিয়ঃ শিষ্যেয় মুপদেশেন তৎপরা।
সান্দিপনিং সুতং প্রেষ্ঠং হিত্বাবন্তীপুরীমপি।
স্বাভীষ্ট দৈবতাং প্রেম্না ব্যাকুলং তথা।
পৌর্ণমাসী ভগবতী সর্ব্বসিদ্ধিবিধায়িনী ॥

প্রাতঃকালে নন্দীশ্বরে ব্রজেশ্বরী সঙ্গে।
শয্যোত্থান লীলা রস দেখি নানা রঙ্গে ॥
ব্রজেশ্বরী প্রতি দেবী আশীর্ব্বাদ করি।
স্বস্থানে গমন করে কৃষ্ণমুখ হেরি ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার হয় যদি মানে।
সুবিদগ্ধার্চ্চিতা সখী দ্বারে দোঁহা জানে ॥
গূঢ়রূপে করে দোঁহার অভিসারোৎসব।
কিরূপে করান কারে নহে অনুভব ॥
সুবিদগ্ধ শ্রীরাধামাধব দোঁহাকার।
প্রেমে আস্বাদয়ে মুখামৃত রসসার ॥
প্রতি দিনমান অভিসারোৎসব কাজে।
ভগবতী পৌর্ণমাসী গোষ্ঠেতে বিরাজে ॥

তথাহি।

গূঢ়ং তৎ সুবিদগ্ধতার্চ্চিত সখী দ্বারোন্নয়ন্তী-
তয়োঃ প্রেম্নাস্তং বিদগ্ধয়ো রহরহনং মানাভি-
সারোৎসবং। রাধামাধবয়োঃ মুখামৃতরসং
দৈবোপভুঙক্তে মুহু, গোষ্ঠে ভব্যবিধায়িনীং
ভগবতীং তাং পৌর্ণমাসীং ভজে ॥

সেইখানে আছে নান্দিমুখীর সদন :
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
অতি সুপ্রবীণা মুনিকন্যা নান্দিমুখী।
কৃষ্ণগুণোৎকীর্ত্তন শ্রবণে হৈয়া সুখী ॥
মনে উপজিল লোভ বিমুগ্ধা হইলা।
কিরূপে দেখিব মুঞি সেই কৃষ্ণলীলা ॥
অবন্তিনগর হৈতে উৎকণ্ঠিত মনে।
আনন্দে করিল ব্রজভূমি আগমনে ॥
রাধাকৃষ্ণোজ্জ্বল রস সুখাব্ধি বাড়ায়।
পৌর্ণমাসী সন্নিকটে রহয়ে সদায় ॥

তথাহি।

অবন্তীতঃ কীর্ত্তে শ্রবণ ভবতো মুগ্ধহৃদয়া,
প্রগাঢ়োৎকণ্ঠাভির্ব্রজভুব মুররিকৃতা কিলয়া।
মুদা রাধাকৃষ্ণোজ্জলরস সুখং বর্দ্ধয়তিতামথীং,
নান্দিপূর্ব্বাং সতত নভিবন্দে প্রণয়তঃ ॥

শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
সে অবশ্য পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
তৎপরে যশোদাকুণ্ড শোভা অতিশয়।
সখাগণ সঙ্গে তাঁহা কৃষ্ণ বিলসয় ॥
সে কুণ্ড নিকটে হয় নৃসিংহের মূর্ত্তি।
পরম মোহন তিহোঁ পূরে সর্ব্ব আর্ত্তি ॥
তাহার পশ্চিমে যে কদেলকুণ্ড হয়।
তারপর চরণপাহাড়ি শোভাময় ॥
মধুসূদনকুণ্ড হয় আর এক স্থান।
তাহার দর্শনে পূরে সর্ব্ব মনস্কাম ॥
তারপর পানিহারীকুণ্ড মনোরম।
নির্ম্মল শীতল জল স্থল সর্ব্বোত্তম ॥
প্রতিদিন যশোমতী যতন করিয়া।
সেই কুণ্ডে জল আনে কৃষ্ণের লাগিয়া ॥
অতি সুখে বসি কৃষ্ণ ভোজনের কালে।
সেই জল পান করে অতি কুতূহলে ॥
তাহার পশ্চিমে কত দূরে এক স্থান।
বৃন্দাদেবী সর্ব্বক্ষণ তাহে বিদ্যমান ॥

পরম মোহন রূপ হয়েন তাহার।
চিত্রবস্ত্রধারী অঙ্গে নানা অলঙ্কার॥
কৃষ্ণলীলা-সহায়কারিণী তিহোঁ হয়।
সেই কার্য্য করে তাতে কৃষ্ণ-সুখোদয়॥
সন্ধান রূপেতে সঙ্কেত করিয়া কুঞ্জেতে
কৃষ্ণেরে মিলায় আনি রায়ের সহিতে॥
সখীগণ সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ দুইজন।
অতিশয় আনন্দে করয়ে বিলসন॥
তাসবার মুখ দেখি বৃন্দার হৃদয়ে।
আনন্দ বাড়য়ে অঙ্গ পুলকিত হ'য়ে॥

তথাহি।

প্রতি নব নবকুঞ্জ প্রেম পূরেণ পূর্ণা,
প্রচুর সুরভি পুষ্পৈ ভূর্যয়িত্বাতিক্রমেণ।
প্রণয়তি বত বৃন্দা তত্র নীলোৎসবং যা,
প্রিয়গণ ব্রত রাধাকৃষ্ণয়োস্তাং প্রপদ্যে॥

হেন বৃন্দা মূর্ত্তি যেই করে দরশন।
সে অবশ্য পায় রাধাকৃষ্ণ প্রেমধন॥
তারপরে হয় যে সাহসিকুণ্ড নাম।
পরম নির্জ্জন স্থান শোভা অনুপাম॥
তাহার নিকটে এক বটবৃক্ষ হয়।
পরম সুস্নিগ্ধ স্থান শোভা অতিশয়॥
বিচিত্র দোলনা বান্ধা হয় বৃক্ষডালে।
সখীগণ সঙ্গে রাই ঝুলে কুতূহলে॥
কোন দিন কৃষ্ণ তাহা সঙ্কেতানুক্রমে।
তথা আসি বিলসয়ে রাধিকার সনে॥
নন্দীশ্বর বায়ুকোণে গেণ্ডোখোর নাম।
গেণ্ডু খেলা করে তাঁহা কৃষ্ণ বলরাম॥
পরম রহস্য কথা শুন একমনে।
গেডুবাঁটি যৈছে গেণ্ডু খেলে দুইজনে।
একদিন সেইখানে কৃষ্ণ বলরাম।
গোচারণ করে সঙ্গে শ্রীদাম সুদাম॥
বসুদাম আদি সবে ধেনু চরাইয়া।
উপস্থিত হৈল সবে সেখানে আসিয়া॥
তৃণাদি সম্পূর্ণ দেখি ধেনু ছাড়ি দিলা।
সখাগণ লৈয়া তাঁহা খেলা আরম্ভিলা॥

রঙ্গধূলি অঙ্গেতে মাখিয়া দুই ভাই।
গেডুবাঁটি গেণ্ডু খেলে পাতিয়া সাতাই॥
দোঁহে অতি মত্ত গেণ্ডু লম্ফয়ে সত্বরে।
কেহ কারে পরাজয় করিতে না পারে॥
একবার কৃষ্ণচন্দ্র সাতাই মারিল।
লম্ফ দিয়া বলরাম সে গেণ্ডু ধরিল॥
অতি মত্ত হৈয়া পুনঃ রোহিণীনন্দন।
সাতাই মারিয়া গেণ্ডু করয়ে গ্রহণ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ভাগে নিজগণ সঙ্গে।
পাছে পাছে ধায় রাম অতি বড় রঙ্গে॥
ডাক দিয়া কৃষ্ণমুখ কহে বলরামে।
মোসবার প্রতি ক্রোধ ছাড়হ আপনে॥
পূর্ণরূপে মধুপান করাব তোমারে।
স্থির হৈয়া রহ আর না ধাও সত্বরে॥
শুনি বলরামচন্দ্র হাসিতে লাগিল।
গণসহ স্থির হঞা দাণ্ডাঞা রহিল॥
ডাক দিয়া কহে রাম কৃষ্ণ-সঙ্গিগণে।
চিন্তা নাহি মধু আনি করাহ ভক্ষণে॥
তাহা শুনি কৃষ্ণ সহ সব সখাগণে।
মধু আনি রাম আগে করিলা গমনে॥
মধুঘট দেখি সুখে রোহিণীনন্দন।
ত্বরিতে আসিয়া কৃষ্ণে কৈল আলিঙ্গন॥
স্বচ্ছন্দহৃদয়ে মধু করিয়া ভক্ষণ।
পুনঃ পুনঃ ঘট প্রতি করে নিরীক্ষণ॥
আপনার ছায়া মধুবটে নিরখিয়া।
কহিতে লাগিল রাম অতি মত্ত হৈয়া॥
কেরে মোর ঘট মধ্যে করে মধুপান।
এমত সাহসী কেবা হয় বলবান্॥
আমারে না জান আমি রোহিণীনন্দন।
মুটকির ঘাতে তোমার লইব জীবন॥
এত কহি মত্ত হৈয়া মধু-ঘটোপরে।
মারিল মুটকি রাম সক্রোধ অন্তরে॥
ঘট ভাঙ্গি মধু সব পড়িল ভূমিতে।
ছায়া না দেখিয়া পুনঃ লাগিল হাসিতে॥
সে কৌতুক দেখি কৃষ্ণ সঙ্গে সখাগণ।
মন্দ মন্দ হাসি কহে মধুর বচন॥

কাহার যোগ্যতা তুয়া মধু পান করে।
হেন কে বলিষ্ঠ আছে এই ব্রজপুরে ॥
আইসহ সকলে খেলা করি কুতূহলে।
এত কহি সবে গেল যমুনার কূলে ॥
তাহার পশ্চিমে গুপ্তকুণ্ড সুশোভন।
গেণ্ডুকুণ্ড নাম হয় গ্রামের ঈশান ॥
এইমত হয় গেণ্ডুখেলার বিবরণ।
মুক্তাকুণ্ড নাম হয় যেখানে পাবন ॥
নন্দীশ্বর পূর্ব্বে কৃষ্ণপদ-চিহ্ন স্থান।
যাহাতে অক্রূর প্রেমে করয়ে প্রণাম ॥
কৃষ্ণ বলরামে মধুপুর লইবারে।
কংসাদেশ পাঞা তিহঁ আইসে ব্রজপুরে ॥
সে কথা কহিব শুন সব শ্রোতাগণ।
যেরূপে হইল অক্রূরের আগমন ॥
মথুরাতে কংস নিজ পাত্রমিত্র সনে।
দিবানিশি রহে অতিশয় চিন্তা মনে ॥
পূতনাদি করিয়া সকল নষ্ট হৈল।
অঘ বক কেশি আদি কৃষ্ণ বধ কৈল ॥
নারদের মুখে শুনি নিশ্চয় জানিল।
উপায় চিন্তহ সবে প্রমাদ হইল ॥
রামকৃষ্ণ দুই ভাই রহে নন্দঘরে।
উপায় করিয়া দোঁহা আন মধুপুরে ॥
সবে বিচারিয়া ধনুর্যজ্ঞ আরম্ভিল।
অক্রূরে ডাকিয়া কংস কহিতে লাগিল ॥
নন্দ আদি গোপে যজ্ঞ-সমাচার দিয়া।
কৃষ্ণ বলরাম সহ শীঘ্র আইস লৈয়া ॥
কংসের আদেশ পাঞা বিদায় হইল।
সেই রাত্রি মধুপুরে স্বগৃহে রহিল ॥
প্রভাতে উঠিয়া সে অক্রূর চড়ে রথে।
নন্দের গোকুলে ত্বরা চলিলেন পথে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অক্রূরোঽপিচ তাং রাত্রিং মধুপুর্য্যাং মহামতিঃ।
উষিত্বারথমাস্থায় প্রযযৌ নন্দ গোকুলং ॥

যত পথে যায় সে অক্রূর মহাশয়।
কৃষ্ণের চরণপদ্মে ভক্তি অতিশয় ॥
আপনার ভাগ্য অতি প্রশংসা করিয়া।
কৃষ্ণ দরশনে যায় মনে বিচারিয়া ॥

তথাহি।

গচ্ছন্ পথি মহাভাগো ভগবত্যম্বুজেক্ষণে।
ভক্তিং পরামুপগত এবমেতদচিন্তয়ৎ ॥

কি জানি মঙ্গল কর্ম্ম আমি আচরিল।
কিবা সে পরম তপ বিধানে করিল ॥
অথবা কি দান আমি করিয়াছি সার।
তাহাতে সে কৃষ্ণেরে দেখিব সাক্ষাৎকার ॥

তথাহি।

কিংময়া চরিতং ভদ্রং কিং তপ্তং পরমং তমঃ।
কিং বাথাপ্যর্হতে দত্তং যদ্দ্রক্ষ্যাম্যদ্য কেশবং ॥

অন্যথা যে উত্তম শ্লোকের দরশন।
আমার দুর্ল্লভ কৈছে হয় সংঘটন ॥
শূদ্র জন্ম বিষয়াত্মা হয় যেইজন।
তার অসম্ভব যেন ব্রহ্ম সংকীর্ত্তন ॥

তথাহি।

মমৈতদ্দুর্ল্লভংমন্যে উত্তম শ্লোক দর্শনং।
বিষয়াত্মনো যথা ব্রহ্মকীর্ত্তনং শূদ্রজন্মনঃ ॥

তেমতি মো অধমের অচ্যুত দর্শন।
সম্ভব না হয় অতিশয় দুর্ঘটন ॥
অথবাহো সংঘটন হইতে বা পারে।
নদীর প্রবাহে যেন কাষ্ঠ লাগে তীরে ॥
তৈছে কাল নদীতে যে ক্রিয়মান হয়।
কোন ভাগ্যক্রমে সেহো কিনারে লাগয় ॥

তথাহি।

মৈবং মমাধমস্যাপি স্যাদেবাচ্যুত দর্শনং।
ক্রিয়মানঃ কালনদ্যাং কচিত্তরতিকশ্চন ॥

আজি নষ্ট হৈল আমার সব অমঙ্গল।
আজি মোর এই জন্ম হইল সফল ॥
কৃষ্ণের যে পদ যোগিগণে করে ধ্যান।
সে চরণপদ্মে মুঞি করি সুপ্রণাম ॥

তথাহি।

মমাদ্য মঙ্গলং নষ্টং ফলবাং শ্চৈব মে ভবঃ।
যন্নমস্যে ভগবতো যোগীধ্যেয়াঙ্ঘ্রি পঙ্কজং ॥

আজি মোরে কংস অতি অনুগ্রহ কৈল।
কৃষ্ণেরে আনিতে ব্রজে পাঠাইয়া দিল ॥

দুরিত্যয়তম প্রশমনের কারণ।
যেই হরি যদুকুলে হৈল প্রকটন ॥
যার নখ মণ্ডলের ছটাতে করিয়া।
উজ্জ্বল করিব সব দেখিব যাইয়া ॥

তথাহি।

কংসোবতাদ্যা কৃতমেহমনুগ্রহং,
দ্রক্ষ্যেঽঙ্ঘ্রি পদ্মং প্রহিতোঽমুনাঽহরেঃ।
কৃতাবতারস্য দুরিত্যয়ং তমঃ,
পূর্ব্বেতরণয়ন্নথ পঙ্কজত্বিষা ॥

ব্রহ্মা রুদ্র ইন্দ্র আদি যত দেবগণে।
কৃষ্ণের যে পাদপদ্ম করিল অর্চ্চনে ॥
আপনে সে লক্ষ্মী ভক্ত মুনিগণ সঙ্গে।
যে চরণ সেবনে উৎকণ্ঠা প্রেমরঙ্গে ॥
গোচারণ কারণে যে অনুচর সনে।
যে চরণযুগ বনে করেন ভ্রমণে ॥
গোপিকার কুচ-কুঙ্কুমাক্ত যে চরণ।
সে চরণপদ্ম আজি করিব দর্শন ॥

তথাহি।

যদর্চ্চিতং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ,
শ্রিয়া চ দেব্যামুনিভিঃ সমাত্বতৈঃ।
গোচারণায়ানুচরৈশ্চরদ্বনে,
যদ্গোপিকানাং কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতং ॥

সুন্দর কপাল নাসা অতি সুশোভন।
অরুণ কঞ্জলোচন স্মিতাবলোকন ॥
কুঞ্চিত অলকাবৃত মুকুন্দ বদন।
আজি আমি নিশ্চয় পাইব দরশন ॥
মোর চারি পাশেতে এ সব মৃগগণ।
প্রদক্ষিণ করিয়া যে করয়ে ভ্রমণ ॥

তথাহি।

দ্রাক্ষামি নূনং সুকপোল নাসিকং,
স্মিতাবলোকারুণ কঞ্জলোচনং।
মুখং মুকুন্দস্য গুড়ালকাবৃতং,
প্রদক্ষিণং মে প্রচরন্তি বৈমৃগাঃ ॥

দিব্যরথে চড়ি আইসে এত মনে করি।
অকস্মাৎ পদচিহ্ন দেখি রথোপরি ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ সহ রেণুর উপরে।
দেখিয়া অক্রূর অতি আনন্দ অন্তরে ॥
পুলকে পূর্ণিত দেহ নামে রথ হৈতে।
পদচিহ্ন ধূলী লৈয়া মাথে সর্ব্বাঙ্গেতে ॥
ভকতি প্রণতি স্তুতি নেত্রে অশ্রুধার।
এইমত অক্রূরের তাঁহা ব্যবহার ॥
ভক্তিযুক্ত সেই স্থান যে করে দর্শন।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীনন্দীশ্বর কুণ্ডাদি বর্ণনং নামাষ্টাদশাধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ঊনবিংশ অধ্যায়ঃ

যোগিয়া স্থান কথন ও ব্রজে উদ্ধবাগমন।

এইমত কহিল নন্দীশ্বর বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
নন্দীশ্বর পূর্ব্বে স্থান যোগিয়া আখ্যান।
পরম নির্জ্জন সেই অতি অনুপম ॥
যেখানে উদ্ধবে কৃষ্ণ সন্তোষ বচনে।
যোগ কথা কহিলেন ব্রজবধূগণে ॥
পরম আশ্চর্য্য রসকথা যাঁহা কহে।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু মন দেহ তাহে

কংসধ্বংস করি কৃষ্ণ বৈসে মথুরাতে।
অত্যন্ত আনন্দে যদুগণের সহিতে॥
একদিন ক্রীড়া-ভবন বড়ভী উপরি।
সোপান ক্রমেতে কৃষ্ণ আরোহণ করি॥
উদ্ধব সংহতি মাত্র কৌতুক লাগিয়া।
বিরাজয়ে কৃষ্ণচন্দ্র আনন্দিত হিয়া॥
অত্যন্ত নিবিড় বৃক্ষগণ সুশোভিত।
সকল উদ্যানময় হয়েছে পুষ্পিত॥
শোভা লক্ষ্মী সর্ব্বত্রেই সে কালে ধরিল
মথুরা পত্তনে কৃষ্ণদত্ত নেত্র হৈলা॥
দরশন মাত্র অতি চঞ্চল হৃদয়।
গোকুল অরণ্য মৈত্রী স্মরিয়া তন্ময়॥

তথাহি ঃ

সান্দ্রীভূতেলববিটপিনাং পুষ্পিতানাং বিতানে,
লক্ষ্মীবত্তা দধতি মথুরা পত্তনে দত্তনেত্রঃ।
কৃষ্ণক্রীড়া ভবন বড়ভী মূর্দ্ধ্নি বিদ্যোতমানো,
দধৌসদ্যস্তরল হৃদয়ো গোকুলারণ্য মৈত্রীং॥

তারপর দীর্ঘশ্বাস ছাড়িতে লাগিলা।
অত্যন্ত চঞ্চল যাতে হৈল পদ্মমালা॥
জলযন্ত্রবৎ নেত্রজল বৃষ্টিকারি।
তদুপরি সকল প্রণালী পূর্ণ করি॥
গোপীগণ সহিতে শোভন যেই ক্রীড়া।
পুনঃ পুনঃ স্মরিয়া সে প্রণয় নিবিড়া॥
দীর্ঘোৎকণ্ঠা জটিল হৃদয় কৃষ্ণ হৈলা।
চিত্রবৎ হৈয়া তাঁহা ক্ষণেক রহিলা॥

তথাহি।

শ্বাসোল্লাসৈরথ তরলিস্থুল নালীকমালঃ কুর্ব্বন,
পূর্ণানয়ন পয়সাং চক্রবাণৈঃ প্রণালীঃ।
স্মারং স্মারং প্রণয় নিবিড়াং বল্লবী কেলি লক্ষ্মী,
দীর্ঘোৎকণ্ঠাজটিলহৃদয় স্তত্রচিত্রায়িতোঽভূৎ॥

উদ্ধব সতত রহে কৃষ্ণ সন্নিধানে।
নানাবিধ সেবা করে অতি দৃঢ় মনে॥
কৃষ্ণ তার প্রতি অতিশয় কৃপা করে।
আনন্দে উদ্ধব নিজ মনে গর্ব্ব ধরে॥
মোর সম কৃষ্ণভক্ত কেহ নহে অন্য।
ভক্তগণ মধ্যে মুঞি অতি বড় ধন্য॥

এইমত উদ্ধবের চিত্তে অহঙ্কারে।
সে সকল কথা কৃষ্ণ জানয়ে অন্তরে॥
উদ্ধবের অহঙ্কার করিবারে দূর।
মনে ছিল পাঠাইয়া দিলা ব্রজপুর॥
তারপর অন্তরে ক্ষণেক পরামর্শী।
কৃষ্ণ কষ্ট সমুদ্রের পরে অভিলাষী॥
সে ভবনশিখরে কুট্টিম সুশোভন।
তাতে প্রবেশিলা প্রেমে গর গর মন॥
নিজ অভিমত কথা কহিবারে কৃষ্ণ।
উৎকণ্ঠা সহিতে হৈলা হৃদয় সতৃষ্ণ॥
কহিবার তরে সেই প্রণয় লহরী।
রুদ্ধ বাক্য হৈলা পুনঃ উদ্ধবেরে হেরি॥

তথাহি

অন্তঃ স্বান্তেক্ষণ মথপরা মৃষ্যপরাভিলাষী,
কণ্ঠাম্ভোধের্ভবন শিখরে কুট্টিমান্তর্নিবিষ্টঃ।
সোৎকণ্ঠাঽভূদভিমত কথা সংশিতং কংসভেদী,
নির্দিষ্টায় প্রণয় লহরী রুদ্ধবাগুদ্ধবায়॥

কৃষ্ণ কহে শুন সবে আমার বচন।
তুমি সর্ব্ব বান্ধব প্রধান অনুপম॥
তোমাসহ যদুগণ মন্ত্রণা করিয়া।
অশেষ সম্পত্তিময় সবে সুখী হৈয়া॥
গুণের সমুদ্র তুমি তোমার সহিতে।
মন্ত্রণা করিলে কার্য্য সাধন ত্বরিতে॥
অতএব নিজ অভিমত বিধানেতে।
কামনা করিয়ে তোমা নিযুক্ত করিতে॥
মোতে ন্যস্ত হ'য়ে প্রাপ্ত ভাব হও যবে।
মোর বাঞ্ছা সফলতা হইবেক তবে॥

তথাহি।

ত্বং সর্ব্বেষাং মমগুণনিধে বান্ধবানাং প্রধান
স্ত্বত্তোমন্ত্রৈঃ শ্রিয়মবিরলাং যাদবাঃ সাধয়ন্তি।
ইত্যাশ্বাস্য দভিমতবিধৌ কাময়ে ত্বাং নিযুক্ত
ন্যস্তঃ সাধীয়সি সফলতা মত্তিভারোহি ধত্তে॥

তথাহি শ্রীভাগবতে চ।

বৃষ্ণীনাং সম্মতং মন্ত্রী কৃষ্ণস্য দয়িতঃ সখা।
শিষ্যোবৃহস্পতেঃ সাক্ষাদুদ্ধবে বুদ্ধিসত্তমঃ।
তমাহ ভগবান্ প্রেষ্ঠং ভক্ত মেকান্তিনং ক্বচিৎ।
গৃহীত্বা পাণিনা পাণিং প্রপন্নার্ত্তি হরো হরিঃ॥

ব্রজপুরে ভাই তুমি করহ গমন
সেখানে আছয়ে মোর প্রিয়তমগণ ॥
নন্দীশ্বরে পিতা মাতা নন্দ যশোমতী।
মোর নামে দোঁহাকারে করিবে প্রণতি ॥
দোঁহে যৈছে সুখে রহে তাহা সে করিবে
আমার গমন বার্ত্তা কহি আশ্বাসিবে ॥
শ্রীমাধবাদি সখাগণে কোলেতে করিবা।
মোর যত আর্ত্তি তাসবারে জানাইবা ॥
তৎপরে মিলিবে তুমি গোপীগণ সনে।
সন্দেশ কহিয়া দুঃখ করিবে মোচনে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

গচ্ছোদ্ধব ব্রজং সৌম্য পিত্রোর্নৌ প্রীতিমাবহ।
গোপীনাং মদ্বিয়োগাধিং মৎসন্দেশৈর্বিমোচয়েতি

বিশেষিয়া কহে কৃষ্ণ উদ্ধবের প্রতি।
প্রেমরসময় সেই অতি চমৎকৃতি ॥
কংসাদেশে বৃন্দাবন হৈতে মধুপুরী।
অক্রূর আনিলা মোরে বলাৎকার করি ॥
গোপীগণ বিরহাগ্নি মণ্ডলি ভিতরে।
না জানি কেমনে তারা সবে প্রাণ ধরে ॥

তথাহি।

সংরম্ভেন ক্ষিতিপতি গিরাং লম্ভিতে গর্ব্বিতানাং,
বৃন্দারণ্যান্ময়ি মধুপুরীং গান্দিনী নন্দনেন।
বল্লব্যস্তা বিরহদহন জালিকা মণ্ডলীনা,
মন্তলীলাঃ কথমপি সখে জীবিতং ধারয়ন্তি॥

তারা আপনার কুলধর্ম্মাদিক ত্যাগী।
মোর পথ নিরীক্ষয়ে হৈয়া অনুরাগী ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

তামন্মনস্কামৎ প্রাণা মদর্থে ত্যক্ত দৈহিকাঃ।
মামেব দয়িতং প্রেষ্ঠ মাত্মানং মনসাগতাঃ।
যেত্যক্তলোক ধর্ম্মাশ্চ মদর্থে তান্ বিভর্ম্যহং।
ময়িতাং প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুল স্ত্রিয়ঃ।
স্মরন্ত্যোঽঙ্গ বিমুহ্যন্তি বিরহোৎকণ্ঠ্য বিহ্বলাঃ।
ধারয়ন্ত্যতি কৃচ্ছ্রেণ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
প্রত্যাগমন সন্দেশৈর্বল্লব্যোমে মদাত্মিকা॥

শুনহ উদ্ধব আর যে কহি বচনে।
অতি গুহ্য কথা যে নহিবে বিস্মরণে ॥

মোর প্রাণ হৈতে অতি প্রণয় বসতি।
ব্রজাঙ্গনা মধ্যে রাধা আশ্চর্য্য প্রকৃতি ॥
বিধাতার সৃষ্টে যত সুমধুরা কহি।
তাহা হৈতে রাধা অতি সুমাধুর্য্যময়ী ॥
অতি সুকুমারী অতিশয় প্রেম তাঁর।
আমার বিচ্ছেদে প্রাণ না রহে যাহার ॥
এক্ষণে তাহারে সখীগণ সবিশেষে।
বাক্যযুক্তি স্তবকিত পদে গাঢ়াশ্বাসে ॥
বিধুর বিধুরা সে ধরয়ে প্রাণ ভার।
কহিতে না পারি সেই অতি চমৎকার ॥

তথাহি।

প্রাণেভ্যো মে প্রণয়বসতীর্মিত্র তত্রাপি রাধা,
ধাতু সৃষ্টৌ মাধুরিমধুরাধরণাদদ্বিতীয়া।
বাচো যুক্তি স্তবকিত পদৈরদ্য সেয়ং সখীনাং,
গাঢ়াশ্বাসৈ বিধুর বিধুরা প্রাণভারং বিভর্ত্তি ॥

কহিতে কহিতে কৃষ্ণের প্রেম উথলিল।
ব্রজের রহস্য লীলা উদ্দীপন হৈল ॥
কোথা নন্দপিতা ব্রজেশ্বরী সখাগণ।
কোথা ধেনুবৎস সব কোথা ব্রজজন ॥
কোথা প্রিয় কান্তাগণ দেখিতে না পাই।
কোথায় রহিল মোর প্রাণেশ্বরী রাই ॥
এতেক কহিতে কৃষ্ণ মূর্চ্ছাপন্ন হৈল।
উদ্ধব উঠাঞা শীঘ্র কোলেতে করিল ॥
স্তম্ভ স্বেদ কম্প অশ্রু পুলক বৈবর্ণ্য।
নানামত ভাবে কৃষ্ণ-অঙ্গ হৈল পূর্ণ ॥
দেখি উদ্ধবের মনে বিস্ময় হইল।
নানা যত্ন করি কৃষ্ণে ধৈর্য্য করাইল ॥
পুনঃ কৃষ্ণ উদ্ধবেরে কহেন বচন।
ব্রজপুরে ভাই তুমি করহ গমন ॥
নন্দীশ্বর পর্ব্বতের সন্নিধানে গিয়া।
রত্নভূষা তাহার মেখলা নিরখিয়া ॥
দেখিবা আশ্চর্য্য শোভা ব্রজেশ্বরী পল্লী।
বৃক্ষগণে বেষ্টিত বিবিধ বহু বল্লী ॥
সেইখানে কুঞ্জান্তরে সখীগণ সনে।
দিবানিশি রহে রাই আমার ধেয়ানে ॥

আমার বিরহসর্পে দংশিত হইয়া।
জর্জ্জর সর্ব্বাঙ্গ আছে অচেতনা হৈয়া॥
মন্ত্রিচূড়ামণি রাজ আপনে যাইয়া।
আমার বৃত্তান্ত মন্ত্র ধ্বনিতে করিয়া॥
হরি হরি সেই যে পরমাত্মা রাধা।
তারে প্রীতিযুক্তা কর দূর করি বাধা॥

তথাহি।

ভ্রাতর্নন্দীশ্বর শিখরিণো মেখলা রত্নভূতাং,
স্বং বল্লীভির্বলয়িতনগাং বল্লবাধীশপল্লীং।
তাং দংষ্ট্রাঙ্গী বিরহ কলিনা প্রাণয়ন্ প্রাণয়ার্ত্তাং,
বার্ত্তা মন্ত্রধ্বনিভিরসে মন্ত্রচূড়ামণীন্দ্র॥

শুনহে উদ্ধব আমি কহিয়ে তোমারে।
মথুরাদি করি এই জগত ভিতরে॥
মোর মূর্ত্তি সনাথ অনেক স্থানে হয়।
তোসবার চিত্তবৃত্তি পূর্ত্তির বিষয়॥
তুমি জান আমি যে অসত্যবাদী নহি।
বার বার তোমারে শপথ পূর্ব্ব কহি॥
ব্রজভূমি বিনা আর অন্য স্থানান্তরে।
আমার হৃদয় সুখী করিতে না পারে॥

তথাহি।

তিষ্ঠ্যন্তে তেজগতিধহবন্ত দ্বিধানং বিদ্যতে,
চেতঃ পূর্ত্তিং লগ্নজপদা মূর্ত্তিভির্মে সনাথাঃ।
ভূয়োভূয়ঃ প্রিয়সখসখে তুভ্য মব্যাজিতোঽহং,
ভুবণ্যামে হৃদি সুখকরী গোষ্ঠতঃ ক্বাপিনাস্তি॥

আমার বিচ্ছেদ যেই জ্বলনপটলী।
তাহাতে জর্জ্জর অঙ্গ সব ব্রজস্থলী॥
নিধন পদবী প্রায় লভিল সর্ব্বথা।
বৃক্ষ লতা বাড়য়ে যে শুন তার কথা॥
গোপীগণের বিগলিত নেত্রবাষ্পধারা।
প্রবাহে সিঞ্চিত তেঞি বাঁচিয়াছে তারা॥

তথাহি।

মদ্বিশ্লেষ জ্বলনপটলী জ্বালয়া জর্জ্জরাঙ্গঃ,
সর্ব্বে তস্মিন্নিধনপদবীং শাখিনোপ্যাশ্রয়িষ্যন্।
গোপীনেত্রাবলী বিগলিতৈর্ভূরির্বাষ্পধারা,
স্বরৈস্তেষাং যদি নিরবধিন্নাবসেকো ভবিষ্যৎ॥

শুনহ উদ্ধব পুনঃ আমার বচন।
ব্রজপুর মধ্যে যত ব্রজবধূগণ॥
আপনার ক্লেশ যেই পর্ব্বত সমান।
আমার বিষয়ে তাহা করে তৃণজ্ঞান॥
মোর ব্যথা লেশে পায় যে জাতীয় ব্যথা।
মোর বুদ্ধি সাধ্য নহে কহিতে সে কথা॥
আমার বিরহ জন্য পীড়া যে দুর্ব্বার।
সম্প্রতি হৃদয়ে যে হৈয়াছে তা সবার॥
তা সবাতে মোর প্রেমগ্রন্থি অতিশয়।
জানাইয়া তুমি সেই ব্যথা কর ক্ষয়॥

তথাহি।

আত্মক্লেশৈরপি নহি তথামেরু ভঙ্গৈর্ব্যথন্তে,
বল্লবাস্তাঃ প্রিয় সখা যথা মদ্ব্যথালেশতোঽপি।
দুর্ব্বারাংমে বিরহ বিহিতাং নিহ্নুবানস্তদার্ত্তিং,
প্রেমগ্রন্থিং শ্বমতি পৃথুলং তাস্ববিখ্যাপয়েথা॥

শুন ভাই তুমি নন্দীশ্বর গিরি যাবে।
বক্রপথে গমন করিতে দুঃখ পাবে॥
অতএব অতিদূর পথ শোভাবান্।
পথ্যরূপী কহিব যে করিতে প্রয়াণ॥
সে পথে গোকুলাং নন্দ সমুদ্রে মাঝারে।
তুমি গেলে আমি সুখী হইব অন্তরে॥
বন্ধুগণ সুখী হৈলে যৈছে সাধুগণ।
আপনার সুখ করি করয়ে মানন॥

তথাহি।

ভ্রাতর্নন্দীশ্বর গিরিমিতো যাস্যতস্তেবিদূরং,
পন্থা শ্রীমানয়মকুটীলঃ কথ্যতে পথ্যরূপ।
প্রিয়েসদ্যস্ত বিনিপতিতে গোকুলানন্দসিন্ধৌ,
সন্তস্তৈষ্টে স্বর্ধ্বদিনিজাং তুষ্টিমেবানমন্তি॥

এত বলি কৃষ্ণচন্দ্র উদ্ধবের প্রতি।
ত্বরিতে গমন পথ কহয়ে সম্প্রতি॥

তথাহি।

অগ্রে গৌরীপতি মসৃণরৈঃ পাতনাস্ত র্বসন্তং,
গোকর্ণাখ্যাং ব্যসনজলধৌ কর্ণধারো নরাণাং।
যস্যা ভার্গে সহরবিজয়াসঙ্গমো জঙ্গমানা,
মাবিষ্ফূর্ব্বিম্নভিমতধুরাং ধীরসারস্বতোস্তিত্যাদি বহুশঃ

এইমত পথ তারে আদেশ করিয়া।
যেহোঁ যৈছে আছে তাহা জানাইয়া॥
সন্দেশ বিশেষ যে কহিতে গোপিকারে।
গূঢ়রূপে কৃষ্ণ কহিলেন উদ্ধবেরে॥

তবে উদ্ধব কৃষ্ণ-আজ্ঞা শিরে ধরি।
সেইক্ষণে যাত্রা করিলেন ব্রজপুরী ॥
প্রভুর সন্দেশ বার্ত্তা করিয়া গ্রহণ।
ব্রজপতি গমনে অত্যন্ত ত্বরা মন ॥
কৃষ্ণের প্রসাদ বস্ত্র অলঙ্কার পরি।
স্বর্ণরথে আরোহিলা প্রণাম আচরি ॥
কৃষ্ণরস লীলাগুণ ভাবিতে ভাবিতে।
নন্দ ব্রজে আগমন করিলা ত্বরিতে ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইত্যুক্ত উদ্ধবোরাজন্ সন্দেশং ভর্ত্তুরাদৃতঃ।
আদায় রথমারুহ্য প্রযযৌ নন্দ গোকুলং ॥

সায়াহ্ন সময়ে গোপগণ ধেনু লৈয়া।
ব্রজে প্রবেশয়ে রাম কৃষ্ণগুণ গাইয়া ॥
নন্দব্রজ দেখি উদ্ধবের চমৎকার।
নানাবিধ শোভা নানা বিবিধ বিহার ॥

তথাহি।

প্রাপ্তো নন্দব্রজং শ্রীমান্নিম্লোচিত বিভাবসৌ।
ছিন্নযানং প্রবিশতাং পশূনাং খররেণুভিঃ।
বাসিতার্থেভিযুদ্ধোদ্ভির্ণাদিতং শুষ্মিভির্বৃষৈঃ।
ধারন্তীভিশ্চ বস্ত্রাভিরুধো ভাবৈঃ স্ববৎসকান্।
ইতস্ততো বিলংঘদ্ভি গোবৎসমণ্ডিতং সিতৈঃ।
গোদোহশব্দাভিরবং রেণুনাং নিস্বনেন চ।
গায়ন্তিভীশ্চকর্ম্মাণি শুভানি বল কৃষ্ণয়োঃ।
স্বালঙ্কৃতাভি গোপীভির্গোপৈশ্চ সুবিরাজিতং।
অগ্ন্যর্কাতীতি গো বিপ্র পিতৃদেবার্চ্চনান্বিতৈঃ।
ধূপদীপৈশ্চমাল্যৈশ্চ গোপবাসৈর্ম্মনোরমং।
সর্ব্বতঃ পুষ্পিতবনং দ্বিজালিকুলনাদিতং।
হংসকারণ্ডবাকীর্ণৈঃ পদ্মবন্ধৈশ্চ মণ্ডিতং ॥

সন্ধ্যাকালে উদ্ধব গোকুলে প্রবেশিল।
নন্দব্রজ দেখি অতি আনন্দ পাইল ॥
স্বর্ণরথে চড়িয়া কে জানি ব্রজে আইল।
শুনিয়া ত্বরিতে নন্দ বাহিরে আইল ॥
কৃষ্ণপ্রিয় অনুচর উদ্ধব জানিয়া।
আনন্দ হৃদয়ে নন্দ মিলিল আসিয়া ॥
নেত্রে অশ্রু গদ গদ আইস আইস বলে।
পুলকে পূর্ণিত উদ্ধবেরে করি কোলে ॥
হাতে ধরি শীঘ্র লৈয়া আইল অন্তঃপুরে।
দিব্যাসনোপরি বসাইলা উদ্ধবেরে ॥
জল আনাইয়া কৈল পাদ প্রক্ষালন।
বাসুদেব জ্ঞানে প্রীতে করয়ে সেবন ॥

তথাহি।

তমাগতং সমাগম্য কৃষ্ণস্যানুচরং প্রিয়ং।
নন্দপ্রীতঃ পরসিদ্য বাসুদেবধিয়ার্চ্চয়দিতি ॥

শীঘ্র উদ্ধবের স্থানে যশোদা আসিয়া।
কৃষ্ণের সংবাদ পুছে কান্দিয়া কান্দিয়া ॥
কহ বাপু কতদূরে আইসে প্রাণকানু।
শুনিতে না পাই কেনে চাঁদমুখের বেণু ॥
মা মা বলি এতক্ষণ কোলে না আইল।
আমারে নির্দ্দয় হৈয়া কোথায় রহিল ॥
কহিতে কহিতে রাণী অতি আর্ত্ত হৈয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলি ডাকে ভূমেতে পড়িয়া ॥
দেখিয়া উদ্ধব অতি বিস্ময় পাইয়া।
কহেন মধুর কথা রাণীকে উঠাঞা ॥
শুন ব্রজেশ্বরী মাতা মোর নিবেদন।
কৃষ্ণ মোরে পাঠাইলা করিয়া যতন ॥
তুয়া স্নেহবশ কৃষ্ণ পাসরিতে নারে।
সদা তুয়া নাম লয় কাতর অন্তরে ॥
ব্রজেশ্বরী মাতা বলি করয়ে রোদন।
ব্রজেশ্বর পিতা বলি করয়ে ক্রন্দন ॥
ধবলি শ্যামলি বলি ডাকে ঘনে ঘনে।
ক্ষণে কহে মোর সখাগণ কোন্ খানে ॥
কহিতে কহিতে কৃষ্ণ হয়েন মূর্চ্ছিত।
মোরা নানামতে তাঁর ধৈর্য্য করি চিত ॥
অতএব ত্বরা করি পাঠাইল মোরে।
আপন বিনয় বাক্য কহিবার তরে ॥
কহিয়াছেন কৃষ্ণ মোর মাতার চরণে।
প্রণতি করিয়া যে করিবে নিবেদনে ॥
তাহার পালিত দেহ জন্ম তাঁহা হৈতে।
তাঁর স্নেহবশ সদা নারি পাসরিতে ॥
এইমত কহে উদ্ধব যশোদা সহিতে।
পরমান্ন আনি নন্দ কৈল উপস্থিতে ॥
নানা উপহারে যত্নে তারে খাওয়াইল।
আচমন পরে মুখশুদ্ধি আনি দিল ॥

দিব্যাসন উপরি তাহারে বসাইল।
তাহার নিকটে নন্দ আপনি বসিল ॥
শুশ্রূষা করিতে তবে কহে ভৃত্যগণে।
কেহ পাদ সম্বাহয়ে কেহত বীজনে ॥
এইমত শ্রম দূর করিয়া বিশেষে।
মিত্র পুত্র গৃহাদির কুশল জিজ্ঞাসে ॥

তথাহি।

ভোজিতং পরমান্নেন সংবিষ্টং কশিপৌসুখং।
গতশ্রমং পর্য্যপৃচ্ছৎ পাদসম্বাহনাদিভিঃ ॥

শুনহ উদ্ধব মহাভাগ প্রিয়তম।
যদুকুলে কৃষ্ণপ্রিয় নাহি তোমা সম ॥
মোর সখা বসুদেব সুরের নন্দন।
কারাগার হৈতে মুক্ত হইয়া এখন ॥
বন্ধুগণে যুক্ত হৈয়া দারাপত্য সহ।
আনন্দে আছেন সে সম্বাদ আগে কহ ॥

তথাহি।

কচ্চিদঙ্গ মহাভাগ সখানঃ সুরনন্দনঃ।
আস্তে কুশল্যপত্য দৈত্যার্যুক্তোমুক্তঃ সুহৃদ্বৃত ॥

ভাগ্যে পাপমতি কংস অনুগা সহিতে।
তৎকাল মরিয়া গেল আপন পাপেতে ॥
যদুগণ ধর্ম্মশীল সাধু সর্ব্বজন।
তা সবারে দ্বেষ যে করিত সর্ব্বক্ষণ ॥

তথাহি।

দিষ্ট্যা কংসোহতঃ পাপঃ সানুগঃ স্বেনপাপ্মনা।
সাধুনাং ধর্ম্মশীলানাং যদুনাং দ্বেষ্টয়ঃ সদা ॥

সকল আনন্দে উদ্ধব কহিতে লাগিল।
শুনি ব্রজরাজ মনে আনন্দ পাইল ॥
পুনরপি পুলকাশ্রু গদ গদ হইয়া।
প্রশ্ন করে যশোদার দশা দেখাইয়া ॥
কৃষ্ণ কিবা মোসবার করয়ে স্মরণ।
নিজ মাতা সব বন্ধু যত সখীগণ ॥
গোপগণ অতি প্রিয় ব্রজবাসিগণ।
বৃন্দাবন প্রিয় তাতে গিরি গোবর্দ্ধন ॥

তথাহি।

অপিস্মরতিনঃ কৃষ্ণোমাতরঃ সুহৃদঃ সখীন্।
গোপান্ ব্রজ চাত্মনাথং গাবো বৃন্দাবনং গিরিং

মো সবার সান্ত্বনা বচন দূরে রহুঁ।
একত্রে নির্ভর বাস না হয় সে নহু ॥
তাঁহার দর্শন মাত্র চাহোঁ একবার।
নানা রত্ন গবাদি কি প্রয়োজনে আর ॥
মোসবারে একবার দরশন দিয়া।
যাহাঁ ইচ্ছা তাঁহা রহু এসব লইয়া ॥
স্বজন সকল দেখিবারে একবার।
ব্রজে কি আসিবে কৃষ্ণ কহ সুনির্দ্ধার ॥
সে সুন্দর নাসা বক্র সুস্মিত ঈক্ষণ।
পুনঃ কিবা আমরা পাইব দরশন ॥
মৃততুল্য অনেক বিপত্যে বহুবারে।
ব্রজবাসী সকলের করিল উদ্ধারে ॥

তথাহি।

অপ্যা যাস্যতি গোবিন্দঃ স্বজনান্ সুহৃদাক্ষতং।
কর্হিদ্রক্ষামি তদ্বক্ত্রং সুনাসং সুস্মিতেক্ষণং।
দাবাগ্নের্বাতবর্ষাশ্চ বৃষ সর্পাচ্চরক্ষিতাঃ।
দুরিত্যয়েভ্যো মৃত্যুভ্যঃ কৃষ্ণেন সুমহাত্মনা ॥

মহা স্নেহময় নিজ স্বভাবেতে করি।
অনেক দুঃখেতে রক্ষা কৈল সেই হরি ॥
এখন বিরহ-অগ্নি পোড়ায় সবারে।
রক্ষা না করেন কেন না বুঝি বিচারে ॥
কৃষ্ণবীর্য্য সব লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষণ।
হসিত ভাষিত সদা করিয়া স্মরণ ॥
মোসবার ক্রিয়া যত হৈল শিথিলতা।
দেহাভ্যাসে নিত্যকৃত্য করিয়ে সর্ব্বথা ॥
নদী অদ্রি প্রদেশাদি তৎপাদ ভূষিতা।
ক্রীড়াস্থলী দেখে মন হয় তদাত্মতা ॥
রাম কৃষ্ণ দোঁহাকারে পাইলাম যেন।
এইমত জ্ঞান হয় কখন কখন ॥

তথাহি।

স্মরতাং কৃষ্ণবীর্য্যানি লীলাপাঙ্গ নিরীক্ষিতাং।
হাসিতং ভাষিতঞ্চৈব সর্ব্বানঃ শিথিলাঃ ক্রিয়া।
সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশান্ মুকুন্দপাদ ভূষিতান্।
আক্রীড়ানিক্ষ্যমানানাং মনো যাতি তদাত্মতাং।
মন্যে রামঞ্চ কৃষ্ণঞ্চ প্রাপ্তাবিহ সুরোত্তমৌ ইত্যাদি

এইমত স্মরিয়া স্মরিয়া সে আনন্দ।
কৃষ্ণ-অনুরক্ত বুদ্ধি হয়েন যে নন্দ ॥

নেত্রে অশ্রুধারা মুখে বচন না কহে।
প্রেমায় বিহ্বল হৈয়া নিঃশবদে রহে॥

তথাহি।

ইতি সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য নন্দঃ কৃষ্ণানুরক্তধীঃ।
অশ্রু কণ্ঠোঽভবর্ত্তৃক্ষীং প্রেম প্রসব বিহ্বল॥

যশোদার পুত্রের সে চরিত্র বর্ণন।
করিয়া উদ্ধবমুখে সকল শ্রবণ॥
নেত্রদ্বয়ে অবিরত গলে জলধারা।
অত্যন্ত বাৎসল্য স্নেহে প্লুতে পয়োধারা॥

তথাহি।

যশোদাবর্ণ্যমানাপি পুত্রস্য চরিতানি চ।
শৃণ্বত্যশ্রূণ্যবাস্রাক্ষীৎ স্নেহপ্লুত পয়োধরা॥

নন্দ যশোদার পর প্রেম অনুরাগ।
কৃষ্ণেতে দেখিয়া সে উদ্ধব মহাভাগ॥
দোঁহা প্রশংসিয়া কহে করিয়া স্তবন।
দেহে অতি শ্লাঘ্য যাতে কৃষ্ণে হেন মন॥

তথাহি।

যুবাং শ্লাঘ্যতমৌ নূনাং দেহিনাং মিহমানদ।
নারায়ণেঽখিল গুরৌ যৎকৃতা মতিরীদৃশী॥

যশোদার প্রতি আগে কহিতে লাগিল।
সে কৃষ্ণ তোমার স্থানে আমা পাঠাইল॥
সতত উৎকণ্ঠা কৃষ্ণের এথায় আসিতে।
কার্য্য অনুরোধে নহে গমন ত্বরিতে॥
দিনকত রহি আমি যাব সেই স্থানে।
এ কথা কহিও মোর মাতার চরণে॥
তবে নন্দ প্রতি পুনঃ কহয়ে বচন।
যেমন তত্ত্বজ্ঞ তিহোঁ যৈছে তার মন॥

তথাহি।

এতৌ হি বিশ্বস্য চ বীজযোনি,
রামোমুকুন্দঃ পুরুষঃ প্রধানঃ।
অন্বীয়ভূতেষু বিলক্ষণস্য,
জ্ঞানস্য চেশাইমৌ পুরাণৌ॥
যস্মিন্মনঃ প্রাণবিয়োগ কালে,
ক্ষণং সমাবিশ্য মনোবিশুদ্ধং।
নির্হিত্য কর্ম্মাশয় মাশুযাতি,
পরাং গতিং ব্রহ্মময়োঽর্কবাঃ॥
তস্মিন্ ভবন্তাবখিলাত্মহেতৌ,
নারায়ণে কারণ মর্ত্ত্য মূর্ত্তৌ।

ভাবং বিধত্তাং নিতরাং মহাত্মন্,
কিমাবশিষ্টং যুবয়োস্ত কৃত্যং॥

এইমত দোঁহাকারে করি প্রশংসন।
দুইজনা প্রতি কহে সন্দেহ বচন॥
ধৈর্য্যচিত্ত হৈয়া শুন মোর নিবেদন।
দুঃখ না ভাবিহ পাইবে কৃষ্ণ-দরশন॥

তথাহি।

আগমিষ্যত্যদীর্ঘেণ কালেন ব্রজমচ্যুতঃ।
প্রিয়ং বিধাস্যতে পিত্রো র্ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ
হিত্বা কংসং রঙ্গমধ্যে প্রতীপং সর্ব্বসাত্বতাং।
যদাহর সমাগম্য কৃষ্ণঃ সত্যং করোতি তৎ॥

এ কথা শুনিয়া দোঁহে উৎকণ্ঠিত হৈল।
কবে আসিবেন বলি পুছিতে লাগিল॥
তবে সে উদ্ধব বিচারিয়া নিজ মনে।
নানাবিধ তর্কে আগে কহে যোগাখ্যানে॥
খেদ না করিহ সবে শুনহ বচন।
নিকটেই কৃষ্ণের পাইবে দরশন॥
সর্ব্বভূতের হৃদে তাহার স্থিতি হয়।
সর্ব্ব কাষ্ঠ ব্যাপি অগ্নি যেমত আছয়॥

তথাহি।

মাখিদ্যত মহাভাগৌ দ্রক্ষ্যথং কৃষ্ণমন্তিকে।
অন্তর্হৃদি সভূতা নামাস্তে জ্যোতিরিবৈধসি॥

এতেক প্রবোধ যবে নহিল দোঁহার।
তবে পুনঃ জ্ঞানতত্ত্ব কহে আরবার॥

তথাহি।

নহ্যস্যাতি প্রিয়ঃ কশ্চিন্নাপ্রিয়বাস্ত্য মামিলঃ।
নতুনানাধমো ধমো বাপি সমানশ্চাসমোঽপিবা॥
ন মাতা ন পিতা তস্য ন ভার্য্যা ন সুতাদয়ঃ।
নাত্মীয়ো নাপরশ্চাপি ন দেহ জন্ম এব চ॥
ন চাস্য কর্ম্ম বা লোকে সদসন্মিশ্রযোনিষু।
ক্রীড়ার্থঃ সোঽপি সাধূনাং পরিত্রাণায় কল্পতে

যদি কহ প্রিয় অপ্রিয়াদি নাহি তাঁর।
কেহ সুখী কেহ দুঃখী কি হেতু ইহার॥
এতেক ভাবিয়া পুনঃ কহে সৃষ্টি কথা।
সবে নিজ কর্ম্মভোগ করয়ে সর্ব্বথা॥

তথাহি।

সত্ত্বং রজ স্তমইতি ভজতো নিগুণোমহান্।
ক্রীড়মতীতোঽত্র গুণৈঃ সৃজত্যবতিহন্তিয়ঃ॥

জগৎ সৃষ্ট্যাদিত্ব নাহি সে পরমেশ্বরে।
তাঁর গুণকৃত ইহা বুঝহ নির্দ্ধারে॥

তথাহি।

যথা ভ্রমরিকা দৃষ্ট্যা ভ্রামতীব মহীয়তে।
চিত্তেকর্ত্তরিতত্রাত্মা কর্ত্তৈবাহং ধিয়াস্মৃতঃ॥

অতএব জগৎস্রষ্টা সে পরমেশ্বরে।
পুত্রভাবাদিক ভাল না বুঝিহ বিচারে॥

তথাহি।

যুবয়োরেব নৈবায় মাত্মায়ো ভগবান্ হরি।
সর্ব্বেষামাত্মহোহাত্মা পিতা মাতা স ঈশ্বরঃ॥

দৃষ্ট শ্রুত ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান আর।
স্থিরচর বড় ছোট যতেক প্রকার॥
বস্তুতঃ জানিবে তুমি আমি আদি করি।
সব তাঁর শক্তিকৃত সর্ব্বময় হরি॥

তথাহি।

দৃষ্টং শ্রুতং ভূতং ভবত্তবিষ্যতে স্থাস্নুশ্চরিষ্ণু মহদল্পকং বা। বিনাচ্যুতাদ্বস্তুতরা নামাবাচ্যং স এব সর্ব্ব পরামার্থ ভূতঃ॥

যোগ জ্ঞান তত্ত্ব যত উদ্ধব কহিল।
পুত্রভাব বিনা নন্দ কিছু না জানিল॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণে প্রথম নন্দোদ্ধবয়োঃ সংবাদ কথনং নাম ঊনবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রিংশ অধ্যায়ঃ

শ্রীরাধিকার দিব্যোন্মাদ কথন।

নন্দোদ্ধব দুইজনে কহিতে শুনিতে।
সমাধা নহিল সে নিশার হৈল অন্তে॥
ব্যাসের নন্দন শুক দশম মধ্যেতে।
সম্বোধন করি কহে রাজা পরীক্ষিতে॥
ব্রাহ্মমূর্ত্তে ব্রজে যত গোপ গোপীগণে।
নিজ নিজ গৃহে করিলেন শয্যোত্থানে॥
প্রদীপ জ্বালিয়া করি গৃহাদি মার্জ্জন।
আরম্ভ করিল দধি করিতে মন্থন॥

তথাহি।

এবং নিশাসাক্রবতোর্ব্যতীতা নন্দস্য কৃষ্ণানুচরস্য রাজন্। গোপ্যঃ সমুত্থায় নিরূপ্য দীপান্ বাস্তূন্ সমভ্যশ্চ দধীন্যমন্থন্॥

তাসবার শোভা কিছু কহা নাহি যায়।
কঙ্কণাকিঙ্কিণী মাঝে অত্যাশ্চর্য্যময়॥
নানাবিধ মণি অলঙ্কার বিরাজিতা।
অত্যন্ত সুদীপ্ত মণিদামের সহিতা॥

চঞ্চল নিতম্বা সবে রজ্জু বিকর্ষণে।
স্তন হারাদিক সবার কাঁপয়ে সঘনে॥
চঞ্চল কুণ্ডল স্ফূর্ত্তি কপোল মধ্যেতে।
অরুণ কুঙ্কুম আনন সবে সুশোভিতে॥

তথাহি।

তানীপ্রদীপৈর্মণিভির্বিরেজ রজ্জুং বিকর্ষাদ্ভুজ কঙ্কণস্রজঃ চলনিতম্ব স্তনহার কুণ্ডলত্বিষ্যৎ কপোলারুণ কুঙ্কুমাননা॥

ব্রজাঙ্গনাগণ অতি আনন্দের ভরে।
অতি সুমধুর কৃষ্ণগুণ গান করে॥
দধিমন্থনের শব্দ তাহে মিশাইল।
অতি ঘোর সুমধুর আকাশ স্পর্শিল॥
যে ধ্বনি শুনিলে সর্ব্ব অমঙ্গল হরে।
শুনি উদ্ধবের মনে হৈল চমৎকারে॥

তথাহি।

উদগায়তী নামারবিন্দলোচনাং ব্রজাঙ্গনানাং

দিবমস্পৃশধ্বনিঃ। দধ্নশ্চ নির্ম্মন্থন শব্দমিশ্রিতো
নিরস্যতে যেন দিশামমঙ্গলং ॥

আনন্দদ্যোতক বস্ত্রালঙ্কার কুঙ্কুম।
আলেপ মধুর গান বিরহে না হন ॥
অতএব কৃষ্ণযুক্ত প্রকাশ সে হয়।
যে প্রকাশে কৃষ্ণচন্দ্র নিত্য বিলসয় ॥
এই যে সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
লিখিয়াছি তাতে জানি প্রকাশ বিধানে ॥

তথাহি।

সদানন্দৈঃ প্রকাশৈঃ স্বৈর্লীলাভিশ্চ সদীব্যতি।
তত্রৈকেন প্রকাশেন কদাচিজ্জগদন্তরে।
লীলাচ্যোহপি প্রকাশোহস্য কদাচিৎ কিলকৈশ্চন
শূন্য এবেক্ষতে দৃষ্টি যোগৈরপ্য পরৈরপি।
কৈরপি প্রেম বৈবশ্যাদ্ভাগির্ভাগবতোত্তমৈঃ।
অদ্যাপি দৃশ্যতে কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্ বৃন্দাবনান্তরে ॥

সামান্যতঃ উদ্ধব দেখিল রাত্রি অন্তে।
যেরূপে প্রথমে আসি দেখিল দিনান্তে ॥
উদ্ধব গমন কৈল প্রাতঃকৃত্য লাগি।
কৃষ্ণ-প্রিয়াগণেরে দেখিতে অনুরাগী ॥
ত্বরিতে গমন কৈল যমুনার তীরে।
স্নানাদি করিয়া মনে কৃষ্ণধ্যান করে ॥
নিত্যকৃত্য সমাপিয়া বস্ত্র ভূষা পরি।
গমন করয়ে নিজ মনেতে বিচারি ॥
কৃষ্ণ কহে মোরে গোপীগণেরে মিলিতে।
কেমনে হইবে দেখা তাসবা সহিতে ॥
কুঞ্জপথে আইসে উদ্ধব এতেক ভাবিয়া।
কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ দর্শন লাগিয়া ॥
ওথা প্রাতঃকালে নন্দ ব্রজের দুয়ারে।
সুবর্ণের রথ দেখি বিস্ময় সবারে ॥
ব্রজবাসী লোক মনে করেন চিন্তন।
কার রথ এই সবে কহেন বচন ॥

তথাহি।

ভগবত্যুদিতে সূর্য্যে ব্রজদ্বারি ব্রজৌকসঃ।
দৃষ্ট্বারথং শাতকৌম্ভং কস্যায়মিতিচাব্রুবন্ ॥

অক্রূরের পুনঃ কিবা হৈল আগমন।
যে লইল মধুপুরী কমললোচন ॥

তথাহি।

অক্রূর আগতঃ কিম্বা যঃ কংসস্যার্থ সাধকঃ।
যেন নীতো মধুপুরীং কৃষ্ণঃ কমললোচন ॥

ব্রজাঙ্গনাগণ অন্যোন্যেতে কহে কথা।
বুঝি কংসের প্রেতকার্য্য কারণে সর্ব্বথা ॥
পুনঃ সে অক্রূর আইল মোসবারে নিতে।
গোপিকার মাংসে তার চাহে পিণ্ড দিতে ॥

তথাহি।

কিং সাধয়িষ্যত্যেস্মাভির্ভর্ত্তঃ প্রেতস্য নিষ্কৃতি ॥

প্রসঙ্গে শুনিল কৃষ্ণদূত আগমনে।
তাহাতে দেখিতে সবে রহিল নির্জ্জনে ॥
সেই কুঞ্জে রাই নিজ সখী সঙ্গে করি।
ভাবয়ে কৃষ্ণের লীলা হিয়া দুঃখে ভরি ॥
অন্যোন্য কহয়ে কথা ব্রজবধূগণ।
হেনকালে সে পথে উদ্ধব আগমন ॥
কিছু দূর হৈতে দেখে ব্রজবধূগণ।
শ্যামবর্ণ পীতাম্বরধারী একজন ॥
তারে দেখি সবে মেলি অনুমান করে।
বুঝি ইহোঁ হইবেন কৃষ্ণ-অনুচরে ॥
ইহারে পাঠাইল কৃষ্ণ মোসবার লাগি।
কহিতে কহিতে সবে হৈল অনুরাগী ॥
উদ্ধব আসিয়া তাঁহা উপস্থিত হৈল।
গোপীগণ দেখি মনে ভাবিতে লাগিল ॥
বুঝি এই সব গোপী কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
নহে কি দর্শন মাত্র সুখ উপজয় ॥
এত ভাবি তিহোঁ আইলা তাসবা সাক্ষাতে
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নানাস্ফুট কহিতে কহিতে ॥

তথাহি।

ইতিস্ত্রীণাং বদন্তীনমুদ্ধবোহগাৎ কৃতাহ্নিক ॥

সন্নিকট হৈতে দেখে ব্রজবধূগণ।
কৃষ্ণ-অনুচর-রূপ অপূর্ব্ব শোভন ॥
আজানুলম্বিত ভুজ কমল নয়ন।
পীতাম্বরধারী পদ্মমালা বিভূষণ ॥
সুস্মের মুখাজ গণ্ডে কুণ্ডল নর্ত্তনে।
দেখি শুচিস্মিতা সুবিস্মিতা সবে মনে ॥

কৃষ্ণ-সংস্মারক বেশ আগেতে দেখিয়া।
ব্রজাঙ্গনাগণ শুদ্ধ স্মিত যুক্ত হৈয়া ॥
তৎক্ষণে সকলে পুনঃ বিস্মিতা হইল।
কৃষ্ণ-পীতাম্বর বনমালা কোথা পাইল ॥
অত্যন্ত সুন্দর বেশ ভূষণ ইহার।
কোথা হৈতে আইল ইহোঁ মনুষ্য আকার
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত প্রাপ্তি সম্ভাবনা করি।
অতি সমুৎসুকা সবে উদ্ধবেরে হেরি ॥
কৃষ্ণ-পাদাম্বুজাশ্রয় এ অবশ্য হয়।
অনুমানে সকলেই করিল নিশ্চয় ॥

তথাহি।

তং বীক্ষ্য কৃষ্ণানুচরং ব্রজস্ত্রিয়ঃ প্রলম্ব বাহুং নবকঞ্জলোচনং। পীতাম্বরং পুষ্করমালিনং লসন্মুখারবিন্দং পরিমৃষ্ট কুণ্ডলং শুচিস্মিতাঃ। কোঽয়মপি দিব্য দর্শনং কৃতাশ্চ কস্মাচ্যুত বেশ ভূষণঃ। ইতিস্ম সর্ব্বোপরিবব্রুরুৎসুকাস্তমুত্তমশ্লোক পদাম্বুজাশ্রয়ং ॥

প্রেষ্ঠের সন্দেশহারি উদ্ধব জানিয়া।
প্রথমতঃ সকলে আনম্র শিরা হৈয়া ॥
মস্তকাদির ঈষৎ বস্ত্রাদি আবরণ।
স্ত্রী সবে রহয় সেই লজ্জার লক্ষণ ॥
আদৃত জনের সামান্যতঃ দরশনে।
সহসা হয়েন তাহা কৈল গোপীগণে ॥
নিজ প্রিয় দাস ইহোঁ এইত বুদ্ধিতে।
সবার ঈষৎ হাস্য হৈল উপস্থিতে ॥
লজ্জা হাস্যযুক্ত সবে করেন ঈক্ষণে।
সুনৃত কুশল প্রিয় বাক্য আলাপনে ॥
যেমতে সময় যৈছে উপস্থিত হৈল।
পাদ্যাদিক দিয়া তার সম্মান করিল ॥
বিজাতীয় লোক অগোচর স্থলে লৈয়া।
বসাইল কালোচিত আসনাদি দিয়া ॥

তথাহি।

তং প্রশ্রয়েনাবনতাঃ সুসৎকৃতং সব্রীড় হাসেক্ষণ সুনৃতাদিভিঃ। রহস্য পৃচ্ছন্নুপবিষ্টমাসনেবিজ্ঞায়সন্দেশহরণং রমাপতেঃ ॥

শুন পীতাম্বরধারী কোথা তোমার ঘর।
কি নাম তোমার কেন এ কুঞ্জ ভিতর ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম কহ কিসের কারণে।
বিবরিয়া কহ দেখি করিয়ে শ্রবণে ॥
পুনঃ কহে জানিলাম প্রশ্নে কিবা কাজ।
শ্রীকৃষ্ণ সম্প্রতি মথুরাতে যদুরাজ ॥
বৃহৎপদ হইয়াছে বুঝি সে কারণে।
ব্রজে আগমন তাঁর সম্ভব কেমনে ॥
তাঁহার পার্ষদ তুমি হও আজ্ঞাকারী।
নিজ ভর্ত্তা আদেশে আইলা ব্রজপুরী ॥
প্রিয়তমার প্রিয় চেষ্টা করি তোমা এথা।
পাঠাইলা এ কার্য্য করণ তাঁর বৃথা ॥
পিতা মাতা মরে তাঁর কান্দিতে কান্দিতে
তিহোঁত স্বচ্ছন্দে রাজ্য করে মথুরাতে ॥
গোপজাতি পিতা মাতায় নাহি প্রয়োজন।
বুঝি পাঠাইল লোকনিন্দার কারণ ॥
কিম্বা কহি তুমি হও সুচতুর বর্য্য।
সুবুদ্ধিশেখর কৃষ্ণ সুবিদগ্ধ আর্য্য ॥
পিতা মাতার প্রিয় চেষ্টা করি তোমা এথা
তুমি তাঁর আজ্ঞা পাঞা আইলা সর্ব্বথা ॥
অতএব যাহ তাঁর পিতামাতা স্থানে।
পাসরিবে কৃষ্ণে তাঁরা তোমার বচনে ॥
কেন নহে ধন্য তার বিবেক তীক্ষ্ণতা।
এইমত বহু ব্যাজ স্তুতিময় কথা ॥
কহি তিরস্কার করে ব্রজবধূগণে।
চিত্রবৎ হৈয়া তিহোঁ করেন শ্রবণে ॥

তথাহি।

জানীমাস্ত্বাং যদুপতেঃ পার্ষদং সমুপাগতং।
পত্রেহ প্রেষিতঃ পিত্রো র্ভবান্ প্রিয় চিকীর্ষয়া ॥

অন্যথা না দেখি তাঁর স্মরণীয় কেহ।
যাহার কারণে তোমা পাঠাইল তিহঁ ॥
যদি মুনি হ'য়ে ত্যাগ করয়ে সংসারে।
বন্ধু স্নেহ অনুবন্ধ নারে ছাড়িবারে ॥
পিতা মাতার যাহাতে করিলা অনাদরে।
অন্যজন কেবা তাহা না বুঝি বিচারে ॥
কৃষ্ণে সে দুস্ত্যজ্য নহে সুত্যজ্য সর্ব্বথা।
পরাঙ্গনা সহিতে বিহার যথা তথা ॥

একজনা ত্যজিয়া বিহার অন্যা সনে।
বৈরাগী তীব্রতা কৃষ্ণের আশ্চর্য্য কথনে ॥

তথাহি।

অন্যথা গো ব্রজে তস্য স্মরণীয়ং নচেষ্মহে।
স্নেহানুবন্ধো বন্ধূনাং মুনেরপি সুদুস্ত্যজঃ ॥

যদি কহ পিতা মাতা ভ্রাতাদি সহিতে।
না থাকে মমতা প্রয়োজনাভাব হৈতে ॥
স্ত্রীগণে লম্পট কৃষ্ণ তোমরা সুন্দরী।
প্রয়োজন আছে কি না দেখহ বিচারি ॥
কৃষ্ণের স্মরণ যোগ্যা তোমরা সর্ব্বথা।
অবধান কর তবে কহিয়ে যে কথা ॥
অন্যের সহিতে যেই প্রয়োজন রতি।
নিশ্চয় জানিহ নিন্দা হয় সেই মৈত্রী ॥
প্রয়োজন যাবৎ তাবৎ সে সকলি।
সে সকল অর্থ বিড়ম্বন রূপ বলি ॥
সে মৈত্রীর কর্ত্তা প্রতিযোগী প্রয়োজক।
যে উপকরণ সর্ব্ব অর্থ সুনিরর্থক ॥
পুরুষ সকল করে স্ত্রীগণে যে প্রেমা।
ষট্‌পদ পুষ্পেতে তার দিয়েত উপমা ॥
সৌন্দর্য্য সৌরভ সৌকুমার্য্য মাধুর্য্যেতে।
পুষ্পের সদৃশ নারীগণ হয় যাতে ॥
শোভনমনস্কা অচঞ্চল চিত্তা তথা।
প্রয়োজন লোভে মৈত্রী করিয়ে সর্ব্বথা ॥
ষট্‌পদ সদৃশ করে সবাকারে ত্যাগ।
স্বচাঞ্চল্য দোষে স্থানান্তরে অনুরাগ ॥
যৈছে সৌরভাদি গুণযুক্তা পুষ্পবনে।
সকৃৎ করিয়া পান ত্যজে ভৃঙ্গগণে ॥
পুষ্পের নাহিক দোষ চঞ্চল ভ্রমর।
মধুময় পুষ্প ত্যজি যায় স্থানান্তর ॥
পুষ্প স্বদাক্ষিণ্যগুণে নিষেধ না করে।
যে সে ভৃঙ্গ আসিয়া যে মধুপান করে ॥
আমরা যদ্যপি সবে হৈয়ে পররামা।
কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা মাত্র অতিশয় বামা ॥
মাধুর্য্যাদি গুণযুতা আমরা সদায়।
তে তাঁহার সম্ভোগ যোগ্য হয় ॥

প্রয়োজক সদ্ভাব ও মৈত্রীর অভাব।
ষট্‌পদ সদৃশ না বুঝেন লাভালাভ ॥

তথাহি।

অন্বেষ্যর্থ কৃতামৈত্রী নাবদর্থ বিড়ম্বনং।
পুংভিঃ স্ত্রী সুকৃতা যদ্বৎ সুমনঃ স্থির ষট্‌পদৈঃ ॥

তার মধ্যে নিজ প্রয়োজন অসদ্ভাবে।
নিশ্চয় মৈত্রীর যৈছে হয়ত অভাবে ॥
দীপক ন্যায়েতে কহে সে সব দৃষ্টান্ত।
উদ্ধব বসিয়া মাত্র শুনয়ে একান্ত ॥
ধন প্রাপ্তাবধি বেশ্যাগণ যারে ভজে।
ধনহীন হৈলে তারে তৎক্ষণে সে ত্যজে ॥
পালন করিতে অসমর্থ হৈলে রাজা।
তাতে অনুরাগ ছারি ত্যাগ করে প্রজা ॥
বিদ্যা অধ্যয়ন হৈলে বিদ্যার্থী যে জন।
অধ্যাপক আচার্য্য সে করয়ে তাড়ন ॥
পুরোহিত তাবৎ থাকয়ে তার ঘরে।
দক্ষিণা না পাইলে যজমানে ত্যাগ করে ॥
পক্ষিগণ রহে ফলবন্ত বৃক্ষোপরে।
ফলহীন হৈলে সে বৃক্ষেরে ত্যাগ করে ॥
নানাবিধ মৃগ থাকে অরণ্য ভিতরে।
বন দগ্ধ হৈলে ছাড়ি যায় বনান্তরে ॥
ব্যভিচারবতীকে যে উপপতি ভজে।
ভোগ করি তারাই রমণবতী ত্যজে ॥
তাবৎ সম্ভোগ করে যাবৎ যৌবন।
যৌবন অভাবে করে অবশ্য ত্যজন ॥

তথাহি।

নিঃস্বং ত্যজন্তিগণিকাহরণ্যং নৃপতিং প্রজাঃ।
অধীতবিদ্যা আচার্য্যমৃত্বিজো দত্তদক্ষিণাং।
খগা বীতফলং বৃক্ষং ভুক্ত্বা চাতিথয়ো গৃহং।
দগ্ধং মৃগা স্তথারণ্যং জারাভুক্তরতাং স্ত্রিয়ং ॥

নিজ প্রয়োজন কৃত প্রেম যেই হয়।
সে সকল কথা এই কহিনু নিশ্চয় ॥
এতেক কহিয়ে প্রয়োজনের সদ্ভাবে।
মৈত্রীর অভাব কৃষ্ণ করে কেন তবে ॥
অতএব বুঝি পুরনাগরীর সনে।
প্রয়োজন সিদ্ধি কৃষ্ণ করয়ে এক্ষণে ॥

তাঁর স্মরণীয়। মোরা কিরূপে বা হৈয়া।
মোসবার প্রতি প্রেম অভাব দেখিয়া ॥
ইতিমধ্যে কহিয়ে বচন শুন আর।
বহুপতি পরকাম উপাধিক যার ॥
উপপতি প্রতি করে প্রেম অনুরাগ।
বহু নিষ্ঠা জানিলে করিতে পারে ত্যাগ ॥
আমরা অনেক সবে কৃষ্ণৈক নিষ্ঠতা।
তাঁর সুখ লাগি তাঁতে প্রেম যে সর্ব্বথা ॥
কৈশোর আরম্ভে কত নহে কামোপাধি।
বাল্যাবধি তাঁতে প্রেম করি নিরুপাধি ॥
তথাপিহ মোরা ত্যাজ্যা হইলাম যবে।
তস্মাৎ দৃষ্টান্ত দিতে স্থান নাহি তবে ॥
নিরুপম নিন্দ্যকর্ম্ম কৃষ্ণের কহয়।
যে বলে যে করে সব কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতি গোপ্যোহি গোবিন্দগতবাক্কায়মানসাঃ।
কৃষ্ণদূতে ব্রজায়তে উদ্ধবে ত্যক্ত লৌকিকাঃ।
গায়ন্ত্যঃ প্রিয়কর্ম্মাণি রুদন্ত্যশ্চ গত হ্রীয়ৎ।
তস্য সংস্মৃত্য যানি কৈশোর বাল্যয়োঃ অনয়োঽর্থঃ

যথারাগঃ।

এইমত গোপীগণে, বাহ্যবৃত্তি বিস্মরণে,
কৃষ্ণগত বাক্য কায়মনে।
কৃষ্ণ দূতোদ্ধব যবে,ব্রজেতে আইলা তবে,
ত্যাগ কৈল লৌকিকাচরণে ॥
কহে শুক ব্যাসের নন্দন।
অত্যন্ত রহস্য কথা,রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা,
প্রেমানন্দ রসে নিমগন ॥ ধ্রু ॥
যে নাগরী প্রেমরঙ্গ, করে উপপতি সঙ্গ,
কদাচিত না কহে বচনে।
সে অতি অকথ্য কথা, প্রেম রসময় গাঁথা,
নিজমুখে কহে গোপীগণে ॥
লজ্জা ধর্ম্ম গেল দূরে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
রোদন করয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
গান করে প্রিয়কর্ম্ম,কে বুঝে তাহার মর্ম্ম,
পুনঃ পুনঃ স্মরিয়ে অন্তরে ॥

কৈশোরে যতেক লীলা,পৌগণ্ডে যে কৈল
খেলা, যত ইতি করিল কৌমারে।
নিরুপাধি প্রেম হৈতে,সকল উঠয়ে চিত্তে,
শুনি উদ্ধবের চমৎকারে ॥
এখানে কহিব কথা, মন দেহ সব শ্রোতা,
অতিশয় অপূর্ব্ব বচনে।
ব্রজাঙ্গনাগণ যত, কৃষ্ণসুখ অভিমত,
বাল্যাবধি কৈল আচরণে ॥
ত্রিবিধ প্রকার রতি, মধুপুর দ্বারাবতী,
সাধারণী সমঞ্জসা হ'য়ে।
ব্রজে ব্রজবধূগণে, কৃষ্ণসুখের কারণে,
কেবল সমর্থা রতিময়ে ॥
রতিক্রমে প্রেম হয়, স্নেহ মান পরিণয়,
ক্রমে রাগ অনুরাগ সীমা।
তবে যে উপজে ভাব,তারে কহি মহাভাব,
কে কহিবে তাহার মহিমা ॥
মুকুন্দমহিষীবৃন্দে, সেই ভাব প্রেমানন্দে,
সদাই দুর্ল্লভ অতিশয়।
ব্রজদেবীগণ বৈদ্য, সতত সে ভাব হৃদ্য,
যারা কৃষ্ণসুখে সুখী হয় ॥
সেই ভাব পুনর্ব্বার, রূঢ় অধিরূঢ় আর,
দুই রূপে কহে মহাজনে।
সকল সাত্বিকোদ্দীপ্ত, এককালে যবে ক্লীপ্ত,
তবে রূঢ় করিয়া বাখানে ॥
রূঢ় উক্ত পরকার, হৈতে বিশিষ্টতা আর,
কোন দশা যাবে প্রাপ্ত দেখি।
সেই অনুভাবগণ, অপরূপ নিরূপম,
অধিরূঢ় করি তবে লিখি ॥
সেই অধিরূঢ় সারে, মোদন মাদন যারে,
দুইরূপে মণ্ডিতে কহয়ে।
তাহাতে প্রথম হয়, মোদন আশ্চর্য্যময়,
ত্রিজগতে কভু না জন্ময়ে ॥
উদ্দীপ্ত সৌষ্ঠব যার,হেন যে সাত্বিক সার,
শ্রীরাধামাধব দোঁহাকার।
যবে হয় এককালে, পণ্ডিত সকল বলে,
মোদন মাধুর্য্য সর্ব্বসার ॥

কান্তাগণ সঙ্গে করি, যগুপি বিহরে হরি,
রাধাভাব মোদন দর্শনে।
সবাকার মনে ক্ষোভ,সেভাব আস্বাদ লোভ,
কোন রূপে নহে আস্বাদনে ॥
প্রেমের সম্পত্তি খ্যাতা, হয় যে যে কৃষ্ণ-
কান্তা, তাসবার অতিক্রমকারী।
অতিশয়িতাদি গুণ, প্রেমাধিক্য নিরূপণ,
মোদন সকল ভাবোপরি ॥
রাধিকার যূথমাঝে, সর্ব্বদা মোদনরাজে,
কথন না হয় স্থানান্তর।
যেহোঁ অতি শোভাময়,হ্লাদিনী শক্তির হয়,
সুবিলাস অতি প্রিয়বর ॥
বিচ্ছেদ দশাতে পুনঃ,মোদন সেবি মোহন
যে বিরহ বিবশ হইতে।
সাত্বিক সুদীপ্তময়, কত অনুভাব হয়,
বিশেষিয়া না পারি বর্ণিতে ॥
শেষে দিব্যোন্মাদ হয়, সুবিদ্বানগণ কয়,
সে রসে রসিক যার হিয়া।
বৃন্দাবনেশ্বরীতে সে, মোহন প্রকট ভাসে,
অন্যজনে না দেখি চাহিয়া ॥
পুনঃ সে মোহনে যবে,কোন দেশান্তর লভে,
ভ্রমাভা কাপি বৈচিত্রময়ী।
তবে যত ভাব প্রেমা,ক্রিয়া মুদ্রা অনুপমা,
দিব্যোন্মাদ করি তারে কহি ॥
যাহাতে উদ্ঘূর্ণাময়, চিত্রে জল্প আদি হয়,
তার ভেদ অনেক প্রকার।
প্রথমে কহিব শুন, উদ্ঘূর্ণা সে বিলক্ষণ,
নানা বিবশতা চেষ্টা যার ॥
যেইকালে মধুপুরী, গমন করিলা হরি,
রাধিকার উদ্ঘূর্ণা সে দশা।
ললিতমাধব গ্রন্থে, নাটক প্রবন্ধ ছন্দে,
তৃতীয়াঙ্কে স্ফুট সব ভাষা ॥
অত্যন্ত বিরহ শোকে,প্রিয়ের সহদা লোকে,
গূঢ় রোষোঽভিজৃম্ভিত হৈয়া।
বহু ভাবময় জল্প, তারে কহি চিত্রজল্প,
তীব্রোৎকণ্ঠা অন্তিম পাইয়া ॥

তথাহি।

কাচিন্মধুকরং দৃষ্ট্বা ধ্যায়ন্তি কৃষ্ণসঙ্গমং।
প্রিয় প্রস্থাপিতং দূতং কল্পয়িত্বেদমব্রবীৎ ॥

কাচিৎ হ্লাদিনী সার, বৃত্তিরূপ প্রেম যার,
সপ্তম ভূমিকা মহাভাব।
তন্ময়ী রাধিকা নামা, যার চেষ্টা অনুপমা,
অনন্ত অপার প্রেমভাব ॥
মথুরা-অঙ্গনা সনে, কৃষ্ণের বিহার মানে,
ভাবিয়া উদ্ধতমনা হৈলা।
মধুকর দেখি মনে, কৃষ্ণদূত করি মানে,
মোর প্রসাধনে পাঠাইলা ॥
এতেক কল্পনা করি, ভ্রমরে নেত্রান্ত ধরি,
করিতে লাগিলা প্রজল্পনে।
মধুকর-উপদেশে, উদ্ধবের প্রতি ভাষে,
ব্যাজ স্তুতি নিন্দা সুবন্দনে ॥
অসংখ্য ভাব বৈচিত্রী, দুস্তর সে চমৎকৃতি,
চিত্রজল্প দশা সুনিশ্চয়ে।
যগুপি নাহিক পার, অতিশয় সুবিস্তার,
সংক্ষেপার্থ করি নিবেদয়ে ॥
দশ অঙ্গ চিত্রজল্প, প্রথমতঃ সে প্রজল্প,
দ্বিতীয়ে পরিজল্পিত নামে।
তৃতীয়ে যে আজল্প, চতুর্থে সে উজল্প,
সংজল্প পঞ্চম অঙ্গাখ্যানে ॥
অবজল্প ষষ্ঠে মত, সপ্তমে অভিজল্পিত,
অষ্টমে আজল্প কহি যারে।
নবমে যে প্রতিজল্প, দশমেতে সে সুজল্প,
দশমে ভ্রমরগীতাসারে ॥

তথাহি।

চিত্রজল্পদশাঙ্গোঽয়ং প্রজল্প পরিজল্পিতং।
আজল্পোজ্জল্প সংজল্পা অবজল্পোঽভিজল্পিতং ॥
আজল্পাঃ প্রতি জল্পাশ্চ সুজল্পশ্চেতি কীর্ত্তিতঃ।
এষ ভ্রমরগীতায়াং দশমে প্রকটিকৃতঃ ॥
অসংখ্যা ভাববৈচিত্রী চমৎকৃতি সুদুস্তরঃ।
অপিচেচ্চিত্র জল্পোঽয়ং মনাক্ তদপি কথ্যতে ॥

তত্র প্রজল্প। তল্লক্ষণং।
অসূয়েৰ্ষ্যামদ যুবা যোঽবধীরণমুদ্রয়া।
প্রিয়াস্যাকৌশলোদগার প্রজল্পঃ স তু কীর্ত্যতে ॥

অসূয়া প্রযুক্ত ঈর্ষা ভাগবত চিত্তে
অহঙ্কারোদ্গমে অধীরণ উদগতে ॥
শেষে যে করয়ে প্রিয় অকৌশলোদ্গার।
চিত্রজল্পে প্রজল্পে আখ্যান হয় তার ॥

তথাহি।

মধুপকিতব বন্ধো মাস্পৃশাংঘ্রিং স্বপত্ন্যাঃ
কুচবিলুলিত মালা কুঙ্কুমশ্মশ্রুভির্নঃ।
বহতু মধুপতি স্তন্মানীনাং সংপ্রসাদং
যদুসদসি বিড়ম্ব্যং যস্য দূতস্ত্বমীদৃক্ ॥

যথা রাগঃ।

স্বপদ কমল, সৌরভ চঞ্চল,
ভ্রমত ভ্রমরা হেরি।
তহি প্রতি জল্পতি, দিব্যোন্মাদবতী,
শ্রীবৃষভানু কিশোরী ॥
তুমিত মধুপ, মধুপুরাধিপ,
তোমারে কে দূত কৈলা।
পীতাম্বর সখ, প্রেমাম্বুমুরুখ,
ব্রজপুরে কেনে আইলা ॥ ধ্রু ॥
শুন হে মধুপ, ধূর্ত্তজন বন্ধু,
তোরে নিষেধিয়ে আমি।
কি তব বচনে, মোসবা চরণে,
পরশ না কর তুমি ॥
যদি কর মনে, হেন কহে কেনে,
কৃষ্ণের ধূর্ত্ততা কিবা।
সেইত বচন, কহিব এখন,
সাবধানে মন দিবা ॥
বৃন্দাবন বাসে, আপনি সে ভাষে,
মুঞিতো সবার ঋণী।
গমনের কালে, দূতদ্বারে বলে,
তুরিতে আসিব আমি ॥
এতেক কহিয়া, রহে পাসরিয়া,
প্রবঞ্চক অতিশয়।
অতএব তারে, ধূর্ত্ত কহি তোরে,
বৃথা দুঃখ উপজয় ॥

এত সব শুনি, বন্ধু-দোষ মানি,
পুনরপি তুমি কহ
তোমার চরণে, করিতে প্রণামে,
কি কারণে নিষেধহ ॥
তবে যে বচন, কহি তাহা শুন,
পুষ্পরসে মাতোয়াল।
মদ্যপ সদৃশ, তোমার পরশ,
কখন না হয় ভাল ॥
পরশিলে মাত্র, হৈব অপবিত্র,
এ লাগি কহিয়ে তোরে।
যদি নমস্কারে, থাকে প্রয়োজন,
তবে কহ যাই দূরে ॥
যদি কহ অয়ি, কৃষ্ণপ্রিয়ে ময়ি,
মিথ্যা অপবাদ দেহ
পুষ্পরস খাই, কভু দুষ্ট নই,
মাতাল কেমনে কহ ॥
তাহার কারণ, কহিব এখন,
শুনি বিচারহ মনে।
পরিবাদ নহে, সহজ কহিয়ে,
মাতাল সমান গুণে ॥
স্বপত্নী কুচেত, কৃষ্ণবক্ষকৃত,
বিলোলিতা যেই মালা
কুচযুগে করি, কৃষ্ণবক্ষে ধরি,
কিবা নির্ম্মর্দ্দিত ভেলা ॥
তাতে সব কুচ, কুঙ্কুমসংযুত,
মালার সৌরভ পাঞা
তার মধুপানে, হৈয়া মাতোয়াল,
এথা আইলা দূত হৈয়া ॥
সেইত কুঙ্কুম, চিহ্ন পতি সম,
দেখিয়ে তোমার মুখে
ও মুখে চরণে, ছুঁইবে কেমনে,
তেঞি নিষেধিয়ে তোকে
আমরা মানিনী, এই তত্ত্ব জানি,
প্রসাদন লাগি আইলা।
সে কুচকুঙ্কুম, বিনা প্রক্ষালন,
না বুঝিয়া দূত হৈলা ॥

বিবেক অভাবে, হেন কৈল যবে,
সে মদ্যপান লক্ষণে
তোর দরশনে, বাড়ে আর মানে,
বিচারি দেখহ মনে ॥
যদি কহ শুন, হও পরসন্ন,
যৈছে তৈছে হই আমি।
শুন হে মধুপ, মদ্যের পালক,
মধুপুরে যাও তুমি ॥
নিজ প্রভু পেয়, সে মদ্য পালয়,
পিব তাহা নিরবধি।
সে কর্ম্ম করণে, দূত প্রকরণে,
তোমারে সে হয় বিধি ॥
যদি কহ মোরে, কৈলে তিরস্কারে,
চলি যাব মধুপুরে
আপনে আসিয়া, গোপেন্দ্রনন্দন,
প্রসাধন করু তোরে ॥
তাহার কারণ, শুনহ এখন,
সে কেনে সাধিবে মোরে
নানা সুবন্ধানে, করিয়া সাধনে,
যবে ছিলা ব্রজপুরে ॥
ব্রজে ব্রজেশ্বরী, গর্ভজাত হরি,
ব্রজেন্দ্রনন্দন সেহোঁ।
ভাগ্যবশ হৈতে, ক্ষত্রিয়কুলেতে,
মধুপতি হৈল তিহোঁ ॥
অতএব মানিনী, ক্ষত্রিয়-রমণী,
গণের প্রসাদ বহু।
সদা সবাকার, সহিতে বিহার,
করি সবা প্রসাদউ ॥
মধু-স্ত্রী অগণ্যা, রূপ গুণ ধন্যা,
সদাই বিহার করে
একের সহিতে, বিহার করিতে,
অন্যমনে নাম ধরে ॥
তার প্রসাদনে, মানবতী আনে,
তবে প্রসাদন করু।
প্রবাহ রূপেতে, সবার সহিতে,
সে মধুপতি বিহরু ॥

তাহাতে এখানে, করিতে গমনে,
অবসর নহে তাঁর
অথবা এখানে, গোপাঙ্গনাগণে,
কিবা প্রয়োজন আর ॥
যদি কহ পুনঃ, করি নিবেদন,
কৃষ্ণপ্রিয়ে দেবী রাধে।
তুমি সেই হরি, প্রিয়া সর্ব্বোপরি,
সব সৌভাগ্যের নিধে ॥
যদি বা তোমাতে, নহে তার চিত্তে,
তবে কেনে তিহোঁ মোরে।
এই ব্রজপুরী, পাঠাইলা হরি,
সাধন করিতে তোরে ॥
তবে কহি শুন, অতি বিলক্ষণ,
যার দূত তোমা হেন
যাদব-নাগরী, রতি-চিহ্নধারী,
যদুসভা বিড়ম্বন ॥
তাহা সবাকার, পতিব্রতা সার,
সে কৃষ্ণ করই নাশে।
ব্যক্ত হবে যবে, যদুগণে তবে,
বিড়ম্বন সুবিশেষে ॥
তুমি যার দূত, শুন এ অদ্ভুত,
যদুর দেশের দোষে।
যাদব-রমণী, কৃষ্ণভোগ্যা জানি,
নিন্দা হৈবে সর্ব্ব দেশে ॥
শ্লেষেত কহত, তুমি যার দূত,
ঈদৃশ সে মধুপতি।
মধুনামিতি, মদ্যানাং পতি,
মদ্যপ নিশ্চয় অতি ॥
যে মদ্যপ বিক্ষেপে, তোমা হেন রূপে,
ভ্রমরেতে দূত কৈল।
সে হরি যেখানে, যাহ সেইখানে,
তোরে এ বচন কৈল ॥
কিতবের বন্ধু, মধুপ কহিতে,
প্রথমে অসূয়া হৈল
সপত্নীর কুচ, কুঙ্কুম বোলিতে,
ঈর্ষা ভাব উপজিল ॥

আমার চরণ, না কর স্পর্শন,
এই অহঙ্কার হয়।
মথুরা-নাগরী, গণ প্রসাদউ,
মুদ্রাবধীরণে কয়॥
যদু যদশীতি, বচনে বদতি,
প্রিয় অকৌশলোদগার
চিত্রজল্প হেন, শুন শ্রোতাগণ,
প্রজল্প আখ্যান যার॥
শ্রীনন্দনন্দন, সদা নিমগন,
রাধা-ভাব-গুণ মতি।
এ নন্দকিশোর, দাস তহি ভোর,
সেই ভাব অনুগতি॥

পয়ার।

এইমত চিত্রজল্প আর নব অঙ্গে।
নবশ্লোকে কহে নানা ভাব রস রঙ্গে॥
অন্য কি কহিব যাহা উদ্ধব আপনে।
কৃষ্ণ যারে আপন সমান করি মানে॥
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের কথা বাখানয়ে যেহোঁ।
ব্রজাঙ্গনার ভাব প্রেম না বুঝয়ে তেহোঁ।
যদবধি যশ অঙ্গ কৈল প্রজল্পন।
অতি চিত্র চমৎকার করিয়া শ্রবণ॥
শ্রীরাধার প্রেম ভাব তরঙ্গ লহরী।
সর্ব্বভাবামৃত শ্রেষ্ঠা অতি চমৎকারী॥
সে তরঙ্গ হিল্লোলে উদ্ধব নিমগনে।
আপনার রক্ষা করে অনেক যতনে॥
যোগ জ্ঞান সংপুটে সঙ্কেত যে আনিল।
মহাভাব তরঙ্গে বহিয়া কাঁহা গেল॥
কৃষ্ণপ্রিয় উদ্ধবের যাতে চমৎকার।
সে ভাব তরঙ্গ বর্ণে যোগ্যতা কাহার॥
রাধিকার চিত্রজল্প করিতে শ্রবণে।
কৃষ্ণ মধুকররূপে কহে মহাজনে॥
কৃষ্ণ প্রতি করে যেই তাড়ন ভর্ৎসন।
তার ভাব বর্ণিবে এমন কোন্ জন॥
সেই প্রেম ভাবগণে করি নমস্কার।
সংক্ষেপে কহিনু কিছু না কহিনু আর॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণে শ্রীউদ্ধব সংবাদে
চিত্রজল্পদশা কথনং নাম বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

একবিংশতি অধ্যায়ঃ

গোপীদিগের প্রতি উদ্ধবের যোগ কথন।

বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশঃ।
যাসাং হরিকথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং॥

তবে নিঃশবদে রহে করি প্রজল্পনে।
কৃষ্ণ দরশনে সবে উৎকণ্ঠিত মনে॥
দেখিয়া উদ্ধব সবা সান্ত্বনা করিয়া।
প্রিয়কথা কহে পুনঃ সবা সম্বোধিয়া॥
তোমরা নিশ্চয় পূর্ণ অর্থানুকৃতার্থা।
কৃষ্ণেতে অর্পিত মন হেনমতে যথা॥
অন্য ভক্তগণ-মন অর্পিত কৃষ্ণেতে।
সর্ব্বভাবে ঐছে কাঁহা না পাই দেখিতে॥

তথাহি শ্রীউদ্ধব উবাচ।
অহোযুয়ং স্ম পূর্ণার্থা ভবত্যো লোকপূজিতাঃ।
বাসুদেবে ভগবতি যা সমাত্যর্পিতং মনঃ॥

দানাদি সাধনে কৃষ্ণভক্তি সবে সাধে।
সে সব ক্রিয়াতে ভক্তি কভু নাহি বাধে ॥
বিষ্ণু বৈষ্ণবে সম্প্রদান করে সেই দান।
একাদশী আদি কহি ব্রতের বিধান ॥
কৃষ্ণার্থে ভোগাদি ত্যাগ তারে কহি তপ।
হোম যে বৈষ্ণব মত বিষ্ণুমন্ত্র জপ ॥
স্বাধ্যায় সে বেদপাঠ:গোপাল আপনি।
নানাবিধ শ্রেয় কহি বহু ভক্তজ্ঞানী ॥
এতেক প্রকারে যবে কৃষ্ণে ভক্তি করে।
তথাপি এ প্রেম সম না কহি তাহারে ॥

যথা।—

দান ব্রত তপ হোম জপঃ স্বাধ্যায় সংযমৈঃ।
শ্রেয়ভির্বিবিধৈশ্চান্যৈ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥

তোমা সবার ভক্তি সবা হৈতে বিলক্ষণা
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা প্রবর্ত্তন করিলা সে প্রেমা ॥
পূর্ব্বেতে প্রকট নাহি ছিল এ ভজন।
রাগাত্মিকা ভক্তি এবে হৈল প্রকটন ॥
রাগানুগা ভক্তি লোকে এখন করিবে।
ভক্তভাগ্যে সর্ব্ব দেশ প্রচার হইবে ॥

যথা।—

ভগবত্যুত্তমশ্লোকে ভবতিভিরনুত্তমা।
ভক্তিঃ প্রবর্ত্তিতাদিষ্ট্যা মুনীনামপি দুর্ল্লভা ॥

স্বজন ভবন পতি আদি ত্যাগ করি।
কৃষ্ণেরে ভজিলে তাতে মানি ভাগ্য করি ॥

যথা।—

দিষ্টা পুত্রান্ পতিন্ দেহান্ গেহাংশ্চ ভবনানি চ
হিত্বা বৃণীতয়ুরং যৎ কৃষ্ণাখ্যাং পুরুষং পরং ॥

যদি কহ মোরা নিজ ধর্ম্ম ত্যাগ করি।
যস্মাৎ সে পরপুরুষ ভজিলাম হরি ॥
তাতে তোমার ভাগ্য কিবা মোসবারে কহ
নিবেদন করি তবে শ্রবণ করহ ॥
অধোক্ষজ অন্যের প্রত্যক্ষ যেহোঁ নয়।
সে কৃষ্ণ দুর্ল্লভ প্রেম যদি কারো হয় ॥
সকল স্বরূপ সহ পূর্ণ যেই ভাব।
কৃষ্ণেতে সবার হয় সেই মহাভাব ॥
প্রেমের সপ্তম কক্ষা সেই ভাব হয়।
মোসবাতে সদা লক্ষ্যাদিকে কভু নয় ॥

সেই প্রেমার অধিকারী তোমা সবাকারে।
করিলেন কৃষ্ণ নাহি করিলা অন্যেরে ॥
অতএব অনুগ্রহ বিরহ করণে।
মোরে অতিশয় কৈলা পাইল দর্শনে ॥
চিত্রজল্প আদি মহাভাব ভেদগণ।
যে বিরহে আমারে করাইল দর্শন ॥
তোমা সবার কৃষ্ণেতে বিরহ নহে যবে।
ব্রজপুরে কৃষ্ণ তবে না পাঠাইত তবে ॥
এমত আশ্চর্য্য না পাইতাম দর্শন।
এতাবতা ভাগ্যাবধি কৈল নিবেদন ॥

সর্ব্বাত্মভাবোঽবিকৃতো ভবতীনামধোক্ষজে।
বিরহেণ মহাভাগা মহান্মেঽনুগ্রহঃ কৃতঃ ॥

যদি কহ এই শ্লাঘা করি মোসবারে।
সান্ত্বনা করিতে কি আইলা ব্রজপুরে ॥
কিবা কিছু কৃষ্ণ-সন্দেশাদি আছে সঙ্গে।
দুঃখোপশম হয় কহরে প্রসঙ্গে ॥
তবে শুন কৃষ্ণের সন্দেশ যেই কথা।
তোমা সবার সুখাবহ হয় যে সর্ব্বথা ॥
কৃষ্ণের রহস্য কার্য্য কর্ত্তা যে বচন।
যাহা লৈয়া আমার এখানে আগমন ॥

শ্রূয়তাং প্রিয়সন্দেশো ভবতীনাং সুখাবহঃ।
যমাদায় গতোভদ্রা অহং ভর্ত্তুরহস্করঃ ॥

তার পর উদ্ধব ভাবিয়া নিজ মনে।
কৃষ্ণের সন্দেশ বার্ত্তা করিয়া স্মরণে ॥
মোর প্রভুর এতাদৃশ বাক্য প্রয়োজন।
আমার দুর্গম এত করিয়া ভাবন ॥
পরোক্ষে কহেন কৃষ্ণ সন্দেশ যে কহে।
নিবেদন করি সবে মন দেহ তাহে ॥

তথাহি শ্রীভগবানুবাচ।

ভবতীনাং বিয়োগে মে নহি সর্ব্বাত্মনা ক্বচিৎ।
ভূতানি ভূতেষু খং বায়ুগ্নিজল মহীং।
তথাহঞ্চ মনঃ প্রাণ বুদ্ধিরিন্দ্রিয়গুণাশ্রয়ঃ।
আত্মানাত্মানাং সৃজেঽহং মনুপালয়ে।
আত্মমায়ানুভাবেন ভূতেন্দ্রিয় গুণাত্মন।
আত্মজ্ঞানময়ঃ শুদ্ধো ব্যতিরিক্তো গুণান্বয়ঃ ॥
সুষুপ্তিস্বপ্নজাগ্রদ্ভির্মনোবৃত্তিভিরীয়তে।
যেনেন্দ্রিয়ার্থান্ ধ্যায়েত মৃষাস্বপ্নবদুত্থিতঃ।

তন্নিরুধ্যাদিন্দ্রিয়াণি বিনিদ্রঃ পত্যপদ্যতঃ।
এতদন্তঃ সমাম্নায়ো যোগঃ সাংখ্যং মনিষীণাং।
ত্যাগস্তপোদমঃ সত্যং নদ্যন্তাইবাপগাঃ।
যদহং ভবতীনাঃ বৈদূরে বর্ত্তে প্রিয়োদশাং।
মনসঃ সন্নিকর্ষার্থং মদনুধ্যান কাম্যয়া।
যথাদূরচরে প্রেষ্ঠে মনয়া বেশ্ম বর্ত্ততে।
স্ত্রীণাঞ্চন তথাচেতঃ সন্নিকৃষ্টেঽক্ষি গোচরে।
ময্যাবেশ্ম মনঃ কৃষ্ণে বিমুক্তাবেশ বৃত্তি যৎ।
অনুস্মরন্ত্যো মাং নিত্য মচিরান্মামুপৈষ্যথঃ।
যাময়া ক্রীড়তা রাত্র্যাং বনেঽস্মিন্ ব্রজ আস্থিতঃ
অলব্ধরাসাঃ কল্যাণ্যো মাপুর্মদ্বীর্য্য চিন্তয়েতি॥

এইমত প্রিয়তম-আদেশ শুনিয়া।
তৎ সন্দেশ গতস্মৃতি সকলে হইয়া॥
ব্রজবধূগণ সবে উদ্ধবের প্রতি।
প্রীতযুতা হৈয়া কহে কৃষ্ণ গতি মতি॥

তথাহি গোপ্য উচুঃ।
দিষ্ট্যাহিতঃ হতঃ কংসো যদূনাং সানুগোপকৃৎ।
দিষ্ট্যাপ্তৈর্লব্ধ সর্ব্বার্থে কুশল্যাস্তেঽচ্যুতোঽধুনা।
কচ্চিদ্গদাগ্রজঃ সৌম্য করোতি প্রিয়যোষিতাঃ।
প্রীতিং নঃ স্নিগ্ধ স ব্রীড়হাসোদারেক্ষণার্চ্চিতঃ।
কথং রতি বিশেষজ্ঞঃ প্রিয়শ্চ পুরযোষিতাং।
নানুবধ্যেত তদ্বাক্যং বিভ্রমৈশ্চানুভাজিতঃ॥

পরামর্শ করি সবে কহে অনুরাগে।
ত্যাগযোগ্যা দেখিয়া সে কৃষ্ণে কৈল ত্যাগে।
কেহ যদি করে প্রেম নিকৃষ্টার সনে।
ত্যাগ করি স্মরণ করয়ে দোষ গুণে॥
এতেক বিচারি সবে প্রেমের আবেশে।
নিশ্চয় করিয়া জিজ্ঞাসয়ে হরিদাসে॥
মোরা গ্রাম্যা অবিদগ্ধা স্বৈর কথান্তরে।
গান নর্ম্ম প্রহেল্যাদি রচনা ভিতরে॥
পুরস্ত্রী সবারে কৃষ্ণ করিয়া স্মরণে।
কখন কহয়ে গোপীগণ ইহা জানে॥
কিবা হেন নর্ম্মগান গোপিকা না জানে।
হেনরূপে কখন বা করয়ে স্মরণে॥

তথাহি।
অপিস্মরতিনঃ সাধো গোবিন্দঃ প্রস্তুতে কচিৎ।
গোষ্ঠীমধ্যে পুরস্ত্রীণাং গ্রাম্যাস্বৈর কথান্তরে॥

সবে সবা প্রতি কহে বক্রোক্তি কারণে
বৃথা কৃষ্ণের পুরস্ত্রীগণের বিনিন্দনে॥

স্পষ্ট করি কেন নাহি কহ হরিদাসে
বৈদগ্ধ্যাদি অন্য নর্ম্মাদিক পরিহাসে॥
মোসবা অভাগ্যবশে হৈলা বিস্মরণে।
সে রাস প্রসঙ্গ কি বিস্মৃতি কৃষ্ণ মনে॥
এতেক কহিয়া সবে রোদন করিয়া।
সে রাস প্রসঙ্গ কথা কহে বিশেষিয়া॥
সে সকল নিশা কভু করেন স্মরণে।
যে নিশাতে কৃষ্ণ তবে মোসবার সনে॥
কুন্দ কুমুদেন্দু ফুল্ল উজ্জ্বল কিরণে।
সুশোভন বৃন্দাবন যমুনাপুলিনে॥
রাস মধ্যে সবা সহ করিল রমণে।
যাতে সুমধুর ধ্বনি নূপুর চরণে॥
বিমানচারিণী বহু স্বর্গাঙ্গনাগণ।
যে লীলা কৌতুক কথা করিলা স্তবন॥
অতএব পুরাঙ্গনা বরাকিনগণে।
নৃত্য গীত বাদ্যরস কথা কিবা জানে॥
মথুরাতে কোথা বা পুলীন এতাদৃশ।
কৃষ্ণ অভিমত নৃত্য গীতাদি বিশেষ॥
সে চূড়া মুকুট বনমালা সে চন্দন।
কে জানয়ে সে তাম্বূলবিটিকা রচন॥
মধুরা নিবাসে কৃষ্ণ-সুখ গেল সব।
সে আনন্দ অভাব করিয়া অনুভব॥
আমরা দুঃখেতে মরি তাঁর দুঃখ জানি।
মোসবা সদৃশ যদি থাকে বিলাসিনী॥
তাসবা সহিতে সুখ রাসোল্লাস করে।
বেণুবাদ্য বিনোদেতে সে কৃষ্ণ বিহরে॥
তাঁর সুখ যদ্যপি শুনিয়ে কার মুখে।
এ বিরহে আমরা বর্ত্তিয়ে সেই সুখে॥
এইমত কহে সবে প্রেমের আবেশে।
যাহা শুনি বিস্ময় হইল হরিদাসে॥

তথাহি।
তাং কিং নিশাঃ স্মরতি যা সুখদাপ্রিয়াভি,
বৃন্দাবনে কুমুদ কুন্দশশাঙ্ক রম্যে।
রেমেক্কণচ্চরণনূপুর রাসগোষ্ঠ্যা,
মস্মাভিরীড়িত মনোজ্ঞ কথং কদাচিদিতি॥

পরামর্শ করি কহে সব সখীগণ।
মধুপুরে নাহি কৃষ্ণ সুখের কারণ॥

তস্মাৎ সে স্থান হৈতে সমুদ্বিগ্ন মনে।
বৃন্দাবন মাঝে পুনঃ করিব গমনে॥
এত বিচারিয়া কহে সমভাবাগণ।
উদ্ধব বসিয়া তাহা করেন শ্রবণ॥

তথাহি।

অপ্যেষ্যতীহ দামার্হস্তপ্তাঃ স্বকৃতয়া শুচা।
সংজীবয়ন্নু গাত্রৈর্যথেন্দ্রোবনমম্বুদৈরিতি॥

এত শুনি অন্যা বাম্যস্বর স্বভাবেতে।
সখীগণ প্রতি কহে তারা শুনে সবে॥
রাসাদি লীলাতে কৃষ্ণের কিবা প্রয়োজন।
তোমরা সকলে মুগ্ধা না বুঝ কারণ॥
কৃষ্ণ-অভিমত সুখ মোর মুখে শুন।
বক্রোক্তিতে সবা প্রতি কহেন বচন॥

তথাহি।

কস্মাৎ কৃষ্ণ ইহা যাতি প্রাপ্ত রাজ্যোহতাতীতঃ।
নরেন্দ্রকন্যা উদ্বাহ্য প্রীতঃ সর্ব্ব সুহৃদ্বৃত॥ :

পুনঃ কথা সখী কহে সহচরীগণে।
ঈর্ষাদিক ভাব তেজ কৃষ্ণে প্রেম শূন্যে॥
এত বলি তাঁর সর্ব্বত্রেতে উদাসীন।
কহিতে লাগিলা তত্ত্বকথা যে প্রবীণ॥

তথাহি।

কিমস্মাভির্বনৌ কোভিরণ্যাভির্বা মহাত্মনঃ।
শ্রীপতেরাপ্তকামস্তক্রীয়েতার্থঃ কৃতাত্মনঃ॥

এতেক শুনিয়া সব সহচরীগণ।
তাসবার প্রতি কহে পরীক্ষা বচন॥
তার প্রাপ্ত আশা সবে শীঘ্র কর ত্যাগে।
সর্ব্বথা দুস্ত্যজ্য সবে কহে অনুরাগে॥

তথাহি।

পরং সৌখ্যং হি নৈরাশ্যং স্বৈরণ্যপ্যাহি পিঙ্গলা
তজ্জানতীনাং ন কৃষ্ণে তথাপ্যাশা দুরত্যয়া॥

আর কিছু কহি সখীগণ শুন কথা।
লোভীজন লোভবস্তু কারণে সর্ব্বথা॥
পায় কিবা নাহি পায় উৎসুক অন্তরে।
কদাচিত লোভ সেই ছাড়িতে না পারে॥

তথাহি।

কিং উৎসবেতু সংত্যক্তু মুত্তমশ্লোকসংবিদং।
অনিচ্ছতোহপি যস্ত শ্রীরঙ্গান্নচ্যবতে কচিৎ॥

আর শুন যদি কৃষ্ণ বিস্মরণ হয়।
দূরে হয় আশা সেই দুর্ঘটাতিশয়॥
যতেক বিচার করি বিস্মরণ তরে।
অন্তরে স্মরণ হয় অতি মনোহরে॥

তথাহি।

সরিচ্ছৈল বনোদ্দেশাগারবেণুরবাইমে।
সঙ্কর্ষণ সহায়েন কৃষ্ণেনা তারিতাঃ প্রভো।
পুনঃ পুনঃ স্মারয়ন্তি নন্দগোপসুতং বত।
শ্রীনিকেতৈস্তৎ পদ কৈর্দিস্মর্ত্তুং নৈবশক্নুমঃ।
গত্যা ললিতয়োদারঃ রাসলীলাবলোকনৈঃ।
মাধ্ব্যাগিরাহৃত ধিয়ঃ কথং তদ্বিস্মরামহে॥

এইমত গোপীগণ যত কথা কয়।
উদ্ধব সকল চেষ্টা দেখিয়া বিস্ময়॥
যতেক সন্দেশ কথা উদ্ধব কহিল।
সে সব বচনে কারো হৃদ্বোধ নহিল॥
ব্রজলোক অভিমত সন্দেশ না কহি।
প্রেমের তরঙ্গ দেখি উদ্ধব সে রহি॥
তবে সবে উদ্ধবের অনাদর করি।
মথুরাভিমুখে সবে নিজ নেত্র ধরি॥
পরমার্ত্তি ভরে তবে সদৈন্য রোদনে।
উদ্দেশে কৃষ্ণেরে সবে করে সম্বোধনে॥
ওহে কৃষ্ণ অযোগ্যা আমা সবাকার।
চিত্ত-আকর্ষক নাথ চরিত্র তোমার॥
ওহে রমানাথ সে রময়া নাথ মালা।
অদ্ভুত মাধুর্য্য রাসসম্পত্তির লীলা॥
ব্রজনাথ তোমার নাথতি ব্রজপুরী।
হে আর্ত্তিনাশন গিরিগোবর্দ্ধনধারী॥
সম্প্রতি তোমার যে বিচ্ছেদ দুঃখার্ণবে।
আজি কালি গোকুলনাগরী নাশ হবে॥
হে গোবিন্দ স্বপালিতচরী বাণীগণ।
স্মরিয়া বুঝহ শীঘ্র করি নিবেদন॥
ব্রজের উদ্ধার কর করি আগমনে।
বৃথা প্রয়োজন কিবা দূত প্রস্থাপনে॥

তথাহি।

হে কৃষ্ণ হে রমানাথ ব্রজনাথার্ত্তিনাশন।
মগ্নমুদ্ধর গোবিন্দ গোকুল বৃজিণার্ণবে॥

এতেক কহিয়া পুনঃ সব গোপীগণে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি করয়ে রোদনে॥
কোথা গেলা প্রাণনাথ মুরলীবদন।
একবার মোসবারে দেহ দরশন॥
মোসবা সহিতে সদা এই বৃন্দাবনে।
বিলাস করিতে অতি-আনন্দিত মনে॥
এক্ষণে মোসবা ছাড়ি কোথা-কার সনে।
কেমনে আছহ নাথ না পাই দর্শনে॥
এইমত প্রলাপ সবে করি পুনঃ পুনঃ।
মর্ত্ত কামা হৈলা সব ব্রজবধূগণ॥
বিচ্ছেদ-দুঃখেতে আশা শৈথিল্য দর্শনে।
আগে রহি উদ্ধব করয়ে নিবেদনে॥
শুন কৃষ্ণপ্রিয়া সব আমার বচন।
নিজ কান্তা বার্ত্তা কহি করহ শ্রবণ॥
এত কহি পুনঃ আর সন্দেশ বিশেষে।
শুকদেব সে কথা না কহে সবিশেষে॥
সন্দেশ শুনিতে সবে আনন্দ পাইল।
তৎক্ষণে বিরহজ্বর সব দূরে গেল॥
আপন সমান সে কৃষ্ণেরে সবে জানে।
উদ্ধবের পূজা করে বচন স্তবনে॥

তথাহি।

ততস্তাঃ কৃষ্ণসন্দেশৈর্ব্যপেত বিরহজ্বরাঃ।
উদ্ধবং পূজয়ামাসুর্জ্ঞাত্বাত্মানমধোক্ষজং॥

কৃষ্ণ কহিয়াছে সেই সন্দেশ বচনে।
উদ্ধব কহেন ব্রজবধূ সন্নিধানে॥
শুন প্রিয়তমাগণ সব মহাভাগে।
মৎ প্রেষিত প্রিয়তম উদ্ধবের আগে॥
নিজ নিজ নেত্রযুগ্ম মুদ্রিত করিবে।
তাহার দৃষ্টান্ত পূর্ব্বকথা শুন এবে॥
সখীগণ পূর্ব্বে নেত্র মুদ্রিত করিলা।
মুঞ্জাটবী দাবানলে তারা রক্ষা পাইলা॥
তৈছে বিরহাগ্নি-হৈতে তোমা সবাকারে
উদ্ধারিব যোগবলে দেখ সাক্ষাৎকারে॥
এত শুনি সবে নেত্র মুদ্রিত করিল।
শতকোটি বর্ষ সম সেইক্ষণ হৈল॥

এইমত কার্য্য যোগমায়ার কারণে
সবা সহ তাঁহা কৃষ্ণ করেন রমণে॥
বৃন্দাবন-বিহার যূথ ক্রীড়া মধুপান।
জলকেলি হিন্দোলাদি বিবিধ বন্ধান॥
অন্য না জানয়ে হেনরূপে কৃষ্ণ করে।
তবে তাসবার চিত্তে আনন্দ না ধরে॥
দেখিয়া উদ্ধব সেই মুহূর্ত্ত অন্তরে।
পুনরপি সম্বোধিয়া কহে সবাকারে॥
ওহে কৃষ্ণপ্রিয়াগণ শুন নিবেদন।
সম্প্রতি করহ সবে চক্ষু উন্মীলন॥
উদ্ধব-বচন শুনি ব্রজাঙ্গনাগণ।
আনন্দহৃদয়ে কৈল চক্ষু উন্মীলন॥
অধঃকৃত অক্ষ সব নিমীলিত হৈল।
গোপীগণ অতিশয় আনন্দ পাইল॥
পুনর্জ্জাত প্রায় আত্মা আপনাকে মানে।
সবে মেলি উদ্ধবের করয়ে পূজনে॥
এই কিবা শুন হে শ্লোকার্থে কহি আর।
যে সন্দেশ শুনি সবার আনন্দ অপার॥
কৃষ্ণ কহে শুন সব প্রেমাবতীগণে।
যদি সবে প্রাণত্যাগ ইচ্ছা কর মনে॥
তবেত সবার দশা শুনি অনুরাগে।
আমিহ নিশ্চয় প্রাণ করিব যে ত্যাগে॥
শপথ সহস্র করি কহিছি বচন।
তোমরা সকলে হও আমার জীবন॥
ব্রজ আগমনে যত্ন করি প্রতিক্ষণ।
তবে যে না পারি শুন তাহার কারণ॥
কাল কর্ম্ম কিবা প্রেমা প্রতিবন্ধ হয়।
তোসবা স্মরিতে মনে চিন্তা উপজয়॥
এতেক প্রকার যবে সন্দেশ শুনিল;
ব্রজবধূগণের বিরহজ্বর গেল॥
আপনাতে তাঁর প্রেমভাব সুনিশ্চয়।
লক্ষণ সন্তাপ যাহা সবার হৃদয়॥
অধোক্ষজ কৃষ্ণকে আপনা তুল্য মানি।
নিজ প্রাণ অধোক্ষজ কৃষ্ণে সবে জানি॥
সাধুবাদ নানাবিধ বচন স্তবনে।
উদ্ধবের পূজা করে ব্রজবধূগণে॥

শুনহ উদ্ধব যে কহিলে অতঃপর।
কৃষ্ণের সন্দেশে প্রাণ রাখিব তৎপর॥
যদি এই সন্দেশ না করিতে আখ্যানে।
তবে মোসবার অন্ত হইত মরণে॥
সর্ব্বনাশ হৈত তবে কহিনু নিশ্চয়।
ভাগ্যে সকলেরে রক্ষা কৈলে মহাশয়॥
এতেক বচনে উদ্ধবেরে সম্ভাষিল।
পূজন শব্দের এই বিশেষ কহিল॥
দশমাস ছিলা ঐছে নন্দের ভবনে।
গোপিকা সবের শোক কৈল বিমোচনে॥
কৃষ্ণলীলা কথা সে উদ্ধব গান করি।
আনন্দিত করিলেন গোকুলনগরী॥
কৃষ্ণকথা প্রসঙ্গে সে উদ্ধবের সনে।
ব্রজবধূগণ এক ক্ষণ করি মানে॥
যমুনা সে গিরিগোবর্দ্ধন বৃন্দাবন।
কুসুমিত বৃক্ষ সব করিয়া দর্শন॥
ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ স্মরণ করাঞা।
হরিদাস ব্রজে বিহরয়ে সুখী হৈয়া॥

তথাহি।

উবাস কতিচিন্মাসান্ গোপীনাং বিনুদন্ শুচঃ।
কৃষ্ণলীলাকথা গায়ন্ রময়ামাস গোকুলং॥
যাবন্ত্যহানি নন্দস্য ব্রজে বাসীৎ স উদ্ধবঃ।
ব্রজৌকসাং ক্ষণপ্রায় ন্যাসন্ কৃষ্ণস্য বার্ত্তয়া॥
সরিদ্বনগিরিদ্রোণী বীক্ষণ্ কুসুমিতান্ দ্রুমান্।
কৃষ্ণং সংস্মারয়ামাস হরিদাসো ব্রজৌকসাং॥

এইমত নিরবধি দেখি গোপীপ্রেম।
বিশুদ্ধ নির্ম্মল যেন দশবাণ হেম॥
কৃষ্ণাবেশে মনের বিক্লব অতিশয়।
দিব্যোন্মাদ দশা তাতে চিত্রজল্পময়॥
উদ্ধব পরম প্রীত হৈয়া নিজ মনে।
সবা নমস্করি এই কথা করে গানে॥

তথাহি।

এতাঃ পরং তনুভৃতো ভুবি গোপবধ্বো,
গোবিন্দ এবমখিলাত্মনিরূঢ়ভাবাঃ।
বাঞ্ছন্তি যদ্ভবভিয়ো মুনয়ো বয়ঞ্চ,
কিং ব্রহ্মজন্মভিরনন্তকথারসস্য॥

তবে সে উদ্ধব নিজ মনে পরামর্শে।
ভক্তি সে কারণ সর্ব্বজন মহোৎকর্ষে॥
তপ জ্ঞানাদিতে যৈছে কভু নাহি দেখি।
ভক্তজনে সকলের শ্রেষ্ঠ করি লিখি॥
আপনে সে ভক্তি সর্ব্ব উৎকণ্ঠা হইয়া।
সর্ব্বলোক প্রতিষ্ঠিত রূপেতে করিয়া॥
সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থলে সে কখন নাহি রয়।
সর্ব্বলোক বিগীতত্বে নিকৃষ্ট যে হয়॥
সেখানে থাকিয়া তারে সর্ব্বোৎকৃষ্ট করে।
সর্ব্বপূজ্য সুদুর্ল্লভ পদবী সে ধরে॥
এতেক ভাবিয়া সরোমাঞ্চ সুবিস্ময়ে।
গোপিকারে স্তবন করয়ে শ্লোকদ্বয়ে॥

তথাহি।

ক্বেমাঃ স্ত্রিয়োবনচরী ব্যভিচার দুষ্টাঃ
কৃষ্ণেকচৈব পরমাত্মনি রূঢ়ভাব।
নন্বীশ্বরোঽনুভজতেঽবিদুষোঽপি সাক্ষাৎ
শ্রেয়স্তনোত্যগদরাজ ইবোপযুক্তঃ॥
নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন গন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেঽস্যভুজদণ্ড গৃহীতকণ্ঠ
লব্ধাশিষ্যাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥

মনোরথ অনুচিত পরম দুর্ল্লভে।
মুনীন্দ্রাদি যে ভাব বাঞ্ছয়ে অতি লোভে॥
পূর্ব্বে যে কহিল আমি সেহ অবিচারে।
সে ভাবে সম্প্রতি লোভী করিল আমারে॥
শ্রুতি সব যে চরণ করে অন্বেষণ।
তথাপিহ সুদুর্ল্লভ সাক্ষাৎ দর্শন॥
দুস্ত্যজ স্বজন যত আর্য্যপথ আর।
ত্যজিয়া মুকুন্দপদ ভজিল যে সার॥
এ সব গোপিকা যার উপরে চরণ।
ধারণ করয়ে সেই গুল্মলতাগণ॥
ভাগ্যবান্ বৃন্দাবনে তার মাঝে যবে।
জন্ম হয়ে গোপী পাদরেণু পাই তবে॥

তথাহি।

আশামহোচরণরেণুজুষামহংস্যাং
বৃন্দাবনে কিমপি গুল্মলতৌষধীনাং
যা দুস্ত্যজং স্বজনমার্য্যপথঞ্চ হিত্বা
ভেজুর্মুকুন্দপদবীং শ্রুতিভির্বিমৃগ্যাং॥

পুনরপি তাসবার লক্ষ্যাদি দুর্ল্লভ।
বস্তুলাভ মাহাত্ম্য করিয়া অনুভব ॥
সবার প্রশংসা করে অতিশয় প্রেমে।
কৃষ্ণের চরণপদ্ম গোপী ধরে স্তনে ॥

তথাহি।

যাবৈশ্রিয়ার্চ্চিতমজাদিভিরাপ্তকামৈ
যোগেশ্বরৈরপি যদাত্মনি রাসগোষ্ঠ্যাং।
কৃষ্ণস্য তদ্ভগবতশ্চরণারবিন্দং,
ন্যস্তং স্তনেষু বিজহুঃ পরিরভ্যতাপং॥

এইমত মহত্বতা করি প্রতিপাদ্যে।
উদ্ধব প্রণাম করে সুমধুর পদ্যে ॥

তথাহি।

বন্দে নন্দ ব্রজস্ত্রীণাং পাদরেণুমভীক্ষ্ণশ।
যাসাং হরি কথোদ্গীতং পুনাতি ভুবনত্রয়ং

উদ্ধব বুঝিল যে আপন অধিকার।
কৃষ্ণের ভকতি নহে গোচর আমার ॥
করুণাসাগর কৃষ্ণ মোরে কৃপা কৈলা।
ব্রজে পাঠাইয়া ভক্তিসার দেখাইলা ॥
তাঁহার চরণে আমি করিনু নিবেদন।
এত চিন্তি মথুরা যাইতে হৈল মন ॥
শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
উদ্ধব বিদায় হৈল গোপিকার স্থানে ॥
নন্দ যশোদার স্থানে কৈল নিবেদন।
আজ্ঞা হয় মধুপুরে কারতে গমন ॥
গোপগণে মিলিয়া উদ্ধব চড়ে রথে
অত্যন্ত ত্বরাতে রাহি হইলেন পথে ॥

তথাহি।

অথ গোপীরনুজ্ঞাপ্য যশোদাং নন্দমেব চ।
গোপানামন্ত্র্য দাসার্হোযাস্যন্নারুরুহোরথং ॥

উদ্ধব গমন করে তার সন্নিধানে।
নানা উপায়ন হাতে করি গোপগণে ॥
উপনন্দাদিক সনে নন্দ অনুরাগে।
নেত্রে অশ্রু কৃষ্ণপ্রতি রতি যতি মাগে ॥

তথাহি।

তং নির্গতং সমাসাদ্য নানোপায়ন পানয়ঃ।
নন্দাদয়োঽনুরাগেন প্রারোচন্মশ্রুলোচনাঃ ॥
মনসো বৃত্তয়োনস্যুঃ কৃষ্ণপাদাম্বুজাশ্রয়াঃ।
বাচোভিধায়িনীর্নাম্নাং কায়স্তৎ প্রহ্বনাদিষু ॥
কর্ম্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্রক্বাপীশ্বরেচ্ছয়া।
মঙ্গলাচরিতৈরেষারতির্নঃ কৃষ্ণ ঈশ্বরে ॥

বিদায় হইয়া তিহোঁ মথুরা আইল।
ব্রজলোকের ভক্ত্যুৎকর্ষ কৃষ্ণে নিবেদিল ॥
নন্দদত্ত উপায়ন রাম কৃষ্ণে দিল।
যতেক বিশেষ কথা ক্রমে নিবেদিল ॥

তথাহি।

কৃষ্ণায় প্রণিপত্যাহ ভক্ত্যুদ্রেকং ব্রজৌকসাং।
বাসুদেবায় রামায় রাজ্ঞেচোপায়নান্থদাৎ ॥

নন্দীশ্বর পূর্ব্বে যে যোগিয়া নামে স্থান।
প্রসঙ্গানুক্রমে হৈল এ সব আখ্যান ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগিয়া স্থান বিবরণ কথনে শ্রীমদুদ্ধব
সন্দেশ কথনং নামৈকবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

দ্বাবিংশতিতম অধ্যায়ঃ।

যাবট ও কোকিলা বনের বিবরণ।

কৃষ্ণ ধাম পরিকর লীলা বিবরণ।
সংক্ষেপে করিল নন্দীশ্বরের বর্ণন ॥
এবে কহি যাওগ্রাম যাবট আখ্যান।
অত্যন্ত রহস্য স্থান প্রেমানন্দ ধাম ॥
তাহার মাঝারে হয় জটিলার বাড়ী।
বৃষভানুসুতার তিহোঁ হয়েন শাশুড়ী ॥
অভিমন্যু রাধিকার পতি মান্য হয়।
অতি অহঙ্কারী গোপ গোপের তনয় ॥

ননন্দা কুটিলা নাম প্রসিদ্ধা যাহার।
দেবর দুর্ম্মদাভিধ ব্রজে পরচার॥

তথাহি।

শ্বশ্রুস্তু জটিলাখ্যাতা পতিম্মন্যোঽভিমন্যুকঃ।
ননন্দা কুটিলানাম্নি দেবরোদুর্ম্মদাভিধ॥

দুর্ঘটঘটনাকারী ব্রজে পৌর্ণমাসী।
যোগমায়া ভগবতী যেই কৃষ্ণদাসী॥
ব্রজভূমে নন্দাদিক যত গোপগণ।
সকলের পূজ্যা তিহোঁ নন্দীশ্বরে রন॥
বৃষভানু রায় তাঁর আজ্ঞা অনুক্রমে।
জটিলার পুত্রে কন্যা করিলেন দানে॥
গোপকুলে শ্রেষ্ঠ হয় অতি কুলবান্।
অভিমন্যু নাম তার কহিয়ে আখ্যান॥
বৃষভানুসুতা রাই সদা সেই স্থানে।
সখীগণ সঙ্গে রঙ্গে করে বিলসনে॥
গ্রামের দক্ষিণদিগে কৃষ্ণকুণ্ড হয়।
রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে সেখানে মিলয়॥
পূর্ব্বদিগে বট এক হয় সুশীতল।
তার তলে রাসস্থলী পরম উজ্জ্বল॥
কিশোর কিশোরী তাঁহা করিয়া মিলনে।
বিলাস করয়ে সুখে অতি সঙ্গোপনে॥
তাহার পশ্চিমে মুক্তাকুণ্ড সুশোভন।
তাঁহা বিলসয়ে রাই সঙ্গে সখীগণ॥
পিয়ল আখ্যান কুণ্ড গ্রাম বায়ুকোণে।
আছয়ে লাড়েলি কুণ্ড তাহার পশ্চিমে॥
তাহার নিকটে শ্রীনারদকুণ্ড হয়।
যাবট মাঝারে রাই নিত্য বিরাজয়॥
সাবধান হৈয়া শ্রোতা করহ শ্রবণ।
শুনিলে হইবে কর্ণ মন রসায়ন॥
আভীরনাগরী শ্রেষ্ঠা বৃন্দাবনেশ্বরী।
যার সখী ললিতা বিশাখা আদি করি॥
পঞ্চবিধ সখী আর পরিবার সঙ্গে।
সতত নিমগ্ন প্রেমরসের তরঙ্গে॥
পশ্চাৎ কহিব সে মাধুর্য্য প্রেম রঙ্গে।
আগে যূথেশ্বরীগণ কহিয়ে প্রসঙ্গে॥

কৃষ্ণের প্রেয়সীগণ পরম অদ্ভুতা।
রমাদি হইতে প্রেম সৌন্দর্য্য ভূষিতা॥
ব্রজাঙ্গনাগণেতে প্রধানা শ্রীরাধিকা।
চন্দ্রাবলী পদ্মা শৈব্যা শ্যামলা ভদ্রিকা॥
তারা চিত্রা গোপালি পালিকা চন্দ্রশালী।
মঙ্গলা বিমলা লীলা কন্দর্পমঞ্জরী॥
তরঙ্গাক্ষী মনোরমা আর খঞ্জনাক্ষি।
কুমুদা কৈরবী বিশারদা শারদাক্ষি॥
শঙ্করী কুঙ্কুমা কৃষ্ণা ইন্দ্রাবলী সারি।
তারাবলী গুণবতী শ্রীকেলিমঞ্জরী॥
সারঙ্গী সুমুখী শিবা আর হারাবলী।
চকোরাক্ষি ভারতী কামিলা আদি করি॥
এ সব গোপিকা খ্যাত যূথ শতে শতে।
লক্ষ সংখ্যা বরাঙ্গনা হয় যূথে যূথে॥

তথাহি।

তাসাং যূথানি শতসংখ্যাতান্যাভীরসু ভ্রুবাং
লক্ষ সংখ্যাশ্চ কথিতা যূথে যূথে বরাঙ্গনাঃ॥

সর্ব্ব যূথ হৈতে কান্তা সর্ব্ব গুণোত্তমা।
তা সবারি নাম কহি যে যে মুখ্যতমা॥
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকা।
এই আদি সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হয় গোপালিকা॥

তথাহি।

মুখ্যাস্ত্বতেষু যূথেষু কান্তাঃ সর্ব্বগুণোত্তমাঃ।
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা পালিকাদয়ঃ॥

রাধা চন্দ্রাবলী এ সবাতে শ্রেষ্ঠা হয়।
যে দোঁহার যূথে সখী কোটিসংখ্যা হয়॥

তথাহি।

তত্রাপি সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠা রাধা চন্দ্রাবলীত্যুভে।
যূথয়োস্তয়োঃ সন্তি কোটিসংখ্যা মৃগীদৃশঃ॥

এ দোঁহার মধ্যে সর্ব্ব মাধুর্য্যে অধিকা।
গান্ধর্ব্বাখ্যা হয় বেদবিখ্যাতা রাধিকা॥

তথাহি।

তয়োরপ্যুভয়োর্ম্মধ্যে সর্ব্বমাধুর্য্যেতোঽধিকা।
রাধিকাবিশ্রুতিং যাতা যদ্গান্ধর্ব্বাখ্যয়া শ্রুতৌ॥

অসমানোর্দ্ধমাধুর্য্য গোপেন্দ্রকুমার।
পরার্দ্ধ পরাণ হৈতে প্রিয়তম যার॥

তথাহি।

অসমানোর্দ্ধ মাধুর্য্য ধুর্য্যো গোপেন্দ্রনন্দনঃ।
যস্যাঃ প্রাণ পরার্দ্ধানাং পরার্দ্ধাদতিবল্লভঃ॥
স্তবমালায়াঞ্চ।
নিজপ্রাণার্ব্বুদ প্রেষ্ঠ কৃষ্ণপাদনখাঞ্চলা॥

মাতৃকোটি হৈতে স্নিগ্ধা গোষ্ঠেন্দ্রগৃহিণী
যার প্রতি অতি স্নিগ্ধ কৃষ্ণ মাতা জানি॥

তথাহি।

মাতৃকোটিরপি স্নিগ্ধা যত্র গোষ্ঠেন্দ্রগেহিনী॥

এবে কহি রাধিকার সখীগণ নাম।
মন দিয়া শুন শ্রোতা ক্রমে যে আখ্যান।
সখী নিত্যসখী আর প্রাণসখী নাম।
প্রিয়সখী পরম প্রেষ্ঠ সখী পঞ্চাখ্যান॥

তথাহি।

অথ তন্নাম কীর্ত্ত্যন্তে সখ্যঃ পঞ্চবিধামতাঃ।
সখ্যশ্চ নিত্যসখ্যশ্চ প্রাণসখ্যস্তথৈব চ।
প্রিয়সখ্যশ্চ পরমপ্রেষ্ঠ ইত্যপি বিশ্রুতঃ॥

প্রথমে কহিব পরম প্রেষ্ঠ সখীগণ।
রাধিকার প্রিয়তমা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হন॥
সেইত পরম প্রেষ্ঠ সখীর সমাজে।
বরিষ্ঠ বরাখ্য সমন্বয় যুগ্ম ভজে॥
বরিষ্ঠ সর্ব্ব খ্যাত সর্ব্বোৎকর্ষা হয়।
রাধাকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ প্রেমের আশ্রয়॥
সখীগণের পরমাদরণীয়তাগত।
অপার গুণ রূপাদি মাধুর্য্য ভূষিত॥
ললিতা বিশাখা চিত্রা চম্পকলতিকা।
তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

তথাহি।

ললিতা চ বিশাখা চ চিত্রা চম্পকবল্লিকা।
তুঙ্গবিদ্যেন্দুলেখা চ রঙ্গদেবী সুদেবিকা॥

দ্বিতীয়ে কহিব বর অতি সুবিধানে।
সবাকার আট আট সখী নিরূপণে॥
দ্বাদশ বর্ষীয়া চলদ্বাল্যা সবে হয়।
তাসবার নাম কহি করিয়া নির্ণয়॥
কলাবতী শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গি আর।
রত্নলেখা শিখাবতী নাম প্রেমসার॥
কন্দর্পসুন্দরী ফুল্লকলিকা আখ্যান।
অনঙ্গমঞ্জরী এই অষ্ট জন নাম॥

তথাহি।

এতদ্দ্বাদশবর্ষীয়া চলদ্বাল্যা কলাবতী।
শুভাঙ্গদা হিরণ্যাঙ্গি রত্নলেখা শিখাবতী।
কন্দর্পসুন্দরী কুন্দবল্লিকানঙ্গমঞ্জরী॥

বৃষভানুকন্যা এহোঁ অনুজা রাধার।
শ্রীদাম অগ্রজ ভাই ব্রজে পরচার॥

তথাহি।

শ্রীদামা পূর্ব্বজোভ্রাতা কনিষ্ঠানঙ্গমঞ্জরী॥

এবে আর সখীগণের কহিব আখ্যান।
প্রেম অনুরূপরোধে ভিন্ন ভিন্ন নাম॥
কুরঙ্গাক্ষি বরাঙ্গদা মধুরী চন্দ্রিকা।
মণ্ডলী মণিকুণ্ডলা শ্রীচন্দ্রলতিকা॥
মাধবী মালতী মঞ্জুমেধা শশীকলা।
মধুর ঈক্ষণা কামলতিকা কমলা॥
মুঞ্জকেশী গুণচূড়া কন্দর্পসুন্দরী।
কমলা মদনালসা শ্রীপ্রেমমঞ্জরী॥
অনুমধ্যা আদি প্রিয়সখার গণন।
এবে প্রাণসখী নাম করিব কথন॥
কাদম্বরী শশীমুখী আর প্রিয়ম্বদা।
লাসিকা কেলিকন্দলী নাম মদোন্মদা॥
চন্দ্ররেখা রত্নাবলী আর মধুমতি।
বাসন্তী কলভাষিণী নাম মণিমতী॥
কর্পূরলতিকা আদি হয় প্রাণসখী।
এবে নিত্যসখীগণের নাম কিছু লিখি॥
কস্তুরী মনোজ্ঞা মণিমঞ্জরী সিন্দুরা।
কৌমুদী চন্দনবতী আর যে মদিরা॥
এই সব নাম নিত্যসখী প্রকরণ।
কুসুমিকা ধনিষ্ঠাদি সখীতে গণন॥
বৃন্দা কুন্দলতা আদি গণি সখী মাঝে।
ধাত্রীকন্যা কামদাখ্যা সখীভাবে ভজে॥
রাধিকার দাসীগণ কহিব এখন।
প্রিয় নর্ম্মসখী বলি যাহার গণন॥
লবঙ্গমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী।
গুণমঞ্জরিকা আর শ্রীরূপমঞ্জরী॥
রাগলেখা কোলাকোল মঞ্জরী আখ্যান।
মঞ্জনালী আদি হয় দাসীগণ নাম॥

এ সকল সখী সঙ্গে যাবট মাঝারে
বৃষভানুসুতা রাই করয়ে বিহারে ॥
এক্ষণে কহিব আর পরিবারগণ।
সুহৃৎপক্ষ প্রতিপক্ষ বিভেদ গণন ॥
সুহৃৎপক্ষ শ্যামলা মঙ্গলা আদি খ্যাতা।
চন্দ্রাবলী পদ্মা শৈব্যা প্রতিপক্ষ মাতা ॥

তথাহি।

সুহৃৎপক্ষ তয়া খ্যাত শ্যামলা মঙ্গলাদয়ঃ।
প্রতিপক্ষতয়া খ্যাতিং গতাশ্চন্দ্রাবলী মুখাঃ ॥

নান্দীমুখি বিন্দুমতী আদি কতজনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে করে রাইর মিলন সন্ধানে ॥
গান বাদ্য করি রাধিকারে করে সুখী।
তাসবার নাম পরিবার মধ্যে লিখি ॥
কলাকণ্ঠি সুকণ্ঠাদি যত সখী আর।
সুমধুর গান করে অগ্রেতে রাধার ॥
রসোল্লাসা স্মরোঙ্কুরা আর গুণতুঙ্গি।
নানামতে নৃত্য কলা প্রকাশিতে রঙ্গি ॥
বিশাখার কৃত গীত যারা করে গান।
বীণা মুরজাদি বংশী কাংস্যাদি বাজান ॥
নর্ম্মদা মালীর কন্যা আর প্রেমবতী।
নানা পুষ্পমালা রাধিকারে দেন নিতি ॥
সুগন্ধা নলিনী দুই নাপিতের কন্যা।
রাধিকার সেবা করে অতিশয় ধন্যা ॥
মঞ্জিষ্ঠা রঙ্গবত্যাখ্যা রজকের কন্যা।
রাধিকার বস্ত্র ধৌত করিতে প্রবীণা ॥
কালিন্দী নাম সৈরিন্ধ্রি বেশসংস্কারিণী।
বিচিত্রিণী কহিয়ে নাম বৈচিত্রকারিণী ॥
মান্ত্রিণী তান্ত্রিণী নাম দৈবজ্ঞনন্দিনী।
মন্ত্রণা তন্ত্রণা করে দৈবাদিতারিণী ॥
কাত্যায়নী আদি দূতী বয়স অধিকা।
ভাগ্যবতী মঞ্জপুণ্য হুডিডপকন্যকা ॥
গার্গীমুখী মুখ্যা হয় যাহারা ব্রাহ্মণী।
ভৃঙ্গারিকা আদি রাধার চেটিকা বাখানি ॥
এবে কহি রাধিকার সুহৃৎ যে হয়।
গোষ্ঠে বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুণ্ডে যে যে রয় ॥

সুবল উজ্জ্বল গন্ধর্ব্বাদি নর্ম্মসখা।
শ্রীমধুমঙ্গল বিদূষক মধ্যে লেখা ॥
রক্তাদিক করি কৃষ্ণদাস কত কত।
বিজয়াদি রসালাদি পয়োদাদি যত ॥
বিটাদি করিয়া নাম গণনা যাহার।
সকল সহিতে প্রীতি আছে রাধিকার ॥
মঞ্জুলা বিন্দুলা গন্ধা মৃদুলাদি করি।
বালিকা সকল হয় রাই-অনুচরী ॥
সুনন্দা যমুনা বহুলাদি গাবীগণ।
পীনাবৎসতরী তুঙ্গী প্রিয়া অতি হন ॥
রাধিকার অতি প্রিয়া হয়েত মর্কটী।
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ তার নাম যে কক্খটী ॥
কুরঙ্গ রঙ্গিণী নাম বৃন্দাবনে খ্যাতা।
রাধিকার সঙ্গে সদা ভ্রমে যথা তথা ॥
সুচারু চন্দ্রিকা নাম হয়েত চকোরী।
সুন্দরী নামেতে খ্যাত রাইর ময়ূরী ॥
সারিকা সূক্ষ্মধী শুভা আখ্যান দোঁহার।
গুণ গায় বৃন্দাবননাথ দোঁহাকার ॥
ললিত প্রবন্ধ সুললিত পাঠ করে।
চিত্রবাক্য শুনি সখীগণ-চিত্ত হরে ॥
মরালিকা তুণ্ডিকেরী নামে কুণ্ডে চরে।
সে মধুর শব্দে সুখী করেন রাইরে ॥
স্বর্ণ যূথী তড়িল্লতা কুণ্ড অনুপাশে।
প্রিয় স্থান প্রসিদ্ধ সে রাধিকার নামে ॥
যে কুণ্ড উপরে স্থান দীপ বেদীতটে।
রহস্য কথন স্থলী যাহার নিকটে ॥
এ সকল গণ লৈয়া যাবটে বৈসয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণ সহ প্রেমে বিলসয় ॥
সময়ানুক্রমে যবে সঙ্কেত যেখানে।
সখী সঙ্গে কৃষ্ণ সহ বিলসে সেখানে ॥
কৃষ্ণ সহ রাধিকার যাবটে মিলন।
যেরূপে যা হয় শুন কহিব এখন ॥
চাতকাদি সম শব্দ সঙ্কেত করিয়া।
সখীদ্বারে রাধিকারে দেন পাঠাইয়া ॥
সেইমত শব্দ রাত্রে করেন সেখানে।
সঙ্কেতানুরূপ মেলে যেখানে সেখানে ॥

বিলাস করয়ে দোঁহে সভয় অন্তরে।
অনুরাগ মনে যায় নিজ নিজ ঘরে ॥
জটিলা সমস্ত রাত্রি রহেন জাগিয়া।
পুত্র গোশালাতে বধূ রক্ষার লাগিয়া ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সঙ্গে।
সঙ্কেতানুরূপ মিলিবারে অতি রঙ্গে ॥
রাইর প্রাঙ্গণে কৃষ্ণ গমন করিল।
সে প্রাঙ্গণ প্রান্তে এক কুলিবৃক্ষ ছিল ॥
তাঁহা রহি শব্দ করে কোকিল সমানে।
শুনিয়া রাধিকা দ্বার করে উদ্ঘাটনে ॥
লোল শঙ্খ বলয়া রাই শব্দ করিল।
সে ধ্বনি শুনিবামাত্রে জটিলা জাগিল ॥
কেও কেও পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল।
জরতির বাক্যে দোঁহার ভয়ে কম্প হৈল ॥
সমস্ত রজনী কৃষ্ণ প্রাঙ্গণের কোণে।
কুলিবৃক্ষ-কোলে ছিলা মিলন কারণে ॥

তথাহি পদ্যাবল্যাং।

সঙ্কেতীকৃতং কোকিলাদি নিনাদং কংসদ্বিষং কুর্ব্বতো, দ্বারোন্মোচন লোলশঙ্খ বলয়াক্কণাং মুহুঃ শৃণ্বতঃ। কেয়ং কেয়মিতি প্রগল্ভা জরতী বাক্যেন দুরাত্মনো, রাধা প্রাঙ্গণকোণ কোকিলবিটপী ক্রোড়ে গতা শর্ব্বরী ॥

কৃষ্ণ সঙ্গে রাধিকার মিলন নহিল।
দিনান্তরে সখী সঙ্গে সঙ্কেত করিল ॥
সে গ্রাম নিকটবর্ত্তী হয় এক স্থান।
কহিয়ে কোকিলা বন তাহার আখ্যান ॥
সে রস মহিমা হয় অতি সর্ব্বোত্তম।
শ্রদ্ধামনে তাহা কিছু করহ শ্রবণ ॥
ললিতা সহিতে আর দিন কৃষ্ণ সনে।
পূর্ব্বাহ্ন সময়ে দেখা হইল নির্জ্জনে ॥
তাহারে দেখিয়া কৃষ্ণ আনন্দ অন্তরে।
মিলন সন্ধান কথা পুছয়ে সত্বরে ॥
ললিতা কহেন কৃষ্ণ শুনহ বচন।
যাবট পশ্চিমে স্থান অতি সুনির্জ্জন ॥
সে বনে কোকিল শব্দ করে অনুক্ষণ।
শুনিয়া মধুর ধ্বনি চিত্ত লুব্ধ হন ॥

অপরাহ্ন কালে তুমি সে স্থানে যাইবে।
রাধানাম লৈয়া বংশীধ্বনি যে করিবে ॥
সে ধ্বনি শুনিয়া মোরা রাইরে লইয়া।
তোমা সহ কুঞ্জ মধ্যে মিলিব আসিয়া ॥
ললিতার বাক্য শুনি আনন্দিত মনে।
অপরাহ্ন কালে কৃষ্ণ আইলা সেখানে ॥
পরম নির্জ্জন বন দেখিতে সুঠাম।
পুষ্পোদ্যানে মধুকর করে মধুপান ॥
রাই লাগি কৃষ্ণ অতি উৎকণ্ঠিত হৈলা।
কোকিলের প্রায় শব্দ করিতে লাগিলা।
মিলন আবেশে কৃষ্ণ করে বংশীধ্বনি।
আনন্দিনী নাম যেই ভুবনমোহিনী ॥
সে ধ্বনি ললিতা শুনি কহেন রাইরে।
শুন বৃষভানুসুতা কহিয়ে তোমারে ॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ তোমার লাগিয়া।
সুমোহন শব্দ করে বনেতে আসিয়া ॥
ললিতার বাক্যে রাই আনন্দ অন্তরে ॥
কৃষ্ণের মুরলী ধ্বনি শুনি প্রেমভরে ॥
ব্যাকুলা হইলা অতিশয় উৎকণ্ঠিতা।
সুমধুর স্বরে ললিতারে কহে কথা ॥
শুনহ ললিতা সখী আমার বচন।
কেমনে কৃষ্ণের সঙ্গে হইবে মিলন ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ আমার লাগিয়া।
সঘনে করেন ধ্বনি অতি আর্ত্ত হৈয়া ॥
মুঞিত অবলা মোর কণ্টকাতিশয়।
গৃহমাঝে ননদী কুটিলা সদা হয় ॥
পতি মোর হয় অতি দুরন্ত আশয়।
কিরূপে এ সব বঞ্চি অভিসার হয় ॥
ললিতা কহয়ে সখী স্থির কর মতি।
কৃষ্ণ অনুরাগ রূপে আছয়ে সারথি ॥
তুয়া মনোরথ কৃষ্ণ রথ তদুপরে।
অনুরাগ সারথি তথি করয়ে বিহারে ॥
রথীর আদেশ জানি সারথি সত্বরে।
তোমারে লইয়া যাবে কুঞ্জের ভিতরে ॥
শুনিয়া রাধিকা অতি আনন্দ পাইল।
উৎকণ্ঠিতা চিত্তে সবে গমন করিল ॥

সঙ্কেত নিকুঞ্জে সখীগণে করি সঙ্গে।
কৃষ্ণ সহ মিলিলেন রসের তরঙ্গে ॥
নানা রস লীলা দোঁহে করে সেইখানে।
তৃষ্ণা শান্তি নহে নব অনুরাগী মনে ॥
তবে নিজ নিজ স্থানে করিল গমনে।
এইত কোকিলা বনলীলা বিবরণে ॥
নন্দীশ্বর পূর্ব্বদিগে আজনখ নাম।
পরম নির্জ্জন স্থান শোভা অনুপাম ॥
রাই-নেত্রে কৃষ্ণ তথা পরায় অঞ্জন।
সে রহস্য কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
সখীগণ আদি নাম কহিল যাহার।
সেবা করে যার যেই হয় অধিকার ॥
কন্দর্প কুহলী নাম পুষ্পের বাটিকা।
পুষ্পেতে ভূষিত তাঁহা বিলসে রাধিকা ॥
একদিন রাই নিজ সখীগণ মেলি।
নানা বেশ ভূষা অঙ্গে করে কুতূহলী ॥
সেবাপরা সখী লৈয়া সুবর্ণ কঙ্কতী।
সংস্কার করয়ে কেশ অতি হর্ষমতি ॥
যেখানে যে শোভে বেশ সব সখীগণ।
ক্রমে ক্রমে সবে করে বিচিত্র রচন ॥
স্মর যন্ত্রাখ্যান তিলক ললাট উপর।
হৃদয় উপর হার হরি মনোহর ॥
রত্নবিভূষণ কর্ণে রোচন আখ্যান।
নাসিকা উপরে মুক্তা প্রভাকরী নাম ॥
কৃষ্ণ ছায়াচ্ছন্ন করি পদক ধরয়।
অতি বিমোহন যে মদন নাম হয় ॥
শঙ্খচূড়মণি রাই শিরোপরি ধরে।
অপর পর্য্যায় স্যমন্তক বলি যারে ॥
সৌভাগ্য নামেতে মণি রাধিকা যে ধরে।
নিজ কান্তে চন্দ্র সূর্য্য আক্ষেপ যে করে ॥
ভুজযুগে কঙ্কণ চটক শব্দ করে।
মণিকর্ব্বুরাখ্য দুই ধরয়ে কেয়ূরে ॥
বিপক্ষ মদমর্দ্দিনী মুদ্রানামাঙ্কিতা।
কাঞ্চন চিত্রাঙ্গী কাঞ্চী শোভে অদভূতা ॥
চরণযুগলে শোভে রতন মঞ্জীরে।
যে দোঁহার ধ্বনিতে কৃষ্ণের মন হরে ॥
পরিধান নীলবস্ত্র নাম মেঘাম্বর।
রক্তবস্ত্র ধরে রাই তাহার ভিতর ॥
নীলাম্বর আপনার প্রিয় অতিশয়।
রক্তবস্ত্র কৃষ্ণসুখ লাগি পরি রয় ॥
চন্দ্র দর্প হরণ দর্পণ সুশোভন।
মণিবন্ধ নাম নানা মণিতে রচন ॥
সে দর্পণ রাই আগে সখী ধরি থাকে।
বেশ হৈলে রাই আগে মাধুরী নিরখে ॥
এইমতে নানা বেশ করি হর্ষচিত্তে।
অঞ্জন আনয়ে রাই নেত্রে পরাইতে ॥
হেনকালে কুঞ্জে থাকি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধানাম ধরি বংশী করিল পূরণ ॥
সে ধ্বনি শুনিতে রাই প্রেমাবিষ্ট হৈল।
অতি শীঘ্রগতি সবে উঠিয়া চলিল ॥
প্রেমের আবেশে তাঁহা আসিয়া মিলিল।
তাঁরে দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ পাইল ॥
রাই-হাতে ধরি নিজ বামে বসাইল।
পীতাম্বর দিয়া প্রিয়ার মুখ মোছাইল ॥
প্রত্যেক সকল অঙ্গ করে নিরীক্ষণ।
অঞ্জন না দেখি নেত্রে কহেন বচন ॥
হায় হায় হেন বেশে অঞ্জন বিহীনে।
কহিয়া অঞ্জন-পাত্র লয় সখী স্থানে ॥
নর্ম্মদাখ্যা শলাকা সুবর্ণ বিরচিতা।
তার আগে অঞ্জনের তুলি সুশোভিতা ॥
তাহা হাতে লৈয়া কৃষ্ণ রাইর নয়নে।
পরম কৌতুকে করে অঞ্জন রঞ্জনে ॥
ঈষৎ মিলিত দেখি সে নেত্রযুগল।
আনন্দে অনঙ্গরসে হইল চঞ্চল ॥
নেত্রাঞ্জন রচন করিয়া সমাপন।
একদৃষ্টে নেহারয়ে প্রিয়ার বদন ॥
রাই নেত্রাঞ্চলে কৃষ্ণ মুখাব্জ মাধুরী।
পান করে যেন তৃষ্ণা ব্যাকুল ভ্রমরি ॥
এইমত দোঁহে দোঁহা করি নিরীক্ষণ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন করয়ে ক্রীড়ন ॥
সখীগণ নানাবিধ গান বাদ্য করে।
দোঁহে নৃত্য করি সুমধুর তান ধরে ॥

মল্লার ধানশী রাগ হৃদয়ামোদন।
আলাপ করয়ে রাই আনন্দে মগন ॥
ছালিক্য দয়িত নৃত্যপ্রিয় অতিশয়।
সে নৃত্য করেন রাই কৃষ্ণ নিরীক্ষয় ॥
রুদ্রবীণা রাধিকার প্রিয় সখীগণ।
আনন্দে মগন বাদ্য করে মনোরম ॥
এইমত কতক্ষণ করি নৃত্য গান।
সময়ানুরূপে কৈল বিলাস বিধান ॥
হেন যে অপূর্ব্ব লীলা হয় যেইখানে।
আজনখ করি কহি তাহার আখ্যানে ॥
এইমত সখী সঙ্গে যাবটে বৈসয়।
বৃন্দাবনে কৃষ্ণসহ বিলাস করয় ॥
মহানন্দে রাধাকৃষ্ণ সুরম্যকাননে।
এইমতে সখী সঙ্গে বিলসে সেখানে ॥
কহিব রাইর লীলা পরিকর স্থান।
আনন্দ হৃদয়ে ইহা যেই করে গান ॥
রাধাকৃষ্ণ-কৃপা তারে হয় অচিরাতে।
এইমত লীলা দেখি সখীগণ সাথে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যাবটাদি লীলা বিবরণ কথনে শ্রীরাধা পরিবার বর্ণনং নাম দ্বাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রয়োবিংশতিতম অধ্যায়ঃ

চন্দ্রাবলীর সহিত সখ্যতা ও সূর্য্যকুণ্ড পূজা ছলে মিলন।

এইত কহিল যাবটের বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ ॥
নন্দীশ্বর অগ্নিকোণে করালাখ্যা গ্রাম।
চন্দ্রাবলী পদ্মাদির তাহাতে বিশ্রাম ॥
চন্দ্রাবলী দেবীর শ্রীচন্দ্রভানু পিতা।
ব্রজপুরে খ্যাতা ইন্দুমতী যার মাতা ॥
বৃষভানু জ্যেষ্ঠ চন্দ্রভানু রত্নভানু।
কনিষ্ঠ হয়েন দুই সুভানু যে ভানু ॥
সেই চন্দ্রভানু ভগবতী-আজ্ঞা পাইলা।
করালার পুত্রে গোবর্দ্ধনে কন্যা দিলা ॥
সেই হৈতে চন্দ্রাবলী সখীগণ সনে।
সেখানে রহিয়া ছলে মিলে কৃষ্ণসনে ॥
চন্দ্রাবলী হয় জ্যেষ্ঠা ভগিনী রাধার।
রাধিকা সহিতে প্রতিকূল ভাব যার ॥
পদ্মা শৈব্যা তারাদি যাহার নিজ সখী।
সাধুশাস্ত্র অনুসারে নাম সব লিখি ॥

তথাহি।

চন্দ্রাবল্যোঃ পিতা চন্দ্রভানু বিন্দুমতীপ্রসূঃ।
পদ্মাশৈব্যা সুবেলাদ্যাঃ সখ্যোগোবর্দ্ধনঃ পতি

ভারুণ্ডাদি করি সবার শাশুড়ীর নাম।
করালাখ্যা গ্রামে তেঞি চন্দ্রাবলীর ধাম।

তথাহি।

ভারুণ্ডা ভর্ত্তৃ জনকা করালাখ্যাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।

শ্রীমতীগণের সখী দাসী যৈছে হয়।
চন্দ্রাবলীর দাসী সখী তেমতি আছয় ॥
সে সব সহিতে চন্দ্রাবলী কৃষ্ণ সনে।
সময়ানুরূপে মিলে সঙ্কেত ভবনে ॥
সঙ্ক্ষেপে কহিনু যে করালা বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ ॥
করালার নিকটে সাহার নামে গ্রাম।
নন্দাগ্রজ উপানন্দের যাহাতে বিশ্রাম ॥

যার জায়া সুপ্রবীণা নাম হয় তুঙ্গী।
সুভদ্র নামেতে যার পুত্র বড় রঙ্গি॥
তার ভার্য্যা অতি সুপ্রবীণা কুন্দলতা।
এ সবার গুণ কহি মন দেহ শ্রোতা॥
সেইত সাহার নাম প্রসিদ্ধ ব্রজেতে।
উপানন্দ অধিকারী তাহার মধ্যেতে॥
গোপ গোপী অনেক তাহার আজ্ঞাকারী।
তাহার বৈভব যত কহিতে না পারি॥
কভু নন্দীশ্বরে রহি কখন সাহারে।
নানামত কার্য্যে যেহোঁ কৃষ্ণে সুখী করে॥
শ্যামবর্ণাকৃতি অতি মন্ত্রী বিজ্ঞবর।
শুক্লবর্ণ দাড়ি মুখে শোভে মনোহর॥
ব্রজেশ্বর নন্দে যেহোঁ হইয়া পূজিতে।
সতত করয়ে স্থিতি তাহার সভাতে॥
আপনার প্রাণার্ব্বুদ খণ্ডন কারণে।
ভ্রাতৃসুত কৃষ্ণে সদা করয়ে তোষণে॥

তথাহি।

শ্বেতশ্মশ্রুভরণে সুন্দর মুখঃ শ্যামঃকৃতির্মন্ত্রণাভিজ্ঞঃ
সংসদি সন্ততঃ ব্রজপতেঃ কুর্ব্বন্ স্থিতিং যোঽর্চ্চিতঃ।
সপ্রাণার্ব্বুদ খণ্ডনৈর্মুরভিদং ভ্রাতুঃসুতং তোষয়েৎ,
সাহারে নিবসন্ সগোষ্ঠমবতান্নায়োপনন্দ সদা॥

তার ভার্য্যা তুঙ্গী নাম নন্দীশ্বরপুরে।
সতত গমন করে আনন্দ অন্তরে॥
কৃষ্ণের জ্যেঠাই তিহোঁ ব্রজেশ্বরী পূজ্যা।
নানা নীতিকার্য্য উপদেশ অতি আর্য্যা॥
সায়াহ্ণ সময়ে পুনঃ ভোজনের কালে।
নিজগণ সহ নন্দ বৈসে কুতূহলে॥
ডাহিনে বৈসেন উপানন্দ অভিনন্দ।
সনন্দ নন্দন বামে মধ্যে বৈসে নন্দ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে বৈসে নন্দ আগে।
ডাহিনে সে বটু সুভদ্রাদি বামভাগে॥
ক্রমে ক্রমে দুইদিগে সখাগণ বৈসে।
দেখিয়া আনন্দ যার হৃদয়ে উল্লাসে॥
পারস কারণে তারে বিজ্ঞাপন করি।
একপার্শ্বে রহিয়া দেখেন ব্রজেশ্বরী॥
রোহিণী পারস করে পাঞা তাঁর আজ্ঞা।
আদেশ করয়ে তুঙ্গী জননীত বিজ্ঞা॥

কৃষ্ণ বলরামে দেওয়াইয়া হর্ষমতি।
তবে আদেশয়ে দিতে নিজ ভর্ত্তা প্রতি॥
তবেত ব্রজেন্দ্র আদি তাঁর ভ্রাতাগণে।
কৃষ্ণ-সখাগণে তবে দেওয়ান সঘনে॥
দেখিয়া আনন্দে তার সুখ হয় যত।
কহিতে না পারি যদি মুখ হয় শত॥

তথাহি।

তুঙ্গী সুভদ্রজননী জননীতি বিজ্ঞা বিজ্ঞাপিতা ব্রজপরা পরিবেশনায়। ভোজ্যং ক্রমাজ্জং পরিবিবেশ স রোহিণীক বিপ্রাগ্রজ স্বধব দেবর পুত্রকেভ্যঃ॥

এবে কহি তার পুত্র সুভদ্র আখ্যান।
শ্যামবর্ণ সূক্ষ্মমতি যুবা গুণবান্॥
অত্যন্ত মধুরক্রিয়া সকলে যে ধন্য।
জ্যোতির্বিৎ সকলে যে হয় অগ্রগণ্য॥
পাণ্ডিত্যকরণে যেহোঁ জিনি বৃহস্পতি।
সতত ব্রজেন্দ্র বামে করে অবস্থিতি॥
মন্ত্রণা করিয়া প্রাণ অর্ব্বুদ সমানে।
অতি প্রিয়রূপে কৃষ্ণের করয়ে পালনে॥

তথাহি।

শ্যামঃ সূক্ষ্মমতির্যুবাতি মধুরাজ্যোতির্বিদামগ্রণী
পাণ্ডিত্যের্জিত গীষ্পতিঃ ব্রজপতেঃ সব্যে কৃতাবস্থিতি
কৃষ্ণং পালয়তীহ যঃ প্রিয়তয়া প্রাণার্ব্বুদৈরপ্যলং
মন্ত্রেণাপ্যুপনন্দসূনুমিহতং প্রীত্যা সুভদ্রন্নমঃ॥

তার জায়া কুন্দলতা অতি সুচরিতা।
রাধাকৃষ্ণ সুখকারী হয় যে সর্ব্বথা॥
অতি সুশোভনা ভব্যাশীলা মনোহারী।
ব্রজেশ্বরী স্নেহপাত্রী পরম সুন্দরী॥
তার আজ্ঞা পাঞা যেই নন্দীশ্বরপুরে।
পাকের কারণে নিত্য আনে রাধিকারে॥
পথে পথে তাহার যে অতি প্রেমভরে।
কৃষ্ণরস সম্বাদ কহিয়া তৃপ্তি করে॥
জটিলা আদেশে মিত্র পূজাহ রাইরে।
পুনঃ সমর্পয়ে লৈয়া আনি তাঁর ঘরে॥
সেই ছলে কৃষ্ণ সহ মিলন করায়।
যত সুখ পায় তাহা কহনে না যায়॥

তথাহি

সখ্যেনালং পরমরুচিরানর্ম্ম ভব্যেন রাধাং
পাকার্থং যা ব্রজপতি মহিষ্যাজ্ঞয়া যন্নয়ন্তি।
প্রেম্নাশশ্বৎ পথি পথি হরের্বার্ত্তয়াতর্পয়ন্তী-
ত্বষ্যত্যেতাং পরমিহভজে কুন্দপূর্ব্বং লতাং তাং

এইমত কহিল সাহার গ্রাম কথা।
নন্দ প্রিয়তম উপানন্দ আদি যথা॥
ব্রজ মধ্যে আর কত কত স্থান হয়।
সর্ব্বত্র জানিবে কৃষ্ণ রসলীলাময়॥
সর্ব্বত্র আছয়ে কৃষ্ণলীলা পরিকর।
সংক্ষেপে কহিব কথা না হয় বিস্তর॥
এক্ষণে কহিব শুন সূর্য্যপূজা স্থান।
সাহার দক্ষিণে হয় মোরণা আখ্যান॥
তাঁহা সূর্য্যকুণ্ড সূর্য্যমণ্ডপ সুঠাম।
সূর্য্যের প্রতিমা তাঁহা হয় মূর্ত্তিমান॥
কৃষ্ণসঙ্গ-সুখ লাগি রাই অতি রঙ্গে।
তাঁর পূজা ছলে নিত্য যান সখী সঙ্গে॥
সে অতি রহস্য কথা শুন শ্রোতাগণ।
সূর্য্যপূজা ছলে যৈছে দোঁহার মিলন॥
পৌর্ণমাসী ভগবতী বৈসে ব্রজমাঝ।
কৃষ্ণসুখ নিমিত্ত ঘটনা যার কায॥
জটিলা আলয়ে তাঁর হৈল আগমন।
সম্ভ্রমে উঠিয়া তিহোঁ কৈল সম্ভাষণ॥
তবে পৌর্ণমাসী তাঁরে আশীর্ব্বাদ কৈল।
জটিলা আসন দিয়া তাঁরে বসাইল॥
আপনার ভাগ্য বৃদ্ধা করয়ে প্রশংসা।
তবে পৌর্ণমাসী করে কুশল জিজ্ঞাসা॥
পুত্রবধূ আনন্দ গোধন সুখী হয়।
সকল আনন্দ হয় তেহোঁ নিবেদয়॥
কিন্তু একমাত্র দুঃখ হয় মোর মনে।
কৈছে দূর হয় দেবী কহ সে বিধানে॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী জিজ্ঞাসিল তারে।
কি তোমার মনঃকথা কহত আমারে॥
তিহোঁ কহে অভিমন্যু আমার তনয়।
সতত গোপালে রহে সুন্দর আশয়॥
যদি কদাচিত পুত্র গৃহেতে থাকয়।
তবে রাই নিজবাস মন্দির ছাড়য়॥
গৃহমাঝে পুত্রবধূ দেখিতে না পাই।
নিজ মনঃকথা নিবেদিল তুয়া ঠাঁই॥
না জানি কি গ্রহদোষে হেন রীতি হয়।
আপনে করহ আজ্ঞা যেন হেন নয়॥
শুনি পৌর্ণমাসী তবে তাহারে কহয়।
আছয়ে বিধান যদি তুয়া মনে লয়॥
গ্রহগণ মধ্যে সূর্য্য সকলের রাজা।
রবিবার দিবসে যে তাঁর করে পূজা॥
তার সর্ব্ব মনোরথ শীঘ্র প্রাপ্ত হয়।
বধূগণে পূজিলে সম্পত্তি অতিশয়॥
পতি চিরজীবী হয় গ্রহদোষ নাশে।
স্বামী সহ প্রেম বাড়ে দিবসে দিবসে॥
শুনিয়া জটিলা অতি আনন্দ পাইল।
ভগবতী প্রতি তবে কহিতে লাগিল॥
অতিশয় প্রেম তুয়া রাইর উপরে।
অতএব আপনেই আজ্ঞা কর তারে॥
তুয়া আজ্ঞা রাই কভু না করে লঙ্ঘন।
আনন্দে করিবে নিত্য মিত্রের পূজন॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী ডাকিয়া রাইরে।
মিত্রপূজা প্রকরণ কহিলেন তাঁরে॥
আমার বচনে মিত্রপূজা কর নিতি।
গো সম্পদ সমৃদ্ধি হইবে বাঞ্ছাসিদ্ধি॥
এত শুনি রাই তাঁরে প্রণাম করিল।
অবশ্য কর্ত্তব্য যে তোমার আজ্ঞা হৈল॥
তবে পুনঃ ভগবতী কহে জটিলারে।
সূর্য্যপূজা আরম্ভ করাবে রবিবারে॥
পূজার সামগ্রী দিয়া সঙ্গে সখীগণ।
কুন্দলতা হাতে রাই করিহ সমর্পণ॥
অত্যন্ত প্রগল্ভা ব্রজে সবে জানে তারে।
ব্রজেন্দ্রকুমার যারে অতি শঙ্কা করে॥
তিহোঁ রাধিবারে সূর্য্য করায়্যা পূজন।
তুয়া স্থানে পুনশ্চ করিবে সমর্পণ॥
এত কহি গমন করিল ভগবতী।
জটিলা করিল তাঁর চরণে প্রণতি॥
প্রাতঃকালে ব্রজেশ্বরী কুন্দলতা দ্বারে।
প্রীতে করি প্রণাম কহিলা জটিলারে॥

দুর্ব্বাসার বরে রাধা মিষ্টহস্তা হয় ।
তাঁর পাককৃত দ্রব্য অমৃত নিন্দয় ॥
অতি রুচি উপজয় কৈলে আস্বাদন ।
পরমায়ু বৃদ্ধি হয় করিলে ভোজন ॥
অতি অজ্ঞ বধূ কুন্দলতার সহিতে ।
পাঠাইহ শঙ্কা কিছু না করিহ চিতে ॥
কুন্দলতা জটিলারে কৈল বিজ্ঞাপন ।
রাইরে পাঠাইল তেহোঁ করিতে রন্ধন ॥
নন্দগৃহে রাধিকার রন্ধন প্রসঙ্গ ।
কৃষ্ণের ভোজন লীলা আদি যত রঙ্গ ॥
নন্দীশ্বর প্রসঙ্গে কহিল সেই কথা ।
অতএব বর্ণন না কৈল পুনঃ এথা ॥
রাধিকারে কুন্দলতা জটিলার স্থানে ।
সখীগণ সঙ্গে আনি কৈল সমর্পণে ॥
দেখিয়া জটিলা অতি আনন্দ পাইল ।
কুন্দলতা প্রতি প্রীতে কহিতে লাগিল ॥
ব্রজমধ্যে পতিব্রতা বিখ্যাত তোমার ।
তুয়া প্রতি অতি স্নেহ হয়তো আমার ॥
অতএব আমি রাধিকারে তুয়া স্থানে ।
সমর্পণ কৈনু কিছু শঙ্কা নাহি মনে ॥
ভগবতী-আজ্ঞা তুমি করহ পালন ।
রাইরে করাহ লৈয়া সূর্য্যের পূজন ॥
তবে কুন্দলতা কহে আজ্ঞা যে তোমার
রাধিকারে সূর্য্যপূজা কর্ত্তব্য আমার ॥
তবেত জটিলা রাই কুন্দলতা স্থানে ।
সমর্পণ করিলেন সখীগণ সনে ॥
তবে রাই চলিলেন কুন্দলতা সঙ্গে ।
সূর্য্যপূজা ছলে প্রেমরস পরসঙ্গে ॥
পূজার সামগ্রী লৈয়া সব দাসীগণ ।
নানা রসকথা সঙ্গে করিল গমন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণে গেলা গোবর্দ্ধনে ।
রসের আদেশ প্রিয়নর্ম্ম সখাগণে ॥
কুন্দলতা তুলসীরে তাঁহা পাঠাইল ।
বীড়ার সামগ্রী মালা কৃষ্ণ লাগি দিল ॥
কৃষ্ণের নিকটে তেহোঁ কৈল আগমন ।
সঙ্কেত করিল রাধিকার বিবরণ ॥

সূর্য্যপূজা ছলে রাই সখীগণ সাথে ।
তুয়া সঙ্গ লাগি আগমন করে পথে ॥
কুণ্ডের নিকটে নাম কন্দর্প কুহলি ।
পুষ্পবাটী আছে তাঁহা সবে কুতূহলী ॥
পুষ্প ত্রোটনের ছলে করিল গমন ।
শুনি তেঁহ কৃষ্ণ হৈলা আনন্দিত মন ॥
মধুমঙ্গলের সঙ্গে শ্রীকুণ্ডে গমন ।
করিয়া দর্শয়ে কুঞ্জশোভা বিলক্ষণ ॥
দরশন করি মধুমঙ্গলের সনে ।
প্রিয়ার মিলন লাগি উৎকণ্ঠিত মনে ॥
তাবৎ রাধিকা সূর্য্যকুণ্ডকে আইলা ।
সূর্য্যমণিবদ্ধ মণ্ডপেতে প্রবেশিলা ॥
সূর্য্যেরে প্রণাম কৈল আনন্দিত হৈয়া ।
অতি উৎকণ্ঠিতা কৃষ্ণ-দর্শন লাগিয়া ॥
পূজন সামগ্রী তাঁহা ধরিয়া রাখিল ।
পুষ্পহৃতি ছলে পুষ্পবাটীরে চলিল ॥
পুষ্পবাটী গিয়া রাই সখীগণ সঙ্গে ।
পুষ্প অপচয় করে কৃষ্ণকথা রঙ্গে ॥
হেনকালে কৃষ্ণ তাঁহা করিল গমন ।
রাইরে দেখিল সঙ্গে সব সখীগণ ॥
রাধিকাও পাইয়া কৃষ্ণের দরশনে ।
অতিশয় আনন্দ বাড়িল তাঁর মনে ॥
অন্যোন্য দর্শনে প্রেমসিন্ধু উথলিল ।
নানা ভাব উদয় দোঁহার অঙ্গে হৈল ॥
দোঁহা দেখি দোঁহে মনে বিস্ময় পাইয়া ।
কহিতে লাগিল কিছু বিতর্ক করিয়া ॥
প্রিয়ার মাধুরী মধুমঙ্গলের সনে ।
আস্বাদন করে প্রেমে মত্ত তনু মনে ॥

তথাহি ।

কিং কান্তেঃ কুলদেবতা কিমুত বা লাবণ্য লক্ষ্মীরিয়ং,
সম্পদ্বা কিমু মাধুরী তন্নমতী লাবণ্য বন্যান্বিয়ং ।
কিম্বা নন্দতরঙ্গিণী কিমথবা পীযূষধারাশ্রুতিঃ,
কান্তাসাবুতরামমেত্রিয়গণানাহ্লাদয়ন্ত্যাগতা ॥১।
তাবন্নেত্রচকোর চন্দ্রবদনা নাসালিনী পদ্মিনী,
জিহ্বা কোকিলিকা রসাল দশনা কর্ণেন হৃচ্ছিঞ্জিতা
দেহানং গন্ধবার্ত্তবারণ সুধা স্রোতস্বতী মুক্তিকা,
সৈবেয়ং দয়িতোদিতা ফলিতবান্ মদ্ভাগ্য কল্পদ্রুমঃ ॥

কৃষ্ণের মাধুরী হেরি বিশাখার আগে।
বিতর্ক করিয়া রাই কহে অনুরাগে॥

তথাহি।

তাপিঞ্ছঃ কিং কিমুজ্জলধরঃ কন্দলো বেন্দ্রনীলঃ,
সাবুঃ কিম্বাঞ্জন শিখরিণঃ ক্ষীরভৃঙ্গ ব্রজোম্ব-
ভৃঙ্গাপূরঃ, কিমুত নিচয়ঃ কিং সিনিন্দীবরাণাং,
পুঞ্জীভূতো ব্রজমৃগদৃশাং কিম্নপাংঙ্গাবলীনাং॥১॥
অয়ং কিং কন্দর্পঃ সখলুরিতনুঃ কিং স্মরসরাট্,
সলোধর্মী কিম্বা মৃতরসনিধিং সোঽতি বিততঃ।
কিমুৎফুল্ল প্রেমামৃত তরুবর, সোঽপিনচরঃ,
সবাসৌমৎ প্রাণান্ জয়তি মমভাগ্যং যুস্তথা॥

নেত্রভৃঙ্গ অরবিন্দ সেই কান্ত হয়।
কিবা আমি ভ্রান্তা সখী কহত নিশ্চয়॥
এইমত রাই বিশাখারে জিজ্ঞাসিল।
শুনি সব সখীগণ হাসিতে লাগিল॥
পুলকিত তনু গদগদাক্ত কণ্ঠী হ'য়ে।
চঞ্চল নয়না হেরি বিশাখা কহয়ে॥

তথাহি।

কান্তঃ সোঽয়ং স্ফুরতি পুরতো, নেত্রভৃঙ্গারবিন্দঃ,
কিম্বা ভ্রান্তাস্মহমিতি সখে ব্রূহিসত্যং বিশাখে।
ইত্থং পৃষ্টাপুলকিত তনুং গদগদারহ্বকণ্ঠী,
মালীহাসৈশ্চপলনয়নাং তামবাদীন্মদাসৌ॥

কস্তুরী তিলক যেহোঁ তোমার ললাটে।
ভুনযুগে চিত্র নিরমিল কত ঠাটে॥
চিবুকে যে দিল বিন্দু অঞ্জন নয়নে।
ইন্দীবর রচনা যে করিল শ্রবণে॥
তোমার কুন্তলে যেহোঁ অবতংস দিল।
শুন সখী সেই কান্ত আগমন কৈল॥
তোমার যে ভাগ্যরাশি করিল কথন।
আগে গিয়া কর নিজ কান্ত দরশন॥

তথাহি।

কস্তুর্য্যাসত্তিলু কমলিকে যস্তবো বোভ্রযুগ্মে
চিত্রং বিন্দুঃ সুমুখি চিবুকে নেত্রযুগ্মেঽঞ্জন শ্রীঃ।
শ্রুত্যোরিন্দীবর বিরচিতঃ কুন্তলে চাবতংসঃ
সোঽয়ং কান্তঃ স্ফুরতি সখিতে ভাগ্যরাশি ব্রজামঃ

এইমত দোঁহে ভাব বিমুগ্ধ হইয়া।
অন্যোন্যে দোঁহে দোঁহা মিলিল আসিয়া॥

মধ্যাহ্ন সময়ে দোঁহার হইল মিলন।
অতি সে আনন্দ প্রেমসিন্ধু নিমগন॥
প্রথমে কন্দর্প যজ্ঞ আরম্ভ করিল।
কুন্দলতা পূজনের আচার্য্য হইল॥
রাধিকার অঙ্গেতে কন্দর্প যজ্ঞ স্থান।
ক্রমে দেখাইয়া করে পূজন বিধান॥
ললিতাদি সখী তাতে খাঁদার্থ করিল।
পঞ্চদেবার্চ্চন আগে কেন না করিল॥
কুন্দলতা কহে দিক্‌পালের পূজা বিনে।
পঞ্চদেবার্চ্চন কভু না হয় বিধানে॥
তাতে কত কত কথা রসের তরঙ্গে।
কৃষ্ণ কুন্দলতা ললিতাদি সখী সঙ্গে॥
তবে কুন্দলতা দিক্‌পালের বিবরণ।
কহিতে লাগিল অতি রসে নিমগন॥
অষ্টসখী অষ্টদিকে দিক্‌পালিকা হয়।
রূপমঞ্জরীক ঊর্দ্ধে দেবী সুনিশ্চয়॥
অনঙ্গমঞ্জরী রসাতলের দেবতা।
এইমত কহিল দশদিক্‌পালের কথা॥
পূজিবারে যায় কৃষ্ণ রসের তরঙ্গে।
ক্রমে নানা রস কথা হয় সবা সঙ্গে॥
তবে রাই-অঙ্গে কৃষ্ণ যজ্ঞ সমর্পিল।
অতি রসরঙ্গ কথা সংক্ষেপে কহিল॥
ললিতা নন্দদা কুঞ্জে সবে প্রবেশিলা।
তাঁহা কুঞ্জগণ মধ্যে কৈল নানা লীলা॥
মদনান্দোলন মাঝে তাঁহা দোলাখেলা।
নানা রসকথা সখীগণ আস্বাদিলা॥
তবে কুণ্ড উপবনে করিলা গমনে।
ছয়ঋতু শোভা তাঁহা দেখে স্থানে স্থানে॥
নানা পক্ষীগণ ধ্বনি ভ্রমরা ঝঙ্কারে।
শুনিতে সবার অঙ্গে আনন্দ না ধরে॥
নানাবিধ বৃক্ষলতা সুশোভন বন।
দেখি আনন্দিত রাধাকৃষ্ণ সখীগণ॥
বহুবিধ কথা রস কথা আস্বাদিলা।
সখীগণ-নেত্র যাহা দেখি সুখী হৈলা॥
তবে বৃন্দাদেবী কুঞ্জে দাসীগণ সঙ্গে।
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ সেবা কৈল নানা রঙ্গে॥

অতি সুমধুর মধু চষকে ভরিয়া।
রাধাকৃষ্ণ আগে দিল আনন্দিত হৈয়া॥
প্রিয়া সহ কৃষ্ণ সেই মধু পান কৈল।
সখীগণ পান করি সবে মত্ত হৈল॥
মধুপানে মত্ত কৃষ্ণ হৈল অতিশয়।
রসাবেশে রাই সহ কুঞ্জে বিলসয়॥
সখীগণ কুঞ্জে কুঞ্জে শয়ন করিল।
কৃষ্ণচন্দ্র সুখে রাধা সহ বিলাসিল॥
তবে রাই কৃষ্ণচন্দ্রে করিল প্রেরণ।
প্রতি কুঞ্জে সবা সহ করিল রমণ॥
তবে পুনঃ সবে মিলে একত্র হইল।
নানা যে কৌতুক কথায় আনন্দ বাড়িল।
রাই-অঙ্গশোভা সবে করয়ে বর্ণন।
আনন্দসাগর মাঝে সবে নিমগন॥
তবে কৃষ্ণ জলকেলি করিবারে রঙ্গে।
কুণ্ডজলে নাবিলেন প্রিয়াগণ সঙ্গে॥
নানাবিধ জলকেলি রাধিকাদি সনে।
সখী সঙ্গে নানা লীলা দেখে দাসীগণে॥
কতক্ষণ কুণ্ডজলে জলক্রীড়া করি।
প্রিয়াগণ সঙ্গে তটে উঠিলেন হরি॥
শুষ্কবস্ত্র পরিধান বেশ বিরচন।
আনন্দ আবেশে সবে কৈলা সমাপন॥
তবে বৃন্দা লৈয়া আইল নিকুঞ্জ ভিতরে।
নানা ভক্ষদ্রব্য আনি আনন্দ অন্তরে॥
রাধাকৃষ্ণ সখীগণে করাইল ভোজন।
নানা রস পরসঙ্গে কৈল আচমন॥
মুখশুদ্ধি করি তবে সকলে বসিল।
বৃন্দাদেবী শুক সারী সেখানে আনিল॥
কৃষ্ণগুণ প্রশংসিয়া শুক পাঠ করে।
রাধাগুণ বর্ণে সারী আনন্দ অন্তরে॥
দোঁহা হাস্য করি দোঁহে করয়ে বর্ণন।
শুনি বৃন্দাসখীগণ আনন্দে মগন॥
তবে দুহুঁ মেলি দোঁহার গুণের বর্ণনা।
করিল অষ্টক দুই দাস্যাদি প্রার্থনা॥
এইমত প্রতি কুঞ্জে রাধিকার সঙ্গে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিলসয় নানা রসরঙ্গে॥

সুদেবী সুখদা হরির কুঞ্জেতে আইলা।
দ্যুতক্রীড়া করিবারে আরম্ভ করিলা॥
রাধাকৃষ্ণ দুইজনে অতি কুতূহলে।
পাশক খেলায় প্রেম আনন্দে বিহ্বলে॥
শ্রীমধুমঙ্গল হৈলা কৃষ্ণের সহায়।
সখীসহ রাই কৃষ্ণ সহিতে খেলায়॥
দানের নিয়ম করি দোঁহে পাশা ফেলে।
দুহুঁ পরাজয় লাগি দোঁহার কোন্দলে॥
তবে বৃন্দা নান্দিমুখী মধ্যস্থ হইল।
পুনরপি দোঁহে পাশা খেলা আরম্ভিল॥
নিজ নিজ প্রিয় দ্রব্য করিলেন পণ।
দোঁহে পাশা খেলে সবে আনন্দে মগন॥
হেনকালে সারী কথা কহিতে লাগিল।
ব্রজ মাঝে জটিলার আগমন হৈল॥
সূর্য্যমন্দিরের পথে আইসে ত্বরায়।
অতএব কার্য্য কিছু নাহিক খেলায়॥
শুনিয়া সবার চিত্তে শঙ্কা উপজিল।
তার পর খেলা দোঁহে সমাধা করিল॥
সূর্য্যকুণ্ডে আইল রাই সখীগণ সঙ্গে।
কুণ্ডে রহে কৃষ্ণ বটু সহ প্রেম রঙ্গে॥
সূর্য্যের মন্দিরে রাই হৈল উপস্থিতে।
জটিলা আইল তাঁহা অত্যন্ত ত্বরিতে॥
আসি অতি ক্রোধে তিহোঁ কহিতে লাগিল।
সূর্য্যপূজা নাহি করি কোথা গিয়াছিলা॥
পূর্ব্বাহ্নে আইলা হৈল তৃতীয় প্রহর।
বনে বনে ফির তোসবার নাহি ডর॥
কুন্দলতা কহিতে লাগিল জটিলারে।
বিপ্র না মিলয়ে ইহাঁ সূর্য্য পূজিবারে॥
বনে বনে ফিরি সবে ব্রাহ্মণ কারণে।
সবে মাত্র দেখা হৈল একজন সনে॥
গর্গ-শিষ্য হয় বিশ্বকর্ম্মা নাম তার।
তিহোঁ নাই আইসে নাম শুনিয়া তোমার।
অতি যে সুন্দর রূপ গুণ মনোহর।
শ্যামল সুন্দর পূজাবিধিতে তৎপর॥
মধুমঙ্গলের সনে রহে কুঞ্জবনে।
তিহোঁ তুয়া দোষ গুণ করাইল শ্রবণে॥

জটীলা কহয়ে তাঁরে আগ্রহ করিয়া।
আন গিয়া অতিশয় দক্ষিণা সহিয়া॥
তথাপি একলা যদি না করে গমনে।
যত্ন করি আন মধুমঙ্গলের সনে॥
এত শুনি কুন্দলতা কৃষ্ণ স্থানে গেল।
শ্যামবর্ণ বিপ্র বেশ তাঁহারে আনিল॥
দেখিয়া জটিলা তাঁরে প্রণাম করিল।
বিপ্রবেশ দেখি সবে আনন্দ পাইল॥
জটিলা কহয়ে সূর্য্য করাহ পূজন।
যেরূপে পূজিলে শীঘ্র অভীষ্ট লভন॥
তবে কৃষ্ণ পুছিতে লাগিল জটিলারে।
তুয়া বধূ নাম কিবা কহত আমারে॥
জটিলা কহয়ে নাম হয়ত রাধিকা।
শুনিতেই কৃষ্ণপ্রেম বাড়িল অধিকা॥
সে গুণবতীর ব্রজ যার গুণাগুণ।
মথুরানগরে সবে করে প্রশংসন॥
অতিশয় সাধ্বী যশ-সমুদ্র যাহার।
মথুরানগরে শুনি লোকে চমৎকার॥
বৃদ্ধা কহে মিত্রপূজা করাহ ইহারে।
যেন অমঙ্গল যায় সর্ব্ব বাঞ্ছা পুরে॥
তবে রাই সখী সঙ্গে সূর্য্যের মন্দিরে।
প্রবেশ করিল অতি আনন্দ অন্তরে॥
কৃষ্ণমুখচন্দ্র রাই নয়ন চকোরী।
সুতৃপ্ত হইয়া পান করি ইচ্ছা ভরি॥
রাই-মুখপদ্ম কৃষ্ণ মত্ত মধুকর।
অনিমিষ নেত্রে পান করে নিরন্তর॥
তাতে যত যত ভাব হয়ত উদয়।
অতি সাবধান হৈয়া গোপন করয়॥
কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার বদন নেহারি।
কহিতে লাগিল অতি আনন্দ বিথারি॥
আচমন করিয়া বৈসহ মোর কাছে।
তবে সে করিব পূজা বিধান যে আছে॥
কৃষ্ণবাণী শুনি রাই ঈষৎ হাসিয়া।
পূজন বিধানে বৈসে আচান্ত হইয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র নৈবেদ্যাদি করি সুবন্ধানে।
নান্দী পঠনাদি করে পূজার বিধানে॥
তবে রাধিকারে কহে অবধান কর।
দূর্ব্বাঙ্কুর তুলসী পুষ্পাদি হস্তে ধর॥
পদ্মানিবন্ধনে নমঃ মন্ত্র উচ্চারণ।
করিয়া মিত্রের পদে কর সমর্পণ॥
তবে রাই তুলস্যাদি পুষ্প হস্তে ধরি।
অর্পণ করয়ে মন্ত্র উচ্চারণ করি॥
তবে কৃষ্ণ কহে রাই শুনহ বচনে।
আর যে কহিয়ে মন্ত্র করহ শ্রবণে॥
পুনশ্চ মিত্রায় নমঃ কর উচ্চারণ।
রাই উচ্চারণ করে আনন্দিত মন॥
এইমত ছলে কৃষ্ণ পূজন করায়।
দেখি কুন্দলতা ললিতাদি সুখ পায়॥
কৃষ্ণ কহে রাই নিজ করে পুটাঞ্জলি।
করি বর মাগ বাঞ্ছা পূর্ণ কর বলি॥
তবে রাই পুটাঞ্জলি করি বর মাগে।
বাঞ্ছা পূর্ণ কর মিত্র কহে অনুরাগে॥
এইমতে রাই সূর্য্যপূজন করিল।
দেখি জটিলার চিত্তে আনন্দ হইল॥
পূজার সম্পূর্ণ কালে সে মধুমঙ্গল।
স্বস্ত্যাদিবাচন করি অত্যন্ত তরল॥
জটিলারে কহে স্বস্তি বচন দক্ষিণা।
মোরে দেহ তবে যজ্ঞ হইবেক পূর্ণা॥
নিজ করাঙ্গুলি মধুমঙ্গলেরে দিল।
আনন্দিত হৈয়া বটু আশীর্ব্বাদ কৈল॥
বৃদ্ধা কহে বধূহস্ত-লক্ষণ দেখহ।
কিবা দোষ গুণ মোরে বিশেষিয়া কহ॥
তবে কৃষ্ণ কহে বৃদ্ধে শুনহ বচন।
স্বপ্নেহ না করি পর রামার স্পর্শন॥
তবে কুন্দলতা কৈল হস্ত প্রসারণ।
দেখি কৃষ্ণচিত্তে নানা ভাব উদ্দীপন॥
অতি যত্ন করি তাহা সম্বরণ কৈল।
তবে জটিলার প্রতি কহিতে লাগিল॥
তুয়া বধূ-হস্তে দেখি সর্ব্ব সুলক্ষণ।
অতি সুমঙ্গলকারী হয় অনুক্ষণ॥
তোমার পুত্রের যত অরিষ্ট আছয়।
এই সাধ্বী প্রভাবে সকল নষ্ট হয়॥

শুনিয়া জটিলা কহে আনন্দিত মনে।
বধূ মোর অতিশয় চরিত্র শোভনে॥
অতএব প্রতিদিনে আসি এইখানে।
রাধিকারে করাইবে মিত্রের পূজনে॥
আপনার দাসী বলি জানিবে রাইরে।
করিবে বিধান যৈছে রাই-বাঞ্ছা পূরে॥
এত বলি নৈবেদ্যাদি স্বর্ণের অঙ্গুরী।
দক্ষিণা দিলেন কৃষ্ণচন্দ্র আগে ধরি॥
কৃষ্ণ কহে আমি ব্রহ্মচারী যে নূতন।
নৈবেদ্য দক্ষিণা মোর কিবা প্রয়োজন॥
হেনকালে সে মধুমঙ্গল হাস্য করি।
নৈবেদ্য বান্ধিয়া নিল স্বর্ণের অঙ্গুরী॥
তবে কৃষ্ণ জটিলারে কহিতে লাগিল।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণ মোরে নিমন্ত্রিল॥
অতএব তুয়া স্থানে বিদায় এক্ষণে।
বলিয়া চলিলা মধুমঙ্গলের সনে॥
তবে সে জটিলা গেল আপন ভবনে।
কুন্দলতা সনে রাই করিল গমনে॥
কৃষ্ণকথা রসরঙ্গে পথ চলি যায়।
আগে পাছে পাশে সখী আনন্দ হিয়ায়॥
এইমত প্রতিদিন সূর্য্যপূজা লীলা।
নানা যে কৌতুক রস করে নানা খেলা॥
মধ্যাহ্ন সময়ে রাধাকৃষ্ণের বিহার।
সংক্ষেপে কহিনু কথা না যায় বিস্তার॥
মোরাণেতে সূর্য্যকুণ্ডে সূর্য্যপূজা স্থান।
সংক্ষেপে কহিনু এই লীলা রস গান॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
সখী সঙ্গে পায় রাধাকৃষ্ণের সেবন॥
আয়ুর্যশ পুণ্যতার বাড়ে দিনে দিনে।
হরিপদে মতি হয় জন্মে দিব্যজ্ঞানে॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে সূর্য্যকুণ্ড বিবরণ কথনে মধ্যাহ্নলীলাসূত্র
কথনং নাম ত্রয়োবিংশতিঃধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

চতুর্বিংশতিতম অধ্যায়ঃ।

চরণ পাহাড়ী ও সিঙ্গার বট কথন।

সূর্য্যপূজা স্থানের কহিনু বিবরণ।
এবে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ॥
সাহারের পূর্ব্বে সূর্য্যকুণ্ডের ঈশান।
শাঁখি নাম হয় শঙ্খচূড় বধ স্থান॥
হোলির সময়ে গোবর্দ্ধন সন্নিধানে।
কহিয়াছি রত্ন সিংহাসন প্রকরণে॥
শাঁখির ঈশান পূর্ব্বে উমরাই নাম।
বৃন্দাবনেশ্বরীর যে রাজপট্ট ধাম॥
সখাগণ মেলি যবে কৃষ্ণের উপরে।
ছত্র ধরি রাজা কৈল ব্রজের ভিতরে॥
সখীগণ সঙ্গে রাই সে কথা শুনিল।
বৃন্দা নান্দিমুখী তাহি কহিতে লাগিল॥
ষোলক্রোশ বৃন্দাবন মোর অধিকার।
শ্রুতি স্মৃতি পুরাণে এ কথার প্রচার॥
বৃক্ষ লতা পশু পক্ষী সব মোর প্রজা।
হেন বৃন্দাবনে অন্য কেবা হয় রাজা॥
শুনি বৃন্দা নান্দিমুখী কহেন রাইরে।
তুয়া রাজ্যে কেবা অন্য রাজা হৈতে পারে
বৃন্দা নান্দিমুখী বাক্য করিয়া শ্রবণ।
তবে রাই বোলাইল সব নিজগণ॥
উমরা সাজিয়া কৃষ্ণ জিতিবার কাযে।
ত্বরিতে আইলা সেই ব্রজবন মাঝে॥
এ কথা শুনিয়া পৌর্ণমাসী তাঁহা আইল।
রাইত সে সাজ দেখি আনন্দ পাইল॥

তাঁরে দেখি রাই আসি প্রণাম করিল।
সখী সব আসি তাঁর চরণ বন্দিল ॥
বৃন্দা নান্দীমুখী দুঁহে বন্দিল চরণ।
আশীর্ব্বাদ করি কৈল রাই আলিঙ্গন ॥
তবে দেবী জিজ্ঞাসিতে লাগিল কারণ
বৃন্দা নান্দীমুখী দোঁহে কৈল নিবেদন ॥
তাহা শুনি ভগবতী কহেন রাইরে।
তুয়া রাজ্যে অন্য কেবা রাজা হৈতে পারে ॥
বৈকুণ্ঠে কমলা দ্বারাবতীতে রুক্মিণী।
দণ্ডকারণ্যেতে যৈছে জানকী বাখানি ॥
রাধা বৃন্দাবনে তৈছে কহয়ে পুরাণে।
সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ কথা কেবা নাহি জানে ॥

তথাহি মাৎস্যে।

বৈকুণ্ঠে কমলাদেবী দ্বারাবত্যাঞ্চ রুক্মিণী।
জানকী দণ্ডকারণ্যে রাধা বৃন্দাবনে বনে ॥

ষোলক্রোশ বৃন্দাবন তুয়া ধাম হয়।
ইহাতে সন্দেহ নাহি কহিল নিশ্চয় ॥
অতএব বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা নামে।
অভিষেক করি আজি বৃন্দাবন ধামে ॥
তবে বৃন্দাদেবী প্রতি কহিল বচন।
অভিষেক সামগ্রী করহ আয়োজন ॥
শুনি বৃন্দাদেবী অতি আনন্দিতা হৈয়া।
যে আজ্ঞা তোমার বলি গেলা প্রণমিয়া ॥
তবে ভগবতী আজ্ঞা দিল সখীগণে।
সে আজ্ঞা পাইয়া সবে আনন্দিত মনে ॥
কেহ যে মঙ্গল গায় সুমধুর স্বরে।
কেহ কেহ আনন্দে মাতিয়া নৃত্য করে ॥
কেহ কেহ বীণা আদি যন্ত্র যে বাজায়।
রাইরে দেখিয়া কেহ মহাসুখ পায় ॥
নান্দীমুখী সখী সঙ্গে শত ঘট জল।
আনিলেন সুবাসিত করি সুশীতল ॥
বৃন্দাদেবী নিজগণ সংহতি করিয়া।
সামগ্রী আনিল অভিষেকের লাগিয়া ॥
তবে দিব্যাসনোপরি বসায়ে রাইরে।
পৌর্ণমাসী ভগবতী অভিষেক করে ॥
তাঁর আজ্ঞা অনুগত বৃন্দা নান্দীমুখী।
যথোচিত ক্রিয়া করে হৈয়া অতি সুখী ॥
বৃন্দাবনেশ্বরী নাম রাধিকার ধরি।
অভিষেক কৈল সবে জয় জয় করি ॥
তবে সখীগণ অতি আনন্দ অন্তরে।
বৃন্দা নান্দীমুখী সহ মহোৎসব করে ॥
তবে রাই ভগবতী-চরণ বন্দিল।
তিহোঁ আশীর্ব্বাদ করি নিজস্থানে গেল ॥
পৌর্ণমাসী রাইর যে অভিষেক কৈল।
অতি বিস্তারিত কথা সংক্ষেপে কহিল ॥
এ সকল কথা ব্রজে হৈল পরচার।
সকলে জানিল বৃন্দাবন রাধিকার ॥
যেই স্থানে রাধিকা উত্তরা সাজি আইল
উমরাই নাম সবে কহিতে লাগিল ॥
বজ্রনাভ পুনঃ যবে বসাইল গ্রাম।
উমরাই বলিয়া ধরিল তার নাম ॥
সেখানে কিশোরীকুণ্ড শোভা অতিশয়।
বৃষভানু কিশোরীর প্রিয় স্থান হয় ॥
কিশোরশেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
রাধিকার সঙ্গে যাঁহা করেন বিহার ॥
ভক্তি করি তাঁহা যেই বাসাদি করয়।
রাধাকৃষ্ণ-প্রেমসেবা তাহারে মিলয় ॥
তার পূর্ব্বদিকে নরিনাম এক স্থান।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সেইত আখ্যান ॥
কংসের আদেশে যবে অক্রূর আইল।
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে মথুরা চলিল ॥
বিচ্ছেদে দুঃখিতা সব ব্রজবধূগণ।
মথুরাভিমুখী হৈয়া করে নিরীক্ষণ ॥
নন্দ আদি সঙ্গে কৃষ্ণ বলরাম রথে।
ত্বরা করি অক্রূর লইয়া চলে পথে ॥
যাবৎ চলয়ে রথ দেখিতে পাইল।
তাবৎ সেখানে সবে দাণ্ডাইয়া ছিল ॥
তার পর যবে রথ দেখিতে না পায়।
হরি হরি বলি সবে পড়িল ধরায় ॥
সেইখানে বজ্রনাভ বসাইল গ্রাম।
হরি বলি ব্রজেতে প্রসিদ্ধ হৈল নাম ॥

সেইখানে বলরামজীউ-সেবা স্থান।
অতি মনোহর সবে দেখি বিদ্যমান॥
নরির উত্তরে এক স্থান ছত্রবন।
অতি সুপ্রসিদ্ধ ব্রজে জানে সর্ব্বজন॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ যায় গোচারণে।
নানাবিধ খেলা করে আনন্দিত মনে॥
একদিন সখাগণ কৃষ্ণের সহিতে।
গমন করিল সবে ধেনু চরাইতে॥
শ্রীদাম কহয়ে শুন ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মোসবার প্রাণ ব্রজলোকের জীবন॥
রাজার তনয় তুমি রাজার সমানে।
তোমারে করিব রাজা এইত কারণে॥
আমরা হইব তোমার পাত্র মিত্রগণ।
কেহ পদাতিক হৈব কেহ প্রজাগণ॥
এইমত বাঞ্ছা মোর চিত্তে উপজয়।
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র তারে হাসিয়া কহয়॥
তুমি যাহা কহ ভাই তাহাই করিব।
তুয়া বাঞ্ছা পূর্ণ হৈলে আমি সুখ পাব॥
শুনিয়া শ্রীদাম অতি আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণে বসাইল দিব্য আসন উপরে॥
তার বামভাগে বৈসে রোহিণীনন্দন।
রাজমন্ত্রী রূপে করে কার্য্য প্রয়োজন॥
শ্রীদাম বিচিত্র ছত্র ধরে শিরোপরে।
অর্জ্জুন চামর করে প্রফুল্ল অন্তরে॥
আগে রহি শ্রীমধুমঙ্গল হর্ষমনে।
নানা হাস পরিহাস করে কৃষ্ণ সনে॥
প্রিয় নর্ম্মসখা সুবল নিকটে বসিয়া।
তাম্বূল যোগায় অতি কৌতুক করিয়া।
সুবাহু বিশাল চতুরাদি কতজন।
প্রজারূপে সভা মধ্যে করে বিলোকন।
নিকুঞ্জ কুটির তাঁহা হয় স্থানে স্থানে।
এইমত লীলা কৃষ্ণ করে সেইখানে॥
সখাগণ ছত্র ধরি কৃষ্ণে রাজা কৈল।
তদবধি তার নাম ছত্রবন হৈল॥
তাহার পরেতে হয় খদির কানন।
কৃষ্ণবিহারের স্থান পরম মোহন॥
অতি সুনির্জ্জন বৃক্ষ লতাতে বেষ্টিত।
নানা পুষ্পযুক্তা হয় অতি সুশোভিত॥
সখাগণ সঙ্গে কৃষ্ণ সেইত কাননে।
পরম বিচিত্র বেশ করিয়া রচনে॥
নানাবিধ খেলা লীলা করে গোচারণে।
নিতি নিতি বিহার করয়ে সেইখানে॥
উত্তর দিকেতে যে সঙ্গমকুণ্ড হয়।
গোপীগণ সহ কৃষ্ণ সেখানে মিলয়॥
তাহার নিকটে যে কদম্বখণ্ডী নাম।
কি কহিব তার শোভা অতি অনুপাম॥
নানা মণিবদ্ধ মূল লতাতে বেষ্টিত।
মত্ত মধুকরগণ ঝঙ্কারে ললিত॥
ময়ুর কোকিল সারি শুক পক্ষিগণ।
সুমধুর শব্দ করে কর্ণ রসায়ন॥
সুগন্ধি শীতল মন্দ বায়ু বহে তাতে।
সেখানে বিহরে কৃষ্ণ সখাগণ সাথে॥
যাবট নিকটে হয় বকথরা নাম।
যাহাঁ বকাসুর বধ কৈল ভগবান্॥
নেতুচ্ছাক বলি হয় আর এক স্থানে।
যাহাঁ কৃষ্ণ লাগি মাতা ক্ষীরসর আনে॥
তৎপরে বৈঠান হয় যাবট উত্তরে।
সখীগণ সঙ্গে কৃষ্ণ সেখানে বিহরে॥
তার অগ্নিকোণে হয় কৃষ্ণকুণ্ড নাম।
কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয় আনন্দের ধাম॥
বৈঠান উত্তরে ছোট বৈঠান যে হয়।
সেখানে কুন্তলকুণ্ড শোভা অতিশয়॥
তৎপশ্চিমে বেড়োখোর কুণ্ড মনোহর।
তাঁহা সখা সঙ্গে কৃষ্ণ ক্রীড়ে নিরন্তর॥
তাহার ঈশানে হয় চরণপাহাড়ি।
তাহাতে কৃষ্ণের লীলা হয় সর্ব্বোপরি॥
স্বল্পাক্ষরে কহি কিছু সে স্থানের লীলা।
যাহাঁ বংশীধ্বনি শুনি গলি গেল শিলা॥
গোবালক সঙ্গে তাঁহা নন্দের নন্দন।
গমন করিলা অতি আনন্দে মগন॥
বৈঠানে আসিয়া বৈঠে পাহাড় উপরে।
সখাগণ প্রতি কহে মধুর উত্তরে॥

শুন সব সখাগণ আমার বচন।
পুষ্প তুলি আন সবে করিয়া যতন॥
বিচিত্র করিয়া মালা গাঁথিয়া এথায়।
সকলে পরিব গলে আনন্দ হিয়ায়॥
কৃষ্ণবাক্য শুনি তবে সব সখাগণ।
ত্বরিতে চলিল পুষ্প করিতে চয়ন॥
ক্ষণমাত্র নানা পুষ্প তুলিয়া সকলে।
কৃষ্ণের সাক্ষাতে আনে অতি কুতূহলে॥
মধ্যে পুষ্প রাখি সবে চারিদিগে বসি।
গাঁথয়ে বিচিত্র হার মন্দ মন্দ হাসি॥
কেহ চূড়া হার গাঁথে কেহ কণ্ঠহার।
কেহ বনমালা গাঁথে কেহ চন্দ্রহার॥
বৈজয়ন্তী মালা কেহ গাঁথে হর্ষমনে।
কেহত মুকুট সজ্জা করে সুবন্ধানে॥
এইমত পুষ্পহার মুকুট করিয়া।
কৃষ্ণেরে পরায় অতি আনন্দ পাইয়া॥
মনোহর বেশ করি নন্দের নন্দন।
ত্রিভঙ্গ হইয়া রহে কদম্ব হেলন॥
আনন্দ হৃদয়ে বংশী লৈয়া নিজ করে।
পূরিতে লাগিল অতি সুমধুর স্বরে॥
সে ধ্বনি ব্যাপক হৈয়া পৈশে ত্রিভুবনে।
স্থাবর জঙ্গম আদি করে আকর্ষণে॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে সেখানে প্রবেশিল।
তাঁহা তাঁহা সর্ব্বচিত্ত ঘূর্ণিত করিল॥
সে শব্দ শুনিয়া হয় যমুনা স্থগিত।
সে শব্দ শুনিয়া শিলা হইল গলিত॥
সেকালে পাহাড়োপরে যেই যাহাঁ ছিল।
তাসবার পদচিহ্ন তথা যে রহিল॥
গোবালকগণ আর কৃষ্ণপদচিহ্ন।
পর্ব্বত উপরে শোভে হৈয়া ভিন্ন ভিন্ন॥
এইমত লীলা কৃষ্ণ কৈলা সেইখানে।
চরণপাহাড়ি নাম হয় তেকারণে॥
শ্রদ্ধাযুক্ত হৈয়া তাহা যে করে দর্শন।
অবশ্য মিলয়ে তারে কৃষ্ণের চরণ॥
তারপরে কৃষ্ণকুণ্ড হারোজান গ্রাম।
সেই স্থানে রাধাকৃষ্ণ পাশক খেলান॥

সে রস মহিমা হয় অতি সর্ব্বোত্তম।
শ্রদ্ধামনে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে।
নানা রসলীলা করি বসিল সেখানে॥
আনন্দে মগন কৃষ্ণ কহেন রাইরে।
শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর হৃদয় উত্তরে॥
বহুদিন তুয়া সঙ্গে নাহি খেলি পাশা।
আজি খেলিবার তরে মনে হৈল আশা॥
শুনিয়া ললিতা কহে মধুর বচন।
এক কথা কহি শুন ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
পাশা খেলাইতে তুমি চাহ রাই সনে।
কি খেলিবে না জানহ চালত সন্ধানে॥
কতবার খেলাতে হারিলে রাই স্থানে।
তথাপি খেলিতে চাহ রাধিকার সনে॥
এবারে এমত রূপে খেলা নাহি হয়।
হারিলে করিবে তুমি কলহ উদয়॥
দ্রব্য রাখি নিয়মিত খেলহ তোমরা।
হারি জিতি জানি তবে কহিব আমরা॥
শুনি রাধাকৃষ্ণ তবে মন্দ মন্দ হাসি।
ললিতার প্রতি কহে বচন প্রকাশি॥
কি দ্রব্য রাখিব মোরা কহত ললিতা।
তুয়া স্থানে রাখি দুহেঁ খেলিব সর্ব্বথা॥
ললিতা কহয়ে তোমা বংশী সবে ধন।
তাহা মোর স্থানে রাখ হৈয়া শুদ্ধমন॥
রাই কণ্ঠমণি হার দেন মোর হাতে।
তবে সে প্রত্যয় হয় মোসবার চিত্তে॥
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র কহে হরষিত মনে।
এই লও বংশী রাখ আপনার স্থানে॥
আজিত অবশ্য আমি খেলাতে জিতিব।
পাশাতে হারিলে রাই আমি বংশী পাব॥
তবেত ললিতা কৃষ্ণবংশী হাতে কৈল।
রাধিকার মণিহার চাহিতে লাগিল॥
রাই কহে সখী মণিহার কেনে দিব।
কৃষ্ণ কি আমার সঙ্গে খেলাতে জিতিব॥
দুই এক চালনে কৃষ্ণে জিতিব সত্বরে।
এইত নির্দ্ধার কথা কহিনু তোমারে॥

তিহোঁ কহে তুয়া কথা নহে অসম্ভবে।
নেত্রবাণে পড়ি কৃষ্ণ খেলায়ে হারিবে ॥
তুমি সে জিতিবে তাহা মোর মনে লয়।
তথাপিহ পণ কথা উপযুক্ত হয় ॥
শুনি মন্দ মন্দ হাসি রাই সুনাগরী।
ললিতার করে হার দিল ভঙ্গি করি ॥
পাশা খেলিবারে দোঁহে আরম্ভ করিল।
তুয়া চারি বলি কৃষ্ণ পাশা ফেলাইল ॥
কৃষ্ণমুখ চাহি রাই অঙ্গ মোড়া দিয়া।
ফেলাইল পাশা বিদু বামাঞ্চ বলিয়া ॥
অতি রসে মত্ত দোঁহে জিতিবার মন।
সুখে মগ্ন হৈয়া খেলা দেখে সখীগণ ॥
রাধিকার অঙ্গভঙ্গি নেত্রের চালন।
মন্দ মন্দ হাসি অতি মধুর বচন ॥
দেখিয়া বিহ্বল হয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কি ফেলয়ে কি চালয়ে স্থির নহে মন ॥
ব্যস্ত হৈয়া কৃষ্ণ কহে ললিতার প্রতি।
দেখ তুয়া রাধিকার অবিচার অতি ॥
অঙ্গভঙ্গি বক্র নেত্রে চাহে আমা পানে।
অস্থির করয়ে মন খেলিব কেমনে ॥
রাধিকার হেন যদি কটাক্ষ সম্বরি।
তবে যে স্বচ্ছন্দ চিত্তে খেলিবারে পারি ॥
ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন।
আপন চাঞ্চল্যে হও আপনি মগন ॥
একে সে নাগর আর নাগরীর সঙ্গ।
প্রতি কথা ছলে বাড়ে রসের তরঙ্গ ॥
সে তরঙ্গ তোমারে চালয়ে অনুক্ষণ।
কথা থাক কিবা কর না হয় স্মরণ ॥
স্থির চিত্ত করি যদি খেল রাই সনে।
তবে যে জিনিবে এই কহিনু বচনে ॥
কৃষ্ণ কহে মুঞি সে অস্থির না হইয়ে।
রাই-নেত্রবাণে মোরে চঞ্চল করয়ে ॥
আপন সম্বরি কৃষ্ণ আস্পর্দ্ধা রূপেতে।
দোয়া চারি বলি পাশা ফেলেন ত্বরিতে।
বাক্য অনুরূপ সেই পাশা না পড়িল।
বিদুবামাঞ্চাদি ফেলি রাধিকা জিনিল ॥

তাহা দেখি সখা সব কহয়ে কৃষ্ণেরে।
হারিবে যে তুমি ইহা জানিয়ে অন্তরে ॥
এই কথা পূর্ব্বে আমি কহিনু তোমারে।
রাই সঙ্গে না পারিবে পাশা খেলিবারে ॥
বিদগ্ধার শিরোমণি রাধিকা সুন্দরী।
সর্ব্ব বিদ্যা বিশারদা হয়ত কিশোরী ॥
রসবতী রমণী রসিক-চিত্ত হরে।
অতএব পাশা খেলি জিনিল তোমারে ॥
কৃষ্ণ কহে সখী তুমি কহিলে যে কথা।
সব সত্য হয় ইহা নাহিক অন্যথা ॥
গোপজাতি গোপক্রিয়া করণ তৎপর।
কিছুই না জানি অতিশয় শুদ্ধান্তর ॥
এমত সন্ধানে রাই জিতিবে আমারে।
ইহা নাহি জানি আমি কহিনু তোমারে ॥
যে হৌক এ সব কার্য্য তোমরা জানিলা।
কটাক্ষ করিয়া রাই পাশাতে জিতিলা ॥
হেন অবিচার যথা উপস্থিত হয়।
তথা যে আমার স্থিতি উপযুক্ত নয় ॥
গমন করিয়ে ধেনুগণ চরে যথা।
বংশী আনি দেহ মোরে শুনহ ললিতা ॥
ললিতা কহয়ে কৃষ্ণ এমত বচনে।
কদাচিৎ বংশী না পাইবা মোর স্থানে ॥
কহ আগে কিবা ভেট দিবে মোসবারে।
তবে আনি দিব বংশী কহিনু তোমারে ॥
একথা শুনিয়া কহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
দুই বস্তু বিনা আর নাহি মোর ধন ॥
এক ধন বংশী আর ধন নিজ মন।
দুই বস্তু দুই জনে করিলে হরণ ॥
রাই নেত্র দ্বারে মোর মন কৈল চুরি।
তুমি ভেট চাহ স্বাপ্যধন বংশী হরি ॥
বড়ই আশ্চর্য্য রীতি হয় তোমবার।
বুঝিলাম রীতি বংশী দেহ যে আমার ॥
যদি ভেট বিনু বংশী নাহি পাই আমি।
রাই স্থানে মোর মন আনি দেহ তুমি ॥
সদয় হইয়া রাই দেন যদি মন।
তবে সেই মন করি তোমারে অর্পণ ॥

তাহা বিনু আর কিছু ভেটদ্রব্য নাই।
নিশ্চয় কহিল ইথে যে করেন রাই ॥
ললিতা কহয়ে পুনঃ শুন কৃষ্ণচন্দ্র।
[illegible] জান তুমি বচন প্রবন্ধ ॥
কেমনে তোমার মন রাই হরি নিল।
আমরা তাঁহার সখী ইহা না জানিল ॥
দেখিতে সুধীর অতি গভীর আশয়ে।
কেমত বন্ধানে তুয়া চিত্ত হরি লয়ে ॥
কৃষ্ণ কহে মিথ্যা নহে সত্য কহি তোরে।
মোর মন রত্ন রাখে কুচযুগ্ম-দ্বারে ॥
বড়ই কঠিন স্থান অতি সুনির্জ্জন।
কদাচিত তাহা হৈতে নহে নিঃসরণ ॥
প্রত্যয় না কর যদি আমার বচনে।
সাক্ষাতে দেখাই সবে দেখহ নয়নে ॥
এতেক কহিয়া কৃষ্ণ রাই সন্নিধানে।
গমন করিল অতিশয় হর্ষমনে ॥
তাহা দেখি সখীগণ লুকায়ে কুঞ্জেতে।
বিলসয়ে কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা সহিতে ॥
নিজ মনোবাঞ্ছা পূরি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সখী মধ্যে উপস্থিত হৈল দুইজন ॥
নানা হাস পরিহাস করি কতক্ষণ।
ললিতার স্থানে বংশী করিল গ্রহণ ॥
সখীগণ সঙ্গে রাই গেল স্বভবনে।
বংশী হাতে করি কৃষ্ণ গেল গোচারণে ॥
পাশাখেলা রসকথা করিল বর্ণন।
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ ॥
হারোয়ান পরেতে সাতঙা নামে গ্রাম।
যাহাতে কৃষ্ণের লীলা অতি অনুপাম ॥
সূর্য্যকুণ্ড বাঘশীলা নন্দকূপ হয়।
অজানক গড় লৌহ পর্ব্বত শোভয় ॥
পাই গ্রাম চলন শিলা কাঙরি বিছোরি।
সেখানে কৃষ্ণের লীলা হয় সর্ব্বোপরি ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সনে।
সঙ্কেত করিয়া তথা করিলা গমনে ॥
সেখানে আছয়ে কুঞ্জ অতি মনোহর।
তাহা দেখি কৃষ্ণ অতি আনন্দ অন্তর ॥

প্রিয়া নাম লৈয়া কৃষ্ণ ডাকে বংশীদ্বারে।
শুনিয়া রাইর সুখ বাড়িল অন্তরে ॥
সখী প্রতি কহে রাই মধুর বচনে।
বেশ করি সবে চল যাই কৃষ্ণ স্থানে ॥
রাধিকার বাক্যামৃত সবে পান করি।
সসন্তোষ শ্লাঘাযুতা শীঘ্র বেশ করি ॥
নানা যে কৌতুক রসে প্রেমের তরঙ্গে।
গমন করয়ে কুঞ্জে রাধিকার সঙ্গে ॥
উপস্থিত হৈল গিয়া কৃষ্ণের সাক্ষাতে।
দেখি নন্দসুত অতি আনন্দিত চিত্তে ॥
রত্নবেদীপরে লইয়া বসাইল রাইরে।
পথশ্রম দূর করে বাক্যামৃতধারে ॥
চারিদিগে সখীগণ রহে হর্ষমনে।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার রূপ দরশনে ॥
অত্যাবিষ্ট হৈয়া দোঁহে দোঁহার বদন।
নিরীক্ষণ করে প্রেমে হৈয়া নিমগন ॥
আঁখির নিমিখ নাহি একদৃষ্টে রহে।
পুলকিত অঙ্গ হৈয়া রসকথা কহে ॥
অনঙ্গ আনন্দ রস সব পাসরিল।
দর্শন আনন্দ প্রেমে নিশি বহি গেল ॥
প্রাতঃকাল হৈল দেখি সব সখীগণ।
সশঙ্কিত হৈয়া কিছু না কহে বচন ॥
জাগিল সকল লোক গোকুলনগরে।
কেমনে যাইব সবে আপন মন্দিরে ॥
সখীগণের এ বচন শুনি দুইজনে।
রসভঙ্গ হৈল চাহে সশঙ্কিত মনে ॥
প্রাতঃকাল দেখি অত্যুৎকণ্ঠা চিত্ত হৈল
বিমর্ষ বদনে শীঘ্র গমন করিল ॥
রাধাকৃষ্ণ দুহুঁ রস সমুদ্র গম্ভীর।
অন্য না জানয়ে ইহা জানে ভক্ত ধীর ॥
বিছোরে কহিল এই রাধাকৃষ্ণ লীলা।
প্রেমে মগ্ন হৈয়া যাহাঁ সব বিছুরিলা ॥
তৎপরে কদম্বখণ্ডী তিলোয়ার গ্রাম।
তাহার উত্তরে হয় সিঙ্গারবট নাম ॥
সুবল সহিত কৃষ্ণ সেখানে আসিয়া।
নিজ অঙ্গভূষা করে হরষিত হৈয়া ॥

অতি সুমধুর স্বরে মুরলী বাজায়।
উৎকণ্ঠাতে গোপীগণ দেখিবারে ধায় ॥
মদনমোহন বেশ কৃষ্ণের দেখিয়া ।
অন্যোন্যে কহয়ে কথা প্রেমে মগ্ন হৈয়া ॥

যথা রাগ—

ইন্দ্র নীলমণি জিতি, কৃষ্ণাঙ্গ স্বচ্ছতা অতি,
দলিত অঞ্জন সুচিক্কণে ।
ইন্দীবর পরশিতে, যত সুখ হয় চিতে,
ততোধিক কৃষ্ণাঙ্গ স্পর্শনে ॥
সখি হে অপরূপ রূপের মাধুরী।
জিনি নব জলধর, অতি স্নিগ্ধ কলেবর,
নাগরীগণের চিত্তহারী ॥ ধ্রু ॥
অগুরু কস্তুরী আর, কুঙ্কুম কর্পূর সার,
এ সকল একত্রে ঘষিয়া ।
অতি সুচিত্রিত করি,লইয়াছে অঙ্গোপরি,
হেরিয়া অধৈর্য্য হয় হিয়া ॥
কোটি কোটি চন্দ্র জিনি,যাহার শ্রীমুখখানি,
বাক্যামৃত তাহাতে প্রচার।
মার্জ্জিত দর্পণ সম, ললাট উজ্জ্বল পুনঃ,
অলকা তিলক তদুপর ॥
সুকুঞ্চিত কেশ চূড়া,তাতে গুঞ্জাহার বেড়া,
শিখণ্ড শোভয়ে তদুপরে।
মল্লিকা রঙ্গণ ফুল, শোভে চূড়া দুইকূল,
মত্ত মধুকর তঁহি ঘুরে ॥
নীলোন্নত ভ্রূ বিলাসে,কন্দর্পের দর্প নাশে,
নেত্রারক্ত আকর্ণ পর্য্যন্ত ।
তার ভঙ্গি চমৎকৃত, দেখি কুলঙ্গনা-চিত,
কৃষ্ণসঙ্গ রঙ্গেতে একান্ত ॥
নাসিকার শোভা অতি,লোলিত মুকুতা তথি
অধর বান্ধুলি বন্ধু জিনি।
তাহে মন্দ মন্দ হাসি,বাজায় মোহন বাঁশী,
আকর্ষয়ে ত্রিজগত প্রাণী ॥
কি কহিব গণ্ডশোভা, অতিশয় মনোলোভা,
মকর কুণ্ডল তাহে দোলে ।
কুলবতী চিত্ত মীনে, গ্রাসিবেক হেন মনে,
রহিয়াছে কৃষ্ণ-কর্ণমূলে ॥

সুনির্ম্মল ভুজদণ্ড, জিনি করিবর-শুণ্ড,
রত্ন বলয়াদি বিভূষিত ।
সুবিস্তার বক্ষ অতি,শ্রীবৎস কৌস্তুভ তথি,
কণ্ঠহার মাঝে করে দীপ্ত ॥
মুকুতা প্রবালজাল, চন্দ্রহার মণিমাল,
ক্রমবন্ধে হৃদয় উপরে।
পদক মণি সংযুত, পুষ্পমালা হয় যত,
শোভে নাভি অধো ঊর্দ্ধোপরে ॥
পীতাম্বর শোভে কটি,তাহে বেড়া স্বর্ণধটি,
ঘাঘর ঘুঙ্গুর তদুপরে ।
যুগল চরণোপরে, বঙ্করাজ নূপুরে,
অতি মনোহর শোভা করে ॥
বাম চরণোপরি, দক্ষিণ চরণ ধরি,
বামহস্ত নিতম্বে হেলায়্যা ।
দক্ষিণ হাতেতে করি, অধরে মুরলী ধরি,
বাজাইছে ঈষৎ হাসিয়া ॥
এইমত কৃষ্ণভঙ্গ, দেখি ব্রজাঙ্গনা রঙ্গী,
লজ্জা ধর্ম্ম দূরে তেয়াগিয়া।
পুলকিত সব গায়, কৃষ্ণের নিকটে যায়,
দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত হিয়া ॥
কেহ অমৃত কেলি করে,যায় কৃষ্ণ বরাবরে,
কেহ বা তাম্বুল লৈয়া যায়।
কেহ বা করে ব্যজন, আনন্দে মগন মন,
কোন সখী চামর ঢুলায় ॥
আনন্দে তা সবা সঙ্গে, কৃষ্ণ বিলসই রঙ্গে,
পরম নিভৃত স্থানে লৈয়া।
রসে মত্ত হৈয়া তথি, বিবিধ বন্ধানে রতি,
কেলি করে অতি মত্ত হৈয়া ॥
এইমত কৃষ্ণ সঙ্গে, ব্রজবধূগণ রঙ্গে,
বিহার করিয়া কতক্ষণ।
নিজ নিজ গৃহে সবে, গমন করিল তবে,
অতিশয় বিরস বদন ॥
সিঙ্গারবট কথন, এই লীলা বর্ণন,
হইলেক প্রসঙ্গ ক্রমেতে।
রসিক ভকত জন, অনুক্ষণ নিমগন,
অন্য কেহ না পারে বুঝিতে ॥

লীলাস্থলী বিবরণ, ছত্র বনাদি বর্ণন,
হারোয়ানে পাশক খেলান।
সিঙ্গারবটের কথা, সুমাধুর্য্য রস মতা,
এ নন্দকিশোর দাস গান ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে ছত্রবনাদি লীলাস্থলী বর্ণনে দ্যূতক্রীড়ায়াং
শ্রীকৃষ্ণরূপ বর্ণনং নাম চতুর্ব্বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চবিংশতিতম অধ্যায়ঃ

রাসলীলা স্থান ও হোলী লীলা কথন।

তারপর হয় সে দহকামল গ্রাম।
ললাপুর বাসোলী যাহাঁ হোলিখেলা স্থান ॥
পরম অদ্ভুত লীলাস্থলী সেই হয়।
অল্পাক্ষরে তাহা কিছু করিব নির্ণয় ॥
মাঘমাসে শুক্লপক্ষে শ্রীপঞ্চমী হৈতে।
বসন্ত আরম্ভ হয় অতি সুশোভিতে ॥
বৃক্ষ লতাগণ সব মুকুলিত হয়।
দিনে দিনে প্রফুল্লিত সৌরভ বাড়য় ॥
রসাল মুকুলরস করি আস্বাদন।
কোকিল পঞ্চম গান করে অনুক্ষণ ॥
মধুকরগণ সব ঝঙ্কার করিয়া।
পুষ্পরস পানে মত্ত বুলয়ে ভ্রমিয়া ॥
এইমত নানা পক্ষিগণ বৃন্দাবনে।
পরম মধুর গান করে স্থানে স্থানে ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে সখাগণ সনে।
গোচারণ করি বিহরয়ে বৃন্দাবনে ॥
প্রফুল্লিত বৃক্ষবল্লী-শোভা নিরখিয়া।
সখাগণ সঙ্গে বুলে আনন্দে মাতিয়া ॥
অপরাহ্নকালে দোঁহে সখাগণ সঙ্গে।
গোধন চালায়্যা ব্রজে প্রবেশয়ে রঙ্গে ॥
যথা স্থানে নিযুক্ত করিয়া ধেনুগণ।
ত্বরিতে করেন সবে স্বগৃহে গমন ॥
স্নান বেশ ভোজন করিয়া পুনর্ব্বার।
বসন্ত খেলিতে চিত্ত হয় সবাকার ॥
বলরামচন্দ্র সখাগণ সঙ্গে লৈয়া।
ভ্রমণ করয়ে ব্রজে বসন্ত খেলিয়া ॥
কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়নর্ম্ম সখাগণ সনে।
প্রফুল্ল বদনে সব ব্রজবধূগণে ॥
নানা রস কথা কহে কৌতুক করিয়া।
তারা প্রেমে গালি দেই হাসিয়া হাসিয়া ॥
এইমত কতদিন বসন্ত খেলিল।
হোলিখেলা সময় যে ফাল্গুন আইল ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে ব্রজরাজ স্থানে।
আজ্ঞা নিল এক মাস হোলির কারণে ॥
নানা অরগজা রঙ্গ কুঙ্কুম চন্দনে।
সখা সবে করে নাহি যায় গোচারণে ॥
পরম আনন্দে দোঁহে গৃহেতে রহিয়া।
স্নান ভোজনাদি ক্রিয়া ত্বরিতে করিয়া ॥
পরম আশ্চর্য্য চিত্র বেশ বনাইয়া।
ঘরে হৈতে ডাকে সখাগণ নাম লৈয়া ॥
সুবল হে স্তোক কৃষ্ণ দাম হে শ্রীদাম।
ভদ্রসেন অংশু হে সুদাম বসুদাম ॥
বিশাল হে মহাবল কিঙ্কিণী বিজয়।
দেবপ্রস্থ বরুথপ যত সখাচয় ॥
সকলে ত্বরিতে আসি মিলহ এখানে।
একত্রে যাইব হোলী খেলার বিধানে ॥
একথা শ্রবণ মাত্র যেখানে যে ছিল।
খেলা অনুবন্ধে সবে ধাইয়া আইল ॥

তবে বলরামচন্দ্র সঙ্গে বনমালী।
গৃহ হৈতে বাহিরে চলিল সবে মেলি ॥
বিবিধ অদ্ভুত শোভা হয় ব্রজমাঝে।
অনেক প্রকার বাদ্য করিয়া সুসাজে ॥
করতাল দুন্দুভি মুরজ ডম্ফ বাজে।
মধ্যে মধ্যে ভেরী ও সানাই সব গাজে ॥
হোলির সময়ে লোক লজ্জা নাহি মানে।
কৌতুক রহস্য রঙ্গ যেখানে সেখানে ॥
প্রবীণ প্রবীণা যত গোপ গোপীগণ।
সকলে খেলয়ে হোলি রসে নিমগন ॥
একদিগে গোপ একদিগে গোপনারী।
গান করে পরস্পর প্রেমে মাতোয়ারি ॥
নবরঙ্গ অরগজা পিচকারি ভরি।
গোপগণ সিঞ্চয়ে সকল গোপনারী ॥
ব্রজনারীগণ তৈছে নানা রস রঙ্গে।
পিচকারী ভরি দেই গোপগণ-অঙ্গে ॥
ব্রজবাসী মাত্র গোপ গোপী যত জন।
সবে হোলি খেলে অতি আনন্দে মগন ॥
গিরিবর-ধর অতিশয় রসভরে।
মুরলীতে মধুর মধুর ধ্বনি করে ॥
ব্রজবধূগণ সবে সে ধ্বনি শুনিয়া।
নিজ নিজ গৃহ হৈতে চলিল ধাইয়া ॥
আবির গুলাল রঙ্গ পরম শোভনে।
একদিগে রহে ব্রজযুবতীরগণে ॥
আরদিগে সখাগণ সঙ্গে বলবীর।
আগে কৃষ্ণচন্দ্র যে সব উবটন ধীর ॥
বামহাতে ধরিয়া কনক পিচকারী।
পরম সুরঙ্গ অরগজা তাতে ভরি ॥
নব রস রঙ্গে মাতি নওল কিশোর।
নবরঙ্গ ছিরকরে প্রিয়াগণোপর ॥
হাসিয়া হাসিয়া সবে নিকটে আইল।
সঙ্কেত করিয়া সুবলেরে বোলাইল ॥
অতি যত্ন বিনয় করিয়া তাঁরে বলে।
গিরিধরে ধরিয়া রাখহ কোন ছলে ॥
তবে সে সুবল কৃষ্ণ নিকটে আইল।
কথা ছলে কৃষ্ণহাতে ধরিয়া রহিল ॥
সেই অবসরে সবে চৌদিগে ঘেরিয়া।
কৃষ্ণেরে ধরিল অতি আনন্দে মাতিয়া ॥
অঞ্জন রঞ্জন করি অরুণ নয়নে।
বদন হেরিয়া হাসে ব্রজবধূগণে ॥
শীঘ্রগতি আপন আপন স্থানে গিয়া।
আনন্দে মধুর গান করে মত্ত হৈয়া ॥
বাজয়ে মুরজ ডম্ফ দুন্দুভি বিশাল।
মধ্যে মধ্যে বেণু বীণা শ্রবণে রসাল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র মত্ত রঙ্গ পিচকারী ভরি।
নিক্ষেপ করয়ে সুখে প্রিয়ার উপরি ॥
তৈছে ব্রজবধূগণ পিচকারী ভরি।
হাসিয়া নিক্ষেপ করে কৃষ্ণের উপরি ॥
অন্যোন্যেতে নানা রঙ্গরস নিসিঞ্চনে।
পরম আশ্চর্য্য সাজে সখা সখীগণে ॥
রাধাকৃষ্ণ দোঁহার যে অঙ্গের সুষমা।
নবরঙ্গ রসভরে হয় অনুপমা ॥
সখীগণ আগে সাজে রসবতী রাই।
সখা আগে বিরাজয়ে সুন্দর কানাই ॥
দোঁহার যে মুখচন্দ্র সুধার সমান।
অন্যোন্যে করয়ে অতি তৃষিত নয়ান ॥
অরগজা কুঙ্কুম ভরিয়া পিচকারী।
কোন কোন সখা আইলেন আগুসরি ॥
তাহা দেখি সব ব্রজসুন্দরী মিলিয়া।
তাসবারে ধরি রঙ্গে দিল চুবাইয়া ॥
তবে সব সখীগণ মন্ত্রণা করিয়া।
কোন ছল করি নিল কৃষ্ণেরে ঘেরিয়া ॥
প্রথমে ললিতা গিয়া হাতেতে ধরিল।
সখী সব চারিদিগে বেড়িয়া রহিল ॥
নবরঙ্গে ভরি নবরঙ্গ যে গুলাল।
কৃষ্ণমুখে মণ্ডিত করিলা অতি লাল ॥
সখী সব ডাকিয়া বলয়ে সখাগণে।
সমাচার কহ গিয়া ব্রজরাজ স্থানে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র পলাইয়া গেল সভামাঝে।
সখীগণ আইল পুনঃ আপন সমাজে ॥
এইমত আবীর গুলাল ফেলাফেলি।
অন্যোন্যে ধাওয়াধাই সখা সব মেলি ॥

রাধা মেলি ধাওয়াধাই প্রেমরস রঙ্গে।
আবীর গুলাল দোঁহে দেই দোঁহা অঙ্গে
বাঁশরী মুচঙ্গ চঙ্গ উপঙ্গ বাজয়।
কত কত মতে মান তাল উপজয়॥
ডম্ফ রবাব পাখোয়াজ করতাল।
আনন্দে বাজায় সবে শুনিতে রসাল॥
আবীর গুলাল উড়ি উড়য়ে গগনে।
দিবসেই রক্ত সন্ধ্যা ভ্রম মুনিগণে॥
সে সকল রঙ্গ উড়ি পড়য়ে ভূমিতে।
নবরঙ্গ শোভা হয় অতি সুশোভিতে॥
নানা অরগজা রঙ্গ হয় সুশোভন।
কুঙ্কুম কেশর তাতে সুগন্ধি চন্দন॥
অন্যোন্যে মিলিয়া যত নিক্ষেপ করিল।
তাতে ব্রজভূমি অতি কর্দ্দম হইল॥
পুনঃ পুনঃ আবীর গুলাল উড়াউড়ি।
অন্যোন্যে ধাওয়াধাই অতি হুড়াহুড়ি॥
দেখিয়া সুবল দেয় ঘন করতালি।
দেখহ রাইরে জিতিলেন বনমালী॥
শুনিয়া ললিতা ডাকি কহেন বচনে।
দেখ রাই জিতিলেন মদনমোহনে॥
হোলিখেলা হইল যে অত্যন্ত বিশাল।
ছুটিল যে কেশ ছুটি গেল উরমাল॥
কিবা সে নয়নভঙ্গী পরম মাধুরী।
দেখিয়া স্থকিত মৃগী ভ্রমরা ভ্রমরী॥
চাঁচর চিকণ কেশ প্রসারণ হেরি।
লজ্জিত হইয়া রহে চকোরী ময়ূরী॥
গোপিকার মুখচন্দ্র শোভা নিরখিয়া।
চকোরিণীগণ রহে স্থকিত হইয়া॥
এইমত এক মাস পূর্ণিমা পর্য্যন্ত।
অন্যোন্যে হোলিখেলা সুখের নাহি অন্ত
ঐছে কৃষ্ণ কতদিন সেখানে যাইয়া।
হোলিখেলা কৈল নানা গন্ধবাস লৈয়া॥
পরম সুগন্ধিবাস হইল উদ্গার।
বাসোলী আখ্যান ব্রজে হৈল পরচার॥
তৎপরে কোটর বন আর দধিগ্রাম।
শেষশায়ী হয় অতি রহস্যের স্থান॥

অনন্ত শয্যাতে তাঁহা কৃষ্ণের শয়ন।
রাধিকা করিল যাঁহা চরণ সেবন॥
পরম অদ্ভুত লীলাস্থলী সেই হয়।
সংক্ষেপার্থে কহি কিছু তাঁহার নির্ণয়॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সঙ্গে।
সেই স্থানে উপস্থিত হৈল অতি রঙ্গে॥
অত্যাশ্চর্য্য স্থান তাঁহা ক্ষীরসরোবর।
তাহা বেড়ি পুষ্পোদ্যান শোভে থরে থরে
পরম মধুর গন্ধে মত্ত মধুকর।
পুষ্পরস পান করে হইয়া তৎপর॥
তার চতুর্দ্দিগে নানা বৃক্ষ শোভা করে।
পক্ষিগণ তদুপরে ডাকয়ে সুস্বরে॥
মলয়জ গন্ধ মন্দ মারুত সহিতে।
সুশীতল রূপে বহে সেইত স্থানেতে॥
আনন্দিত মনে রাধাকৃষ্ণ সখী সঙ্গে।
সরোবরতটে বসিলেন অতি রঙ্গে॥
সলিল-সৌন্দর্য্য অতি দেখি কৃষ্ণচন্দ্র।
রাধিকার প্রতি হাসি কহে মন্দ মন্দ॥
শুন প্রাণপ্রিয়ে মোর এই সরোবর।
ক্ষীরসিন্ধু প্রায় অতি শোভা মনোহর॥
ইহারে দেখিতে নারায়ণের চরিত।
অকস্মাৎ মোর চিত্তে হৈল উপস্থিত॥
ক্ষীরসিন্ধু মধ্যে তিহোঁ অনন্ত শয্যায়।
শুইয়া আছেন অতি আনন্দ হিয়ায়॥
নারায়ণপ্রিয়া লক্ষ্মী রহিয়া সেখানে।
পাদপদ্ম সেবা করে অতি হর্ষমনে॥
এত শুনি রাধিকার বাড়িল আনন্দ।
কৃষ্ণ প্রতি হাসি কিছু কহে মন্দ মন্দ॥
ক্ষীরোদসাগর মাঝে কৈছে নারায়ণ।
অনন্ত শয্যার মধ্যে করিল শয়ন॥
লক্ষ্মী বা কিমতে রহি চরণ সেবয়।
বিবরিয়া কহ মোরে শ্রবণে ইচ্ছা হয়॥
কৃষ্ণ কহে শুন প্রিয়ে সে সব বৃত্তান্ত।
সাক্ষাতে দেখিবা কিবা শুনিবা একান্ত॥
রাই কহে তাহা যদি দেখিয়ে সাক্ষাতে।
শুনিতে উৎসাহ তবে নাহি হয় চিতে॥

কৃষ্ণ কহে এই সরোবর মধ্যে আমি।
শয়ন করিয়ে পদসেবা কর তুমি ॥
রাই কহে সলিল তরঙ্গ দৃঢ়ময়।
ইতিমধ্যে তোমার শয়ন কৈছে হয় ॥
কেমনে বা আমি পদ সেবিব ইহায়।
বুঝিতে না পারি তব বাক্য অভিপ্রায় ॥
কৃষ্ণ কহে সরোবরে অবশ্য শুতিব।
অলৌকিক লীলা এই তোমারে দেখাব ॥
এত কহি কৃষ্ণ অনন্তরে স্মৃতি কৈল।
শীঘ্র তেহোঁ সরোবরে উপস্থিত হৈল ॥
অতি সুশোভন তাঁর ফণার মণ্ডল।
তদুপরি মণিগণ করে ঝলমল ॥
দেখিয়া কৌতুকে কৃষ্ণ নারায়ণবেশে।
মূলফণা মধ্যে রহে শয়ন বিলাসে ॥
রাধা প্রতি কৃষ্ণ কহে মধুর বচন।
আসিয়া করয়ে প্রিয়ে চরণ সেবন ॥
তাহা দেখি রাই অতি সহাস্য বদনে।
নিজ সখীগণ প্রতি করে নিরীক্ষণে ॥
মন্দ মন্দ হাসি কহে সব সখীগণ।
যাইয়া করহ কান্ত-চরণ-সেবন ॥
রাই কহে কৃষ্ণ কাঁহা ইহ নারায়ণ।
কেমনে কহিছ ইহাঁর সেবিতে চরণ ॥
সর্পফণা মধ্যে দেখি শয়ন ইহাঁর।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চতুর্ভুজাকার ॥
ইহাঁর নিকটে গমন অসম্ভব মোর।
কিরূপে কহিছ কিবা অভিপ্রায় তোর ॥
সখী সব কহে কাহাঁ দেখ নারায়ণ।
ব্রজেন্দ্রনন্দন ইহঁ মুরলীবদন ॥
শয়ন করিয়া রহে দিব্য শয্যোপরে।
সিদ্ধ বিদ্যাবলে ঐছে দেখায় সবারে ॥
যেহোঁ নারায়ণ তিহোঁ লক্ষ্মীর সহিতে।
ক্ষীরাব্ধি শয়নে রহে অনন্ত শয্যাতে ॥
সরোবর মধ্যে যে তাঁহার আগমন।
হইবেক হেন কিসে লয় তুয়া মন ॥
সখীবাক্য শুনি কৃষ্ণ লজ্জিত অন্তরে।
নারায়ণবেশ গুপ্ত করিল সত্বরে ॥
সাহজিক বেশে কৃষ্ণ রহে সেইখানে।
দেখিয়া আনন্দ হৈল রাধিকার মনে ॥
সরোবর তীরে কৃষ্ণ আপন ইচ্ছাতে।
ভাসিতে ভাসিতে গেল শয্যার সহিতে ॥
তবেত ললিতা দেবী উল্লাসিত মনে।
রাই লঞা গমন করিল সেইখানে ॥
বৃষভানুসুতা লজ্জা হাস্যযুতা হৈয়া।
বসিলেন কান্তপদ নিকটে যাইয়া ॥
সুকোমল হস্তে সুকোমল পদদ্বয়।
মন্দ মন্দ মর্দে রাই কৃষ্ণ-সুখোদয় ॥
ক্ষণে কান্তপদ রাই বক্ষেতে ধরয়ে।
ক্ষণে অল্পে অল্পে ভয়ে ধরে স্তনদ্বয়ে ॥
ক্ষণে কান্ত-মুখপদ্ম করে নিরীক্ষণ।
ঈষৎ হাসিয়া দোঁহে সুখে নিমগন ॥
সরোবর তীরে রহি সব সখীগণ।
অত্যাবিষ্ট হৈয়া তাহা করে নিরীক্ষণ ॥
এইমত কতক্ষণ রসে মগ্ন হৈয়া।
আছিলেন দুইজনে অতি হর্ষ পাঞা ॥
তার পরে সখী মধ্যে আসিয়া মিলিল।
ললিতা কৃষ্ণের প্রতি কহিতে লাগিল ॥
শুনহ নাগর তুয়া লীলা অত্যাশ্চর্য্য।
অতি চমৎকারকারী হয় সর্ব্ব আর্য্য ॥
এমত আশ্চর্য্য বিদ্যা কোথায় শিখিলা।
যার বলে সরোবর মধ্যেতে শুতিলা ॥
রাধিকা করিল তাঁহা চরণ সেবন।
হেন সিদ্ধবিদ্যা মোরে করাহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণ কহে আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বারাধ্য।
স্বতন্ত্র নহে যে কেহ সবে মোর বাধ্য ॥
আমার ইচ্ছাতে ঈশ্বর সৃষ্টিস্থিতি করে।
মোর ইচ্ছায় অনন্ত পৃথিবী ধরে শিরে ॥
মহাদেব সতত বিহ্বল মোর গুণে।
নারদ সর্ব্বত্রগামী আমার স্মরণে ॥
আমার বৈভব তুয়া স্থানে বেদ্য নহে।
অতএব কহ বিদ্যাবলেতে করয়ে ॥
ললিতা বলয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি জানে সর্ব্বজন ॥

গোপজাতি গোপক্রিয়া হয়ত তোমার।
সখা সখী সঙ্গে বনে করহ বিহার॥
রসে মগ্ন থাক সদা না জান আপনা।
অতএব কহ ঈশ্বর হয় কোন্ জনা॥
তুমি গোপপুত্র ইহা যে জন না জানে।
সে জন তোমারে নারায়ণ করি মানে॥
বিদ্যাবলে যে যে কার্য্য কর তুমি এথা।
সে কার্য্যে ঈশ্বর-বুদ্ধি হয়ত সর্ব্বথা॥
মোরা বাল্যাবধি তোমা জানি ভালমতে।
তেকারণে চিত্ত নাহি ভুলয়ে ইহাতে॥
এইমত ললিতার বাক্য কৃষ্ণসনে।
শুনিয়া হাসয়ে আর যত সখীগণে॥
হেন রসলীলা কৃষ্ণ যেখানে করয়।
শেষশায়ী বলি নাম সকলে কহয়॥

তথাহি।

যদা শ্রীমচ্চরণ কমলে কোমলে কোমলাপি
শ্রীরাধোচ্চৈর্নিজসুখকৃতে সন্নয়ন্তী কুচাগ্রে।
ভীতাপ্যারাদথ নহিদধাত্যস্য কর্কশা দোষাৎ স
শ্রীগোষ্ঠে প্রথয়িতু সদা শেষশায়ী স্থিতং নঃ॥

সংক্ষেপে কহিল শেষশায়ী বিবরণ।
এবে আর লীলাস্থলী শুন শ্রোতাগণ॥
ক্ষীরসরোবর পরে হয় খামীগ্রাম।
ব্রজের নির্ণীত সীমা তাঁহা পৌঁতাথাম॥
ব্রজের উত্তর পশ্চিমাংশ সেই স্থান।
তাঁহা গোচারণ করে কৃষ্ণ বলরাম॥
তাহার পরেতে হয় খয়েরো আখ্যান।
যমুনা নিকটে সেই গোচারণ স্থান॥
তার পর পূর্ব্বেতে উজানি নামে স্থান।
বংশীধ্বনি শুনি যাঁহা যমুনা উজান॥
তার পর খেলনবট মনোহর স্থান।
যাঁহা সখা সঙ্গে খেলে কৃষ্ণ বলরাম॥
অল্পাক্ষরে সেই লীলা করিব বর্ণন।
শ্রদ্ধাযুত শ্রবণ করহ শ্রোতাগণ॥
একদিন কৃষ্ণ বলরাম দুই জন।
সকল বালক সঙ্গে করিল গমন॥
বটতলে সবে আসি উপস্থিত হৈল।
সখাগণ লৈয়া খেলা আরম্ভ করিল॥
রঙ্গধূলী সবে মাখি নিজ নিজ অঙ্গে।
মত্ত হৈয়া দুই ভাই খেলে অতি রঙ্গে॥
মধ্যস্থলে অঙ্ক দুই দিগে দুই ভাই।
সখাবাঁটি খেলে সবে সুখের অন্ত নাই॥
খেলাতে অত্যন্ত মগ্ন ঘর্ম্ম পড়ে অঙ্গে।
তথাপিহ দোঁহে খেলা নাহি করে ভঙ্গে॥
গোপনারীগণ স্নানে যায় সেই পথে।
দেখে কৃষ্ণ বলরাম খেলে সখা সাথে॥
রবির আতপে দুহুঁ মুখ ম্লান হয়।
দেখি তাসবার চিত্তে দুঃখ উপজয়॥
কেহ কহে চল সখী বসন অঞ্চলে।
কৃষ্ণ-অঙ্গে বীজন করি গিয়া সকলে॥
তাহা শুনি কেহ কহে যে কহ সে হয়।
কুলরূপ অগ্নিমাত্র সম্মুখে আছয়॥
তাহা লঙ্ঘিবারে যদি থাকে কারো শক্তি
তবে শীঘ্র গিয়া পূর নিজ মনো আর্ত্তি॥
কেহ বলে কুলগিরি লঙ্ঘিবারে পারি।
রাগরূপ বল যদি হয় চিত্তোপরি॥
রাগ বিনে কুলগিরি না যায় লঙ্ঘনে।
রাগাত্মিকা জনেরে কে করিবে বারণে॥
তাহা শুনি আর এক গোপী কহে বাণী।
কৃষ্ণ প্রতি রাগশূন্য হয় কেনে প্রাণী॥
আর এক গোপী কহে কর অবধান।
তুমি যে কহিলে সেই বচন প্রমাণ॥
কিন্তু কৃষ্ণ প্রতি স্থূলে রাগ সবাকার।
অত্যন্ত বিশেষ রাগ না হয় সবার॥
যদ্যপি বিশেষ রাগ সকলের হয়।
তবে আর কোন ভয় চিত্তে না জন্ময়॥
স্বচ্ছন্দে সবার আগে কৃষ্ণ সন্নিধানে।
গমন করিয়া করে বাঞ্ছিত পূরণে॥
এইমত সবে অতি কথারসে ছিল।
হেনকালে ব্রজেশ্বরী সেথানে আইল॥
গোপীগণ প্রতি রাণী পুছে মিষ্ট বাণী।
তোমরা দেখেছ পথে মোর নীলমণি॥

প্রভাতে উঠিয়া গেল সখাগণ সনে।
খেলিবারে না জানি আছয়ে কোন্ খানে ॥
এতক্ষণাবধি তার না পাই দর্শন।
ব্যাকুল হইয়া খুঁজি করিনু গমন ॥
এতক্ষণ কিছুই না খায় দুই ভাই।
ক্ষীর সর ননী হাতে চাহিয়া বেড়াই ॥
এত শুনি গোপীগণ করে নিবেদনে।
হের দেখ দুই ভাই খেলে সখা সনে ॥
সখাগণ সঙ্গে দোঁহে অতি মত্ত হৈয়া।
খেলাইছে ভাণ্ডিরের নিকটে রহিয়া ॥
শুনি যশোমতী শীঘ্র গেলেন সেখানে।
স্নেহে পরিপূর্ণ মন কহে দুইজনে ॥
শুন বাপু বলরাম কহিয়ে তোমারে।
এক্ষণে রহুক খেলা সবে চল ঘরে ॥
ক্ষুধায় অরুণ আঁখি হয়ত দোঁহার।
মুখ ম্লান দেখি দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
আইস বাপু কোলে করি লৈয়া যাই ঘরে
তোমা না দেখিয়া নন্দ আকুল অন্তরে ॥
শুনিয়া না শুনে দোঁহে খেলে মত্ত হৈয়া
দেখি রাণী খেলা মধ্যে দাণ্ডাইল গিয়া ॥
শীঘ্রগতি দুই জনের হাতেতে ধরিয়া।
বিনয় বচন বলি খেলাঘরে লৈয়া ॥
প্রেমে পূর্ণা নানাদ্রব্য খাওয়ায় দোঁহারে।
নিজাঞ্চলে অঙ্গ মুখ মোছায় সত্বরে ॥
গদ গদ স্বরে রাণী কহে স্নেহভরে।
ভোজন করিয়া নিত্য যাহ খেলিবারে ॥
আজি কেনে না খাইয়া গেলে দুই ভাই।
ব্যাকুল হইয়া আমি চাহিয়া বেড়াই ॥
গোঠে হৈতে ব্রজরাজ ঘরেতে আইল।
তোমা দোঁহা না দেখিয়া ব্যাকুল হইল ॥
মোরে ক্রোধ করি অতি অনুরাগী মনে।
কৃষ্ণ বলরাম বলি ডাকয়ে সঘনে ॥
তোমা দোঁহা স্থানে মোর এইত সাধন।
সকালে ভোজন করি করিহ গমন ॥
নিকটে করিহ খেলা সখাগণ সনে।
সিঙ্গা বেণু বাজাইহ শুনিয়া শ্রবণে ॥
ঘন ঘন আসি মা মা বলিয়া ডাকিবে।
ক্ষীর সর ননী লঞা পুনঃ তথা যাবে ॥
তবে মোসবার স্থির হইবেক চিত্তে।
এত বলি দুহুঁ মুখ চুম্বয়ে ত্বরিতে ॥
খেলনবট লীলা এই করিনু বর্ণন।
খেলনবট স্থান খেলা তীর্থ বিশেষণ ॥

তথাহি।
যমুনাখ্যা মহাতীর্থং খেলা তীর্থঃ স উচ্যতে ॥

এইত কহিনু খেলা তীর্থ বিবরণ।
আগে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে শেষ শয্যাদি
লীলা বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষড়্বিংশতিতম অধ্যায়ঃ।



বলরামের রাসলীলা কথন

এবে হলধর লীলা করিব কথন।
একচিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ ॥
খেলা তীর্থ পূর্ব্বদিগে যমুনার তীরে।
রামঘাট শোভা হয় অতি মনোহরে ॥
তাঁহা রাসলীলা করে রোহিণীনন্দন।
অত্যন্ত অপূর্ব্ব কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
কৃষ্ণ বলরাম করে দ্বারকা বিহার।
ব্রজলোকের প্রেম ভাবি দুঃখিত অন্তর

ব্রজবাসী মাতা পিতা নন্দ যশোমতী
ব্রজবধূগণ শ্রীদামাদি সখা তথি ॥
আমা দোঁহা বিচ্ছেদে সকলে দুঃখ পায়।
বিচার করয়ে কৃষ্ণ সান্ত্বনা উপায় ॥
উদ্ধব দ্বারায় পূর্ব্ব সন্দেশ কহিয়া।
পাঠাইল তাসবারে সান্ত্বনা করিয়া ॥
তাহাতে বিশেষ দুঃখ কার নাহি গেল।
তিহোঁ মধুপুরে আসি সে কথা কহিল ॥
কার্য্য অনুরোধে হৈল দ্বারকা গমন।
অদ্যাবধি অবসর নহে একক্ষণ ॥
সর্ব্ব সমাপিয়া যবে করিব গমন।
ততদিন জীয়ে কি না জীয়ে ব্রজজন ॥
কারে পাঠাইব পুনঃ কহিয়া সন্দেশ।
যে কথা শুনিয়া সবার হইবে বিশ্বাস ॥
শুন ভাই ব্রজপুরে কর আগমনে।
প্রবোধ নহিবে কেহ অন্যের বচনে ॥
ব্রজবাসী মাতা পিতা আদি যত জন।
দাসদাসী সখাবৃন্দ ব্রজবাসিগণ ॥
সবার বিশ্বাস হৈবে তোমার বচনে।
বলরামচন্দ্র ব্রজে কর আগমনে ॥
এইমত কৃষ্ণবাক্য করিয়া শ্রবণ।
ব্রজে যাইতে অতিশয় উৎকণ্ঠিত মন ॥
বলভদ্র ভগবান্ আরোহিয়া রথে।
গমন করিল শীঘ্র সুহৃদ দেখিতে ॥

তথাহি।

বলভদ্র কুরুশ্রেষ্ঠ ভগবান্ রথমাস্থিতঃ।
সুহৃদ্দিদৃক্ষুরুৎকণ্ঠঃ প্রযযৌ নন্দ গোকুলং ॥

ব্রজেন্দ্র গোকুলে আসি উপস্থিত হৈল
উৎকণ্ঠিত গোপ গোপী সহিতে মিলিল।
মাতা পিতা আগে আসি বন্দনা করিল।
দোঁহে বহু আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিল ॥
আনন্দিত হইলেন তাঁহার মিলনে।
গাঢ় প্রেমভরে দোঁহে করি আলিঙ্গনে ॥
নেত্রজলে সিঞ্চিত করিয়া মাগে ভিক্ষা।
কৃষ্ণে আনি ব্রজবাসিগণ কর রক্ষা ॥

এইমত কৃষ্ণের বিচ্ছেদে নিমগন।
বলরামচন্দ্র দোঁহায় করিয়া সান্ত্বন ॥
বিধিবৎ মিলিলেন গোপবৃন্দ সনে।
কনিষ্ঠ সকল আসি বন্দিল চরণে ॥
যৈছে বয়োসখ্য যৈছে সম্বন্ধ যেমন।
যৈছে হস্ত ধরাধরি সহাস্য ঈক্ষণ ॥
সকল গোপাল তৈছে আসিয়া মিলিল।
তবে বলরাম সুখে আসনে বসিল ॥
কমললোচন কৃষ্ণে দর্শন কারণে।
সকল বিষয় ত্যজিয়াছে সর্ব্বজনে ॥
তারপরে আগে মন করি রাম স্থানে।
যথাযোগ্য সকলে করয়ে জিজ্ঞাসনে ॥
অন্যোন্যে কুশল প্রশ্ন গদ্গদ বচন।
প্রেমে পূর্ণ সকলে আনন্দে নিমগন ॥
নন্দভ্রাতা গোপগণ করে জিজ্ঞাসন।
সুখে আছে মোসবার বন্ধু যদুগণ ॥
তোমার সকল দার সুতান্বিত হৈয়া।
কখন স্মরিত মোসবার নাম লৈয়া ॥
ভাগ্যে পাপমতি কংসের হইল মরণ।
ভাগ্যে মুক্ত হইল সকল বন্ধুগণ ॥
রিপুগণে জিনিয়া মারিলা ভাগ্য হৈতে।
ভাগ্যে দুর্গ স্থানে বাস কৈল দ্বারকাতে ॥
এইমত কথা সবে কহিতে লাগিল।
কৃষ্ণবার্ত্তা কহি তাসবারে শান্ত কৈল ॥
সময়ানুরূপে সবে যথাস্থানে গেল।
ব্রজবধূগণ তবে সেখানে আইল ॥
সকলেই রাম সন্দর্শনাদৃতা হৈয়া।
করিতে লাগিল প্রশ্ন ঈষৎ হাসিয়া ॥
পুরস্ত্রীগণের প্রিয় কৃষ্ণ কৈছে সুখে।
কিরূপে আছেন কহ শুনি তুয়া মুখে ॥
পিতা মাতায় কখন বা করেন স্মরণে।
কখন বা স্মরণ করেন বন্ধুগণে ॥
আমরা সকলে দাসী ব্রজবধূগণ।
মহাভুজ কৃষ্ণ কিবা করেন স্মরণ ॥
মাতা পিতা ভ্রাতা পতি আদি বন্ধুগণে।
দুস্ত্যজ ত্যজিল সবে যাহার কারণে ॥

হেন মোসবারে শীঘ্র পরিত্যাগ করি।
সংচ্ছিন্ন সৌহৃদ হৈয়া গেল সেই হরি ॥
তাদৃশ অপূর্ব্ব বাক্য কৃষ্ণের শুনিয়া।
স্ত্রী সকলে শ্রদ্ধা না করিব কৈছে হিয়া ॥

তথাহি।

কথং ন গৃহ্নন্ত্য নব স্থিতাত্মনোবচঃ
কৃতমন্ত বুধাঃ পুরস্ত্রীয়ঃ।
গৃহ্নন্তি বৈচিত্র্য কথস্ত সুন্দরস্মিতা-
বলোকোচ্ছ্বসিত স্মরাত্তরাঃ॥

এইমত অন্যোন্যে সকল গোপীগণ।
সে কথায় মোসবার কিবা প্রয়োজন ॥
সবে মেলি অন্য কথা কর আলাপনে।
যেমতে সে কৃষ্ণকথা হয় বিস্মরণে ॥
আমা সবা বিনে কাল যাইতেছে তাঁর।
সুখে দুঃখে তৈছে কাল যাইবে মোসবার ॥
এতেক কহিতে কৃষ্ণমুখাব্জ হাসিত।
অতি সুশোভন তাতে মধুর জল্পিত ॥
সুচারু ঈক্ষণ গতি নৃত্য সুমোহন।
প্রেমে পরিসঙ্গ যত হইল স্মরণ ॥
সকলে অস্থির হৈয়া বলরাম আগে।
রোদন করয়ে অতি প্রেম অনুরাগে ॥

তথাহি।

ইতি প্রহসিতং শৌরেজল্পিতঞ্চারুবীক্ষিতং।
গতি প্রেম পরিসঙ্গ স্মরন্ত্যোরুরুদুস্ত্রিয়ঃ॥

তবে বলরাম ভগবান্ সঙ্কর্ষণ।
করিতে লাগিল তাহা সবার সান্ত্বন ॥
নানাবিধ অনুনয়ে অতি সুপণ্ডিত।
কহিতে লাগিল তাসবার মনোহিত ॥
কৃষ্ণের বচন যে হৃদয়ঙ্গম হয়।
সে সব বচনে শান্ত কৈল মহাশয় ॥

তথাহি।

সঙ্কর্ষণাস্তাঃ কৃষ্ণস্য সন্দেশৈ হৃদয়ঙ্গমৈঃ।
সান্ত্বয়ামাসভগবান্নানুনয় কোবিদঃ॥

মধুমাধব দুই মাস ব্রজেতে রহিয়া।
রাস কৈলা গোপীগণ সংহতি লইয়া ॥
শঙ্খচূড় বধ পূর্ব্ব লীলা অনুসারে।
নিজ প্রিয়া গোপীগণের সঙ্গতি বিহরে ॥
কৃষ্ণলীলা কালে অনুৎপন্না যেই কন্যা।
সেকালে নবীনা হয় যত গোপকন্যা ॥
বলরাম সন্দর্শনে অনুরক্তা হৈলা।
তাসবা সহিত আরম্ভিলা রাসলীলা ॥
বৃন্দাবন প্রদেশ বিশেষ সেই স্থান।
রাসলীলাস্পদ অতিশয় শোভাবান্ ॥
প্রতি রাত্রে সঙ্গোপনে তাঁহা করে কেলি।
বলরাম রমণ যোগ্যতা অতি বলী ॥
ভগবান্ সবার জানিয়া অভিলাষ।
আকর্ষণ করিয়া আরম্ভ কৈল রাস ॥
পূর্ণচন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল সুশোভনে।
কুমুদ্বতী গন্ধযুতা যমুনোপবনে ॥
প্রবীণা নবীনা কান্তাগণাবৃত হৈয়া।
বিহার করিয়া বনে বুলেন ভ্রমিয়া ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

দ্বৌ মাসৌ তত্রচাবাৎসীত্মধু মাধব মেব চ।
রামঃ ক্ষপা সু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন্॥
পূর্ণচন্দ্রকলামৃষ্টে কৌমুদী গন্ধবায়ুনা।
যমুনোপবনে রেমে সেবিতৈঃ স্ত্রীগণৈর্বৃতঃ॥

বরুণ প্রেষিতা দেবী বারুণী যে হয়।
বৃক্ষের কোটর হৈতে সে বনে পড়য় ॥
তার গন্ধে সুবাসিত হয় সর্ব্ব বন।
সেই মধুধারা গন্ধ আনয়ে পবন ॥
গন্ধে রাম হলধর সেই স্থানে গেল।
প্রিয়াগণ সহিতে সে মধু পান কৈল ॥

তথাহি।

বরুণপ্রেষিতাদেবী বারুণীবৃক্ষকোটরাৎ।
পতন্তি তদ্বনং সর্ব্বং সুগন্ধেনাধ্যবাসয়েৎ ॥
তং গন্ধং মধুধারায়া বায়ুনোপহৃতং বলঃ।
আঘ্রায়োপগতস্তত্র ললনাভিঃ সমং পপৌঃ॥

বনিতাগণের মধ্যে অতি শোভাবান্।
দেখিয়া গন্ধর্ব্বগণে করে যশ গান ॥
রমণ করয়ে সঙ্গে লৈয়া প্রিয়াগণ।
করিণী যুথেন্দ্র যেন মহেন্দ্র বারণ ॥

তথাহি।

উপগীয়মানঃ গন্ধর্ব্বৈর্বনিতা শোভিমণ্ডলে।
রেমে করেণু যুথেশো মহেন্দ্র ইব বারণঃ॥

দেখিয়া অপূর্ব্ব লীলা যত দেবগণ।
আকাশ উপরি করে দুন্দুভি বাজন ॥
পুষ্পবৃষ্টি করে সবে আনন্দিত মনে।
লীলা দেখি মুনিগণ করয়ে স্তবনে ॥

তথাহি।

নেদুর্দ্দুন্দুভয়োর্ব্যোম্নি ববৃষুঃ কুসুমৈর্মুদা।
গন্ধর্ব্বামুনয়ো রামং তুষ্টুবুস্তদ্বীর্য্যে রীড়িরে তদা ॥

বনিতা সকলে গান করে লীলা গুণ।
হলায়ুধ আদি রস আনন্দে মগন ॥
মধুপান মদে মত্ত বিহ্বল লোচন।
বনে বনে সবা সহ করয়ে রমণ ॥

তথাহি।

উপগীয়মানচরিতো বনিতাভির্হলায়ুধঃ।
বনেষু ব্যচরৎ ক্ষীবো মদবিহ্বল লোচন ॥

মদমত্ত এক কর্ণে কুণ্ডলৈক দোলে।
বনমালা পদাবধি বৈজয়ন্তি গলে ॥
স্বেদে হিম ভূষিত শ্রীমুখপদ্ম মাধুরী।
কহিল না হয় শোভা অতি মনোহারী ॥

তথাহি।

স্রগ্ব্যেক কুণ্ডলোমত্তো বৈজয়ন্ত্যা চ মালয়া।
বিভ্রৎ স্মিতমুখাম্ভোজং স্বেদ প্রালেয় ভূষিতং ॥

প্রভু হলধর জলক্রীড়ার কারণে।
যমুনাকে আহ্বান করিল সেইখানে ॥
মদমত্ত হলধর এতেক ভাবিয়া।
না আইলা যমুনা সে বচন শুনিয়া ॥

তথাহি।

সং আজুহাব যমুনাং জলক্রীড়ার্থমীশ্বরঃ।
নৈতি বাক্য মনাদৃত্য মত্ত ইত্যাপগাং বলঃ ॥

তবে প্রভু বলরাম কুপিত হইল।
লাঙ্গলাগ্রে আকর্ষিয়া কহিতে লাগিল ॥
শুন পাপাশয়ে মোর আজ্ঞা না শুনিয়া।
নিকটে না আইলে যেন অবজ্ঞা করিয়া ॥
আপন ইচ্ছাতে তুমি যাহ যাহাঁ তাঁহা।
লাঙ্গলাগ্রে শতধা করিয়া দিব ইহাঁ ॥

তথাহি।

অনাগ্রতাং হলাগ্রেণ কুপিতো নিশ্চকর্ষহ।
পাপেত্বং মামবজ্ঞায় যন্নায়াসি মহাহুতা।
নেষ্যে ত্বাং লাঙ্গলাগ্রেণ শতধা কামচারিণীং ॥

এইমত কত শত ভৎসনা শুনিয়া।
প্রভুর চরণদ্বয়ে পড়িল আসিয়া ॥
কম্পিত হইয়া দেবী করেন স্তবন।
বলরামচন্দ্র জয় যাদবনন্দন ॥

তথাহি।

রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব পৌরুষং।
যস্যৈকাংশেন বিধৃতা জগতি জগতঃ পতেঃ ॥
পরং ভাবং ভগবতো ভগবান্ মাং জানতীং।
মোক্তুমর্হসি বিশ্বাত্মন্ প্রপন্নাং ভক্তবৎসল ॥

তবে ভগবান্ বলরাম যমুনার।
প্রার্থনা করিয়া ত্যাগ করিল তৎকাল ॥
তবে সে হইল অতি বিস্তার তরঙ্গে।
জলক্রীড়া কৈল রাম প্রিয়াগণ সঙ্গে ॥
করিণী সকল সঙ্গে যেন করিরাজে।
জলক্রীড়া করে তৈছে প্রিয়াগণ মাঝে ॥
যথেচ্ছা বিহার করি আনন্দ অন্তরে।
উঠিতে লাগিল যবে যমুনার তীরে ॥
বরুণ প্রহিত প্রফুল্লিত পদ্মমালা।
নীলবস্ত্র কুণ্ডলাদি বলরাম পাইলা ॥

তথাহি।

যতরূপ মলৈশ্চৈক কুণ্ডলং রত্নভূষিতং।
আদিপদ্মঞ্চ পদ্মাখ্যং দিব্য শ্রবণভূষণ।
দেবে মাং প্রতিগৃহ্নিষ পৌরাণী ভূষণ ক্রিয়া ॥

তীরে উঠি নীলবস্ত্র করি পরিধানে।
পদ্মমালা স্বর্ণহার কুণ্ডল ভূষণে ॥
বলরামচন্দ্র শোভা লক্ষ্মীযুত হৈল।
চন্দনাদি লিপ্ত অঙ্গ অপূর্ব্ব সাজিল ॥
মহেন্দ্র বারণ প্রায় শোভা বলরাম।
বিহরিয়া পূর্ণ কৈল সর্ব্ব মনস্কাম ॥
ধরণী শেষ সম্বাদে ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে।
প্রসঙ্গানুরূপে কিছু কহিব এখানে ॥
রাসরস অধীপ যে বলরাম হয়।
ধরণী শ্রবণ করে অনন্ত কহয় ॥

তথাহি নমো রাসাধিপায় শ্রীবলরামায় স্বাহা।

শুন মহাদেবী মন্ত্রধারণ তৎপর।
এই মন্ত্র হয় রম্য পঞ্চদশাক্ষর ॥

অতি গুহ্যতম কথা রাখিবে যতনে।
যেরূপে করিবে ধ্যান শুন মোর স্থানে ॥

তথাহি।

ইদং মন্ত্রং মহাদেবি রম্য পঞ্চদশাক্ষরং।
অতিগুহ্যতমং তত্ত্বং ধ্যানং মে গদিতং শৃণু ॥

শুদ্ধ স্ফটিকের সম অঙ্গ দীপ্তি করে।
বনমালা বিভূষিত শোভা মনোহরে ॥
রতন কুণ্ডল কর্ণে অতি শোভা করে।
অত্যন্ত সুচীন নীল পট্টযুগ ধরে ॥
রত্নসিংহাসনোপরি করয়ে বিহার।
গোপীযূথ সমাবৃত চারিদিগে যার ॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া শৃঙ্গহস্তে বিরাজয়।
ভাবাবেশে কভু গৌর শরীর যে হয় ॥
রাসোল্লাস মদে মত্ত সদা সর্ব্বক্ষণ।
বিভোর বারুণী পানে ঘুর্ণিত লোচন ॥
যন্ত্রবাদ্য গানাদি আনন্দে সদা রত।
পরম আশ্চর্য্য হাস্য লাবণ্য পুরিত ॥

তথাহি।

শুদ্ধ স্ফটিকসঙ্কাশং বনমালা বিভূষিতং।
রত্নকুণ্ডল কর্ণাঢ্যং নীলপট্টবিধারিণং ॥
রত্নসিংহাসনস্থঞ্চ গোপীযূথ সমাবৃতং।
ত্রিভঙ্গ শৃঙ্গপাণিস্থং কচিদ্গৌরশরীরিণং ॥
রাসোল্লাস মদোন্মত্তং সদা ঘূর্ণিতলোচনং।
যন্ত্রাদিগাননিরতং হাস্য লাবণ্যপূরিতং ॥

মন্ত্র জপি হেনরূপ করিয়া স্মরণ।
বলদেব-পূজা ভক্তে করে যেই জন ॥
সেই জন প্রেমভক্তি লভয়ে ত্বরিতে।
রাধাকৃষ্ণ-পাদপদ্ম পায় অচিরাতে ॥

তথাহি।

এবং ধ্যাত্বা পূজয়েদ্যো জপমন্ত্রং সমাসতঃ।
প্রেমভক্তিলভেৎ শীঘ্রং রাধাকৃষ্ণ মবাপ্নুয়াৎ ॥

শুকদেব বক্তা রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা।
বলরাম রাসলীলা অত্যাশ্চর্য্য কথা ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

অদ্যাপি দৃশ্যতে রাজন্ যমুনাং কৃষ্ণবর্ত্মনা।
বলস্যানন্তবীর্য্যস্য বীর্য্যং সূচয়তি বহি ॥

এইমত প্রতিদিন মাধুর্য্য বিলাসে।
দুই মাস ছিল নানা লীলা রস রাসে ॥
যদবধি আকর্ষণ কৈল যমুনার।
তদবধি তাঁহা রামঘাট নাম তার ॥
সেই রামঘাট ভক্তে করিব বন্দন।
বলরাম লীলাস্থলী অদ্ভুত কথন ॥

তথাহি।

আকৃষ্টায়া কুপিত হলিনা লাঙ্গলাগ্রেণ কৃষ্টা,
ধারাযান্তী লবণজলধৌ কৃষ্ণসম্বন্ধ হীনা।
অদ্যাপিত্থং সকলমনুজৈ দৃশ্যতে সৈব যস্মিন্,
ভক্ত্যা বন্দেঽদ্ভুতমিদমহো রামঘাটং প্রদেশং ॥

রামঘাট নিকটে পশ্চিম বায়ুকোণে।
কচ্ছবন যাহাঁ রহে কচ্ছপের গণে ॥
তারপর পূর্ব্ববন হয় যে ভূষণ।
যেখানে ভূষণ পরিলেন গোপীগণ ॥
শ্রদ্ধা করি তাঁহা যেই জন করে বাস।
বলরাম পূর্ণ করে তার অভিলাষ ॥
এইত কহিনু রামঘাট বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা করিব কীর্ত্তন ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে রামঘাট বিবরণ কথনে শ্রীবলরামচন্দ্রস্য
ব্রজাগমন ও রাসলীলা বর্ণনং নাম ষড়্‌বিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সপ্তবিংশতিতম অধ্যায়ঃ।

চীরঘাট ও বস্ত্রহরণ বিবরণ।

এইমত কহিল রামঘাট বিবরণ।
ভাণ্ডীর বটের কথা শুন শ্রোতাগণ॥
অতিশয় উচ্চ বৃক্ষ অতি সুবিস্তারে।
কহিতে না হয় শোভা সর্ব্ব মনোহরে॥
বৃন্দাবন প্রদেশ বিশেষ সেই স্থান।
এক্ষণে অক্ষয়বট কহি তার নাম॥
গ্রীষ্মকালে অতি স্নিগ্ধ শীতে উষ্ণ হয়।
অতিবৃষ্টি হৈলে তাঁহা নহে অতিশয়॥
পৌগণ্ড বয়সে রাম কৃষ্ণ সখা সনে।
নানা খেলা করে যবে আইসে গোচারণে
সে রহস্য কথা কিছু করিব বর্ণন।
শুনিলে হইবে কর্ণ মন রসায়ন॥
কৃষ্ণচন্দ্র সখাগণে আবৃত হইয়া।
গোকুল মণ্ডিত ব্রজে প্রবেশিল গিয়া॥
আনন্দহৃদয়ে সবে কৃষ্ণগুণ গায়।
গোচারণ ছলে ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়॥
গ্রীষ্মঋতু প্রায় কারো অতি প্রিয় নয়।
বৃন্দাবন গুণে সে বসন্ত সম হয়॥
কুসুমিত সেই বন হয় সুশোভন।
বিচিত্র সুশব্দ করে মৃগপক্ষিগণ॥
ময়ূর ভ্রমর বনে বনে গান করে।
কোকিল সারস শব্দ করয়ে সুস্বরে॥
ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সঙ্গে।
ক্রীড়া করে বনে বনে নানাবিধ রঙ্গে॥
গোধন করিয়া আগে সঙ্গে গোপগণে।
বেণু বাজাইয়া সবে প্রবেশিলা বনে॥
প্রবাল ময়ূরপুচ্ছ গিরিধাতুগণে।
বনমালা পুষ্পের স্তবক বিভূষণে॥
রামকৃষ্ণ আদি করি যত গোপগণ।
গান নৃত্য যুদ্ধ করি করয়ে ভ্রমণ॥
কৃষ্ণচন্দ্র যেইকালে করয়ে নর্ত্তনে।
কেহ বাদ্য করে গান করে কত জনে॥
বেণু পানিদল শৃঙ্গে করিয়া অপরে।
অদ্ভুত নর্ত্তন দেখি প্রশংসা আচারে॥
কৃষ্ণ রাম গোপাল রূপ সবিশেষে।
দেবতা সকল তাঁহা আসি গোপবেশে॥
নৃত্যকারী প্রতি যেন সব নটগণে।
প্রশংসয়ে তৈছে দোঁহার করয়ে স্তবনে॥
দোঁহে দোঁহা প্রতি কভু করয়ে ভ্রমণ।
অন্যোন্যে করয়ে দোঁহে দোঁহারে লঙ্ঘন॥
দোঁহে দোঁহা প্রতি কভু আক্ষেপ বচনে।
কভু আস্ফোটন করে কভু বিকর্ষণে॥
এইমতে যুদ্ধরসে দোঁহে ক্রীড়া করে।
কাকপক্ষ ধরা শোভা মস্তক উপরে॥
কভু কোন কোন সখা করয়ে নর্ত্তন।
তবে গালবাদ্য দোঁহে করে বিলক্ষণ॥
তাল মান অনুরূপ নর্ত্তন দেখিয়া।
প্রশংসয়ে সাধু সাধু বচন কহিয়া॥
কোনখানে বিল্বদল লইয়া সকলে।
কোনখানে কুম্ভফল ফলে ফলে খেলে॥
কোনখানে আমলকী ফল অষ্টি করি।
ক্রীড়া করে অতিশয় দেখিতে মাধুরী॥
নেত্রবন্ধনাদি রূপে করে স্পর্শনে।
মৃগ খগ চেষ্টা অনুরূপ আচরণে॥
কোনখানে ভেকগণ যায় লম্ফ দিয়া।
তার পাছে পাছে তৈছে যায় ঝাঁপাইয়া॥
বিবিধ প্রকার যত উপহাস্য হয়।
সে সকল ক্রীড়া সকলেই আচরয়॥
কদাচিত দোলাখেলা হিন্দোলিকোপরে।
কোনখানে রাজোচিত ক্রিয়া সবে করে॥
এইমত লোক সিদ্ধা ক্রিয়া যত হয়।
সে সকল ক্রিয়া দোঁহে বনে আচরয়॥
নদী অদ্রি দ্রোণি কুঞ্জে বনে সরোবরে।
স্থান সমুচিত মনোহর লীলা করে॥

ঐছে রাম কৃষ্ণ দোঁহে সখাগণ সনে।
আনন্দে করয়ে সেই বনে গোচারণে ॥
প্রলম্ব অসুর কৃষ্ণে মারিবার তরে।
গোপরূপ হৈয়া আইল সখার ভিতরে ॥
জানিয়াও ভগবান্ কিছু না কহিল।
তার বধোপায় চিন্তি সখ্যতা করিল ॥
সেইখানে আহ্বান করিয়া গোপগণে।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ সব খেলা জনে ॥
গোপগণ শুন এবে দুই দুই জনে।
যথাযোগ্য খেলাইব সমানে সমানে ॥
শুনি গোপগণ রামকৃষ্ণ দুইজনে।
নায়ক করিল খেলা বণ্টন বিধানে ॥
কত সখা রহিলেন কৃষ্ণের সহিতে।
কত জন রহিলেন বলরাম ভিতে ॥
দুই দিগে দুই দল রহে দাণ্ডাইয়া।
একে একে মধ্যে জোট হইল আসিয়া ॥
নানাবিধ ক্রীড়া বাহ্য বালক লক্ষণা।
দোঁহে দোঁহে মিলিয়া করেন সর্ব্বজনা ॥
আগে আগে কত দূরে সঙ্কেত করিয়া।
খেলিতে খেলিতে যায় কৌতুকী হইয়া ॥
খেলাতে যে জিতে তার স্কন্ধে আরোহয়।
পরাজিতগণ তবে কান্ধে করি বয় ॥
এইমত বহাবহি লীলা অনুক্রমে।
ভাণ্ডীর নিকটে আইল গোধনচারণে ॥
কতদূর হৈতে বট সঙ্কেত করিয়া।
খেলাতে হারিবে যেই সে লবে বহিয়া ॥
শ্রীদাম বৃষভ আদি বলরাম ভাগে।
ভদ্রসেন প্রলম্বাদি কৃষ্ণের বিভাগে ॥
শ্রীদাম কৃষ্ণের সহ একযোগে খেলে।
বৃষভ ও ভদ্রসেন খেলে এক মেলে ॥
বলরাম প্রলম্ব হইল একযোগে।
ঐছে আর সখাগণ হৈয়া যুগ্ম যুগে ॥
খেলাতে বিজয়ী বলরাম সঙ্গী যবে।
কৃষ্ণ আদি সবে কান্ধে করি বহে তবে ॥
কৃষ্ণসঙ্গিগণ যবে খেলাতে জিতয়।
বলরাম আদি তবে কান্ধে করি বয় ॥

প্রলম্বের কান্ধে রহি যায় বলরাম।
কৃষ্ণচন্দ্রে করি কান্ধে বহয়ে শ্রীদাম ॥
ভদ্রসেনে কান্ধে করি বৃষভ চলয়।
অপর সকলে রামসঙ্গিগণ বয় ॥

তথাহি।

রামসংবট্টিনো যর্হি শ্রীদাম বৃষভাদয়ঃ।
ক্রীড়ায়াং জয়িনস্তাং স্তানুহুঃ কৃষ্ণাদয়োহর্ভকাঃ।
উবাহ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ শ্রীদামানং পরাজিতঃ।
বৃষভং ভদ্রসেনস্তু প্রলম্বো রোহিণীসুতং ॥

দানবপুঙ্গব কৃষ্ণে অসহ্য মানিয়া।
বিচারয়ে পলাইব বলরামে লৈয়া ॥
কৃষ্ণদৃষ্টি বঞ্চনার্থ অবরোহ স্থানে।
না রাখিল আগে শীঘ্র করিল গমনে ॥

তথাহি।

অবিসহ্যং মন্যমানঃ কৃষ্ণং দানবপুঙ্গবঃ।
বহন্ দ্রুততরং প্রাগাদবরোহণতঃ পরং ॥

বলরামে বহি যায় প্রলম্ব অসুর।
ধরণী ধরেন্দ্র প্রায় গৌরব প্রচুর ॥
বহিতে না পারে গতি মন্থর হইল।
আপন অসুরী বপু ধারণ করিল ॥
স্বর্ণ অলঙ্কার যাতে হয় বিভূষণে
বিদ্যুত সদৃশ দ্যুতি হয় দীপ্তমানে ॥
তড়িতযুত মেঘ যেন উডুপতিরাজে।
প্রলম্ব উপরি তৈছে বলরাম সাজে ॥

তথাহি।

তমুদ্বহন্ ধরণি ধরেন্দ্র গৌরবং
মহাসুরো বিগতরয়ো নিজঃ বপুঃ।
স আস্থিত্য পুরট পরিচ্ছদোবভৌ
তড়িদ্দ্যুমাভূপতিরাতিম্বা বাম্বদঃ ॥

ক্ষণেকে হইল বপু আকাশ সমানে।
ভ্রূকুটি পর্য্যন্ত দীপ্ত করয়ে নয়নে ॥
তেমতি দশন সব বিকট অত্যন্ত।
শিখাজ্যোতি হয় তার অতি দীপ্তমন্ত ॥
কনক কিরীট কুণ্ডলত্বিষা অদ্ভুতে।
দেখি কিছু ভয় হৈল হলধর-চিতে ॥

তথাহি।

নিরীক্ষ্য তদ্বপুরবলম্বচরেৎ প্রদীপ্ত
দৃগ্ ভ্রূকুটি ততোপ্রদংষ্ট্রকং।

জ্বলৎ শিখং কনককিরীট কুণ্ডলত্বিষাদ্ভুতং
হলধর ঈষদত্রসৎ ॥

তবেত আগত স্মৃতি হৈয়া বলরাম।
অভয় হইল জানি প্রলম্ব বিধান ॥
আপনার সার্থে গোপগণ ছাড়াইয়া।
অন্যত্রে লইছে মোরে মারিবে বলিয়া ॥
সুরাধিপ বলরাম দৃঢ় মুষ্টি করি।
রোষিয়া মারিল প্রলম্বের শিরোপরি ॥
বজ্রপাতে গিরি যেন ভগ্ন হৈয়া যায়।
তৈছে বেগে মুষ্টি বাজে প্রলম্ব-মাথায় ॥

তথাহি।

অথাগত স্মৃভিরভয়োরিপুং বলোবিহায়
সার্থমিবহরন্ত মাত্মনঃ।
রুষাহরচ্ছিরসি দৃঢ়েনমুষ্টিনা সুরাধিপো
গিরিমিব বজ্ররংহসা ॥

প্রলম্ব তৎক্ষণে চূর্ণমস্তক হইয়া।
মুখ হৈতে রক্ত অতি বমন করিয়া ॥
মহাঘোর শব্দ করি মূর্চ্ছিত হইল।
প্রাণত্যাগ করি তবে ভূমেতে পড়িল ॥
পূর্ব্বে যেন ইন্দ্র গিরি কম্পন করিয়া।
ভাঙ্গিয়া ফেলিল বজ্র হাতেতে লইয়া ॥
তৈছে হলধর মুষ্টি আঘাত করিয়া।
প্রলম্ব অসুরে ভূমে ফেলিল মারিয়া ॥

তথাহি।

স আঃ   সপদিবিশীর্ণ মস্তকো
মুখাদ্বন রুধির মপস্মৃতোঽসুরঃ।
মহাববং রসুরপতৎ সমীরয়ন্
গিরির্যথানঘবন আয়ুধা হতঃ ॥

মহাবলী বলরাম প্রলম্বে মারিল।
দেখি গোপগণ অতি বিস্মৃত হইল ॥
সাধু সাধু করি তাঁরে সকলে কহয়।
আশীষ করিয়া কেহ গ্রহণ করয় ॥
কেহ বাক্যে প্রশংসয়ে সম বয়োগণ।
কনিষ্ঠ সকলে তাঁর করয়ে পূজন ॥
কেহ বয়োধিক প্রায় তাঁরে আলিঙ্গিল
প্রেমেতে বিহ্বল চিত্ত সকলে হইল ॥
যেইকালে পাপাশয় প্রলম্বে মারিল।
দেবগণ পরম আনন্দ তবে পাইল ॥
বলরাম প্রতি পুষ্পমাল্য বরিষণ
করি সাধু সাধু বলি করে প্রশংসন ॥

তথাহি।

পাপে প্রলম্বে নিহতে দেবাঃ পরমনির্ব্বৃতাঃ।
অভ্যবর্ষ দলং মাল্যৈঃ প্রশংসুঃ সাধুসাধ্বিতি ॥

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
পরম আশ্চর্য্য কৃষ্ণলীলা বৃন্দাবনে ॥
ভাণ্ডারী নিকট খেলা প্রসঙ্গানুক্রমে।
প্রলম্ববিনাশ লীলা করিল বর্ণনে ॥
এইমত ভাণ্ডীর তলাতে সখাসনে।
নানাবিধ খেলা লীলা করে বিহরণে ॥
এইত কহিল বট ভাণ্ডীর বর্ণন।
বিশেষে রহস্য কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র ভাণ্ডীরে আসিয়া।
বংশীধ্বনি কৈল প্রিয়াগণ নাম লৈয়া ॥
রাধিকাদি সেই ধ্বনি করিয়া শ্রবণ।
অভিসার করি তাঁহা করিল গমন ॥
নানাবিধ অপরূপ লীলারস রাসে।
ভাণ্ডীর তলাতে কৃষ্ণ সহিত বিলাসে ॥
কৃষ্ণ কহে এই স্থানে সখাগণ সনে।
মল্লবেশ ধরি লীলা কৈল দিনে দিনে ॥
শুনিয়া রাধিকা-চিত্তে কৌতুক বাড়িল।
মল্ললীলা দেখিতে সবার ইচ্ছা হৈল ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র প্রতি করে জিজ্ঞাসনে।
মল্লবেশ লীলা এথা করিলা কেমনে ॥
শুনি কৃষ্ণ কহিলেন সব প্রিয়াগণে।
মল্ললীলা খেলা নাহি হয় একজনে ॥
তোমরা সকলে যদি ধর মল্লবেশ।
তবে মল্ললীলা দেখাইব সবিশেষ ॥
শুনি সব সখীগণ কহিতে লাগিলা।
শুনিয়াছি শ্রীদামের স্থানে হারি ছিলা ॥
তবে হাসি কৃষ্ণচন্দ্র লাগিল কহিতে।
আমারে হারায় হেন নাহি ত্রিজগতে ॥
সখীগণ কহে তুমি কত কত বার।
হারিলা রাইর স্থানে নাহি লেখা তার ॥

কৃষ্ণ কহে রাধিকার স্থানে হারি নাই।
মিথ্যা করি তোমরা কহিছ মোর ঠাঞি॥
সখীগণ রাধিকার ইঙ্গিত জানিয়া।
কহিতে লাগিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥
সবে কহে মিথ্যা নহে কহি সত্য কথা।
মল্লবেশ সকলে করিব আজি এথা॥
রাধিকারে মল্লবেশে করাব সাজনে।
দেখিব মদনযুদ্ধে জিনিবে কেমনে॥
এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ মল্লবেশ কৈল।
জিনিব কন্দর্প-যুদ্ধে সবারে কহিল॥
শুনিয়া রাধিকা গর্ব্ব সংভাবিতা হৈয়া।
মল্লবেশ কৈল নিজ সখীগণ লৈয়া॥
মল্ললীলা করিবারে উৎকণ্ঠিত চিত্তে।
আরম্ভিল যুদ্ধ কৃষ্ণ রাইর সহিতে॥
মল্ললীলা অনুকার প্রকার যে হয়।
কৃষ্ণের সহিতে রাই তেমতি খেলয়॥
অতি যে রহস্য হয় সেই সব কথা।
অতএব বিশেষ বর্ণন নহে এথা॥
রাধাকৃষ্ণ সখী মাঝে ভাণ্ডীর তলাতে।
হইল কন্দর্প-যুদ্ধ অতি বিপরীতে॥
এইমত সবা সহ হইল যে রণ।
বর্ণন না হয় অতি অকথ্য কথন॥
যুদ্ধ করি কন্দর্পেরে পরিতোষ কৈল।
জয় পরাজয় কিছু বিচার নহিল॥

তথাহি।

মল্লীকৃতাঃ নিজাঃ সখী প্রিয়তমা গর্ব্বেন সংভাবিতা,
মল্লী ভূয় মদীশ্বরী রসময়ী মল্লত্বমুৎকণ্ঠয়া।
যস্মিন্ সম্যগুপেষুষাবকভিদা রাধানি যোদ্ধুং মুদা,
কুর্ব্বাণা মদনস্য তোষ মদনোভাণ্ডীরকং তদ্ভজে॥

হেন যে রহস্য লীলা ভাণ্ডীর তলাতে।
তাহার মহিমা কেবা পারয়ে বর্ণিতে॥
তদ্গতমানসে যেই রহে সেই স্থানে।
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা পায় দরশনে॥
এইত কহিনু ভাণ্ডীরের বিবরণ।
আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ॥

ভাণ্ডীর নিকট হয় আগিয়ারা নাম।
যাহাঁ গোচারণ করেন কৃষ্ণ বলরাম॥
মুঞ্জাটবী বলি সেই স্থানের আখ্যান।
দাবাগ্নি মোক্ষণ যাহাঁ কৈল ভগবান্॥
সে অতি আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ।
শুনিলে কৃষ্ণের লীলা কর্ণ রসায়ন॥
সখাগণ মেলি কৃষ্ণ ভাণ্ডীর তলাতে।
প্রলম্ব বধের লাগি আছিল খেলাতে॥
ধেনু সব চরি চরি গেলা বহু দূরে।
স্বচ্ছন্দে চারণে প্রবেশিলেক গহ্বরে॥
অজা গো মহীষ আদি সব বনে বনে।
চরি যাই মুঞ্জাটবী কৈল প্রবেশনে॥
সেইত বনের নাম মুঞ্জাটবী হয়।
অকস্মাৎ হৈল তাঁহা দাবানল ভয়॥
তহিঁ প্রবেশিয়াছিল যত পশুগণ।
দাবানল ধূমে সবে করেন রোদন॥
রাম কৃষ্ণ আদি করি যত গোপগণ।
নিজ নিজ পশুগণ না পাঞা দর্শন॥
অনুতাপ করি সবে অন্বেষণ করে।
কোথা গেল পশুগণ বুঝিতে না পারে॥
পশুগণের খুরচিহ্ন দেখিয়া দেখিয়া।
বনে বনে সকলেই বুলে অন্বেষিয়া॥
আগে কত দূরে দেখে তৃণে আচ্ছাদিতে।
ভালমতে পদচিহ্ন না পায় দেখিতে॥
তথাপিহ অন্বেষণ করিয়া বেড়ায়।
মনে ভাবে উপজিব্য নষ্ট হৈল প্রায়॥
এইমত মুঞ্জাটবী নিকটে গমন।
করিয়া না দেখে পথ তৃণে আচ্ছাদন॥
ভ্রষ্টমার্গ দেখিয়া গবাদি পশুগণ।
আসিতে না পারি সবে করয়ে রোদন॥
কষ্টে সৃষ্টে সেই বনে প্রবেশ করিল।
ক্রন্দমান নিজ নিজ গোধন পাইল॥
গোপগণ সকলে তৃষিত শ্রান্ত হৈয়া।
তাঁহা হৈতে আইলেক গবাদি লইয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র নিজ ধেনুগণ না দেখিয়া।
অতি উচ্চ মেঘ তুল্য বৃক্ষে আরোহিয়া॥

আপনারে দেখাইয়া গভীর সুস্বরে।
নাম ধরি আহ্বান করয়ে বংশীস্বরে ॥

তথাহি।

পদ্মে হী হী হরিণী রঙ্গিণী কুঞ্জগন্ধে
হী হী চমরী খঞ্জনী কজ্জলাক্ষী।
সন্দে হী হী ভ্রমরিকে সুনন্দে সুনন্দে
ধূম্রে হী হী শবলি কালি মরালি পালি ॥
গঙ্গে তুঙ্গি হী হী পিশঙ্গি
ধবলে কালিন্দী বংশীপ্রিয়ে।
শ্যামে হংসী হী হী কুরঙ্গি
কপিলে গোদাবরীন্দু প্রভে ॥
শোনেক্ষেনি হী হী ত্রিবেণী
যমুনে চন্দ্রাবলীকে নর্ম্মদে।
নাম গ্রাহময়ং সমাহ্বয়তি
গাঃ প্রেয়েশ্বমীশে গবাং ॥

মেঘতুল্য গভীর কৃষ্ণের যে বচন।
গাবিগণ নিজ নাম করিয়া শ্রবণ ॥
উচ্চ পুচ্ছে কর্ণে সবে ঊর্দ্ধে নিরখিয়া।
হাম্বা হাম্বা ধ্বনি করে আনন্দ পাইয়া ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

তা আহুতা ভগবতা মেঘ গম্ভীরয়াগিরা।
স্বনাম্নাং নিনদং শ্রুত্বা প্রতিনেদুঃ প্রহর্ষিতা ॥

বৃক্ষোপরি কৃষ্ণচন্দ্রের পাইয়া দর্শন।
নটংখুর পুটাঞ্চলে করিল গমন ॥
অতি শীঘ্র গাভীগণ সেইখানে আইল।
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র বৃক্ষ হইতে নাবিল ॥
হেনকালে দাবানল অতি ধূম্র হৈয়া।
আচম্বিতে চারিদিগে উঠিল জ্বলিয়া ॥
বনৌকস সকলের ক্ষয়কৃত হয়।
পবন সারথি হৈয়া বাড়ে অতিশয় ॥
বনে যত স্থিরচর ছোট বড় ছিল।
সবে দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল ॥
গোপ সব ভয় পাইল সে অগ্নি দেখিয়া।
কৃষ্ণের নিকটে আইল গোধন লইয়া ॥
মৃত্যু-ভয়ার্ত্তিতা হৈয়া যৈছে সব জনে।
ঈশ্বরে প্রপন্ন হয়ে নিস্তার কারণে ॥
তৈছে কৃষ্ণ বলরাম নিকটে আসিয়া।
কহিতে লাগিল দোঁহার শরণ লইয়া ॥

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য করি নিবেদন।
অমোঘ বিক্রম রাম শুনহে বচন ॥
দাবানলে দগ্ধ আমা সবারে দেখিয়া।
ত্রাণ করিবারে যুক্ত প্রপন্ন জানিয়া ॥
নিশ্চয় কহিনু মোরা বান্ধব তোমার।
তুমি কৃষ্ণ বড় বন্ধু আমা সবাকার ॥
মোসবারে বিনাশ করিতে না জুয়ায়।
যেমতে বাঁচয়ে সবে করহ উপায় ॥
তুমি মোসবার নাথ সর্ব্ব ধর্ম্ম বিজ্ঞ।
তোমার শরণাগত আমি সব অজ্ঞ ॥

তথাহি।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাবীর্য্য হে রাম মিতি বিক্রমঃ।
দাবাগ্নিনা দহ্যমানন্ প্রপন্নাং স্বার্ত্তমর্হথঃ।
নূনং ত্বদ্বান্ধবাঃ কৃষ্ণ নচার্হস্ত্যরসাদিতুং।
বয়ং হি সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ত্বন্নাথাসৎ পরায়ণঃ ॥

বন্ধুগণের কাতর বচন শুনি হরি।
সর্ব্বদুঃখহর্ত্তা প্রভু তাসবারে হেরি ॥
গোপ সব অত্যন্ত কাতর নেত্রে রহে।
গোগণের নেত্রে অতি অশ্রুধারা বহে ॥
নয়ন অঞ্চলে সবে করি নিরীক্ষণ।
মুদিল নয়ন অশ্রু ধূমের কারণ ॥
সকলেই কৃষ্ণগত হইয়া মানসে।
গো গোপাল চারিপাশে আছেন ধাধসে ॥
পরিমাণাতীত অতি করুণা বিস্তার।
অবদাহমান হৈয়া দুঃখে তাসবার ॥
দ্বিগুণিত দুঃখ কৃষ্ণ মরমে হইল।
দেখিলেন দাবানল আকাশ স্পর্শিল ॥
অতিশয় বৃষ্টি যদি করে মেঘগণ।
হয় কি না হয় এই অগ্নি নির্ব্বাপণ ॥
অনিবার্য্য দেখে কৃষ্ণ করেন চিন্তনে।
ত্বরিতে ঐশ্বর্য্য শক্তি উপস্থিত মনে ॥
তবে সেই দাবানল বিনাশ কারণে।
ইচ্ছা হৈল আপনেই মুখে করি পানে ॥
কহিতে লাগিল শুন শুন বন্ধুগণ।
মুদ্রিত করহ করে যুগল নয়ন ॥
অতঃপর সবে মোহ ত্যজন করহ।
দাবানল বলি মনে ভয় না করিহ ॥

তথাহি।

বচোনিশম্য কৃপণং বন্ধূনাং ভগবান্ হরিঃ।
নিমীলয়তমাভৈষ্টলোচনানীত্যভাষত॥

এতেক শুনিয়া তবে যত গোপগণ।
আঁখি মুদি রহিলেন কৃষ্ণগত মন॥
সুকোমল কমল কলিকা কারো করে।
গণ্ডূষী করিলা কৃষ্ণ সেইত বহ্নিরে॥
কৃত্য বিশারদে শারদেন্দু শ্রীবদনে।
সুধাধার প্রায় করে সে অনল পানে॥
ব্রজরাজ-তনয়ে যেকালে ইচ্ছা কৈল।
তাহার ঐশ্বর্য্য শক্তি প্রকট হইল॥
আপনেহ অলক্ষিতে করিলেন পানে।
অবপেশলতা তার নহে কোনখানে॥

তথাহি।

তথেতি মীলিতাক্ষেষু ভগবানগ্নিমূলবনং।
পীত্বা মুখেন তান্ কৃচ্ছ্রাৎ যোগাধীশোব্যমোচরৎ

সেইক্ষণে কৃষ্ণ নিজ যোগমায়া দ্বারে।
ভাণ্ডীর তলাতে আনিলেন তাসবারে॥
সকলে ভাণ্ডীর তলা সুস্নিগ্ধ পাইয়া।
পুনশ্চ মেলিল নেত্রদুঃখ পাসরিয়া॥
দাবানল হৈতে গাভীগণের মোচন।
আপনার ত্রাণ দেখি সবিস্ময় মন॥
কৃষ্ণের সে যোগবল সাক্ষাতে দেখিয়া।
যোগমায়ানুভাবিত কর্ম্ম নিরখিয়া॥
দাবাগ্নি হইতে যেই আত্ম বিমোচনে।
পরম দেবতা কৃষ্ণে মানে সখাগণে॥

তথাহি।

ততশ্চতেঽক্ষীন্যুন্মীল্য পুনর্ভাণ্ডীর মাপিতাঃ।
নিশম্য বিস্মিতা আসন্নাত্মানং গাংশ্চ মোচিতাঃ॥
কৃষ্ণস্য যোগবীর্য্যং তৎযোগমায়ানুভাবিতং।
দাবাগ্নে রাত্মানঃ ক্ষেমং বীক্ষ্যতং মেনিরেঽমরং॥

সায়াহ্ন সময়ে কৃষ্ণ বলরাম সনে।
ধেনুগণ লৈয়া ব্রজে করিল গমনে॥
পরম আনন্দে যায় বেণু বাজাইয়া।
সঙ্গে চলে গোপগণ কৃষ্ণগুণ গাইয়া॥
এথা কৃষ্ণ অদর্শনে ব্রজবধূগণ।
ক্ষণে যুগ শত মানে উৎকণ্ঠিত মন॥

হেনকালে পাইল গোবিন্দ-দরশন।
আনন্দ হৃদয়ে সবে প্রফুল্ল বদন॥

তথাহি।

গোপীনাং পরমানন্দ আসীদ্গোবিন্দ দর্শনে।
ক্ষণং যুগশত মিব যাসাং যেন বিনা ভবেৎ॥

মুঞ্জাটবী স্থান কথা প্রসঙ্গানুক্রমে।
দাবাগ্নি মোক্ষণ লীলা করিনু বর্ণনে॥
অক্ষয়বটের পূর্ব্বে হয় তপোবন।
যেখানে করিল তপ গোপকন্যাগণ॥
সেইখানে গোপীঘাট হয় যমুনাতে।
গোপীগণ স্নানাবগাহন করে তাতে॥
তারপর চীরঘাট হয় মনোরম।
যমুনার তটে ঘাট অতি সুনির্জ্জন॥
কদম্বের বৃক্ষ এক রহে তটোপর।
নানাবিধ পুষ্পবন সেখানে সুন্দর॥
অনূঢ়া কন্যকা ছিল ব্রজে যত জনা।
তারা সেই ঘাটে করে দেবী-আরাধনা॥
সে অতি রহস্য কথা শুন শ্রোতাগণ।
কন্যাগণ পাইল যৈছে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
হেমন্তে প্রথম মাস নাম অগ্রহায়ণ।
তাতে অনূঢ়া ব্রজকুমারিকা যত জন॥
ভোগান্তর ত্যাগ করি হবিষ্য বিধানে।
কাত্যায়নীপূজা ব্রত করেন সেখানে॥
অরুণ উদয় কালে সেখানে যাইয়া।
কালিন্দীর জলে সবে আপ্লুত হইয়া॥
মৃত্তিকা প্রতিমা করি করেন স্থাপন।
গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপে করয়ে অর্চ্চন॥
আতপ তণ্ডুল ধরি তাহার অগ্রেতে।
অরুণ বরণ পক্ক ফল দিয়া তাতে॥
নানা মিষ্ট উপহার করি সমর্পণ।
পুটাঞ্জলি হৈয়া আগে করয়ে প্রার্থন॥
ওগো দেবী কাত্যায়নী করি নিবেদন।
মোসবার নিজাভীষ্ট করহ পূরণ॥
তুমি দেবী দেবেশ্বরী জগতের কর্ত্তা।
তোমা বিনা কেহ নাহি জগত-রক্ষিতা॥
মহাদেব দেবশ্রেষ্ঠতম পত্নী তাঁর।
বৈষ্ণবী বলিয়ে নাম হয়ত তোমার॥

অতএব সবে করি তোমার পূজন।
পতি করি দেহ মোরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
এইমত কন্যাগণ কাত্যায়নী স্থানে।
নিজাভীষ্ট বর মাগি করয়ে প্রার্থনে ॥

তথাহি।

কাত্যায়নী মহামায়ে মহাযোগীন্যধীশ্বর।
নন্দগোপসুতং দেবি পতিং মে কুরুতে মনঃ।

এই মন্ত্রে জপ করি কুমারিকাগণ।
এক মাস কৈল কাত্যায়নীর পূজন ॥
দ্বিতীয় মাসেতে সবে কৃষ্ণগত চিত্তে।
ভদ্রকালীপূজা ব্রত লাগিল করিতে ॥
নন্দসুত কৃষ্ণ হউক মোসবার পতি।
এত ভাবি ব্রত করে ঐকান্তিক মতি ॥

তথাহি।

ইতি মন্ত্রং জপন্ত্যস্তা মাসং নিন্দে কুমারিকা
ভদ্রকালীং সমানচ্চুর্ভূয়ান্নন্দসুতঃ পতি ॥

ঊষাকালে উঠি সবে একত্র হইয়া।
বাহু ধরাধরি চলে কৃষ্ণগুণ গায়্যা ॥
যমুনার তীরে আসি উপস্থিত হয়।
কাত্যায়ণী পূজিবার ক্রীড়াদি করয় ॥
একদিন সবে মেলি তথায় আসিয়া।
বস্ত্র অলঙ্কার তীরে সবাই রাখিয়া ॥
আনন্দে বিহরে জলে সব কন্যাগণ।
কৃষ্ণগত চিত্ত অন্য নাহিক স্মরণ ॥
ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সে কথা শুনিয়া।
প্রিয় নর্ম্ম বিদূষক সখা সঙ্গে লৈয়া ॥
তাসবার ব্রতকার্য্য সিদ্ধির কারণে।
অলক্ষিতে সেই স্থানে করিল গমনে ॥
আসিয়া দেখয়ে যত কুমারিকাগণ।
রসভরে জলক্রীড়া করে সর্ব্বজন ॥
কৌতুকী হইল সে রহস্য দরশনে।
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া অতি সঙ্গোপনে ॥
ত্বরিতে উঠিল গিয়া কদম্ব তরুতে।
হাসয়ে বালকগণ কৃষ্ণের চরিতে ॥
তাসবার সঙ্গে কৃষ্ণ মধুর হাসিয়া।
কন্যাগণে কহিতে লাগিল ডাক দিয়া।

শুনহ অবলাগণ এথায় আসিয়া।
নিজ নিজ বস্ত্র সবে লহত চিনিয়া ॥
সত্য কহি কদাচিত হাস্য করি নাই।
ব্রতশ্রান্তা অতিশয় হইলা সবাই ॥
অসত্য না কহি আমি তোমা সবা স্থানে।
না কহিলে পূর্ব্বে কভু অমৃত বচনে ॥
মোর সঙ্গে আছে এক শিশু সখাগণ।
সত্য কহি কিবা মিথ্যা কর জিজ্ঞাসন ॥
কিবা সবে জানহ আমার সত্য কথা।
সবে তীরে আইস বস্ত্র দিব যে সর্ব্বথা ॥
সুমধ্যমাগণ শুন আমার বচন।
আগ্রহ করিয়া মোর নাহি প্রয়োজন ॥
একে একে আসিয়া সকলে বস্ত্র লেহ।
কিম্বা এককালে সবে আইস যূথ সহ ॥
পরিহাস কৃষ্ণের দেখিয়া কন্যাগণ।
অতিশয় প্রেমরসে হইল মগন ॥
অন্যোন্যে হেরিয়া সবে হাস্যমুখী হৈল।
লজ্জাযুক্তা হৈয়া কেহ তীরে না উঠিল ॥
এইমত গোবিন্দের বচন শুনিয়া।
অতিশয় কৌতুক আক্ষিপ্ত চিত্তা হৈয়া ॥
আকণ্ঠ সমান জলে শীতে মগ্ন হৈয়া।
কহিতে লাগিল সবে কাঁপিয়া কাঁপিয়া ॥
শুন কৃষ্ণচন্দ্র আমা সবার বচন।
সকলের প্রিয় তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
ব্রজশ্লাঘ্য করিয়া তোমারে সবে জানে।
অন্যায় না কর তুমি আমা সবার স্থানে ॥
দয়া করি বস্ত্র ভূষা দেহ হে ত্বরিতে।
জলেতে রহিয়া অতি দুঃখ পাই শীতে ॥
হে শ্যামসুন্দর শুন হৈব তুয়া দাসী।
তবোচিত করিব সকলে অভিলাষী ॥
তুমিত ধর্ম্মজ্ঞ বস্ত্র দেহ মোসবারে।
না দিলে কহিব গিয়া আগেত রাজারে ॥

তথাহি।

শ্যামসুন্দর তে দাস্যঃ করবাম তবোচিতং।
দেহি বাসাংসি ধর্ম্মজ্ঞ নচেদ্রাজ্ঞে ব্রুবামহে ॥

এতেক শুনিয়া কৃষ্ণ কহে তাসবারে।
সকলে অপূর্ব্ব কথা কহিলে আমারে॥
তোমরা সকলে যদি মোর দাসী হৈবে।
আমি যে কহিব তাহা অবশ্য করিবে॥
তবে সবে অতিশয় হাস্যমুখী হৈয়া।
নিজ নিজ বস্ত্র লেহ এখানে আসিয়া॥
যদি বা তোমরা এথা করিয়া গমনে।
নিজ নিজ বস্ত্র না লইবে মোর স্থানে॥
তবেত না দিব বস্ত্র কহিল সবারে।
কোপ করি রাজা মোর কি করিতে পারে
কৃষ্ণবাণী শুনি সবে অতি হৃষ্টা হৈল।
সকলে মিলিয়া তবে বিচার করিল॥
যার প্রাপ্তি লাগি মোরা দেবী আরাধিল।
অনুকূল হৈয়া বিধি তারে মিলাইল॥
নিজ বাঞ্ছা পূর্ণ যদি হৈল মোসবার।
চলহ সকলে তবে কিবা লজ্জা আর॥
দেহ প্রাণ সমর্পণ যাহারে করিব।
লজ্জাত্যাগ বিনা তারে কেমনে পাইব॥
এতেক ভাবিয়া সবে কাঁপিতে কাঁপিতে।
উঠিতে লাগিল তীরে জলাশয় হৈতে॥
চিকুরকদম্বে সবে উরোজ ঝাঁপিয়া।
অধোদেশে হস্ত দুই আবরণ দিয়া॥
জল হৈতে নির্গত হইল সবে তীরে।
শীতে আকর্ষিতা হৈয়া চলে ধীরে ধীরে॥
ভগবান্ শুদ্ধভাব প্রসাদিত হৈয়া।
তাসবার আগমন ঈষৎ দেখিয়া॥
সকল বসন নিজ স্কন্ধোপরি লৈয়া।
প্রীতিযুত কহে কিছু ঈষৎ হাসিয়া॥
ধৃতব্রতা হৈয়া বস্ত্র ত্যজি কৈলে স্নানে।
অতএব দোষ কৈলে দেবতা হেলনে॥
ব্রতছিদ্র হইবেক বিনা প্রায়শ্চিত্তে।
তবে যে অভীষ্ট সিদ্ধি নহে অচিরাতে॥
ব্রতের বৈগুণ্য বলি ভয় থাকে যবে।
প্রায়শ্চিত্ত বিধান কহিয়ে শুন তবে॥
এই ব্রতছিদ্র পাপ নিবৃত্তি কারণে।
মস্তক উপরি হস্ত অঞ্জলি বন্ধানে॥
শুদ্ধভাবে সকলে করিয়া নমস্কার।
তবে বস্ত্র লৈয়া পর দেখি আপনার॥
এইমত কন্যাগণ কৃষ্ণবাক্য শুনি।
বিবস্ত্রাপ্লাবন ব্রতচ্যুতি হেতু মানি॥
সেই ব্রত আর যে অশেষ ধর্ম্ম যত।
কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার হয় সর্ব্বফলভূত॥
অশেষ ব্রতের যত ছিদ্র উপজয়।
সর্ব্ব পাপ মার্জ্জনকারক কৃষ্ণ হয়॥
কন্যাগণ নিজাভীষ্ট প্রাপ্তির কারণ।
কৃষ্ণবাক্য অনুরূপ কৈল আচরণ॥
তথাবিধ অবনতা তাসবারে দেখি।
যশোদানন্দন হৈলা অতিশয় সুখী॥
সকলেরে বস্ত্র দিল করুণা করিয়া।
নিজ নিজ বস্ত্র সবে লইল দেখিয়া॥
গোপিকাগণের বস্ত্র করিয়া হরণ।
নানামতে তাসবার কৈল বিড়ম্বন॥
এথা আসি বস্ত্র লেহ এ সব বচনে।
লজ্জাধর্ম্ম ত্যাগ করাইল সর্ব্বজনে॥
সত্য বিনা ধর্ম্ম নাহি হয় কোনকালে।
এইমত উপহাস করিলা সকলে॥
বস্ত্রহীন স্নান কৈলে ব্রতসিদ্ধি নহে।
সবা প্রতি অতি যে বঞ্চনা কথা কহে॥
পুটাঞ্জলি নমস্কার প্রায়শ্চিত্ত ছলে।
ক্রীড়া ব্রত করিলেন গোপিকা সকলে॥
ততো কৃষ্ণ প্রতি কহে অসূয়া না কৈলা।
প্রিয়সঙ্গ ক্রমে অতি সুখী সবে হৈলা॥

তথাহি।

দৃঢ়ং প্রলব্ধাস্ত্রপয়া বহাপিতাঃ
প্রস্তোভিতাঃ ক্রীড়নকচ্চকারিতা।
বস্ত্রাণি চৈবাপকৃতান্তথাপ্যমুং
তানাভ্যসূনপ্রিয়সঙ্গ নির্বৃতাঃ॥

বস্ত্র পরি সকলেই আনন্দিত মনে।
বশীকৃতা হইলেন প্রেষ্ঠের মিলনে॥
অতএব কৃষ্ণেতে গৃহীতচিত্তা হৈয়া।
রহিলা অবলাগণ সঙ্কল্পিত হৈয়া॥
তাসবার মনোরথ জানি ভগবান্।
দামোদর ভকতবৎসল দয়াবান্॥

কৃষ্ণচন্দ্র সবা প্রতি কহিতে লাগিল।
সে কথা শুনিয়া সবে আনন্দিতা হৈল ॥
তোসবার মনোরথ আমার অর্চ্চনে।
লজ্জা করি কেহ নাহি কহ মোর স্থানে ॥
তথাপিহ তাহা মোর বিদিত হইল।
বিশেষজ্ঞঃ আমি অনুমোদন করিল ॥
সাধ্বীগণ শুন সত্য বচন আমার।
মনোরথ সিদ্ধি হইবেক তোসবার ॥

তথাহি।

সঙ্কল্পোবিদিতঃ সাধ্ব্যো ভবতীনাং মদাপনঃ।
ময়ানুমোদিতঃ সোঽসৌ সত্যো ভবিতুমর্হতি ॥

কিন্তু কামভোগ পূর্ণ নহিবে কাহার।
প্রেম অনুক্রমে সঙ্গ হৈবে তোসবার ॥
আমা প্রতি চিত্তাবেশ হয়ত যাহার।
কাম কামনিমিত্তে না হয় তাসবার ॥
মোর রূপ গুণে যার হরিলেক মন।
তার অন্য কামেতে নাহিক প্রয়োজন ॥
ভাজা সিঝা ধান্যে যেন বীজ নাহি হয়।
তদ্গত মানসে কভু বাঞ্ছান্তর নয় ॥

তথাহি।

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতাধানাঃ প্রায়োবীজায়তে শতে ॥

বৃক্ষ হৈতে নামি কৃষ্ণ কহেন বচনে।
আজি সবে গমন করহ স্বভবনে ॥
যদর্থে তোমরা কাত্যায়নীব্রত কৈলা।
তাহা পূর্ণ করিব করিয়া রাসলীলা ॥

শরৎ রজনী সবে করিব বিহার
কদাচিত মিথ্যা নহে বচন আমার ॥

তথাহি।

যাতাবালা ব্রজং সিদ্ধাময়ে মারং স্থথক্ষপাঃ।
যদুদ্দিশ্য ব্রতমিদং চেরুরার্য্যাঙ্গনাসতী ॥

এইমত কন্যাগণ কৃষ্ণবাক্য শুনি।
হইবে অভীষ্ট সিদ্ধি মনে অনুমানি ॥
কৃষ্ণের চরণপদ্মে ধরিয়া যে মন।
অতিশয় দুঃখে ব্রজে করিল গমন ॥

তথাহি।

ইত্যাদিষ্টাভগবতা লব্ধকামাঃ কুমারিকাঃ।
ধ্যায়ন্ত্য-স্তৎ পদাম্ভোজং কৃচ্ছ্রান্নির্বিবিশুব্রজং ॥

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
বর দিয়া বিদায় করিল সেই দিনে ॥
কতদূরে বলরামচন্দ্র সখা সনে।
আনন্দে মগন করে গোধন চারণে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র সুবলাদি সখা সঙ্গে লৈয়া।
আনন্দ কৌতুক রসে মিলিলেন গিয়া ॥
বয়স্থ সকল সাথে একত্র হইয়া।
গোচারণ করি বনে বুলে বিহরিয়া ॥

তথাহি।

অথগোপৈঃ পরিবৃতো ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
বৃন্দাবনাদ্গতোদূরং চারয়ন্ গাঃ সহাগ্রজং ॥

এইত কহিনু চীরঘাট বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে ভাণ্ডীরবটাদি বিবরণ কথনে চীরঘাট
বিবরণ কথনং নাম সপ্তবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

অষ্টাবিংশতিতম অধ্যায়ঃ।

নন্দঘাট কথা প্রসঙ্গে বরুণচর কর্ত্তৃক নন্দকে হরণ ও শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক তথা হইতে নন্দকে আনয়ন বিবরণ।

চীরঘাট পরে হয় নন্দঘাট নাম।
নন্দ আদি ব্রজবাসী যাহাঁ করে স্নান ॥
সেখানে বিশেষ কিছু করিব বর্ণন।
অতি যে আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ ॥

একদিন ব্রজবাসী একাদশী করি।
নিরাহারে জনার্দ্দন-পূজন আচরি॥
পরম ভকত অগ্রগণ্য মহাশয়।
কৈল জাগরণ আদি যথাবিধি হয়॥
কলামাত্র দ্বাদশীতে করিতে পারণ।
নিশান্তে চলিলা শীঘ্র স্নানের কারণ॥
অন্য কুণ্ডজলাদিতে না করিল স্নান।
ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ রাজা মহামতিমান॥
হরিভক্তি বিবর্দ্ধিনী শ্রীমতী যমুনা।
অবগাহ লাগি সঙ্গে লৈয়া কত জনা॥
অরুণোদয়ের পূর্ব্বে শাস্ত্র আজ্ঞাবলে।
স্নান করিবারে নামে কালিন্দীর জলে॥

তথাহি শাস্ত্রং।

কলার্দ্ধাং দ্বাদশীং দৃষ্ট্বা নিশীথা দুর্দ্ধমেবহি।
আমধ্যাহ্নাঃ ক্রিয়াঃ সর্ব্বাঃ কর্ত্তব্যা শম্ভুশাসনাদিতি

বক্তা শ্রীবাদরায়ণি শ্রোতা পরীক্ষিত।
ভাগবত মধ্যে কথা অপূর্ব্ব গ্রন্থিত॥

তথাহি।

একাদশ্যাং নিরাহারঃ সমভ্যর্চ্চ্য জনার্দ্দনং।
স্নাতুং নন্দস্তু কালিন্দ্যাং দ্বাদশ্যাং জলমাবিশদিতি॥

আসুরী সময়ে যেই জলে স্নান করে।
অসুর বরুণদূতে লঞা যায় তারে॥
অপরাধ অনুরূপ সেই দণ্ড পায়।
এমতি নিয়ম আছে বরুণসভায়॥
তেমতি বরুণ-ভৃত্য অকালে পাইয়া।
দেবের নিকটে গেল ব্রজরাজে লৈয়া॥
দেখিয়া বরুণ তাঁরে কিছু না কহিল।
দিব্যাসন দিয়া সেই সভাতে রাখিল॥

তথাহি।

তং গৃহীত্বা নয়দ্ভৃত্যো বরুণস্যাসুরোঽন্তিকং।
অবিজ্ঞায়াসুরীং বেলাং প্রবিষ্টমুদকং নিশীতি॥

এথা যমুনার তীরে গোপভৃত্যগণ।
মনে মনে অতিশয় করেন্ন চিন্তন॥
যমুনার জলে স্নান করিতে নামিলু।
এতক্ষণ হৈল কেনে উঠি না আইল॥
এত চিন্তি গোপগণ নির্দ্ধারিল চিত্তে।
রাজারে লইয়া গেল বরুণের দূতে॥
সকলেই অতিশয় চিন্তিত হইল।
কৃষ্ণরাম বলি উচ্চ ডাকিতে লাগিল॥

তথাহি।

চক্রুশুস্তমপশ্যন্তঃ কৃষ্ণ রামেতিদূতকাঃ।

কৃষ্ণস্থানে কতজন কহিবারে গেল।
কৃষ্ণচন্দ্র দূর হৈতে সে কথা শুনিল॥
বরুণের দূতে মোর পিতা নিল হরি।
অতএব গমন করিব তার পুরী॥
এতেক চিন্তিতে গেল বরুণ অন্তিকে।
ভক্তাভয় দাতা প্রভু সর্ব্বত্র ব্যাপিকে॥
শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
বরুণ-সভাতে কৃষ্ণ দিল দরশনে॥

তথাহি।

ভগবাংস্তদুপশ্রুত্য পিতরং বরুণাহৃতং।
তদন্তিকং গতো রাজন্ স্বনাম ভয়দোবিভুরিতি

সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক প্রভু হৃষীকেশ।
নিকটে সাক্ষাৎ দেখি আনন্দ বিশেষ॥
মহৈশ্বর্য্যযুক্ত সে বরুণ লোকপাল।
দেখিতেই আস্তে ব্যস্তে উঠিল তৎকাল॥
দিব্য রত্নসিংহাসনোপরি বসাইল।
নানা মণি মুক্তা দিয়া মহাপূজা কৈল॥
তবে সে বরুণ অতি আনন্দিত হৈল।
যোড়হাতে স্তব করি কহিতে লাগিল॥

তথাহি।

প্রাপ্তং বীক্ষ্য হৃষীকেশং লোকপালঃ সপর্য্যয়া।
মহত্যা পূজয়িত্বাহ তদ্দিনং তু মহোৎসবঃ॥

বরুণ কহয়ে প্রভু করি নিবেদন।
অধর্ম্ম বিনাশ কর ধর্ম্ম সংস্থাপন॥
প্রকট বিহার ভক্তগণের কারণ।
ভক্ত-ইচ্ছা অনুরূপ তোমার করণ॥
যদবধি তোমার চরণ না দেখিল।
বৃথাকার্য্য প্রয়োজনে মিথ্যা কাল গেল॥
জগত ঈশ্বর প্রভু মোরে কৃপা কৈলে।
পরম করুণাময় দরশন দিলে॥

মোর এই জন্ম আজি সফল হইল।
পূর্ণ মনোরথ তুয়া দরশন পাইল॥
আজি হইলাম সর্ব্ব অর্থ অধিগত।
স্বার্থ হৈল নানা মণি মুক্তাদিক যত॥
তোমার চরণপদ্ম প্রাপ্তবন্ত হৈনু।
পরম্পরা জন্ম ভব হৈতে পার হৈনু॥
শুন প্রভু তুয়া স্বয়ং ভগবত্তা হৈতে।
বিচিত্র না হয় এই কহিনু নিশ্চিতে॥

তথাহি।

অদ্য মে নিভৃতো দেহো অদ্যার্থোঽধিগতঃ প্রভো।
তৎপাদভাজোভগবন্নবাপুঃ পারমধ্বনঃ॥

ষড়ৈশ্বর্য্য পরিপূর্ণ প্রভু ভগবান্।
স্বলোকাদি মধ্যে তুমি নিত্য বিরাজমান॥
সর্ব্ব অন্তর্য্যামী পরমাত্মা তুয়া রূপ।
সত্যজ্ঞানানন্দ ব্রহ্ম তোমার স্বরূপ॥
মায়া শক্তি হৈতে নহে তোমার প্রকাশ।
আপন চিচ্ছক্ত্যে তুমি হও স্বপ্রকাশ॥
তার হেতু শুন মায়া ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
জীব সৃষ্টি বিবিধ কল্পনা শক্তি ধরে॥
তুমিত ঈশ্বর মায়া তোমার উপরে।
কোনকালে প্রভাব করিতে নাহি পারে॥
ঐশ্বর্য্য রূপ গুণাদি ভেদ বিকল্পিকা।
তোমার স্বরূপ শক্তি হয় সর্ব্বাধিকা॥

তথাহি।

হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ॥

এইমত কৃষ্ণগুণ বর্ণন করিয়া।
ভক্তি করি প্রণময়ে অতি হৃষ্ট হৈয়া॥

তথাহি।

নমস্তভ্যং ভগবতে ব্রহ্মণে পরমাত্মনে।
ন যত্র শ্রূয়তে মায়া লোকসৃষ্টি বিকল্পনা॥

যে তোমার নিজ অভ্যন্তরে দরশন।
পরম কৃতার্থ হৈনু করি নিবেদন॥
অতএব মহা অপরাধ যদি হয়।
তথাপি ক্ষমিতে যুক্ত তোমার নিশ্চয়॥
না জানিয়া আমার অত্যন্ত মূঢ় দূতে।
অকার্য্য করণে পটু আনে তুয়া তাতে॥
মূর্খ দূত ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞ নাহি হয়।
পরম দুর্ব্বুদ্ধি ইহা জানিবে নিশ্চয়॥
যেইক্ষণে ব্রজরাজে আনিল এখানে।
আগে রাখিয়াছি করি পরম সম্মানে॥
দেখিতে জানিনু পিতা হয়েন তোমার।
অপরাধ ক্ষমা কর ভৃত্যের আমার॥
যদি কহ অতি দোষ ক্ষমা নাহি হয়।
তবে নিবেদন করি শুন কৃপাময়॥
ওহে প্রভু তুমি হও পরম সমর্থ।
মোসবার প্রভু মোরা দাস এ যথার্থ॥
অতএব ভৃত্যকৃত অপরাধ যে হয়।
ক্ষন্তব্য অবশ্য ক্ষমা করহ নিশ্চয়॥

তথাহি।

অজানতা মামকেন মূঢ়েনাকার্য্যবেদিনা।
আনিতোঽয়ং তব পিতা তৎ প্রভোক্ষন্তুমর্হসি॥

তথাপি অত্যন্ত ক্রোধযুত ভগবান্।
দেখিয়া বরুণ ভয়ে হৈল কম্পবান্॥
ব্রজরাজে আনি দিল কৃষ্ণ বিদ্যমানে।
ক্রোধ প্রশমন লাগি করে নিবেদনে॥
যেইকালে ইন্দ্র মহা অপরাধী হৈল।
গোবিন্দ বলিয়া তুয়া অভিষেক কৈল॥
মহাদোষ ক্ষমা করি করিল স্বীকার।
পরম করুণাকর বিখ্যাতি তোমার॥
তুয়া পিতা এই দেখ সাক্ষাতে তোমার।
বিরাজয়ে ব্যগ্র হৈয়া কহে পুনর্ব্বার॥
হে পিতৃবৎসল শুন করি নিবেদনে।
তুয়া পিতা পাঠাইয়া দিতাম তৎক্ষণে॥
এতাদৃশ ভাগধেয় আকাঙ্ক্ষা করিয়া।
এতক্ষণ রাখিনু না দিনু পাঠাইয়া॥

তথাহি।

গোবিন্দনীয়তামেষ পিতা তে পিতৃবৎসল॥

এইমত ব্যবহার বচনে করিয়া।
ব্যবসায়ে করি সন্তোষিল কৃষ্ণ-হিয়া॥
ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র সর্ব্বতত্ত্ব জানে।
বরুণের দোষ নাহি বুঝিল বিধানে॥

তাহারে করিয়া কৃপা প্রসন্ন হইয়া।
ত্বরিতে আইল ব্রজে পিতারে লইয়া॥
দেখি ব্রজবাসিগণে আনন্দ হইল।
ব্রজরাজ দ্বাদশীতে পারণ করিল॥
এইত কহিনু নন্দঘাট বিবরণে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃপা করিল বরুণে॥
শুকদেব বক্তা রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা।
পৌগণ্ড বয়স লীলা অত্যাশ্চর্য্য কথা॥

তথাহি।

এবং প্রাসাদিতঃ কৃষ্ণো ভগবানখিলেশ্বরঃ।
আদাযাগাৎ স্বপিতরং বন্ধুনাঞ্চ বহন্মুদং॥

গোবর্দ্ধনোদ্ধার করি ইন্দ্রে বশ কৈলা।
নন্দেরে আনিতে বরুণেরে বশে নিলা॥

তথাহি।

গোবর্দ্ধনং সমুদ্ধৃত্য বশেকৃত্বামরেশ্বরং।
নন্দানয়নতঃ কৃষ্ণো বরুণঞ্চ বশেহনয়ৎ॥

পারণ করিয়া নন্দ সভাতে বসিল।
নিজ বার্ত্তা গোপগণে কহিতে লাগিল॥
উপানন্দ আদি সবে করেন শ্রবণ।
ব্রজরাজ কহে সবিশেষ বিবরণ॥
কলামাত্র দ্বাদশীতে করিব পারণ।
এত চিন্তি সঙ্গেতে করিয়া কতজন॥
নিশা অন্তে কালিন্দীতে স্নানের কারণে।
প্রবেশ করিল অতিশয় ত্বরা মনে॥
হেনকালে বরুণের দূত আসি মোরে।
ধরি লঞা গেল তাহা অলক্ষ্য প্রকারে॥
নিজগণ সহ লোকপাল সে বরুণ।
সভামাঝে বসি করে নিজ প্রয়োজন॥
যেইকালে দূত মোরে ধরি লৈয়া গেল।
তাহারে বরুণ তবে নিষেধ করিল॥
অতঃপর তুমি কিছু না কহিবে আর।
আসনে বসায়ে রাখ সাক্ষাতে আমার॥
এত শুনি দূত মোরে আসনে বসায়্যা।
রাখিল যে অতিশয় সম্মান করিয়া॥
জলের দেবতা তিহোঁ অতি বিচক্ষণ।
না কহিল কিছু মোরে বুঝিয়া কারণ॥

কি কহিব তার সভা বর্ণন না হয়।
মহৈশ্বর্য্যযুত মণি মুক্তাদিকময়॥
দেখিয়া আমার চিত্তে জন্মিল বিস্ময়।
কিমিতি কর্ত্তব্য কিছু না বুঝি নিশ্চয়॥
হেনকালে কৃষ্ণ তথা করিল প্রবেশ।
দেখিয়া বরুণ পাইল আনন্দ বিশেষ॥
ত্বরিতে উঠিয়া নিজ সিংহাসন হৈতে।
গোবিন্দ-চরণতলে পড়িলা ভূমিতে॥
দিব্য সিংহাসনোপরি লৈয়া বসাইল।
নানা মণিমুক্তা দিয়া মহাপূজা কৈল॥
তথাপিহ কৃষ্ণচন্দ্র না কহে বচন।
তবে যোড়হাতে কত করিল স্তবন॥
আমারে করিল কৃষ্ণ আগে সমর্পণ।
নানামত কৈল কত মহিমা বর্ণন॥
পরংব্রহ্ম পরমাত্মা আদি তুয়া রূপ।
স্বয়ং ভগবান্ তুমি পরম স্বরূপ॥
এইমত নানাবিধ বাক্যে স্তুতি কৈল।
আপনার অপরাধ ক্ষমা করাইল॥
বরুণ-সভাতে যত আছে দেবগণ।
সকলেই কৈল কৃষ্ণচরণ বন্দন॥
দেখিতে শুনিতে মোর বিস্ময় জন্মিল।
গর্গমুনি-বাক্য মনে স্মরণ হইল॥
তবে তাসবার প্রতি প্রসন্ন হইয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে আইল আমারে লইয়া॥
কিরূপে আইনু তাহা কিছু না জানিনু।
তোসবা দেখিয়া চিত্তে সোয়াস্থ পাইনু॥
এইমত কহে নন্দ সব জ্ঞাতিগণে।
বৃত্তান্ত শুনিয়া সবে সুবিস্মিত মনে॥
কেবল মধুরতর লীলাবেশ হৈতে।
বিস্মিত হইলা সবে দেখিতে শুনিতে॥

তথাহি।

নন্দস্ত্বতীন্দ্রিয়ং দৃষ্ট্বা লোকপালমহোদয়ং।
কৃষ্ণে চ সন্নতিং তেষাং জ্ঞাতিভ্যো বিস্মিতোঽব্রবীৎ॥

কৃষ্ণপ্রেম মাত্র সর্ব্বোৎকর্ষ হেতু হয়।
এইত সিদ্ধান্ত সম্পদাদি কিছু নয়॥

সম্পদাদি অপেক্ষায় যগ্যপি কার হয়।
তবে শুন শ্রোতাগণ কহিব আশয় ॥
তাঁরা সবে কৃষ্ণ-পরিকর নিত্য হয়।
কৃষ্ণ সহ নিত্য শ্রীগোকুলে বিলসয় ॥
কিন্তু প্রেম বিশেষ করণে গোপ সব।
গোপত্বাভিমানী কৃষ্ণ মানয়ে বান্ধব ॥
অতএব নন্দ আদি গোপ যত হয়।
সকলে উৎসুক্য চিত্ত হৈল অতিশয় ॥
নিজ নিজ মনে সবে করিল বিচার।
লোকপাল মাত্রের বৈভব হেন যার ॥
সেই কৃষ্ণ অধীশ্বর রূপ মোসবার।
নানাবিধ দৈবে ত্রাণ কৈল বার বার ॥
ইহার কেমত লোক বৈভব কেমন।
তাহা দেখিবারে হয় উৎকণ্ঠিত মন ॥
না জানিয়ে মোসবার হৈবে কৈছে গতি।
কৃষ্ণসঙ্গ নিত্য কিবা হইবে অসঙ্গতি ॥
অথবা স্বগতি সূক্ষ্ম দিবেন সবারে।
নিশ্চয় করিয়া কিছু না বুঝি বিচারে ॥
যথাযোগ্য ভাব প্রেম প্রগাঢ় যে হয়।
তেকারণে সর্ব্ব মনে চিন্তা উপজয় ॥
অধীশ্বর জ্ঞান যদি কৃষ্ণ প্রতি হৈল।
স্বাভাবিক পুত্রত্বাদি ভাবনা ত্যজিল ॥
ব্রজলোকের ভাব প্রেম আশ্চর্য্য বর্ণন।
শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ ॥

তথাহি।

তে চোৎসুকাধিয়ো রাজন্ মত্বাগোপাস্তমীশ্বরং।
অপিনঃ স্বগতিং সূক্ষ্মামুপধাস্তদধীশ্বরঃ ॥

ব্রজলোকের ভাব প্রেম কৃষ্ণেতে যেমন।
ব্রজবাসী প্রতি কৃষ্ণপ্রেমাদি তেমন ॥
সবে নিজ মনকথা লজ্জার কারণে।
কদাচিত কহিতে নারিল কৃষ্ণ স্থানে ॥
ঐছন সঙ্কল্প চিত্তে ব্রজবাসিগণ।
রহিল অদ্যাপি সবে বিভাবিত মন ॥
ব্রজজনাখিল মনোরথ পূর্ণ লাগি।
পরমদয়ালু কৃষ্ণ সদা অনুরাগী ॥
ব্রজলোকের মর্ম্মকথা সকলি সে জানে।
চিন্তয়ে সঙ্কল্প সবার সিদ্ধির কারণে ॥

তথাহি।

ইতিস্বানাং স ভগবান্ বিজ্ঞায়াখিল দৃক্স্বয়ং।
সঙ্কল্পসিদ্ধয়ে তেষাং কৃপয়েতদচিন্তয়ৎ ॥

ব্রজবাসী জন মোর নিত্য পরিকর।
এই বৃন্দাবনধাম সর্ব্ব পরাৎপর ॥
যত অবতার আর প্রকাশ স্বরূপ।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় মোর এই গোপরূপ ॥
সম্প্রতি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে প্রপঞ্চিত লোকে।
অবতার অঙ্গীকার আমার কৌতুকে ॥
প্রকটাপ্রকট মোর লীলার একত্ব।
গমনাগমন দুষ্টনাশ ভেদ মাত্র ॥
মোর লীলাবেশ হৈতে ব্রজবাসিগণে।
সদা অতি মত্ত অন্য কিছু নাহি জানে ॥
সুবিচিত্র মনোরথ আমার বিষয়ে।
নানাবিধ কাম সদা সকলে করয়ে ॥
মোর আনুকূল্যময় ক্রিয়া যেই হয়।
সেই কার্য্য ব্রজলোক মাত্র আচরয় ॥
সংসার-বেদনা কদাচিত নাহি জানে।
ধর্ম্ম অর্থ সুহৃদাদি আমার কারণে ॥

যথা—

নাবিন্দন ভববেদনামিতি।
যদ্ধামার্থ সুহৃদিত্যাদি দর্শনাচ্চ ॥

সে সকল উচ্চাবচা নানাবিধ গতি।
প্রেমময় মধ্যে সবে নিমগন মতি ॥
স্বগতি অনাদি সিদ্ধা সকলের যেই।
পরম গোলোকাদি বৈভবরূপা সেই ॥
মদ্বিষয়াময় কাম কর্ম্মাদি হইতে।
নিজ নিত্যসিদ্ধা গতি বিস্মরণ চিত্তে ॥

তথাহি।

জনৌ বৈলোক এতাস্মিন্নবিদ্যা কামকর্ম্মভিঃ।
উচ্চাবচাসু গতিষুন্ বেদস্বাং গতি ভ্রমন্নিতি ॥

এইখানে করিব কিছু সিদ্ধান্ত বিচার।
এই বৃন্দাবন যৈছে সকলের সার ॥
চিন্ময় স্বরূপ আর জড়ত্ব প্রকাশ।
এই দুই রূপে বৃন্দাবনের বিলাস ॥

চিন্ময় অদৃশ্য জড় দেখে সর্ব্বজনে।
স্বরূপ না দেখে কৃষ্ণ মায়ার কারণে॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত রূপে ধাম যৈছে হয়।
ক্রিয়াশক্তি যোগমায়া সম্পন্ন করয়॥
কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ার কারণে।
পরিকরগণ হয় আত্ম বিস্মরণে॥
অতএব কহি কিছু শাস্ত্রের বিচার।
বিশেষ কৃষ্ণের শক্তি ত্রিবিধ প্রকার॥
চিৎশক্তি মায়াশক্তি জীবশক্তি আর।
অন্তরঙ্গা বহিরঙ্গা তটস্থাখ্য যার॥
তটস্থাখ্য জীবশক্তি ব্রহ্মাণ্ড ভিতরে।
বহিরঙ্গা মায়াশক্তি তাহার উপরে॥
অন্তরঙ্গা স্বরূপ শক্তি প্রকৃতির পরে।
সৎ চিৎ আনন্দ এই তিন নাম ধরে॥
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবত্তা জ্ঞান চিৎসার।
আনন্দাংশ লৈয়া কৃষ্ণের হয়ত বিহার॥
সন্ধিনীর ক্রিয়া হয় বিহারানুকূল।
ক্রিয়াশক্ত্যে সঙ্কর্ষণ সকলের মূল॥
পিতা মাতা স্থান গৃহ কুঞ্জাদি যে আর।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা অনুরূপ অন্ত নাহি তার॥
তৈছে সঙ্কর্ষণ যোগমায়া রূপ হয়।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা অনুরূপ লীলা সমাধয়॥
যোগমায়া-বশীভূত পরিকরগণ।
আপনা বিস্মৃতি কৃষ্ণলীলার কারণ॥
গোপগণ সম্বন্ধী স্বলোক যেই হয়।
প্রপঞ্চি লোকের সে দৃশ্য কভু নয়॥
এইত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
লিখিয়াছি তাহে জানি প্রকাশ বিধানে॥

তথাহি।

নমস্তভ্যং বৃন্দাবননিখিল বৃন্দারকধিয়াগম্যত্বমিত্যাদি

কৃষ্ণের স্বধাম সেই হয় মায়াপর।
ব্রহ্মাদি যে জীব হয় মায়ার ভিতর॥

তথাহি বৃহদস্তোত্রে।

ক্বাহং তমোমহদহং খচরাগ্নিবার্ভূঃ,
সংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ॥

পরম করুণাময় প্রভু কৃষ্ণ হয়।
সতত সর্ব্বত্র সে বৈভব সমাশ্রয়॥
অপ্রকট রূপ শ্রীগোকুল নিজধাম।
দেখিয়া করিব পূর্ণ সর্ব্ব মনস্কাম॥
এতেক চিন্তিয়া কৃষ্ণচন্দ্র গোপগণে।
আপন স্বধাম দেখাইল সর্ব্বজনে॥
শুকদেব কহেন রাজা করেন শ্রবণ।
পরম রহস্য কথা শুন শ্রোতাগণ॥

তথাহি।

ইতি সংচিন্ত্য ভগবান্ মহাকারুণিকো বিভুঃ।
দর্শয়মাস লোকং স্বং গোপানাং তমসঃ পরমং॥

যদি কহ তামসের পর কিবা নাম।
বস্তু এই অপেক্ষাতে শুন সে বিধান॥
আগে সামান্যতঃ তার কহি বিবরণ।
পশ্চাৎ বিশেষরূপে করিব কথন॥
কৃষ্ণসম সত্য সে অবাধ্য সদা হয়।
অপ্রাকৃত জ্ঞানরূপ জড় কভু নয়॥
অনন্ত অবিচ্ছিন্ন রূপ তারে দেখি।
প্রকাশ পরম দীপ্ত জ্যোতির্ম্ময় লেখি॥
সনাতন নিত্য সিদ্ধ কহিয়ে তাহারে।
গুণাপায়ে মুনিগণ দেখয়ে যাহারে॥

তথাহি।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ্ব্রহ্মজ্যোতিঃ সনাতনং।
যদ্ধি পশ্যন্তি মুনয়ো গুণাপায়ে সমাহিতাঃ॥

সামান্য রূপেতে এই করিনু কথন।
এবে বিশেষতঃ কিছু কহি বিবরণ॥
ব্রহ্মলোক বৈকুণ্ঠ শ্রীগোলোক যেমন।
যেমত বৈভব যৈছে পরিকরগণ॥
শ্রীগোকুলধাম যৈছে হয় সর্ব্বোপরে।
ক্রমে সে সকল দেখাইল সবাকারে॥
সে সকল কথা ক্রমে কহিব এক্ষণে।
ক্ষমিবা অবশ্য দোষ যে হয় লিখনে॥
প্রকৃতি অনভিব্যক্ত প্রকাশ যে হয়।
সে অতি দুরবগাহ ব্রহ্মহ্রদময়॥
নিজাচিন্ত্যশক্ত্যে তাঁহা সবারে লইল।
ব্রহ্মহ্রদে গিয়া সবে নিমগ্ন হইল॥

তন্মাত্রানুভাবাবস্থা সকলে লভিল।
পুনঃ কৃষ্ণ তথা হৈতে সবা উদ্ধারিল॥
প্রথম সামান্যাকার স্ফূর্ত্তি যেই হয়।
সে সকল বিষয় করিয়া অতিক্রয়॥
স্বরূপশক্ত্যাভিব্যক্ত যে বিশেষাকার।
তাহা স্ফূর্ত্ত্যে উৎকর্ষিত জ্ঞান সবাকার॥
করিল বৈকুণ্ঠধাম করায়্যা দর্শন।
মহৈশ্বর্য্যময় যাহাঁ হয় নারায়ণ॥
তাদৃশ ঐশ্বর্য্যযুক্ত পার্ষদাদি সব।
সকলে বৈকুণ্ঠ-সুখ কৈল অনুভব॥
যে বৈকুণ্ঠ অক্রূর করিয়া দরশনে।
বহু স্তুতি করিলেন কৃষ্ণের চরণে॥
সে ধাম বর্ণন কথা দ্বিতীয় স্কন্ধেতে।
প্রকৃতির পর যার কহে ভাগবতে॥

তথাহি।

তস্মৈ স্বলোকং ভগবান্ সভাজিতঃ
সন্দর্শয়ামাস পরং ন যৎপরং।
ব্যপেত সংক্লেশ বিমোহং সাধ্বসং
স্বদৃষ্টিবদ্ভিঃ পুরুষৈরভীষ্টুতং॥
প্রবর্ত্ততে যত্র রজস্তমস্তয়োঃ
সত্ত্বঞ্চ মিশ্রং ন চ কালবিক্রমঃ।
ন যত্র মায়া কিমুতা পরে
হরেরনুব্রতা যত্র সুরাসুরার্চ্চিতঃ॥

ইতিহাস সমুচ্চয়ে ভূগোলোপাখ্যানে।
যে ধাম মহিমা কথা করিল বর্ণনে॥

তথাহি।

ব্রাহ্মণঃ সদনাদূর্দ্ধং তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং।
শুদ্ধং সনাতনং জ্যোতিং পরব্রহ্মেতি তদ্বিদুঃ॥ ইত্যাদি

তদুপরি আবৃত রহিত যেই দেশ।
কর্ণিকার রূপ সেই বৈকুণ্ঠ বিশেষ॥

শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে। জিতান্ত স্তোত্রে।
লোকং বৈকুণ্ঠনামানাং দিব্যষড়্গুণসংযুতং।
অবৈষ্ণবনামপ্রাপ্যঃ পরানন্দমতীন্দ্রিয়ং॥
ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে চ।
তমনন্তং গুণাবাসং মহত্তেজো দুরাসদং।
অপ্রত্যক্ষং নিরুপমং পরানন্দমতীন্দ্রিয়ং॥

নরাকৃতি পরংব্রহ্ম কৃষ্ণের যে ধাম।
পরম বৈভবযুক্ত গোলোক আখ্যান॥

সর্ব্ব পরিকর সহ বিহার সেখানে।
সবিশেষ দেখাইল সব গোপগণে॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহঃ।
অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ কারণং॥
সহস্রপত্রং কমলং গোকুলাখ্যং মহৎপদং।
তৎকর্ণিকারং তদ্ধাম তদনন্তাংশসম্ভবং॥

এইত কহিনু ধামতত্ত্ব নিরূপণ।
বিশেষ শুনহ ব্রহ্মা কৈল যে স্তবন॥

তথাহি তত্রৈব।

চিন্তামণিঃ প্রকরসদ্ম সুকল্পবৃক্ষ-
লতাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তং
লক্ষ্মীসহস্রশত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥

তত্রৈব।

গোলোকনাম্নি নিজ ধাম্নি তলে চ তস্য
দেবীমহেশ হরিধামসু তেষু তেষু।
তে তে প্রভাবনিচয়া বিহিতাশ্চ
যেন গোবিন্দমিত্যাদি॥

তথাহি।

গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো ইত্যাদি॥

তথাহি।

শ্রিয়ঃকান্তাঃ কান্তঃ পরমপুরুষঃ কল্পতরবোদ্রুমা
ভূমিশ্চিন্তামণিগণময়ী তোয়মমৃতং।
কথাগানং নাট্যং গমনমপি বংশীপ্রিয়সখী
চিদানন্দং জ্যোতিঃ পরমপি তদাস্বাদ্যমপি চ॥

তথাহি।

স যত্র ক্ষীরাব্ধিঃ সরতি সুরভীভ্যশ্চ সুমহা-
ন্নিমিষার্দ্ধাখ্যো বা ব্রজতি নহি যত্রাতি সময়ঃ।
ভজেশ্বেতদ্বীপং তমহমিহ গোলোকমিতিযং
বিদন্তস্তে সন্তঃ ক্ষিতি বিরলচরঃ কতিপয়ে ইত্যাদি

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নাম।
দেব সব স্তুতি করে আগে বিদ্যমান॥
গোকুল-বৈভব সবে দর্শন করিয়া।
পরম আনন্দ সুবৃতচিত্ত হৈয়া॥
পরিকরগণ সব তেমতি দেখিল।
অতএব মনে সবে বিস্মৃতা হইল॥
অথবা কহিয়ে শুন এই বৃন্দাবনে।
যমুনাতে মহাহ্রদ ব্রহ্মহ্রদ নামে॥

যেখানে অক্রূর পাইল বৈকুণ্ঠ দর্শন।
বিস্মিত হইয়া কৈল কৃষ্ণের স্তবন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র গোপগণে তাঁহা লৈয়া গেল।
সেই হ্রদমধ্যে সবে গমন করিল ॥
পুনরপি তাঁহা হৈতে সবে উদ্ধারিল।
মায়াতীত ধাম তাসবারে দেখাইল ॥
ব্রহ্মলোক শ্রীবৈকুণ্ঠ শ্রীগোলোক ধাম।
সর্ব্বোপরি সর্ব্বোৎকর্ষ বৃন্দাবন নাম ॥
নরাকৃতি পরংব্রহ্ম কৃষ্ণের যে ধাম।
সকলের মূল সেই অনূর্দ্ধ সমান ॥
আপনেই শ্রীগোপালরূপী যাঁহা হয়।
গোপালতাপনী শ্রুতি স্তবন করয় ॥
সর্ব্বধাম পরিকর বৈভব যে হয়।
শ্রীগোকুল বৃন্দাবন সবার আশ্রয় ॥
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিলেন কিশোরশেখর।
চিন্তামণিময় ধাম শোভা মনোহর ॥
আপনাকে হৈল নিত্য পরিকর জ্ঞান।
দাস্য সখ্য বাৎসল্যাদি স্বভাবাভিমান ॥

তথাহি।

নন্দাদয়ং স্তুতং দৃষ্ট্বা পরমোৎসব নির্বৃতাঃ।
কৃষ্ণঞ্চ তত্র ছন্দোভিঃ স্তূয়মানং সুবিস্মিতা ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ এই বৃন্দাবনে।
নিজ নিজ ধাম দেখাইল গোপগণে ॥
ইহাতে সন্দেহ নাহি শুন শ্রোতাগণে।
যদি কার কদাচ সংশয় থাকে মনে ॥
তবে পুনঃ শুন বৃহদ্বামন পুরাণে।
ভৃগু ব্রহ্মা সংবাদে বেদের বিবরণে ॥
শ্রুতির ভজনে কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইল।
তবে নিত্যধাম পরিকরে দেখাইল ॥
শ্রুতি সব দেখি অতিশয় লোভী হৈল।
গোপী অনুমতি লৈয়া ভজন করিল ॥
মঙ্গলাচরণে তাহা করিল বর্ণন।
তাতে জানি নিত্যধাম লীলা প্রকরণ ॥
সর্ব্বধামময় শ্রীগোকুল বৃন্দাবন।
পূর্ণতম রূপ যাঁহা ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

এইমত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
প্রথম অধ্যায় মধ্যে করিল লিখনে ॥
গোকুল প্রকৃতিকৃতি মধ্যে সদা থাকি।
মায়াকার্য্যে লিপ্ত নহে যৈছে আত্মা সাক্ষী
চিদচিৎ যতেক কৃষ্ণের ধাম হয়।
সর্ব্বোপরি মধ্যে অন্তে সদা বিরাজয় ॥

তথাহি।

ত্বমত্রৈব স্থিত্বা প্রকৃতিকৃতি মধ্যে চিদচিতাং
বিরাজৎ সর্ব্বাসামুপরি পরিতোঽন্তেপি সততং।
পরিচ্ছেদাচ্ছেদৌ যুগপদিহতে পত্যুরিবতে
যশোদাঙ্কে যদ্বৎ পরিমিত তনুত্বা পরিমিতি ॥

মায়াকার্য্যে হয় যত ব্রহ্মাণ্ডের গণ।
যার একদেশে বিধি পাইল দর্শন ॥
এই যে কহিল কিছু আশ্চর্য্য না হয়।
ব্রজমধ্যে কৃষ্ণধাম নিবহ আছয় ॥
শাস্ত্রে কহে শ্রীবৈকুণ্ঠ যার একদেশে।
হেন যে গোলোক বৃন্দাবন মধ্যে ভাষে ॥
সকল ধামেতে বৃন্দাবন সর্ব্বময়।
বৃন্দাবন ধামে সর্ব্ব ধাম বিরাজয় ॥

তথাহি।

বহির্মায়াকার্য্য সকলজগদণ্ডঞ্চ ভবতঃ
প্রদেশেঽহর্ত্ত্ক্যা কিমিহ ভগবদ্ধামনিহাঃ।
মহা বৈকুণ্ঠাদ্যাঃ সকল পরিবারৈরপি সদা স
গোলোকপ্রান্তে ত্বমপি সকলেষেব সকলং ॥

ক্রীড়া পরিকর লীলাস্থান যত হয়।
সবের নিত্যতা সব পুরাণে কহয় ॥

তথাহি পাদ্মে।

নিত্যং মে মথুরাং লীলাবনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপালবালকান্ ॥

বৃহদ্গৌতমীয় তন্ত্রে কৃষ্ণের বচন।
মোর নিত্য ধাম এই নাম বৃন্দাবন ॥
পশু পক্ষী বৃক্ষ কীট নরামরা যত।
প্রকট প্রকাশে যে বৈসয়ে অবিরত ॥
দেহান্তরে পায় অপ্রকট বৃন্দাবন।
ইতিমধ্যে আছে গোপকন্যা যত জন ॥
মোর সেবাপরায়ণা আমার সহিতে।
সতত বিহরে নানা রাস নৃত্য গীতে ॥

মোর সম বৃন্দাবন পঞ্চম যোজন।
কালিন্দী পরমামৃত বাহিনী যে হন॥
যতেক দেবতা যত প্রাণী সব আর।
সূক্ষ্মরূপে বৃন্দাবনে বাস সবাকার॥
সর্ব্ব দেবময় আমি এই বৃন্দাবন।
ছাড়িয়া অন্যত্র কভু না করি গমন॥
আবির্ভাব তিরোভাব এই ব্রজজনে।
যুগে যুগে হয় মোর জন্ম লীলাক্রমে॥
তেজোময় রমণীয় ধাম বৃন্দাবন।
চর্ম্মচক্ষে কভু নহে ইহার দর্শন॥

তথাহি।

ইদং বৃন্দাবনং নাম মম ধামৈব কেবলং।
অত্র যে পশবঃ পক্ষী বৃক্ষ কীট নরামরা॥
যে বসন্তি মমাধিষ্টে মৃতা যান্তি মমালয়ং।
অত্র যা গোপকন্যাশ্চ নিবসন্তি মমালয়ে॥
যোগিন্যস্তাময়া নিত্যং মম সেবাপরায়ণাঃ।
পঞ্চযোজন মেবাস্তি বনং মে দেহরূপকং।
কালিন্দীয়ং যমুনাখ্যা পরমামৃতবাহিনী।
অত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ।
সর্ব্বদেবময়শ্চাহং ন ত্যজামি বনং কচিৎ।
আবির্ভাবস্তিরোভাবো ভবেন্মাত্র যুগে যুগে।
তেজোময়মিদং রম্যং অদৃশ্যং চর্ম্মচক্ষুষা॥

এইমত হয় দশাক্ষরাদি মন্ত্রেতে।
ভজনীয় কৃষ্ণ সর্ব্ব পরিকর সাথে॥
পঞ্চরাত্রে যামল সংহিতা আদি মাঝে।
বর্ণন আছয়ে নিত্য পরিকর সাজে॥
সেইত প্রকাশ এই বরাহপুরাণে।
বর্ণন আছয়ে যাতে ধাম নিত্য জানে॥

তথাহি।

তত্রাপি মহদাশ্চর্য্যং পশ্যন্তি পণ্ডিতা নরাঃ।
কালীয়হ্রদ পূর্ব্বেণ কদম্বো মহিতোত্তমঃ।
শিতশাখাং বিশালাক্ষি পুণ্যং সুরভিগন্ধি চ।
স চ দ্বাদশমাসানি মনোজ্ঞ শুভশীতলঃ।
সবাসন্তে দিশো দশেতি॥

ব্রহ্মকুণ্ড প্রসঙ্গে চ।

তত্রাশ্চর্য্যং প্রবক্ষ্যামি তৎ শৃণুত্বং বসুন্ধরে।
লভন্তে মনুজাঃ সিদ্ধিং মম কর্ম্মপরায়ণাঃ।
তস্য তত্রোত্তরে পার্শ্বেঽশোকবৃক্ষঃ শিতপ্রভঃ।
বৈশাখস্য তু মাসস্য শুক্লপক্ষস্য দ্বাদশী।
সপুষ্পতি চ মধ্যাহ্নে মমভক্ত সুখাবহঃ।
ন কশ্চিদপি জানাতি বিনা ভাগবতং শুচিমিতি॥

ব্রহ্মকুণ্ড উত্তরে অশোকবৃক্ষ হয়।
অনন্য ভকতজন মাত্র নিরীক্ষয়॥
অতএব অপ্রকট প্রকাশ যে হয়।
পৃথিবীর বেদ্য নহে বুঝিব আশয়॥
অপ্রকট প্রকাশেও ব্রহ্মকুণ্ড দেখি।
অপ্রাকৃত ব্রহ্মা আদি বৃন্দাবনে লেখি॥

তথাহি স্কান্দে।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দায়া পরিরক্ষিতং।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্মরুদ্রাদি সেবিতং॥

অতএব নিত্যধাম কৃষ্ণের বচন।
প্রকটাপ্রকট রূপে এই বৃন্দাবন॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া ধাম সময় যে হয়।
সকলে হয়েন অবিচিন্ত্য শক্তিময়॥
অপ্রকটরূপে নিত্য ইহাঁ বিলসয়।
এইত সিদ্ধান্ত কিছু দুর্ঘট না হয়॥

তথাহি।

অতঃ প্রভোঃ প্রিয়ানাঞ্চ ধাম্নশ্চ সময়স্য চ।
অবিচিন্ত্য প্রভাবত্বাদত্রকিঞ্চিন্নদুর্ঘটঃ॥

এইমত সিদ্ধান্ত গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে।
লিখিয়াছি তাতে জানি সব প্রকরণে॥
বৃন্দাবনের অপ্রকট প্রকাশ যে হয়।
গোপগণে দেখাইল এইত নিশ্চয়॥
নন্দঘাট লীলাকথা করিতে কথন।
প্রসঙ্গে হইল এই সিদ্ধান্ত বর্ণন॥
স্নান করিবারে নন্দ যে কালে নামিল।
ভয় পাঞা ভৃত্যগণ যেখানে আছিল॥
বজ্রনাভ সেইখানে বসাইল গ্রাম।
সেই হৈতে ভয়গাঙ তার হৈল নাম॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে নন্দঘাট বিবরণ কথনে প্রকটাপ্রকট প্রকাশ বর্ণনং নামাষ্টাবিংশতিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ঊনত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ

ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গোবৎস হরণ বিবরণ।

নন্দঘাট নৈঋর্তে দুইক্রোশ বৎসবন।
যাহাঁ শিশুসনে বৎস করেন চারণ॥
চতুর্ম্মুখ যাঁহা বৎস হরিয়া লইল।
বৎসবন নাম তার প্রসিদ্ধ হইল॥
সেই নামে গ্রাম হয় তাহার পশ্চিমে।
শিশুবৎস হরি ব্রহ্মা মোহিত যেখানে॥
সেইখানে জেওলই যাঁহা শিশু মেলি।
ভোজন করিতেছিল হৈয়া কুতূহলী॥
বলিহারা নাম আর এক স্থান রয়।
পদ্মযোনি যেখানে বালক হরি লয়॥
পরিখম নাম বৎসবনের পশ্চিমে।
যাঁহা ব্রহ্মা ছিল কৃষ্ণের পরীক্ষা কারণে॥
তাহার নিকটে চৌমহা নামে গ্রাম।
যাঁহা ব্রহ্মা স্তুতি কৈল করিয়া প্রণাম॥
তাহার নিকটে গ্রাম জয়তি আখ্যান।
অঘাসুর বধ যাঁহা কৈল ভগবান্॥
দেবগণ তাঁহা রহি জয় জয় কৈল।
সেই হৈতে জয়তি তাহার নাম হৈল॥
তার বায়ুকোণে নাম সেহাল আখ্যান।
শেষশায়ী লীলা যাঁহা কৈল ভগবান্॥
তরোলী বরোলী নামে আছে এক স্থান।
লীলা অনুরূপ হয় স্থানের আখ্যান॥
এ সব স্থানের লীলা করিব বর্ণন।
সর্পস্থলী কহি এবে নাম অঘবন॥
অঘাসুর বধ লীলা করিল যেখানে।
সপোলী তাহারে কহে ব্রজবাসিগণে॥
সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন।
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা শুন শ্রোতাগণ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র উঠিয়া বেহানে।
মনে হৈল ভোজন করিব আজি বনে॥
ব্রজেশ্বরী স্থানে কৃষ্ণ নিবেদন কৈল।
শুনি যশোমতী শীঘ্র সাজাইয়া দিল॥
প্রাতঃকালোচিত ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাণী সাজাইয়া ভার॥
দাসগণে বোলাইয়া কহিল বচনে।
কৃষ্ণ সঙ্গে যাহ দিয়া আসিহ কাননে॥
কৃষ্ণচন্দ্র মনোহর শিঙ্গারব দিয়া।
সমাচার কহে সখাগণেরে ডাকিয়া॥
শ্রীদামাদি সখা শুন আমার বচন।
আজি সবে মেলি বনে করিব ভোজন॥
ভক্ষ্য ভোজ্য উপহার শিকাতে সাজায়্যা।
ত্বরা করি সবে লহ সঙ্গতি করিয়া॥
ঘরের অধিক সুখ পুলিন ভোজনে।
অতএব তোমবারে কৈল বিজ্ঞাপনে॥
তবে কৃষ্ণ বৎসগণ নিকটে যাইয়া।
খোয়াড় ছাড়িয়া দিল বৎস চালাইয়া॥
আগে বৎসগণ চলে হাম্বারব করি।
সিঙ্গা বেণু বেত্র হাতে পাছে চালে হরি॥
গোপীগণ কেহ দূরে কেহ কোন ভিতে।
রহিয়া কৃষ্ণের মুখ চাহে একচিতে॥
কান্দিতে কান্দিতে রাণী পাছে পাছে ধায়।
হাসি নন্দসুত ফিরি মাতাকে পাঠায়॥
বিনয়পূর্ব্বক কৃষ্ণ কহয়ে বচন।
চিন্তা না করিহ মাতা যাহ স্ব-ভবন॥
গোঠে সখা সঙ্গে বনভোজন করিয়া।
সকলে আসিব বৎসগণ চালাইয়া॥
হেনকালে শ্রীদামাদি আইল সেইখানে।
তাসবার হাতে ধরি করয়ে প্রার্থনে॥
তোমারে বলিয়ে বাপু শুনহ শ্রীদাম।
কৃষ্ণ সনে বনে আজ নাহি বলরাম॥
জন্মতিথি ক্রমে তাঁর নহিল গমন।
স্নেহ করি সবে আজি করিহ পালন॥
ক্ষুধায় আকুল হৈয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মা মা বলি বনে যেন না করে ক্রন্দন॥

সময় বুঝিয়া তুমি দিও ক্ষীর ননী।
দুঃখ নাহি পায় যেন মোর নীলমণি॥
আর কেহ নাহি মোর একেলা কানাই।
ধন প্রাণ সমর্পিল তোমা সবার ঠাঁই॥
শুনিয়া শ্রীদাম কহে শুন ব্রজরাণী।
তোমার নন্দন মোসবার নেত্রমণি॥
প্রাণাধিক প্রিয়তম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ইহাঁ বিনা রহিতে না পারি একক্ষণ॥
সকলে আনিব কৃষ্ণে তোমার আগেতে।
গৃহে যাহ চিন্তা কিছু না করিহ চিত্তে॥
তবে রাণী নিজ গৃহে গমন করিল।
আগে বৎসগণ কৃষ্ণ বনেতে চলিল॥
এথা শিশুগণ শীঘ্র বেশাদি করিয়া।
সিঙ্গা বেণু বেত্র বংশী হাতেতে লইয়া॥
সহস্র অযুত লক্ষকোটি বৎসগণ।
আগে করি সবে সুখে করিল গমন॥
তাসবার মাতা নানা ভক্ষ্য উপহার।
সঙ্গে পাঠাইয়া দিল সাজি শিকা ভার॥
কৃষ্ণ-বৎসগণ যত সঙ্খ্যাতীত হয়।
যূথে যূথে গিয়া বনে প্রবেশ করয়॥
তৈছে সঙ্খ্যাতীত বৎস ব্রজশিশুগণে।
যূথে যূথে নিজ নিজ করিতে চারণে॥
প্রতিদিন চারণ করয়ে যেই বনে।
বিহার করিয়া যায় যেখানে সেখানে॥
হিরা মুক্তা মণি স্বর্ণ আদি বিভূষণে।
বিভূষিত হয় সব ব্রজশিশুগণে॥
গুঞ্জাফল প্রবাল স্তবক পুষ্পগণ।
গিরিধাতু শিখিপুচ্ছ আদি বিভূষণ॥
ভ্রমণ করিতে বনে যেই যাহা পায়।
অন্যোন্যে দেয় মাথে আপনার গায়॥
কেহ কোন বস্তু আগে দেয় ফেলাইয়া।
কেহ শীঘ্র লয় তাহা হাসিয়া হাসিয়া॥
আগে কৃষ্ণ চলে বন দর্শন কারণে।
সখাগণ ত্বরা চলে কৃষ্ণ সন্নিধানে॥
আমি আগে আইনু কহি কৃষ্ণেরে ছুঁইয়া।
বনে বিহরয়ে সবে আনন্দিত হৈয়া॥
কেহ বেণু বীণা সব করিয়া বাদন।
শিঙ্গারব করে কত কত সখাগণ॥
মত্ত ভৃঙ্গগণ গান করে বনে বনে।
কোন শিশুগণ আলাপয়ে তার সনে॥
কোকিল সকল বনে কুহু কুহু করে।
কেহ কেহ শব্দ করে তৈছে সুমধুরে॥
আকাশ উপরি উড়ি যায় পক্ষিগণ।
ছায়া অবলম্বি কেহ করয়ে ধারণ॥
কেহ হংস পিছে পিছে তার গতি যায়।
কেহ বক সঙ্গে বসি রহে বকপ্রায়॥
আনন্দে ময়ুর নৃত্য করে বনে বনে।
কোন সখা তৈছে নৃত্য করে তার সনে॥
কেহ কেহ বানরের শিশু পাছে ধ্যায়া।
পিছে পিছে গাছের উপরে উঠে গিয়া॥
তারা যেন ডালে ডালে লম্ফ দিয়া যায়।
তৈছে তার পিছে পিছে লাফায়ে বেড়ায়॥
বনের ঝরণা নানা লঙ্ঘি ভেক যেন।
লম্ফ দিয়া যায় কেহ লাফায়ে তেমন॥
আপনার প্রতিছায়া দেখে হাস্য করে।
নিজ প্রতিধ্বনি শুনি শাপ দেই তারে॥
কেহ লম্ফ দিয়া কদম্বের ডাল ধরে।
পত্র সহ পুষ্প তুলি আনয়ে সত্বরে॥
কেহত কৌতুকে সেই পুষ্প হাতে লৈয়া।
কৃষ্ণ-কর্ণমূলে দেয় আনন্দিত হৈয়া॥
কেহ শিকা হৈতে ননী আনি সঙ্গোপনে।
ধর বলি তুলি দেয় কৃষ্ণের বদনে॥
এইমত কৃষ্ণ সঙ্গে সব সখাগণ।
বিহার করিয়া বনে করেন ভ্রমণ॥

তথাহি।

ইত্থং সতাং ব্রহ্ম সুখানুভূত্যাদাস্যং
গতানাং পরদৈবতেন।
মায়াশ্রিতানাং নরদারকেন সার্দ্ধং
বিজহ্রুঃ কৃত পুণ্য পুঞ্জাঃ॥

যোগী সব ধৃতাত্মা হইয়া তপ কৈল।
বহু জন্মে তাঁর পাদরেণু না পাইল॥
ব্রজবালকের ভাগ্য কে বর্ণিতে পারে।
সাক্ষাৎ সে কৃষ্ণসহ সর্ব্বদা বিহরে॥

তথাহি।

যৎপাদপাংশুর্ব্বহুজন্ম কৃচ্ছ্রতো
ধৃতাত্মভি র্যোগীভিরপ্য লভ্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং
বর্ণ্যতে ভাগ্যমহো ব্রজৌকসাং॥

হেনমতে কৃষ্ণ-বৎস বালকের সনে।
গমন করয়ে তথা হৈতে অন্য স্থানে॥
আগে বৎস চলে তার পিছে শিশুগণ।
সকল পশ্চাতে কৃষ্ণ মুরলীবদন॥
তাসবার সুখক্রীড়া সহিতে না পারি।
অঘ নামে মহাসুর সর্পবপুধারী॥
যে দেবতা সব কৈল অমৃত ভক্ষণ।
তারা সবে নিত্য যারে করে নিরীক্ষণ॥
সেই অঘাসুর হয় কংস-অনুচর।
যাহার ভগিনী বকী বক সহোদর॥
কৃষ্ণ আদি বালকে দেখিয়া মনে করে।
এই কৃষ্ণ নষ্ট কৈল মোর সহোদরে॥
শিশুদল সহ আজি কৃষ্ণে বিনাশিব।
সবা মারি সুহৃদের বিলাপ করিব॥
ব্রজবাসিগণ তবে মরিবে আপনে।
প্রাণহীন দেহে কিছু নাহি প্রয়োজনে॥
এত চিন্তি বৃহদ্বপু ধরি অজাগর।
যোজন বিস্তার হৈল অতি উচ্চতর॥
অতি বড় গুহা সম মেলিয়া আনন।
সবা গরাসিতে বনে করিল শয়ন॥
অধোষ্ঠ পৃথিবীতে মিশাইয়া রাখিল।
ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ আকাশেতে যেন পরশিল॥
দরি সম মুখ গিরিশৃঙ্গ সম দন্ত।
জিহ্বা লকলকী মুখ ভিতরেতে ধ্বান্ত॥
বিকট অনিল যেন নাসাতে নিশ্বাসে।
বর্ত্তুল আকার নেত্রে দাবানল ভাসে॥
দূর হৈতে শিশুগণ দেখিয়া তাহারে।
অন্যোন্যে কহে কথা সরস অন্তরে॥
কেহ কহে ভাই সব হের কি দেখিয়ে।
আজি বৃন্দাবনে অদভুত শোভা হয়ে॥
এত বলি সবে তাঁহা করিতে প্রবেশ।
কহিতে লাগিল পুনঃ না জানে বিশেষ॥
প্রতিদিন বৎসগণ লৈয়া ফিরি বনে।
কভু কাহাঁ না দেখিল এমত বিধানে॥
কেহ কহে অজাগর ক্ষুধার্ত্ত হইয়া।
মুখ মেলি আছে আমা সবার লাগিয়া॥
কেহ কহে সর্প নহে অসুর বা হয়।
কেমনে যাইবে তবে কহত নিশ্চয়॥
কেহ কহে ভাই সব ভয় কর কারে।
যদ্যপি অসুর গ্রাস করে মোসবারে॥
সঙ্গে মহাবলী আছে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
বকাসুর প্রায় বধ করিবে এখন॥
এত বলি সবে শিঙ্গা বেণু বাজাইয়া।
হাসিয়া চলিল সবে করতালি দিয়া॥
নিঃশঙ্কে সকল ব্রজবালক যাইয়া।
অঘাসুর-মুখমাঝে প্রবেশিল গিয়া॥
তাসবারে পাঞা দৈত্য-তৃপ্তি নাহি হয়।
কৃষ্ণের লাগিয়া মুখ বিস্তারিয়া রয়॥
সে সকল রঙ্গ কৃষ্ণ দেখে দূর হৈতে।
শিশু বৎস রক্ষা হেতু লাগিল ভাবিতে॥
অসুর মরয়ে রক্ষা পায় প্রিয়গণ।
এত মনে ভাবি শীঘ্র করিল গমন॥
তাঁরে দেখি অঘাসুর মহাসুখ পাইল।
কৃষ্ণচন্দ্র তার মুখে প্রবেশ করিল॥
অন্তরীক্ষে হাহাকার করে দেবগণ।
ভয়যুক্ত হৈয়া সবে করেন চিন্তন॥
কংস আদি করি অঘাসুর-বন্ধু যত।
হাসিবেক দৈত্যগণ হৈয়া উল্লাসিত॥
তবে অঘাসুর মুখ মুদিত করিল।
কৃষ্ণ বিনাশিনু এই আপর্দ্ধা বাড়িল॥
তাঁহা প্রবেশিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
নিজ মূর্ত্তি বাড়াইল বিশ্বম্ভর নাম॥
শ্বাস রুদ্ধ হৈল দেখি দৈত্য অঘাসুর।
ইতস্ততঃ ভ্রমে ক্লেশ পাইয়া প্রচুর॥
উদ্গারিয়া ফেলাইতে হয় তার মন।
ফেলাইতে নারে হৈল বড়ই বিষম॥

নিশ্বাস রহিত হৈল ধড়ফড় করে।
শির ফাটি প্রাণ তার হইল বাহিরে ॥
অঘাসুরের সর্পবপু কাতি হৈয়া পড়ে।
প্রাণহীন পর্ব্বত আকার নাহি নড়ে ॥
সেই পথে শিশুবৎস বাহির হইলা।
তবে কৃষ্ণচন্দ্র মুখ হৈতে নিকশিলা ॥
অঘাসুরের তেজ অতি দীপ্তময় হৈয়া।
আছিল গগনে দশদিক প্রকাশিয়া ॥
যেকালে মুকুন্দ বাহে প্রকাশ হইল।
চরণারবিন্দে আসি প্রবেশ করিল ॥
দেবগণ সাধু সাধু করিয়া গগনে।
নিজোচিত যথাযোগ্য করয়ে পূজনে ॥
সুখ পাঞা পুষ্পবৃষ্টি করে হর্ষমনে।
অপ্সরা সকলে পূজা করয়ে নর্ত্তনে ॥
গন্ধর্ব্বে করয়ে গান বিদ্যাধরগণে।
বাজায় বিবিধ বাদ্য আনন্দিত মনে ॥
নারদাদি বিপ্র স্তব করে সুবিধানে।
জয় জয় শব্দ ধ্বনি করে দেবগণে ॥
নৃত্য গীত বাদ্য এ সকলে যে করিল।
জয় জয় ধ্বনি তবে ব্রহ্মাণ্ড ভেদিল ॥
শুনি ব্রহ্মা নিজ লোকে চমকিত মনে।
অন্তরীক্ষে গমন করিল বৃন্দাবনে ॥
অলক্ষিতে দেখে অঘাসুর নষ্ট হৈল।
কিমিতি কর্ত্তব্য মনে বিস্ময় জন্মিল ॥
অঘাসুর বধলীলা কৌমারে করিল।
ব্রজবাসিগণে কৃষ্ণ পৌগণ্ডে জানিল ॥
সেই হৈতে সর্পস্থলী নাম হয় তার।
অঘোবন বলি নাম সর্ব্বত্র প্রচার ॥

তথাহি।

প্রাণ প্রেষ্ঠ বয়স্য বর্গামুদরে পাপীয় সোঘাসুরস্ত
বনোদ্ভটবতোৎকটবিবৈর্দ্দষ্টৈ প্রবিষ্ট.পুরঃ।
ব্যগ্রঃ প্রক্ষরদ্য প্রবিশ্য সহসাহত্বা খলং তৎ বলীঃ
যত্রৈনং নিজ সারবক্ষ মুরজিৎ সাপাতু সর্পস্থলী ॥

এইত কহিনু অঘোবন বিবরণ।
এবে জেঙলাই কথা শুন শ্রোতাগণ ॥

অঘাসুর নষ্ট হৈল দেখি সখাগণ।
কৃষ্ণের মহিমা গুণ করয়ে কীর্ত্তন ॥
সবে কহে আজি অতি বিপত্তি হইতে।
উদ্ধার হইনু মোরা কৃষ্ণের দয়াতে ॥
অনেক বিপত্তে কৃষ্ণ মোসবা রাখয়ে।
সেইত ভায়্যার সঙ্গ ছাড়িতে নারিয়ে ॥
যখনে যে ইচ্ছা মোরা করি নিজ মনে।
সেই সব কার্য্য কৃষ্ণ পূরয়ে তৎক্ষণে ॥
প্রাণের সমান করি পালে মোসবারে।
হেন দয়া কৃষ্ণ বিনা কেবা আর করে ॥
এইমতে সবে অতি আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণগুণ প্রশংসিয়া খেলা করে বনে ॥
অঘোবন পূর্ব্বদিগে হয় বৎসবন।
যমুনাপুলিনে সেই স্থান মনোরম ॥
বৎসগণ চরিবারে গেল সেইখানে।
সখা সনে কৃষ্ণ আইল যমুনাপুলিনে ॥
অতি সুনির্জ্জন স্থান বালু মনোরম।
পদ্মমধু পানে মত্ত মধুকরগণ ॥
নানা সুমধুর ধ্বনি পক্ষিগণ করে।
কল্পদ্রুমাবৃত সব পুলিন উপরে ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দিত মনে।
সখাগণ প্রতি কহে মধুর বচনে ॥
বৎস সব জল খেয়ে চরুক পুলিনে।
সবে মেলি ভোজন করিব এইখানে ॥
বেলা অতিরিক্ত সবে ক্ষুধার্ত্ত হইলা।
ভোজন করহ পিছে খেলাইব খেলা ॥
কৃষ্ণবাণী শুনি সবে পাইল আনন্দ।
নিজ নিজ অন্ন তাঁহা আনে শিশুবৃন্দ ॥
ভোজনের যোগ্য স্থান পরিসর দেখি।
সুশীতল বৃক্ষমূলে বৈসে হৈয়া সুখী ॥
কেহ কেহ শিঙ্গা ভরি ভরি জল আনে।
পলাশের পত্র তুলি আনে কতজনে ॥
কেহ বৃক্ষছাল পত্র তৃণ আদি করি।
ভোজন কারণে সবে আনিল আহরি ॥
কৃষ্ণ কহে বৈস সবে মণ্ডলী বন্ধানে।
অন্ন বাঁটি দিয়ে সবে করহ ভোজনে ॥

কৃষ্ণ-আজ্ঞাক্রমে স্থল চতুর্দ্দিকে ঘেরি।
বসিলেন সখাগণ মহানন্দ করি॥
কৃষ্ণমুখ নেহারিয়া রহে সর্ব্বজন।
সুখে অন্ন বাঁটি দেন ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
ক্ষীর সর শর্করা সহিতে অন্ন লৈয়া।
সকলের আগে রাখে হাসিয়া হাসিয়া॥
খাও খাও বলি কৃষ্ণ বলে পুনঃ পুনঃ।
অন্ন হাতে রহে কেহ না করে ভক্ষণ॥
শ্রীদাম কহয়ে কৃষ্ণ শুনহ বচন।
তুমি না খাইলে কেহ না করে ভোজন॥
সকলের মধ্যে বসি খাও সুখী হৈয়া।
তবে সবে খাই অন্ন তুয়া মুখ চায়্যা॥
সখাগণের বাক্য শুনি অন্ন হাতে করি।
ভোজন করিতে মধ্যে বসিলেন হরি॥
চারিদিগে সখা যেন কমলের দল।
মধ্যে কৃষ্ণ শোভয়ে কর্ণিকা মনোহর॥
নিজাচিন্ত্য শক্ত্যে কৃষ্ণ সবারে নিরখে।
সবে কৃষ্ণমুখ দেখে আপন সম্মুখে॥
কিবা সেই রূপ বেশ হয় নটবর।
কহিলে না হয় শোভা পরম সুন্দর॥
পীতধটী পরিধান মুক্তাহার গলে।
নানা বিভূষণ পরে বনমালা দোলে॥
ঠরপটের মধ্যে করিয়াছে বেণু।
শৃঙ্গ বেত্র কাঁন্ধে অতি শোভা শ্যামতনু॥
বাম হাতে ক্ষীর সর নবনী অন্ন ধরে।
নানা ফল উপহার অঙ্গুলি উপরে॥
সখাগণ মধ্যে রহি করেন ভোজনে।
হাসেন কৌতুকে হাসাইয়া সখাগণে॥

তথাহি।

বিভ্রদ্বেণুং জঠরপটয়োঃ শৃঙ্গবেত্রৌ চ কক্ষে,
বামেপাণৌ ন স্নগকবলং তৎফলান্যঙ্গুলীষু।
তিষ্ঠন্মধ্যে স্বপরি সুহৃদো হাসয়ন্নর্ম্মভিঃ স্বৈঃ
স্বর্গলোকে মিষতি পরিতো যজ্ঞভুগ্বালকেলিঃ॥

ক্ষীর সর ননী অন্ন কোন সখা লৈয়া।
কৃষ্ণমুখে তুলি দেয় হাসিয়া হাসিয়া॥
কৃষ্ণ সেইমত অন্ন নিজ হাতে করি।
তাসবার মুখে দেন মহানন্দে ভরি॥
এইমতে সবে সবার মুখে অন্ন দিয়া।
পুলিন ভোজন করে আনন্দিত হৈয়া॥
যে দ্রব্য আস্বাদে সুখ পায় সখাগণ।
সেই দ্রব্য দিয়া কৃষ্ণে করান ভোজন॥
ধর ভায়্যা এই দ্রব্যে অতি স্বাদু হয়।
তোমারে না দিলে প্রাণ কি জানি করয়।
তাসবার প্রেম দেখি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ঈষৎ হাসিয়া সুখে করেন ভোজন॥
এইমত নানাবিধ কৌতুক বিধানে।
ভোজন করয়ে সবে আনন্দিত মনে॥
অঘাসুর বধে ব্রহ্মা সুবিস্মিত মনে।
পরীক্ষা কারণে লীলা দেখে সঙ্গোপনে॥
শুনিয়াছি ব্রজে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তনু নবঘনশ্যাম॥
পীতবাস বেণুধারী বিচিত্র ভূষণ।
গোপাল বালক সঙ্গে করে বিলসন॥
ইহাতেই সেই সব লক্ষণ দেখিয়ে।
বিরুদ্ধ আচার দেখি সংশয় জন্ময়ে॥
স্বয়ং ভগবান্ হয় সবার কারণ।
তিহোঁ কেন করিবেন হেন আচরণ॥
ইহার আচার দেখি অতি বিপরীতে।
গোপবালকের ঝুটা খায় হর্ষচিত্তে॥
বুঝিল ঈশ্বর নহে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মহিমা দেখিলে জানি ঈশ্বর লক্ষণ॥
এত মনে করি ব্রহ্মা রহে সঙ্গোপনে।
পরিশ্রম বলি হয় তাহার আখ্যানে॥
দেখিল ভোজনরসে সবে নিমগন।
বৎস সব চরি চরি গেল দূর বন॥
এইকালে বৎসগণ করিয়ে হরণ।
বুঝিব কি কার্য্য করে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
হরিয়া লইল শীঘ্র সব বৎসগণে।
পর্ব্বতের গুহা মধ্যে রাখিল যতনে॥
এথা কৃষ্ণ মগ্ন হৈয়া আছেন ভোজনে।
বৎস হরি লয় ব্রহ্মা তাহা নাহি জানে॥

সখাগণ ভয় পায়্যা কহে শুন ভাই।
দুরে গেল বৎসগণ দেখিতে না পাই॥
তাসবার কথা শুনি শ্রীকৃষ্ণ আপনে।
কহিতে লাগিল অতি মধুর বচনে॥
স্বচ্ছন্দে তোমরা বসি করহ ভোজন।
আমি বৎস অন্বেষিয়া আনিব এখন॥
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র বনে প্রবেশিল।
বৎসগণ অন্বেষণ করিতে লাগিল॥
অদ্রিদরী কুঞ্জ গহ্বরাদি মাঝে গেল।
স্বপাণি কবলরূপে ভ্রমিলে লাগিল॥

তথাহি।

ইত্যুক্তাদ্রিদরী কুঞ্জ গহ্বরে স্বাত্মবৎসকান্।
বিচিম্বন্ ভগবান্ কৃষ্ণঃ স্বপাণি কবলো যযৌ॥

চিন্তিত হইয়া ফিরি বুলে বনে বনে।
ওথা ব্রহ্মা শিশুগণে করিল হরণে॥
বৎসগণ নিকটে রাখিয়া বালকেরে।
যত্ন করি আবরণ করি গুহাদ্বারে॥
তবে ব্রহ্মা অন্তরীক্ষে করিল গমন।
আকাশে রহিলা কিবা গেল স্বভবন॥
শিশু বৎসগণ সব রহে সেই স্থানে।
যোগনিদ্রাগত কেহ কিছুই না জানে॥
এথা কৃষ্ণ নিজ মনে বিচার করিল।
শিশুগণ আসি কিবা বৎস লৈয়া গেল॥
এত ভাবি সেইখানে পুনরপি আইল।
শিশুগণ না দেখিয়া চিন্তিত হইল॥
অতি আর্ত্ত হৈয়া ফিরে বনের ভিতরে।
সখাগণ নাম ধরি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে॥
কোথা গেলে ভায়্যা সব আমারে ছাড়িয়া।
ব্যগ্র হৈয়া ফিরি তোমা সবা না দেখিয়া॥
এইমত ফুকারিয়া ডাকে ঘনে ঘনে।
উত্তর না পাঞা কৃষ্ণচন্দ্র ভাবে মনে॥
প্রতিদিন এই বনে করিয়ে বিহার।
কভু অব্যাহতি নাহি হয় মোসবার॥
আজি কেনে হেন রীতি হৈল এই স্থানে।
বুঝিতে না পারি কিছু ইহার কারণে॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র ভাবি কতক্ষণ।
জানিনু জানিনু বলি কহেন বচন॥
দেবগণের কোলাহল শুনি চতুর্ম্মুখ।
আমারে দেখিতে আইল পাঞা অতি সুখ॥
অন্তরীক্ষে রহি দেখে আমার চরিতে।
বিস্মিত পাইয়া মনে হইল চিন্তিতে॥
নির্দ্ধারিতে নারি ব্রহ্মা আমা জানিবারে।
মায়া করি বৎস আর শিশুগণ হরে॥
তিহোঁ যৈছে কৈল আমি তৈছে যদি করি।
তবে ব্রহ্মা বুঝিতে পারিবে ভাল করি॥
তার ভ্রম ঘুচাইতে সেই সে করিব।
অনায়াসে বৎস শিশু এইখানে পাব॥

তথাহি।

ক্বাপ্যদৃষ্ট্বান্তর্বিপিনে বৎসপালাংশ্চ বিশ্ববিৎ।
সর্ব্বং বিধিকৃতং কৃষ্ণঃ সহসাবজগামহে॥

বৎস শিশুগণ যদি হরিল দেবতা।
দুঃখ পাবে গাবীগণ বালকের মাতা॥
তাসবার অত্যন্ত আনন্দ যৈছে হয়।
সে কর্ম্ম করিব মনে করিল নিশ্চয়॥
তবে কৃষ্ণ শিশু বৎস আপনেই হৈলা।
সর্ব্ব ব্রজে বনে গৃহে করিবারে লীলা॥
জগত ঈশ্বর যেহোঁ বিশ্বকৃত হয়।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর ইচ্ছাতে জন্ময়॥
অবতারগণ যাঁর অংশ কলা হয়।
তিহোঁ শিশু বৎস হৈল চিত্র কিছু নয়॥
যত যত বৎস ছিল যত বৎসপাল।
ছোট বড় বৎস যত তেমত রাখাল॥
যৈছে হস্ত পদ যষ্টি বিষাণাদি যত।
যৈছে খুর রোম বর্ণ কর্ণ যে যে মত॥
যার যার যেন যেন হয় ভূষাম্বর।
যৈছে শীল গুণ নাম আকৃতি সুন্দর॥
যৈছে বয়ো বিহার বচন যৈছে কর্ম্ম।
তৈছে সব হৈল কৃষ্ণ কহিল এ মর্ম্ম॥

তথাহি।

যাবদ্বৎসপবৎসকল্পক বপুর্যাবৎ করাঙ্ঘ্র্যাদিকং
যাবদযষ্টি বিষাণ বেণু দলশিদ যাবদ্বিভূষাম্বরং।

যাবচ্ছীল গুণাভিধাকৃতি বয়ো যাবদ্বিহারাদিকং
সর্ব্বং বিষ্ণুময়ং গিরোঽঙ্গবদজঃ সর্ব্বরূপোবভৌ হরিঃ

আপনেই কৃষ্ণচন্দ্র বৎসগণ হৈয়া।
আপনে বালক আনে আপনা চালায়্যা॥
আপনে বিহার করি আপনে ক্রীড়য়ে।
সকলের আত্মা কৃষ্ণ ব্রজে প্রবেশয়ে॥

তথাহি।

স্বয়মাত্মাত্মগোবৎসান্ পরিবার্য্যাত্ম বৎসপৈঃ।
ক্রীড়নাত্মবিহারৈশ্চ সর্ব্বাত্মা প্রবিশদ্ব্রজং॥

আনন্দস্বরূপ কৃষ্ণ বৎসগণ সনে।
গমন করয়ে সুখে আপন ভবনে॥
যে যে বালকের যে যে বৎসগণ হয়।
যার যে যে গোষ্ঠে তাঁহা তাঁহা নিবেশয়॥
সেই সেই গৃহে সেই রূপ বেশ ধরি।
প্রবেশয়ে শৃঙ্গ বেণু বীণা শব্দ করি॥
শুনি ব্রজবাসিগণ আনন্দ পাইল।
অশেষ মঙ্গলদ্রব্য করিতে লাগিল॥
সফল কদলী বৃক্ষ রোপে নিজ দ্বারে।
সসলিল ঘট আম্রশাখা তদুপরে॥
ধূপ দীপ ভক্ষ্যদ্রব্য সংযোগ করিয়া।
স্থান করি রাখে সবে হরষিত হৈয়া॥
দ্বারের বাহিরে আগুসরি গোপগণে।
গাঢ় আলিঙ্গন করি নিজপুত্র জ্ঞানে॥
চুম্বন করয়ে অশ্রুধারা দ্বিনয়নে।
স্নেহে স্রুত পয়োধর করাইল স্নানে॥
নানা উদ্বর্ত্তন অঙ্গে মর্দ্দন করিয়া।
মজ্জন করাইয়া নির্ম্মঞ্ছয়ে সুখী হৈয়া॥
তবে নিজ বস্ত্র বিভূষণ পরাইয়া।
ললাট উপরে চিত্র তিলক রচিয়া॥
ক্ষীর সর ননী ছেনা করান ভক্ষণ।
এইমতে স্বাস্থ্য কৈল করিয়া লালন॥
কৃষ্ণ-ইচ্ছা কৃষ্ণলীলা কেহ নাহি জানে।
অতি স্নেহে সেবা করে নিজ পুত্রজ্ঞানে॥
তথা গাভীগণ গোষ্ঠে গমন করিয়া।
সত্বরে হুঙ্কার করে বৎস আহ্বানিয়া॥
বৎসগণ আইলেন নিজ মাতা স্থানে।
দেখিয়া আনন্দে অশ্রু ঝরয়ে নয়নে॥
অত্যন্ত আনন্দে দুগ্ধ স্রবয়ে যে স্তনে।
পান করাইয়া অঙ্গ চাটয়ে সঘনে॥
গোপীগণ গাভীগণের সবৎবালকে।
ক্ষণে ক্ষণে অতি স্নেহ সম্পদ অধিকে॥
ব্রজবাসী মাত্র স্নেহলতা দিনে দিনে।
কৃষ্ণ কল্পবৃক্ষোপরি বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র শিশু বৎস হৈয়া।
আপনি আপনা পালে কৌতুক করিয়া॥
বনে গোষ্ঠলীলা করে বৎসর পর্য্যন্ত।
ব্রজবাসিগণ সুখে না পাইল অন্ত॥
সবে বলরামচন্দ্র বুঝিল বিচারে।
চিচ্ছক্তিবিলাস শক্ত্যে যার অধিকারে॥
গো- গোপীগণের যত অভিলাষ ছিল।
শিশু বৎস হৈয়া কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ কৈল॥

তথাহি ব্রজবিলাসে।

দ্রষ্টুং সাক্ষাৎ স্বপতি মহিমোদ্রেকমুৎকেন
ধাত্রাবৎসব্রাতেক্তৈ তমপ্রকৃতেবৎসপালৎকরে চ।
তত্তদ্রূপোহরিরথ ভবন্ যত্র তত্তৎ প্রসূনাং
মোদক্রক্রেহশমপি ভজে বৎসহারঃ স্থলীং তাং॥

এইত কহিনু বৎসগণ বিবরণ।
এবে সেই কহি যাহা ব্রহ্মা বিমোহন॥
একদিন কৃষ্ণ বলরাম সখাসনে।
বৎস চরাইতে সবে গেল উপবনে॥
গোবর্দ্ধন সন্নিকটে নহে অতি দূর।
বৎসগণ চরে সবে আনন্দ প্রচুর॥
গোপ সব ধেনুগণ চরাইয়া ফিরে।
তৃণ লোভে ধেনু চরে গোবর্দ্ধনোপরে॥
তথা হৈতে বৎসপাল দেখিবারে পাইল।
ঊর্দ্ধপুচ্ছে ঊর্দ্ধমুখে ধাইতে লাগিল॥
পর্ব্বতের শৃঙ্গদরি কিছু নাহি মনে।
দুর্গম পথ লঙ্ঘি ত্বরা যায় বৎস স্থানে॥
বনজন্তু যেন বৎস গিলিবারে ধায়।
তৈছে বেগে নিজ নিজ বৎস কাছে যায়॥
নিজ বৎস-অঙ্গ চাটে সব ধেনুগণ।
অতি স্নেহে পিয়াইতে লাগিলেক স্তন॥

গোপ সব বেত্র হাতে বহু যত্ন কৈল
বহু শ্রম করি ধেনু রাখিতে নারিল ॥
বড় শব্দ করি সবে পাছে পাছে ধায়।
শিশুগণ প্রতি অতি কটু হৈয়া ধায় ॥
অবোধ বালক বৎস এত দূর আনে।
দেখি ধেনু ধায় ক্লেশ পাইল তেকারণে ॥
ক্রোধে বেত্রহাতে তাঁহা আইল গোপগণ।
দেখি ধেনু বৎস সব একত্র মিলন ॥
গোপ সব শিশুগণে কিছু না কহিল।
কৃষ্ণমুখ হেরি সব দুঃখ শ্রম গেল ॥
সকলেই নিজ নিজ বালক দেখিয়া।
আলিঙ্গন করিল যে কোলে উঠাইয়া ॥
স্নেহে পরিপূর্ণ লয়ে মস্তকের ঘ্রাণে।
নেত্রে অশ্রুধারা সুখে আপনা না জানে ॥
ধেনু সব নিজ বৎস নারে ছাড়িবারে।
বালক ছাড়িয়া গোপ যাইতে না পারে ॥
অনেক যতনে পুনঃ ধেনুগণ লৈয়া।
গোপগণ গেলা ধেনুচারণ লাগিয়া ॥
দেখি বলরামচন্দ্র সবিস্ময় মনে।
বুঝিল আছয়ে কিছু নিগূঢ় কারণে ॥
অনুভাবে দেখিলেন বৎস শিশুগণে।
জানিলেন কৃষ্ণলীলা অদ্ভুত বিধানে ॥
স্বগর্ব্বে গর্ব্বিত বিধি আপনা পাসরে।
কৃষ্ণের নিগূঢ় লীলা বুঝিতে না পারে ॥
মায়াতে ভুলিয়া বৎস বালক হরিল।
সেইত কারণে কৃষ্ণ এ লীলা করিল ॥
সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণ করে ব্রহ্ম-গর্ব্ব নাশে।
আত্ম ভক্ত-সুখ লাগি এ লীলা প্রকাশে ॥

তথাহি।

কেয়ং বা কুত আয়াতা দৈবীবানার্য্যুতাসুরী।
প্রায়োমায়াস্তু মে ভর্ত্তুর্নান্যা মেঽপি বিমোহিনী

এতেক ভাবিয়া মনে রোহিণীনন্দন।
কৃষ্ণমুখ নেহারয়ে সহাস্য বদন ॥
দোঁহে দোঁহা হেরি রহে কৌতুক বিশেষে।
এইরূপ প্রেমলীলা করিয়া প্রকাশে ॥

তবে তথা হৈতে কৃষ্ণ বৎসগণ লৈয়া।
বলরাম সঙ্গে চলে হাসিয়া হাসিয়া ॥
এইমতে সবে ব্রজে করিল গমনে।
বাছুর চরান দোঁহে ঐছে ব্রজবনে ॥
পুনঃ সে রামের জন্মতিথি যবে আইল।
কৃষ্ণচন্দ্র একা বৎস চরাইতে গেল ॥
তৈছে বৎসবনে বৎস চরিতে লাগিল।
শিশুগণ সঙ্গে কৃষ্ণ খেলা আরম্ভিল ॥
এথা অব্দশেষে কিছু দিবস থাকিতে।
নিজ লোকে রহি ব্রহ্মা লাগিল ভাবিতে ॥
গুহা মাঝে বৎস শিশু রাখি আইনু হেথা
কৃষ্ণ বিনা তারা বা কিরূপে আছে তথা ॥
কৃষ্ণ বা কিরূপে তাহা সবা না পাইয়া।
বিহার করয়ে ব্রজবনেতে রহিয়া ॥
সে রস অবশ্য আমি দেখিব নয়নে।
এত চিন্তি পুনঃ কৈল ব্রজ আগমনে ॥
অলক্ষিতে আইলেন সেই বৎসবনে।
কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা করে দরশনে ॥
পূর্ব্ববৎ সব বৎস বালক লইয়া।
পরম আনন্দে লীলা করেন হাসিয়া ॥
যেমন বালক বৎস হরিল আপনে।
তেমন দেখয়ে সব রহে কৃষ্ণসনে ॥
দেখি ব্রহ্মা মনে মনে করেন বিচার।
তৈছে বৎস শিশুগণ কোথা পাইল আর ॥
গোকুলে যতেক বৎস বালক আছিল।
তাহা লৈয়া আমি গুহা ভিতরে রাখিল ॥
মায়াতে মোহিত তারা আছে সেইখানে
তদিতর তৈছে সব দেখি কৃষ্ণ সনে ॥
বিস্মিত হইয়া ব্রহ্মা ভাবিতে লাগিল।
গুহা হৈতে শিশু বৎস কেমনে আইল ॥
বুঝি কৃষ্ণ সেই স্থানে যাইয়া আপনে।
অন্বেষণ করি আনে শিশু বৎসগণে ॥
এত ভাবি শীঘ্রগতি গুহাদ্বারে গেল।
শিশু বৎসগণ তাঁহা তেমতি দেখিল ॥
তথা হইতে আসি পুনঃ তেমতি দেখয়।
বুঝিতে না পারি পদ্মযোনি সবিস্ময় ॥

বুঝি নন্দসুত কিছু মন্ত্রাদিক জানে।
তাঁহা লৈয়া রাখে পুনঃ আনয়ে এখানে॥
কিবা মোর ভ্রমক্রমে দেখি বিপরীত।
এত বলি গুহাদ্বারে গেলেন ত্বরিত॥
বিষ্ণুমায়া-বিমোহিত নারে নির্দ্ধারিতে।
পুনঃ যাতায়াত করে এইমতে॥
সেই এই এই সেই কহিতে কহিতে।
সেই নাম সেই স্থান হৈল সেই হৈতে॥
মায়া করিলাম কৃষ্ণে মোহিবার তরে।
বিমোহন বিশ্বমোহন কে মোহিতে পারে॥
মায়া করি শিশু বৎস করিল হরণে।
শিশু বৎস দেখি পুনঃ মোহিত আপনে॥

তথাহি।

এবং সংমোহয়ন্ বিষ্ণুং বিমোহং বিশ্বমোহনং।
স্বয়ৈব মায়য়াজোঽপি স্বয়মেব বিমোহিত॥

অন্ধকার রাত্রে যেন নৈহার আভাসে।
দিনে যৈছে খদ্যোতের জ্যোতি পরকাশে
কৃষ্ণ তৈছে যোগমায়ার কারণ আশ্রয়।
ব্রহ্মার সামান্য মায়া তাহা কিছু নয়॥

তথাহি

তম্যাং তমোবন্নৈহারং খদ্যোতার্চ্চিরিবাহনি।
মহতীতরমায়ৈশং নিহন্ত্যাত্মনি যুঞ্জত॥

শ্রান্তযুত হ'য়ে বিধি ভাবে মনে মনে।
মোর বুদ্ধি নাশ হৈল কিসের কারণে॥
মোর জন্মকর্ত্তা নারায়ণ সর্ব্বোপরি।
তাঁর আজ্ঞাক্রমে সৃষ্টি উৎপত্তি যে করি॥
এইত ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে যত জীবগণ।
মায়া হৈতে সব আমি মায়ার কারণ॥
আমা হৈতে আর কেবা আছয়ে সংসারে।
সবে নারায়ণ বিনা না দেখি বিচারে॥
এইমত ব্রহ্মা নিজ মনে গর্ব্ব ধরে।
সে সব বৃত্তান্ত কৃষ্ণ জানয়ে অন্তরে॥
দেখিলেন কৃষ্ণ চতুর্ম্মুখের মনন।
আপন মায়াতে বিধি আপনি মোহন॥
চতুর্ভুজ নারায়ণ সর্ব্বোপরি জানে।
বৈকুণ্ঠ যাহার ধাম সত্য করি মানে॥

পরম ঈশ্বর আমি সবার কারণে।
চিদানন্দময় মোর পরিকরগণে॥
সর্ব্বোপরি বৃন্দাবন সর্ব্ব ধামাশ্রয়।
বৃন্দাবনমহিমা বিধির বেদ্য নয়॥
এইখানে ষড়ৈশ্বর্য্য করিয়া প্রকাশ।
ভালমতে করিব বিধির গর্ব্বনাশ॥
দেখিতে দেখিতে যত শিশু বৎসগণ।
সকলেই হৈলা চতুর্ভুজ নারায়ণ॥
সবে ঘনশ্যাম পীত পট্টবাস পরে।
শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম চারি হাতে ধরে॥
মস্তকে কিরীট সবার শ্রবণে কুণ্ডলে।
উরে শোভে মণিহার মণিমালা গলে॥
শ্রীবৎস হৃদয়ে কম্বুকণ্ঠে রত্ন সাজে।
বলয়া কঙ্কণ সকলের চারি ভুজে॥
কনক নূপুরে দীপ্ত সকল চরণ।
অঙ্গুলে অঙ্গুরী কোটিসূত্র মনোরম॥
কমল তুলসীদাম-মস্তক হইতে।
চরণ অবধি শোভে সকল অঙ্গেতে॥
পূর্ণচন্দ্র সম হাস্য উজ্জ্বল বদন।
অরুণ অপাঙ্গ দৃষ্টি অতি মনোরম॥
আত্মা আদি স্তম্বাদি পর্য্যন্ত চরাচরে।
মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া পূজা করে যা সবারে॥
অণিমাদি অষ্টাদশ সিদ্ধি যেই হয়।
যতেক মহিমা তাহা বৈকুণ্ঠে আছয়॥
সে সকল পৃথক্ পৃথক্ সর্ব্ব আগে।
উপাসনা করিয়া আছয়ে অনুরাগে॥
নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ড সহিতে ব্রহ্মা শিব।
তাসবার আগে আসি হইল উদ্ভব॥
কেহ শতমুখ কেহ সহস্র বদন।
লক্ষকোটি মুখ কার না হয় গণন॥
যার যেন মুখ তেন ব্রহ্মাণ্ড সহিতে।
যোড়হাতে স্তব করে রহিয়া অগ্রেতে॥
বিভূতি সকল ইন্দ্র রুদ্রাদিক যত।
নিজ নিজ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্মার অনুগত॥
তত্ত্ব সব হয় চতুর্ব্বিংশতি প্রকার।
মহত্তত্ত্ব যত আগে আগে সবাকার॥

আর যত হয় কাল স্বভাব সংস্কার।
কাম কর্ম্ম গুণ আদি নাম যা সবার॥
এ সকল মূর্ত্তিমন্ত হৈয়া তাসবার।
উপাসনা করে অতি আনন্দ অপার॥
সত্ত্বজ্ঞান অনন্ত আনন্দ মাত্র এক।
রসময় মূর্ত্তি সব হয়েন প্রত্যেক॥
বেদে নাহি জানে হেন মহিমা যাহার।
অতি যে অদ্ভুত বিষ্ণুবৃন্দ অবতার॥
যার ভাষা সর্ব্ব চরাচরে দীপ্ত করে।
হেন পরংব্রহ্মের এ সর্ব্ব অবতারে॥

তথাহি।

তাবৎ সর্ব্বে বৎসপালাঃ পশ্যতে যস্য তৎক্ষণাৎ।
ব্যদৃশ্যন্ত ঘনশ্যামাঃ পীতকৌশেয় বাসসঃ॥
চতুর্ভুজাঃ শঙ্খ চক্র গদা রাজীব পাণয়ঃ।
নূপুরৈঃ কনকৈর্ভাতীঃ কটি সূত্রাঙ্গুরীয়কৈঃ॥
অজ্ঘ্রি মস্তকয়া পূর্ণা স্তলসীং নবদামভিঃ।
কমলৈঃ সর্ব্ব গাত্রেষু ভুবি পুণ্য বদর্ত্তৈতঃ।
চন্দ্রিকা বিশদস্মেরৈঃ করুণাপাঙ্গ বীক্ষিতৈঃ।
স্বকার্থানামিঃ বরজঃ সত্বাদ্যাং সৃষ্টিপালকাঃ।
আত্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তে মূর্ত্তিবস্তিশ্চরাচরৈঃ
নৃত্যগীতাদি নৈকার্হৈঃ পৃথক্ পৃথক্ উপাসিতাঃ।
অণিমাদ্যৈর্মহিমভি রজাদ্যাভির্বিভূতিভিঃ।
চতুর্ব্বিংশতিভিস্তত্ত্বৈঃ পরিতামহদাদিভিঃ।
কাল স্বভাব সংস্কার কামকর্ম্মগুণাদিভিঃ।
স্বমহি ধ্বস্ত মহিভির্মূর্ত্তি মদ্ভিরুপাসিতা।
সত্যজ্ঞানানন্তানন্দ মাত্রৈক রসমূর্ত্তয়ঃ।
অস্পৃষ্ট ভূরি মহাত্ম্য অপিহ্যনস্তসদ্দৃশাং।
এবং সকৃদ্দদর্শাজঃ পরব্রহ্মাত্মবোঽখিলান্।
যস্য ভাষা সর্ব্বমিদং বিভাতি স চরাচরং॥

এইমত ব্রহ্মা নিজ অগ্রেতে দেখিল।
অদ্ভুত আশ্চর্য্য কিছু বুঝিতে নারিল॥
তবে ব্রহ্মা অত্যন্ত কৌতুকোদ্বত্ত হয়।
একাদশেন্দ্রিয় তার স্তব্ধ হৈয়া রয়॥
দেখিয়া কৃষ্ণের ধাম ব্রহ্মা তুষ্টি হৈল।
চিত্রপুত্তলিকা প্রায় দাণ্ডায়ে রহিল॥
এইমত কহিলাম ব্রহ্মার মোহন।
আগে ব্রহ্মা স্তুতি কথা করিব বর্ণন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করে আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে অঘোবনাদি লীলাস্থলী বিবরণ কথনে
ব্রহ্মমোহনো নাম ঊনত্রিংশত্তিতমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রিংশৎ অধ্যায়ঃ।

ব্রহ্মমোহ ও তাঁহার দোষ ক্ষমা।

এবে কহি চৌমুহা গ্রামের বিবরণ।
চতুর্ম্মুখ যাঁহা কৈল কৃষ্ণের স্তবন॥
এইমত চতুর্ম্মুখ মোহে মগ্ন হৈল।
কৃষ্ণের মহিমা তর্কে বুঝিতে নারিল॥
অতর্ক্য কৃষ্ণের ধাম লীলা পরিবার।
তর্ক করি বুঝে হেন শকতি কাহার॥
আমি সর্ব্ব লোকপাল এই অভিমানে।
বিশ্বস্রষ্টা করি বিধি আপনাকে জানে॥
প্রকাশ আনন্দ স্বরূপ যেই কৃষ্ণ হয়।
সত্যজ্ঞানানন্দানন্দ বেদে যারে গায়॥
প্রকৃতির যেহোঁ যোগমায়ায় আশ্রয়।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ যার ইচ্ছা মাত্রে হয়॥
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় একেলা যেই হয়।
সর্ব্বকাল নিত্যরূপ তিহোঁ বিরাজয়॥
অচিন্ত্য অদ্ভুত যার অবতারগণ।
সর্ব্ব শক্তিময় সর্ব্ব কারণের কারণ॥
দেব সব নিতি নিতি কহি বার বার।
সত্যবস্তু সেই কৃষ্ণ করয়ে নির্দ্ধার॥
তাহার অনন্তাদ্ভুত বৈভব দেখিল।
কিমিতি আশ্চর্য্য তাহে বিস্মিত হইল।

ক্ষণেক দেখিয়া আঁখি মিলিবারে নারে।
জ্ঞানমোহে মূর্চ্ছা হয় হংসের উপরে ॥
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মোহিত হইল বিধি না বুঝি কারণ ॥
অজাজবনিকা মায়াচ্ছন্ন করে জ্ঞান।
সেইক্ষণে করিল তাহার তিরোধান ॥
যে মায়া মোহিত ব্রহ্মা আশ্চর্য্য দেখিল।
কৃষ্ণ-ইচ্ছামাত্রে সেই মায়া দূর হৈল ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।

ইতিরেশেহনর্কেন নিজ মহিমনিস্ব প্রমিতিকে
পরত্রাহজাতোহতন্নিরসন পরব্রহ্মকিমিতৌ।
অনীশেহপি দ্রষ্টুং কিমিদমিতি বা মুহ্যতি সতি
চচ্ছাদাযোজ্জাড়া সপদি পরমোহজাজবনিকাং ॥

তবে ব্রহ্মা উঠিলেন লব্ধেন্দ্রিয় হৈয়া।
অনেক যতনে নেত্র সকল মেলিয়া ॥
সেইক্ষণে দশদিগ হেরিতে লাগিল।
পূর্ব্ববৎ বৃন্দাবন আগেতে দেখিল ॥
কল্পবৃক্ষগণ যেই বনে সব হয়।
সর্ব্বদা প্রিয়তা যাহাঁ নাহি রিপুভয় ॥
নর মৃগ ব্যাঘ্রগণ এক ঠাঞি যাহাঁ।
স্বভাব নির্বৈরি সেই বৃন্দাবন তাঁহা ॥
অদ্বয় পরম ব্রহ্ম অন্ত নাহি যার।
অগাধ যাহার বোধ নাহি পারাবার ॥
গোপশিশু যোগ্য লীলা নাট্য তিহোঁ করে
এক কৃষ্ণ সপানিক বল ব্যবহারে ॥
পূর্ব্ববৎ শিশু বৎস অন্বেষণ করি।
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া বুলে হরি ॥
পরমেষ্ঠি এইমত করি দরশন।
বুঝিল যে সর্ব্বধাম সার বৃন্দাবন ॥
স্বয়ং ভগবান্ এই ব্রজেন্দ্রনন্দন।
ইহাঁর বিলাস রূপ হয় নারায়ণ ॥
আপনেই কত কত নারায়ণ হৈলা।
পুনরপি শিশুরূপ ধরি করে খেলা ॥

তথাহি।

তত্রোদ্বহৎ পশু পরংশু শিশুত্ব নাট্যং
ব্রহ্মাদ্বয়ং পরমনন্তমগাধ বোধং।
বৎসান্ সখীনিবপুরা পুরতো বিচিন্বদেকং
সপাণি কবলং পরমেষ্ঠ চেষ্ট ॥

তবে চতুর্ম্মুখ-চিত্তে হৈল অতি ত্রাস।
কাঁপিতে কাঁপিতে কহে হৈল সর্ব্বনাশ ॥
মুঞি অতি দুষ্টমতি মায়াতে ভুলিয়া।
কৃষ্ণতত্ত্ব না বুঝিনু আপনা খাইয়া ॥
স্বয়ং ভগবান্ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তাহারে মনুষ্য বুদ্ধি হৈল মোর মন ॥
নিজ অধিকারে মত্ত কিছু না জানিনু।
শিশু বৎসগণ সব হরিয়া লইনু ॥
এত ভাবি অন্তরীক্ষ বাহন হইতে।
ত্বরা করি চতুর্ম্মুখ নামিলা গোষ্ঠেতে ॥
সশঙ্কিত হৈয়া অতি কাতর অন্তরে।
কৃষ্ণ আগে আইল নিজ দোষ নাশিবারে
অভয় চরণ কৃষ্ণের দেখি চতুর্ম্মুখ।
লোটায়ে পড়য়ে তাহাঁ হৈয়া ভাবোন্মুখ।
সুবর্ণের দণ্ড যেন পড়ে পৃথিবীতে।
তেমতি পড়য়ে ব্রহ্মা কৃষ্ণের অগ্রেতে ॥
মুকুটাগ্রে করি পদদ্বন্দ্ব পরশিয়া।
দণ্ডবৎ করি নেত্র সাশ্রুপূত হৈয়া ॥
সেই জলে পদদ্বন্দ্ব অভিষেক করি।
পুনঃ উঠে পুনঃ পড়ে কৃষ্ণ বরাবরি ॥
কৃষ্ণের মহিমা পূর্ব্বে যতেক দেখিল।
স্মঙরিয়া অঙ্ঘ্রিমূলে পড়িয়া রহিল ॥
তার পরে অল্পে অল্পে উঠি দাণ্ডাইয়া।
আপনার নেত্রজল মার্জ্জন করিয়া ॥
বিনম্র কন্দরে অতি গদগদ বচনে।
পুটাঞ্জলি হৈয়া করে কৃষ্ণের স্তবনে ॥
গোপেন্দ্রনন্দন প্রভো সর্ব্ব শিরোধার্য্য।
তুয়া রূপ গুণ লীলা পরম আশ্চর্য্য ॥
নবঘন শ্যাম বপু শ্যামল সুন্দর।
তড়িত সদৃশ তহিঁ শোভে পীতাম্বর ॥
অরুণিত গুঞ্জা অবতংস দুই গুচ্ছে।
ইন্দ্রধনু সম শিরোপরি শিখিপুচ্ছে ॥
অতি যে আশ্চর্য্য মুখচন্দ্র দ্যুতিমান।
উরুপর নানাবিধ বনফুল দাম ॥

কবল বিশাল বেণু বেত্র অতি শোভা।
সুকোমল চরণযুগল মনোলোভা॥
স্বমাধুর্য্য লীলামৃতধারা বরিষণে।
পুষ্টিকর শুদ্ধ ভক্ত চাতকের গণে॥
পরম দয়ালু সর্ব্ব গুণের নিধান।
অপরাধ ক্ষম প্রভু মো অতি অজ্ঞান॥

তথাহি।

নৌমীড্যতেহভ্রবপুষে তড়িদম্বরায়
গুঞ্জাবতংসপরিপিচ্ছল সম্মুখায়।
বন্যস্রজে কবল বেত্র বিশাল বেণু
লক্ষশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাঙ্গজায়॥

এইমত পুনঃ পুনঃ করয়ে স্তবনে।
নিজকৃত অপরাধ মার্জ্জন কারণে॥
তার দশা দেখি কৃষ্ণ সকৌতুক মনে।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে॥
শুন ব্রহ্মা তুমি বিশ্ব স্থষ্টিকর্ত্তা হৈয়া।
কি লাগি কান্দহ মোর চরণে পড়িয়া॥
গোপকুলে জন্ম বৎস করিয়ে চারণ।
বনে বনে ফিরি সদা সঙ্গে শিশুগণ॥
মনুষ্য শরীর মোর মনুষ্য আচার।
মোরে স্তুতি উপযুক্ত না হয় তোমার॥
ঈশ্বরের অংশ তুমি হও চতুর্ম্মুখ।
ব্রহ্মলোকে থাকি সদা কর নানা সুখ॥
ইন্দ্র আদি দেব সব আশ্রিত তোমার।
তোমা বিনা কার্য্য সিদ্ধি নহে তাসবার॥
হেন যে ঐশ্বর্য্য রূপ গর্ব্ব তেয়াগিয়া।
মোর পায়ে পড়ি কেন কান্দ ফুকারিয়া॥
কৃষ্ণবাণী শুনি ব্রহ্মা কাঁপিতে কাঁপিতে।
নানা স্তব করি কহে দাণ্ডায়ে সাক্ষাতে॥
শুন প্রভু গুণনিধি করি নিবেদন।
মোর সম অজ্ঞ নাহি এ তিন ভুবন॥
নিজ গর্ব্বে মত্ত হৈয়া তোমা না জানিনু
মনুষ্য বুদ্ধিতে বৎস বালক হরিনু॥
এই অপরাধ প্রভু করহ মার্জ্জন।
তুমি সর্ব্বেশ্বরেশ্বর সবার কারণ॥

শুনি কৃষ্ণ কহে পুনঃ সহাস্য বদনে।
এত স্তুতি কর দেব কিসের কারণে॥
তুমি চতুর্ম্মুখ তোমার পিতা নারায়ণ।
তাঁর আজ্ঞাক্রমে তুমি জগত কারণ॥
আমি সব তুয়া স্থষ্টে বসতি করিয়া।
বিলাস করিয়ে সুখে ধেনুবৎস লৈয়া॥
ব্রহ্মা বলে তুমি হও জগতের সার।
যেহোঁ নারায়ণ তিহোঁ বিলাস তোমার॥
স্বকীয় ঐশ্বর্য্য লীলাতে সমর্পিয়া।
নিজ কার্য্য সাধ গূঢ়রূপেতে রহিয়া॥
সে ঐশ্বর্য্য দেখি সর্ব্বে মন ভুলি যায়।
তোমার মাধুর্য্য লীলা দেখিতে না পায়॥
যাতে যার চিত্ত রহে সে তাহা দেখয়।
সতত মগন অন্য কিছু না জানয়॥
কুবিষয় ধ্বান্তাগারে পড়ি মোর মন।
মাধুর্য্য নিগূঢ় লীলা না পায় দর্শন॥
তুয়া কৃপাদীপ যবে প্রজ্জ্বলিত হয়।
তবে মনে ধ্বান্ত ঘুচে এ লীলা দেখয়॥
এইমত কত শত করিয়া স্তবনে।
নিবেদন করে বিধি কৃষ্ণের চরণে॥
শুন দেব তোমার চরণাম্বুজদ্বয়।
প্রসাদের লেশ যে জনার লভ্য হয়॥
সেই জন তোমার মহিমা তত্ত্ব জানে।
অন্যে না জানয়ে বহুকাল অন্বেষণে॥

তথাহি।

তথাপি তে দেব পদাম্বুজদ্বয়
প্রসাদলেশানুগৃহীত এবহি।
জানাতি তত্ত্বং ভগবন্মহিম্নো
ন চান্য একোহপি চিরং বিচিন্বন্॥

অতএব নাথ মোরে কর অবধান।
আপন চরণে সেই ভক্তি দেহ দান॥
যে ভক্তি করিলে মিলে এ চরণ সেবা।
অনুগত জানিয়া এ জন প্রতি দিবা॥
যবে পাই তুয়া পাদ-সেবা সর্ব্বসার।
তবে অতিশয় ভাগ্য মানি আপনার॥

এই ব্রহ্ম জন্মে কিবা বৃক্ষ লতা মাঝে।
যে সে জন্ম লভিয়া তোমার এই ব্রজে ॥
ভবদীয় মধ্যে হৈয়া যে সে একজন।
তব পাদপল্লব করিয়ে নিষেবন ॥

তথাহি।

তদস্তু মে নাথ সভূরি
ভাগো ভবেত্রচান্যত্রতিরশ্চাং।
যে নাহং মে কোপি ভজজ্জনানাং
ভূত্যানি সেবে তব পাদপল্লবং ॥

যাঁহা তাঁহা জনম লভিয়া ভক্তজন।
তোমার চরণপদ্ম করয়ে ভজন ॥
তার আগে দেবাদিক জন্ম কিছু নয়।
তুয়া ভক্তি যুক্ত জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হয় ॥
এইমত ভক্তিমন্ত প্রশংসা করিয়া।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রজজন কহে বিশেষিয়া ॥
যত যজ্ঞগণে তুয়া প্রাপ্তির কারণ।
অদ্যাপিহ সমর্থ না হয় একক্ষণ ॥
ব্রজ গো গোপিকাগণ অত্যাশ্চর্য্য ধন্য।
অমৃত সুস্বাদু তুল্য যাসবার স্তন্য ॥
বৎস শিশু রূপে পান করিলে আপনে।
তাসবার প্রেমমর্ম্ম অন্য কেবা জানে ॥

তথাহি।

অহোতি ধন্য ব্রজগোরমন্যঃ
স্তন্যামৃতাং পীতমতীব তে মুদা।
যাসাং বিভোবৎস তরাত্মজাত্মনায়দ্-
তৃপ্তহদ্যাপ্যথনালমধ্বরাঃ ॥

নন্দগোপ ব্রজবাসী হয় যত জন।
অত্যাশ্চর্য্য ভাগ্য সবার না যায় বর্ণন ॥
পূর্ণব্রহ্ম সনাতন কৃষ্ণ সর্ব্ব সার।
পরম আনন্দরূপ মিত্র যাসবার ॥

তথাহি।

অহোভাগ্য মহোভাগ্যং নন্দ গোপ ব্রজৌকসাং
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্ম সনাতনং ॥

ব্রজলোকের ভাগ্যের মহিমা যত হয়।
আছুক তাবৎ সেই পরিমিত নয় ॥
শুন হে অচ্যুত কিছু করি নিবেদন।
সর্ব্ব আদি করি মোরা একাদশ জন ॥

দিক্ বাত অর্ক বরুণ অশ্বিনীকুমার।
বহ্নি ইন্দ্রোপেন্দ্র মিত্র ব্রহ্ম নাম যার ॥

তথাহি।

দিগ্বাতার্ক প্রচেতোশ্বি বহ্নীন্দ্রোপেন্দ্র মিত্রকাঃ ॥
ইত্যাদি ॥

দশেন্দ্রিয় অধিষ্ঠাতা এই দশ জন।
মনেন্দ্রিয়ে চন্দ্র একাদশ নিরূপণ ॥
বুদ্ধি অহঙ্কার আর দুইত প্রকার।
অনিরুদ্ধ সঙ্কর্ষণ অধিষ্ঠাতা যার ॥

তথাহি।

মনোবুদ্ধিরহঙ্কার শ্চিত্তবৃত্যন্তরাত্মক মিত্যাদি ॥

তোমার চরণপদ্ম যুগলের মধু।
অতি যে মাদক সেই অমৃত সুস্বাদু ॥
নিজ নিজ ইন্দ্রিয় চষক মধ্যে ভরি।
আস্বাদিয়া সবে মানি বহু ভাগ্য করি ॥
তুয়া কীর্ত্তি সৌরভ সৌগন্ধি আনি যত।
কেহ কোন অংশে সেবা করে নিজোচিত ॥
সকলেই কৃতার্থ মানিয়া আপনারে।
যাঁহা তাঁহা রহি নিজ নিজ অধিকারে ॥
সৌন্দর্য্য সৌরভ্য শব্দ স্পর্শ রস সার।
সদা সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সর্ব্বাস্বাদ্য যাসবার ॥
তোমার সহিতে ব্রজে যে সব বিহরে।
তাসবার ভাগ্যকথা কে কহিতে পারে ॥

তথাহি।

এষাং তু ভাগ্য মহিতাচ্যুততাবদাস্তা
মেকাদশে বহিরয়ং বত ভূরিভাগাঃ।
এতদ্ধৃষীকচষকৈ রসকৃতপিবামঃ
সর্ব্বোদয়োহংঘ্রদজমধ্ব মৃতাসংবতে ॥

এইমত ব্রজভাগ্য প্রশংসা করিতে।
অতিশয় লোভ হৈল চতুর্ম্মুখ-চিত্তে ॥
কিরূপে হইবে জন্ম এই ব্রজবনে।
ব্রজ অনুগত সেবা পাইব কেমনে ॥
উৎকণ্ঠিত হৈয়া পুনঃ করে নিবেদন।
সেই ভূরি ভাগ্য যেই করিল প্রার্থন ॥
ভারত ভূমিতে এই মনুষ্য লোকেতে।
কিবা ব্রজবনে কিবা গোকুল মধ্যেতে ॥

ষোল ক্রোশ মাঝে যে সে জনম আমার।
যবে হয় তবে ভাগ্য মানি আপনার॥
যদি কহ নিজ সত্যলোক ত্যাগ করি।
ব্রজে জন্ম ইচ্ছা কেন বুঝিতে না পারি॥
তবে নিবেদন করি তাহার কারণ।
গোকুলের মধ্যে যে সে কোন একজন॥
তার যে চরণরজ হয় সর্ব্বসার।
তাতে অভিষেক সদা হইবে আমার॥
যদি কহ ব্রজবাসী মাত্র সর্ব্বজন।
অতি ধন্য কৈছে শুন তাহার কারণ॥
ব্রজলোক সকলের তুমি সে জীবন।
তোমার জীবন ব্রজবাসী সর্ব্বজন॥
যে তুয়া চরণরজ অতি সুদুর্ল্লভ।
ব্রজজন মাত্রে সেই সর্ব্বদা সুলভ॥
অদ্যাবধি যে চরণরজ শ্রুতিগণ।
অন্বেষণ করে মাত্র না পায় দর্শন॥
শুদ্ধ রাগ বিনা কেহ না পায় তোমারে।
এইমত হয় সর্ব্ব শাস্ত্র পরচারে॥

তথাহি।

তদ্ভূরি ভাগ্যমিহ জন্মকিমপ্যটব্যাং
যদ্গোকুলেপি কতমাংঘ্রি রজোঽভিষেকং।
যজ্জীবিতং তু নিখিলং ভগবান্মুকুন্দস্ত্বদ্যাপি
যৎ পদরজঃ শ্রুতিমৃগ্যমেব॥

পুনঃ নিবেদয়ে দেব তোমার চরণে।
ব্রজবাসী-ভাগ্য কিবা করিব বর্ণনে॥
যাসবার ভাব ভক্তি প্রেম আচরণে।
আপনে হইলে ঋণী হেন লয় মনে॥
যদি কহ কিবা দিতে না পারিয়ে আমি
কি বুঝিয়া মোরে ঋণী কহিতেছ তুমি॥
তবে নিবেদন করি মনে যেই লয়।
সর্ব্ব ফলাত্মক তুমি সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
তোমা হৈতে কিবা ফল আছে কোন্ স্থানে
ব্রজলোকে দিয়া ঋণ করিবে শোধনে॥
বিচারিয়া নির্দ্ধার করিতে না পারিল।
সর্ব্বত্রে ভ্রমিয়া চিত্ত মোহিত হইল॥
যদি কহ তোমারে সে ফল আমি দিব।
তাতে ব্রজবাসী স্থানে ঋণী হইব॥

নাহি নাহি এমত না করি নিবেদন।
যে লাগি কহিয়ে শুন তাহার কারণ॥
ভক্তবেশ অনুকার মাত্র যে করিল।
পাপিষ্ঠ পূতনা সেহ তোমারে পাইল॥
যদি কহ তৎসম্বন্ধী অতি যেই হয়।
তাহা দিব তাহা পুনঃ শুন মহাশয়॥
সে গতি পাইল অঘ বক দুইজন।
পূতনা সকুলা যাতে পাইল চরণ॥
সদ্বেশ ধারণ মাত্রে হেন লভ্য যার।
সেই ভক্তবেশ নিত্য হয় যা সবার॥
ধামার্থ সুহৃদ যেবা প্রিয়াত্ম তনয়।
তোমার কারণে যা সবার প্রাণাশয়॥
অতএব বিচারিয়া বুঝিনু কারণে।
ব্রজবাসী-প্রেমে ঋণী হইলা আপনে॥

তথাহি।

এষাং ঘোষনিবাসিনা মতভবান্ কিং দেব-
বাতে তিনশ্চেতো বিশ্বফলাৎ ফলং ত্বদপরং
কুত্রাপ্য যন্মুহ্যতি। সদ্বেশাদিব পূতনাপি
সকুলাত্বামেবদেবাপিতা যদ্ধার্থ সুহৃৎ প্রিয়া-
ত্মনয় প্রাণাশয়াস্ত্বৎ কৃতে॥

যদি কহ বিগত রাগাদি দোষ যার।
তারা আশা বিনে কিছু নাহি জানে আর॥
ইহা সবার রাগাদিক অপর্য্যাপ্তময়।
আমার নিমিত্তে কৈছে কহত নিশ্চয়॥
তবে শুন কৃষ্ণচন্দ্র করি নিবেদন।
ব্রজলোকের বিষয়াদি তোমার কারণ॥
রাগ আদি সকলে তাবৎ চোর হয়।
তোমার বিষম ভাব চুরি করি লয়॥
উত্তম সম্পদ যুত গৃহ যেই হয়।
তাবৎ বন্ধনাগারে স্নেহ সুনিশ্চয়॥
তাবৎ পর্য্যন্ত মোহ নিগূঢ় রূপেতে
চরণে বন্ধন কেহ নারে ছাড়াইতে॥
যাবৎ বিষয়ী জন তোমার না হয়।
তাবৎ সংসারচক্রে মোহিত থাকয়॥
তদীয় জনের সংসারাদি যত হয়।
তোমার কারণে সব স্বার্থ কিছু নয়॥

নন্দ আদি ব্রজবাসী হয় যত জন।
সংসারে করয়ে রাগ তোমার কারণ ॥
গবাদি যে পশুগণ পালন করয়ে।
দধি দুগ্ধ নবনীত তাহাতে জন্ময়ে ॥
সে সকল বস্তু তুয়া সুখ হেতু হয়।
তেকারণে তাতে রাগ সকলে করয় ॥
তাসবার সম্পদ সংযুক্ত গৃহ যত।
বসন ভূষণ তুয়া সুখে অভিমত ॥
তোমার কারণে মোহ হয় যা সবার।
সংসার বিষয়ে মোহ নাহি জানে আর ॥
তুয়া নিষ্ঠাক্রমে শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বজন।
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিপাদ্য তোমার ভজন ॥

তথাহি।

তাবদ্রাগাদয়স্তেনা তাবৎকারাগৃহং গৃহং।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রি নিগতো যাবৎ কৃষ্ণ ন তেজনা ॥

যদি কহ অতএব ইহাঁ সবাকার।
পুত্রাদিকরূপে স্থিতি হয়ত আমার ॥
প্রপঞ্চরূপেতে ঋণ শোধন কারণে।
শুন প্রভু তবে যে করিয়ে নিবেদনে ॥
তুমি যৈছে নিষ্প্রপঞ্চ হৈতে ব্রজজন।
পুত্রাদিক ভাবে তুয়া নিত্য পরিজন ॥
নিষ্প্রপঞ্চ হৈয়া যে প্রপঞ্চে অবতার।
প্রপঞ্চ জনতানন্দ সন্দোহ বিস্তার ॥
করিত স্বগণ সহ প্রাকট্য তোমার।
লীলাতত্ত্ব আদিবেদ্য নহে যে আমার ॥

তথাহি।

প্রপঞ্চ নিষ্প্রপঞ্চোপি বিড়ম্বয়সি ভূতলে।
প্রপন্ন জনতানন্দ সন্দোহং প্রথিতুং প্রভো ॥

এইমত ব্রহ্মা স্তুতি কৈল আদি হৈতে।
অচিন্ত্য অনন্তগুণ নারিল বুঝিতে ॥
ফাঁফর হইয়া তবে বিচারিয়া মনে।
নিবেদন করে পুনঃ কৃষ্ণের চরণে ॥
যেই কহে কৃষ্ণলীলা বৈভব জানিয়ে।
সে জানুক মুঞি এই করিনু নিশ্চয়ে ॥
তোমার অচিন্ত্যাদ্ভুত বৈভব যে হয়।
মোর মন আদির গোচর কিছু নয় ॥

তথাহি।

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহুক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুসো বাচো বৈভবং তবগোচরং ॥

জগদীশ্বরাদি অভিমান পরিত্যাগে।
নিবেদন করিতে লাগিল কৃষ্ণ আগে ॥
আপন মহিমা কিবা আমা সবাকার।
জ্ঞান বল আদি সর্ব্ব গোচর তোমার ॥
তুমি কৃষ্ণ হও সর্ব্ব জগতের স্বামী।
নিশ্চয় করিয়া এবে জানিলাম আমি ॥
মমতা আস্পদ এই সকল সংসার।
চতুর্ম্মুখ বপুসও হয় যে তোমার ॥

তথাহি।

অনুজানীহি মাং কৃষ্ণ সর্ব্বং ত্বং বেৎসি সর্ব্বদৃক্।
ত্বমেব জগতাং নাথো জগচ্চৈতন্যবার্পিতং ॥

অতএব তুমি প্রভু সবার কারণ।
তোমার চরণযুগে লইনু শরণ ॥
তুমিত পরম বিজ্ঞ মুঞি অজ্ঞমতি।
কৃপা কর মোর মন রহু তুয়া প্রতি ॥
এত কহি স্তব উপসংহার করিয়া।
কৃষ্ণের চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥

তথাহি।

শ্রীকৃষ্ণ বৃষ্ণিকুলজোষ দায়িনক্ষ্মানিজ্জর
দ্বিজপশুদধিবৃদ্ধি কারিণ।
উদ্ধর্মশার্ব্বরহরক্ষিতি রাক্ষসধ্রুগা
কল্পমাকমচন ভগবন্নমস্তে ॥

এইমত চতুর্ম্মুখ স্তবন করিয়া।
নিজাভীষ্ট জ্ঞানে তিন পরিক্রমা দিয়া ॥
কৃষ্ণের চরণদ্বয়ে করিয়া প্রণাম;
অনুমতি লৈয়া যায় আপনার ধাম ॥

তথাহি।

ইত্যভীষ্টরভুমানং ত্রিপরিক্রম্যপাদয়োঃ।
নত্বাভীষ্টং জগদ্ধেতো স্বধামপ্রত্যপদ্যত ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
যথাপূর্ব্ব পুলিনে আনিল বৎসগণ ॥
পূর্ব্ববৎ হস্তেতে ধরিয়া সখাগণে।
যথা স্থানে আনিলেন ভোজন বিধানে ॥

ক্ষুধা তৃষ্ণা মাত্র কেহ কিছুই না জানে।
সকলেই কৃষ্ণ-পথ করে নিরীক্ষণে ॥
কৃষ্ণ বিনা ক্ষণে বর্ষাদিক করি জানে।
যোগমায়াক্রমে বর্ষ ক্ষণার্দ্ধেক মানে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ব্ববৎ সকল হস্তেতে।
মিলিলেন আসি সখাগণের অগ্রেতে ॥
তারা সবে কৃষ্ণ প্রতি কহেন বচন।
ত্বরিতে আইলে বৎস করি অন্বেষণ ॥
তোমা বিনা একগ্রাস না করি ভক্ষণ।
আইস ভায়্যা বৈস আগে করহ ভোজন ॥
এইমত সখাগণের বচন শুনিয়া।
হাসিতে লাগিল মনে কৌতুকী হইয়া ॥
ভোজন করিয়া তাসবারে সঙ্গে লৈয়া।
অঘাসুরের শুষ্ক বপু দর্শন করিয়া ॥
পূর্ব্বকৃতকর্ম্ম সবার হইল স্মরণ।
অঘাসুর বধ আজি মানে শিশুগণ ॥
তবে সবে বন হৈতে নিবৃত্ত হইয়া।
ব্রজেতে গমন কৈল বৎসগণ লৈয়া ॥
চূড়াপর শিখিপুচ্ছ নানা পুষ্পগণ।
বনধাতু বিচিত্রিত অঙ্গ সুশোভন ॥
বেণু দল শৃঙ্গ আদি রব যত হয়।
সে সকল শব্দোদ্দাম মহোৎসবময় ॥
শিশুগণ বৎস সব আহ্বান করিয়া।
কৃষ্ণ পাছে চলে সবে কৃষ্ণ-যশ গায়্যা ॥
গোপিকার নয়ন উৎসব জন্মাইয়া।
ব্রজে প্রবেশিল অতি কৌতুকী হইয়া ॥
পূর্ব্ববৎ যথাস্থানে রাখে বৎসগণ।
সবে নিজ নিজ গৃহে করিল গমন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র নিজগৃহে গমন করিল।
যশোদা রোহিণী নন্দ আনন্দিত হৈল ॥
বলরাম সহ কৃষ্ণ সহাস্য বদনে।
মিলিয়া বসিলা রাণী করেন লালনে ॥

এথা গৃহে কথা কহে সব শিশুগণে।
অজাগরে আজি গ্রাস করেছিল বনে ॥
যশোদানন্দনন্দন তাহারে মারিয়া।
সবা রক্ষা করি ব্রজে আইল লইয়া ॥

তথাহি।

অদ্যানেন মহাব্যালো যশোদা নন্দসূনুনা।
হতোঽবিতাবয়ং চাস্মনিতি বলো ব্রজে জগুঃ ॥

চতুর্ম্মুখাখ্যান স্থান কথা অনুক্রমে।
ব্রজ আগমন আদি করিনু বর্ণনে ॥
ঐছে শিশু বৎসপাল হরণ করিয়া।
অপরাধ মানিলেন আশ্চর্য্য দেখিয়া ॥
অদ্ভুত বৎসপালক ব্রজেন্দ্রনন্দন।
চিদানন্দময় ধাম সব ব্রজজন ॥
দেখি অতি ভয়ে ব্রহ্মা কাঁপিয়া কাঁপিয়া।
পড়িল অবনীতলে সাশ্রুমুখ হৈয়া ॥
নিজ কৃত অপরাধ রক্ষার কারণে।
সুপ্রসন্ন করিবারে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥
সর্ব্বারাধ্য নাথ প্রভু আদি নারায়ণ।
অচ্যুত মুকুন্দ ব্রজজনের জীবন ॥
অপূর্ব্ব পদ্য সকলে কৃষ্ণে সম্বোধিয়া।
স্তবন করিল যাহা কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥
চৌমুখা আখ্যান স্থান ব্রজের ভিতরে।
সেই শেষ প্রদেশেরে সদা স্তব করে ॥

তথাহি।

বাঢ়ং বৎসক বৎসপাল হৃতিতো জাতাপরাধাদ্ভয়ে
ব্রহ্মাসাশ্রুমপূর্ব্বপদ্যনিবহৈর্যস্মিন্নিপাত্যাবনৌ।
তুষ্টাবোঽদ্ভুতবৎসপং ব্রজপতেঃ পুত্রং মুকুন্দং মনাক্
স্বৈরং ভীরুচতুর্ম্মুখাখ্যমপি সংশেষং প্রদেশং নমঃ ॥

এইত কহিনু চৌমুহার বিবরণ।
এক্ষণে কহিব পরে যেই পঞ্চবন ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে চৌমুহা বিবরণ কথনং নাম
ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

একত্রিংশৎ অধ্যায়ঃ

ভদ্রবনাদি কথন।

যমুনার পূর্ব্বপারে হয় পঞ্চবন।
কৃষ্ণ-বিহারের স্থান পরম উত্তম ॥
ভদ্রবন ভাণ্ডীর কানন বিল্ববন।
লৌহবন মহাবন পঞ্চম গণন ॥
এই পঞ্চমাখ্য আর যে যে স্থান হয়।
ক্রমবন্ধে তাহা কিছু করিব নির্ণয় ॥
বৃন্দাবন লীলা বিবরণ সর্ব্ব শেষে।
কহিব সম্পূর্ণ যাহা লীলারস রাসে ॥
এক্ষণে কহিয়ে পরে লীলা স্থান যত।
কৃষ্ণজন্ম বিহারাদি পরম অদ্ভুত ॥
নন্দঘাট অগ্নিকোণে যমুনার পার।
ভদ্রবন নাম যাহা কৃষ্ণের বিহার ॥
নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ সখাগণ সঙ্গে।
একদিন আইলা তাঁহা গোচারণ রঙ্গে ॥
রঙ্গধূলি অঙ্গে মাখি সবে মত্ত হৈলা।
বাহুযুদ্ধ মাথামাথি রণ আরম্ভিলা ॥
কেহ হারে কেহ জিনে খেলা অনুক্রমে।
গোচারণ করিয়া বুলয়ে সর্ব্ববনে ॥
তাহার দক্ষিণে হয় ভাণ্ডীর কানন।
যমুনার কূলে সুশীতল সুশোভন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণ করিতে করিতে।
সেই বনে আইল সখাগণের সহিতে ॥
যমুনাতে জলপান করি গাভীগণে।
চরিবারে গেল সবে আনন্দিত মনে ॥
নানা খেলা আরম্ভ করিল সেইখানে।
পরম রহস্য কথা শুন সর্ব্বজনে ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে সখাগণ বাঁটি।
মত্ত হৈয়া সবে অঙ্গে মাখে রাঙ্গামাটী ॥
গেণ্ডু খেলা করে মধ্যে সাতাই পাতিয়া
অতি মগ্ন রূপে দোঁহে দুইদিকে রয়্যা ॥
রোহিণীনন্দন বলরাম আগে যায়্যা।
সাতাই মারিয়া গেণ্ডু লইল লুফিয়া ॥
তাহা দেখি কৃষ্ণগণ যায় পলাইয়া।
বলরামের সঙ্গীগণ আনয়ে ধরিয়া ॥
হারি জিতি খেলার নিয়মে যেই পণ।
সেই মত অন্যোন্যে করয়ে আচরণ ॥
কভু কৃষ্ণ জিতে রাম-সঙ্গীগণ হারে।
সংক্ষেপে কহিনু এই ভাণ্ডীর বিহারে ॥
ভাণ্ডীর দক্ষিণে মাঠ নামে গ্রাম হয়।
সখা সঙ্গে রাম কৃষ্ণ যাহাঁ বিলসয় ॥
উপবন মধ্যে হয় তাহার গণন।
সেখানে আসিয়া করে গোধন চারণ ॥
তাহার দক্ষিণে বিল্ববন মনোরম।
যাহাঁ বিল্বফল হয় পরম উত্তম ॥
কৃষ্ণচন্দ্র গোচারণ করিতে করিতে।
সখাগণ সঙ্গে আইল আনন্দিত চিতে ॥
তারপর শ্রীবনের নিকটে আইল।
পক্ক ফল-গন্ধ পাইয়া সবে মত্ত হৈল ॥
কৃষ্ণ বলরাম প্রতি কহে সখাগণ।
আগে দেখ অতি সুমধুর বিল্ববন ॥
পরম সুন্দর বেল পাকিয়াছে তথা।
সৌরভ ক্রমেতে সবে বুঝিল সর্ব্বথা ॥
ত্বরিতে চলহ ভায়্যা বিল্ববনে যায়্যা।
আনন্দে খেলিব খেলা পক্ক বেল খায়্যা ॥
শুনি কৃষ্ণ বলরাম হাসিতে হাসিতে।
বন মধ্যে প্রবেশিলা সখাগণ সাথে ॥
পক্ক বিল্বফল দেখি সবে সুখী হৈল।
সকলে মিলিয়া ফল পাড়িতে লাগিল ॥
রোহিণীনন্দন বলরাম মত্ত হৈয়া।
অনেক পাড়িল ফল বৃক্ষ ঝাঁকারিয়া ॥
দেখি সখাগণ অতি আনন্দিত হৈল।
অতি সুমধুর স্বাদু ভাঙ্গিতে জানিল ॥
তবে সবে মিলি বিল্ব ভোজনে বসিলা।
অতি মনোহর হয় বিল্ববন লীলা ॥

ভক্ষণ করিতে স্বাদু পায় যেই জনে।
সেই সেই দেয় রামকৃষ্ণের বদনে ॥
কৃষ্ণ বলরাম তৈছে তাসবার মুখে।
দেখিয়া মধুর স্বাদু দেন নিজ সুখে ॥
পরম আনন্দে সবে সবার বদনে।
স্বাদু পায়্যা দেয় করে আপনে ভোজনে ॥
নানা যে কৌতুকে রাম কৃষ্ণ সখাসনে।
গোচারণ করে অতি সহাস্য বদনে ॥
এইত কহিনু বিল্ববন বিবরণ।
আগে আর স্থান কথা করহ শ্রবণ ॥
তারপর লৌহবন কৃষ্ণলীলা স্থান।
যেখানে অসুর ছিল লৌহজঙ্ঘ নাম ॥
পরম ঈশ্বর হরি তারে বধ কৈল।
সেই হৈতে লৌহবন তার নাম হৈল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহা সখাগণ করি সঙ্গে।
গোচারণ করি খেলা লীলা করে রঙ্গে ॥
সংক্ষেপে কহিনু লৌহবন বিবরণ।
আগে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥
এবে কহি রাউল যে মহিমা অপার।
পরম সুন্দর স্থান শোভা সর্ব্বসার ॥
সেই গ্রামে রাধিকার হয় জন্মস্থান।
সংক্ষেপে কহিব কিছু সেইত আখ্যান ॥
পূর্ব্বে বৃষভানু রায়ের সেই গ্রামে স্থিতি।
তাঁর পত্নী হয়েন কীর্ত্তিদা ভাগ্যবতী ॥
তাহার উপমা নাহি হয় ত্রিভুবনে।
যার গর্ভে কৃষ্ণপ্রিয়া জন্মিল আপনে ॥
ভাদ্রমাস শুক্লপক্ষে অষ্টমী দিবসে।
দ্বিতীয় প্রহরে শুভক্ষণে সুপ্রকাশে ॥
কীর্ত্তিদা-উদর শুদ্ধ সরোবর হয়।
যাতে রাই পদ্মিনীর হয়ত উদয় ॥
নবীন কলিকা পদ্ম বিকসিত ময়।
এইরূপে রাধিকার আবির্ভাব হয় ॥
গলিত কাঞ্চন জিনি অঙ্গ মনোহর।
দেখি সর্ব্বজন অতি আনন্দ অন্তর ॥
কেহ কহে এইরূপ কন্যা নাহি দেখি।
কেহ মগ্ন হৈয়া রহে ঝরে দুটি আঁখি ॥
কেহ কেহ বৃষভানু রাজা ভাগ্যবান্।
কীর্ত্তিদা সমান ভাগ্যবতী নাহি আন ॥
এইমত ভদ্র বাখ্যা করে নারীগণ।
শুনি দোঁহে হয় অতি আনন্দে মগন ॥
আনন্দিত হৈয়া রাজা কহে ভৃত্যগণে।
শীঘ্রগতি আন গিয়া বাদ্যকরগণে ॥
রাজ-আজ্ঞাক্রমে সব আইল সত্বরে
আনন্দে মগন হৈয়া নানা বাদ্য করে ॥
ভেউর মৃদঙ্গ বাজে কংস করতাল।
ডম্ফ ররাব বাজে শুনিতে রসাল ॥
নানা সুমঙ্গল ধ্বনি চতুর্দ্দিগে হয়।
রাই-অভিষেক হয় হেনই সময় ॥
সুমঙ্গল দ্রব্যে অভিষেক সমাপিল।
কীর্ত্তিদা লইয়া কোলে স্তন পিয়াইল।

যথা রাগঃ।

প্রকটিলা কৃষ্ণপ্রিয়া, অতি শুভক্ষণ পায়্যা,
বৃষভানু কীর্ত্তিদা সদনে।
অন্তরীক্ষে জয় জয়, সুমঙ্গলধ্বনি হয়,
দেখিতে আইলা দেবগণে ॥
রূপরাশি অতি চমৎকার।
যেহোঁ সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা, কৃষ্ণের অত্যন্ত প্রেষ্ঠা,
আহ্লাদিনী শক্তি সর্ব্বসার ॥ ধ্রু ॥
গলিত কাঞ্চন জিনি, অঙ্গ অতি সুবরণী,
নয়ন কমল পরকাশে।
মুখ সুধাকর আভা, নাশা তিলফুল শোভা,
সুমধুর মন্দ মন্দ ভাষে ॥
যার অংশে লক্ষ্মীগণ, অংশ কলা কতজন,
যাঁর স্বপ্রকাশ গোপীগণ।
তিহোঁ সর্ব্ব অবতংসে, প্রকটিলা গোপবংশে,
কৃষ্ণ সহ লীলার কারণ ॥
পরম করুণা পূর্ণা, ব্রজে হৈলা অবতীর্ণা,
রাধিকা আখ্যান হয় যাঁর।
তাঁরে করি দরশনে, সকলে আনন্দ মনে,
প্রশংসা করয়ে বার বার ॥

কীর্ত্তিদা ও বৃষভানু, পুলকিত সর্ব্ব তনু,
আনন্দ সাগরে নিমগন।
যূথে যূথে ধেনুগণ, নানা বস্ত্র আভরণ,
ব্রাহ্মণেরে করে বিতরণ॥
রূপ-শীল-গুণ-ধাম, তনয় শ্রীদাম নাম,
অতি রূপ মূর্ত্তিমতী কন্যা।
নানাবিধ বাদ্য হয়, আনন্দ কহিলে নয়,
যে দেখে সে কহে ধন্যা ধন্যা॥
এইমতে দিনে দিনে, বাড়ে রাই ক্ষণে২,
আনন্দে বিহ্বল দুইজনে।
গৃহে মহালক্ষ্মী পূর্ণা, আপনেই অবতীর্ণা,
মহোৎসব করে দিনে দিনে॥
এইমতে তিন চারি দিন বহি গেল।
তারপর পৌর্ণমাসী দেখিতে আইল॥
দেখিয়া কীর্ত্তিদা উঠি প্রণাম করিল।
আশীর্ব্বাদ করি দেবী কহিতে লাগিল॥
শুনিনু তোমার এক হইল বালিকা।
সকলেই কহে রূপ হয় সর্ব্বাধিকা॥
সে কথা শুনিয়া অতি আনন্দ পাইনু।
সেই হেতু তব কন্যা দেখিতে আইনু॥
শুনিয়া কীর্ত্তিদাদেবী রাইরে আনিল।
দেখি পৌর্ণমাসী তবে কোলেতে করিল॥
মুখপদ্ম দেখি অতি পাইল আনন্দ।
ক্রমে ক্রমে দেখে দুই হস্ত পদদ্বন্দ্ব॥
সব সুলক্ষণ হয় রাধিকার অঙ্গে।
দেখিয়া ভাসয়ে রাণী প্রেমের তরঙ্গে॥
কীর্ত্তিদার প্রতি কহে তুমি অতি ধন্যা।
পরম মোহিনীরূপা হয় তুয়া কন্যা॥
সব সুমঙ্গল চিহ্ন যে দেখিনু আমি।
সর্ব্বশক্তি শ্রেষ্ঠা করি ইহারে বাখানি॥
এত সুলক্ষণ রূপ মনুষ্যে না হয়।
সর্ব্বকান্তি রূপা ইহোঁ করিল নিশ্চয়॥
আনন্দে কীর্ত্তিদা কহে শুন ঠাকুরাণী।
যে হউক সে হউক আমি ইহার জননী॥
পাল্য পালিকার রূপ সম্বন্ধ আমার।
ইহা বিনা চিত্তে কিছু না জন্ময়ে আর॥

যদ্যপি হয়েন সর্ব্ব দেবদেবেশ্বরী।
তথাপি আমার কন্যা কহিনু নির্দ্ধারি॥
এত শুনি পৌর্ণমাসী মহাসুখ পাইল।
আশীর্ব্বাদ করি বাসে গমন করিল॥
এইমত ব্রজপূজ্যা যত বৃদ্ধাগণ।
সকলে কীর্ত্তিদা-গৃহে করিয়া গমন॥
রাইরে দেখিয়া সবে কহে কীর্ত্তিদারে।
অতি ভাগ্যবতী তুমি বুঝিনু বিচারে॥
মুখরা প্রাণ দৌহিত্রী সকলেই গায়।
কীর্ত্তিদায়িনী নাম হইল যাহায়॥

তথাহি।

মুখরা প্রাণ দৌহিত্রী কীর্ত্তিদায়িনী ইত্যাদি।

এইমত পৌর্ণমাসী করি আগমন।
আশীর্ব্বাদ করি নিত্য করয়ে লালন॥
একদিন না দেখিলে রহিতে না পারে।
অতিশয় প্রেম তাঁর হইল বাহিরে॥
প্রতিদিন দেখিতে কীর্ত্তিদা-গৃহে যান।
নিজ প্রাণ প্রাণ নহে রাই তার প্রাণ॥
পৌর্ণমাসী দেবীর প্রাণ-পিঞ্জরের সারি।
হইল কীর্ত্তিদা-কন্যা রাই সুকুমারী॥

তথাহি।

পৌর্ণমাসী বহিঃ খেলৎ প্রাণপঞ্জর সারিকা।
পৌর্ণমাসী পৃথুঃ প্রেমপাত্রীত্যাদি॥

তবে কতদিন পরে রাই সুকুমারী।
খেলা করে সমান বলিকা সঙ্গে করি॥
একদিন বহির্দ্বারে পথের উপরি।
খেলায়ে রাধিকা সুখে বালিকা ভিতরি॥
হেনকালে দুর্ব্বাসা গমন সেই পথে।
দেখিল যে খেলে রাই বালিকার সাথে॥
রূপ দেখি দুর্ব্বাসার চমৎকার হৈল।
বালিকা সকল প্রতি জিজ্ঞাসা করিল॥
কহত কন্যাগণ তোসবার মাঝারে।
পরম সুন্দরী জন্মিলেন কার ঘরে॥
মুনিবাক্য শুনি তারা কহিতে লাগিল।
বৃষভানু রাজার গৃহে জনম লভিল॥

এত শুনি মুনিবর আনন্দ অন্তরে।
চলিলেন বৃষভানু রায়ের মন্দিরে ॥
তাঁরে দেখি রাজা শীঘ্র অভ্যুত্থান কৈল।
দিব্যাসন দিয়া মুনিবরে বসাইল ॥
পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া তাঁর চরণ বন্দিল।
দেখিয়া দুর্ব্বাসা অতি আনন্দ পাইল ॥
ভক্তি করি রাজা কহে মুনির চরণে।
আজি বড় ভাগ্য মোর সফল জনমে ॥
তবে মুনি কহে রায় শুনহ বচন।
পথে চলি যাইতে দেখি খেলে কন্যাগণ ॥
তার মধ্যে পরমা সুন্দরী এক জন।
সর্ব্বগুণান্বিতা দেখি আনন্দিত মন ॥
কন্যাগণ স্থানে আমি যতনে পুছিল।
কহ দেখি সুকুমারী কোথায় জন্মিল ॥
কি নাম ইহার কেবা পিতা মাতা হয়।
শুনিলে আমার চিত্তে আনন্দ বাড়য় ॥
মোর বাক্য শুনি সেই বালিকার গণ।
কহিতে লাগিল অতি প্রসন্ন বদন ॥
শুন মুনিবর ইহোঁ বৃষভানু-কন্যা।
কীর্ত্তিদা ইহার মাতা সবে কহে ধন্যা ॥
রাই সুকুমারী নাম মোসবার প্রাণ।
ইহা বিনা মোসা সব নাহি জানি আন ॥
রাধানাম শুনি মোর শ্রবণ পূরিল।
তোমারে দেখিতে ইহাঁ গমন করিল ॥
শুনহ রাজন্ তুয়া দুহিতার গুণ।
যেমত দেখিনু তৈছে করি বিজ্ঞাপন ॥
সর্ব্ব পরাৎপর যেই স্বয়ং ভগবান্।
তাঁর প্রিয়া যেন সর্ব্ব শক্তির বিধান ॥
সেইমত রূপে গুণে শীলে ইহা দেখি।
তোমারে কহিতে আইনু হৈয়া অতি সুখী
শুনি বৃষভানু মনে আনন্দ পাইল।
যোড়হাতে মুনি আগে কহিতে লাগিল ॥
শুনি মুনিবর তুমি আশীর্ব্বাদ কর।
চিরজীবী হৈয়া রহু দুহিতা আমার ॥
মুনি বলে আশীর্ব্বাদ বর তাঁরে দিব।
রাইহস্ত স্পর্শ দ্রব্য অমৃত হইব ॥
রাইর রন্ধন দ্রব্য যে জন খাইবে।
মহা স্বাদু পাইবে সেই চিরজীবী হবে ॥
এত বলি মুনিবর গমন করিল।
তাঁরে অনুব্রজি রাজা সম্ভাষিয়া আইল ॥
তারপর অন্তঃপুরে করিল গমন।
ভার্য্যা স্থানে কহিলেন মুনির বিবরণ ॥
শুনি আনন্দিতা রাণী গদ গদ স্বরে।
স্বপ্নের বৃত্তান্ত যত কহেন রায়েরে ॥
শুন মহারাজ আমি করি নিবেদন।
আজিকার রাত্রে আমি দেখিনু স্বপন ॥
রাধিকার অগ্রে কত কত দেবী আসি।
স্তুতি করে তারা আপনাকে হীন বাসি ॥
রাইরে বলেন তুমি দেবদেবেশ্বরী।
আমরা সকলে তোমার হই যে কিঙ্করী ॥
কেহ তুয়া অংশাংশ কেহ কলা হই।
ব্রহ্মাণী ভবাণী বাণী তুমি লক্ষ্মীময়ী ॥
মোসবার ভাগ্যে তুয়া প্রকট বিহার।
এবে দেখিতে আইনু চরণ তোমার ॥
দেখি শুনি মোর মনে শঙ্কা উপজিল।
তেকারণে তুয়া স্থানে নিবেদন কৈল ॥
যে হউক সে হউক রাই উহার কল্যাণে
ধেনুগণ আদি দান করহ ব্রাহ্মণে ॥
শুনি আনন্দিত রাজা দ্বিজ আমন্ত্রিল।
শুনিয়া যে বিপ্র সব সত্বরে আইল ॥
অযুতেক গাভী রায় বিপ্রে কৈল দান।
নানাবিধ ধন দিল দক্ষিণা বিধান ॥
সন্তোষ পাইয়া বিপ্র আশীর্ব্বাদ করে।
চিরজীবী হউক বলে বলেন রাইরে ॥
আশীর্ব্বাদ শুনি দোঁহে আনন্দ পাইল।
দ্বিজগণ সবে নিজ নিজ স্থানে গেল ॥
ঐছে রাধিকার বাল্যলীলা দিনে দিনে।
পরম আনন্দ পায় যেই দেখে শুনে ॥
রাউলাখ্য গ্রামের প্রসঙ্গ অনুক্রমে।
রাধিকার জন্মলীলা করিতে কথনে ॥
বাল্যলীলা কালে দুর্ব্বাসার আগমন।
গান্ধর্ব্বা রাইর নাম হৈল প্রকটন ॥

তথাহি

ঽৰূৰ্বীয়াজনি মণিভূৎ কীৰ্ত্তিদা গৰ্ত্তোঽশ্যামিত্যাদি ॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে ভদ্রাদি বন বিবরণে রাউলাখ্যানে শ্রীরাধিকা জন্ম বাল্যলীলা কথনং নাম একত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

দ্বাত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ।

নন্দোৎসব ও বাল্যলীলাদি বর্ণন।

আবির্ভাব মহোৎসবে মুররিপোঃ স্বর্ণোরুমুক্তাফল
শ্রেণী বিভ্রমমণ্ডিতৈনরগবাং লক্ষোদদৌ ধেনুধা।
দিব্যালঙ্কৃতি রত্নপর্ব্বত তিল প্রস্থাদিকং চাদরা-
দ্বিপ্রেভ্যঃ কিল যত্র সব্রজপতের্বন্দে বৃহৎ কাননং ॥

তার পর শ্রীগোকুল নাম মহাবন।
যেখানে কৃষ্ণের জন্মলীলা প্রকটন ॥
সে স্থান মহিমা কেবা পারে বলিবারে।
যাহাঁ নিত্য পরিকর প্রকট বিহারে ॥
ব্রহ্মা আদি দেব যাঁর নাহি পায় সীমা।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু সে স্থান মহিমা ॥
নারদের শিষ্য গোপ পর্জ্জন্য আখ্যান।
নন্দীশ্বরপুরে যার হয় বাসস্থান ॥
তাঁর পত্নী বরীয়সী সকলে জানয়।
উজ্জন্য রাজন্য আর দুই ভাই হয় ॥
নন্দীশ্বরে রহে সর্ব্ব পরিবার সনে।
ক্ষুন্নাহারে কৈল নিজ অভীষ্ট সাধনে ॥
আকাশবাণীতে বর দিল নারায়ণ।
পঞ্চপুত্র তোমার হইবে সর্ব্বোত্তম ॥
উপানন্দ অভিনন্দ দুইজন জ্যেষ্ঠ।
সনন্দ নন্দন দুই হইবে কনিষ্ঠ ॥
মধ্যম শ্রীনন্দ নামা হইবেক তাহার।
যার পুত্র হৈবে কৃষ্ণ পূজ্য সবাকার ॥
এইমত বর শুনি আনন্দিত মনে।
নন্দীশ্বরে বাস করেছিল কতদিনে ॥
কেশি নামে অসুর ব্রজ মধ্যে আইল।
তার উপদ্রবে সবে মহাবনে গেল ॥
পর্জ্জন্যাদি মহাবনে নিবাস করিল
ক্রমে ক্রমে তাঁর পঞ্চ পুত্র উপজিল ॥
ব্রজবাসী আর যত যত ব্রজে ছিল।
সবে আসি মহাবনে নিবাস করিল ॥
পরম সুকৃতি সব সাধন করিয়া।
বাঞ্ছা পূর্ণ লাগি ব্রজে জন্মিল আসিয়া ॥
নিত্য লীলা পরিকর কৃষ্ণের যে হয়।
সকলেই জন্মাদিক ক্রমে প্রকটয় ॥
সর্ব্ব আদি সর্ব্ব অংশী ব্রজেন্দ্রকুমার।
সচ্চিৎ আনন্দময় বিগ্রহ যাঁহার ॥
সদংশে সন্ধিনী শক্তি স্বরূপ বিকার।
ব্রজবাসিগণ তাঁর নিত্য পরিকর ॥

তথাহি।

তে কৃষ্ণস্য পরিবারা যে জনা ব্রজবাসিনঃ ॥

পশুপাল বিপ্র কহি বর্হিষ্ঠ যে আর।
কৃষ্ণলীলা সহ নিত্য হয় যা সবার ॥

তথাহি।

পশুপালা স্তথা বিপ্রা বর্হিষ্ঠাশ্চ স্মৃতাইমে ॥

সেই পশুপালগণ ত্রিবিধ প্রকার।
বৈশ্যাভীর গুজ্জর শুনহ ভেদ তার ॥

তথাহি।

পশুপালা স্ত্রিধা বৈশ্যা আভীরা গুজ্জরা স্তথেতি ॥

দেববল্লব পর্য্যায় গোবৃত্তি মাত্র করে।
পশুপাল শ্রেষ্ঠ সেই বৈশ্য কহি তারে ॥

তথাহি।

দেববল্লব পর্য্যায়া যদুবংশ সমুদ্ভবা।
প্রয়োগোবৃত্তয়োমুখ্যা বৈশ্যা ইতি সমীরিতা॥

মহীষাদি বৃত্তি করে ঘোষাদি পর্য্যায়।
বৈশ্য হৈতে ন্যূনজাতি আভীর কহায়॥

তথাহি।

ঘোষাদি শব্দ পর্য্যায়া গো মহীষ্যাদি বৃত্তয়ঃ।
আচারাদ্যা ন তৎসাম্যা আভীরাশ্চ স্মৃতাইমে।

পুষ্ট অঙ্গ ছাগাদি যে পশুবৃত্তি করে।
গোষ্ঠপ্রান্তে রহয়ে গুজ্জর কহি তারে॥

তথাহি।

কিঞ্চিদাভীরতো ন্যূনাশ্ছাগাদিপশুবৃত্তয়ঃ।
গোষ্ঠ প্রান্ত কৃতাবাসা পুষ্টাঙ্গ গুজ্জরাঃ স্মৃতা॥

প্রথমে কহিনু এই পশুপালগণ।
দ্বিতীয়েতে বিপ্র করে যজন যাজন॥
তৃতীয়ে বর্হিষ্ঠা রহে গোষ্ঠের বাহিরে।
নানা শিল্প উপজীবী নানা কর্ম্ম করে॥
পশুপাল বৈশ্যাভীর গুজ্জর কথন।
বিপ্র বর্হিষ্ঠ দুই পঞ্চধা গণন॥
এই পঞ্চ ভেদে যে কৃষ্ণের পরিবার।
পূজ্য ভ্রাতৃ ভগিন্যাদি অষ্টম প্রকার॥
দাস দাসী বয়স্য যে শিল্পকারিগণ।
প্রেয়সী যে দূতী আগে হইবে বর্ণন॥
পূজ্য ভ্রাতৃ ভাগিন্যাদি লীলা প্রকটনে।
স্থান অনুরূপ কিছু কহি মহাবনে॥
পূজ্য পিতামহাদি যে সব গোপগণ।
তেমতি যে মহীসুর পূজ্যতে গণন॥
আগেতে কহিয়ে পিতামহাদি যে জন।
পশ্চাতে কহিব ব্রজপূজ্য বিপ্রগণ॥
কৃষ্ণের পিতামহ নাম হয় যে পর্জ্জন্য।
তার সহোদর দুই উজ্জন্য রাজন্য॥
বরীয়সী নাম যে কৃষ্ণের পিতামহী।
নটীসুরা নাম তাঁর মাতৃ দুই কহি॥
পর্জ্জন্যের সহোদরা সুজনী যে আখ্যা।
গুণবীর নাম তার পতি করি ব্যাখ্যা॥
ভুবন বিদিত নন্দ পর্জ্জন্যনন্দন।
ব্রজজনানন্দ কৃষ্ণ যাহার নন্দন॥
উপনন্দানুজ বসুদেব সুহৃদয়।
গোপরাজ যশোদেশ নন্দ ব্রজেশ্বর॥
কৃষ্ণ তাত আর বসুদেব যে আখ্যান।
অষ্টবসু মধ্যে যাতে হয় পূজ্যবান্॥
যৈছে দ্রোণ স্বরূপাংশ বসুদেব হয়।
তেমতি পুরাণে নন্দ বসুদেব কয়॥

তথাহি গারুড়ে।

উপনন্দানুজোনন্দো বসুদেব সুহৃত্তমঃ।
গোপরাজো যশোদেশঃ কৃষ্ণতাতো ব্রজেশ্বর।
বসুদেবোপি বসুষু দীব্যতিত্যেষ ভণ্যতে।
যথা দ্রোণ স্বরূপাংশঃ খ্যাতশ্চানকদুন্দুভিঃ।
নামেদং গারুড়ে প্রোক্তং মথুরা মহিম ক্রমে॥

চন্দ্রভানু আদি খ্যাত পঞ্চ সহোদর।
তায় মধ্যে বৃষভানু যার সুহৃদ্বর॥

তথাহি।

বৃষভানুর্ব্রজেখ্যাতো যস্য প্রিয় সুহৃদ্বরঃ॥

গোপ যশোদাত্রী কৃষ্ণ জননী যশোদা।
যার প্রিয়া প্রাণসখী করায়ে কীর্ত্তিদা॥

তথাহি।

মাতাগোপ যশোদাত্রী যশোদাশ্যামলদ্যুতিঃ।
ঐন্দবী কীর্ত্তিদা যস্যা প্রিয়া প্রাণসখীবরা॥

দেবকী দেবকীসখী ব্রজেন্দ্রগৃহিণী।
গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণমাতা গণি॥

তথাহি।

গোকুলাধীশগৃহিণী দেবকী দেবকীসখী।
গোপেশ্বরী গোষ্ঠরাজ্ঞী কৃষ্ণমাতেতি ভণ্যতে॥

যশোদা দেবকী নন্দভার্য্যার আখ্যান।
দুই দুই নাম আদি পুরাণে বাখান॥

তথাহি।

দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়া যশোদা দেবকীতি চ॥

অতএব সৌরিজায়া দেবকী সহিতে।
যশোদার সখ্য হয় প্রসিদ্ধ জগতে॥

তথাহি।

অতঃসৌখ্য মভূত্তস্যা দেবক্যা শৌরি জায়য়া॥

কৃষ্ণের সতাই বলরামের জননী।
রোহিণী আখ্যান সদা প্রহর্ষা রোহিণী॥

তথাহি।

রোহিণী বৃহদশ্বাস্ত প্রহর্ষারোহিণী সদা॥

উপনন্দ অভিনন্দ পিতৃব্য যে জ্যেষ্ঠ।
সনন্দ নন্দন দুই হয়েন কনিষ্ঠ॥
কৃষ্ণের জ্যেঠাই তুঙ্গী পিবরী আখ্যান।
বকুলা অতুলা দুই খুড়ির আখ্যান॥
সানন্দা নন্দিনী দুই নন্দের ভগিনী।
মহানীল সুনীল দোঁহার পতি গণি॥
কণ্ডর দণ্ডর দুই উজ্জন্যতনয়।
সদনা সুরমা যে দোঁহার ভার্য্যা হয়॥
রাজন্যের পুত্র দুই চাটু বাটু জানি।
দধিসারা হরিৎসারা দোঁহার গৃহিণী॥
পিতামহ আদি যেই করিল কথন।
এবে মাতামহগণ করিব লিখন॥
কৃষ্ণের যে মাতামহ সুমুখ আখ্যান।
মাতামহী ব্রজে খ্যাতা পাটলাভিধান॥
মুখরা নামেতে যার প্রিয় সহচরী।
যশোদারে স্তন পিয়াইল স্নেহে ভরি॥
সুমুখের অনুজ যে চারুমুখ নাম।
তার ভার্য্যা কহিয়ে যে বালকা আখ্যান॥
যার পুত্র অভিমন্যু দুর্ম্মদাভিমান।
তার ভার্য্যা ব্রজে খ্যাতা জটিলা আখ্যান॥
গোল নাম হয় কৃষ্ণমাতার মাতুল।
দুর্ব্বাসার শিষ্য ব্রজে উজ্জ্বল যে কুল॥
যশোধর যশোদেব সুদেবাদি করি।
কৃষ্ণের মাতুল সব শ্যামবর্ণধারী॥
রেমা বেমা সুরেমা যে সবের গৃহিণী।
পাবনের পিতৃব্যজা কৃষ্ণমাতুলানী॥
যশোদেবী যশোস্বিনী মাতার ভগিনী।
দধিসারা হবিসারা নাম ভেদ গণি॥
চারুমুখের পুত্র যে সুচারু মহামতি।
যার ভার্য্যা গোলভ্রাতুঃসুতা তুলাবতী॥
পিতামহ তুল্য যেই বৃদ্ধ গোপগণ।
তা সবার নাম কিছু করিব লিখন॥
কুপীট সুরট কিল তিলাট কিলাত।
কুঠের পণ্ড বেদন তুণ্ডাদি বিখ্যাত॥
ভারুণী ভঙ্গিলা ভঙ্গীভাব শাখী শিখা।
শিলা ভেরী সুখস্তরা আদি নাম লেখা॥
এই সব পিতামহ পিতামহী সমা।
এবে কহি মাতামহ মাতামহী সমা॥
গোণ্ড কল্লোট্ট কারণ্ড তরীষণাখ্যান।
বীরারোহ বরারোহ বরীয়ণ নাম॥
ভারুণ্ডা জটিলা ভেলা ঘর্ঘরা ঘর্ঘুরা।
করালা করবালিকা ঘণ্টাঘোনি ঘোরা॥
ঘোণ্ডিকা তুণ্ডরালিকা ডমরী ডামিনী।
ডঙ্কা ডঙ্কি সুমুট্টিকা ডিণ্ডিমা ঢক্কিনী॥
দণ্ডী আদি কহি মাতামহীর সমান।
এইত কহিনু বৃদ্ধ পর্য্যায় আখ্যান॥
মঙ্গল পিঙ্গল পিঙ্গ মাঠর সঙ্গর।
ঘণ্টিক সবে ঘপিঠ পট্টিশ শঙ্কর॥
পটীর কেদার দণ্ডী কুলাঙ্কুর ভঙ্গ।
ধুরীন চক্রাঙ্ক সৌরভেয় আররিঙ্গ॥
উৎপল কম্বল সৌধ হরীর মঙ্কর।
সুপক্ষ সুঘুনী ধূর্ব্ব হরি কেশহর॥
এ সকল গোপ কৃষ্ণপিতার সমান।
সমূলের পুত্র উপনন্দাদি যে আন॥
পর্জ্জন্য সুমুখ দোঁহে কৈশোর হইতে।
বাৎসল্য করিয়াছিলা সসখ্যতা রীতে॥
তেকারণে নন্দ আদি নাম পঞ্চজন।
এবে কহি কৃষ্ণমাতা সমা গোপীগণ॥
তরঙ্গাক্ষী তরলিকা শুভদা কুশলা।
সম্বরা মালিকাঙ্গ দামেদুরা বৎসলা॥
শঙ্কিনী বিম্বিনী মুদ্রা শুভগ ভগিনী।
পারিবা হিঙ্গলা নিতি কপিলা ধমনী॥
পক্ষতি পটিকা পুণ্ড্রী সুতুণ্ডা শল্লকী।
কৃপাবেলা ধরাপ্রভা বর্ত্তিকা বল্লিকী॥
তালি আদি নাম সবে কৃষ্ণমাতা সমা।
অম্বিকা কিলিম্বাধাত্রী মাতার উপমা॥
এ দোঁহাতে শ্রেষ্ঠা হয় অম্বিকা আখ্যান।
ব্রজেশ্বরী প্রিয়াসখী করায় স্তনপান॥
এইত কহিনু পিতামহ আদিগণ।
পূজ্য ভ্রাতা ভগিন্যাদি বিশেষ গণন॥

তেমতি কৃষ্ণপূজ্যা ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী।
তাসবার নাম কিছু সংক্ষেপার্থ গণি ॥
শ্রীগোকুল মধ্যে বিপ্র দুইত প্রকার।
কেহ কুলাশ্রিত কেহ পুরেহিত আর ॥
বষট্‌কার স্বধাকার প্রঘারাদি নাম।
কুলাশ্রিত বিপ্র সব মহাতেজধাম ॥
সামীধেনী মহাকাব্যা বেদিকাদি নামে।
সবার অঙ্গনা হয় মহাবন গ্রামে ॥
বেদগর্ভ মহাযজ্ঞা ভাগুর্য্যাদি যত।
এ সকল বিপ্র পূজ্য হয় পুরোহিত ॥
গৌতমী সাধ্বী গার্গ্যাদি যা সবার ভার্য্যা।
এবে কহি সবে পূজ্যা ব্রাহ্মণী যে আর্য্যা ॥
কুজ্জিকা সুলভা স্বাহা সাণ্ডিলী বামনী।
ভার্গব স্বধাদি বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী যে গণি ॥
পৌর্ণমাসী দেবী সর্ব্ব সিদ্ধিবিধায়িনী।
নারদের প্রিয়শিষ্যা সবে তারে জানি ॥
সান্দীপনি মাতা নিজাভীষ্ট প্রেমভরে।
ত্যজিয়া অবন্তীপুরী আইলা ব্রজপুরে ॥
গৌরবর্ণা শুক্লকেশ রক্তবস্ত্র পরে।
নন্দাদি যে ব্রজবাসী সবে মান্য করে ॥
এই সব পরিকর ব্রজের সহিতে।
যথাক্রমে প্রকট করায়্যা লোকরীতে ॥
পাছে অবতীর্ণ হয় ব্রজেন্দ্রকুমার।
দাস সখা প্রিয়াগণ দূতী দাসী আর ॥
নিজ প্রেম দান আর রস আস্বাদন।
দুই হেতু অবতরে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
আর যে সাধক ভক্ত আসি অবতরে।
সেই দ্বারে অঙ্গীকার করে তাসবারে ॥
এক্ষণে কহিয়ে যৈছে জন্ম লীলাক্রমে।
প্রকট হয়েন কৃষ্ণ বলরাম সনে ॥
পর্জ্জন্যনন্দন নন্দ ব্রজে হয় রাজা।
আর যে সকল গোপ তাঁর হয় প্রজা ॥
নন্দের অপত্য নাহি প্রায় বৃদ্ধা হৈল।
যশোদা প্রবীণা অতি ভাবিতা আছিল ॥
স্বভক্তানুগ্রহ রসাস্বাদন কারণে।
অসুর-পীড়িতা পৃথ্বীভার বিমোচনে ॥
অংশের সহিত দোঁহে কৃষ্ণ বলরাম।
প্রকট লভেন ব্রজে পূর্ণ তব নাম ॥
সর্ব্ব আদি প্রধান পুরুষ দুইজন।
জগদ্ধেতু জগৎপতি হয় প্রকটন ॥
অসুর সংহারে নিজ নিজ অংশ দ্বারে।
ভক্তের কৃপা করে দোঁহে স্বরূপ বিহারে ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

প্রধানপুরুষাবাদ্যৌ জগদ্ধেতু জগৎপতি।
অবতীর্ণৌ জগত্যর্থে স্বাংশেন বলকেশবৌ ॥

অংশ সহ কৃষ্ণ বলরাম দুইজন।
যেরূপে প্রকট হয় শুন শ্রোতাগণ ॥
মহাবনে নন্দগৃহে রোহিণীর গর্ভে।
ফাল্গুনী পূর্ণিমা বলরাম আবির্ভাবে ॥
সেই দিনে মথুরাতে দৈবকী-উদরে।
তাঁর অংশ সঙ্কর্ষণ আবির্ভাব করে ॥
যোগমায়া কৃষ্ণ-আজ্ঞা পাঞা সাত মাসে।
তাঁহারে রোহিণী-গর্ভে করায় প্রবেশে ॥
তিহোঁ বলরাম সঙ্গে প্রবেশিয়া রয়।
পৌষ মাসে পূর্ণিমাতে ব্রজে প্রকটয় ॥
এইমতে মহাবনে যশোদা-উদরে।
ঊর্জ্জ পূর্ণিমাতে কৃষ্ণ আবির্ভাব করে ॥
কৃষ্ণের প্রকট লীলাকাল হৈল যবে।
যশোদার গর্ভ হৈল লোকে বলে তবে ॥
দৈবকীর গর্ভে বসুদেবের আলয়।
আদিব্যূহ বাসুদেব আবির্ভাব হয় ॥

তথাহি।

ব্যূহঃ প্রাদুর্ভবেদাদ্যো গৃহেষানকদুন্দুভেঃ।
গর্ভেধাস্যতি গোবিন্দং যশোদা
মায়য়া সহেত্যাদি বচনাৎ ॥

এইমতে ভাদ্রমাসে কৃষ্ণাষ্টমী দিনে।
রোহিণী নক্ষত্র হৈল অতি শুভক্ষণে ॥
আপন মন্দিরে রাণী শুতিয়া আছিল।
মায়ার সহিত কৃষ্ণ প্রকট হইল ॥

তথাহি।

গোষ্ঠে তু মায়য়া সার্দ্ধং শ্রীলীলা পুরুষোত্তম ॥

মথুপুরে বাসুদেব জনম লভয়ে।
বসুদেব তাঁরে লঞা রাখে নন্দালয়ে ॥

মায়াকন্যা লঞা তিহোঁ যায় মধুপুরে
বাসুদেব প্রবেশয়ে কৃষ্ণের শরীরে ॥

তথাহি।

গত্বা যদুবরং গোষ্ঠং তত্র সূতিগৃহং বিশন্।
কন্যামেব পরং বীক্ষ্য তমাদায় ব্রজৎপুরং ॥

যশোদার গর্ভ অতি শুদ্ধ দুগ্ধসিন্ধু।
তাহাতে প্রকট হৈল কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু ॥
তমো নাশ হৈল যেই চন্দ্রের প্রকাশে।
ত্রিভুবন স্নিগ্ধ কৈল লীলারস রাসে ॥

যথা রাগঃ।

প্রসবিলা যশোমতী, বালক বালিকা তথি,
মহাবনে নন্দের ভবনে।
প্রসববেদনা শ্রমে, নিদ্রা যায় অচেতনে,
কন্যা পুত্র কিছুই না জানে ॥
কৃষ্ণের প্রভাব অতি,বুঝিতে কাহার শক্তি,
সর্ব্বচিত্ত মুগ্ধ হয় যাতে।
মানসিক লীলারীতে,প্রকাশিতে হয় চিতে,
তেঞি জন্ম মায়ার সহিতে ॥
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, বিলাসের বিলাস নাম,
বাসুদেব ব্যূহের প্রধান।
তিহোঁ বসুদেব-ঘরে, জন্মে দৈবকী-উদরে,
প্রকাশ করিয়া নিজ ধাম ॥
চতুর্ভুজ রূপ ধরি, চক্রাদিক হাতে করি,
দৈবকীর অগ্রেতে রহিল।
তাঁরে দেখি দুই জন, আনন্দে ভরল মন,
স্তব করি কহিতে লাগিল ॥
শুন প্রভু নারায়ণ, পায়্যা তুয়া দরশন,
ভাগ্যেহ অভাগ্য করি মানি।
ভাগ্যে তুমি মোর ঘরে,লইবে কংসের চরে,
কি হইবে এহ যে না জানি ॥
স্তব শুনি নারায়ণ, হাসিয়া দ্বিভুজ হন,
কহে পিতা শঙ্কা না করিহ।
মোরে লৈয়া ব্রজপুরে, রাখহ নন্দের ঘরে,
শীঘ্র চল না কর সন্দেহ ॥

তার পত্নী যশোমতী, প্রসবিলা কন্যা তথি,
তারে তুমি আনহ এখানে।
শুনি বাসুদেব-বাণী, বসুদেব মনে গণি,
পুত্র লৈয়া গেল মহাবনে ॥
নন্দগৃহে প্রবেশিয়া, বলিকারে নিরখিয়া,
আনন্দ পাইল অতিশয়।
নিজ পুত্র তথা থুইল, কৃষ্ণমূর্ত্তি না দেখিল,
মায়াবলে দৃশ্য নাহি হয় ॥
তবে কন্যা কোলে করি,শীঘ্র আইল মধুপুরী,
নিজ কারাগারে আসি রয়।
এথা বাসুদেব তথি, দেখি সর্ব্বাশ্রয় মূর্ত্তি,
মহানন্দে সে অঙ্গে মিলয় ॥
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্, বিলাসের বিলাস নাম,
প্রকাশিয়া ব্রজে প্রকটয়।
আর সব তাঁর অংশ, তিহঁ সর্ব্ব অবতংস,
পূর্ণতমরূপে বিলসয় ॥
কৃষ্ণ আর নারায়ণ, সিদ্ধান্তের রূপ সম,
গুণে পূর্ণতম পূর্ণতর।
রসে কৃষ্ণ পরাৎপর,তাঁহা হৈতে কিছু তর,
বাসুদেব বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ॥

তথাহি।

সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষারস স্থিতিঃ ॥
দ্বিভুজঃ সর্ব্বদাসোঽত্রেত্যাদি।

প্রকটিয়া নন্দসুতে, নরলীলা প্রকাশিতে,
মায়ারূপে কান্দিতে লাগিল।
তাহা শুনি দাসীগণে,প্রবেশিল জন্মস্থানে,
যশোদারে চেতন করাইল ॥
উঠি আস্তেব্যস্তে রাণী, পুত্র কোলে করি
আনি, আনন্দে ভরিলা নিজ অঙ্গে।
শীঘ্রগতি একজনে, আসিয়া নন্দের স্থানে,
কহে কথা আনন্দ তরঙ্গে ॥
শুন শুন ব্রজেশ্বর, মুঞি তোমার কিঙ্কর,
হর্ষ পায়্যা আইনু তুয়া স্থানে।
ব্রজেশ্বরীর উদরে, ছিল এক সুকুমারে,
জনম লভিল এইক্ষণে ॥

শুনি ব্রজরাজ অতি, আনন্দে ভরল মতি,
নানা রত্ন দিল সেই জনে।
সন্তোষ হইয়া তারে,পুনঃ কিছু আজ্ঞা করে
ত্বরা আন বাদ্যকারিগণে॥
এত কহি ব্রজেশ্বর, হৈয়া অতি সুসত্বর,
উত্তরিল গিয়া জন্মস্থানে।
দিয়া নানা রত্নগণ, দেখি পুত্রের বদন,
আনন্দে ভরিলা নিজমনে॥
গোপ-নারীগণ তথা, অন্যোন্যে কহে কথা,
হেন রূপ কভু নাহি দেখি।
যাঁহার বদন ছাঁদ, হেরি পূর্ণিমার চাঁদ,
লজ্জাতে পলায় মনোদুঃখী॥
সে কেবল একেশ্বর, উদিত গগনোপর,
পদ্মগণে মুদিত করয়।
এথা চন্দ্রগণ অতি, পরম মোহন দ্যুতি,
পদ্মগণ সঙ্গে বিলসয়॥
দশ চাঁদ দুই ভুজে, তৈছে পদযুগে রাজে,
পাণি পদ অরুণ উপরে।
অদভূত হয় শোভা, পদ্মিনী হৃদয় লোভা,
সদা যাঁহা অনুরাগ ধরে॥
সে বাহ্য তিমির নাশে,এহোঁ চিত্ত পরকাশে
অদভূত এ চান্দ গরিমা।
তার সুধা রশ্মি পানে, লুব্ধ চকোরগণে,
এ রসে লুবধ ব্রজজনা॥
অরুণ অধর দ্যুতি, অতি বড় চমৎকৃতি,
দেখি সুখ বাড়য়ে অন্তরে।
ইহার উপমা নাহি, ত্রিভুবনে দেখ চাহি,
যাহার উদয় ব্রজপুরে॥
আর যে অরুণ হয়, গগনমণ্ডলে রয়,
মেঘে আসি তারে আচ্ছাদয়।
এ অরুণ মেঘপরে, সদাই বিলাস করে,
অপরূপ চরিত্র আশয়॥
অঙ্গশোভা অতিশয়, নির্দ্ধারিত নাহি হয়,
দ্যুতিপুঞ্জ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে।
মনে হেন লয় মোর, কিবা নবজলধর,
কিবা হয় দলিত অঞ্জনে॥

কানন কুসুম কিয়ে, ইন্দীবর প্রকাশয়ে,
কিবা নীলমণি শোভা হয়।
জিনি কোটি কাম দ্যুতি,হয় কিবা এ মূরতি,
জগতমোহন অতিশয়॥
এইমত নারীগণ, আনন্দে ভরল মন,
রূপ ব্যাখ্যা করে পুনঃ পুনঃ।
কেহ কহে ব্রজরাজ, ভাগ্যবান্ ব্রজমাঝ,
অন্য কেহ নহে ইহা সম॥
এ বৃদ্ধ বয়সে যার, হয় হেন সুকুমার,
রূপ নহে ভুবন মোহন।
কিবা ভাগ্য যশোদার,হেন পুত্র গর্ভে যার,
কোলে করি পিয়াব যে স্তন॥
এইমত সর্ব্বজন, আনন্দে পূরিয়া মন,
নেহারয়ে কৃষ্ণের বয়ান।
বাৎসল্যে স্রবয়ে স্তন,মাতৃস্নেহে গোপীগণ,
অতি প্রেমে হৈল নিমগন॥
তবে ব্রজরাজ অতি, আনন্দে ভরল মতি,
নিজ পুরোহিত বোলাইল।
বেদগর্ভ হয় নাম, মহা যজ্ঞা অভিধান,
ভাগুরি নামেতে মুনি আইল॥
সকলেই বেদবিৎ, দরশনে আনন্দিত,
অভিষেক উদ্‌যোগ করয়।
বেদিকা বান্ধায় তথি, চতুষ্কোণ পরিণতি,
ক্রমবন্ধে কদলী রোপয়॥
তাহা বেড়ি আম্রশাখা,চারিদিগে সুপতাকা,
সর্ব্বোপরি চন্দ্রাতপ সাজে।
পঞ্চগব্যে পঞ্চামৃত, গন্ধ দ্রব্য নানামত,
সুবাসিত জল ঘট মাঝে॥
ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি, ঘট স্থাপনাদি বিধি,
বিধান রূপেতে সব কৈল।
ব্রজরাজ আনন্দিত, ব্রজেশ্বরীর সহিত,
নিজ পুত্র তথায় আনিল॥
বিধির বিধান মতে, হয় যে উচিত রীতে,
সেইরূপে অভিষেক করে।
পঞ্চগব্যে স্নান আগে,তবে পঞ্চামৃত যোগে,
গন্ধ দ্রব্য দেন তার পরে॥

সুগন্ধি শীতল জল, অতি বড় সুনির্ম্মল,
ঘট ভরি রাখে সেইখানে।
ক্ষুদ্র এক ঘট ভরি, জল দেই কৃষ্ণোপরি,
অষ্টোত্তর শতেক বিধানে ॥
অঙ্গ মুছাইয়া রাণী, পুত্র কোলে করি আনি,
স্তনপান করান হরিষে।
তবে নন্দ যশোদার, সুখের নাহিক পার,
আনন্দ সাগর মাঝে ভাসে ॥
তৎকালীন যত কর্ম্ম, যে যে আছে বিধিধর্ম্ম
স্নান আদি করি শুচি হৈল।
তবে সেই বিপ্রগণ, পাঠ করি স্বস্ত্যয়ন
পিতৃদেব অর্চ্চন করিল ॥
তিল অদ্রি করি সাথে, নানা রত্ন দিয়া তাতে,
সাত কৌস্তাম্বরাবৃত্ত কৈল।
তৈছে আনি ধেনুগণে, পরম আনন্দ মনে,
বিশলক্ষ ব্রাহ্মণেরে দিল ॥
তবে সব বিপ্রগণে, পরম আনন্দ মনে,
সুমঙ্গল ধ্বনি উচ্চারয়।
পড়ে ছন্দ ভাটগণ, বন্দিয়া মাগধ জন,
সকলেই করে জয় জয় ॥

তথাহি।

নন্দস্ত্বাত্মজউৎপন্নে জাতাহ্লাদো মহামনাঃ।
আহূয় বিপ্রান্ বেদজ্ঞা স্নাতঃ শুচিরলঙ্কৃতঃ ॥

গুণীবৃন্দ করে গান, বাদ্য বাজে সুবিধান,
বহু ভেরী দুন্দুভীরগণ।
রাজার বালক হৈল, পরম আনন্দ পাইল,
পুনঃ পুনঃ করয়ে বাদন ॥

তথাহি।

সুঘনং সুততঃ সুঘনং সততঃ
সহসা সুধিরৈঃ সহসা সুধিরৈঃ।
অথ বাদ্যমভূদথ বাদ্যমভূরভসোদ্যমভূরিতি ॥

প্রাতঃকালে দাসীগণ, ব্রজরাজ গৃহাঙ্গন,
মার্জ্জন করিয়া সিক্ত কৈল।
সুচিত্র পতাকা ধ্বজ, বিচিত্র পল্লব ব্রজ,
বস্ত্র চন্দ্রাতপে সাজাইল ॥

সঙ্খ্যাতীত ভারিগণ, আর যত বৃষ হন,
বৎস সব যে যেথানে ছিল।
তাসবারে দিলা তৈল, হরিদ্রাতে সিক্ত কৈল,
ব্রজ অতি সুশোভন হৈল ॥
এথা সব গোপগণে, ধাতু চিত্র বিরচনে,
চিত্র বস্ত্র মাল্য স্বর্ণহার।
কঞ্চুক উষ্ণীষ যত, বস্ত্র আভরণ কত,
সব অঙ্গে শোভা যাসবার ॥
নানা উপায়ন সাথে, গমন করিলা পথে,
করিতে নন্দের সম্ভাষণে।
যশোদার সুতোদ্ভব, শুনিয়া গোপিকা সব,
আনন্দ পাইয়া নিজ মনে ॥
নানা বস্ত্র আভরণে, করি আত্মবিভূষণে,
নয়নে অঞ্জন সবে লয়।
সুচিত্র নব কুঙ্কুম, কিঞ্জল্ককেশর সম,
মুখপদ্ম শোভা অতিশয় ॥
নানা উপহার হাতে, ত্বরায়ে চলয়ে পথে,
পুণ্য শ্রেণী হয় যাসবার।
সমৃষ্ট পরমোজ্জ্বল, শ্রবণে মণি কুণ্ডল,
চলে কুচ দোলে মণিহার ॥
চিত্র বস্ত্র সুশোভন, কণ্ঠে নানা বিভূষণ,
ভুজযুগে বলয়া বিরাজে।
সবার কেশের মালা, পথে বৃষ্টি হৈয়া গেলা,
অতিশয় মনোহর সাজে ॥
নন্দের আলয়ে গেল, দেখি আনন্দিত হৈল,
আশীর্ব্বাদ করে বালকেরে।
সুবর্ণ হরিদ্রা তৈলে, সিঞ্চন করয়ে জলে,
সবে কৃষ্ণগুণ গান করে ॥
এথা বাদ্যকারিগণ, করে বাদ্যবাদন,
নানাবিধ অতি যে বিশাল।
মাড্ডু ডিণ্ডিম ঝর্ঝর, কাংস্য করতাল স্বর,
বেণু বীণা মুরজ রসাল ॥
মন্দিরা মৃদঙ্গ বাজে, পনব গোমুখ সাজে,
ডক্ক পাখোয়াজ পিনাকিনী।
সপ্তস্বরা কবিলাস, নানা বাদ্য পরকাশ,
অতিশয় সুমধুর ধ্বনি ॥

কৃষ্ণজন্ম মহোৎসবে,যত গোপ গোপী সবে,
অতিশয় হৃষ্ট পরস্পর।
দধি ক্ষীর ঘৃত জলে, নবনী লইয়া ফেলে,
অন্যোন্যে সবার উপর ॥
গোপীগণ গান করে,অতি যে আনন্দ ভরে,
নৃত্য করে সব গোপগণ।
সদধি হরিদ্রা গুলি,অন্যোন্যেতে ফেলাফেলি
করে সুখ-সাগরে মজ্জন ॥
তবে নন্দ মহামনা, গুণিবৃন্দ যে যে জনা,
বিদ্যা উপজীবী যে সবারে।
সকলের অভিমত, দান করি কত শত,
যথাযোগ্য সম্মান আচরে ॥
বিষ্ণু আরাধনা লাগি, দান করে অনুরাগী,
নিজ পুত্রের উদয় কারণে।
মহামতি নন্দরাজা, করিল সবার পূজা,
নানাবিধ দানাদি বিধানে ॥
উপানন্দ আদি যত, নন্দভ্রাতা সেইমত,
বৃষভানু আদি গোপগণ।
সকলে আনন্দভরে, দান করে যারে তারে,
নানা রত্ন বস্ত্র বিভূষণ ॥
রোহিণী রামের মাতা,নন্দগোপাভিনিন্দিতা,
দিব্য বস্ত্রালঙ্কার বিভূষিতা।
মণিমালা দোলে গলে, আনন্দে হেরিয়া
বুলে, নৃত্য গীত বাদ্য যথা তথা ॥
নিজপুত্র মহোৎসবে,যশোদা রোহিণী তবে,
রত্নগণ অঞ্জলি ভরিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেয় ফেলি,দেখি সবে কুতূহলী,
হুড়াহুড়ি লয় কুড়াইয়া ॥
এইমত গোপগণ, করিয়া দধি কর্দ্দম,
বিভূষিত হৈয়া সব অঙ্গে।
সবে নাচে থৈয়া থৈয়া,আনন্দে মগন হৈয়া,
লগুড়ি ফিরায় অতি রঙ্গে ॥
তবে সব গোপ মেলি,যমুনাতে জলকেলি,
করিয়া আনন্দে স্নান কৈল।
নন্দ আনন্দের ভরে, তাসবা আনিয়া ঘরে,
নানা উপহার খাওয়াইল ॥
তবে ভ্রাতৃগণ সনে, অতি যে আনন্দ মনে,
মহোৎসব সম্পূর্ণ করিল।
তবে ব্রজবাসিগণ, করি রাজ-সম্ভাষণ,
কৃষ্ণে আশীর্ব্বাদ করি গেল ॥
কৃষ্ণচন্দ্রোদয়াবধি, নন্দব্রজ মহোদধি,
সকল সমৃদ্ধি পূর্ণ হয়॥
কৃষ্ণের নিবাস গুণে, রমা আনন্দিত মনে,
যাঁহা তাঁহা সর্ব্বদা ক্রীড়য় ॥

তথাহি।

অতো আরভ্য নন্দস্য ব্রজঃ সর্ব্ব সমৃদ্ধিমান্।
হরের্নিবাসাত্ম গুণৈরমা ক্রীড়মভূন্নৃপ ॥

করিতে প্রকট লীলা,ব্রজে অবতীর্ণ হৈলা,
মহাবনে নন্দের ভবনে।
কৃপা করি ভক্তগণে,সে সুধা করাতে পানে,
নিজ রস আস্বাদ কারণে ॥
সংক্ষেপে কহিনু কথা,জন্মলীলা গুণ গাঁথা,
পরম রহস্য অতিশয়।
শুনিতে ভক্তের সুখ, দুঃখ পায় বহির্ম্মুখ,
সর্ব্বোৎকর্ষ এই লীলা হয় ॥
নিত্যলীলা পরিবার, ব্রজ ব্রজবাসী আর,
নন্দ আদি করি হয় নাম।
আর যে সাধকগণে, জন্মিলেন ব্রজবনে,
কহেন নন্দকিশোর আখ্যান ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন বিহরণ কথনে শ্রীকৃষ্ণজন্মলীলা
নন্দোৎসবাদি বর্ণনং নাম দ্বাত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রয়স্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ

নন্দের মথুরায় গমন ও বসুদেবের সহিত মিলন।

এইত কহিনু মহাবন বিবরণে।
কৃষ্ণজন্মলীলা নন্দোৎসব প্রকরণে ॥
এবে কহি আর যে যে লীলাস্থান হয়।
যাহাঁ বাল্যলীলা অতিশয় রসময় ॥
পূতনা মোক্ষণ কৃষ্ণ করিল যেথানে।
শকটভঞ্জন তৃণাবর্ত্ত বিনাশনে ॥
যে বনে করিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ।
ব্রজেশ্বরী কৈল যাতে আশ্চর্য্য দর্শন ॥
ব্রজশিশু লৈয়া কৃষ্ণ যেই বনে খেলে।
ব্রজেশ্বরী যেথানে বান্ধিল উদূখলে ॥
যমল অর্জ্জুন দুই করিল ভঞ্জন।
অতি যে আশ্চর্য্য লীলা যাহাঁ প্রকটন ॥
ক্রমে সেই লীলাস্থান করিব বর্ণন।
সংক্ষেপরূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
প্রথমেত পূতনার করিল মোক্ষণ।
যেমতে পূতনা আইল শুন সে কারণ ॥
বসুদেব যবে মায়াকন্যা লৈয়া গেল।
পূর্ব্ববৎ কারাগারে দ্বার রুদ্ধ হৈল ॥
তবে বালা কপট ক্রন্দন তাঁহা করে।
শুনিয়া রক্ষক সব উঠিল সত্বরে ॥
কংস আগে কহিল প্রসব সমাচার।
শুনিতেই শীঘ্র সে আইল কারাগার ॥
দেখিয়া দেবকী কহে কাতর হইয়া।
কন্যাপত্য হৈল ভাই দেখহ আসিয়া ॥
কন্যা রক্ষা লাগি বহু প্রার্থনা করিল।
পরম দুরাত্মা হাতে করি লৈয়া গেল ॥
দুইপায়ে ধরিয়া বিস্তার শিলোপরে।
আছাড়ি ফেলিতে চাহে মারিবার তরে ॥
মায়াকন্যা তার হাত হৈতে নিকাশিলা।
তৎক্ষণে আকাশে গিয়া অষ্টভুজা হৈলা।
দিব্যমাল্য বস্ত্রালেপ রত্নবিভূষিতা।
অষ্টভুজে ধনু শূল আদি বিরাজিতা ॥

সিদ্ধ চারণাদি নানা উপচার লৈলে।
স্তব করে যাঁর আগে পুটাঞ্জলী হৈয়া।
তাঁহা হৈতে কহে কন্যা শুনরে বচন।
আমারে মারিয়া তোর কিবা প্রয়োজন ॥
তোমার অন্তক শত্রু যেই জন হয়।
জন্মিলেন কোন্ খানে জানিহ নিশ্চয় ॥
এতেক কহিয়া দেবী অন্তর্দ্ধান কৈল।
পৃথিবীতে বহু নাম ধারণ করিল ॥
তার বাক্য শুনি কংস বিস্মিত হইল।
বসুদেব দেবকীর মোচন করিল ॥
তাঁহা দোঁহাকারে রাজা বিনয় করিয়া।
আত্মনিন্দা করি তত্ত্ব কহে বিশেষিয়া ॥
পুনশ্চ দোঁহার পায়ে লোটায়্যা পড়িল।
বসুদেব তত্ত্বকথা প্রত্যুত্তর কৈল ॥
অনেক বিনয়ে দোঁহে প্রসন্ন করিয়া।
আজ্ঞা লঞা গেল কংস বিষণ্ণ হইয়া ॥
প্রাতঃকালে রাজা নিজ মন্ত্রিগণে আনি।
সবারে কহিল দেবী কহিল যে বাণী ॥
ভোজপতি-বাক্য শুনি দেব-শত্রুগণ।
সহজে দেবতাদ্বেষী নহে বিচক্ষণ ॥
সম্বোধন করি কংসে করে নিবেদন।
যদি সত্য হয় সেই বালিকা-বচন ॥
তবে পুরগ্রাম ব্রজাদির মধ্যে গিয়া।
যাহাঁ যাহাঁ শিশুগণ দেখিয়া দেখিয়া
অনির্দ্দেশ নির্দ্দেশ যেখানে যেই পায়
আমরা সকল শিশু মারিয়া আসিব
দেবতা সকল ভীত হয়ত সমরে।
উদ্যম করিয়া তারা কি করিতে পারে
দেবগণে শ্রেষ্ঠ হরি সে রহে নির্জ্জনে
বড় এক দেব শম্ভু সেহ বনে বনে
আর এক দেব ব্রহ্মা সে তপস্বী হয়।
ইন্দ্র কি করিবে বড় বলবন্ত নয় ॥

তথাপি দেবতা সব শত্রুপক্ষ হয়।
উপেক্ষা করণ কদাচিত ভাল নয়॥
যেন দেহে অল্প রোগ উপেক্ষা করিলে।
চিকিৎসা বিষম তার হয় বড় হৈলে॥
ঐছে শত্রু যবে অতি বলবন্ত হয়।
তবে কদাচিত নাশ হয় বা না হয়॥
অতএব তাসবার মূল নাশিবারে।
নিযুক্ত করহ দেব আমা সবাকারে॥
সকল দেবতাগণের মূল বিষ্ণু হয়।
নিত্য সনাতন ধর্ম্ম যাহাতে আছয়॥
ব্রহ্ম গো ব্রাহ্মণ তপো যজ্ঞ আদি যত।
এ সকল ধর্ম্ম অঙ্গ তার অনুগত॥
তস্মাৎ রাজেন্দ্র ব্রহ্মবাদী যে ব্রাহ্মণ।
তপস্বী সকল যজ্ঞশীল যত জন॥
গাভীসহ হবি দুগ্ধ ইহা সবাকারে।
বিনাশ করিব সত্য কহিল তোমারে॥
বিপ্র গাবী দেব তপ সত্য সম দম।
শ্রদ্ধা দয়া ক্ষমা যজ্ঞ হরি তনু সম॥
সেই হরি সকল দেবের শ্রেষ্ঠ হয়।
অসুরের দ্বেষকারী যেই মহাশয়॥
তন্মুখ দেবতা চতুর্ম্মুখ আদিগণ।
তার বধোপায় ঋষিগণের হিংসন॥
এইমতে কংস দুষ্ট মন্ত্রিগণ সনে।
যুক্তি করি ব্রহ্মহিংসা সুমন্ত্রণা মানে॥
দুষ্টমতি কালপাশে আবদ্ধ হইল।
সাধুলোক নিধনে সকলে আজ্ঞা দিল॥
প্রলম্ব চানুর বক তৃণাবর্ত্ত নাম।
পূতনা অরিষ্ট কেশি অঘাসুরাখ্যান॥
বৎসাসুর আদি করি নানা মূর্ত্তি ধরি।
যাহাঁ তাঁহা বুলে দেবতার দ্বেষ করি॥
সকলেই রাজোবুদ্ধি তমোগূঢ় চিত্তে।
সাধুদ্বেষ করে মৃত্যু হৈল অবশ্যিতে॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে॥

আয়ুঃশ্রিয়ং যশোধর্ম্মং লোকনাশিনম্ এব চ
হন্তিশ্রেয়াংসি সর্ব্বাণি পুংসোমহদতিক্রমঃ॥

এথা নন্দ পরম আনন্দে নিমগনে।
যশোদার কোলে কৃষ্ণ বাড়ে ক্ষণে ক্ষণে॥
মনে হৈল কংসের বার্ষিক কর দিতে।
গোপগণে নিয়োজিলা গোকুল রাখিতে॥
প্রধান প্রধান কত গোপ সঙ্গে লৈয়া।
মথুরা গমন কৈল শকটে চড়িয়া॥
কর দিতে ব্রজরাজ কৈল আগমন।
বসুদেব করিলেন সে কথা শ্রবণ॥
ব্রজরাজ রাজা স্থানে রাজকর দিল।
বসুদেব-মোচন শুনিয়া তাঁহা আইল॥
প্রেমায়ে দেখিয়া তিহোঁ সম্ভ্রমে উঠিল।
নির্জীব শরীরে প্রাণ যে হেন লভিল॥
প্রেমায়ে বিহ্বল প্রিয়তম দরশনে।
প্রীতিযুত বাহু প্রসারণে আলিঙ্গনে॥
ঐছে বসুদেব নন্দে পূজিত হইল।
কুশল পুছিয়া সুখে আসনে বসিল॥
আপনার পুত্রস্নেহ প্রসক্তবী হৈয়া।
বসুদেব কহে নন্দে স্নিগ্ধতা করিয়া॥
শুন ভাই প্রায় বৃদ্ধ হৈলা এ বয়সে।
পুত্র হৈবে হেন মনে না আছিল আশে॥
তবে পুত্র হৈল যোসদার ভাগ্য হৈতে।
ভাগ্যে পুনর্জন্ম এই সংসারচক্রেতে॥
হইল তোমার সাথে দুর্ল্লভ দর্শন।
সুহৃদের প্রিয় সহবাস দুর্ঘটন॥
নদীর প্রবাহে যেন তৃণ কাষ্ঠ আনে।
একত্রে মিলয়ে কভু যায় স্থানে স্থানে॥
দুঃখহীন এক্ষণে হয়েছে মহাবন।
পশুযোগ্য বহু অম্বু তৃণ বৃক্ষগণ॥
সেখানে তোমার বাস বন্ধুগণ সনে।
সকলেই সুখী কেহ দুঃখ নাহি মনে॥
সেখানে আমার পুত্র নিজ মাতা সনে।
আছেন তোমার ব্রজে হৈয়া সঙ্গোপনে॥
তুমি দোঁহে পুত্ররূপে করহে পালনে।
তোমার সে পুত্র মোর পিতা করি মানে॥
যার ঘরে বন্ধুলোক সুখী হৈয়া রয়।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তার অনায়াসে হয়॥

বন্ধুগণ যাঁহা রহে পাঞা দুঃখ ক্লেশ।
ধর্ম্ম অর্থ কাম তার না হয় বিশেষ ॥
নন্দ প্রতি বসুদেব এতেক কহিল।
তবে নন্দ খেদ করি কহিতে লাগিল ॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে।

অহো তে দেবকীপুত্রাঃ কংসেন বহবোহতাঃ।
একাবশিষ্টাঽবরজা কন্যা সাপি দিব্যং গতেতি

পুনঃ বসুদেব নন্দে কহিতে লাগিল।
রাজার বার্ষিক কর সকলেই দিল ॥
আমাসহ সকলের হইল মিলন।
অতঃপর ইহাঁ না রহিবে একক্ষণ ॥
হৈতেছে গোকুলে বহুবিধ উৎপাতে।
সকলেই নিজ ব্রজে চল অচিরাতে ॥
নন্দ আদি শুনি বসুদেবের বচন।
গোকুলে চলিল তবে করিয়া মিলন ॥

তথাহি।

ইতি নন্দাদয়ো গোপাঃ প্রোক্তাস্তে শৌরিণাযয়ঃ।
অনোভিরণ যদুক্তৈস্তদনুজ্ঞাপ্যগোকুলং ॥

পূতনা রাক্ষসী এথা রাজ-আজ্ঞা পাঞা।
বালবিঘাতনী ঘোর মায়া প্রকাশিয়া ॥
পুরগ্রামা করাদির মধ্যে শিশুগণ।
মারিয়া মারিয়া করে সর্ব্বত্র ভ্রমণ ॥
আকাশে ভ্রমিয়া সেই পূতনা খেচরী।
হেনকালে পড়ে আসি গোকুল উপরি ॥
করিয়া স্ত্রীময়ী মায়া সে কামচারিণী।
ধরিয়া অপূর্ব্ব রূপ যে হন মোহিনী ॥

তথাহি।

তাং কেশবন্ধ প্রতিশক্ত
মল্লিকাং বৃহন্নিতম্বস্তন কৃচ্ছ্রমধ্যমং।
সুবাস সঙ্কল্পিতকর্ণভূষণ
ত্বিষোল্লসৎ কুন্তল মণ্ডিতাননাং ॥
তথা বল্গুস্মিতাপাঙ্গ বিসর্গ বীক্ষিতৈ
মনোহরন্তীং বনিতাং ব্রজৌকসাং।
অমূং সতাম্ভোজকরেণ রূপিণীং,
গোপ্যঃ শ্রিয়ং দ্রষ্টুমিবাগতাং পতিং ॥

তারে দেখি সব লোক কহিতে লাগিল
হেন যে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি কোথা হৈতে আইল ॥

একেশ্বরী দেখি কেহ নাহি ইহঁ সঙ্গে।
ঘরে ঘরে ফিরে নিজ রসের তরঙ্গে ॥
কেহ কহে লক্ষ্মী কেহ বলেন ভবানী।
গোকুলের ভাগ্যে বুঝি আইলা আপনি
তারে দেখি সবে অতি সম্মান করিল।
আনন্দ পাইয়া কেহ কহিতে লাগিল ॥
শুন হে সুন্দরি আমা সবার বচন।
কোথা হৈতে এথায় হইল আগমন ॥
কি নাম তোমার কেন ফের একেশ্বরী।
মোসবারে কহি সুখ দেহ কৃপা করি ॥
এতেক বচন শুনি পূতনা রাক্ষসী।
কহিতে লাগিল কিছু মন্দ মন্দ হাসি ॥
শুন গোপনারীগণ কহি তোর স্থানে।
মোর নাম গুণ যশ বেদ্য ত্রিভুবনে ॥
তোমরা না জান বুঝি বিশিষ্ট বিধানে।
মোর নাম গুণ গান করয়ে পুরাণে ॥
এখানে আইনু ব্রজ দেখিবার তরে।
এত কহি নন্দব্রজে গেলেন সত্বরে ॥
বালগৃহ বুলে শিশু অন্বেষণ করি।
দেখিল বালক শুতিয়াছে শয্যোপরি ॥
আপন ঐশ্বর্য্য তেজ আচ্ছন্ন করিয়া।
অসৎ অন্তক আছে শিশুরূপ হৈয়া ॥
অগ্নি যেন আচ্ছন্ন রহয়ে ভস্মাদিতে।
স্পর্শ হৈলে দগ্ধ হয় জানয়ে পশ্চাতে ॥

তথাহি।

বালগ্রহ স্তত্রবিচিন্বতী শিশূন্
যদৃচ্ছয়া নন্দগৃহেঽসদন্তকং।
বালং প্রতিচ্ছন্ননিবোরুতেজসং
দদর্শতল্পেঽগ্নি মিবাহিতম্ভসি ॥

সেই যে পূতনা হয় বালবিঘাতিনী।
চরাচর আত্মা কৃষ্ণ মনে মনে জানি ॥
নিমীলিত ঈক্ষণ হইয়া তবু রহে।
সর্ব্বেশ্বর শিশু ভাবে বচন না কহে ॥

তথাহি।

বিবুধ্যতাং বালকমারিকাগ্রহং
চরাচরাত্মা সমীলিতেক্ষণঃ।

মহাসুরঘ্নেপতি বালভাবং বিভবয়ন্
কিঞ্চিদুবাচ ন প্রভুঃ ॥

তারে দেখি পূতনার আনন্দ হইল।
একদৃষ্টে শিশু প্রতি চাহিতে লাগিল ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ভাবয়ে পূতনা।
মনুষ্যে এতেক রূপ না হয় যোজনা ॥
যশোদা যশোদা বলি ডাকয়ে সঘনে।
শব্দ শুনি যশোমতী আইলা অঙ্গনে ॥
তার চেষ্টা দেখি রাণী বিস্মিতা হইল।
তাঁরে দেখি নিশাচরী কহিতে লাগিল ॥
এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার হইল তনয়।
ভাগ্যবতী যশোদা সকল লোকে কয় ॥
বার্ত্তা শুনি আইনু বালক দেখিবারে।
কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারে ॥
নিসর্গ বিজ্ঞান জগদ্বিচেষ্টিত হরি।
তাহা নাহি জানিয়া পূতনা নিশাচরী ॥
যৈছে অজ্ঞ সুসর্পে রজ্জুজ্ঞানে ধরে।
তৈছে নিজান্তক অনন্তেরে কোলে করে ॥

তথাহি।

আজ্ঞায়মানথ নিশাচরী হরিং নিসর্গ
বিজ্ঞান জগদ্বিচেষ্টিতং।
অনন্তমারোপয়দঙ্ক মস্তকং যথোরগং
সপ্তমবুদ্ধিরজ্জুনীঃ ॥

তাহার তীক্ষ্ণতা চিত্তে কে বুঝিতে পারে
বাহিরে অপূর্ব্ব মনোহর চেষ্টা ধরে ॥
তীক্ষ্ণধার অস্ত্র যেন খাপের ভিতরে।
অন্তরে বিষম বেদ্য না হতে বাহিরে ॥
তাহার অপূর্ব্ব দশা ব্রজেশ্বরী দেখে।
প্রেমায়ে মগন বাণী না আইসে মুখে ॥

তথাহি।

তাং তীক্ষ্ণচিত্তামতি বাম চেষ্টিতাং
বীক্ষ্যান্তরা কোষ পরিচ্ছদাসীৎ।
বরস্ত্রিয়ং তৎপ্রভয়াবধর্ষিতে নিরীক্ষ্যমানে
জননী অধিষ্ঠতাং ॥

পূতনা দেখিয়া রূপ ভুবনমোহন।
কেমনে করিবে নষ্ট ভাবে মনে মন ॥
তার মনঃকথা কৃষ্ণ অন্তরে জানিল।
নষ্ট করিবারে মোরে কোলেতে করিল ॥
এক্ষণে আমার রূপে মুগ্ধ হৈল মন।
বিস্ময় পাইয়া মনে করেন ভাবন ॥
যদ্যপি আমারে বিষ স্তন না পিয়ায়।
তবে বাঞ্ছ অভিলাষ দূর হৈয়া যায় ॥
অভিলাষ পূর্ণ আর দুষ্টের সংহার।
দুই কার্য্য করিব যে মোর ব্যবহার ॥
এত মনে করি নিজ মায়া সঞ্চারিল।
সেইক্ষণে পূতনার মন ফিরি গেল ॥
অত্যন্ত দুর্জ্জয় বীর্য্য বিষময় স্তন।
করিয়া শিশুর মুখে কৈল আরোপণ ॥
স্তনমুখে কৃষ্ণ অতি রোষযুক্ত হৈয়া।
সেই স্তন ভুজদ্বয়ে ধরিল চাপিয়া ॥
অতিশয় পীড়া তার করি ভগবান্।
প্রাণের সহিত স্তন মুখে দিল টান ॥

তথাহি।

তস্মিন্ স্তনং দুর্জ্জয়বীর্য্য মুখনং
ঘোরাত মায়াদাসী শোদদাবথ।
গাঢ়ং করাভ্যাং ভগবান্ প্রপীড্য
তৎপ্রাণৈঃ সমং রোষসমন্বিতোঽপিবৎ ॥

পূতনা অতি যে দুঃখ পাইয়া মরমে।
বিস্মিত হইয়া কিছু ভাবে মনে মনে ॥
এইরূপে কত ঠাঞি বালক মারিল।
এমত দারুণ শিশু কাঁহা না দেখিল ॥
ছাড় ছাড় করি শিশু ফেলাইতে চাহে।
ভূমে নাহি পড়ে শিশু স্তনমুখে রহে ॥
তবে শীর্ণ গাত্রা হৈয়া নিবৃত্ত নয়নে।
হস্ত পদ চালন করিয়া ঘনে ঘনে ॥
অতিশয় আর্ত্তনাদে করয়ে রোদন।
স্তনমুখে তার প্রাণ কৈল আকর্ষণ ॥

তথাহি।

সামুঞ্চমুঞ্চানমিতি প্রভাষিণী
নিষ্পীড্যমানাখিল জীব মর্ম্মনি।
নিবৃত্ত নেত্রে চরণে ভুজৌ
মুহুর্ম্মিশ্বিন গাত্রাক্ষি পতিক রোদহ ॥

অতি যে গভীর শব্দ শুনে যে তাহার।
তৎক্ষণে হইল অঙ্গ-কম্প তাসবার ॥

পর্ব্বত সহিতে মহী অস্থির হইল
গ্রহগণ সহ স্বর্গ চলিতে লাগিল ॥
দশদিক পাতালে যতেক জন হয় ।
শুনিয়া সে শব্দ সবে চীৎকার করয় ॥
না জানি কি বজ্রপাত হৈল পৃথিবীতে ।
ভয় পাঞা সকলে পড়য়ে চারিভিতে ॥

তথাহি ।

অস্যাঃ স্বনেনাতিগভীররংহসা
সাদ্রামহীদ্যোশ্চচচালসগ্রহাঃ ।
রসাদিশশ্চ প্রতি নেদিরে জনাঃ-
পেতুঃ ক্ষিতৌ বজ্র নিপাত শঙ্কয়া ॥

নিশাচরী ঐছে স্তন প্রাণে ব্যথা পাইয়া
বিগলিত কেশ হস্ত পাদ প্রসারিয়া ॥
বজ্রহত বৃত্র যেন পৃথিবী উপরি ।
তেমনি পড়িল গোষ্ঠে নিজ রূপ ধরি ॥

তথাহি ।

নিশাচরীথং ব্যথিতস্তনাব্যসুর্ব্যাদায়
কেশাংশ্চরণৌ ভুজাবপি ।
প্রসার্য্য গোষ্ঠে নিজরূপমাস্থিতা
বজ্রহতে বৃত্রইবা পতন্নৃপ ॥

পূতনা মরণে অতি অদ্ভুত হইল ।
ছয় ক্রোশ যুড়ি তার শরীর পড়িল ॥
তার মধ্যে যত বৃক্ষগণ তাঁহা ছিল ।
তাহার নিপাত ক্রমে সব চূর্ণ হৈল ॥
উগ্রদন্ত সম বড় ঈশের সমান ।
পর্ব্বত-কন্দর মুখ গুহা নাসা খান ॥
গণ্ড শৈল স্তন কেশ প্রচণ্ড অরুণ ।
অন্ধকূপ সম তার দুইটা নয়ন ॥
জঙ্ঘার সমান হস্ত পদ চারিখান ।
উদর বিস্তার শূন্য হ্রদের সমান ॥
সাধু সব ত্রাস পায় দেখি কলেবর ।
গোপ গোপীগণ হৈল সভয় অন্তর ॥
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখিতে না পায় ব্রজেশ্বরী ।
ইতস্ততঃ ভ্রমে পুত্রে অন্বেষণ করি ॥
কে নিল কে নিল বলি করয়ে ফুৎকার ।
পথ না দেখয়ে নেত্রে পড়ে অশ্রুধার ॥

তাহা দেখি সবে অতি আস্তব্যস্ত হৈয়া ।
কৃষ্ণ-অন্বেষণে যায় চারিদিগে ধায়্যা ॥
পূতনা পড়িয়া আছে পর্ব্বত আকারে ।
বাল্যক্রীড়া তাহার উপরে কৃষ্ণ করে ॥
দূরে হৈতে গোপীগণ তাহা যে দেখিল ।
সম্ভ্রমেতে শীঘ্র কোলে করিয়া আনিল ॥
আনন্দিত হৈয়া শিশু দিল যশোদারে ।
পুত্র কোলে করে রাণী সম্ভ্রম অন্তরে ॥
যশোদা রোহিণী সঙ্গে লৈয়া গোপীগণে ।
হইল সম্ভ্রম শিশুরক্ষার বিধানে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে গো-পুচ্ছাদি ভ্রমণ করণে ।
গো-মূত্র আনিয়া তাতে করাইল স্নানে ॥
পুনর্ব্বার গো-রজ সকল অঙ্গে দিয়া ।
দ্বাদশাঙ্গে রক্ষা করে নাম উচ্চারিয়া ॥
প্রথমতঃ অতিশয় সম্ভ্রান্তা হইয়া ।
করিলেন রক্ষা রাণী অনাচান্তা হৈয়া ॥
তার পরে যখন আশ্বাস লব্ধা হৈলা ।
আচমন করি রক্ষা করিতে লাগিলা ॥

তথাহি ।

অব্যাদজোঽঙ্ঘ্রি মহিমাং স্তব জানুথোরু
যজ্ঞোঽচ্যুতঃ কটিতটং জঠরং হয়াস্যঃ ।
হৃৎকেশবস্ত্বদুরু ঈশ ইনস্তু কণ্ঠং বিষ্ণু
ভুজং মুখ উরুক্রম ঈশ্বরকং ॥
চক্র্যগ্রতঃ সহগদোহরিরস্তু পশ্চাত্তৎ
পার্থয়ো ধনুরসী মধুহাজনশ্চ ।
কোণেষু শঙ্খ উরগায় উপর্য্যুপেন্দ্র-
স্তার্ক্ষ্যক্ষিতৌ হলধরঃ পুরুষঃ সমন্তাৎ ॥

এইমত রক্ষা শিশু সর্ব্ব অঙ্গে করে ।
সবিশেষ রক্ষা মন্ত্র করেন উচ্চারে ॥
হৃষীকেশ রক্ষা করুন সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ ।
প্রাণরক্ষা করুন তোমার নারায়ণ ॥
শ্বেতদ্বীপপতি চিত্ত রাখুন যতনে ।
যোগেশ্বর মনো রক্ষা করুন আপনে ॥
পৃশ্নিগর্ভ রক্ষা করুন বুদ্ধি যে তোমার ।
আত্মা রাখু ভগবান্ ঐশ্বর্য্য অপার ॥
ক্রীড়াতে গোবিন্দ রক্ষা করুন নিরবধি ।
মাধব করুন রক্ষা শয়ন অবধি ॥

বৈকুণ্ঠ করুন রক্ষা তোমার গমনে।
লক্ষ্মীপতি তুয়া রক্ষা করুন আসনে ॥
যজ্ঞভুক্ রক্ষা করুন ভোজন বিধানে।
সর্ব্ব গ্রহ ভয়ঙ্কর রাখুন সর্ব্ব স্থানে ॥

তথাহি।

ডাকিন্যো যাতুধানশ্চ কুষ্মাণ্ডয়েঽর্ভকগ্রহাঃ।
ভূতপ্রেত পিশাচশ্চ যক্ষরক্ষো বিনায়কাঃ ॥
কোটরা রেবতী জ্যেষ্ঠা পূতনা মাতৃকাদয়ঃ।
উন্মাদা যেহ্যপস্মারা দেহ প্রাণেন্দ্রিয়দ্রুহঃ ॥
স্বপ্নদৃষ্টমহোৎপাতা বৃদ্ধবাল গ্রহাশ্চ যে।
সর্ব্বেনস্যন্তু তে বিষ্ণোর্নাম গ্রহণ ভীরব ॥

এইমত প্রেমবদ্ধা গোপীগণ সনে।
যশোদা করিয়া পুত্ররক্ষা সুবিধানে ॥
তবে বালকেরে স্তন পান করাইয়া।
লালন করিয়া রাখিলেন সোয়াইয়া ॥
তাবৎ নন্দাদি সবে মথুরা হইতে।
ব্রজেতে আইসে পথে অত্যন্ত ত্বরিতে ॥
পূতনার দেহ দেখি পর্ব্বত আকার।
সকলের চিত্তে হৈল বিস্ময় অপার ॥

তথাহি।

তাবন্নন্দাদয়ো গোপ মথুরায়া ব্রজং গতাঃ।
বিলোক্য পূতনাদেহং বভূবুরতিবিস্মিতা ॥

নিশ্চয় জানিল বসুদেব মহামুনি।
কিবা যোগেশ্বররূপ হয় অতি জ্ঞানী ॥
মধুপুরে মোসবারে যেমত কহিল।
তেমতি উৎপাত ব্রজে আসিয়া দেখিল
পূতনার সেই দেহ ব্রজবাসিগণ।
টাঙ্গিতে কাটিয়া সবে করিল ছেদন ॥
ব্রজের বাহিরে সব অবয়ব লৈয়া।
পোড়াইল বহু কাষ্ঠে বেষ্টিত করিয়া ॥
পূতনার দগ্ধ দেহে ধূম্র যে উঠিল।
অগুরু সমান তার সৌরভ হইল ॥
যবে কৃষ্ণ স্তনে মুখ দিয়া পান কৈল।
তৎক্ষণে তাহার সর্ব্ব পাপ দূর হৈল ॥
লোক-বাল-বিঘাতিনী রুধির-অশনা।
রাক্ষসী খেচরী দুষ্টমতী যে পূতনা ॥
নষ্ট চেষ্টা করিয়া কৃষ্ণেরে স্তন দিল।
তথাপিহ সদ্গতি তাহার লভ্য হৈল ॥

তথাহি।

পূতনা লোকবালঘ্নী রাক্ষসী রুধিরাশনা।
জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দত্ত্বাপি সদ্গতিং ॥

শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া যে কৃষ্ণে দেয় স্তন।
অতি যে বাৎসল্যে যেন কৃষ্ণমাতাগণ ॥
তেনরূপ শ্রদ্ধা মাত্র হয়ত যাহার।
কিং পুনঃ কহিব গতি তাহা সবাকার ॥
ভক্ত সব হৃদয়ে যে পাদপদ্ম ধরে।
শিব ব্রহ্মা আদি যাঁর বন্দনা আচরে ॥
সে চরণে যার মন আক্রমণ করি।
স্তন পান আপনেই করিলেন হরি ॥
যাতুধানি হইয়াও স্বর্গপদ পায়।
জননী সদৃশ গতি সব সেই পায় ॥

তথাহি।

অঙ্গং যস্য সমাক্রম্য ভগবান্ পিবৎ স্তনং।
যাতুধান্যপি সা স্বর্গবাস জননী গতিং ॥

নন্দ আদি ব্রজবাসী নিকটে আইল।
নিকট ধূমের গন্ধ সকলে পাইল ॥
কিবা গন্ধ ধূম্র এই কোথা হৈতে আইল।
এত কহি সকলেই ব্রজে প্রবেশিল ॥
ব্রজস্থিত গোপ পূতনার আগমন।
আদি অন্ত ক্রিয়া তাহা করিল কথন ॥
শিশুর কল্যাণ আর পূতনা নিধন।
শুনিয়া বিস্মিত নন্দ আদি গোপগণ ॥
প্রবাস করিয়া নন্দ গৃহেতে আসিয়া।
নিজ পুত্রে কোলে করে উদারধী হৈয়া ॥
অতি যে বাৎসল্যে মস্তকের ঘ্রাণ লয়।
পরম আনন্দ লভিলেন মহাশয় ॥

তথাহি।

নন্দঃ স্বপুত্রমাদায় প্রোষ্যাগত উদারধীঃ।
মূর্দ্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পরমাং মুদং লেভে কুরূদ্বহ ॥

এইত কহিনু পূতনার বিমোচন।
কৃষ্ণ-বাল্যলীলা অতি অদ্ভুত কথন ॥
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া ইহা যে করে শ্রবণ।
গোবিন্দ-চরণে রতি পায় সেই জন ॥

তথাহি।

যত্র তৎ পূতনামোক্ষং কৃষ্ণস্যাদ্ভুত চেষ্টিতং।
নিশম্য শ্রদ্ধয়া মর্ত্ত্যো গোবিন্দে লভতে রতিং ॥

এইত কহিনু পূতনার বিমোচন।
এবে কহি আর বাল্যলীলা আচরণ ॥
ক্ষণে ক্ষণে বাড়ে কৃষ্ণ নন্দের মন্দিরে।
দেখি গোপ গোপী সব আনন্দ অন্তরে ॥
তার পর কৃষ্ণ কৈল শকট ভঞ্জন।
অত্যন্ত আশ্চর্য্য কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
কদাচিৎ ঔত্থানিক কৌতুক আপ্লবে।
কৃষ্ণ-জন্মতিথি যোগে গোপীগণ সবে ॥
বাদ্যগীত নৃত্য আদি করে গোপগণ।
বিপ্র সব করে নানা মন্ত্র উচ্চারণ ॥
তবে মার্জ্জনাদি করি নন্দপত্নী সতী।
কৃষ্ণ-অভিষেক করিলেন যশোমতী ॥
বিপ্র সব করিতে লাগিল স্বস্ত্যয়ন।
যশোদা করিল তাঁহা সবার পূজন ॥
অন্ন আদি বস্তু বস্ত্র মাল্য বিভূষণে।
সবার অভীষ্ট ধেনুগণ কৈল দানে ॥
যশোদার কোলে কৃষ্ণ বাল্য লীলা রসে
দুগ্ধ পান করি নিদ্রা আনন্দ অলসে ॥
বালকের নিদ্রা দেখি যশোদা অন্তরে।
আনন্দ পাইয়া শোয়াইল ধীরে ধীরে ॥
কত রৌদ্র কত ছায়া স্থান নিরূপিয়া।
অতি শিশুকালে মাতা রাখে শোয়াইয়া
শরৎকালের রৌদ্র না যায় সহনে।
যশোমতী এতেক বিচার করি মনে ॥
নানা রসকূপী ভরা আছিল শকটে।
কৃষ্ণে শোয়াইল রাণী তাহার নিকটে ॥
ঔত্থানিকোৎসুক্যমনা হ'য়ে মনস্বিনী।
সমাগত জন সব সম্মানয়ে রাণী ॥
ক্ষণেকে কৃষ্ণের নিদ্রা ভাঙ্গে আচম্বিতে।
স্তনপান লাগি কৃষ্ণ লাগিল কান্দিতে ॥
কৃষ্ণমাতা সে ক্রন্দন শুনিতে না পাইল।
এথা কৃষ্ণ পদদ্বয় চালিতে লাগিল ॥
শকটের অধোদেশে সুতিয়া আছিল।
প্রবাল কোমল অঙ্ঘ্রি তাহাতে ঠেকিল
শকট উলটা হৈয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।
নানা রসকূপী সব চুর্ণ হৈয়া গেল ॥

যশোদাদি করিয়া যতেক গোপীগণে।
ঔত্থানিক কর্ম্ম করি আছিল গমনে ॥
নন্দ আদি করিয়া যতেক গোপগণে।
আকুল হইলা সবে অদ্ভুত দর্শনে ॥
আপনেই কিরূপে শকট ভাঙ্গা গেল।
কে জানি আসিয়া হেন শকট ভাঙ্গিল ॥
ভাগ্যে আজি শিশু রক্ষা পাইল ইহাতে।
সকলেই আত্মবৎ লাগিল কহিতে ॥
এইমত গোপ গোপী অনিশ্চিত মতি।
বালক সকল কহে তাসবার প্রতি ॥
রোদন করিয়া এই বালক চরণ।
নিক্ষেপ করিয়া কৈল শকট ভঞ্জন ॥
তাসবার কথা সবে করিয়া শ্রবণ।
শ্রদ্ধা না করিল বলি বালক-বচন ॥
রাণী কহে ত্রৈমাসিক শিশু যে আমার।
শকট ভাঙ্গিবে কি না জানে বসিবার ॥
অপ্রমেয় বল সেই বালকের হয়।
তাঁরা শুদ্ধ ভাব বিনা অন্য না জানয় ॥
কপট করিয়া শিশু রোদন করয়।
গ্রহশঙ্কা ভয়ে রাণী তাঁরে কোলে লয় ॥
বিপ্র সব ভালমতে স্বস্ত্যয়ন কৈল।
তবে রাণী পুত্রে স্তনপান করাইল ॥
পূর্ব্ববৎ পরিচ্ছদ করিয়া স্থাপনা।
গোপ সব পূজা দ্রব্য করিল যোজনা ॥
দধ্যাতর কুশ অন্ন আদিতে করিয়া।
অর্চ্চন করিল বিপ্রগণ আহ্বানিয়া ॥
অসূয়া অনৃত দম্ভ ঈর্ষা হিংসা মান।
বিবর্জ্জিত হয় যত মহান্ত প্রধান ॥
হেন সত্যশীলের আশীষ যত হয়।
অবশ্য ফলয়ে যেন বিফল না হয় ॥
এইমত কহি সবে বালক লইয়া।
সাম ঋক্ যজু উপা বচন করিয়া ॥
পবিত্র ঔষধি জলে অভিষেক করি।
বিপ্রগণ দ্বারে স্বস্তিবাচন আচরি ॥
এইমত ব্রজরাজ সমাহিত হৈয়া।
অগ্নিহবনাদি যজ্ঞ বিশেষ করিয়া ॥

প্রসন্ন কারণে সেই ব্রাহ্মণের গণে।
অনেক প্রকার অন্ন করিলেন দানে ॥
স্বর্ণযুত খুর শৃঙ্গ যতেক রচিত।
নানাবিধ ভূষা ধেনু করিয়া ভূষিত ॥
বহু অন্নসহ রাজা সকল ব্রাহ্মণে।
পুত্রের উদয় লাগি করিলেন দানে ॥

তথাহি।

বিপ্রা বেদবিদো যুক্তা স্তেষাং প্রোক্ত স্তথাশীষঃ।
তানিষ্ফলা ভবিষ্যন্তি ন কদাচিদপি ধ্রুবং ॥

এইত কহিল কৃষ্ণের শকট ভঞ্জন।
বাল্যলীলা হয় কর্ণ মন রসায়ন ॥
শকট-ভঞ্জন লীলা যেই জন শুনে।
শুদ্ধ ভক্তি হয় তার কৃষ্ণের চরণে ॥
এইমত কৃষ্ণ নিত্য লীলা প্রকাশয়।
দেখি গোপ-গোপী-মনে আনন্দ বাড়য় ॥
শকট-ভঞ্জন এই করিনু বর্ণন।
তৃণাবর্ত্ত বধ কথা শুন শ্রোতাগণ ॥
ব্রজেশ্বরী বালকের শয়ন লাগিয়া।
দিব্য হিন্দোলিকা গৃহে দিল ঝুলাইয়া ॥
তদুপরে বালকেরে শোয়ায়ে রাখয়।
গৃহকর্ম্ম করি বারবার নেহারয় ॥
এথা কংস পূতনা-মরণ শুনি মনে।
বিষাদ করিয়া যুক্তি করে মন্ত্রী সনে ॥
তৃণাবর্ত্ত নামে এক অসুর আছিল।
রাজ-আজ্ঞা লৈয়া ব্রজে গমন করিল ॥
হিন্দোলা উপরে কৃষ্ণ আছিল শয়নে।
ব্রজেশ্বরী আসি তার করিয়া লালনে ॥
পুত্র কোলে লৈয়া রাণী আনন্দ অন্তরে।
চুম্বন করয়ে মুখ প্রাঙ্গণ উপরে ॥
হেনকালে তৃণাবর্ত্ত নামেতে অসুর।
মহাতেজে বায়ুবেগে আইল ব্রজপুর ॥
সে কথা শুনিয়া কৃষ্ণ অতি কুতূহলে।
বিশ্বম্ভর রূপ হয় যশোদার কোলে ॥
যশোমতী অতিশয় পীড়িতা হইল।
শিশুর গরিমা ভার সহিতে নারিল ॥

সেইখানে ভূমে কৃষ্ণে করায়ে শয়ন।
বিস্মিত হইয়া রাণী হেরয়ে বদন ॥
পুত্রের কল্যাণ হউক এতেক ভাবিয়া।
নারায়ণে ধ্যান করে আবিষ্ট হইয়া ॥
কৃষ্ণের শয়ন লাগি শয্যার কারণে।
বাৎসল্য হৃদয়ে কৈল ত্বরিত গমনে ॥
তৃণ ধূলী উড়াইয়া শূন্যে বায়ুভরে।
তৃণাবর্ত্ত আইসে মহা অন্ধকার ক'রে ॥
সকল গোকুল দশদিগ আবরণে।
আইলেক অতিশয় গভীর গর্জ্জনে ॥
ধূলী সব লাগি সবার নেত্র অন্ধ হয়।
মহাপীড়া পায় কেহ কিছু না হেরয় ॥
এইমত কৃষ্ণমাতা দেখিতে না পায়।
চক্রবাত রূপ শিশু হরি লৈয়া যায় ॥
তৃণাবর্ত্ত বাতক্রমে ধূলায় উড়িল।
মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ব্রজে অন্ধকার হৈল ॥
যশোদা যেখানে কৃষ্ণে শোয়ায়ে রাখিল
অন্বেষণ করি হাতে পুত্র না পাইল ॥
আত্ম পর কেহ কিছু দেখিতে না পায়।
মোহিতা হইল রাণী বাৎসল্য হিয়ায় ॥
দুই দণ্ড পরে ধূলী বৃষ্টি দূর হৈল।
যশোমতী নেত্র মেলি পুত্রে না দেখিল ॥
অত্যন্ত করুণ পুত্রে স্মরণ করিয়া।
শোক করি ভূমে পড়ে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
মৃতবৎসা গাবী যেন বৎস লাগি ধায়।
হাম্বা শব্দে কাঁদে পথে করে হায় হায় ॥

তথাহি।

ইতি খর পবন চক্রপাংশুবর্ষে
সুত পদবীমবলাবিলক্ষ্য মাতা।
অতি করুণ মনুষ্য স্মরন্ত্যা শোচদ্ভুবি
পতিতা মৃতবৎসকা যথা গৌ ॥

এইমত যশোদার রোদন শুনিয়া।
গোপীগণ আইল অতি অনুতপ্তা হৈয়া ॥
অশ্রুপূর্ণ মুখে সবে করয়ে রোদনে।
না দেখয়ে নন্দসুত লইল পবনে ॥

তথাহি।

রুদিত মহুনিষম্য তত্র গোপ্যাভৃশ
মনু তপ্তধিয়োঽশ্রুপূর্ণ মুখ্যঃ।
রুরুদুরনুপলব্ধ নন্দসূনুং পবন-
উপারতপাংশুবর্ষ বেগে ॥

তৃণাবর্ত্ত বায়ুরূপ ধারণ করিয়া।
কৃষ্ণে হরি লৈয়া যায় আকাশে উঠিয়া ॥
বিশ্বম্ভর হরি গলে ধরিয়াছে তারে।
ভার পাঞা তৃণাবর্ত্ত চলিতে না পারে ॥
পাষাণ সমান ভার শিশুর মানিয়া।
বহা নাহি যায় ভারি গরিষ্ঠ জানিয়া ॥
ফেলিবারে চায় শিশু ধরিয়াছে গলে।
অদ্ভুত বালক দেখি হইল বিকলে ॥
ভালরূপে ধরি কৃষ্ণ করিল গ্রহণ।
নিশ্চেষ্ট হইল দৈত্য নির্গত লোচন ॥
শ্বাসরুদ্ধ হৈল বাণী নাহিক বদনে।
প্রাণ ত্যজি শিশুসহ পড়ে ব্রজবনে ॥
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ে পাষাণ উপরে।
বিশীর্ণ বদন সব বিকট শরীরে ॥
রুদ্রশর-বিদ্ধ যেন ত্রিপুর পড়িল।
তৈছে তৃণাবর্ত্ত প্রাণ ত্যজি চূর্ণ হৈল ॥
এথা গোপীগণ অতি কাতর অন্তরে।
রোদন করিয়া শিশু অন্বেষণ করে ॥
তৃণাবর্ত্তাসুর পড়িয়াছে যেইখানে।
সেইখানে গিয়া পাইল কৃষ্ণ দরশনে ॥

তথাহি।

তমন্তরীক্ষাৎ পতিতং শিলায়াং
বিশীর্ণ সর্ব্বাবয়বং করালং।
পুরং যথা রুদ্রশরেণ বিদ্ধং স্ত্রিয়ো
রুদত্যোদ দৃশুঃসুমেতাঃ ॥

তৃণাবর্ত্তোপরি কৃষ্ণ আছে লম্বমানে।
সকলে দেখিল অতি পরম কল্যাণে ॥
মৃত্যুমুখ হৈতে শিশু বিমুক্ত হইল।
দেখিয়া সকলে অতি বিস্ময় পাইল ॥
তবে শিশু কোলে করি ব্রজেশ্বরী স্থানে
আনন্দ পাইয়া শিশু কৈল সমর্পণে ॥

তথাহি।

আদায়মাত্রে প্রতিহৃত্য বিস্মিতা
কৃষ্ণঞ্চ তস্যোপরি লম্বমানং।
তং স্বস্তিমন্তং পুরুষাদনীতং
বিহায়সা মৃত্যুমুখাৎ প্রমুক্তং ॥

নন্দ উপানন্দ আদি যত গোপগণে।
ব্রজেশ্বরী করি সব গোপীগণ সনে ॥
সকলেই প্রাণসম পুত্রেরে পাইয়া।
কহিতে লাগিল অতি আনন্দিত হৈয়া ॥
অদ্ভুত আশ্চর্য্য শিশু রাক্ষসের স্থানে।
নিবৃত্তি হইয়া পুনঃ আইল এখানে ॥

তথাহি।

গোপাঃ সগোপ্যঃ কিল নন্দমুখ্যা
লব্ধাচ্যুতং প্রাপুরতীব মোদং।
অহোবতাত্যদ্ভুতমেব রাক্ষসা বালো-
নিবৃত্তিং গমিতোভ্যগাৎ পুনঃ ॥

হিংসক আপন পাপে আপনি মরয়।
সমতায় সাধু ভয় হৈতে মুক্ত হয় ॥
তৈছে এই খল তৃণাবর্ত্ত আসিছিল।
আপনার পাপে সে আপনি মরি গেল ॥
সমভাবে শিশু ভাল মন্দ নাহি জানে।
অসুরের হাতে রহে পরম কল্যাণে ॥

তথাহি।

হিংস্রঃ স্বপাপেন বিহিংসিতঃ খলঃ
সাধুঃ সমত্বেন ভয়াৎ প্রমুচ্যতে ॥

না জানি কি তপ কৈনু আমরা নিশ্চয়।
নারায়ণ পূজা কিবা ভাগ্য অতিশয় ॥
কিবা কোন শ্রেয়কর্ম্ম আমরা করিনু।
সর্ব্বভূত সৌহৃদ্য বিধানে সে হইনু ॥
যাতে হৈতে এই শিশু পুনঃ যে সজ্ঞানে।
বন্ধুগণের অতি প্রেমে আইল এখানে ॥

তথাহি।

কিম্নস্তপশ্চীর্ণমধোক্ষজার্চ্চনং
পূর্ত্তেষ্টদত্তং যত ভূত সৌহৃদং।
যৎ সংপরেতঃ পুনরেষবালকোদৃষ্ট্যা
স্ববন্ধূন্ প্রণয়ন্নুপস্থিতঃ ॥

ব্রজেশ্বরী অতিশয় প্রেমে নিমগন।
উল্লাস হৃদয়ে চুম্বে কৃষ্ণের বদন ॥

বৃদ্ধ বৃদ্ধা গোপীগণের পদধূলী লৈয়া
কৃষ্ণের সর্ব্বাঙ্গে দিল স্নেহেতে ভরিয়া ॥
ধান্য দূর্ব্বা দিয়া সবে আশীর্ব্বাদ কৈল।
গোপুচ্ছ লইয়া শিশু-অঙ্গে ঠেকাইল ॥
তবে রাণী নিজ পুত্রে কল্যাণ কারণে।
বহুধন দিয়া তুষ্ট করিল ব্রাহ্মণে ॥
দেব অনুরূপ বিপ্র আশীর্ব্বাদ করে।
চিরজীবী হৈয়া শিশু করুন বিহারে ॥
আশীর্ব্বাদ শুনি নন্দ আনন্দিত মনে।
স্নেহে পরিপূর্ণ চুম্বে পুত্রের বদনে ॥
এইমত কৃষ্ণ-বাল্যলীলা মহাবনে।
অনেক অদ্ভুত নন্দ করিয়া দর্শনে ॥
বসুদেব কহিল যে হইবে উৎপাত।
সেই সত্য কথা সব দেখিল সাক্ষাৎ ॥

তথাহি।

দৃষ্ট্বাদ্ভুতানি বহুশো নন্দগোপ বৃহদ্বনে।
বসুদেব বচো ভূয়োমানয়ামাস চ বিস্মিত ॥

এইমত তৃণাবর্ত্ত হইল মোক্ষণ।
যশোমতী পাইলেন আশ্চর্য্য দর্শন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন লীলা বিবরণ কথনে পূতনা মোক্ষ-
ণাদি বর্ণনং নাম ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

চতুস্ত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণের নামকরণাদি কথন।

শ্রীগুরু বৈষ্ণব গোসাঞি কৃপা কর মোরে।
কৃষ্ণলীলা গুণ গাই আনন্দ অন্তরে ॥
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র পিতা মাতা কোলে।
বাল্যলীলা প্রকাশ করিয়া কুতুহলে ॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যেন বাড়ে দিনে দিনে।
দেখি ব্রজবাসিগণ আনন্দিত মনে ॥
ওথা বসুদেব গর্গাচার্য্যে বোলাইয়া।
কহিল রহস্য কথা একান্তে বসিয়া ॥
নন্দব্রজে আগমন করহ আপনে।
একাকী যাইবে যেন কেহ নাহি জানে ॥
তাঁহার মন্দিরে আছে আমার তনয়।
অতি সঙ্গোপনরূপে কারো বেদ্য নয় ॥
তারা দুইজনে নিজ পুত্র করি মানে।
তুমিহ তদনুরূপ করিহ বিধানে ॥
ছয় মাস হৈল নামকরণ সময়।
বুঝিয়া করিবে যেই উপযুক্ত হয় ॥
এতেক শুনিয়া গর্গাচার্য্য মহাশয়।
গমন করিল শীঘ্র নন্দের আলয় ॥
তাঁরে দেখি নন্দ অতি আনন্দিত হৈয়া।
ত্বরাযুত রহিলেন পুটাঞ্জলি হৈয়া ॥
অধোক্ষজ জ্ঞানে দিব্যাসনে বসাইয়া।
অর্চ্চন করিয়া পড়ে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥
তাঁরে উঠাইয়া মুনি করি আলিঙ্গন।
আসনে বসিল হৈয়া আনন্দিত মন ॥
তবে রাজা করিয়া কুশল জিজ্ঞাসন।
আপনাকে শ্লাঘ্য মানি কহেন বচন ॥
আজি সে সফল মোর গৃহ পরিবার।
সফল হইল জন্ম ক্রিয়া যে আমার ॥
এইমত নানা দৈন্যে করে নিবেদন।
শুনি মুনিবর হৈল আনন্দিত মন ॥
এইমত রাজা আনন্দিত করি তাঁরে।
সম্বোধন করি পুনঃ নিবেদন করে ॥
সর্ব্ব অর্থ পরিপূর্ণ রূপ হও তুমি।
তোমার আনন্দ হেতু কি করিব আমি ॥
বুঝিলাম আজি দিন সফল আমার।
অনায়াসে দরশন পাইনু তোমার ॥

দয়ালু স্বভাব তুমি জানিনু অন্তরে।
আমার কল্যাণ হেতু আইলা ব্রজপুরে ॥
স্বকার্য্য নাহিক হীন দীন নিস্তারিতে।
ভ্রমণ করয়ে এই মহান্ত চরিতে ॥

তথাহি।

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাং।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্নান্যথা কল্পতে ক্বচিৎ॥

জ্যোতিষ শাস্ত্রের যেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান
সে তোমার বেদ্য তুমি মহামতিমান ॥
পারাবার তত্ত্ববেত্তা পুরুষ যে জ্ঞানে।
সর্ব্ব বেদবিৎ শ্রেষ্ঠ তুমি সে প্রমাণে ॥
এক নিবেদন করি শুন মহাশয়।
অতি ভাগ্যবলে মোর হইয়াছে তনয় ॥
এ দোঁহার নাম ক্রিয়া সংস্কার কারণে।
আপনেই যোগ্য বুঝি করহ বিধানে ॥
মনুষ্য মাত্রের জন্ম হইতে ব্রাহ্মণ।
সর্ব্বমতে গুরু এই কৈল নিবেদন ॥
নন্দের বচন শুনি গর্গ মহামুনি।
কহিতে লাগিল নিজ কার্য্যসিদ্ধি মানি ॥
যদুকুলের আচার্য্য আমারে সবে জানে।
যদি করি তুয়া পুত্র-সংস্কার বিধানে ॥
বসুদেব সহিতে তোমার সখ্য হয়।
মথুরাতে কংস পাপমতি অতিশয় ॥
দেবকীর পুত্র করি যদি মনে করে।
তবে অকল্যাণ হবে কহিনু তোমারে ॥
এ কথা শুনিয়া নন্দ ভাবি মনে মনে।
পুনঃ নিবেদন করে মুনির চরণে ॥
সদয় হইয়া যদি আজ্ঞা কর মোরে।
নিভৃত স্থানেতে লৈয়া যাইয়ে তোমারে।
অন্য জন কেহ তথা যাইতে না পাবে।
নিঃশঙ্কে সকল কার্য্য আপনে করিবে ॥
স্বস্তিবাচন পূর্ব্বদ্বিজাতি সংস্কার।
অলক্ষিতে আপনে করহ দোঁহাকার ॥
এইমত গর্গ নন্দ-প্রার্থনা শুনিয়া।
মানিলেন প্রয়োজন সিদ্ধির লাগিয়া ॥
আনন্দ হৃদয়ে নন্দ মুনিরে লইয়া।
পরম নিভৃত স্থানে বসিলেন গিয়া ॥
যশোদা রোহিণী কৃষ্ণ বলরাম লৈয়া।
তথায় আইল অতি হরষিত হৈয়া ॥
কৃষ্ণ-বলরাম-রূপ দেখি মুনিবর।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক হৈল আনন্দ অন্তর ॥
দেখিল যে বয়োজ্যেষ্ঠ রোহিণী-তনয়।
কহিতে লাগিল অতি প্রসন্ন হৃদয় ॥
শুন ব্রজরাজ এই রোহিণীনন্দন।
নিজগুণে সুহৃদের করিবে রমণ ॥
তেকারণে ইহার আখ্যান হয় রাম।
বলাধিক্য হৈতে নাম হৈবে বলরাম ॥
যদুবংশ সহ ইহার এক ভাব হয়।
তেকারণে সঙ্কর্ষণ নাম সুনিশ্চয় ॥

তথাহি।

অয়ং বৈ রোহিণীপুত্রো রময়ন্ সুহৃদোগুণৈঃ।
আখ্যাস্যতে রামইতি বলাধিক্যাদ্বলং বিদুঃ।
যদুনাথ পৃথগ্‌ভাবাৎ সঙ্কর্ষণ মুষন্ত্যপি ॥

তবে কৃষ্ণহস্ত দেখি কহে মুনিবর।
শুন নন্দ তুয়া পুত্র গুণের সাগর ॥
বহু জন্ম বহুরূপ নাম যে ইহার।
গুণকর্ম্ম অনুরূপ হয় সুনির্দ্ধার ॥
সে সকল জানি আমি না জানয়ে আর।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু সকলের সার ॥

তথাহি।

বহূনিসন্তি রূপাণি নামানি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তন্বহং বেদনোজনঃ॥

সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলিযুগ চতুষ্টয়।
চারি যুগে চারি রূপ ধরি প্রকটয় ॥
সত্যযুগে শুক্লবর্ণ চারি হাত ধরে।
শিরে জটাভার সে বল্কলাম্বর পরে ॥
তপস্বীর বেশ করি তপস্যা বিধানে।
যুগ অনুরূপ উদ্ধারয়ে সর্ব্বজনে ॥

তথাহি।

কৃতে শুক্লশ্চতুর্ব্বাহু জটিলোবল্কলাম্বর ইত্যাদি ॥

ত্রেতাযুগে হয় রক্তবর্ণ কলেবর।
স্বর্ণবর্ণ জটা চতুর্ভুজ রক্তাম্বর ॥

শ্রুক শ্রুব হাতে করি যজ্ঞের বিধানে।
লোকে লওয়াইয়া ধর্ম্ম তারে প্রজাগণে ॥

তথাহি।

ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোঽসৌ চতুর্ব্বাহুস্ত্রিমেখল ইত্যাদি ॥

কলিকালে পীতবর্ণ হয়ত ইহাঁর।
সংকীর্ত্তন ধর্ম্ম লোকে করিয়া প্রচার ॥
আপনে আস্বাদে প্রেমা নাম সংকীর্ত্তন।
সেই দ্বারে নিস্তারয়ে কলি-প্রজাগণ ॥

তথাহি।

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদং।
যজ্ঞৈঃসংকীর্ত্তনং প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধস ॥

ইদানী দ্বাপর শেষে তোমার কুমার।
শ্যামবর্ণ ধরি ইতি হৈল অবতার ॥
নাম রূপ গুণের যে ইহোঁ সমাশ্রয়।
পরম মাধুর্য্য রূপ লীলা রসময় ॥
পীতাম্বরধারী বনমালা বিভূষণ।
দেখিতে অপূর্ব্ব রূপ জগতমোহন ॥
শ্রীবৎস কৌস্তুভ বক্ষে শোভিত ইহার।
ইহোঁ যে অর্চ্চন কর্ম্ম করিবে প্রচার ॥

তথাহি।

দ্বাপরে ভগবান্ শ্যামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ।
শ্রীবৎসাদিভিরঙ্কৈশ্চ লক্ষণৈরুপলক্ষিত ॥

ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান তিনকালে।
চারিযুগের কথা মুনি কহিলেন ছলে ॥

তথাহি।

আসন্ বর্ণা স্ত্রয়োহস্য গৃহ্নতোঽনুযুগং তনুঃ।
শুক্লোরক্ত স্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥

নন্দ প্রতি কহে পুনঃ শুনহে রাজন্।
বর্ত্তমান দেখিছ যে তোমার নন্দন ॥
কোন যে সময়ে বসুদেব-সুত হয়।
বাসুদেব নাম তবে বিজ্ঞ সবে কয় ॥

তথাহি।

প্রাগয়ং বসুদেবস্য কচিজ্জাতস্তবাত্মজঃ।
বাসুদেব ইতি শ্রীমানভিজ্ঞাঃ সংপ্রচক্ষতে ॥

আর কত রূপ নাম পুত্রের তোমার।
গুণ কর্ম্ম অনুরূপ আছয়ে অপার ॥

সে সকল সবিশেষ আমি সবে জানি।
সকলে না জানে সত্য কহিলাম বাণী ॥
এহ সে করিবে শ্রেয় তোমা সবাকার।
গোকুল আনন্দ রূপ গুণ সর্ব্বসার ॥
নানামত দুর্গতি যে উপস্থিত হৈবে।
ইহাঁ হৈতে শীঘ্রগতি তোমরা তরিবে ॥
যে সকল লোক তুয়া পুত্র মহাভাগে।
করিবে অত্যন্ত প্রীত প্রেম অনুরাগে ॥
শত্রুপক্ষ হৈতে তাসবার পরাভব।
না হইবে যেন বিষ্ণুপক্ষ দেব সব ॥
তস্মাৎ শুনহ নন্দ আত্মজ তোমার।
নারায়ণ সম গুণ রূপ সর্ব্বসার ॥

তথাহি।

তস্মান্নন্দাত্মজোঽয়ং তে নারায়ণ সমোগুণৈঃ।
শ্রিয়া কীর্ত্ত্যানুভাবেন গোপায়স্ব সমাহিত ॥

এইমত গর্গমুনির বচন শুনিয়া।
ভার্য্যা সহ ব্রজরাজ আনন্দিত হৈয়া ॥
নানা রত্ন আনি দিল মুনির চরণে।
আশীর্ব্বাদ করি মুনি গেল সঙ্গোপনে ॥
এইমতে গর্গাচার্য্য মথুরা চলিল।
নন্দ আনন্দিত মনে কৃতার্থ মানিল ॥

তথাহি।

ইত্যাত্মানাং সমাদিশ্য গর্গে চ মথুরাং গতে।
নন্দঃ প্রমুদিতং মেনে আত্মানং পূর্ণমাশীষাং ॥

এইত কহিনু কৃষ্ণের নাম প্রকরণ।
এবে বাল্যলীলা কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
কত দিন পরে রামকৃষ্ণ দুইজনে।
বাল্যরসে মুগ্ধ ফিরে নন্দের ভবনে ॥
দুই জানু দুই কর ভূমেতে ধরিয়া।
হামাগুড়ি দিয়া চলে হাসিয়া হাসিয়া ॥
ক্ষণে আগে চলে ক্ষণে সমানে চলয়।
দেখি পিতা মাতা অতি আনন্দ হৃদয় ॥

তথাহি শ্রীধর স্বামী।

বাল্যক্রীড়া চমৎকারৈঃ কৃষ্ণরামেন সংযুতঃ।
পরমানন্দমাধত্তে ব্রজে নন্দযশোদয়াঃ ॥

নন্দের ভবনে লোক যাতায়াত করে।
তার পাছে যায় দোঁহে আনন্দ অন্তরে ॥

ব্রজের কর্দ্দমে অঙ্গ হয় বিভূষণ।
আকস্মিক শব্দ শুনি করয়ে শ্রবণ ॥
বাল্যভাবে মুগ্ধ প্রায় ভয়যুক্ত মনে।
মাতার নিকটে দোঁহে করয়ে গমনে ॥
দেখি মাতা কহে অতি আক্ষেপ বচন।
ছি ছি হেন অঙ্গে কেন লেপিছ কর্দ্দম ॥
স্নেহে পরিপূর্ণ দোঁহে করিয়া ক্ষালন।
পুত্র কোলে করি অঙ্গ করয়ে মার্জ্জন ॥
চন্দনের পঙ্কে অঙ্গ ভূষণ করিয়া।
দোঁহে দোঁহা কোলে করে বাহু প্রসারিয়া
বাৎসল্য আবেশে পুত্রমুখে দেয় স্তন।
দুগ্ধপান করে দোঁহে অতি নিমগন ॥
ক্ষণে মাতার মুখ হেরি ঈষৎ হাসিয়া।
পুনঃ দুগ্ধপান করে স্তনে মুখ দিয়া ॥
মনোহর হাস্য অল্প দন্ত মুখে দেখি।
যশোদা রোহিণী দোঁহে হয় মহাসুখী ॥
এইমত কৃষ্ণ বলরাম দুইজন।
দিনে দিনে বাল্যলীলা করে প্রকটন ॥
একদিন বৎসগণে প্রাঙ্গণে দেখিয়া।
তাহার নিকটে যায় হাসিয়া হাসিয়া ॥
ক্ষুদ্র বৎসপুচ্ছ ধরি দাণ্ডাইয়া রয়।
চঞ্চল স্বভাব বৎস স্থির নাহি হয় ॥
প্রাঙ্গণের ইতস্ততঃ করয়ে ভ্রমণ।
পুচ্ছ ধরি পিছে পিছে যায় দুইজন ॥
ব্রজের অবলাগণ এ লীলা দেখিয়া।
আনন্দে মগন গৃহকার্য্য পাসরিয়া ॥
দিনে দিনে দোঁহে অতি চঞ্চল হইল।
যাঁহা তাঁহা খেলা করি বুলিতে লাগিল ॥
গো মহিষ আদি করি যত শৃঙ্গিগণ।
তার মাঝে মাঝে দোঁহে করেন ভ্রমণ ॥
নিষেধ করয়ে সবে অতি শঙ্কা পায়্যা।
তথাপি না মানে বুলে নির্ভয় হইয়া ॥
কোনখানে অনল দেখিয়া দুইজনে।
হাত দিতে চাহে কিছু ভয় নাহি মনে ॥
কুক্কুর বিড়াল আদি দেখি দংষ্ট্রীগণে।
লাঙ্গুলে ধরয়ে কভু কানে ধরি টানে ॥
কদাচিত সর্প যদি খেলে কোনখানে।
তার পুচ্ছ ধরে গিয়া রজ্জুবৎ জ্ঞানে ॥
যাঁহা যাঁহা জল দেখে তাঁহা তাঁহা যায়।
নিষেধ না মানে দোঁহে করে হায় হায় ॥
যাঁহা পক্ষিগণ রহে তার কাছে খেলে।
কণ্টক নিকটে যায় হইয়া চঞ্চলে ॥
যশোদা রোহিণী দোঁহে নিষেধ লাগিয়া।
পিছে পিছে বুলে সদা সাবধান হৈয়া ॥
যবে এ সকল স্থানে উপস্থিত হয়।
তবে দোঁহে দোঁহা কোলে করিয়া আনয় ॥
নানামতে স্নেহে দোঁহা করয়ে পালন।
ক্ষীর সর ননী ছেনা করান ভক্ষণ ॥
তবে দোঁহে নিজ নিজ মাতৃকোলে বসি।
স্তনপান করি খেলে মন্দ মন্দ হাসি ॥
এইমত দোঁহাকার নিষেধ করিতে।
গৃহকৃত্য নাহি হয় সমুদ্বিগ্ন চিত্তে ॥
দুগ্ধ আবর্ত্তন আর দধি নির্ম্মন্থন।
দুই কার্য্য করে দোঁহে পুত্রের কারণ ॥
সময়ে সে সব কার্য্য করিতে না পায়।
লভিলেন দোঁহে মনে অবস্থান প্রায় ॥

তথাহি।

শৃঙ্গ্যগ্নি দংষ্ট্রাহি জলদ্বিজ কণ্টকেভ্যঃ,
ক্রীড়া পরাহবতি চলৌ স্বসুতৌ নিষেদ্ধুং
গৃহ্যানি কর্ত্তুমপি তত্র ন মজ্জনস্থৌশে-
কাত আপতুরলং মনসোনবস্থাং ॥

এইমত দুই ভাই নন্দের মন্দিরে।
দুই চারি পদ চলে প্রাঙ্গণ উপরে ॥
দেখি নন্দ ভার্য্যাসহ আনন্দে মগন।
আধ আধ কথা কহে সহাস্য বদন ॥
নানা অলঙ্কারে পূর্ণ কৈল কলেবর।
কটিতটে নীল পীত ধটী মনোহর ॥
প্রাঙ্গণে ফিরয়ে দোঁহে নাচিয়া নাচিয়া।
ব্রজবাসিগণ দেখে হরষিত হৈয়া ॥
আনন্দে মগন রাণী কহয়ে কৃষ্ণেরে।
মা মা বলি আসি কোলে চড়হ সত্বরে ॥
জননীর বাক্য শুনি সস্মিত বদনে।
মা মা বলি কোলে চড়ি করে স্তনপানে ॥

আনন্দে যশোদা চুম্বে কৃষ্ণের বদন।
ক্ষীর সর ননী আদি করান ভক্ষণ॥
এইমতে কৃষ্ণলীলা দেখে ব্রজবাসী।
আনন্দে পূর্ণিত নাহি জানে দিবানিশি॥
দিনে দিনে দোঁহে অতি বলবন্ত হৈল।
ব্রজশিশু সঙ্গে করি ভ্রমিতে লাগিল॥
বলরাম সঙ্গে করি নানা লীলা করে।
দেখি গোপীগণ সুখে আপনা পাসরে॥

তথাহি।

ততস্তু ভগবান্ কৃষ্ণো বয়স্যৈর্ব্রজবালকৈঃ।
সহরামো ব্রজস্ত্রীণাং চক্রীড়ে জনয়ন্মুদং॥

সর্ব্ব ঘরে ঘরে ফিরে ননীর কারণে।
গোপীগণ বাক্যরস করে কৃষ্ণ সনে॥
কেহ কহে কৃষ্ণ তোমার পিতা ব্রজরাজ।
কিসের অভাব তার এই ব্রজমাঝ॥
তাহার তনয় হৈয়া শিশুগণ সনে।
ঘরে ঘরে ফির সদা নবনী কারণে॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র গোপিকার বাক্য শুনি।
কহিতে লাগিল কিছু সুমধুর বাণী॥
শুনহ তোমরা যে কহিলে সব সত্য।
ক্ষীর সর ননী ছেনা ঘরে খাই নিত্য॥
আজি ইচ্ছা হৈল মনে সবার সদনে।
ক্ষীর সর ননী ছেনা করিব ভক্ষণে॥
স্বেচ্ছাতে না দেহ যবে রাখ সঙ্গোপনে।
চুরি করি খাব সত্য কহিনু বচনে॥
শুনি সব ব্রজনারী হাসিতে লাগিল।
ক্ষীর সর ননী আনি কৃষ্ণে খাওয়াইল॥
এইমতে সর ননী করিল ভক্ষণ।
সখাগণ সঙ্গে ত্বরা গেল স্বভবন॥
তাহা দেখি ব্রজেশ্বরী আনন্দ পাইল।
স্নেহে পরিপূর্ণা হৈয়া কহিতে লাগিল॥
শুন বাপু এতক্ষণ ছিলা কার ঘরে।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ ছটফট করে॥
রহিতে না পারি ঘরে ফিরিয়ে চাহিয়া।
আমার সোনার চাঁদ কোলে চড়সিয়া॥

স্নেহে পরিপূর্ণ রাণী স্তনে দুগ্ধ ক্ষরে।
পুত্রমুখ নিরখিয়া আপনা পাসরে॥
তবে কৃষ্ণ জননীর কোলেতে চড়িয়া।
স্তনপান করে অতি হরষিত হৈয়া॥
নিজবস্ত্রাঞ্চলে রাণী কৃষ্ণাঙ্গ মোছয়।
পুনঃ পুনঃ মুখ ধরি চুম্বন করয়॥
ক্ষীর সর ননী রাণী আনিয়া সত্বরে।
কৃষ্ণেরে খাওয়ায় অতি সরস অন্তরে॥
ব্রজেশ্বরী-কোলে চড়ি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
পা-খানি দোলায় ননী করেন ভক্ষণ॥
দিন অবসানে রাণী গৃহকর্ম্ম সারি।
শয়ন করয়ে ঘরে কৃষ্ণ কোলে করি॥
এইমতে রাত্রি গেল প্রাতঃকাল হৈল।
উঠি বাল্যভাবে কৃষ্ণ কান্দিতে লাগিল॥
তাহা দেখি কৃষ্ণমাতা সত্বর হইয়া।
ক্ষীরলাড়ু আনি দিল ধড়াতে বান্ধিয়া॥
সদ্য ননী দুগ্ধ সর খাইয়া যতনে।
আনন্দ পাইয়া কৃষ্ণ আইল প্রাঙ্গণে॥
শিশুগণ সঙ্গে করি নাচিতে লাগিল।
দেখি যশোমতী অতি আনন্দিত হৈল॥
ঘুঙ্গুর নূপুর বাজে অতি সুমধুর।
সে ধ্বনি শুনিয়া সবার আনন্দ প্রচুর॥
এইমতে কতক্ষণ নাচি শিশু সঙ্গে।
নগর ভ্রমিতে গেল অতি বড় রঙ্গে॥
গোপীগণ ঘরে গিয়া কহে মিষ্টবাণী।
তোমার ঘরেতে আইনু খাইতে নবনী॥
গৃহ-ননী হৈতে তুয়া ননী মিষ্ট হয়।
লুব্ধচিত্তে আইনু তেঞি তোমার আলয়।
তারা কহে মোসবার ঘরে ননী নাই।
এক্ষণে গমন তুমি করহ কানাই॥
তাহার বচন শুনি ঈর্ষাযুত হৈল।
নানা কথা ছল করি তথাই রহিল॥
তারা কার্য্য অনুরোধে যায় স্থানান্তরে।
সেই অবসরে কৃষ্ণ প্রবেশয় ঘরে॥
ক্ষীর সর ননী সব যেখানে আছিল।
অন্বেষণ করি তাহা বাহির করিল॥

আপনে কতক ননী করিল ভক্ষণ।
শিশুগণে দিলা কিছু করিয়া বণ্টন ॥
অবশেষ ক্ষীর ননী যতেক রহিল।
মর্কটগণেরে তাহা ফেলাইয়া দিল ॥
হেনই সময়ে তাঁহা আইল গোপনারী।
দ্রব্য অপচয় দেখি কহে ক্রোধ করি ॥
কি কার্য্য করিল এই নন্দের নন্দন।
বড়ই চঞ্চল তুমি বুঝিনু লক্ষণ ॥
এমত করিয়া কেবা অপচয় করে।
ভাণ্ড ভাঙ্গি ননী খাও বিলাহ বানরে ॥
ব্রজেশ্বরী আগে আজি তোমা লৈয়া যাব।
উত্তম বিধান করি দণ্ড করাইব ॥
শুনি নন্দসুত কহে অতি মিষ্ট বাণী।
এখন করহ ক্রোধ কেনে গোয়ালিনী ॥
নবনী তোমার স্থানে মাগিনু পহিলে।
তবে যে নাহিক বলি প্রতারণা কৈলে ॥
এক্ষণে আমারে দোষ দেহ কি কারণে।
আপন চরিত্র কিছু নাহি ভাব মনে ॥
এত কহি হাসি কৃষ্ণ তাহারে চাহিল।
হাস্য মুখ দেখে তার দুঃখ সব গেল ॥
এইমত আর এক গৃহেতে যাইয়া।
অন্বেষণ করি কাঁহা ননী না পাইয়া ॥
বাহির প্রাঙ্গণে বৎসগণ বান্ধা ছিল।
হাসি কৃষ্ণচন্দ্র তাহা মোচন করিল ॥
ধাইল সকল বৎস নিজ মাতা স্থান।
অধরে ভরিয়া স্তনদুগ্ধ করে পান ॥
এইমত শিশু সঙ্গে অন্য ঘরে যায়।
ননী না পাইয়া ভাণ্ড ভাঙ্গিয়া পলায় ॥
আর এক গৃহে গিয়া উপস্থিত হৈল।
ঘর শূন্য দেখি কাঁহা ননী না পাইল ॥
তবে ঘরে দেখে শিশু আছেত শুতিয়া।
ক্রোধ করি তারে মারি যায় কান্দাইয়া ॥

তথাহি।

বৎসান্ মুঞ্চন্ ক্বচিদসময়ে ক্রোধসঞ্জাত হাসস্তেয়ং
স্বাদ্বত্ত্যথ দধিপয়ঃ কল্পিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ।
মর্কটান্ ভক্ষণবিজতি সচেন্নাত্তি ভাণ্ডং ভিনত্তি দ্রব্যা-
লাভেস্বগৃহকুপিতোয়া ত্যুপক্রোশ্যতোকান্ ॥

তথা হৈতে এইমতে অন্যঘরে গেল।
সে আলয় মধ্যে কার দেখা না পাইল ॥
গৃহে প্রবেশিয়া ননী অন্বেষণ করে।
ইতিউতি নেহারিয়া চাহেন উপরে ॥
দেখে শিকোপরি ভাণ্ড পরিপূর্ণ হয়।
আনন্দিত হৈয়া কিছু মনে বিচারয় ॥
এই সব ভাণ্ডপূর্ণ ক্ষীর ননী রয়।
হস্ত প্রসারণে কিছু লভ্য নাহি হয় ॥
কেমনে এসব দ্রব্য করিব ভক্ষণে।
ভাবিতে দেখয়ে উদুখল সেই স্থানে ॥
তাহা আনি শিকাতলে ধরিল সত্বরে।
পিড়ি একখানি আনি দিল তদুপরে ॥
মন্দ মন্দ হাসি উদুখলেতে চড়িল।
পাঁচনি লইয়া তার তলে ছিদ্র কৈল ॥
তলে মুখ পাতি রহে সরস অন্তরে।
ধারাবহি পড়ে ননী মুখের ভিতরে ॥
পরিপূর্ণরূপে কৃষ্ণ ভুঞ্জে ক্ষীর সর।
উদুখল হৈতে নামে হইয়া সত্বর ॥
ক্রমে শিশুগণে খাওয়াইল এইমতে।
নিঃশেষ করিয়া দ্রব্য চলিল ত্বরিতে ॥
আর এক ঘরে গিয়া উপস্থিত হয়।
অন্বেষিয়া ক্ষীর সর কিছু না দেখয় ॥
তারা সব কৃষ্ণচন্দ্রের ধার্ষ্ট্যতা শুনিয়া।
অন্ধকারে রাখিয়াছে যতন করিয়া ॥
ক্ষীর সর লাগি তাঁহা করয়ে গমন।
অঙ্গজ্যোতি নানা মণি উজ্জ্বল কিরণ ॥
অন্ধকার গৃহ তাহে হয় দিন প্রায়।
ক্ষীর সর ননী তাহাঁ সবে মিলি খায় ॥
গোপী সব গৃহকৃত্যে ব্যগ্রচিত্ত হয়।
তথা কৃষ্ণ এইমত লীলা আচরয় ॥

তথাহি।

হস্তাগ্রহ্যে রচয়তি বিধিং পীঠকোদুখলাদ্যৈ-
শ্ছিদ্রং হ্যন্তর্নিহিতং বয়নঃ শীক্যভাণ্ডেষু তদ্বৎ।
ধ্বান্তাগারে ধৃতমণিগণং স্বাঙ্গমর্থপ্রদীপং
কালে গোপ্যা যদি গৃহকৃত্যেষু ব্যগ্রচিত্তা ॥

এইমত লীলা কৃষ্ণ করি কতক্ষণ।
শীঘ্রগতি চলিলেন আপন ভবন ॥

জননী নিকটে গিয়া ধৈর্য্য হৈয়া রহে।
যশোদা তাহারে কত স্নেহবাক্য কহে॥
এতক্ষণ কোথা ছিলে মোর প্রাণধন।
ব্যগ্র হৈয়া তুয়া পথ করি নিরীক্ষণ॥
এ ক্ষীর নবনী সর লইয়া যতনে।
হাতে করি রাখিয়াছি তোমার কারণে॥
এত কহি ক্ষীর ননী দেন কৃষ্ণমুখে।
কোলে বসি ননী খান পাঞা অতি সুখে॥
নন্দের নন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বচিত্ত হরে।
তারে না দেখিয়া ব্যগ্র সবার অন্তরে॥
গোপনারীগণ কৃষ্ণের না পায়্যা দর্শন।
কথাছলে সবে আইসে নন্দের ভবন॥
ব্রজেশ্বরী-কোলে কৃষ্ণ আছেন বসিয়া।
হেনকালে গোপী সব মিলিল আসিয়া॥
কৃষ্ণমুখ দেখি মনে আনন্দ পাইল।
দরশন লোভে নানা কথা আরম্ভিল॥
শুনগো যশোদা রাণী সবার বচন।
তুয়া পুত্র লাগি মোরা ছাড়িব ভবন॥
অতি যে আশ্চর্য্য তুয়া পুত্র ব্যবহারে।
ক্ষীর সর ননী কিছু না রহিল ঘরে॥
শিশুগণ সঙ্গে মোসবার ঘরে গিয়া।
ননী দেহ ননী দেহ কহে ফুকরিয়া॥
যে দিন স্বেচ্ছাতে ননী না দেই ইহারে।
মহাক্রোধ করি যান বাড়ীর বাহিরে॥
মোরা যাই গৃহকৃত্যে বিমনা হইয়া।
সেই অবসরে শীঘ্র গৃহে প্রবেশিয়া॥
যে কিছু নবনী সর সব রহে ঘরে।
আপনি খাইয়া ফেলি দেন বানরেরে॥
বৎসগণ রাখি মোরা প্রাঙ্গণে বান্ধিয়া।
বহু দুগ্ধ পাইব এত মনেতে করিয়া॥
তুয়া পুত্র গিয়া বৎস মোচন করয়ে।
তারা সব দুগ্ধ খায় আমরা না পাইয়ে॥
ক্রোধ করি যাই যদি তর্জ্জিয়া গর্জ্জিয়া।
মোসবার মুখ হেরে হাসিয়া হাসিয়া॥
তাহা দেখি মোসবার দুঃখ যায় দূরে।
কি বলিব মুখে কার বাক্য নাহি স্ফুরে॥
এইমত আচরয়ে তোমার নন্দন।
কি করি উপায় মোরা কহ সে কারণ॥
রাণী বলে জান যদি মোর পুত্র দুষ্ট।
প্রত্যহ আসিয়া সব দ্রব্য করে নষ্ট॥
সাবধান হৈয়া কেন না কর গোপনে।
কৃষ্ণ যেন সেই দ্রব্য না পায় যতনে॥
দুই একদিন যদি ননী না পাইবে।
আর দিন হৈতে তুয়া গৃহে না যাইবে॥
ব্রজেশ্বরী-কথা শুনি হাসি গোপীগণ।
কহিতে লাগিল অতি মধুর বচন॥
শুন ব্রজেশ্বরী যেই কহিলে আপনে।
তোমার নন্দন সে সকল তত্ত্ব জানে॥
মোরা নিত্য ক্ষীর সর ভাণ্ডেতে ভরিয়া।
উচ্চস্থলে রাখি শিকা উপরে তুলিয়া॥
তুয়া পুত্র আগে করে গৃহ অন্বেষণে।
তথা না পাইয়া ঊর্দ্ধে করে নিরীক্ষণে॥
কর চালাইয়া যদি লাগি নাহি পায়।
উদুখলে চড়ি ছিদ্র করে ভাণ্ড-গায়॥
তলে রহি ঊর্দ্ধমুখে বদন প্রকাশে।
ক্ষীর সর মুখে পড়ে ভুঞ্জয়ে হরিষে॥
আপনে খাইয়া দেন সব শিশুগণে।
শেষে মর্কটেরে ফেলি দেন যে অঙ্গনে॥
আর যে কহিলে শুন চরিত্র ইহার।
কভু নাহি দেখি শুনি হেন ব্যবহার॥
অন্ধকার স্থানে দ্রব্য রাখি যে যতনে।
কিরূপে জানিয়া কৃষ্ণ যায় সেইখানে॥
নির্ম্মল শরীর জ্যোতি ধৃতমণিগণে।
প্রবেশে তিমির নাশে উজ্জ্বল কিরণে॥
স্বচ্ছন্দে নবনী সবে করয়ে ভক্ষণ।
হেন ব্যবহার করে তোমার নন্দন॥
এইমত শিশুগণ সঙ্গতি করিয়া।
মোসবার ঘরে নানা ধার্ষ্ট্য করে গিয়া॥
প্রাঙ্গণ মাঝারে যেই বাস্তু পূজা স্থান।
সুমার্জ্জিত যুতি যত দেখিয়া বিধান॥
মলমূত্র বিসর্জ্জন সেখানে করিয়া।
শিশু সনে অন্যস্থানে যায় পলাইয়া॥

চৌর্য্যপ্রায় বিরচিত কৃতি বিলক্ষণ।
তুয়া কোলে রহে যেন পরম সজ্জন॥
এইমত গোপীগণ কৃষ্ণগুণ গাথা।
প্রত্যেকে সকলে ব্যাখ্যা করি কহে কথা॥
নিজ মাতা-কোলে কৃষ্ণ এতেক শুনিয়া।
বসি রহে শঙ্কাযুত নেত্র প্রকাশিয়া॥
তাহাতে হইল মুখে মনোহর শোভা।
দরশনে গোপীগণ নেত্র-মনোলোভা॥
শুনিয়া যশোদা হৈল প্রহসিতমুখী।
বুঝিতে নারিল কৃষ্ণ দরশন সুখী॥
অতি যে আনন্দ মনে হয় তাসবারে।
কৃষ্ণরূপ দেখি নারে গৃহে যাইবারে॥

তথাহি।

এবং ধাষ্ট্র্যান্যুাকুরুতে মনোনাদীনি বাস্তৌ
স্তেয়োপায়ৈ বিরচিত কৃতিঃ সুপ্রতিকে যথাস্তে।
ইত্থং স্ত্রীভিঃ সভয়নয়ন শ্রীমুখা লোকিনীতি
ব্যাখ্যপর্থান্ প্রহসতি মুখী নহ্য পালঙ্কু মৈচ্ছৎ॥

এইমত গোপী সব বাক্যছলে রয়ে।
কৃষ্ণের মাধুরী সবে দ্বিনয়নে পিয়ে॥
ক্ষণেক অন্তরে সবে যায় নিজঘরে।
নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে॥
ব্রহ্মাণ্ডঘাটের কথা কহিব এখন।
অতি সে অদ্ভুত কথা শুন শ্রোতাগণ॥
যমুনার ঘাট মহাবনের দক্ষিণে।
গোপ গোপী স্নান করে জল আহরণে॥
সেখানে করিল কৃষ্ণ মৃত্তিকা ভক্ষণ।
ব্রজেশ্বরী পাইল মুখে ব্রহ্মাণ্ড দর্শন॥
তদবধি তাহার ব্রহ্মাণ্ড ঘাট নাম।
সংক্ষেপে কহিব কিছু সে রস আখ্যান॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সে পথে যাইয়া।
বলরাম সঙ্গে খেলে শিশুগণ লৈয়া॥
কত কত মত খেলা আরম্ভ করিলা।
অনেক প্রকার সবে করে শিশুলীলা॥
শ্রীলীলা পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রতনয়।
শিশুযোগ্য লীলা করে লোকে যত হয়॥
অপূর্ব্ব সৌরভযুত মৃত্তিকা পাইয়া।
ভক্ষণ করিল কিছু হাসিয়া হাসিয়া॥

আর কত শিশু তাঁর সে লীলা দেখিয়া।
তাঁর অনুগত কার্য্য করে হর্ষ হৈয়া॥
দেখি বলরাম কত শিশুগণ সনে।
নিষেধিল না করিহ মৃত্তিকা ভক্ষণে॥
এইমতে বহুক্ষণ তাঁহা করে খেলা।
এথা কৃষ্ণমাতা অতি বাৎসল্যে বিহ্বলা॥
ক্ষীর সর ননী লৈয়া কৃষ্ণের কারণে।
একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করে পথপানে॥
অতি যে বাৎসল্যে রাণী করি অন্বেষণ।
সেইখানে গেলা যাঁহা খেলে শিশুগণ॥
কহিতে লাগিল রামকৃষ্ণ দুইজনে।
ক্ষীর সর ননী লৈয়া দোঁহার কারণে॥
মোরা একদৃষ্টে রহি পথপানে চায়্যা।
ঘরে নাহি যাহ সবে কিসের লাগিয়া॥
শিশুগণ কহে কৃষ্ণ মৃত্তিকা খাইল।
বলরাম কহে মাতা আমি নিষেধিল॥
ব্রজেশ্বরী দেখি কৃষ্ণ শঙ্কাযুত হৈল।
নিকটে পাইয়া রাণী হাতেতে ধরিল॥
গদগদ স্বরে রাণী কহয়ে বচন।
কেনে বাপ কৈলে তুমি মৃত্তিকা ভক্ষণ॥
পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়ে যাহা যাহা।
বড়ই অশান্ত আত্মা কর তাহা তাহা॥
কিসের অভাব তোমার পিতা ব্রজরাজ।
ক্ষীর সর ননী পূর্ণ আছে গৃহমাঝ॥
লুকায়ে মৃত্তিকা কেনে করহ ভক্ষণ।
আমারে কহিল এই সব শিশুগণ॥
কৃষ্ণ কহে মাতা আমি মৃত্তিকা না খাই।
রাণী কহে সাক্ষী তুয়া অগ্রজ বলাই॥
তবে কৃষ্ণ কহে মাতা খেলাতে হারিয়া।
সকলেই মিথ্যা কহে তুয়া স্থানে গিয়া॥
যদি সত্য মান শিশুগণের বচন।
সাক্ষাতে দেখহ তবে আমার বদন॥
মাতা কহে যদি মিথ্যা কহে শিশুগণে।
তবে মুখ মেল আমি দেখি এইক্ষণে॥
এত শুনি কৃষ্ণ ক্রীড়ামনুজ বালক।
অব্যাহতৈশ্বর্য্য হরি সকল পালক॥

ঈষৎ হাসিয়া মুখ প্রসারণ কৈল।
সেই মুখে ব্রজেশ্বরী ব্রহ্মাণ্ড দেখিল॥
স্থিরচর দশদিক আর যে আকাশ।
সপ্ত দ্বীপ আব্ধি সহ ভূগোল প্রকাশ॥
বায়ু অগ্নি ইন্দু তারাগণের সহিত।
দেখিল জ্যোতিষচক্র তহি যথোচিত॥
জল তেজ বায়ুগণ আর যে পবন।
আর কত হয় বৈকারিকেন্দ্রিয়গণ॥
মনোমাত্রা গুণত্রয় যারে কহে বেদ।
জীব কাল স্বভাব কর্ম্মাশয় লিঙ্গ ভেদ॥
এক স্থানে এইমত বিচিত্র যে হয়।
ব্রজ ব্রজবাসী কেহ আপনা দেখয়॥
পুত্রমুখে ব্রজেশ্বরী এতেক দেখিল।
অত্যাশ্চর্য্য মানি চিত্তে ভাবিতে লাগিল॥
কিবা স্বপ্ন কিবা এই দেবমায়া হয়।
কিবা মোর বুদ্ধি মোহ হইল নিশ্চয়॥
কিবা জন্মকালে কোন যোগ প্রাপ্ত হৈল।
তেকারণে শিশুমুখে এতেক দেখিল॥
কায় মনোবাক্যে রাণী বিচার করিল।
যথার্থ রূপেতে কিছু বুঝিতে নারিল॥
যাহার আশ্রয় এ সুদুর্বিভাব্য হয়।
অথবা আমার চিত্ত হেন যে করয়॥
কিবা যাহা হৈতে আমি এতেক দেখিল
বুঝিতে না পারি তারে দণ্ডবৎ কৈল॥

তথাহি।

কিং স্বপ্ন এতদুত দেবমায়া
কিম্বা মদীয়োবত বুদ্ধি মোহঃ।
অথো অমুষ্যৈব মমার্ভকস্যয়ঃ
কশ্চনোৎপত্তিক আত্মযোগঃ॥
অথো যথাবন্ন বিতর্ক গোচরং
চেতোমনঃ কর্ম্মবচোভি রঞ্জসা।
যদাশ্রয়ং যেন যতঃ প্রতীয়তে
সুদুর্বিভাব্যং প্রণতোস্মি তৎপদং॥

ব্রজেন্দ্রগৃহিণী যশোমতী আমি সতী।
ব্রজেশ্বর নন্দ যে আমার হয় পতি॥
এই কৃষ্ণ শিশুরূপ আমার তনয়।
গোপ গোপী গোধন সকল আমার হয়॥
যাহার মায়াতে কৈল হেন যে যুকতি।
সেই সর্ব্ব পরাৎপর হয় মোর গতি॥

তথাহি।

অহং মমাসৌ পতিরেষ মে সুতো
ব্রজেশ্বরেস্যাখিল বিত্তপা সতী।
গোপাশ্চ গোপাসহগোধনাশ্চ মে
যন্মায়য়েথং কুমতিঃ সমে গতিঃ॥

এইমত তত্ত্ব কথা মাতার বিদিতে।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তাহা জানিয়া ত্বরিতে॥
পুত্র স্নেহময়ী যে বৈষ্ণবীমায়া হয়।
তাহা বিস্তারিল কৃষ্ণ যোগমায়াশ্রয়॥
যশোদার তৎক্ষণে সে জ্ঞান নষ্ট হৈল।
পুত্র কোলে আনি রাণী আনন্দ পাইল॥
অতি যে বাৎসল্যযুত হৃদয় হইল।
স্নেহস্রুত স্তনপান করাতে লাগিল॥
এইত কহিনু কৃষ্ণের মৃত্তিকা ভক্ষণ।
ব্রজেশ্বরী পাইল যাঁহা আশ্চর্য্য দর্শন॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবনলীলা বিবরণ কথনে নামকরণাদি বাল্যলীলা বর্ণনং নাম চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলাদি বর্ণন।

জয় জয় ব্রজভূমি জয় ব্রজবন।
জয় বৃন্দাবন জয় গিরি গোবর্দ্ধন॥
জয় লীলাস্থল জয় কৃষ্ণলীলা গণ
জয় কৃষ্ণলীলা পরিকর সর্ব্বজন॥

জয় বলরামচন্দ্র রোহিণীনন্দন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন জয় ব্রজের জীবন॥
এবে কহি মহাবনে আর যে যে লীলা।
দধিমন্থনের হাণ্ডি যেরূপে ভাঙ্গিলা॥
যেরূপে করিল যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।
সে সকল কথা কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
একদিন যশোমতী নন্দের গৃহিণী।
প্রাতঃকালে শয্যোত্থান করিয়া আপনি॥
ত্বরা করি গৃহদাসীগণে বোলাইয়া।
যথাযোগ্য কার্য্যে সবা নিযুক্ত করিয়া॥
আপনে লাগিল দধি করিতে মন্থন।
কৃষ্ণের ভক্ষণোচিত নবনী কারণ॥
কৃষ্ণ-বাল্যলীলা যত করিয়া স্মরণ।
দধিমন্থনের কালে করেন গায়ন॥
মনোহর ভুরুযুগ্ম বদন উপরে।
পৃথু কটিতটে চিত্র পট্টবাস ধরে॥
কম্পিত যুগল স্তন রজ্জু আকর্ষণে।
পুত্র স্নেহভরে দুগ্ধ স্রবে দুই স্তনে॥
ভুজযুগে কঙ্কণ যুগল অতি চলে।
রতন কুণ্ডল দোলে শ্রবণ যুগলে॥
শ্রমযুত মুখে পড়ে বিন্দু বিন্দু ঘাম।
বিগলিত কেশ খসে মালতির দাম॥
এইমতে ব্রজেশ্বরী করয়ে মন্থন।
কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-গানে আনন্দে মগন॥
স্তনপান লাগি কৃষ্ণ তথায় আসিয়া।
মাতার অঞ্চল ধরে প্রীতিযুত হৈয়া॥
প্রার্থনা করয়ে দুগ্ধ পানের কারণে।
বাহ্য স্মৃতি নাহি রাণীর কৃষ্ণগুণ-গানে॥
মন্থনের দণ্ড কৃষ্ণ তথনে ধরিল।
না চলে মন্থন রাণী বাহ্য প্রকাশিল॥
কৃষ্ণচন্দ্রে দেখি মাতা কোলেতে করিল।
স্নেহে সুতে স্তনপান করাতে লাগিল॥
স্তনপান করে কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া।
আনন্দে মগন রাণী পুত্রমুখ চাঞা॥
হেনকালে দেখে দুগ্ধ পড়ে উথলিয়া।
তাহার কারণে গেল বালক রাখিয়া॥
স্তনপান করি কৃষ্ণ তৃপ্তি না পাইল।
জননী-বিধান দেখি ক্রোধ উপজিল॥
কম্পিত অরুণাধর দশনে চাপিয়া।
পাষাণে করিয়া দধি-ভাজন ভাঙ্গিয়া॥
কপট রোদন অশ্রু ধরিল নয়নে।
প্রবেশ করিল গৃহে ননীর কারণে॥
তথা রাণী দুগ্ধ উত্তারিয়া শিক্যোপরে।
রাখিয়া পুনশ্চ তাঁহা আইল সত্বরে॥
ভাঙ্গিয়াছে দধিহাণ্ডি তাহা যে দেখিল।
বুঝিয়া পুত্রের কার্য্য হাসিতে লাগিল॥
চকিত হইয়া রাণী চারিদিকে চায়।
সেইখানে বালকেরে দেখিতে না পায়॥
হেথা কৃষ্ণ ক্রোধমনে গৃহমাঝে গিয়া।
দধি-দুগ্ধ-ভাণ্ড কত ফেলিল ভাঙ্গিয়া॥
উপরে চাহিয়া দেখে শিকার উপরে।
হৈয়ঙ্গব ভাণ্ড সব আছে থরে থরে॥
হাতে নাহি পায় নীচে উদুখল দিয়া।
তাহার উপরি চড়ি নবনী পাড়িয়া॥
আপনি কতক খাইল তথায় বসিয়া।
বানরে ফেলায়ে দিল যথেষ্ট করিয়া॥
নবনী করিয়া চুরি শঙ্কিত নয়নে।
চাহিয়া আছেন জননীর পথপানে॥
ব্রজেশ্বরী এইমতে দেখিয়া কৃষ্ণেরে।
পাঁচনি করিয়া হাতে যায় ধীরে ধীরে॥
দেখিল যে মাতা আইসে ছড়ি হাতে করি
ভয় পাঞা তথা হৈতে চলিলেন হরি॥
যোগী সব তপস্যা বিধানে মনে যাঁরে।
ক্ষণ এক ধরিতে যোগ্যতা নাহি ধরে॥
হেন কৃষ্ণ পিছে রাণী চলিল ধাইয়া।
দণ্ড করিবারে চাহে ননীর লাগিয়া॥
মহাক্রোধে যায় রাণী থাক থাক বোলে।
দূরে রহি তাহা দেখে গোপিকা সকলে॥
জননীর অতি ক্রোধ দেখি ভগবান্।
পলাইয়া যায় ক্ষণে ক্ষণে ফিরি চান॥
কতদূর গিয়া পুনঃ মাতারে নিরখে।
মহাশ্রমযুক্ত অতি ঘর্ম্ম পড়ে মুখে॥

পরিসর চলিত নিতম্ব গুরুভারে।
সুমধ্যমা ব্রজেশ্বরী গমন মন্থরে ॥
ত্বরিত গমনে কেশ বিগলিত হৈল।
কবরী বিন্যাস ফুল খসিয়া পড়িল ॥
এইমত জননীর শ্রম নিরখিয়া।
মনের সহিতে কৃষ্ণ বিচার করিয়া ॥
ত্বরিত গমন ছাড়ি যায় ধীরে ধীরে।
শ্রমভরে শিশু যেন চলিতে না পারে ॥
অপরাধ করি কৃষ্ণ যশোদার ভয়ে।
রোদন করিয়া নেত্রযুগল মার্জ্জয়ে ॥
দেখিল যশোদা ভয়বিহ্বল লোচন।
অপরাধ করি কেন করয়ে রোদন ॥
হাতে ছড়ি বহুমত ভয় দেখাইয়া।
তাড়ন করয়ে নানা বচন কহিয়া ॥
দেখি কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় ভীত হৈলা।
বুঝিয়া ত্যজিল ছড়ি বালক বৎসলা ॥
কৃষ্ণভুজযুগে রাণী চাপিয়া ধরিল।
বাৎসল্য আবেশে ধরি দ্বারে লঞা গেল ॥
শুদ্ধ প্রেম যশোদার ঐশ্বর্য্য না জানে।
দামেতে বান্ধিব হরি ইচ্ছা করে মনে ॥
দাসীগণে আজ্ঞা দিল তারা আনে দাম।
আপনে বান্ধয়ে দেবী নবঘনশ্যাম ॥
কটিতে বেড়িয়া দড়ি আনয়ে সত্বরে।
দ্বি-অঙ্গুল নাহি আঁটে বান্ধিতে না পারে ॥
পুনঃ আর দাম আনি দেয় দাসীগণ।
বান্ধিবার কালে হয় দ্বি-অঙ্গুল ন্যূন ॥
পুনঃ আর দাম আনাইয়া সেইমতে।
তৈছে ন্যূন হয় রাণী না পারে বান্ধিতে ॥
যশোদা স্বগৃহ দাম সব যোগাইল।
দ্বি-অঙ্গুল ন্যূন রাণী বিস্মিতা হইল ॥
দেখিয়া অপূর্ব্ব রীতি হাসে গোপীগণে।
বান্ধিতে না পারে রাণী হাসয়ে আপনে ॥
কৃষ্ণেরে বান্ধিব আজ এই তাঁর মনে।
টানাটানি করে দড়ি গ্রন্থির কারণে ॥
সর্ব্ব অঙ্গে ঘর্ম্ম কেশ বিগলিত হৈল।
অতি পরিশ্রম কৃষ্ণ মাতায় দেখিল ॥

স্ববাৎসল্য শুদ্ধ গাঢ় ভাব তাঁর দেখি।
বন্ধন স্বীকার কৈল হৈয়া অতি সুখী ॥

তথাহি।

স্বমাতুঃ স্বিন্নগাত্রায়া বিস্রস্তকবরস্রজঃ।
দৃষ্ট্বা পরিশ্রমং কৃষ্ণ কৃপয়াসীৎ স্ববন্ধনে ॥

যশোদার শুদ্ধ প্রেম করি প্রশংসন।
শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ ॥
ব্রহ্ম আত্মা ভগবান্ প্রকাশ যাহার।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ সকলের সার ॥
সচ্চিৎ আনন্দময় যেইরূপ হয়।
প্রাকৃত জনের তিহোঁ দৃশ্য কভু নয় ॥
দ্বিভুজ স্বরূপ নিত্য ব্রজেন্দ্রকুমার।
যশোমতী পুত্রজ্ঞান করি আপনার ॥
প্রাকৃত জননী যৈছে বান্ধয়ে পুত্রেরে।
তৈছে দামে উদুখলে বান্ধয়ে পুত্রেরে ॥

তথাহি।

তং মত্বাত্মজমব্যক্তং মর্ত্যলিঙ্গমধোক্ষজং।
গোপিকোদুখলেদাম্না ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥

সেই কৃষ্ণ স্ববশ আপন স্বেচ্ছাময়।
স্বেচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড এই যার বশে হয় ॥
সেই কৃষ্ণ নিজ শুদ্ধ প্রেমভক্তি বশে।
বন্ধন স্বীকারে ভক্ত বশ্যতা প্রকাশে ॥

তথাহি।

এবং সন্দর্শিতাহ্যঙ্গ হরিণা ভক্তবশ্যতা।
স্ববশে নাপি কৃষ্ণেন যস্যেদং সেশ্বরং বশে ॥

বিরিঞ্চি বিশ্বের স্রষ্টা ঈশ্বর তনয়।
সকল ভক্তের আদি গুরু যেঁহো হয় ॥
মহাদেব ভক্তের দৃষ্টান্ত রূপ হয়।
মহাযোগী আত্মারাম আত্মা যারে কয় ॥
তদঙ্গ সংশ্রয়া লক্ষ্মী পরম প্রেয়সী।
প্রেমসেবা করে নিত্য অভিমান দাসী ॥
ঐশ্বর্য্য জ্ঞানেতে জানে প্রভু নারায়ণ।
তদীয়তা জ্ঞানে ইহা সভার ভাজন ॥
আপনাকে ঈশ্বর অধীন করি মানে।
বশীভূত নহে প্রভু এমত ভজনে ॥
যশোদার ভাগ্য কেবা করিবে বর্ণন।
কেবল বাৎসল্য রসে সতত যে মন ॥

টার শুদ্ধ প্রেমে সদা বশ ভগবান্ ।
অতএব হয় আপনাকে পুত্রজ্ঞান ॥
যশোমতী কৃষ্ণের প্রসাদ যে পাইল ।
তেমত প্রসাদ এ সকলে না লভিল ॥

তথাহি ।

নেমং বিরিঞ্চি ন ভবো ন শ্রীরপ্যঙ্গসংশ্রয়া প্রসাদ
লেভিরে গোপী যত্তৎ প্রাপ্যবিমুক্তিদাৎ ॥

আত্মভূত জ্ঞানী সব জীব অভিমানে ।
ব্রহ্ম আত্মা রূপ তারা করয়ে ভজনে ॥
সে সকল ভাবে এই যশোদা-তনয় ।
স্বয়ং ভগবান্ কভু প্রাপ্ত নাহি হয় ॥
ব্রজবাসিগণ নিজ সম্বন্ধাভিমানে ।
মোর পুত্র মোর সখা প্রিয়তম জ্ঞানে ॥
মদীয়তা ভাবে রাণী করয়ে লালন ।
সখাশুদ্ধ সখ্যে করে সাম্য আচরণ ॥
এইমত শুদ্ধ প্রেম ব্রজবাসিগণে ।
সেই প্রেমবশ কৃষ্ণ হয় অনুক্ষণে ॥
ব্রজলাল সম শুদ্ধ প্রেম হয় যার ।
সেই জন পায় সুখে ব্রজেন্দ্রকুমার ॥

তথাহি ।

নায়ং সুখাপোভগবান্ দেহিন্ গোপিকাসুতঃ ।
জ্ঞানীনাঞ্চাত্ম ভূতানাং যথাভক্তি মতামিহ ॥

এইমতে ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণেরে বান্ধিয়া ।
ব্যগ্র হৈয়া যায় দুগ্ধ নবনী লাগিয়া ॥
গ্রামের পশ্চিম দিকে নন্দের আলয় ।
পশ্চিম বিভাগে তার বহির্দ্বার হয় ॥
তাহার পশ্চিমে বৃক্ষ যমল অর্জ্জুন ।
অনেক কালের সেই হয় পুরাতন ॥
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়া সে যমল অর্জ্জুন ।
সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা প্রভু জানিল কারণ ॥
পূর্ব্বেতে গুহ্যক দুই কুবের তনয় ।
নলকুবর মণিগ্রীব নাম খ্যাত হয় ॥
পরম সুন্দর দোঁহে মহা ধনবান্ ।
রজোগুণে ধ্বংস হৈল দোঁহাকার জ্ঞান ॥
করয়ে সে সব কর্ম্ম যেই লয় চিত্তে ।
ধনমদে অন্ধ কিছু না পায় দেখিতে ॥

দেখি নারদের চিত্তে দয়া উপজিল ।
অনুগ্রহ কারণে দোঁহারে শাপ দিল ॥
লোকপাল-পুত্র হৈয়া এই দুই জনে ।
তমঃপ্লুত সুদুর্ম্মদ আপনা না জানে ॥
তমো গুণে স্থাবর স্বভাবে বৃক্ষ যেন ।
স্থিরতর জ্ঞানহীন এই দুই তেন ॥
অতএব তরু জন্ম উচিত দোঁহার ।
পুনঃ যেন হেন কর্ম্ম নাহি করে আর ॥
বৃক্ষযোনি পাইলে বুঝিবে প্রয়োজন ।
তমো ধ্বংস হৈলে বুদ্ধি হৈবে বিচক্ষণ ॥
মোর অনুগ্রহে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লভিয়া ।
নিজলোক যাইবে অতি ভক্তিযুত হৈয়া ॥
অতএব দোঁহে মহাবনেতে যাইয়া ।
বহুকাল রহুঁ তাঁহা স্থাবর হইয়া ॥
যমল অর্জ্জুন রূপে সেই দুইজনে ।
মহাবনে রহিয়াছে কৃতার্থ কারণে ॥
এত জানি ধীরে ধীরে সেই স্থানে গেল ।
যমল অর্জ্জুন দেখি মনে বিচারিল ॥
যস্মাৎ এ দুই হয় কুবেরনন্দন ।
তস্মাৎ দোঁহারে আজি করিব মোচন ॥
ভাগবত মুখ্যঋষি মোর প্রিয়তম ।
অবশ্য করিব সত্য তাহার বচন ॥

তথাহি ।

দেবর্ষি মে প্রিয়তমো যদি মে ধনদাত্মজৌ ।
সত্তথা সাধয়িষ্যামি যদ্গীতং তু মহাত্মনা ॥

অর্জ্জুনের বৃক্ষ দুই দেখি অতি কাছে ।
গমনের যোগ্যপথ তার মাঝে আছে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র সেই পথে গমন করিল ।
বদ্ধ উদুখল দুই বৃক্ষেতে লাগিল ॥
শিশুরূপ ভকতবৎসল দামোদর ।
উদুখল আকর্ষণ করিল সত্বর ॥
অঙ্ঘ্রি বদ্ধ বৃক্ষ দুই উন্মূলিত হৈয়া ।
ত্বরিতে পড়িল শব্দ প্রচণ্ড করিয়া ॥
বৃক্ষ দুই হৈতে দুই পুরুষ উঠিল ।
দুহুঁ অঙ্গকান্ত্যে দশদিক আলো কৈল ॥

যমল অর্জ্জুন যেন ছিল এক স্থানে।
জাতিস্মরা হৈয়া তেন রহে দুইজনে ॥
আপন অগ্রেতে তৈছে কৃষ্ণেরে দেখিয়া।
অখিল লোকের নাথ তাহারে জানিয়া ॥
পুটাঞ্জলি শিরে দোঁহে প্রণাম করিয়া।
কহিতে লাগিল রজোগুণ তেয়াগিয়া ॥

তথাহি।

তত্র শ্রিয়া পরময়া ককুভঃ স্ফুরন্তৌ
সিদ্ধাবুপেত্য কুজয়োরিব জাতদেবা।
কৃষ্ণং প্রণম্য শিরসাখিললোকনাথং
বদ্ধাঞ্জলী বিরজসা বিদমূচপুঃ স্ম ॥

জয় জয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাযোগীশ্বর।
প্রধান পুরুষ তুমি সকলের পর ॥
ব্যক্তাব্যক্ত যত হয় এই ত সংসার।
তুমি সে ঈশ্বর প্রভু কারণ সবার ॥
তুমি ভগবান্ বিষ্ণু অব্যয় ঈশ্বর।
কালরূপ হও তুমি সবার উপর ॥
মহান্ প্রকৃতি সূক্ষ্ম রজঃ সত্ব তমঃ।
সর্ব্বময় আপনে যে হও সর্ব্বোত্তম ॥
পুরুষ অধ্যক্ষ সর্ব্ব ক্ষেত্র বিকারজ্ঞ।
তোমারে এ সব রূপে কহে সব বিজ্ঞ ॥
প্রকৃত বিকার গুণে তোমার গ্রহণ।
করিতে না পার তুমি পরম কারণ ॥
জানিতে তোমার তত্ত্ব বিশেষ করিয়া।
কাহার যোগ্যতা গুণ সংবৃত হইয়া ॥
অতএব মোরা তত্ত্ব বুঝিতে না পারি।
তোমার চরণদ্বন্দ্বে প্রণাম আচরি ॥

তথাহি।

তস্মৈ তুভ্যং ভগবতে বাসুদেবায় বেধসে।
আত্মজ্যোতিগুণৈশ্ছন্ন মহিম্নে ব্রহ্মণে নমঃ।

শিরে কর যুড়ি পুনঃ করে নিবেদন।
অবধান কর প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
অশরীরী তুমি যে তোমার অবতার।
শরীর সকলে বেদ্য হয় সবাকার ॥
প্রাকৃত শরীরী জীব সে শরীর নাশে।
অপ্রাকৃত শরীর তোমার স্বপ্রকাশে ॥
যথা।—অপ্রাকৃতত্বাদ্রূপস্যাপ্যরূপোংশাবুদীর্য্যত ॥

মৎস্য কূর্ম্ম নৃসিংহ বরাহ হয়গ্রীব
নানা রূপ অবতার যেন নানা জীব ॥
সে সব শরীরে জীবের দেহ সাম্য নহে।
জীব দেহ বিনাশে সে সব নিত্য রহে ॥
সেই সেই অতুল্যাতিশয় বীর্য্য করি।
জীব তুল্য নহে জীব শরীর ভিতরি ॥
যথা।—বৈকুণ্ঠভুবনে নিত্যে নিবসন্তি মহোজ্জ্বলাঃ।
সর্ব্বে সর্ব্বগুণৈঃ পূর্ণাঃ সর্ব্বদোষ বিবর্জ্জিতাঃ। সর্ব্বে নিত্যাশাশ্বতাশ্চ ॥

এইমত নানাবিধ অবতার হৈয়া।
দুষ্ট নাশ কর শিষ্ট রক্ষার লাগিয়া ॥
সে সকলে কেহ কলা কেহ অংশরূপ।
সকলের অংশী তুমি দ্বিভুজ স্বরূপ ॥
যথা।—গূঢ়ং পরং ব্রহ্ম মনুষ্য লিঙ্গং ॥
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণব্রহ্মসনাতনং ইতি চ ॥

স্বয়ং ভগবান্ তুমি সর্ব্ব অংশ পূর্ণ।
বলদেব সহিতে হইলা অবতীর্ণ ॥
সকল লোকের ভব বিভব কারণে।
সম্প্রতি বরদেশ্বর নন্দের ভবনে ॥
যথা।—তস্যাবতারাজ্ঞায়ন্তে শরীরীষ্ব শরীরিণঃ
তৈস্তৈরতুল্যাতিশয়ৈ বীর্য্যৈ দেহিষ সঙ্গতৈঃ
স ভবান্ সর্ব্বলোকানাং ভবায় বিভবায় চ।
অবতীর্ণোহংশভাগেন সাংপ্রাতং পতিরাশিষাং

শির পুটাঞ্জলি করি কৃষ্ণের চরণে।
দণ্ডবৎ হৈয়া স্তব করে দুইজনে ॥

তথাহি।

নমঃ পরমকল্যাণ নমস্তে বিশ্বমঙ্গল।
বাসুদেবায় শান্তায় যদূনাং পতয়ে নমঃ ॥

শুন প্রভু নিবেদন করি দুইজনে।
নিজ অনুচর দাস জানিবে এক্ষণে ॥
তোমার দর্শন হেন আমা দোঁহাকার।
পরম দুর্ল্লভ এই নিবেদিনু সার ॥
নারদ গোসাঞি শাপ দিল দোঁহাকারে।
অনুগ্রহ কারণে সে বুঝিনু বিচারে ॥
তাঁহার করুণা হেতু তোমার চরণ।
দরশনে কৃতার্থ হইনু দুইজন ॥
এবে বাণী রহুঁ তুয়া গুণানুকথনে।
সব কথা রহুঁ আমা দোঁহার শ্রবণে ॥

দুই হস্ত রহুঁ তুয়া কার্য্য প্রয়োজনে।
মন রহুঁ তুয়া পদদ্বন্দ্বের স্মরণে ॥
তোমার নিবাস স্থান যত ইতি হয়।
তাহার প্রণামে শির রহুক নিশ্চয় ॥
মোসবার দৃষ্টি রহুঁ সতের দর্শনে।
সে সব তোমার তনু বুঝিনু বিধানে ॥
এইমত সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কীর্ত্তন শ্রবণ।
স্মরণ দর্শন প্রণামাদি নিবেদন ॥
পরম আনন্দে দোঁহে সর্ব্বকাল করি।
মায়াবদ্ধ হৈয়া যেন তোমা না পাসরি ॥

তথাহি।

বাণী গুণানুকথনে শ্রবণৌ কথায়াং
হস্তৌ চ কর্ম্ম সুমন স্তব পাদয়োর্নঃ।
স্মৃত্যাং শিরস্তব নিবাস জগৎ প্রণামে
দৃষ্টিঃ সতাং দর্শনেঽস্তু ভগবত্তনুনাং ॥

এইমত গোকুল-ঈশ্বর ভগবান্।
শুনিয়া কীর্ত্তন দোঁহে যে করিলা গান ॥
সেইরূপে উদুখলে দামবদ্ধ হৈয়া।
দুইজন প্রতি কিছু কহেন হাসিয়া ॥
এ সকল কথা পূর্ব্বে গোচর আমার।
ধন মদমত্ত অন্ধ দেখিয়া দোঁহার ॥
করুণ হৃদয়ে মুনি দোঁহারে শাপিল।
বিধ্বংস করিয়া অতি অনুগ্রহ কৈল ॥
সাধু সব সমচিত্ত আমাগত মনে।
ভ্রমণ করয়ে জীব নিস্তার কারণে ॥
তাসবা দর্শন হৈতে কর্ম্মবন্ধ নাশে।
তমো নাশ করে যেন সূর্য্যের প্রকাশে ॥
আমারে পরম তত্ত্ব জানিলে এক্ষণে।
তস্মাৎ গমন কর আপন সদনে ॥
আমাতে জন্মিল তোমা দোঁহাকার ভাব
পরম ঈপ্সিত ভব হইল যে লাভ ॥
এত শুনি দোঁহে কৃষ্ণ পরিক্রমা করি।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ প্রণাম আচরি ॥
উদুখলে বদ্ধ সে কৃষ্ণের আজ্ঞা লৈয়া।
চলিল উত্তর দেশে আনন্দিত হৈয়া ॥

তথাহি।

ইত্যুক্তৌ তৌ পরিক্রম্য প্রণম্য চ পুনঃ পুনঃ।
বদ্ধোদুখলমামন্ত্র্য জগ্মতুর্দিশমুত্তরাং ॥

এইত কহিনু যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।
এবে আর লীলা কথা করহ শ্রবণ ॥
পড়িল যে বৃক্ষ দুই শুনিয়া সে রব।
একত্র হইয়া নন্দ আদি গোপ সব ॥
নির্ঘাত শব্দেতে ভয়-শঙ্কিতা হইয়া।
কতক্ষণ পরে সেই স্থানেতে যাইয়া ॥
দেখিয়া বিস্ময় হৈল সকলের মন।
ভূমে পড়িয়াছে ভাঙ্গি যমল অর্জ্জুন ॥
সে দোঁহার পতন কারণ না দেখিয়া।
ইতস্ততঃ ভ্রমে সবে ভাবনা করিয়া ॥
দামবদ্ধ বালকেরে দেখিল সেখানে।
ভ্রমণ করয়ে উদুখল বিকর্ষণে ॥
এমত আশ্চর্য্য কোথা হৈতে কেবা কৈল।
উৎপাত ভয়েতে সবে কাতর হইল ॥
কৃষ্ণেরে বান্ধিলা রাণী করিয়া শ্রবণ।
দেখিতে আসিয়াছিল যত শিশুগণ ॥
তারা সব কহে এই নন্দের নন্দন।
তেরছে করিয়া উদুখল বিকর্ষণ ॥
দুই বৃক্ষ মধ্যে গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল।
বৃক্ষ দুই পড়িয়া পুরুষ দুই হৈল ॥
কি জানি কি কথা কহি কোথাকারে গেল
দূরে হৈতে এইমত আমরা দেখিল ॥
নন্দ আদি শিশুবাক্য করিয়া শ্রবণ।
অসম্ভব কথা বলি না কৈল গ্রহণ ॥
বালক হইয়া দুই বৃক্ষ উপাড়িল।
কেহ কেহ মনে ঐছে সন্দিগ্ধা হইল ॥
আপন আত্মজ নন্দ করিল দর্শন।
দামবদ্ধ উদুখল করে বিকর্ষণ ॥
প্রসন্ন বদনে বন্ধ করিয়া মোচন।
কোলে করি পুত্রমুখে করয়ে চুম্বন ॥
যশোদার প্রতি বাক্য তাড়ন করিয়া।
বাড়ীর ভিতরে গেল পুত্রেরে লইয়া ॥

ক্ষীর সর ননী আনি যত্নে খাওয়াইল।
ঈষৎ হাসিয়া কৃষ্ণ মাতাকোলে গেল ॥
সুখে রাণী পুত্রে স্তন পান করাইল।
আপনা ভর্ৎসিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল ॥
মুঞি দুষ্টমতি দধি দুগ্ধ বড় মানি।
উদুখলে বান্ধিয়া রাখিনু নীলমণি ॥
ব্রজেশ্বর-পুণ্যফলে বালক বাঁচিল।
সার্থক ঈশ্বরে ভক্তি রাজা যে করিল ॥
মোসম কঠিন হিয়া নাহি ত্রিভুবনে।
কহিতে পুলক অঙ্গে ঝরয়ে লোচনে ॥
এইমত স্নেহে রাণী পরিপূর্ণা হয়।
কদাচ ঈশ্বর বুদ্ধি কৃষ্ণে না জন্ময় ॥

তথাহি।

ত্রয্যাচোপনিষদ্ভিশ্চ সাংখ্যযোগৈশ্চসাত্বতৈঃ।
উপগীয়মান মাহাত্ম্যং হরিং সামান্ততাত্মজং ॥

ব্রজরাজ নিজ পুত্রের কল্যাণ কারণে।
গবাদি ও ধন দান করিল ব্রাহ্মণে ॥
ঐছে বাল্যলীলা করি গোকুলনগরে।
শ্রীকৃষ্ণ বাৎসল্য রস সমুদ্রে বিহরে ॥
আত্মবুদ্ধে গোপীগন কৌতুক করিয়া।
ক্ষীর সর ননী দিব বলি লোভাইয়া ॥
নাচিতে বলয়ে কৃষ্ণে বালকের মত।
তা সবার আগে নৃত্য করেন অদ্ভুত ॥
কভু মুগ্ধ প্রায় হয় গানরসাবেশে।
দারু যন্ত্র পায় কৃষ্ণ তাসবার বশে ॥
পিঁড়ি উনানের চোঙ্গা বাধা ধরিবারে।
কহিলেই মাত্র কৃষ্ণ সাবধানে করে ॥
এইমত গোপিকার প্রীতিবশ হৈয়া।
মর্দ্দন করয়ে বাহু আনন্দ পাইয়া ॥
আপন ভৃত্য বশ্য গুণ তাহা প্রকাশিয়া।
তদভিজ্ঞ জনে তাহা দর্শন করায়্যা ॥
ভগবান্ বালক চেষ্টিত লীলাগুণে।
ব্রজের আনন্দদায়ী হইলা আপনে ॥
ফলবিক্রয়িণী এক দিন দ্বারে গিয়া।
ফল কেন আসি লোকে বলে ডাক দিয়া ॥
সর্ব্ব ফলদাতা কৃষ্ণ সে কথা শুনিয়া।
ধান্য লৈয়া ত্বরা যায় ফলার্থি হইয়া ॥
মাতা প্রতি ভয় করি ফিরি ফিরি চায়।
ত্বরিত গমনে ধান্য পথে পড়ি যায় ॥
চ্যুত ধান্য করদ্বয় তাহারে দেখিয়া।
ফলবিক্রয়িণী ফলে দিল পূরাইয়া ॥
কৃষ্ণ তার ফল ভাণ্ড রত্নে পূরাইল।
আনন্দে বিস্মিতা সেই নিজ ঘরে গেল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ঐছে লীলা করি মহাবনে।
দ্বারে দ্বারে খেলিয়া ভ্রময়ে শিশু সনে ॥

যথা রাগঃ।

এক দিন রঙ্গে, বলরাম সঙ্গে,
নবঘনশ্যাম হরি।
পীতাম্বর ধর, বেশ মনোহর,
শিশুগণ সঙ্গে করি ॥
যমুনার তীরে গিয়া।
হৈল অতি বেলা, খেলে নানা খেলা,
আনন্দে মগন হৈয়া ॥
রামের জননী, দেখি সে রোহিণী,
দোঁহারে আহ্বান করে।
নীলমণি শ্যাম, বাপু বলরাম,
ত্বরায় আইস ঘরে ॥
দেখিল দেখিতে, নিমগন চিতে,
না শুনে আমার বাণী।
ত্বরা করি গেলা, ও পুত্র-বৎসলা,
আইলা যশোদা রাণী ॥
দেখিল ক্রীড়াতে, অগ্রজ সহিতে,
নীলমণি নিমগনে।
প্রেমার আবেশে, গদ গদ ভাষে,
স্নেহে স্রবে দুই স্তনে ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ শুন, কমল নয়ন,
তাত কোলে আইস ধায়্যা।
ক্ষুধায় মলিন, হৈয়াছে বদন,
স্তনপান করসিয়া ॥
খেলি নানা খেলা, শ্রান্ত হৈয়া গেলা,
ভোজনের কাল হৈল।

বাপুরে বলাই, অনুজ কানাই,
লৈয়া ঝাট ঘরে চল ॥
বিহানে ভোজন, করি দুইজন,
খেলা করিবারে আইলা।
খেলারসে ভোলা, হৈল অতি বেলা,
সময়ে নাহিক গেলা ॥
ওথা ব্রজেশ্বর, আকুল অন্তর,
আছে দুহুঁ পথ চায়্যা।
ভোজন করিতে, না পারে যাইতে,
ত্বরিতে আইস ধায়্যা ॥
সব শিশুগণ, আপন আপন,
গৃহের মাঝারে গিয়া।
করিয়া ভোজন, সঙ্গে দুইজন,
পুনঃ খেলাইহসিয়া ॥
আজি জন্মদিন, আনিয়া ব্রাহ্মণ,
ধেনুগণ কর দানে
দেখ শিশুগণে, স্নান বিভূষণে,
খেলায়ে তোমার সনে ॥
শুনহ কানাই, বাপুরে বলাই,
চলহ গৃহের মাঝে।
ধূলায় ধূসর, দুহুঁ কলেবর,
করহ সিনান কাজে ॥
পরি বিভূষণ, করিলে ভোজন,
নন্দের আনন্দ হয়।
শুন দুই জন, না ঠেল বচন,
এ নন্দকিশোর কয় ॥
লীলাগুণ রূপে কৃষ্ণ সর্ব্বশিরোমণি।
দেখিয়া আনন্দে ভাসে যশোদা রোহিণী ॥
অতিশয় স্নেহেতে আকুল হয় তনু।
হাতে ধরি গৃহে লৈয়া গেল রামকানু ॥
নন্দের আনন্দ হৈল দোঁহারে দেখিয়া।
আইলা রোহিণী দেবী ত্বরিত হইয়া ॥
আপন আপন সুতে করাই স্নপন।
দুঁহে দুহুঁ অঙ্গ ত্বরা কৈল নির্ম্মঞ্ছন ॥
সুতৈল হরিদ্রা নানা গন্ধ উদ্বর্ত্তনে।
সুবাসিত জলে পুনঃ করাইল স্নপনে ॥
নীল পীত বাস দোঁহে পরায়ে দোঁহারে
সাজাইলা নানা চিত্র মণি অলঙ্কারে ॥
তবে নন্দ দোঁহাকার কল্যাণ লাগিয়া।
ধেনুগণ দান করে আনন্দ পাইয়া ॥
দ্বিজগণ স্বস্তি পূর্ব্ব আশীর্ব্বাদ করি।
গমন করিল সুখে দেখিয়া সে হরি ॥
ব্রজরাজ-চিত্তে বহু আনন্দ হইল।
কৃষ্ণ বলরাম সহ ভোজন করিল ॥

তথাহি।

ইত্থং যশোদা তমশেষ শেখরং
মত্বাসুতং স্নেহ নিবদ্ধ ধীনৃপ।
হস্তে গৃহীত্বা সহরামমচ্যুতং
নীত্বা স্ববাটিরং কৃতবত্যথোদয়ং ॥

এইমত দুই বর্ষ তিন মাস হৈল।
বিবিধ বিনোদ খেলা মহাবনে কৈল ॥
অতঃপর কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ।
মহাবন হৈতে যৈছে গেল বৃন্দাবন ॥
নন্দ আদি গোপ সব একত্র হইয়া।
বৃদ্ধ বৃদ্ধ গোপসহ মিলন করিয়া ॥
নানান্ উৎপাত সব দেখি মহাবনে
সবে মেলি করেন মন্ত্রণা সুবিধানে ॥
নন্দের অগ্রজ উপনন্দ মহাশয়।
দেশ কাল অর্থ তত্ত্ব সকল জানয় ॥
রামকৃষ্ণ দোঁহার যে প্রিয় কার্য্য করে।
গোপগণ প্রতি কহে করিয়া বিচারে ॥
গোকুলে রহিতে বাঞ্ছা হয় যার মনে।
সকলে চলহ না রহিব মহাবনে ॥
মহা উৎপাত ব্রজনাশের কারণে।
দিনে দিনে হইতে লাগিল এই বনে ॥
বালবিলাসিনী সেই রাক্ষসীর স্থানে।
এইত বালক মুক্ত হৈল ভাগ্যগুণে ॥
বালক নিকটে দেখ শকট ভাঙ্গিল।
ভাগ্যে সে শকট শিশুপরি না পড়িল ॥
বুঝি নারায়ণের যে অনুগ্রহ ছিল।
তাহা হৈতে নন্দের তনয় রক্ষা পাইল।
চক্রবায়ু হৈয়া দৈত্য শিশু লৈয়া গেল।
আকাশ হৈতে সেহো শিলাতে পড়িল ॥

সে হেন বিপদে শিশু পরিত্রাণ হৈল।
সুরেশ্বর নারায়ণ তাহাতে রাখিল ॥
যমল অর্জ্জুন মাঝে বালক আছিল।
সে দুই পতনে শিশু পরাণে বাঁচিল ॥
তাহাতেও অচ্যুত সবার রক্ষা করে।
অতএব কহি শুন তোমা সবাকারে ॥
অরিষ্ট উৎপাত হয় যাবৎ এখানে।
শিশুগণ লৈয়া সবে চল অন্য স্থানে ॥
বৃন্দাবন নাম হয় পশব্য কানন।
গোপ গোপী গোধনের সেব্য মনোরম ॥
তৃণ লতা পূর্ণ অদ্রি সেখানে আছয়।
তস্মাৎ সেবনে শীঘ্র চলহ নিশ্চয় ॥
সকলে শকট সব যোজনা করিয়া।
আগেতে গোধন সব দেহ চালাইয়া ॥
পাছে পাছে চল সব গোপ গোপীগণে।
কহিলাম যদি লয় তোমবার মনে ॥
গোপ নন্দবাক্য শুনি যতেক গোপাল।
সাধু সাধু কহে যুক্তি করিয়াছ ভাল ॥
নিজ নিজ দ্রব্য সব শকটে চড়াঞা।
নানা বস্ত্র অলঙ্কার সকলে পরিয়া ॥
যত বৃদ্ধ যত বালা যত গোপীগণ।
শকটে চড়ায়ে নিল সর্ব্বোপকরণ ॥
গোপাল সকল ধনু শর হাতে লৈয়া।
গো মহীষগণ আগে দিল চালাইয়া ॥
শৃঙ্গ বাদ্য ভেরি তুরি শব্দ উচ্চারিয়া।
গমন করিল পুরোহিত সঙ্গে লৈয়া ॥
উপনন্দ নন্দ বৃষভানু এক সঙ্গে।
কৃষ্ণগুণ গান করি চলে অতি রঙ্গে ॥
যশোদা রোহিণী এক শকটে চড়িয়া।
কৃষ্ণ বলরাম সনে সুশোভনা হৈয়া ॥
কৃষ্ণকথা শ্রবণ কথনোৎসুক চিত্তে।
দোঁহে সুখে যায় কথা কহিতে শুনিতে ॥
শ্রীদাম সহিতে রাধিকারে কোলে করি।
চলিল কীর্ত্তিদা রাণী শকট উপরি ॥
তৈছে গোপীগণ রথোপরি আরোহণে।
নূতন কুচ কুঙ্কুম কান্তি বিলেপনে ॥
কণ্ঠেতে পদক সাজে পট্টবাস পরে।
সকলেই কৃষ্ণলীলাগুণ গান করে ॥
যমুনা উতার ঘাটে সবে পার হৈল।
সর্ব্বকাল সুখাবহ বৃন্দাবনে আইল ॥
অর্দ্ধচন্দ্র প্রায় কৈল শকটে ঘেরিয়া।
তার মধ্যে সবে বাস কৈল সুখী হৈয়া ॥

তথাহি।
বৃন্দাবনং সংপ্রবিশ্য সর্ব্বকাল সুখাবহং।
তত্র চক্রুর্ব্রজাবাসং শকটৈরর্দ্ধচন্দ্রবৎ ॥

এইত কহিনু মহাবন বিবরণ।
আগেতে করিব বৃন্দাবনের বর্ণন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহাবন লীলাবিবরণ কথনে যমলার্জ্জুন
ভঞ্জনাদি লীলা বর্ণনং নাম পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়ঃ

গোচারণাদি ও যজ্ঞপত্নীদিগের বাঞ্ছা পূর্ণকরণ।

কৈশোর্যত্র চতুর্বিধৈ পৃথুগুণৈঃ স্বৈরং সুধানিন্দিভিঃ,
কামং রাম সমেতমচ্যুত মহোস্মিন্নৈষবয়স্যৈর্বৃতং।
শ্রীমান্ যাজ্ঞিক বিজ্ঞ সুন্দর বধূবর্গৈঃ স্বয়ং যোমুদা,
ভক্ত্যাভোজিতবান্ স্বলক্ষ তদিদং তচ্চাপি বৃন্দামহে

যমুনা পশ্চিমে ছয় বন যে কহিনু।
পরিক্রমা ক্রমে উপবনাদি বর্ণিনু ॥
যমুনার পূর্ব্বভাগে হয় পঞ্চবন।
সংক্ষেপে কহিনু লীলাস্থলী বিবরণ ॥

এইত কহিনু একাদশ বন কথা
উপবন কৃষ্ণলীলা স্থান যথা তথা ॥
এ সকল স্থল দল শ্রেণী হয় যার।
এবে সে কহিব বৃন্দাবন কর্ণিকার ॥
বৃন্দাবন দক্ষিণে ভোজনস্থলী নামে।
উপবন হয় আগে কহি সে আখ্যানে ॥
গোচারণ করি কৃষ্ণ সখাগণ সনে।
জলপান করিয়া বসিল যেই স্থানে ॥
যজ্ঞপত্নীগণ যাহাঁ অন্ন হৈয়া আইল।
কৃষ্ণ দরশন করি কৃপা সিদ্ধা হৈল ॥
ক্রমে সে সকল কথা করিব বর্ণন।
অত্যন্ত রহস্য শুন সর্ব্ব শ্রোতাগণ ॥
পৌগণ্ড বয়সে যায় নন্দীশ্বর পুরে।
সখা সনে বনে বনে গোচারণ করে ॥
কাত্যায়নী ব্রতপরা কন্যাগণ প্রতি।
বর দিয়া গোচারণে আইলা দূর অতি ॥
বলরাম সহ সখাগণাবৃত হৈয়া।
ভ্রমণ করয়ে নানা লীলা প্রকাশিয়া ॥
অতি যে প্রচণ্ড তেজ সূর্য্যের দেখিয়া।
বৃক্ষতলে চলে সবে অতি সুখ পায়্যা ॥
দ্রুম সব আতপ হইতে রক্ষা কৈল।
দেখি সখাগণ প্রতি কহিতে লাগিল ॥
স্তোক কৃষ্ণ হে অংশু হে শ্রীদাম সুবল।
অর্জ্জুন বিশাল হে বৃষভ মহাবল ॥
দেবপ্রস্থ বরূথপ শুনহে বচন।
নিকটেই ভদ্রসেন কিবা সম্বোধন ॥

তথাহি।

হে স্তোক কৃষ্ণ হে অংশো হে শ্রীদাম সুবলার্জ্জুন।
বিশাল বৃষভো যস্মিন্ দেবপ্রস্থ বরূথপ ॥

এইখানে কহি কথা শুন শ্রোতাগণ।
যৈছে কৃষ্ণ দশ জনে করে সম্বোধন ॥
দশদিগ আবরণ রূপে দশজনে।
কৃষ্ণ সহ গোচারণ লীলা করে বনে ॥
আগে স্তোককৃষ্ণ রহে পশ্চাতে শ্রীদাম।
ডাহিনে সে অংশু বামে সুবল আখ্যান ॥

পূর্ব্ব আদি চারিদিগে এই চারি জন
ঐছে পুনঃ চতুষ্কোণে শুন বিবরণ ॥
ঈশানে অর্জ্জুন যে বিশাল অগ্নিকোণে।
নৈঋ‍র্তে বৃষভ মহাবল অন্য কোণে ॥
দেবপ্রস্থ ঊর্দ্ধে ছত্র করয়ে ধারণে।
বরূথপ রহে অধোবর্ত্ম বিশোধনে ॥
এই দশ জন সদা কৃষ্ণ রক্ষা করে।
ভদ্রসেন সেনাপতি সবার উপরে ॥

যথা।—সমস্তমিত্রসেনানাং ভদ্রসেনশ্চমূপতিঃ ॥

ভদ্রসেন অত্যন্ত নিকটে সদা রহে।
সম্বোধন করি তেঞি তারে নাহি কহে
আগে পিছে সম্বোধিয়া দিক্‌পালগণে।
কৃষ্ণচন্দ্র কহে কথা তারা সবে শুনে ॥
অতি যে আশ্চর্য্য সবে করহ দর্শনে।
বৃক্ষ সব পরম সুকৃতি বৃন্দাবনে ॥
একান্তে পরার্থে সবে ধরয়ে জীবন।
বাত বর্ষা তাপ হিম করিয়া সহন ॥
মোসবার বাত বর্ষা তাপ আদি যত।
বারণ করয়ে গুণ কহিব বা কত ॥
আশ্চর্য্য সবার জন্ম শ্রেষ্ঠ সবা হৈতে।
সর্ব্বপ্রাণিগণ উপজীব্য হয় যাতে ॥
সুজনের অর্থ হৈলে অর্থার্থী যে জন।
অবশ্য বিমুখ নহে তৈছে বৃক্ষগণ ॥
পত্র পুষ্প শাখা ছায়া মূল যে বল্কল।
ভস্ম অস্থ্যাদিকে কাম পূরায়ে সকল ॥

তথাহি।

অহো এষাং বরং জন্ম সর্ব্ব প্রাণ্যুপজীবিনং।
সুজনস্যেব যেষাং বৈ বিমুখা যান্তি নার্থিন ॥
এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥

প্রধান স্তবক ফল পুষ্পদলে করি।
নম্রশাখা তরু সব আছে সারি সারি ॥
দেখিয়া আনন্দ যুত হয় সর্ব্বজন।
গুণ প্রশংসিয়া সবে করয়ে গমন ॥
বৃক্ষতলে তলে সবে যমুনা আসিয়া।
পরাণ শীতল মিষ্ট জল নিরখিয়া ॥

আপন আপন ধেনু লৈয়া সেইখানে।
জলপান করাইল অতি হর্ষ মনে॥
তবে আনন্দিত হৈয়া গোপাল সকল।
স্বাদু পায়্যা পান করিলেন সেই জল॥
যমুনার উপবনে সব ধেনুগণ।
চরিতে লাগিল সবে করান চারণ॥
অতি যে বিস্তার তাহা হয় এক টিলা।
অপূর্ব্ব দেখিয়া স্থান সবে তাঁহা গেলা॥
পরম সুন্দর কৃষ্ণ বিদগ্ধশেখর।
সখাগণ সঙ্গে খেলে আনন্দ অন্তর॥
মধ্যাহ্ন সময় হৈল সবে শ্রান্ত হৈল।
সুশীতল ছায়া পাঞা তথায় বসিল॥
ক্ষুধাতে হইল আর্ত্ত সব সখাগণ।
কৃষ্ণ স্থানে করিতে লাগিল বিজ্ঞাপন॥
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি সবাকার প্রাণ।
তোমা বিনু একক্ষণ নাহি জানি আন॥
যখন যে ইচ্ছা হয় মোসবার মনে।
সেই অনুরূপ কার্য্য করহ আপনে॥
এত দয়া আর কেবা করে সখাগণে।
ভাবিয়া দেখিনু কেহ নাহি তোমা বিনে॥
তাসবার কথা শুনি সহাস্য বদনে।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ মধুর বচনে॥
তোমা সবার সুখে সুখী হয় মোর মন।
তোমরা পাইলে দুঃখ না যায় সহন॥
নিজ মনোবার্ত্তা এই কহিনু সবারে।
এক্ষণে কর্ত্তব্য কিবা কহ সে আমারে॥
তবে সব সখাগণ আনন্দিত মনে।
মনোবাঞ্ছা কহিতে লাগিল দোঁহাস্থানে॥
এতক্ষণ দোঁহা সঙ্গে খেলারসে ছিনু।
সেই রসে মত্ত ক্ষুধা তৃষ্ণা না জানিনু॥
ভোজন করিতে ইচ্ছা হইল এক্ষণে।
কিরূপে মিলিবে অন্ন এইত নির্জ্জনে॥
অন্ন প্রতি চিত্ত অতি হয় মোসবার।
ক্ষুধা শান্তি করান উচিত দোঁহাকার॥

তথাহি।

রাম রাম মহাবাহো কৃষ্ণ দুষ্ট নিবর্হণ।
এষা বৈ বাধতে ক্ষুন্নস্তচ্ছান্তিং কর্ত্তুমর্হথ॥

এইমত তাসবার বচন শুনিয়া।
যজ্ঞপত্নীগণে মনে প্রসন্ন হইয়া॥
মোর রূপ গুণ লীলা করিয়া শ্রবণ।
উৎকণ্ঠিতা আছে সবে দর্শন কারণ॥
মনে হৈল তাসবারে দরশন দিতে।
সখাগণ প্রতি তবে লাগিল কহিতে॥

তথাহি।

ইতি বিজ্ঞাপিতো গোপৈর্ভগবান্ জগদীশ্বরঃ।
তত্তায়া বিপ্রভার্য্যায়াং প্রসীদন্নিদমব্রবীৎ॥

ব্রহ্মবাদী বিপ্র সব আঙ্গিরস নামে।
দেবতা যজন যজ্ঞ করে স্বর্গকামে॥
অতএব কত জন সেইখানে যাহ।
নিকটে যাইয়া তাসবারে অন্ন চাহ॥
সবারে কহিবে আমা দোঁহাকার নাম।
এখানে পাঠায়ে দিল কৃষ্ণ বলরাম॥
এইমত গোপ সব করিয়া শ্রবণ।
যাচক হইয়া তথা গেল কত জন॥
শিরে পুটাঞ্জলি করি ভূমেতে পড়িয়া।
দণ্ডবৎ কৈল বিপ্রগণেরে দেখিয়া॥
উল্লাস হৃদয়ে তবে কৃষ্ণ-সখাগণ।
তাসবার প্রতি কহে মধুর বচন॥
শুনহ ভূদেব সব নিবেদি সবারে।
গোপাল বালক মোরা রহি ব্রজপুরে॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে গো বালক সঙ্গে।
নিকটে আইলা গোচারণে অতি রঙ্গে॥
ক্ষুধায় পীড়িত তারা হইয়া কাননে।
অন্ন মাগি মোসবারে পাঠাল এখানে॥
আমরা তাহার সখা থাকি তাঁর সনে।
আজ্ঞা অনুক্রমে অন্ন করিয়ে প্রার্থনে॥
অতএব যদি শ্রদ্ধা হয় তোসবার।
অন্ন দেহ লৈয়া যাই নিকটে দোঁহার॥
এতেক শুনিয়া কেহ না কহে বচন।
পুনরপি কয় কথা গোপশিশুগণ॥
তোমরা সকল বিপ্র হও ধর্ম্মবিৎ।
দিবে কি না দিবে অন্ন কহ সুনিশ্চিত॥

এইমতে সবে অন্ন প্রার্থন করিল
শুনিয়াও বিপ্রগণ যেন না শুনিল ॥
ক্ষুদ্র আশা করি সবে বহু কর্ম্ম করে।
অজ্ঞ হৈয়া বড় জ্ঞান করে আপনারে ॥

তথাহি।

ইতিতে ভগবদ্যাচ্ঞাং শৃণ্বস্তোঽপি ন শুশ্রুবুঃ।
ক্ষুদ্রাশাভুরিকর্ম্মণো বালিশাবৃদ্ধমানিন ॥

এইমত বার বার শুনি বিপ্রগণে।
ঈষৎ হাসিয়া বিচারয়ে মনে মনে ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে রহে ব্রজপুরে।
তাঁর আজ্ঞাক্রমে অন্ন মাগে মোসবারে ॥
সহজে রাখাল মতি ফিরে বনে বনে।
কি কহিলে কিবা হয় কিছুই না জানে ॥
যজ্ঞারম্ভ করি মোরা লৈয়া বিপ্রগণ।
ঈশ্বর-ভোজন লাগি করাই রন্ধন ॥
তাঁরে নিবেদিয়া ভুঞ্জাইব বিপ্রগণে।
অবশেষে বাঁটি দিব অন্য লোকগণে ॥
সামান্য মনুষ্য বুদ্ধি করি বিপ্রগণ।
গোপাল বালক কথা না করে শ্রবণ ॥
দেশ কাল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দোষ যত।
মন্ত্র তন্ত্র ঋষিগাগ্নি আদি কত কত ॥
দেবতা যজন যজ্ঞ ধর্ম্ম যত হয়।
পরংব্রহ্ম ভগবান্ হয় সর্ব্বময় ॥
সেই কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন সর্ব্বোপরি।
তাঁহারে না মানিল মনুষ্যবুদ্ধি করি ॥

তথাহি।

তং ব্রহ্মপরমং সাক্ষাদ্ভগবন্তমধোক্ষজং।
মনুষ্য দৃষ্ট্বা দুষ্প্রজ্ঞা মর্ত্যাত্মানানমেনিরে ॥

পুনঃ পুনঃ অন্ন সবে করিল প্রার্থন।
নহি নহি প্রণব করিল উচ্চারণ ॥
নিরাশা হইয়া সবে ফিরিয়া আইল।
রামকৃষ্ণ আগে সব তেমতি কহিল ॥

তথাহি।

নতে যদোমিতি প্রাহু র্নেতি চ পরন্তপ।
গোপা নিরাশাঃ প্রত্যেত্য তথোচুঃ কৃষ্ণ রামযোঃ ॥

তাহা শুনি কৃষ্ণচন্দ্র ঈষৎ হাসিল।
সখাগণ প্রতি পুনঃ কহিতে লাগিল ॥

বিপ্র সব ব্রতী হয় যজ্ঞের বিধানে।
তেকারণে কিছুই না কহিল বচন ॥
অতএব পুনঃ তাঁহা করহ গমন।
বিপ্রপত্নীগণ যাহাঁ করয়ে রন্ধন ॥
সঙ্কর্ষণ সহিতে আমার আগমন।
তাসবার স্থানে সবে কর বিজ্ঞাপন ॥
মোর নাম শুনিলে সকলে মুগ্ধ হৈয়া।
দিবেন যথেষ্ট অন্ন আসিবে লইয়া ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞা পায়্যা সবে যজ্ঞশালা গিয়া।
অলঙ্কৃতা যজ্ঞপত্নীগণেরে দেখিয়া ॥
দ্বিজপত্নীগণে সবে নমস্কার কৈল।
যজ্ঞস্থান একদেশে দাণ্ডায়ে রহিল ॥
নটবর বেশ সব হাতে শিঙ্গা বেণু।
আনন্দ অন্তরে সবে কহে রামকানু ॥
তাসবা দর্শন পাঞা বিপ্রপত্নীগণ।
উল্লাস হৃদয়ে কিছু জিজ্ঞাসে বচন ॥
কোথায় বসতি সবে রহ কার সনে।
কিবা অর্থ প্রাপ্ত লাগি এথা আগমনে ॥
বিবরিয়া তাহা শীঘ্র কহ মোসবারে।
তোমা সবা দেখি সুখ পাইনু অন্তরে ॥
স্নিগ্ধ প্রিয়বাক্য বিপ্রপত্নীর শুনিয়া।
কহিতে লাগিল সবে প্রশ্রিতা হইয়া ॥
শুন বিপ্রপত্নী সব করি নমস্কার।
কৃষ্ণসখা হইয়ে ব্রজে বাস মোসবার ॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে এই বৃন্দাবনে।
গোচারণ করিতে আইল সখাসনে ॥
ক্ষুধায় পীড়িত হৈয়া তারা দুই ভাই।
অন্ন মাগি পাঠাইল তোমা সবা ঠাঞি ॥
যদি দোঁহা প্রতি তোসবার শ্রদ্ধা হয়।
শীঘ্র করি অন্ন দেও মোরা লৈয়া যাই ॥
কৃষ্ণ-আগমন শুনি বিপ্রপত্নীগণে।
আনন্দ পাইয়া বিচারয়ে মনে মনে ॥
যাহার দর্শনে লোভ হয় রাত্রিদিনে।
সেই কৃষ্ণ অন্ন চাহি পাঠায় আপনে ॥
বুঝি বিধি সকরুণ হৈল মোসবারে।
নয়নে দেখিব আজি নন্দের কুমারে ॥

অন্ন ব্যঞ্জনাদি লৈয়া যাই কৃষ্ণ স্থানে।
মনের আনন্দে দেখি সে চাঁদবদনে॥
ইথে যদি গৃহপতি ছাড়ে মোসবারে।
ভালই হইবে পাব ব্রজেন্দ্রকুমারে॥
এত ভাবি বিপ্রপত্নীগণ হর্ষমনে।
চতুর্ব্বিধ অন্ন সবে করয়ে সাজনে॥
দিব্য শালি অন্ন রত্ন থালেতে ভরিল।
দিব্য গব্য ঘৃত তদুপরিতে লেপিল॥
স্বর্ণ বেলি মধ্যে নানা ব্যঞ্জন ভরিয়া।
ক্ষীর মাঠা শিখরিণী লয় সুখী হৈয়া॥
শুক্লবস্ত্রে দ্রব্য সব আচ্ছাদন করি।
হাতে করি যায় সবে কৃষ্ণ বরাবরি॥
কৃষ্ণ-সখাগণ আগে করয়ে গমন।
পিছে পিছে চলি যায় বিপ্রপত্নীগণ॥
নদ নদীগণ যেন সমুদ্রে মিলিতে।
অতি বেগে যায় কেহ না পারে রাখিতে
ভ্রাতৃ বন্ধু পতি সুত সবে নিষেধিল।
তথাপি ব্রাহ্মণীগণে রাখিতে নারিল॥
তাসবার প্রতি কিছু ভর নাহি করে।
কৃষ্ণদরশন অনুরাগ চিত্তে ধরে॥
বিপ্রগণ তা সবার সে রতি দেখিয়া।
কিছু নাহি কহে রহে স্তব্ধপ্রায় হৈয়া॥
সুশোভন বৃক্ষ যমুনার উপবনে।
সেখানে বিহরে দোঁহে সখাগণ সনে॥
অন্নথালি হাতে সব বিপ্রপত্নীগণ।
সখাসঙ্গে পাইল রামকৃষ্ণ-দরশন॥
দেখিয়া কৃষ্ণের রূপ হৈয়া নিমগন।
অন্নথালি রাখি দেখে আনন্দিত মন॥

তথাহি।

শ্যামং হিরণ্যপরিধিং বনমাল্য বর্হ
ধাতু প্রবাল নটবেশ মনুব্রতাংশে।
বিন্যস্ত হস্তমিতরেণ ধনানমব্জ
কর্ণোৎপলাল কপোল মুখাব্জহাস॥
প্রায়ঃ শ্রুতপ্রিয়তমোদক কর্ণপূরৈ
র্যস্মিন্নিমগ্ন মনসস্তমথাক্ষিরন্ধ্রৈঃ।
অন্তঃ প্রবিশ্য সুচিরং পরিরভ্য তাপং
প্রাজ্ঞো যথাভিম তয়ো বিজহুর্নরেন্দ্রঃ॥

যথা রাগঃ।

অন্নথালি হাতে লৈয়া, বিপ্রপত্নীগণ ধাঞা,
আইলা যমুনা উপবনে।
অগ্রজ সহিতে রঙ্গে, বিহরে বালক সঙ্গে,
পাইল সে কৃষ্ণ দরশনে॥
রূপ মহে মদনমোহন।
জিনি নবঘনশ্যাম, পীতাম্বর পরিধান,
শিরে শিখি শিখণ্ড ভূষণ॥ ধ্রু॥
প্রবাল মুকুতা তায়, ধাতু চিত্র সব গায়,
গলে বনমালা নটবেশে।
দক্ষিণ হাতেতে করি, কমল নাচায়ে ধরি,
বামভুজ অনুচর অংশে॥
শ্রবণে উৎপল সাজে, অলকা কপোল মাঝে,
মুখাম্বুজে সুধাময় হাস।
সুদীর্ঘ নাসিকা হুলে, এ গজমুকুতা দোলে,
কহে কথা সুমধুর ভাষ॥
কপালে চন্দন চাঁদ, কামিনী মোহন ফাঁদ,
ঝলমল বিচিত্র বন্ধান।
আকর্ণ পর্য্যন্ত যার, ভুরুযুগ সুবিস্তার,
জিনিয়া সে কামের কামান॥
রাঙ্গা ডুবু ডুবু আঁখি, নাচন খঞ্জন পাখী,
জিনিয়া চঞ্চল অতিশয়।
তাহার চঞ্চল বাণে, কামিনী মরমে হানে,
হেরিয়া ধৈরজ করি রয়॥
যার রূপ গুণ শুনি, প্রিয়তম মনে মানি,
উৎকণ্ঠিতা দর্শন কারণে।
সকলে নিমগ্ন ছিলা, সাক্ষাতে তাহারে পাইলা
আঁখি ভরি করি দরশনে॥
নয়নরন্ধ্রেতে করি, সে রূপ হৃদয়ে ধরি,
আলিঙ্গন করি নিমগন।
সবে স্থির হৈয়া রহে, বচন নাহিক কহে,
পাইয়া সে ব্রজেন্দ্রনন্দন॥
সকলের তাপ গেল, পরম আনন্দ পাইল,
নানা ভাব হৈল প্রকটন।
যেন মহা যোগিগণ, মনে করি দরশন,
তাপ দূর আনন্দে মগন॥

যজ্ঞপত্নীগণ সব আশা তেয়াগিয়া।
নিকটে আইল মোর দর্শন লগিয়া ॥
এতেক জানিয়া কৃষ্ণ সহাস্য বদনে।
কহিতে লাগিল কিছু মধুর বচনে ॥
আনন্দে আইলা মহা ভাগ্যবতীগণ।
আইস কি করিব কহ প্রিয় আচরণ ॥
সবে উৎকণ্ঠিতা ছিলা আমা দরশনে।
নিকটে আইনু দেখ এইত কারণে ॥

তথাহি।

স্বাগতং বো মহাভাগা আস্যতাং করবাম কিং।
যন্নোদিদৃক্ষয়া প্রাপ্তা উপপন্নমিদং হি বঃ ॥

পরীক্ষা করিতে পুনঃ কহে সবাকারে।
কেমন সাহসে আইলা কানন ভিতরে ॥
সতী পতিব্রতা তোমা সব কুলনারী।
মোরা গোপপুত্র বনে গোচারণ করি ॥
তোমা সবার স্থিতি এথা উপযুক্ত নহে।
গমন করহ সবে নিজ নিজ গৃহে ॥
যদি কহ সবে তুয়া নিকটে রহিয়া।
ভজন করিব নিজ বাঞ্ছিত পূরিয়া ॥
তবে কহি শুন সবে করি একমন।
আমার ভজনে বিজ্ঞ হয় যেই জন ॥
পরোক্ষে করয়ে প্রেম অহৈতুকী ভক্তি।
সাক্ষাৎ ভজনে নহে তাসবার মুক্তি ॥
আমার দর্শন লাগি উৎকণ্ঠিতা ছিলা।
সম্পূর্ণ হইল বাঞ্ছা আমারে দেখিলা ॥
প্রাণ বুদ্ধি মনসাত্মা দারাপত্য ধন।
আমার সম্পর্কে প্রিয় হয় যত জন ॥
সে সবে করিলে প্রীতি আমাতেই হয়।
সকল আমার আত্মা ছাড়া কেহ নয় ॥
তস্মাৎ ব্রাহ্মণ সব যেখানে যজন।
করয়ে সেখানে সবে করহ গমন ॥
সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ তাহারা করিলে।
তবে সে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম হইবে সফলে ॥

তথাহি।

তদ্‌যাত দেবযজনং পতয়োবো দ্বিজাতয়ঃ।
স্বসত্রং পারয়িষ্যন্তি যুষ্মাভি গৃহমেধিনঃ ॥

কৃষ্ণবাক্য শুনি সবে কাতর অন্তরে।
বিনয় রূপেতে কিছু নিবেদন করে ॥
শুন প্রভু অবলাগণের নিবেদন।
ব্রজেন্দ্রনন্দন তুমি সবার জীবন ॥
ব্রজবাসিগণে তোমার অতি দয়া হয়।
মোসবারে কেন এত নিষ্ঠুর হৃদয় ॥
অনুগত জনে দয়া করিতে উচিতে।
শুনিয়া কুলিশবাক্য ত্রাস লাগে চিতে ॥
বহুদিন হৈতে দরশনোৎকণ্ঠা হয়ে।
সাক্ষাৎ না পাই সদা মনেতে চিন্তিয়ে ॥
দর্শন কারণে অতি ক্ষোভ হয় চিত্তে।
গৃহপতি-ভয়ে নারি বাহির হইতে ॥
তুমিত রসিক অতি রসে নিমগন।
মোসবার চিত্ত তোমা প্রতি সর্ব্বক্ষণ ॥
চিত্ত জানি কৃপা করি সখাগণ দ্বারে।
অন্ন চাহি পাঠাইলা আমা সবাকারে ॥
তুয়া নাম শুনি অতি আনন্দ পাইল।
গৃহপতি-কুল-শঙ্কা কিছু না গণিল ॥
তোমাতে ধরিয়া চিত্ত অন্ন হাতে লৈয়া।
অতি হর্ষমনে সবে আইনু ধাইয়া ॥
তুলসীর দাম অবশিষ্ট যেই পদে।
সকলে লভিনু সেই পরম সম্পদে ॥
এই যে চরণপদ্ম কেশেতে করিয়া।
নির্ম্মঞ্ছন করিব সকলে দাসী হৈয়া ॥
এতেক ভাবিয়া বন্ধুগণ তেয়াগিনু।
ও রাঙ্গা চরণযুগ সবে সার কৈনু ॥
অতএব আপন প্রতিজ্ঞা রাখিবারে।
দাসীরূপে অঙ্গীকার কর মোসবারে ॥

তথাহি।

নৈবং বিভোঽর্হতি ভগবান্ গদিতুং নৃশংসং
সত্যং কুরুস্ব নিগমং তব পাদমূলং।
প্রাপ্তাবয়ং তুলসীদাম পদাবসৃষ্টং
কেশৈর্নিবোঢ়ুমতিলঙ্ঘ্য সমস্ত বন্ধূন্ ॥

ঘরে না পাঠাও প্রভু করি নিবেদন।
ছাড়িতে না পারি মোরা তোমার চরণ ॥

গৃহে গেলে মোসবারে কেহ না লইবে।
কুলটা বলিয়া সবে উপেক্ষা করিবে॥
তস্মাৎ তোমার পদযুগল অগ্রেতে।
পড়িয়াছি মোরা সবে মনের সহিতে॥
অতএব নাহি অন্য গতি মোসবার।
ও রাঙ্গা চরণ বিনু নিবেদিনু সার॥

তথাহি।

গৃহ্ণন্তিনো ন পতয়ঃ পিতরৌ সুতাবা
ন ভ্রাতৃবন্ধু সুহৃদঃ কুত এব চান্তে।
তস্মাদ্ভবচ্চরণয়োঃ পতিতাত্মনাং নোনান্যা
ভবেৎ গতিররবিন্দমতন্বিধেহ॥

তাসবার কথা শুনি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
করুণ হৃদয়ে কহে মধুর বচন॥
কহিলে যে গৃহে গেলে কেহ না লইবে।
কুলটা বলিয়া মোসবারে উপেক্ষিবে॥
সে কথা বলিয়া কেহ চিন্তা না করিহ।
স্বচ্ছন্দে স্বগৃহে গিয়া সকলেই রহ॥
পতি সব অসূয়া না করিবে সবারে।
কিছু না বলিবে ভ্রাতৃ বন্ধু পরিবারে॥
তবে যে কহিলা অতি অনুরাগ চিত্তে।
তোমার চরণ ছাড়ি না পারি যাইতে॥
শুন বিপ্রপত্নীগণ কহি তোসবারে।
চিন্তা না করিহ সবে পাইবে আমারে॥
যার প্রতি যার অতি লুব্ধচিত্ত হয়।
তাহার নিকটে সেই জানিহ নিশ্চয়॥
অঙ্গ সঙ্গ নহে অনুরাগের কারণ।
প্রিয় চিন্তা ক্রমে রাগ বাড়ে অনুক্ষণ॥
শ্রবণ দর্শন ধ্যান কীর্ত্তনাদি হৈতে।
পরোক্ষ থাকিলে ভাব যেমত আমাতে॥
নিকটে থাকিলে তত রাগ নাহি হয়।
অতএব গৃহ প্রতি চলহ নিশ্চয়॥

তথাহি।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানাম্ময়ি ভাবোনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথাসন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্॥

এইমত কৃষ্ণ-আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ।
প্রেমে ছল ছল আঁখি করে নিবেদন॥

শুনহ করুণাময় ব্রজেন্দ্রকুমার।
তোমা বিনু গতি আর নাহি মোসবার॥
তোমার চরণ যেন সেবি দাসী হৈয়া।
এমতি করিবে কৃপা আপন জানিয়া॥
এত বিজ্ঞাপন করি যজ্ঞপত্নীগণ।
পুনরপি যজ্ঞস্থানে করিল গমন॥
সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন।
আগে কহি যৈছে সবে করিল ভোজন॥
তবে কৃষ্ণ বলরাম সঙ্গে সখাগণ।
পরম কৌতুক রস-সাগরে মগন॥
শ্রীদাম সুদাম দাম কিঙ্কিণী সুবল।
স্তোককৃষ্ণ মহাবাহু আর মহাবল॥
বৃষাল বৃষভ অংশু শ্রীমধুমঙ্গল।
দেবপ্রস্থ বরূথপ লবঙ্গ উজ্জ্বল॥
সুভদ্র মণ্ডলীভদ্র বিজয়াদি সখা।
ভদ্রসেন আদি নাম নাহি যায় লেখা॥
সকলে বসিয়া তাঁহা মণ্ডলী বন্ধানে।
তার মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র পরম শোভনে॥
পলাশের পত্র সখাগণে যে আনিল।
ভোজন কারণে সবে লইয়া বসিল॥
চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ অন্ন।
সকলেরে দিল কৃষ্ণ করিয়া সম্পন্ন॥
কৃষ্ণ না বসিলে কেহ না করে ভোজনে।
বসিলেন কৃষ্ণচন্দ্র বলরাম সনে॥
মধুমঙ্গলাদি যত হাস্যকারিগণ।
কৃষ্ণের নিকটে বসি করেন ভক্ষণ॥
নানা হাস পরিহাস বচন কহিয়া।
ভোজন করেন সবে আনন্দিত হৈয়া॥
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণীগণে করি প্রশংসন।
শ্রীমধুমঙ্গল কহে মধুর বচন॥
দেখহ মধুর স্বাদু অন্ন যে ব্যঞ্জন।
ব্রাহ্মণী নহিলে হেন কে জানে রন্ধন॥
চতুর্ব্বিধ অন্ন সব অতি স্বাদু হয়।
ভোজনে এমত রুচি কভু না জন্ময়॥
অতএব শ্রেষ্ঠ যে ব্রাহ্মণ জাতি বড়।
সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা যাজ্ঞিকব্রাহ্মণী সব দৃঢ়॥

ইহা সবা সম দাতা আর কেহ নাই।
যা সবার স্থানে অন্ন মাগিলা কানাই ॥
ক্ষুধার্ত্ত শুনিয়া অন্ন এতদূরে আনি।
কৃষ্ণের অগ্রেতে দিয়া সকল ব্রাহ্মণী ॥
বিনয় করিয়া কত বিবিধ বন্ধানে।
প্রার্থনা করিল কৃষ্ণে অতিথি কারণে ॥
কৃষ্ণ তা সবার বাঞ্ছা সম্পূর্ণ করিল।
অন্ন লৈয়া যজ্ঞস্থানে যাইতে কহিল ॥
অতিশয় ক্ষুধা আজি মোর হৈয়াছিল।
ভোজন করিয়া অতি আনন্দ পাইল ॥
এইমত নানা কথা কৌতুক করিয়া।
সখাগণ প্রতি কহে হাসিয়া হাসিয়া ॥
মধুমঙ্গলের কথা শুনি সখাগণ।
হাসিয়া ভোজন করে আনন্দে মগন ॥
কক্ষতালি বাজাইয়া সে মধুমঙ্গল।
নাচিতে লাগিল অতি আনন্দে বিহ্বল ॥
যজ্ঞপত্নীগণেরে করিয়ে আশীর্ব্বাদ।
পূর্ণ হউক তাসবার মনে যত সাধ ॥
এইমত কৃষ্ণ বলরাম সখাসনে।
নানা যে কৌতুক রসে করিল ভোজনে ॥
যজ্ঞপত্নীগণে মনে প্রসন্ন হইয়া।
যথাকালে ব্রজে গেল ধেনুগণ লৈয়া ॥
এইমত ভোজনস্থলী লীলা বিবরণ।
যজ্ঞপত্নীগণ কথা কহিব এখন ॥
কৃষ্ণ-আজ্ঞাক্রমে সবে গেল যজ্ঞস্থানে।
তা সবারে অসূয়া না কৈল বিপ্রগণে ॥
ইতিমধ্যে এক কথা শুন শ্রোতাগণ।
প্রসঙ্গানুক্রমে তাহা না কৈনু বর্ণন ॥
কৃষ্ণ-সন্দর্শন হেতু যজ্ঞপত্নীগণ।
অন্নথালি হাতে যবে করিল গমন ॥
রাখিতে নারিল কেহ নিষেধ করিয়া।
এক বিপ্র নিজপত্নী রাখিল ধরিয়া ॥
সেই বিপ্রপত্নী তাঁহা যাইতে না পাঞা।
যথাশ্রুত কৃষ্ণরূপ হৃদয়ে ভাবিয়া ॥
নির্ভররূপেতে তাঁরে করি আলিঙ্গন।
ত্যাগ কৈল সেই দেহ কর্ম্ম নিবন্ধন ॥

বিশেষিয়া কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ।
যেরূপে ত্যজিল দেহ কর্ম্ম নিবন্ধন ॥
যাইতে না পাঞা প্রিয়তম দরশনে।
অতিশয় তীব্র তাপ হৈল তার মনে ॥
তবে অমঙ্গল সব কম্পিত হইল।
পুনশ্চ যেকালে মনে আলিঙ্গন কৈল ॥
তবে তার ক্ষীণ হৈল সকল মঙ্গল।
দূর হৈল শুভাশুভ কর্ম্ম যে সকল ॥
পতি আদি করি দেহ সম্বন্ধ মমতা।
প্রাকৃত শরীর ধর্ম্ম ত্যজিল সর্ব্বথা ॥
অপ্রাকৃত দেহে হৈল কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে।
সেই দেহ নিত্য তার কৃষ্ণানুচিন্তনে ॥
লিঙ্গদেহ ক্রিয়া যত সকল ত্যজিল।
কর্ম্মানুবন্ধন ত্যাগ বিধানে কহিল ॥

তথাহি।

তত্রৈকাবিধৃত ভর্ত্তা ভগবন্তং যথাশ্রুতং।
হৃদোপ গুহ্যবীজ হৌং দেহং কর্ম্মানুবন্ধনং ॥

যজ্ঞপত্নীগণ কৃষ্ণে সাক্ষাৎ দেখিয়া।
আইলেন গৃহে যেই ভাব প্রাপ্ত হৈয়া ॥
যজ্ঞস্থলে রহি এহো সে ভাব লভিল।
সকলেই একদশা একত্র হইল ॥
বিপ্র সব সস্ত্রীক হইয়া যজ্ঞ কৈল।
যজ্ঞপত্নীগণে এই প্রসাদ কহিল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ব্রজে গেল সখাগণ লৈয়া।
যজ্ঞস্থলে বিপ্রগণ যজ্ঞ সমাধিয়া ॥
আপনাকে অপরাধী মানি সর্ব্বজন।
অনুতাপ করে করি কৃষ্ণের স্মরণ ॥
এথা যজ্ঞপত্নী সব একত্র হইয়া।
কৃষ্ণরূপ গুণ লীলা স্মরণ করিয়া ॥
স্তম্ভ কম্পনাদি নানা ভাব সবাকার।
গদগদ বচনে নেত্রে বহে অশ্রুধার ॥
প্রেমানন্দে মগ্ন হৈয়া কৃষ্ণগুণ গায়।
অতি অনুরাগ মনে থাকয়ে সদায় ॥
অলৌকিক ভক্তি কৃষ্ণে দেখি তা সবার
ব্রাহ্মণগণের চিত্তে হৈল চমৎকার ॥

আপনাতে না দেখিল সেই ভক্তিলেশ।
আত্মনিন্দা করি কহে আক্ষেপ বিশেষ॥

তথাহি।

ধিগ্ জন্মনস্ত্রিবৃদ্যত্তৎ ধিগ্ ব্রতং ধিগ্ বহুজ্ঞতাং।
ধিক্‌কুলং ধিক্ ক্রিয়াদক্ষ্যং বিমুখায়ে ত্বধোক্ষজে॥

নিশ্চয় জানিল সেই কৃষ্ণের মায়াতে।
পরম যোগীন্দ্র সব নারে স্থির হৈতে॥
যস্মাৎ আমরা দ্বিজ গুরু সবাকার।
বুঝিতে নারিল ভাল মন্দ আপনার॥
এইমত বিপ্রগণ সকলে মিলিয়া।
অন্যোন্যে কহে পত্নীগণে প্রশংসিয়া॥
আশ্চর্য্য দেখহ সবে যত নারীগণে।
গুরুকুলে নিবাস না কৈল কোন দিনে॥
তপ জপ আত্মমীমাংসা আদি করি।
শুভক্রিয়া আমরা কখন নাহি হেরি॥
তথাপি উত্তম শ্লোকে পূজি যোগেশ্বরে।
কৃষ্ণচন্দ্রে সকলেই দৃঢ় ভক্তি করে॥
সংস্কারাদি মত্ত হৈয়া আমরা সবার।
নহিল সুদৃঢ় ভক্তি চরণে তাঁহার॥

তথাহি।

নাসাং দ্বিজাতি সংস্কারো ননিবাসো গুরোরপি।
ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়া শুভাঃ॥
তথাপিহ্যুত্তমশ্লোকে কৃষ্ণে যোগেশ্বরেশ্বরে।
ভক্তিদৃঢ়া নচাস্মাকং সংস্কারাদি মতামপি॥

গৃহকর্ম্ম করিতে আমরা সদা মত্ত।
নিশ্চয় না বুঝি স্বার্থ অতি গূঢ় চিত্ত॥
আশ্চর্য্য কৃষ্ণের দয়া না যায় কথন।
সাধু সকলের গতি পরম কারণ॥
অন্ন যাচ্‌ঞার ছলে সখাগণ দ্বারে।
আপনাকে স্মরণ করাইল মোসবারে॥
অন্যথা যে কৃষ্ণচন্দ্র পূর্ণ কাম হয়।
যাচক জনের কাম পূর্ণ যে করয়॥
কৈবল্যাদি করি সর্ব্ব আশীষের পতি।
মোসবারে অন্ন মাগে এ নহে সঙ্গতি॥
অতএব কহিলাম কৃষ্ণের করণ।
এবে সে জানিল মোসবার বিড়ম্বন॥

নারায়ণ-প্রিয়তমা সে লক্ষ্মী আপনে।
একবার যাঁর পদ স্পর্শের কারণে॥
অন্য কামনাদি যত সকল ত্যজিয়া।
সতত ভজন করে অতি লোভী হৈয়া॥
তথাপি না পায় সেই চরণ স্পর্শন।
মুক্ত্যাকাংক্ষী হৈয়া কৈছে পাইব দর্শন॥

তথাহি।

হিত্বান্যা নভজতেজং শ্রীপাদস্পর্শাশয়াসকৃৎ॥ ইত্যাদি

দেশকাল দ্রব্যাদি বিভিন্ন দোষ যত।
মন্ত্র তন্ত্র ঋত্তিজাগ্নি আদি কত কত॥
দেবতা যজন যজ্ঞ আদি যত ধর্ম্ম।
যন্নাম স্মরণে শুদ্ধ পূর্ণ সর্ব্বকর্ম্ম॥
যোগেশ্বরেশ্বর যেই অখিল ব্যাপক।
স্বয়ং ভগবান্ সেই সবার পালক॥
সকল লোকের বাঞ্ছা করিতে সম্পূর্ণ।
যদুকুল মধ্যে তিহোঁ হৈল অবতীর্ণ॥
শুনিয়া তো আমি সব অতি মূঢ়চিত্তে।
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ নারিল জানিতে॥
অতএব তাঁহারে করিয়ে নমস্কারে।
যাঁর মায়াবশে সবে ভ্রমিয়ে সংসারে॥

তথাহি।

নমস্তস্মৈ ভগবতে কৃষ্ণায়াকুণ্ঠমেধসে।
যন্মায়া মোহিত ধিয়ো ভ্রামামঃ কর্ম্মবর্ত্মসু॥

সে আদি পুরুষ কৃষ্ণ প্রভু ভগবান্।
তাঁর লীলা অনুভবে আমরা অজ্ঞান॥
স্বমায়া মোহিত চিত্ত মোসবা জানিয়া।
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা করিয়া॥
এইমত পূর্ব্বকৃত কৃষ্ণের হেলন।
অপরাধ স্মরণ করিয়া অনুক্ষণ॥
ব্রজে যাইতে চাহে কৃষ্ণ দর্শন করিতে।
কংসভয়ে বিপ্র সব না পারে যাইতে॥

তথাহি।

ইতি স্বাঘমনুস্মৃত্য কৃষ্ণেতে কৃত হেলনাঃ।
দিদৃক্ষবোব্রজমথ কংসাদ্ভীতা ন চালয়ন্॥

বৃন্দাবনে ভোজনলীলার বিবরণে।
কহিল যে সব কথা প্রসঙ্গানুক্রমে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে ভোজনস্থলী বিবরণ কথনে যজ্ঞপত্নী প্রসাদ বর্ণনং নাম ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সপ্তত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ।

কালীনাগ দমন ও দাবানল ভক্ষণ।

প্রিয়াৎ প্রিয়প্রাণ বয়স্যবর্গে
ধৃতাপরাধং কিলকালীয়াঃ তং।
যাত্রার্দ্ধি যৎ পাদতলেন নৃত্যন্
হরির্ভজেতং কিলকালীয়ং হ্রদং ॥

এক্ষণে কহিব বৃন্দাবনের বর্ণনে।
কৃষ্ণের বিহার যাঁহা ব্রজবধূ সনে ॥
মহাবৃন্দাবন সেই কর্ণিকার ধাম।
আর যত স্থান কেলি বৃন্দাবন নাম ॥

তথাহি।

মহাবৃন্দাবনং তত্র কেলি বৃন্দাবনানি চ ॥

আগে কালিদহ কথা শুন শ্রোতাগণ।
যেখানে করিল কৃষ্ণ কালীয় দমন ॥
বৃন্দাবন নিকটে কালীয়হ্রদ নাম।
কালিন্দী গভীর অতি বিস্তার উদ্দাম ॥
গরুড়ের ভয়ে কালিনাগ সেই স্থানে।
বহুকাল আছে নিজ পরিজন সনে ॥
একশত এক ফণা হয়ত তাহার।
অতি বলবান্ পুষ্ট হয় দীর্ঘাকার ॥
তাহার নিশ্বাস বিষ অগ্নির জ্বলনে।
উথলিল নীর যাতে অনল সমানে ॥
তদুপরি যেই পক্ষী সব উড়ি যায়।
দগ্ধ হৈয়া পড়ে সেই বিষের জ্বালায় ॥
তরঙ্গে উঠয়ে সেই বিষজলকণ।
তাহা পরশিয়া তীরে আইসে যে পবন ॥
তার স্পর্শক্রমে বৃক্ষলতা জ্বলি যায়।
আগন্তুক জন্তু মাত্র মরে সে জ্বালায় ॥

এইমত হয় সেই হ্রদ বিবরণ।
কালীয়দমন এবে শুন শ্রোতাগণ ॥
পৌগণ্ড বয়সে বাস নন্দীশ্বরপুরে।
বলরাম সঙ্গে কৃষ্ণ আনন্দে বিহরে ॥
গোচারণ করি চতুর্ব্বিধ সখা সনে।
বিহার করিয়া বুলে বৃন্দাবন বনে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র একদিন বলরাম বিনে।
ধেনুগণ লৈয়া গেল চারণ কারণে ॥
শ্রীদামাদি সখা সঙ্গে আবৃত হইয়া।
কালিন্দীর তীরে খেলে আনন্দ পাইয়া ॥
সূর্য্যের আতপে সবে পীড়িত হইল।
জলপান লাগি সেই হ্রদ-তীরে গেল ॥
ধেনুগণ আর যত গোপাল সকল।
তৃষ্ণাতুর হৈয়া পান কৈল সেই জল ॥
যেই যেইখানে জল পরশ করিল।
সেই সেইখানে প্রাণ ত্যজিয়া পড়িল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র তথাবিধ দেখি তাসবারে।
জীয়াইল নিজ নেত্রামৃত বৃষ্টিধারে ॥
সেইক্ষণে সকলেই স্মৃতিযুক্ত হৈল।
জলান্তিক হৈতে শীঘ্র তটে উঠি আইল ॥
বিষ জলপানে মৃত্যু পুনশ্চ চেতন।
পাইয়া হইল অতি সবিস্ময় মন ॥
অন্যোন্যে সবে সবা করে নিরীক্ষণ ॥
গোবিন্দ করুণেক্ষণে বুঝিল কারণ ॥
সখাগণ সুখী হয় কৃষ্ণ দরশনে।
চতুর্দ্দিগে রহি ধেনু করে নিরীক্ষণে ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সেইক্ষণে বুঝিল সকল প্রয়োজন ॥
গরুড়ের ভয়ে রমণক তেয়াগিয়া।
জলের ভিতরে আসি রহে লুকাইয়া ॥
কালীয় নামেতে নাগ অতিশয় খল।
দূষিত করিল এই যমুনার জল ॥
চণ্ডবেগ বিষবীর্য্য তাহার দেখিয়া।
বিষজলে দুষ্ট কালিন্দীরে নিরখিয়া ॥
নিজ মনে মনে কৃষ্ণ করিল বিচার।
খল-নিগ্রহের হেতু মোর অবতার ॥
অতএব তার দণ্ড করিয়া বিধানে।
ত্যাগ করি কালিন্দীর করিব শোধনে ॥
সেই হ্রদ-তীরে যে কদম্ববৃক্ষ ছিল।
অতি উচ্চ তদুপরি আরোহণ কৈল ॥
দৃঢ় করি কটিতটে বসন বান্ধিয়া।
বাহু আস্ফোটন করি পড়ে লম্ফ দিয়া ॥

তথাহি।

তং চণ্ডবেগ বিষবীর্য্যমবেক্ষ্য তেন
দুষ্টাং নদীঞ্চ খল সংযমনাবতারঃ।
কৃষ্ণ কদম্বমবরুহ্য ততোঽতি তুঙ্গদাস্ফোট্য
গাঢ় বসনোঽন্ব পতদ্বিষোদে ॥

তবে সেই সর্পহ্রদে কৃষ্ণের পতনে।
অতি বেগে ক্ষোভিত হইল সর্পগণে ॥
নিশ্বাস সহিতে বিষ করয়ে উদগার।
ঊর্দ্ধগতি তরঙ্গে উঠয়ে জলধার ॥
বিষ-কষায়িত ভয়ঙ্কর ঊর্ম্মিগণ।
ধনুঃ শত উচ্চ হৈয়া করয়ে ভ্রমণ ॥
অনন্ত কৃষ্ণের বল পরিমিত নয়।
অবিচিন্ত্য শক্ত্যে কিছু চিত্র নাহি হয় ॥
যৈছে গজরাজ অতি বিক্রম করিয়া।
শুণ্ড আছাড়িয়া জল ফেলে উঝালিয়া ॥
তৈছে ভুজদণ্ডে জলবাদ্য বার বার।
করি সেই হ্রদে কৃষ্ণ করয়ে বিহার ॥
সেই শব্দ কালিনাগ শুনিয়া শ্রবণে।
স্বসদন অভিমুখে করিয়া দর্শনে ॥
খলজাতি কদাচিত সহিতে নারিল।
অতি ক্রোধ করি কৃষ্ণ-নিকটে আইল ॥

দর্শনীয় রূপ অতিশয় সুকুমার।
নবঘন সম কান্তি উজ্জ্বল যাহার ॥
শ্রীবৎস সহিতে তঁহি শোভে পীতাম্বর।
ঈষৎ হাসিতে অতি সুন্দর অধর ॥
কমল উদর অঙ্ঘ্রি যুগল রাতুল।
অতি সুকুমার সে পরম শোভামূল ॥
হেনরূপে কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার।
কোন যে বিষয়ে ভয় মাত্র নাহি যাঁর ॥
তাঁর পাদপদ্ম কালি করিয়া দর্শন।
অতিশয় রুষ্ট হৈয়া কৈল আচ্ছাদন ॥

তথাহি।

তং প্রেক্ষণীয় সুকুমার ঘনাবদাতং
শ্রীবৎস পীতবসনং স্মিতসুন্দরাস্যং।
ক্রীড়ন্তমপ্রতিভয়ং কমলোদরাঙ্ঘ্রিং
সন্দশ্য মর্ম্ম সুরূপভুজগশ্চছাদ ॥

কালীয় ফণাতে যবে কৈল আচ্ছাদন।
অচেষ্ট হইলা কৃষ্ণ না পাঞা দর্শন ॥
সখাগণ অতিশর ব্যাকুল অন্তরে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি ডাকে উচ্চৈঃস্বরে ॥
কোথা গেলা প্রাণসখা মোসবা ছাড়িয়া।
বৈকুল্য করয়ে মন তোমা না দেখিয়া ॥
কিরূপে বঞ্চিব মোরা তুয়া সঙ্গ বিনে।
ক্ষুধার্ত্ত হইলে অন্ন কেবা দিবে বনে ॥
বিপত্তি পড়িলে কেবা করিবে উদ্ধার।
তোমা বিনে ত্রিভুবনে সব অন্ধকার ॥
মাতা পিতা গৃহ পরিবার যত সুখ।
সব ছাড়ি সঙ্গে রহি দেখি তুয়া মুখ ॥
অতি ভাগ্যবশে মোরা পেয়েছিনু সঙ্গ।
দুর্দ্দৈব প্রবলে কি করিলে সঙ্গ ভঙ্গ ॥
দক্ষিণে আছিল বিধি এবে গেল বাম।
নিশ্চয় বুঝিনু এবে যাইবে পরাণ ॥
পশুপাল সব কৃষ্ণপ্রিয় সখা হয়।
মনে দুঃখ পাঞা আর্ত্ত হৈল অতিশয় ॥
কৃষ্ণেতে অর্পিত আত্মা সুহৃদর্থ যত।
কলত্রাদি সব যাঁর সুখে অভিমত ॥
তাঁরে না দেখিয়া দুঃখ শোক ভয় মনে।
অচেষ্ট হইয়া সবে পড়িল তৎক্ষণে ॥

গাবী বৃষ বৎসতরী যত পশুগণ।
অতিশয় দুঃখে সবে করিয়া ক্রন্দন ॥
অতি শোক মনে কৃষ্ণ ঈক্ষণ করিয়া।
গদগদ মানসে প্রায় রহে স্থির হৈয়া ॥
এথা ব্রজপুরে ত্রিধা উৎপাত লক্ষণ।
উপস্থিত হৈল অতিশয় নিদারুণ ॥
ভূমি মহাকম্প দিবি উল্কাপাত হয়।
বামনেত্র সবাকার স্পন্দন করয় ॥
প্রবল কালের ভয় উপস্থিত করে।
দেখি নন্দ আদি অতি উদ্বিগ্ন অন্তরে ॥
ব্রজেশ্বরী অতিশয় সচিন্তিত মনে।
কাতর হইয়া কহে বলরাম স্থানে ॥
শুন বাপু বলরাম তোমারে কহিয়ে।
আজি কেন মোর প্রাণ বৈকুল্য করয়ে ॥
ছটফট করে মন ঝরে দুটি আঁখি।
দক্ষিণাঙ্গ স্পন্দে সদা অমঙ্গল দেখি ॥
হেন অমঙ্গল মোরা কভু না দেখিয়ে।
অবশ্য ইহার কিছু কারণ আছয়ে ॥
না জানি বা বনে কিবা পরমাদ হৈল।
কহিতে কহিতে রাণীর উৎকণ্ঠা বাড়িল ॥
উপানন্দ-আদি সব গোপ গোপীগণ।
ব্যাকুল হইল অতি-কৃষ্ণের কারণ ॥
বিচারি বুঝিল আজি বলরাম বিনে।
গোচারণে গেল কৃষ্ণ শ্রীদামাদি সনে ॥
শুদ্ধভাব বিনা নাহি জানে ব্রজজন।
অমঙ্গল হেতু মানে কৃষ্ণের নিধন ॥
নিজ প্রাণ প্রাণ নহে যাহা সবাকার।
কেবল সে কৃষ্ণ জানে প্রাণ আপনার ॥
তাহা বিনা মন আর স্বতন্ত্র না হয়।
সকলেই তন্মনস্কা হয় সুনিশ্চয় ॥
আবাল বৃদ্ধ বনিতা যত গোপগণে।
সকলেই দুঃখ শোক ভয়াতুর মনে ॥
গোকুল হইতে অতিশয় দীন হৈয়া।
গমন করিল কৃষ্ণ-দর্শন লাগিয়া ॥
তাসবারে তথাবিধ কাতর দেখিয়া।
ভগবান্ বলরাম ঈষৎ হাসিয়া ॥

কৃষ্ণের প্রভাব জানে কিছু নাহি কয়।
গমন করিল অতি প্রেমার্দ্র হৃদয় ॥
গোচারণে কৃষ্ণচন্দ্র যেই পথে গেল।
সকলেই সেই পথে গমন করিল ॥
ধ্বজবজ্রাঙ্কুশাম্ভোজ চিহ্নিত চরণ।
দেখিতে দেখিতে সবে গেল বৃন্দাবন ॥
এইমতে আইল সেই যমুনার তটে।
কৃষ্ণে না দেখিয়া সকলের প্রাণ ফাটে ॥
গোপাল বালকগণ কৃষ্ণগত মনে।
দেখিলেন সবে পড়িয়াছে সেই খানে ॥
পশুগণ চারিদিগে করেন ক্রন্দন।
দেখি অতি মোহিত হইল ব্রজজন ॥
অতি আর্ত্তিমনে রাণী পুছে শিশুগণে।
কহ মোর প্রাণকানু রহে কোন্ স্থানে ॥
তাহার কারণে অতি ব্যাকুল হইয়া।
গৃহ ছাড়ি এথা মোরা আইনু ধাইয়া ॥
যশোদার বাক্য শুনি কৃষ্ণসখাগণ।
কান্দিতে কান্দিতে কিছু কহেন বচন ॥
শুন মাতা কি কহিব বাক্য নাহি সরে।
কালিদহে ঝাঁপ দিল তোমার কুমারে ॥
জলে ডুবি কোথা গেল দেখিতে না পাই।
তাহা বিনু মৃতপ্রায় আছি যে এথাই ॥
এ কথা শুনিয়া সবে অতি আর্ত্তমনে।
হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলি কান্দয়ে সঘনে ॥
বিষজল হ্রদে স্পর্শ শরীর বেষ্টিত।
দূরে হৈতে দেখে কৃষ্ণ হ'য়ে অচেষ্টিত ॥
ব্রজবধূগণ অতি অনুরক্ত মনে।
তৎসৌহৃদস্মিতেক্ষণে বাক্যাদি স্মরণে ॥
তথাবিধ প্রিয়তম না পাঞা দর্শন।
অতি দুঃখতপ্তা শূন্য দেখে ত্রিভুবন ॥
যশোমতী আদি যত কৃষ্ণমাতাগণ।
তুল্য ব্যথা হৈয়া সবে করয়ে রোদন ॥
অতিশয় শোকে নেত্রে অশ্রুধারা বহে।
হেন কেবা আছয়ে সে সব দশা কহে ॥
কৃষ্ণ দরশনে সবে নয়ন অর্পিয়া।
ব্রজপ্রিয়া কথা গান বিলাপ করিয়া ॥

যথা রাগঃ।

ব্রজেশ্বরী আদি যত, কৃষ্ণমাতা অভিমত,
যা সবার স্তন কৈল পান।
সবে অতিশয় দুঃখে, তুল্য ব্যথা অশ্রুমুখে,
না দেখিয়া সে চাঁদবয়ান ॥
নিমগন বিরহ-সাগরে।
ব্রজে লোক প্রিয়া যত,সেই কৃষ্ণ লীলামৃত
বিলাপ করিয়া গান করে ॥
জন্মকালে তুয়া মুখ, দেখি মোসবার সুখ,
অতিশয় তরঙ্গ বিথার।
দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে,তুয়া রূপ নিরীক্ষণে,
সকলের হৈল চমৎকার ॥
কপটে পূতনা আইল, তুয়া মুখে স্তন দিল,
সে রূপ ত্যজিয়া সেইক্ষণে।
করিয়া বিকট ভাষে, নিজ তনু পরকাশে,
পড়িয়া বিমল মহাবনে ॥
তদুপরি কর ক্রীড়া,তোমা দেখি গেল পীড়া,
তাহে রক্ষা কৈল নারায়ণ।
মোসবার নেত্রতারা,সবে মাত্র তুমি সারা,
ছাড়িতে না পারি একক্ষণ ॥
শয়নে শকটতলে, ছিলা তিনমাস কালে,
আচম্বিতে শকট ভাঙ্গিল।
তোমা দেখি ব্রজজন,আনন্দে বিস্মিত মন,
সে হেন সঙ্কটে রক্ষা হৈল ॥
পুনঃ তৃণাবর্ত্ত আইল,তোমারে লইয়া গেল,
অন্তরীক্ষ হৈতে পড়ি মৈল।
সেখানেও কৈলে ক্রীড়া,ছুটিল সবার পীড়া,
মৃতদেহে যেন প্রাণ আইল ॥
এইমত দিনে দিনে,তোমা দেখি ক্ষণে ক্ষণে,
আনন্দ বাড়িল মোসবার।
করিলে বিহ্বল লীলা,বাল্যকালোচিত খেলা,
দিবানিশি অন্ত নাহি তার ॥
ঘরে ঘরে দুইজনে, খেলাইলে শিশু সনে,
নানামত চাপল্য করিয়া।
নবনীত করি চুরি, সকলে ভক্ষণ করি,
কপিগণে দিলে ফেলাইয়া ॥

ধরিয়া মন্থন ডোর, রোদন করিয়া মোর,
কোলে উঠি কর স্তনপানে।
তুয়া তৃপ্তি না জন্মিল, ওথা দগ্ধ উথলিল,
তোমারে ত্যজিয়া সে কারণে ॥
আমারে দুর্ম্মতি ধরে, গেনু দুগ্ধ রাখিবারে,
শিকোপরি মন্দির ভিতরে।
মারিয়া পাষাণ বাড়ি,ভাঙ্গিয়া সে দধি হাঁড়ি,
অতি ক্রোধে গেলা গৃহান্তরে ॥
তাঁহা হৈয়ঙ্গব পায়্যা,মনের আনন্দে খাঞা,
কপিগণে দিলা ফেলাইয়া।
আগমন পথে চায়্যা, শঙ্কিত ঈক্ষণ হৈয়া,
মোরে দেখি গেলা পলাইয়া ॥
দেখি দ্রব্য অপচয়, ক্রোধ হৈল অতিশয়,
তর্জ্জিয়া পাঁচনি হাতে লৈয়া।
তোমারে আনিনু ধরি, অতিশয় দণ্ড করি,
উদুখলে রাখিনু বান্ধিয়া ॥
স্বকর্ম্ম আকুলচিতে,গৃহে আইনু তাঁহা হৈতে
উদুখল আকর্ষণ করি।
গেলে দুই বৃক্ষমূলে,দৈবে ভাঙ্গে হেনকালে,
ভাগ্যে না পড়িল তুয়া পরি ॥
শুনিয়া পতন রব, গোকুলনিবাসী সব,
ব্রজেশ্বর আদি তাঁহা গেলা।
সকলে দেখিল তার, কারণ নাহিক আর,
ভাগ্যে তুমি তাহে রক্ষা পাইলা ॥
ব্রজরাজ অনুরাগে, করিয়া বন্ধন ত্যাগে,
গৃহমাঝে তোমারে আনিল।
আপন দুর্ব্বুদ্ধি মানি,কহিতে লাগিনু বাণী,
রাজা মোরে বহু দোষ দিল ॥
ঐছে পুনঃ এক দিনে, ব্রজশিশুগণ সনে,
কালিন্দী কিনারে দোঁহে গিয়া।
খেলাইয়া নানা খেলা,অতিশয় হৈল বেলা,
লৈয়া আইনু যতন করিয়া ॥
এইমত ব্রজমাঝে,দেখিয়া উৎপাত কাজে,
ত্যাগ করি আইনু বৃন্দাবনে।
ইহাঁ বনশোভা দেখি, হইয়া অত্যন্ত সুখী,
সদা খেল সখাগণ সনে ॥

তবে বৎস চরাইতে, হইল দোঁহার চিতে,
শিশুগণ সংহতি করিয়া।
বৎস চরাইতে গেলা,বৎসাসুরে মারি আইল
ভয় পাইনু সে কথা শুনিয়া ॥
ঐছে পুনঃ দিনান্তরে, গিয়াছিল বকাসুরে,
নারায়ণ তাহাতে রাখিল।
শুনি ব্রজশিশুমুখে, হৃদয় বিদরে দুঃখে,
ভাগ্যে সেই তৎক্ষণে মরিল ॥
তোমার বদন দেখি, তৃপ্তি হয় সব আঁখি,
বচন শ্রবণে কর্ণ পুরে।
যে জন ও রূপ দেখে, নিমগন হয় সুখে,
গমন শুনিতে মাত্র দূরে ॥
ঐছে শিশুগণ সনে,সঙ্গে লৈয়া ভোজ্য পানে
বৎসগণ চরাইতে গেলা।
অজাগরে গিলে ছিল,তাহে প্রভু রক্ষা কৈল,
বলরাম তাহাতে না ছিলা ॥
তবে দোঁহে ব্রজবনে,আরম্ভিলা গোচারণে,
গোপাল বালক সঙ্গে লৈয়া।
বৃন্দাবন গোচারণ, পুনঃ ব্রজে আগমন,
সবে সুখী তোমারে দেখিয়া ॥
আজি সঙ্গে নাহি রাম,বুঝি বিধি হৈল বাম,
তেঞি আইলা কালিহ্রদ-তীরে।
বিষজলানল তাপে,কি লাগি দিয়াছ ঝাঁপে,
আচ্ছাদন কালীর শরীরে ॥
তুয়া লাগি ব্রজজন, অতিশয় আর্ত্ত মন,
রহিতে নারিল ব্রজপুরে।
তোমার দর্শন লাগি, সবে মনে অনুরাগী,
ধায়্যা আইলা কালিহ্রদ-তীরে ॥
না দেখিয়া সে বদন, পুড়িছে সবার মন,
কেমনে বাঁচিব ব্রজজন।
নীলমনি হেন আঁখি, সব অন্ধকার দেখি,
দেখা দিয়া রাখহ জীবন ॥
এইমত উচ্চৈঃস্বরে, সকলে রোদন করে,
না পাইয়া কৃষ্ণের দর্শন।
বিরহে বিহ্বল মন, কৃষ্ণে করি নিরীক্ষণ,
রহে সবে মলিন বদন ॥

সব ব্রজবধূগণ, বিচ্ছেদে পোড়য়ে মন,
সঙরিয়া সে চাঁদবয়ান।
দুঃখের নাহিক পার, বচন না কহে আর,
কৃষ্ণগত হরল গেয়ান ॥
ব্রজরাজ কহে পুত্র আমারে ছাড়িয়া।
কালীদহে ঝাঁপ দিলা কিসের লাগিয়া ॥
তোমা বিনা মোরা আর কিছু নাহি জানি।
ব্রজবাসী সকলের ধন প্রাণ তুমি ॥
তোমার লাগিয়া অতি ব্যাকুল চিত্তেতে।
এখানে আইনু সবে কান্দিতে কান্দিতে ॥
গোবৎস বালক তুয়া সঙ্গহীন হৈয়া।
অতি আর্ত্তনাদে কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥
মোসবার তোমা বিনা অন্য গতি নাই
সব দুঃখ পাসরিয়ে তুয়া মুখ চাই ॥
নির্দ্দয় হইয়া ছাড়ি গেলা মোসবারে।
কিরূপে বঞ্চিব মোরা এই ব্রজপুরে ॥
তোমার বিরহানল প্রজ্জ্বলিত হৈয়া।
মোসবারে নষ্ট করে অন্তরে পশিয়া ॥
একবার জল হৈতে উঠহ কানাই।
দুঃখ যাউক মোসবার তুয়া মুখ চাই ॥
এত কহি ব্রজরাজ ব্যাকুল হইয়া।
ভূমিতে পড়িয়া কান্দে অঙ্গ আছাড়িয়া ॥
এইমত মূর্চ্ছা হৈয়া কতক্ষণ ছিল।
সহিতে না পারি দুঃখ উঠি দাণ্ডাইল
মনে মনে বিচারিয়া কহে ব্রজরাজ।
আর না দেখিব কৃষ্ণ এই ব্রজমাঝ ॥
পিতা মাতা বলি কৃষ্ণ আর না ডাকিবে।
তবে আর কোন্ সুখে এ দেহ রহিবে ॥
প্রাণছাড়া দেহে আর কিবা প্রয়োজন।
যথা প্রাণ তথা দেহ করি সমর্পণ ॥
উপানন্দ আদি আর যত গোপগণ।
কৃষ্ণচন্দ্র যা সবার হয়েন জীবন ॥
বিচ্ছেদে বিহ্বল হৈয়া তারা সর্ব্বজন।
হ্রদে প্রবেশিতে চাহে কৃষ্ণের কারণ ॥
এইমত ব্রজরাজ স্বগোষ্ঠি সহিতে।
কালীদহে ঝাঁপ দিতে চলিল ত্বরিতে ॥

তাহা দেখি রোহিণীনন্দন ধাঞা আইল।
আগে আসি বাহু মেলি সবা নিষেধিল॥
কৃষ্ণতত্ত্ব জানি কহে তা সবার প্রতি।
চিন্তা না করিহ কেহ স্থির কর মতি॥
তোমা সবা ছাড়ি কৃষ্ণ কাঁহা না রহিবে।
ক্ষণেক বিলম্ব কর এথাই পাইবে॥
বলরামের মিষ্ট বাক্য শুনি সর্ব্বজন।
ঝাঁপ নাহি দিল কিছু স্থির কৈল মন॥

তথাহি।

কৃষ্ণপ্রাণান্নির্বিশতো নন্দাদীন্ বীক্ষ্যতং হ্রদং।
প্রত্যবেধৎ সভগবান্ রামঃ কৃষ্ণানুভাববিৎ॥

এইমত কৃষ্ণ নিজ গোকুলের প্রতি।
দেখিলেন আপনারে সর্ব্বানন্য গতি॥
স্ত্রী বালক বৃদ্ধ মাত্র আমার কারণে।
সকলেই মোর আশে ধরয়ে জীবনে॥
হেনমতে কতক্ষণ যদ্যপি থাকিব।
ব্রজবাসিগণ সব পরাণ ত্যজিব॥
এত জানি নরবপু অনুবর্ত্তমানে।
মুহূর্ত্ত রহিয়া সেই ভুজঙ্গবন্ধনে॥
স্বেচ্ছা অনুক্রমে দেহ বিস্তার করিল।
পীড়া পাঞা কালীয় কৃষ্ণেরে ছাড়ি দিল॥
সেই অবসরে কৃষ্ণ সর্পবন্ধ হৈতে।
তদুপরি অন্তরীক্ষে উঠিল ত্বরিতে॥

তথাহি।

ইত্থং স্বগোকুলমনন্যগতিং নিরীক্ষ
সস্ত্রী কুমারমতি দুঃখতমাত্মহেতোঃ।
অজ্ঞায় মর্ত্ত্যপদবীমনুবর্ত্তমানঃ
স্থিত্বামুহূর্ত্তমুদতিষ্ঠ ভুজঙ্গবন্ধাৎ॥

তাহা দেখি ক্রোধ করি নিজ ফণাগণ।
উঠাইয়া রহে শ্বাস ছাড়ে ঘনে ঘন॥
শ্বসনরন্ধ্রেতে অতি বিষ বৃষ্টি করি।
স্থির হৈয়া রহে সেই জলের উপরি॥
মণ্ড পাকপাত্র সব জ্বলন্ত নয়নে।
উন্মুখ মুখেতে সেই করে নিরীক্ষণে॥
অত্যন্ত করাল বিষ অগ্নি দৃষ্টি যার।
দুই শিখা জিহ্বা মুখে নাচে অনিবার॥

তাহাতে সে নিজ দৃষ্টি করিয়া স্পর্শন।
রহয়ে কালীয়নাগ অতি নিদারুণ॥
গরুড়-ভয়েতে যেন ভুজঙ্গ উপরি।
অবসর কালমাত্র প্রতীক্ষণ করি॥
তৈছে কৃষ্ণ ক্রীড়া করে তাহার উপরে।
অলক্ষিতে ক্ষণমাত্র নাহি অবসরে॥

তথাহি।

তং জিহ্বয়া দ্বিশিখয়া পরিলেলিহানং
দ্বেসৃকনী অতি করাল বিষাগ্নি দৃষ্টিং।
ক্রীড়ান্নমুং পরিসসার যথা খগেন্দ্রো
বভ্রমসোপ্যপসরং প্রসমীক্ষ্যমানঃ॥
তৎপ্রথ্য মানবপুষা ব্যথিতাত্মভোগস্ত
স্থোন্নমর্য্য কুপিতঃ স্বফণান্ ভুজঙ্গঃ।
তস্থোশ্ব সন্শ্বনাসনরন্ধ্রু বিষাম্বরীষস্তব্ধে॥

ঐছে পরিভ্রমে তার হত তেজ কৈল।
উন্নতাংশ শির তার নম্রমান হৈল॥
কৃষ্ণচন্দ্র তদুপরি কৈল আরোহণ।
তাহার মস্তকমণি করিয়া স্পর্শন॥
চরণকমল হয় অত্যন্ত অরুণ।
সর্ব্বকলা আদি গুরু করয়ে নর্ত্তন॥

তথাহি।

এবং পরিভ্রমহতৌজসমুন্নতাং
সমানম্যতৎ পৃথুশিরঃ স্বধিরূঢ় আদ্যঃ।
তন্মূর্দ্ধ রত্ননিকর স্পর্শাতিতাম্র
পাদাম্বুজোঽখিলকলাদি গুরুর্নর্ত্ত॥

দেখিয়া গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ মুনি যে চারণ।
অন্তরীক্ষে দেব সব দেববধূগণ॥
মৃদঙ্গ পনবানক বাদ্য সুখে করে।
অতি প্রীতে গান করে সুতাল সঞ্চারে॥
পুষ্প উপহার স্তুতি আদি বিস্তারিয়া।
করিতে লাগিল সেবা আনন্দ পাইয়া॥
যেই যেই শির তার নম্র নাহি হয়।
সেই সেই শিরে নৃত্য করে অতিশয়॥
ক্ষীণ আয়ু হৈয়া সেই করয়ে ভ্রমণ।
মুখে হৈতে রক্ত পড়ে করিয়া উল্বণ॥
ঐছে সব নাসিকাতে বিষধারা বয়।
কৃষ্ণ-পদাঘাতে দুঃখ পাইল অতিশয়॥

তথাপিহ ক্রোধে অতি নিশ্বাস ছাড়িয়া
সকল নয়নে বিষ বমন করিয়া ॥
যেই যেই শির কালী উর্দ্ধ করি ধরে।
নৃত্য করি নম্রমান করে পদভরে ॥
হেন অবসরে গন্ধর্ব্বাদি হৃষ্ট হৈয়া।
পুষ্পবৃষ্টি দ্বারা পূজে দর্শন করিয়া ॥
পুরাণ পুরুষ যৈছে হয় শেষাসন।
কালীয়-মস্তকে তৈছে যশোদানন্দন ॥
পুষ্পাদি পূজনে যেন প্রসন্ন হৃদয়ে।
পূজ্যতম পূজকের হিত আচরয়ে ॥
তৈছে কৃষ্ণচন্দ্র কালী মস্তকে নাচিয়া।
করিল তাহার হিত দমন করিয়া ॥
কৃষ্ণচন্দ্র অতিশয় তাণ্ডব করয়।
তাহাতে বিদীর্ণ ফণা সহস্রেক হয় ॥
সকল মুখেতে রক্ত করিয়া বমন।
ভগ্নগাত্র হৈয়া জ্ঞান জন্মিল তখন ॥
পুরুষ পুরাণ হয় যেই নারায়ণ।
সেই চরাচর গুরু করিয়া স্মরণ ॥
মনে মনে কালীনাগ তাঁহার চরণে।
শরণ লইনু প্রভু রাখহ আপনে ॥
চরাচর সকল জগতে স্থিতি যাঁর।
সেই কৃষ্ণ বিশ্বম্ভর রূপে অবতার ॥
তাঁর অতি ভরে কালি আক্রান্ত হইল।
পদাঘাতে ফণা সব চূর্ণ হৈয়া গেল ॥
আসন্ন জীবন কালীনাগের দেখিয়া।
তার পত্নীগণ অতিশয় আর্ত্ত হৈয়া ॥
বসন ভূষণ কেশ বিগলিত হয়ে।
তাহা না সম্বরি অতি ত্বরিতে চলয়ে ॥
সকলের আদ্য কৃষ্ণ সকলের কারণ।
তাঁহার চরণ পাশে করিয়া গমন ॥
সাধ্বী সব অতি বিগলিতচিত্ত হৈয়া।
শরণ্য কৃষ্ণের পদে শরণ লইয়া ॥
সর্ব্বভূতপতি প্রভু দর্শন করিয়া।
দণ্ডবৎ করি পড়ে কৃতাঞ্জলি হৈয়া ॥
পাপাত্মা নিজভর্ত্তা মোক্ষের কারণ।
কৃষ্ণের চরণপদ্মে করে নিবেদন ॥

ছয় শ্লোকে স্তুতি করে দাণ্ডানুমোদনে।
দশশ্লোকে প্রণমিয়া করে প্রশংসনে ॥
আর পঞ্চ শ্লোকে করি করয়ে প্রার্থন।
অত্যন্ত বাহুল্য নাগপত্নীর স্তবন ॥

তথাহি।

দণ্ডানুমোদনং ষড়্ভির্দ্দশভিশ্চ হরের্নতিঃ।
প্রার্থন পঞ্চভিঃ শ্লোকৈঃ স্তুতিঃ পন্নগযোষিতাং ॥

সংক্ষেপ রূপেতে কিছু করিয়ে বর্ণন।
কথারূপে শ্রোতাগণ করহ শ্রবণ ॥
কৃষ্ণের চরণে সব নাগপত্নীগণ।
ক্রোধ শান্ত হেতু আগে করে নিবেদন ॥
খলনিগ্রহের হেতু তব অবতার।
করিলে কালীয়ে দণ্ড নহে অবিচার ॥
রিপুসুত সম্বন্ধে সমান দৃষ্টি যাঁর।
হেন প্রভু তোমা বিনে কে আছয়ে আর ॥
আমরা আসাতে তুমি দণ্ড কর যেই।
কল্মাষাপহর অনুগ্রহ হয় সেই ॥
বুঝি এই পূর্ব্বে কোন তপ আদি কৈল।
যাতে মহা অনুগ্রহ তোমার লভিল ॥
তপ আদি হৈতে নহে হেন ভাগ্যোদয়।
অচিন্ত্য তোমার কৃপা বৈভব নিশ্চয় ॥
তপ আদি করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ।
ইচ্ছা করে যে লক্ষ্মীর প্রসাদ কারণ ॥
সেইত ললনা সর্ব্বোত্তমা রূপ হৈয়া।
তোমার যে পাদপদ্ম স্পর্শন লাগিয়া ॥
সর্ব্ব কাম ভোগ ত্যজি তপস্যা করয়।
তথাপি স্পর্শের অধিকারী নাহি হয় ॥
অতএব এই সর্প কি তপস্যা কর্ম।
করিয়াছে আমরা না বুঝি তার মর্ম্ম ॥

তথাহি।

কস্যানুভাবস্য ন দেব বিদ্মহে
তবাঙ্ঘ্রি রেণু স্পর্শাধিকারঃ।
যদ্বাঞ্ছয়া শ্রীর্ললনাচরত্তপো
বিহায় কামান্ সুচিরং ধৃতব্রতা ॥

তোমার যে পদরজ আশে ভক্তজনে।
পরমেষ্ঠ আদি পদ তুচ্ছ করি মানে ॥

তথাহি।

ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্র বিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগ সিদ্ধিন পুনর্ভবং বা
বাঞ্ছন্তি তৎপাদজঃ প্রপন্নাঃ॥

অতএব নাথ শুন করি নিবেদন।
লক্ষ্যাদি দুর্ল্লভ রজ যে তুয়া চরণ॥
তমোদ্ভুত মহাসর্প ক্রোধবশ যেই।
চরণ রজ অনায়াসে পাইল সেই॥
আমি সব আদি করি যত জীবগণ।
সংসারচক্রেতে সদা করিয়ে ভ্রমণ॥
প্রত্যক্ষ বিভব এই পদরজ সার।
যদৃচ্ছা ক্রমেতে সেব্য হয় সবাকার॥

তথাহি।

তদেব নাথাপ দুরাপমন্যৈ
স্তমোজনিঃ ক্রোধবশোপ্যহীশঃ।
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ শরীরিণো
যদিচ্ছতঃ স্যাদ্বিভবঃ সমক্ষ॥

দণ্ডানুমোদনে ক্রোধ করিয়া শান্তন।
প্রণাম করিয়া সবে করে নিবেদন॥
অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য আদি গুণ যে তোমার
হেন তুয়া পাদপদ্মে করি নমস্কার॥

তথাহি।

নমস্তুভ্যং ভগবতে পুরুষায় মহাত্মনে।
ভূতাবসায় ভূতায় পরায় পরমাত্মনে॥

এইমত প্রণাম করিয়া সতীগণ।
স্তুতি করি পুনশ্চ করয়ে নিবেদন॥
নানাবিধ প্রজা সব হয় যে তোমার।
সকল পালক তুমি প্রভু সবাকার॥
নিজ প্রজাকৃত অপরাধ যেই লয়।
অজ্ঞ জানি কর্ত্তা মানি অবশ্য সহয়॥
অতএব মূঢ় সর্প তোমা নাহি জানে।
প্রশান্ত হৃদয়ে দোষ ক্ষমহ আপনে॥
তুয়া পদ-ভর কালী সহিতে না পারে
গর্ব্ব খর্ব্ব হৈল মুখে গরল উগারে॥
পীড়া পাঞা পন্নগ ত্যজয়ে নিজ প্রাণ
এইবার রক্ষা কর করুণানিধান॥

আমরা স্ত্রীজাতি সবে পতি সে পরাণ।
শোকাতুরা দেখি প্রভু পতি দেহ দান॥
পতি বিনা যুবতীর গতি নাহি আর।
তেকারণে তুয়া পদে করি পরিহার॥
তুয়া আজ্ঞা শ্রদ্ধা করি যে করে পালন।
সর্ব্বভয় হৈতে তার হয় বিমোচন॥
অতএব কিঙ্করীগণের অনুষ্ঠান।
নিজ আজ্ঞা সত্য কর হয় যে বিধান॥
এইবার পতিদান কর মোসবারে।
কহিতে কহিতে নেত্রে বহে অশ্রুধারে॥
এইমত নাগপত্নীগণের স্তবন।
পরম দয়ালু প্রভু করিয়া শ্রবণ॥
ভগ্নশির মূর্চ্ছাপন্ন কালীরে দেখিয়া।
চরণ নর্ত্তনক্রিয়া দিলেন ছাড়িয়া॥
তবে সে কালীয় লব্ধেন্দ্রিয় প্রাণ হৈয়া।
অল্পে অল্পে ক্লেশ হৈতে মস্তক উঠায়া॥
দীন হঞা কৃষ্ণপদ করি দরশন।
কর যুড়ি করিতে লাগিল নিবেদন॥
কালী কহে শুন প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
তোমার করুণা হয় অতি সর্ব্বোত্তম॥
অগতি অধম দীন হীন দুরাচার।
তাসবার ত্রাণ লাগি তুয়া অবতার॥
মোর সম দুষ্টমতি নাহি ত্রিভুবনে।
খলজাতি খলক্রিয়া রহি খল সনে॥
তুমি প্রভু সর্ব্বারাধ্য ইহা না জানিয়া।
লাঙ্গুলে বেড়িনু তোমা স্বগর্ব্বে মাতিয়া॥
দংশন করিনু সেই শ্রীঅঙ্গে তোমার।
এই অপরাধে মোর গতি নাহি আর॥
আমি সব খলজাতি জন্মকাল হৈতে।
তমোগুণে মূঢ় বুদ্ধি হয় ক্রোধ চিত্তে॥
অসৎগুণ রূপ সব যত প্রাণিগণ।
স্বভাব দুস্ত্যজ্য নাথ করি নিবেদন॥
তুয়া আজ্ঞাক্রমে ব্রহ্মা সৃষ্ট্যোৎপত্তি করে
তথি মধ্যে নানা জীব করয়ে সঞ্চারে॥
কীট পতঙ্গাদি করি স্থাবর জঙ্গম।
স্ব স্ব বুদ্ধ্যাকার রূপ করে আচরণ॥

তথি সর্পজাতি অতিশয় খলচিত্ত।
ব্রহ্মজ্ঞানহীন অতি স্বগর্ব্বে মোহিত ॥
নিজ অহঙ্কারে পড়ি স্বগর্ব্বে মাতিয়া।
চরণে দংশিনু পুচ্ছ অঙ্গে জড়াইয়া ॥
দয়া করি তুমি নিজৈশ্বর্য্য প্রকাশিলা।
স্বাঙ্গ-বন্ধ খুলি মোর মস্তকে চড়িলা ॥
কণ্ঠাগত প্রাণ হৈল মরণ সমান।
তথাপিহ নিজ খলবুদ্ধি নাহি যান ॥
দুষ্টগণে শুদ্ধবুদ্ধি কভু নাহি হয়।
শুদ্ধবুদ্ধি বিনা তুয়া ভক্তি না জন্ময় ॥
মোসবার সদা সর্ব্বক্ষণ দুষ্টমতি।
কেমনে তোমার পদে হইবে ভকতি ॥
দুস্ত্যজ্য তোমার মায়া তুয়া কৃপা বিনে।
আপনেই ত্যজিতে না পারে কোনজনে ॥
অতএব তুমি প্রভু জগত-ঈশ্বর।
সকল কারণ সর্ব্ব জগত গোচর ॥
অনুগ্রহ কর কিবা নিগ্রহ বিধান।
তোমার চরণ বিনা গতি নাহি আন ॥
এইমত শুনি কালীনাগের বচন।
কহিতে লাগিল তবে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
শুন সর্প ইহাঁ তুমি না থাকিহ আর।
শীঘ্রগতি রমণকদ্বীপে আপনার ॥
নিজ জ্ঞাতি অপত্য দারাদি লৈয়া যাও।
গো মনুষ্যগণে নদীজল খাইতে দেও ॥
এই যে তোমাতে মোর দণ্ডানুকরণ।
স্মরণ করয়ে যেবা করয়ে কীর্ত্তন ॥
তাহা সবাকারে তুমি সব সর্পগণ।
পীড়া না করিবে এই কহিনু বচন ॥
যার ভয় হৈতে রমণকদ্বীপ ত্যজি।
তোমরা আছিলা এই হ্রদজলে মজি ॥
সে গরুড় না খাইবে তোমা সবাকারে।
মোর পদ লাঞ্ছিত দেখিয়া সর্ব্বশিরে ॥
অদ্ভুত যাঁহার লীলা সেই ভগবান্।
কালী প্রতি ঐছে যবে কৈল আজ্ঞা দান ॥
আদর করিয়া তবে নাগপত্নীগণ।
করিতে লাগিল সুখে কৃষ্ণের পূজন ॥
দিব্যাম্বর মাল্য নানা মণি বিরচনে।
অমূল্য পরম শোভাময় বিভূষণে ॥
দিব্য গন্ধ চন্দন আদি লেপি সর্ব্ব গায়।
অপূর্ব্ব পদ্মের মালা দিলেন গলায় ॥
ঐছে নিজ সুখে কৃষ্ণে অর্চ্চন করিল।
তাসবার ভক্ত্যে অতি প্রসন্ন হইল ॥
তবে কালীনাগ অতিশয় প্রীত হৈয়া।
কৃষ্ণের আজ্ঞাতে সব দারাপত্য লৈয়া ॥
পরিক্রমা করি ভক্ত্যে করিয়া বন্দন।
রমণকদ্বীপে সুখে করিল গমন ॥
তদবধি কৃষ্ণচন্দ্র-অনুগ্রহ হৈতে।
অমৃত সমান জল হৈল যমুনাতে ॥
এইমত কালীয় হ্রদের বিবরণে।
কালীয়দমন লীলা করিল বর্ণতে ॥

তথাহি।

প্রিয়াৎ প্রিয়প্রাণ বয়স্যবর্গে
ধৃতাপরাধং কিল কালীয়ং তং।
যাত্রার্দ্ধি যৎ পাদতলে নৃতান্
হরির্ভজেতং কিলকালীয়হ্রদং ॥

এবে আর লীলাস্থান করহ শ্রবণ।
যেরূপে মিলিল সব ব্রজবাসিগণ ॥
তবে কৃষ্ণ হ্রদ হৈতে তটেতে উঠিল।
তহিঁ উচ্চটিলা দেখি তাঁহা দাণ্ডাইল ॥
দ্বাদশ আদিত্য তাঁহা কৃষ্ণসেবা কৈল।
দ্বাদশ আদিত্য নাম তীর্থ তাঁহা হৈল ॥
পশ্চাৎ কহিব সেই সব প্রকরণ।
এবে শুন যৈছে ব্রজবাসীর মিলন ॥
দিব্য মাল্য গন্ধ বস্ত্র অঙ্গ বিভূষণে।
জাম্বুনদ পরিষ্কৃত মহা মণিগণে ॥
ব্রজবাসিগণ কৃষ্ণে দেখিয়া উঠিল।
ইন্দ্রিয় সকলে যেন পরাণ পাইল ॥
তৈছে সবে হইয়া আনন্দে পূর্ণমন।
অতিশয় প্রীতে করে কৃষ্ণ দরশন ॥
বৃক্ষলতা যত শুষ্ক হইয়া আছিল।
কৃষ্ণ-সন্দর্শনে সবে বিকশিত হৈল ॥

কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা বলরাম তাঁহা আইল।
আলিঙ্গন করি সুখে হাসিতে লাগিল॥
যশোদা রোহিণী নন্দ গোঁপ গোপীগণ।
হৃষ্ট হৈয়া কৃষ্ণপাশে করিল গমন॥
আলিঙ্গন করি অতি প্রেমপূর্ণ মনে।
পুনঃ পুনঃ সকলেই করে নিরীক্ষণে॥
সখাগণ শীঘ্র আসি ভাই ভাই বলিয়া।
কৃষ্ণচন্দ্র সহ মিলে গলাগলি হৈয়া॥
ব্রজরাজ কৃষ্ণচন্দ্রে কোলেতে করিয়া।
আপনাকে শ্লাঘ্য মানি ফিরয়ে নাচিয়া॥
ব্রজেশ্বরী কৃষ্ণমুখে করয়ে চুম্বন।
মস্তকের ঘ্রাণ লৈয়া প্রেমে নিমগন॥
ব্রজবধূগণ কৃষ্ণে দর্শন করিয়া।
অতিশয় প্রেমে রহে একদৃষ্টে চায়্যা॥
অন্যোন্যে দরশনে আনন্দে মগন।
দুরূহ প্রেমের গতি না যায় বর্ণন॥
ধেনুবৎস বৃষ যত আছিল সেথানে।
পরম আনন্দ পাইল কৃষ্ণ-দরশনে॥
হাম্বা হাম্বা রব করি ডাকিতে লাগিল।
পক্ষিগণ সুখে শব্দ করিয়া উঠিল॥
তবে ব্রজপূজ্য বিপ্রগণ সুখ পাঞা।
সস্ত্রীক হইয়া কৃষ্ণে আশীষ করিয়া॥
কহিতে লাগিল রাজা তোমার নন্দন।
ভাগ্যে কালীয়ের স্থানে হইল মোচন॥
অতএব মোদবারে মঙ্গল বিধানে।
গো সুবর্ণ দান কর যেই লয় মনে॥
শুনি ব্রজরাজ অতি প্রীতে মত্ত হৈয়া।
গো সুবর্ণ দান নিবেদিল বিশেষিয়া॥
মহাভাগ্যবতী যশোমতী পুত্র পায়্যা।
পুনঃ আলিঙ্গিয়া কোলে নিল উঠাইয়া॥
একদৃষ্টে নেহারয়ে পুত্রের বদন।
আনন্দে ঝরয়ে আঁখি নহে সম্বরণ॥
এইমতে অপরাহ্ণ অতীত হইল।
ব্রজবাসিগণ ব্রজে যাইতে নারিল॥
ক্ষুধা তৃষ্ণা শ্রমে অতি পীড়িত হইল।
যমুনার তীরে রাত্রে সকলে রহিল॥
মধ্যে কৃষ্ণ বলরাম যশোদা রোহিণী।
তাসবা বেড়িয়া সব ব্রজের রমণী॥
নিজ নিজ কন্যা পুত্র বধূগণ লৈয়া।
সেই রাত্রি সেইখানে রহিল সুতিয়া॥
গোপগণ সঙ্গে রাজা গোধন লইয়া।
পরম আনন্দে রহে সবারে বেড়িয়া॥
সেই রাত্রে দাবানল হইয়া উল্বণ।
পোড়াইতে লাগিল সকল ব্রজজন॥
অর্দ্ধরাত্রে সবে তাঁহা সুতিয়া আছিলা।
করিতে লাগিল দগ্ধ অতিশয় জ্বালা॥
কৃষ্ণরক্ষা হেতু নন্দ ব্যগ্র হৈয়া অতি।
স্নেহে পরিপূর্ণ মন কান্দে যশোমতী॥
নারায়ণ স্থানে রাণী করয়ে প্রার্থন।
রক্ষা কর প্রভু কৃষ্ণ ব্রজপ্রাণধন॥
মোসবার প্রাণ যাউক তাতে নাহি ভয়।
কৃষ্ণ প্রতি যেন কোন ব্যাহতি না হয়॥
তবে উঠি ভয় পাঞা ব্রজবাসিগণ।
দহ্যমান হৈয়া নিল কৃষ্ণের শরণ॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণ মহাভাগ পরম করুণ।
অমিত বিক্রম বলরামচন্দ্র শুন॥
ব্রজবাসী মাত্র সব আমরা তোমার।
ঘোরতর বহ্নি গ্রাস করে মোসবার॥
অতএব সুদুস্তর দাবানল হৈতে।
নিজ বন্ধুগণে রক্ষা করহ ত্বরিতে॥
মৃত্যুরূপ বহ্নি হৈতে কিছু নাহি ভয়।
তোমার চরণে যেন বিচ্ছেদ না হয়॥
এইমত নিজ জন বিপ্লব শুনিয়া।
ঘোরতর দাবানল ঈক্ষণ করিয়া॥
সবা নিবেধিল চিন্তা না করিহ মনে।
কি করিতে পারে অগ্নি আসিয়া এথানে
সকলেই চক্ষু মুদি রহ হেঁট মুণ্ডে।
এইক্ষণে হৈবে দাবাগ্নির গর্ব্বখণ্ডে॥
কৃষ্ণবাক্য শুনি সবে নয়ন মুদিয়া।
দাবানল তাপে রহে হেঁটমুণ্ড হৈয়া॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনন্ত অচিন্ত্য শক্তিমান।
সে তীব্র অনল পান কৈল সাবধান॥

দাবাগ্নি মোক্ষণ করি ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সকলেরে কহে চক্ষু মেলহ এখন ॥
নেত্র প্রকাশিয়া সবে দেখে কৃষ্ণমুখ।
সকলের গেল দাবানল-তাপ-দুঃখ ॥
হেনই অদ্ভুত লীলা করে সেই স্থানে।
প্রেমে পরিপূর্ণ মন তাহা নাহি জানে ॥
তবে ব্রজবাসিগণ আনন্দ পাইল।
প্রভাতে উঠিয়া কৃষ্ণে লৈয়া ব্রজে গেল ॥
দাবাগ্নি মোক্ষণ এই করিল বর্ণন।
কালীহ্রদ দক্ষিণে সে স্থান মঞ্জুবন ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে কালীয়দমন বিবরণ কথনে কালীয়দমন ও
দাবাগ্নি মোক্ষণাদি বর্ণনং নাম সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

অষ্টত্রিংশত্তম অধ্যায়ঃ

দ্বাদশ আদিত্য ও চীরঘাটাদি বিবরণ।

কালীহ্রদোপরি সপ্ত কদম্বের স্থান।
পরম মোহন সেই অতি অনুপাম ॥
তারপর দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ হয়।
পুষ্কন্দন নাম ঘাট তঁহি বিরাজয় ॥
সে সকল কথা এবে করিব বর্ণন।
সংক্ষেপ রূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
কালীয় মর্দ্দন করি আনন্দ অন্তরে।
যবে উঠি দাণ্ডাইল টিলার উপরে ॥
দিব্য মাল্য গন্ধবাস অঙ্গবিভূষণে।
জাম্বুনদ পরিষ্কৃত মহামণিগণে ॥
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা করি দরশন।
দেবতা সকল অতি সুখে নিমগন ॥
শীতার্ত্ত মানিয়া অতি ভক্তি প্রেমভরে।
সূর্য্যগণ উগ্রতাপ করি সেবা করে ॥
মদনমোহন রূপ প্রকাশ করিয়া।
উদার চরিত কৃষ্ণ রহে স্থির হৈয়া ॥
গোপ গোপীগণ যাঁহা দর্শন করিতে।
চারিদিকে রহে কৃষ্ণে করিয়া বেষ্টিতে ॥
পশুগণ চারিদিকে রহি কৃষ্ণে দেখে।
অশ্রুমুখে হাম্বা রব করে প্রেমসুখে ॥
সেই এই দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ নাম।
আশ্রয় করিয়া পূর্ণ কর মনস্কাম ॥

তথাহি।

সূর্য্যৈর্দ্বাদশভিঃ পরং মুররিপু শীতার্ত্ত
উগ্রতাপৈর্ভক্তিপ্রেমভরৈরুদারচরিতঃ
শ্রীমান্মুদাসেবিতঃ। যত্রস্ত্রী পুরস্থৈঃ ক্ষণং
পশুকুলৈ রাবিষ্টিতোরাজতে স্নেহৈর্দ্বাদশ
সূর্য্যা নাম তদদিং তীর্থং সদা সংশ্রয়ে ॥

রাধা অনুরাধা সঙ্গে মদনগোপাল।
সেই স্থানে বিহার করয়ে সর্ব্বকাল ॥
সখীগণ নানা লীলা রহস্য দেখিয়া।
সেবা করে অতি প্রেমরসে মগ্ন হৈয়া ॥

তথাহি।

নবভুবি রবিকন্যা স্বচ্ছাকচ্ছালিপালি
ধ্বনিযুতবয়তীর্থদ্বাদশাদিত্য কুঞ্জে।
সকল কমনি বেদীমধ্যে মধ্যাধিরূঢ়ঃ
স্ফুরতি মদন পূর্ব্বঃ কোপি গোপালরাজঃ ॥

একে পুষ্কন্দন কথা শুন শ্রোতাগণ।
দ্বাদশ আদিত্য যবে করিল সেবন ॥
অতি সুকোমল শান্ত সুন্দর শ্রীঅঙ্গে।
ঘর্ম্মজল উছলিত হৈয়া গন্ধ সঙ্গে ॥
অত্যন্ত আতপে বারিহার প্রায় হৈয়া।
কৃষ্ণের শরীর হৈতে পড়ে ধারা বয়্যা ॥
সেই জল যমুনাতে যেখানে মিলিল।
সেইখানে পুষ্কন্দন নামে তীর্থ হৈল ॥

বন্দনা করিয়া সদা সেই পুষ্কন্দন।
ভজন করিলে পায় কৃষ্ণের চরণ ॥

তথাহি।

অত্যন্তাতপ সেবনেন পরিতঃ
সংজাতঘর্ম্মোৎকরৈঃ গোবিন্দস্য
শরীরতো নিপতিতৈত যত্তীর্থ মূর্চ্চেরভূৎ।
তত্তৎ কোমল সান্দ্র সুন্দরতর
শ্রীমৎ ছদঙ্গোচ্ছলদ্গন্ধৈহারি
সুবারিসন্ততি ভজে পুষ্কন্দনং বন্দনৈঃ ॥

এইত কহিনু পুষ্কন্দন বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা করহ শ্রবণ ॥
যমুনার পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম দিশাতে।
নানাবিধ বৃক্ষ হয় অতি সুশোভিতে ॥
অশ্বত্থ বকুল শাল তমাল রসাল।
পিয়াল শ্রীফল কন্দ বালপতি শাল ॥
তিলক লকুচ জম্বু কদম্ব বঞ্জুল।
উদ্গাল সুপ্লক্ষ স্থূল পলাশ মঞ্জুল ॥
কর্পূরাল মন্দার কুলক দেবদারু।
গালব গ্রন্থিল কলিকে গণনা না করু ॥
নারিকেল তাল পারিজাত বৃক্ষগণ।
বন্ধ্যদার সন্তালক শ্রীহরি চন্দন ॥
কতেক কহিব অল্প বৃক্ষ নয় বনে।
অতি মনোহর শোভা কল্পলতাগণে ॥
লবঙ্গ অশোক হেমযূথী নাগবল্লী।
দ্রাক্ষা কুন্দ বিম্বু কুব্জা আম্র গুঞ্জাবলি ॥
মাধবী মালতী জাতি যূথী সুরঙ্গণ।
মল্লিকা অপরাজিতা শ্যামলতাগণ ॥
বৃক্ষডাল ফলপুষ্পভরে নম্র হৈয়া।
যমুনাতে পড়ে নীর পরশ করিয়া ॥
অত্যন্ত অপূর্ব্ব শোভা হয় মনোহর।
নানাবিধ পক্ষী শব্দ করে তদুপর ॥
নানাবিধ মৃগ মৃগী তটের উপরে।
বিহার করয়ে সদা আনন্দ অন্তরে ॥
সে সকল কথা ক্রমে করিব বর্ণন।
যাঁহা বিহরয়ে কৃষ্ণ লৈয়া প্রিয়গণ ॥
আমলি তলার কথা কহিব এখন।
যমুনার তীরে বৃক্ষ অতি পুরাতন ॥
চতুর্দ্দিগে বেদী বান্ধা পরম সুন্দর।
কৃষ্ণ-বিহারের স্থান অতি মনোহর ॥
রাধিকা-বিরহে কৃষ্ণ বিষাদ করিয়া।
প্রিয়া নাম জপিলেন যেথানে বসিয়া ॥
সে রস মহিমা হয় অতি সর্ব্বোত্তম।
অল্পাক্ষরে কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র গোপীগণ সঙ্গে।
বৃন্দাবন মাঝে রাসলীলা করে রঙ্গে ॥
চন্দন চর্চ্চিত অতি শ্যাম কলেবর।
গলে দোলে বনমালা পীতাম্বরধর ॥
লীলায়ে চলয়ে অতি কুণ্ডল যুগল।
মনোহর শোভা গণ্ডস্থল ঝলমল ॥
হেনমতে শতকোটী গোপিকার সনে।
বিলাস করয়ে অতি রসাবিষ্ট মনে ॥
চঞ্চল হইয়া কারে করে আলিঙ্গন।
কারো মুখে মুখ দিয়া করয়ে চুম্বন ॥
ঐছে নৃত্যরসে কোন গোপিকার স্তনে
ধরয়ে অত্যন্ত সুখে করে নখার্পণে ॥
অতি রসকথা কহে কারো কর্ণমূলে।
কারো সনে নৃত্য করে অতি কুতূহলে ॥
কারো কারো বস্ত্র সুখে করে আকর্ষণ।
যমুনাপুলিনে কারে করয়ে রমণ ॥
কারো সনে আপন করয়ে সুপঞ্চম।
কারো কারো সনে গান করে মনোরম
করতল তাল বলয়াদি বাদ্য হয়।
আপনেও বংশীবাদ্য করে রসময় ॥
সাধু সাধু বলি সবে প্রশংসা আচরে।
তা সবা সহিতে নৃত্য করিয়া বিহরে ॥
রসময় মূর্ত্তি কৃষ্ণ সাক্ষাৎ শৃঙ্গার।
মন্মথ মন্মথ রূপে বৈদগ্ধ্যাদি সার ॥

তথাহি।

শৃঙ্গারঃ সখিমূর্ত্তিমানিব ইত্যাদি।
সাক্ষাৎ মন্মথ মন্মথ ইত্যাদি ॥

হেনমতে নিত্যরসে তা সবার সনে।
আলিঙ্গন করি হয় অতি সুশোভনে ॥

তথাহি।

তত্রাতি স্বশুভেতাভি র্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
ইত্যাদি ॥

তঁহি রাই অতিশয় প্রেমে অন্ধা হয়।
তাঁর সনে কৃষ্ণ ঐছে বিহার করয় ॥
সুধাময় মুখচন্দ্র করি প্রশংসন।
অত্যন্ত কৌতুকে করে চুম্বনালিঙ্গন ॥
এইমত সাধারণ প্রণয়ে শ্রীকৃষ্ণ।
ব্রজবধূগণ সহ বিহরে সতৃষ্ণ ॥
আপনার উৎকর্ষতা কিছু না দেখিল।
রাইর হৃদয়ে বাম্য আসি উপজিল ॥
মান করি রাস নৃত্য মণ্ডলী ছাড়িয়া।
লুকাঞা রহিল দূরে নিজ সখী লৈয়া ॥
কৃষ্ণলীলা রসকথা করিয়া স্মরণ।
বিহার করিতে করে কথোপকথন ॥

তথাহি।

বিহরিত বনে রাধা সাধারণ প্রণয়ে হরৌ
বিগলিত নিজোৎকর্ষাদীর্ষ্যাবশেন গতান্ততঃ।
ক্বচিদপি লতাকুঞ্জেগুঞ্জন্মধুব্রতমণ্ডলী মুখর
শিখরে লীলাদীনাপ্যুবাচরহঃ সখীঃ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র কতক্ষণ বিহার করিয়া।
মণ্ডলীতে রাধিকারে দেখিতে না পায়্যা ॥
তাঁরে মনে চিন্তি অতি ব্যাকুল হইয়া।
অন্বেষণে গেল গোপীগণেরে ত্যজিয়া ॥
সব লীলা হৈতে রাসলীলা হয় শ্রেষ্ঠা।
তঁহি গোপীগণ মধ্যে রাই অতি প্রেষ্ঠা ॥
তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণসুখ বিলাস যেমন।
শতকোটী গোপী সহ না হয় তেমন ॥
তাঁহা বিনা একক্ষণ না পারে রহিতে।
সবারে ছাড়িয়া তেঞি যায় অন্বেষিতে ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অতি বিকল হইয়া।
স্মরবাণে বিদ্ধ ডাকে রাধানাম লৈয়া ॥
কোথা আছ প্রাণপ্রিয়ে দেহ দরশন।
তোমা বিনু এই প্রাণ না যায় ধারণ ॥
তুয়া সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন।
পাঁচবাণ সন্ধান করয়ে অনুক্ষণ ॥

অতিশয় তীব্র জ্বালা না পারি সহিতে।
দেখা দিয়া রক্ষা কর কামবাণ হৈতে ॥
যতক্ষণ তুমি দৃষ্টিগোচর নহিবে।
ততক্ষণ কামশরে আমারে পীড়িবে ॥
তুমি সঙ্গে যবে মোরে দেখিবে মদন।
ধনুঃশর ত্যজি ভয়ে পলাবে তখন ॥
ঐছে অন্বেষণ করি কাঁহা না পাইল।
আর্ত্ত হৈয়া কালিন্দীতনয়া তটে আইল ॥
আমলীর তলে বসি কুঞ্জের ভিতরে।
রাধানাম মন্ত্র জপে বিহ্বল অন্তরে ॥
বিষাদ করিয়া পুনঃ কহিতে লাগিল।
হা হা প্রাণেশ্বরী আমা ছাড়ি কাঁহা গেলা ॥
সৌন্দর্য্যা সুন্দরী রাধা মাধুর্য্যের সার।
মহত্বে রাধিকা গুরু হয় সবাকার ॥
ব্রজাঙ্গনাগণে মুখ্যা হয় যে রাধিকা।
সেই সে আমার প্রিয়তমা সর্ব্বাধিকা ॥
এইমত রাধিকার গুণানুস্মরণে।
করিতে লাগিল অতি উৎকণ্ঠিত মনে ॥
প্রেমায়ে বিহ্বল যাঁহা পড়ে নিরীক্ষণ।
তাঁহা তাঁহা রাধাময় করে দরশন ॥

তথাহি।

রাধাবিশ্লেষিতঃ কৃষ্ণোহ্যেকদা প্রেমবিহ্বলঃ।
রাধামন্ত্রং জপন্ ধ্যায়ন্ রাধাং সর্ব্বত্র পশ্যতি।

এইত প্রসঙ্গে আছে অনেক বিচার।
সংক্ষেপে কহিনু কহা না যায় বিস্তার ॥
কলিযুগে আসি কৃষ্ণ চৈতন্য রূপেতে।
অবতীর্ণ হৈল রাধাভাব আস্বাদিতে ॥
যেইকালে আইল বৃন্দাবন দরশনে।
বসিলেন তাঁহা পূর্ব্ব রসাস্বাদ মনে।
আমলীতলার এই হয় বিবরণ।
আগে আর স্থানলীলা করিব কথন ॥
তারপরে হয় এক বট অনুপম।
যমুনার তটে সেই হয় মনোরম ॥
সুশীতল স্থান অতি পরম নির্জ্জন।
মূলে বেদী বদ্ধ হয় উজ্জ্বল বরণ ॥

তার চতুর্দ্দিগে পুষ্পোদ্যান শোভা করে।
মত্ত মধুকর তহিঁ মধুলোভে ফিরে ॥
নিত্যানন্দ রাম তাঁহা বসি প্রেমসুখে।
দরশন করে শোভা যমুনা সম্মুখে ॥
তাঁহা ভক্তি করি বাস করে যেইজন।
নিত্যানন্দ রামের সে কৃপার ভাজন ॥
তারপরে চীরঘাট হয় মনোহর।
কদম্বের বৃক্ষ এক হয় তছুপর ॥
সে স্থান রহস্য লীলা কহি বিবরণ।
সংক্ষেপ রূপেতে কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
একদিন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ সনে।
নানা রস রাসলীলা করি বৃন্দাবনে ॥
জলকেলি করিবারে যমুনা আইল।
বস্ত্র অলঙ্কার সবে সে ঘাটে রাখিল ॥
সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্রে অঙ্গ করি আচ্ছাদনে।
যমুনার জলে নামিলেন হর্ষমনে ॥
হাতাহাতি সবে চারিদিগে দাণ্ডাইলা।
মণ্ডলীর মধ্যে দোঁহে করে জললীলা ॥
মন্দ মন্দ হস্ত পদ চালন করিয়া।
ঘুরিয়া ফিরয়ে সবে সুখে মত্ত হৈয়া ॥
মণ্ডলীর মধ্যে নীর প্রফুল্লিত হয়।
সে হিল্লোল আসি দুহুঁ অঙ্গেতে লাগয় ॥
অতি সুখে মগ্ন হৈয়া রাধিকার সঙ্গে।
অঞ্জলি ভরিয়া জল কৃষ্ণ দেই রঙ্গে ॥
ঐছে রাই কৃষ্ণ-অঙ্গে করয়ে সেচনে।
অন্যোন্যে জলযুদ্ধ হয় দুইজনে ॥
হাতাহাতি বুকাবুকি জলকেলির রঙ্গে।
মুখামুখি হয় অতি রসের তরঙ্গে ॥
তাহা দেখি সখীগণ আনন্দ পাইলা।
একদৃষ্টে দেখে দুহুঁ জলযুদ্ধ লীলা ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ রসে মগ্ন হৈয়া।
ডুবিয়া রাইর অঙ্গ ধরিল বেড়িয়া ॥
কোলে করি উঠে শীঘ্র অতি হর্ষচিত্তে।
হাসিয়া ধরয়ে রাই কৃষ্ণের গলেতে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র ঐছে লীলা করি কতক্ষণ।
জলযুদ্ধ আরম্ভিল লৈয়া প্রিয়াগণ ॥

দুই চারি পাঁচ সাত দশ বিশ মেলি।
কৃষ্ণের সহিতে সবে করে জলকেলি ॥
যত ব্রজবধূগণ জলকেলি করে।
অলক্ষিতে কৃষ্ণচন্দ্র তত মূর্ত্তি ধরে ॥
তা সবার বস্ত্র ঐছে করিয়া হরণ।
স্থির হৈয়া রহে কৃষ্ণ সহাস্যবদন ॥
অম্বরবিহীন অঙ্গ হইয়া সকলে।
লজ্জা পাঞা মগ্ন হৈয়া রহে কণ্ঠজলে ॥
যমুনার জল অতি সুনির্ম্মল হয়।
সুখে সে সবার অঙ্গ কৃষ্ণ নিরীক্ষয় ॥
দরশনে অতিশয় উল্লাস বাড়িল।
রাই লৈয়া রসকেলি আরম্ভ করিল ॥
এই অবসরে ওথা সব সখীগণ।
পদ্মবনে রহিলেন হৈয়া সঙ্গোপন ॥
রাধিকা সহিতে কৈল নানা রস লীলা।
তবে রাই কৃষ্ণ প্রতি প্রেরণ করিলা ॥
পদ্মবনে তাসবার করি অন্বেষণ।
নানান্ কৌতুকে লীলা কৈল কতক্ষণ ॥
ঐছে জললীলা করি স্নান সমাপিয়া।
তীরে উঠিলেন কৃষ্ণ প্রিয়াগণ লৈয়া ॥
তবে নিজ নিজ চীর দেখিয়া দেখিয়া।
পরিধান কৈল অতি আনন্দিত হৈয়া ॥
সূক্ষ্ম শুক্লবাসে কেশ মার্জ্জন করিয়া।
নিজ নিজ অলঙ্কার সকলে পরিয়া ॥
শ্রীরত্নমন্দিরে পুনঃ গমন করিল।
বৃন্দাদেবী নানা সেবা করিতে লাগিল ॥
ঐছে রাসলীলা যবে করে বৃন্দাবনে।
জললীলা করে চীর রাখিয়া সেখানে ॥
এইত কহিনু চীরঘাট বিবরণ।
এবে আর স্থান লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥
তার পরে কেশীতীর্থ নামে ঘাট হয়।
সেখানে কৃষ্ণের লীলা অত্যাশ্চর্য্যময় ॥
কেশী নামে অসুর বধিয়া সেইখানে।
সরুধির ভুজদ্বয় কৈল প্রক্ষালনে ॥
গঙ্গা শতগুণ পুণ্যতীর্থ সেই হয়।
ঐছে ফল লভে তাঁহা স্নান যে করয় ॥

তথাহি।

গঙ্গাশতগুণ প্রোক্তং যত্র কেশীনিপাতিতঃ।
কেশ্যাঃ শতগুণং প্রোক্তং যত্র বিশ্রামিতো হরি

এইমত হয় কেশীঘাট বিবরণে।
সংক্ষেপ রূপেতে কিছু করিব বর্ণনে॥
অরিষ্ট অসুর ব্রজে যবে বধ হৈল।
সকল বৃত্তান্ত নারদ কংসেরে কহিল॥
শুনি ভোজপতি অতি ক্রোধাবিষ্ট হৈয়া।
ময়দানবের পুত্র কেশীরে ডাকিয়া॥
কহিল আমার শত্রু আছে ব্রজজনে।
রামকৃষ্ণ দুইজন নন্দের ভবনে॥
অতএব তুমি নন্দগোকুলে যাইয়া।
বিনাশ করহ শত্রু মায়া প্রকাশিয়া॥
কংসের আদেশে কেশী মায়ারূপ ধরে।
অতি বড় পুষ্ট হয় অশ্বের আকারে॥
স্কন্ধজটাগণ ঊর্দ্ধে ভ্রমণ করায়্যা।
মনোবেগে চলে মহী বিদীর্ণ করিয়া॥
তার ভয়ে মেঘগণ ইতস্ততঃ যায়।
বিমান লইয়া দেব সকল পলায়॥
অশ্বজাতি শব্দ করে পরম দারুণ।
শুনি ভয়ে কম্পমান হয় সর্ব্বজন॥

তথাহি।

কেশী তু কংসপ্রহিতখুরৈ মহীং
মহাহয়োনির্জ্জরয়ন্ ন মনোজবঃ।
শঠাবধূতাভ্রবিমানশঙ্কুলং কুর্ব্বন্নভো
তে হসিত ভীষিতাখিলঃ॥

নেত্র বড় বিকট বিস্তার মুখখান।
দীর্ঘ গলা বর্ণ নীল মেঘের সমান॥
দুরন্ত আশয় কংস হিতের কারণে।
নন্দব্রজে যায় মহী করিয়া কম্পনে॥

তথাহি।

বিশালনেত্রো বিকটাস্য কোটরো
বৃহদ্গলো নীলমহাম্বুদোপমঃ।
দুরাশয়ঃ কংসহিতং চিকর্ষুর্ব্রজং
স নন্দসস্থ জগাম কম্পয়ন্॥

তার সেই শব্দ শুনি ব্রজবাসিগণ।
সকলে হইল অতি ভয়াকুল মন॥

আকাশে উঠিয়া পুচ্ছ ভ্রমণ করায়।
তাহাতে ঘূর্ণিত হৈয়া মেঘগণ যায়॥
রামকৃষ্ণ দোঁহাকার করি অন্বেষণ।
ইতস্ততঃ নন্দব্রজে করয়ে ভ্রমণ॥
দেখি গোপ গোপীগণ ভয়াকুল মনে।
সকলেই যাঁহা তাঁহা রহে সঙ্গোপনে॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে বৃন্দাবনে গিয়া।
গোচারণ করে সখাগণ সঙ্গে লৈয়া॥
কেশীও সেখানে গিয়া উপস্থিত হৈল।
সখাগণ সনে তাঁহা দোঁহারে দেখিল॥
দেখিতেই কৃষ্ণ সব কারণ জানিল।
ইহা দেখি ব্রজবাসী মাত্র ভয় পাইল॥
কংসচর কেশী এই রণের কারণে।
আমা অন্বেষণ করি ফিরে বনে বনে॥
এত চিন্তি সখাগণের আগে দাণ্ডাইয়া।
আহ্বান করিল আগে আইস বলিয়া॥
সে কথা শুনিয়া সিংহপ্রায় শব্দ করি।
আসিতে লাগিল সেই কৃষ্ণ বরাবরি॥

তথাহি।

তত্রাশঃস্তং ভগবান্ স্বগোকুলং
তদ্দেশিতৈর্বালবিঘূর্ণিতাম্বুদং।
আত্মানমাজৌ মৃগবন্ত অগ্রণী-
রুষাসয়েৎ সব্যানদন্মৃগেন্দ্রবৎ॥

অত্যন্ত বিস্তার মুখ করি প্রসারণে।
আকাশ করিবে পান হেন লয় মনে॥
দুরাসদ রূপ অন্যে পরাভব নয়;
অতি চণ্ডবেগে সেই হয় দুরত্যয়॥
অতি শীঘ্রগতি কৃষ্ণ-নিকটে আসিয়া।
মারিল পশ্চাৎ দুই পাদ উঠাইয়া॥

তথাহি।

সত্যং নিশম্যাভিমুখো মুখেনখং
পিবন্নিবাভ্য দ্রব দৈত্যমর্ষণঃ।
জঘানপদ্ভ্যামরবিলোচনং
দুরাশদশ্চণ্ডজবো দুরত্যয়ঃ॥

কৃষ্ণচন্দ্র পদাঘাত বঞ্চনা করিয়া।
দুই হস্তে দুই পদে ধরি ঘুরাইয়া॥

অবহেলাক্রমে ধনু শতেক অন্তরে।
ক্রোধ করি ফেলাইল অবনী উপরে ॥
গরুড় যেমত ভুজঙ্গেরে আছাড়িয়া।
ভূমেতে ফেলায়ে রহে ব্যবস্থিত হৈয়া ॥
তৈছে কৃষ্ণচন্দ্র কেশীবধের কারণে।
ত্যাগ করি রহিলেন অসঙ্কোচ মনে ॥

তথাহি।

তত্রঞ্চয়িত্বাতমধোক্ষজোরুষা
প্রগৃহ্যদোর্ভ্যাং পরিবিধ্য পাদয়োঃ।
সাবজ্ঞ মুৎসৃত্য ধনুঃ শতান্তরে
যথোরগং তার্ক্ষ্যসুতো ব্যবস্থিতঃ ॥

তবে কেশী পুনরপি চেতন পাইয়া।
মুখ মেলি শীঘ্রগতি আইল ধাইয়া ॥
তারে দেখি কৃষ্ণচন্দ্র ঈষৎ হাসিয়া।
সেই মুখে বাম ভুজ দিল প্রবেশিয়া ॥
উরগ যেমত খালে প্রবেশ করয়।
তৈছে মুখে হস্ত দিল নাহি কিছু ভয় ॥

তথাহি।

সলব্ধ সংজ্ঞঃ পুনরুত্থিতে রুষা
ব্যাদায় কেশীতরসা পতদ্ধরিং।
সোপ্যস্য বক্ত্রে ভুজ মুত্তরং
স্ময়ন্ প্রবেশয়ামাস যথোরগং বিলে ॥

তবে সেই ভুজদণ্ড করিয়া চর্ব্বণ।
কৃষ্ণভুজ স্পর্শে ভাঙ্গি গেল দন্তগণ ॥
তপ্ত লৌহ স্পর্শে যেন দন্ত নাশ যায়।
তৈছে দন্তহীন পীড়া করিতে না পায় ॥
কৃষ্ণ-বামভুজ তার দেহে প্রবেশিয়া।
বাড়িতে লাগিল অতিশয় পুষ্ট হৈয়া ॥
যেন উপেক্ষিত ব্যাধি হয় জলোদর।
প্রতিকার হীন কেশী হইল ফাঁফর ॥

তথাহি।

দান্তানি পেতু র্ভগভুজ স্পৃশস্তে
কেশীন স্তপ্তময়ঃ স্পৃশো যথা।
বাহুশ্চতদ্দেহ গতো মহাত্মন
যথা ময়ঃ সংববৃধেহ্যুপেক্ষিতঃ ॥

অন্তর্গত হঞা ভুজ অত্যন্ত বাড়িল।
তবে সে কেশীর বায়ু নিরুদ্ধ হইল ॥

ভগ্নগাত্র হ'য়ে সেই উলটা নয়নে।
পদ চারিখান তবে করি বিক্ষেপনে ॥
অত্যন্ত পীড়াতে বিষ্ঠা ত্যজন করিয়া।
পড়িলা অবনীতলে গতপ্রাণ হৈয়া ॥

তথাহি।

সমেধমানেন স কৃষ্ণ-বাহুনা
বিরুদ্ধ বায়ুশ্চরণাংশ্চ বিক্ষিপন্।
প্রস্বিন্নগাত্রঃ পরিবিত্ত লোচনঃ
পপাতলেণ্ডং বিসৃজন্ ক্ষিতৌ ব্যসুঃ ॥

কর্কটিকা ফল যেন পক্বতাকে পায়্যা।
আদি অন্ত দীর্ঘে যায় বিদীর্ণ হইয়া ॥
তৈছে তার দেহ কাটি খণ্ড খণ্ড হৈল।
তাহা হৈতে কৃষ্ণ ভুজ আকর্ষিয়া লৈল ॥
হেন লীলা করি কৃষ্ণ অবিস্মিত হয়।
শ্রম ভয় গর্ব্ব মাত্র কিছু না জন্ময় ॥
অযত্নত কেশী হেন দৈত্য নষ্ট হৈল।
দেখি দেবগণ মনে অতি সুখ পাইল ॥
গন্ধর্ব্ব চারণ করে পুষ্প বরিষণ।
তাসবা সহিতে করে কৃষ্ণের স্তবন ॥

তথাহি।

তদ্দেহতঃ কর্কটিকা ফলোপ-
মারুসোরপাকৃষ্য ভুজং মহাভুজঃ।
অবিস্মিতোঽযত্ন হতারিকঃ সুরৈঃ
প্রসূন বর্ষৈর্ব্বর্ষদ্ভি রীড়িতঃ ॥

দেখি সখাগণ অতি আনন্দিত হৈয়া।
কহিতে লাগিল কৃষ্ণে আলিঙ্গন দিয়া ॥
শুন শুন কৃষ্ণচন্দ্র বাক্য মোসবার।
অত্যন্ত অদ্ভুত লীলা হয়ত তোমার ॥
দেখিয়া তোমার কর্ম্ম হেন লয় মনে।
দৈব প্রবল বিদ্যা আছে তুয়া স্থানে ॥
সেই বলে কর তুমি অদ্ভুত আচার।
নহে সাধ্য হয় কি অসুর নাশিবার ॥
তা সবার কথা শুনি হাসে বলরাম।
ঈষৎ হাসয়ে কৃষ্ণ সর্ব্বগুণধাম ॥
কেশীরে মারিয়া কৃষ্ণ ঐছে রক্তহাতে।
জল সন্নিকটে গেল সখাগণ সাথে ॥

যেইখানে ভুজদ্বয় প্রক্ষালন কৈল
কেশীঘাট নামে সেই মহাতীর্থ হৈল ॥
সেই স্থানে ভক্তি করি স্নান যে করয় ।
তা সবার মনোবাঞ্ছা সর্ব্ব পূর্ণ হয় ॥

তথাহি ।

হেষাভি জগতীত্রয়ং মদভরৈর্ রুৎকম্পয়ন্তং পরৈঃ
ফুল্লনেত্রবিঘূর্ণনেন পরিতঃ পূর্ণং দহন্তং জগৎ ।
তং তাবৎ হনবদ্বিদীর্য্যবকভিদ্বিদ্বেষিণং কেশিনং যত্র
ক্ষালিতবান্ করৌ সরুধিরৌ তৎ কেশী তীর্থং ভজে ॥

এইত কহিনু কেশীতীর্থ বিবরণ ।
যাহার শ্রবণে সর্ব্ব বিঘ্ন বিনাশন ॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে দ্বাদশাদিত্য তীর্থাদি কথনে
কেশীতীর্থ বিবরণ কথনং নামাষ্টত্রিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ ।

ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ ।

বংশীবটাদি ও বেণুকূপ বিবরণ ।

তার পর হয় ধীর সমীর নির্জ্জন ।
যমুনা সমীপে অতি সুন্দর শোভন ॥
তাঁহা কৃষ্ণচন্দ্র সুখে করেন বিহার ।
সূত্ররূপে কহি সেই লীলারস সার ॥
একদিন কৃষ্ণচন্দ্র সেখানে আসিয়া ।
বৃন্দাদেবী সহ প্রেমে মিলন করিয়া ॥
হরষিত হৈয়া কিছু কহিতে লাগিল ।
তাহা শুনি বৃন্দা অতি আনন্দ পাইল ॥
কৃষ্ণ কহে বৃন্দে শুন কহি যে তোমারে
কিরূপে রাধিকা আসি মিলিবে আমারে
তার সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন ।
অত্যন্ত আক্রোশ রূপে করয়ে তাড়ন ॥
অনঙ্গের জ্বালা সহ্য না হয় সর্ব্বথা ।
ত্বরায় মিলাহ মোরে বৃষভানুসুতা ॥
এ ধীর সমীরে আমি রহি একেশ্বরে ।
তুমি অনুনয় করি আনহ তাঁহারে ॥
তাঁহার বিচ্ছেদে মোর আকুল পরাণ ।
বুঝিয়া করহ কার্য্য যে হয় বিধান ॥
এত কহি কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকা-বিচ্ছেদে ।
নানাবিধ আচরয়ে করিয়া বিষাদে ॥
মন্দ মন্দ হৈয়া বহে মলয় পবন ।
তাহার পরশে অতি কাম উদ্দীপন ॥
বহুবিধ পুষ্প তহিঁ প্রফুল্লিত হয় ।
দেখি কৃষ্ণ-মনে পীড়া হয় অতিশয় ॥
চন্দ্রজ্যোৎস্নামৃত সব বিষের সমান ।
তাতে মূর্চ্ছাপন্ন হয় ত্যজিয়া গেয়ান ॥
কামবাণ জ্বালা মানি কিরণ সকলে ।
বিলাপ করয়ে অতি হইয়া বিহ্বলে ॥
বিগলিত হৈয়া পুষ্প পড়য়ে উপরে ।
কন্দর্পের বাণ মানি আক্রোশন করে ॥
মত্ত মধুকর শর শব্দ আচরয় ।
শুনিতে না পারি হাতে কর্ণ আচ্ছাদয় ॥
রাধিকা-বিচ্ছেদে অতি পীড়িত হৃদয়ে ।
সুখ হেতু সব দুঃখ করিয়া মানয়ে ॥
বনেতে ফিরয়ে ত্যজি সুললিত ধাম ।
ধরণী লোটয়ে বিলপয়ে রাধানাম ॥
ক্ষণে রাধা বলি কৃষ্ণ কাতর হইয়া ।
অতি ব্যগ্র কুঞ্জে কুঞ্জে ফিরে অন্বেষিয়া ॥
ক্ষণেক কুটির মধ্যে গিয়া হর্ষমনে ।
ক্রীড়া লাগি শয্যা করে বিবিধ বন্ধানে ॥

নবীন কুসুমদল তুলিয়া আনয় ।
রতন পালঙ্কোপরি সাজায়ে রাখয় ॥
তদুপরি সূক্ষ্ম শুক্লবস্ত্র আচ্ছাদিয়া ।
তার চতুষ্কোণে বান্ধে চিত্রডোরী লৈয়া ॥
পরম সুন্দর গেন্দু রাখে ক্রমবন্ধে ।
গুলাব আতর দেয় মনের আনন্দে ॥
কর্পূর পূরিত পূগ বীড়া সাজাইয়া ।
অতি যত্ন পায়্যা রাখে সংপুট ভরিয়া ॥
অগৌর কুঙ্কুম আর মলয় চন্দন ।
সুবন্ধান রূপে রাখে করিয়া সাজন ॥
হেনই সময়ে কোন ধ্বনি যদি শুনে ।
রাই-আগমন-শঙ্কা উপজয়ে মনে ॥
প্রিয়া আইলা প্রিয়া আইলা বলে বার বার
দেখিতে না পাঞা দুঃখ বাড়য়ে অপার ॥
ভাবাবেশে রাধিকারে করে সম্বোধন ।
তুয়া সঙ্গহীন মোরে দেখিয়া মদন ॥
অতিশয় জ্বালা দেয় না যায় সহন ।
শীঘ্র আসি রাই মোরে করহ রক্ষণ ॥
কৃষ্ণের বিলাপ ঐছে বৃন্দাদেবী শুনি ।
রাধিকা নিকটে শীঘ্র গেলেন আপনি ॥
অত্যন্ত ব্যাকুলা বৃন্দাদেবীরে দেখিয়া ।
কারণ জিজ্ঞাসে রাই স্নিগ্ধতা করিয়া ॥
তবে বৃন্দাদেবী অতি কাতর অন্তরে ।
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত সব কহেন তাঁহারে ॥
নিজ প্রাণ পরার্দ্ধ যে কৃষ্ণের চরণ ।
তাহার বৈকুল্য কথা করিয়া শ্রবণ ॥
মূর্চ্ছিত হইল রাই প্রিয়তম-দুঃখে ।
বাক্যস্তব্ধ হৈল বৃন্দা শব্দ নাহি মুখে ॥
সখীগণ নানামত করয়ে সেবন ।
তথাপিহ রাধিকার না হয় চেতন ॥
মনে মনে রাই করিয়াছে অভিসার ।
কারণ বুঝিল বৃন্দা করিয়া বিচার ॥
উপায় না দেখে মূর্চ্ছা ভঙ্গের কারণ ।
পুনরপি করে কৃষ্ণচরিত্র বর্ণন ॥
শুন সখী কৃষ্ণ যাঁহা তুয়া আলিঙ্গন ।
করিয়া কন্দর্প যজ্ঞ কৈল সমাপন ॥
সেইত নিকুঞ্জে মহাসিদ্ধ তীর্থে গিয়া ।
তুয়া কুচকুম্ভ পরিরম্ভণ লাগিয়া ॥
অভীষ্ট দেবতা মানি করিয়া ধেয়ান ।
অতি আর্ত্ত হৈয়া সদা করে গুণ গান ॥
তুয়া নাম মন্ত্রাবলী জপি অনুক্ষণ ।
বাঞ্ছা করিয়াছে পুনঃ গাঢ় আলিঙ্গন ॥

তথাহি ।

পূর্ব্বং যত্র সমং ত্বয়া রতিপতে রাসাদিতাঃ সিদ্ধয়
স্তস্মিন্নেব নিকুঞ্জ মন্মথ মহাতীর্থে পুনর্মাধবঃ ।
ধ্যায়ং স্তারনিশং জপন্নপিতবৈরালাপ মন্ত্রাক্ষর
ভূয়স্তৎ কুচকুম্ভনির্ভর পরীরম্ভামৃতং বাঞ্ছতি ॥

এইমত প্রিয়-চেষ্টা শ্রবণ করিয়া ।
ক্ষণেকে উঠিল রাই নিশ্বাস ছাড়িয়া ॥
পুনঃ বৃন্দাদেবী কৃষ্ণ-চেষ্টা বিশেষিয়া ।
কহিতে লাগিল অভিসারের লাগিয়া ॥
যমুনার তীরে সেই রতিসুখ সারে ।
তোমার কারণে কৃষ্ণ করি অভিসারে ॥
মন্মথের রূপ হরে হেন রূপ বেশে ।
অতি পীড়া পাঞা ধীর সমীরেতে বৈসে ॥
মন্দ মন্দ হৈয়া যাঁহা বহয়ে পবন ।
অত্যন্ত নিবিড় স্থান সুখদ নির্জ্জন ॥
অতএব নিতম্বিনী বিলম্ব ত্যজিয়া ।
অভিসার কর কৃষ্ণ-সুখের লাগিয়া ॥
শ্রবণ করহ ধীর সমীরের মাঝে ।
রাধানাম সঙ্কেত করিয়া বেণু বাজে ॥
আমি আছি এই ধীর সমীরে বসিয়া ।
ত্বরিতে রাধিকা তুমি মিলহ আসিয়া ॥
এইমত মন্দ মন্দ করি তুয়া নাম ।
বেণু দ্বারে কৃষ্ণ গান করে অবিরাম ॥
তুয়া স্পর্শ করিয়া চলয়ে যে পবন ।
সেই বায়ু করে যেই বেণুর স্পর্শন ॥
তার বহু ভাগ্য কথা করে প্রশংসন ।
তোমার পরশ লাগি উৎকণ্ঠিত মন ॥
বিচলিত হৈয়া পক্ষী পড়ে পত্রোপরি ।
শব্দ শুনি তুয়া আগমন শঙ্কা করি ॥
বিলাস কারণে শয্যা রচনা করিয়া ।
তুয়া পথ হেরে নেত্রে চকিত হইয়া ॥

অতএব শুন সখী ত্যজহ মন্দির।
গমনে রিপুর সম মুখর অধীর ॥
শুক্লবস্ত্র ত্যজি নীল বসন পরহ।
সতী মোর কুঞ্জেপুঞ্জে ত্বরিতে চলহ ॥
নবঘন তুল্য হয় কৃষ্ণ-বক্ষঃস্থল।
মুক্তাহার বক্ষপাঁতি তাহাতে চঞ্চল ॥
তড়িত সমান পীতবর্ণ তুয়া হয়।
রতি বিপরীতে তহিঁ করহ উদয় ॥
যেন কৃষ্ণ জলধর সুশোভিত হৈয়া।
লীলামৃত বৃষ্টি করে মধুর গর্জ্জিয়া ॥
মোসবার নেত্রলুব্ধ চাতক সমান।
অনিমিখ হৈয়া যেন সুখে করে পান ॥
অতএব শুন রাই পঙ্কজনয়নে।
কিশলয় বিরচিত কোমল শয়নে ॥
পরিহৃত রসনা বসন বিগলিত।
জঘন ঘটনা কর বিধান রহিত ॥
যেন আবরণ হীন সমুদ্র দেখিয়া।
নবঘন রস ভীরু কর হর্ষ হৈয়া ॥
তৈছে আবরণ হীন তোমার জঘন।
দেখি কৃষ্ণ সুখে করে লীলা বরিষণ ॥
কিন্তু শুন অভিমানী হ'য়ে তুয়া লাগি।
অন্য কান্তা অভিসারে নহে অনুরাগী ॥
তোমারে লইতে আমা পাঠাইয়া দিল।
হের দেখ অর্দ্ধ নিশা অতীত হইল ॥
অতএব রাই তুমি আমার বচন।
শুনিয়া ত্বরিতে বেশ করহ রচন ॥
অবশেষ রাত্রি যেন না হয় বিরাম।
ত্বরিতে পূরহ আসি মধু রিপু কাম ॥
এইমত তাঁর কথা শ্রবণ করিয়া।
উৎকণ্ঠিতা হৈল কৃষ্ণমিলন লাগিয়া ॥
ললিতার প্রতি রাই কহেন বচন।
কিরূপে কৃষ্ণের সহ হইবে মিলন ॥
তাঁর অদর্শনে চিত্ত বৈকুল্য করয়ে।
স্থির হৈয়া ক্ষণমাত্র রহিতে নারিয়ে ॥
শুনিয়া ললিতা সখী আনন্দ পাইল।
সকৌতুক মনে কিছু কহিতে লাগিল ॥

শুনহ রাধিকা তুমি আমার বচন।
কিরূপে কৃষ্ণের সহ হইবে মিলন ॥
অতিশয় দুষ্টমতি হয় তুয়া পতি।
তাহারে বঞ্চিয়া কৈছে গমন সঙ্গতি ॥
জটিলা কুটিলা হয় দুরন্ত আশয়।
নিজ নিজ গৃহে শুতি জাগ্রত আছয় ॥
আর তাহে অতিশয় ঘোর অন্ধকার।
এতেক সঙ্কটে কৈছে হৈবে অভিসার ॥
ললিতা-বচন শুনি রাই সুনাগরী।
কহিতে লাগিল অনুরাগ চিত্তে ভরি ॥
শুনহ ললিতা সত্য তোমার বচন।
কিন্তু কৃষ্ণ বিনু প্রাণ না যায় ধারণ ॥
অত্যন্ত ব্যাকুল চিত্তে রহয়ে নির্জ্জনে।
তার দশা শুনি কৈছে রহিব ভবনে ॥
যে হয় সে হউক আমি করিব গমন।
বিলম্ব ত্যজিয়া বেশ করহ রচন ॥
শুনি সখীগণ অতি আনন্দ পাইল।
বেশভূষাদি রচনা ত্বরিতে করিল ॥
তবে রাই নানা বেশে বিভূষিত অঙ্গে।
সভয় অন্তরে সখীগণে করি সঙ্গে ॥
চকিত নয়নে চারিদিগ নিরখিয়া।
অন্ধকার পথে পদবিন্যাস করিয়া ॥
বৃক্ষতলে যায় শীঘ্র বৃন্দাদেবী সনে।
কণ্টক ছড়িয়া অভিসার কৈল বনে ॥
তবে সখীগণ অতি আনন্দ অন্তরে।
পদযুগে পরাইল রতন মঞ্জীরে ॥
তড়িত সমান অঙ্গে নীল বাস সাজে।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী মণি রণরণি বাজে ॥
চরণ কমল যুগে যাবক রঞ্জন।
খঞ্জন গঞ্জন তহিঁ মঞ্জীর বাজন ॥
করিবর গমন দমন ক্ষীণমাঝে।
মন্থর গমনে অতি জিতি হংসরাজে ॥
স্বর্ণ শুম্ভ জিনি কুচকুম্ভ অনুপাম।
তাহাতে উজ্জ্বল শোভা মুকুতার দাম ॥
বদনকমলে অতি সুধাময় হাসে।
দশন-কিরণে মণি মুকুতা প্রকাশে ॥

চঞ্চল কুণ্ডল যুগল শোভয়ে কপোলে।
কপালে অলকাবলি মধুকর জালে ॥
ভুরুযুগ শোভা কাম-কামানের ভাঁতি।
দশদিক্ ভরল নয়ন শর পাঁতি ॥
প্রতি অঙ্গে অনঙ্গ তরঙ্গ মুখচন্দে।
মন্মথমোহন মোহিনীরূপ ছান্দে ॥
কৃষ্ণপ্রেমে বিনোদিনী নিকুঞ্জ ভবনে।
গমন করিল সুখে সখীগণ সনে ॥
অতি আর্ত্ত হৈয়া ওথা ব্রজেন্দ্রনন্দন।
রাধা রাধা বলি বেণু পূরে অনুক্ষণ ॥
সে ধ্বনি শুনিয়া প্রেমে বৃষভানুসুতা।
ত্বরিতে চলয়ে বনদেবীর সহিতা ॥
অনুরাগ চিত্তে ধীর সমীরে আইল।
কুঞ্জের ভিতরে কৃষ্ণ দরশন পাইল ॥
নানা ভাব বিকার হইল কৃষ্ণ-অঙ্গে।
চন্দ্র দরশনে যেন জলধিতরঙ্গে ॥
আদরে আসিয়া কৃষ্ণ রাইরে ধরিয়া।
গাঢ় আলিঙ্গন করে প্রেমাবিষ্ট হৈয়া ॥
রাধিকাও নিজ ভুজলতায় বেড়িয়া।
আনন্দে রহিল প্রেমে আলিঙ্গিতা হৈয়া ॥
অতি রসাবেশে দোঁহে হইল বিহ্বল।
আনন্দে ঝরয়ে দুহুঁ নয়নের জল ॥
তমাল বেড়িয়া যেন কাঞ্চনের লতা।
নবজলধরে যৈছে বিদ্যুৎ শোভিতা ॥
তৃষিত চাতক সখীগণের নয়ন।
সে মাধুর্য্যামৃত পিয়া আনন্দে মগন ॥
তবে কৃষ্ণ কতক্ষণে সম্বরণ করি।
বসিলেন রাধিকারে উরুপরে ধরি ॥
নিজ পীতাম্বরে রাই-মুখ মোছাইয়া।
আনন্দে হেরয়ে নেত্রযুগল ভরিয়া ॥
সুধাংশু জিনিয়া হয় রাইর বয়ান।
তৃষিত চকোর কৃষ্ণ নেত্রে করে পান ॥
রাধিকাও নীলাম্বর অঞ্চলে করিয়া।
কৃষ্ণমুখ নির্ম্মঞ্ছন করে হর্ষ পায়্যা ॥
সে মাধুর্য্যামৃত নেত্র ভরি পান করে।
তৃষিত চাতক যেন নবজলধরে ॥
অতি সুকুমারী রাই বধুঁয়ার কোরে।
ধরিতে না পারে অঙ্গ আনন্দের ভরে ॥
ঈষৎ হাসিয়া বঙ্ক নয়নের কোণে।
অন্যোন্যে দোঁহে দোঁহা করে নিরীক্ষণে ॥
সখীগণ দুইজনে বেড়িয়া বসিল।
নানা হাস পরিহাস করিতে লাগিল ॥
তবে কৃষ্ণ অতিশয় পুলকিত মনে।
চুম্বন করয়ে সুখে রাইর বদনে ॥
অতি রসাবেশে দোঁহে মন্দ মন্দ হাসে।
দেখি সখীগণ-চিত্তে বাড়য়ে উল্লাসে ॥
এইমত কৃষ্ণচন্দ্র রাধিকার সনে।
রসলীলা কৈল করি বিবিধ বন্ধানে ॥
তবে তাঁহা হৈতে উঠি সকৌতুক মনে।
কুঞ্জশোভা দেখিয়া বুলয়ে স্থানে স্থানে ॥
আশে পাশে বেড়িয়া চলয়ে সখীগণে।
মধ্যে রাধাকৃষ্ণ চলে সহাস্য বদনে ॥
কেহ কুঞ্জ হৈতে পুষ্প আনয়ে তুলিয়া।
দুহুঁ অঙ্গে ফেলি দেয় অঞ্জলি ভরিয়া ॥
কেহ রাইপাশে রহি আনন্দিত চিতে।
তাম্বুলের বীড়া তুলি দেয় রাই-হাতে ॥
বীড়া হাতে লৈয়া রাই আনন্দিত মনে।
যতন করিয়া দেয় কৃষ্ণের বদনে ॥
কৃষ্ণ তৈছে সখী স্থান হৈতে বীড়া লৈয়া।
রাইর বদনে দেয় মহাসুখ পায়্যা ॥
দুহুঁ মুখ ধরি দুহেঁ করয়ে চুম্বন।
এইমত ভ্রমণ করিল কতক্ষণ ॥
পুনঃ সবে সেই কুঞ্জে আসিয়া বসিল।
বৃন্দাদেবী নানা ভক্ষ্য সামগ্রী আনিল ॥
তবে সখীগণ স্থান সংস্কার করিয়া।
দোঁহার কারণে দিব্যাসন বিছাইয়া ॥
তবে দুহুঁ চরণ করিয়া প্রক্ষালন।
বসাইল উপহার ভক্ষণ কারণ ॥
বনদেবী নানান্ সামগ্রী কৃষ্ণ আগে।
পারশ করিল অতিশয় অনুরাগে ॥
গৃহ হৈতে রাই উপহার যে আনিল।
আনন্দ হৃদয়ে সখী দুহুঁ আগে দিল ॥

রাধাকৃষ্ণ দোঁহে অতি আনন্দিত মনে।
ভক্ষণ করিয়া সুখে করি আচমনে ॥
তবে দোঁহে কুঞ্জশয্যা উপরে বসিল।
সখীগণ শেষাধরামৃত আস্বাদিল ॥
ললিতাদি সখী সবে কুঞ্জে প্রবেশিল।
সেবাপরা সখী সেবা করিতে লাগিল ॥
অগুরু কুঙ্কুম কেহ দেয় দুহুঁ অঙ্গে।
বীজন করয়ে কেহ প্রেমের তরঙ্গে ॥
তাম্বূলের বীড়া কেহ দোঁহার বদনে।
কর্পূর সহিতে দেয় আনন্দিত মনে ॥
কেহ কেহ করে দোঁহা পাদ সম্বাহন।
এইমতে সেবন করিয়া কতক্ষণ ॥
কুঞ্জে কুঞ্জে সবে গিয়া শয়ন করিল।
মনমথ-রসে দোঁহে নিমগন হৈল ॥

তথাহি।

সতত সুরত তৃষ্ণা ব্যাকুলাবুন্মদিষ্ণু
বিপুল পুলক রাজদেগৌর নীলোজ্জলাঙ্গৌ।
মিথ উরুপরিরম্ভাদেক দেহায়মানৌ
স্মরনিভৃত নিকুঞ্জে রাধিকা কৃষ্ণচন্দ্রৌ ॥

এইমত হয় ধীর সমীরেতে লীলা।
সংক্ষেপে কহিল অতি বিস্তার নহিলা ॥
এইত কহিনু ধীর সমীর বর্ণন।
অতঃপর কহি অন্য স্থান বিবরণ ॥
তারপর বংশীবট পরমমোহন।
অত্যন্ত রহস্য স্থান শোভা বিলক্ষণ ॥
রসিকশেখর কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন।
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক মন্মথমোহন ॥
বংশীবট তটে নিজ রসে মত্ত হৈয়া।
গোপীগণে আকর্ষয়ে বেণু বাজাইয়া ॥
তাসবা লইয়া রাস মহোৎসব করে।
বংশীবট তটে গোপীনাথ নাম ধরে ॥

তথাহি।

শ্রীমন্‌রাসরসারম্ভী বংশীবটতটস্থিতঃ।
কর্ষণ্‌ বেণুস্বনৈ র্গোপী গোপীনাথঃ শ্রিয়েঽস্তুনঃ

সংক্ষেপে কহিনু বংশীবট বিবরণ।
আগে রাসলীলা ক্রমে করিব বর্ণন ॥

বংশীবট নিকটে পুলিন মনোরম।
অতি সুবিস্তার স্থান শোভা অনুপম ॥
পূর্ণ ইন্দু চূর্ণ মদ নিন্দি বালুগণ।
পরম উজ্জ্বল স্থান ভুবনমোহন ॥
সে স্থান মহিমা শোভা বর্ণিতে কে পারে।
শতকোটি গোপী সঙ্গে যেখানে বিহরে ॥

তথাহি।

যমুনাপুলিনে বিপুলে বিমলে
প্রমোদাশত কোটিভিরাকুলিতেত্যাদি।
পূর্ণেন্দু চূর্ণমদনিন্দকবালুকানি ॥

সংক্ষেপে কহিনু যে পুলিন বিবরণ।
আগে রাসলীলা ক্রমে করিব বর্ণন ॥
বটের দক্ষিণে বৃন্দাবনের ভিতর।
সুস্নিগ্ধ নির্ম্মল স্থল শোভা মনোহর ॥
তথি মধ্যে সদাশিব পরম দেবতা।
গোপীশ্বর নাম বৃন্দাবন পালয়িতা ॥
গোপীগণ নিজ বাঞ্ছা পূর্ণের কারণ।
লিঙ্গরূপে পূর্ব্বে যাঁরে করিল স্থাপন ॥
কৃষ্ণপ্রেম সঙ্গদাতা জানিয়া যাঁহারে।
অলক্ষিতে আসি সবে তাঁর পূজা করে ॥
গোপীগণ সনে কৃষ্ণ দর্শন কারণে।
প্রেমে মগ্ন বাস করিয়াছে বৃন্দাবনে ॥
এইত কারণে তাহা গোপীশ্বর নাম।
গুণাতীত মহাদেব প্রেমানন্দধাম ॥
শ্রদ্ধা করি সেই স্থানে তাঁরে যে দেখয়।
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে তার প্রেমভক্তি হয় ॥
এইত কহিনু গোপীশ্বর বিবরণ।
এবে কহি ব্রহ্মকুণ্ড শোভা অনুপম ॥
গোপীশ্বর নৈঋর্তে ব্রহ্মকুণ্ড হয়।
অপ্রাকৃত ব্রহ্মার সে স্থান সমাশ্রয় ॥
তাঁহা রতি চতুর্ম্মুখ আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণের চরণপদ্ম সদা ধ্যান করে ॥
স্বয়ং ভগবান্‌ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
বৃন্দাবন ধামে সদা করয়ে বিহার ॥
এত চিন্তি রহে বৃন্দাবনের ভিতরে।
শ্রদ্ধান্বিত হৈয়া বৃন্দাবন সেবা করে ॥

এইমত্ত সর্ব্ব দেববৃন্দ জীবগণ।
সূক্ষ্মরূপে বৃন্দাবনে রহে সর্ব্বজন॥

তথাহি।

বৃন্দাবনং দ্বাদশমং বৃন্দয়া পরিরক্ষিতং।
হরিণাধিষ্ঠিতং তচ্চ ব্রহ্ম রুদ্রাদি সেবিতং।
তত্র দেবাশ্চ ভূতানি বর্ত্তন্তে সূক্ষ্মরূপতঃ॥

ব্রহ্মকুণ্ড দক্ষিণে হয়েন বেণু কূপ।
অত্যন্ত সুস্নিগ্ধ জল অমৃত স্বরূপ॥
বেণু কূপ নাম তার হৈল যে কারণ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু তার বিবরণ॥
একদিন রামকৃষ্ণ সখাগণ সনে।
বৃন্দাবনে আইল দোঁহে বিহার কারণে॥
ধেনুগণ বৃন্দাবনে চরিতে লাগিল।
গোপাল বালকগণ খেলা আরম্ভিল॥
রঙ্গধূলী অঙ্গে মাখি অতি মত্ত হৈয়া।
সমানে সমানে খেলে কৌতুক করিয়া॥
কৃষ্ণ বলরাম দোঁহে রহে বৃক্ষমূলে।
তাসবার খেলা দেখে অতি কুতূহলে॥
সখাগণ দুইদিগে বিভাগ করিয়া।
বাহুযুদ্ধ করে অতি কৌতুক করিয়া॥
কেহ শিরে শির ধরি ঢুষাঢুষি করে।
কেহ বুকে বুক ধরি ঠেলয়ে সত্বরে॥
কেহ বাহু ধরি অতি সন্ধান করিয়া।
পদে পদে দিয়া ফেলে সম্ভাল বলিয়া॥
এইমতে নানা খেলা খেলে সর্ব্বজন।
দেখি কৃষ্ণ বলরাম সহাস্যবদন॥
তারপরে খেলা অন্তে সব সখাগণে।
অতি শ্রান্তযুতা হৈয়া বৈসে সেই স্থানে॥
তৃষ্ণায় পীড়িত অতি হইয়া সকলে।
জল দেও জল দেও কৃষ্ণ প্রতি বলে॥
তাসবার বাক্য কৃষ্ণ শুনিয়া সত্বরে।
বেণু ধরি ফুক দিল পৃথিবী উপরে॥
সে ধ্বনি পাতাল মধ্যে প্রবেশ করিল।
অতি স্নিগ্ধ জল তাঁহা হইতে উঠিল॥
দেখি কৃষ্ণ-সখাগণ আনন্দ পাইল।
সকলেই জলপান করিতে লাগিল॥
তৃষ্ণা শান্তি হৈয়া সবে আনন্দ অন্তরে।
কৃষ্ণগুণ প্রশংসা করিল বারে বারে॥
মোসবার যবে ক্ষুধা তৃষ্ণা অতিশয়।
অন্নজল বিনা প্রাণ ধারণ না হয়॥
সেইকালে অন্নজল বনের ভিতরে।
মোসবারে দিয়া যেই প্রাণ রক্ষা করে॥
ব্রজেন্দ্রকুমার ভায়্যা প্রীতি রসসিন্ধু।
জীবনে মরণে সদা মোসবার বন্ধু॥
ব্রজবাসী মাত্রে যে অত্যন্ত দয়া করে।
তাহার মহিমা গুণ কে কহিতে পারে॥
এইমত কৃষ্ণগুণ কহে সখাগণে।
নানা লীলা গোচারণ করে বৃন্দাবনে॥
বেণুদ্বারে আকর্ষিয়া জল উঠাইল।
তেকারণে বেণুকূপ বলি নাম হৈল॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে ধীরসমীরাদি লীলা
বিবরণ কথনং নাম ঊনচত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

যোগপীঠ কল্পবৃক্ষ ও কুঞ্জাদি এবং রাধাকৃষ্ণের মাধুর্য্যাদি বর্ণন।

তথাহি।

সহস্রারং পদ্মং দলৎকৃতিষু দেবীভিরভিতঃ
পরীতং শ্রীগোবিন্দৈরপি নিখিল কিঞ্জল্ক মিলিতৈঃ।
বিরাটৈ যস্যান্তি স্বয়মখিল শক্ত্যা প্রকটিত
প্রভাবঃ সত্যং শ্রীপরমপুরুষং কিল ভজে॥

কালীয়হ্রদের কথা দাবাগ্নি মোক্ষণ।
দ্বাদশ আদিত্য তীর্থ আর পুষ্কন্দন॥
প্রভুর আমলীতলা বট বিবরণ।
চিরঘাট কেশীঘাট লীলার বর্ণন॥
ধীর সমীর বংশীবট পুলিন আখ্যান।
গোপীশ্বর ব্রহ্মকুণ্ড বেণুকূপ নাম॥
বৃন্দাবন লীলাস্থলী করিনু যে গান।
আগে শুন শ্রোতাগণ করি অবধান॥
তার পর সর্ব্বোৎকর্ষ হয় যেই ধাম।
শ্রীগোবিন্দ স্থল সেই যোগপীঠ নাম॥
সহস্রদলপদ্মের কর্ণিকা বৃন্দাবন।
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সে স্থান গণন॥
অক্ষয় অব্যয় পূর্ণ প্রেম সুখ রূপ।
কৃষ্ণতনু সম নিত্য আনন্দ স্বরূপ॥
শুদ্ধ স্বর্ণময় অতিশয় দীপ্তিমান।
পরম উজ্জ্বল স্থল মিহির সমান॥

তথাহি।

সহস্রদলপদ্মস্য বৃন্দাবনবরাটকং।
অক্ষয়ং নিত্যমানন্দং গোবিন্দ স্থানমব্যয়ং।
গোবিন্দদেহতোঽভিন্নং পূর্ণপ্রেম সুখাশ্রয়ং।
তত্র শুদ্ধ হেমপীঠং মণিমণ্ডপমণ্ডিতং।
তন্মধ্যে মঞ্জুলং রত্নৈ র্যোগপীঠং সমুজ্জ্বলং॥

নানা কল্প বৃক্ষলতা বেষ্টিত সে স্থান।
মধ্যে কল্পবৃক্ষ এক দেখিতে সুঠাম॥
অতি উচ্চতর পুষ্ট অতি সুবিস্তার।
তার শোভা মহিমা অত্যন্ত চমৎকার॥
প্রবাল সমান হয় নূতন পল্লব।
মরকত সম শ্যামবর্ণ পত্র সব॥
হীরক মৌক্তিক দুই মণির প্রকর।
পুষ্পের কলিকা সেই বৃক্ষের উপর॥
পদ্মরাগমণি বর্ণ নানাবিধ ফল।
ছয় ঋতু সেবিত পুষ্পাদি যে সকল॥
যেই যে মাগয়ে তার বাঞ্ছা পূর্ণ করে।
হেন কল্পবৃক্ষগুণ কে কহিতে পারে॥

তথাহি প্রাচীনৈরপ্যুক্তং।

প্রবালনবপল্লবং মরকতচ্ছদং বজ্রমৌক্তিক
প্রকর কোরকং কমলরাগ নানা ফলং।
স্থবিষ্ঠ মখিলর্ত্তুভিঃ সতত সেবিতং কামদং
তদস্তরপি কল্পকাঙ্ঘ্রি পমুদঞ্চিতং চিন্তয়েৎ॥

তার তলে শ্রীরত্নমন্দির সুশোভন।
তার মধ্যে রত্নবেদী রত্নসিংহাসন॥
যোগপীঠ বলি সেই স্থানের আখ্যান।
তহিঁ বিলসয়ে কৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নাম॥
তার অষ্টদিগে অষ্ট কুঞ্জ শোভা করে।
তার বাহ্যে কত শত কুঞ্জ থরে থরে॥

তথাহি শ্রীগোবিন্দ লীলামৃতে।

শ্রীগোবিন্দ স্থলাখ্য তটমিদমমলং
কৃষ্ণ সংযোগপীঠং বৃন্দারণ্যোত্তমাঙ্গং
ক্রমণতমভিতঃ কূর্ম্মপৃষ্ঠ স্থলাভং।
কুঞ্জ শ্রেণীদলাঢ্যং মণিময় গৃহ সৎকর্ণিকং
স্বর্ণরম্ভা শ্রেণী কিঞ্জল্ক মেষাদশ শতদল
রাজিব তুল্যং দদর্শেতি॥

কুঞ্জগণ মধ্যে কল্পবৃক্ষ বিরাজয়।
কল্পলতা বেষ্টিত সে অত্যাশ্চর্য্যময়॥
শ্রুতি ঋতু বসু কোণ কুট্টিমা বিরাজে।
নানাবিধ মণি চিত্র চারিদিগে সাজে॥
কোন যে মণ্ডল উচ্চ হয় গলা সম।
হৃদয় সমান কোন মণ্ডল শোভন॥

কোন যে মণ্ডল উচ্চ উদর সমান
নাভি সম উচ্চ কোন মণ্ডল সুঠাম ॥
শ্রোণি সম উচ্চ কেহ ঊরু জানু সম।
সোপান সহিতে বেদী শোভা অনুপম।

তথাহি।

শ্রুতি ঋতু বসুকোণৈ মণ্ডলাদৈশ্চ
কৈশ্চিদ্বিবিধ মণি বিচিত্রৈ দিক্ষু সোপানযুক্তৈ
গলহৃদুদরনাভি শ্রোণীজানূরুদঘ্নৈ র্ভলিত
ললিত মূলা কুট্টিমৈঃ সালবালৈঃ॥

বৃক্ষমূলে ঐছে মণিকুট্টিমা বিরাজে।
নানাবিধ আলবাল চারিদিগে সাজে ॥
নীলরক্ত মণি বদ্ধ কুট্টিমা যে হয়।
চন্দ্রমণি আলবাল তাহাতে শোভয় ॥
কোন যে কুট্টিমা চন্দ্রমণি বদ্ধ হয়।
নীলরত্ন আলবাল শোভা অতিশয় ॥

তথাহি।

নীলরত্ন মণিবদ্ধ কুট্টিমাঃ
কেচিদিন্দু মণি আলবালকাঃ।
নীলরক্ত মণি আলবালকাঃ
কোটিচন্দ্র মণিবদ্ধ কুট্টিমা ॥

মরকত ভূমে হেন মণিবৃক্ষ হয়।
মরকত মণিলতা তাহাতে শোভয় ॥
মরকতমণি বৃক্ষ অরুণ ধরাতে।
স্বর্ণ মণি লতা বেড়ি উঠিয়াছে তাতে ॥
মরকত ভূমে বৃক্ষ পদ্মরাগ মণি।
চন্দ্রকান্ত মণিলতা তাহাতে সাজনি ॥
স্ফটিক মণির বৃক্ষ সুবর্ণ ভূমিতে।
পদ্মরাগ মণিলতা বেষ্টিত তাহাতে ॥
স্বর্ণভূমে চন্দ্রকান্ত মণি বৃক্ষ হয়।
মরকত মণিলতা শোভা অতিশয় ॥
এইমত আর বৃক্ষলতা যে কুট্টিমা।
অন্যোন্যে বিপরীত আশ্চর্য্য সুষমা ॥
বৃক্ষশাখাগণ সব প্রফুল্লিত হয়।
কল্পলতা বেষ্টিত আশ্চর্য্য শোভাময় ॥

তথাহি।

বৃক্ষাহৈমা মণিময়ৈঃ কাঞ্চনৈ বৈদ্রনীলাঃ
বৈদূর্য্যাভাঃ স্ফটিকমণিজৈঃ স্ফটিকাঃ পদ্মরাগৈঃ
গৌকান্তাঙ্গোমরকতময়ৈ স্তৈশ্চ তেহন্তে তথান্যৈ
দীব্যন্তস্মিন্ ব্রততি বলয়ৈঃ শ্লিষ্টশাখাঃ প্রফুল্লাঃ।
হরি মণি ভুবিহৈমাসক্রনাবিক্রমাশ্চ স্ফটিক মণি
ধরায়াং শাক্রনীলাশ্চ যস্মিন্ মরকত মণি
ধাত্র্যাং পদ্মরাগাবিতাস্তি ॥

অখিলবাঞ্ছিত দাতা কল্পবৃক্ষগণে।
অনেক সম্পূটাকার ফল বিলক্ষণে ॥
কৃষ্ণচন্দ্র আর কৃষ্ণ-রমণীর চয়।
যোগ্য বস্ত্র অলঙ্কার গন্ধ রসময় ॥

তথাহি।

তেষাং ফলান্যখিলবাঞ্ছিত দাতৃগানাং
দীব্যন্তি যত্র পৃথু সম্পুট সন্নিভানি।
শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণরমণীচয় যোগ্যবস্ত্রালঙ্কারঃ
গন্ধপট বাস যুতানি যত্র ॥

কল্পবৃক্ষগণে কল্পলতা যে বিরাজে।
স্বভাবতঃ মাল্যাকৃতি পুষ্পগণ সাজে ॥
কুষ্মাণ্ড তুম্বীর সম ফল বহু ধরে।
কৃষ্ণলীলোচিত বস্তু তাহার ভিতরে ॥

তথাহি।

স্বভাব মাল্যাকৃতি পুষ্পভাজাং
ফলানি তাসাং কল্পবল্লিতানাং।
কুষ্মাণ্ডতুম্বী সদৃশানি যত্র
শ্রীকৃষ্ণ লীলোচিত বস্তুভাঞ্জি ॥

মণি বিরচিত বহু চিত্র ভূমি হয়।
নানাবিধ সামগ্রী অন্বিত শোভাময় ॥
আশ্চর্য্য উল্লোচ ভূষা চন্দ্রাতপগণে।
কুসুমরচিত শয্যা হয় কোনখানে ॥
সুমধু চষক তাম্বূলাম্বু গন্ধপাত্র।
ব্যজন মুকুর সিন্দুরাঞ্জন বিচিত্র ॥

তথাহি।

কুসুমরচিত শয্যোল্লোচ ভূষোপধানৈঃ
সুমধু চষক তাম্বূলাম্বু গন্ধাদি পাত্রৈঃ।
ব্যজন মুকুর সিন্দুরাঞ্জনামত্রকৈশ্চান্বিতমণি
নিচিতাস্ত ভূমায়ো ভূমি চিত্রা ॥

বৃক্ষগণ তলে মণিবেদী যেই হয়।
রত্নবিনির্ম্মিত ভিত্তি চৌদিকে শোভয় ॥
বৃক্ষশাখাগণ কল্পলতা পুষ্পভরে।
চারিদিগে পড়িয়াছে তাহার উপরে ॥

অত্যন্ত নিবীড় দলে ফল আচ্ছাদিত।
মণিময় গৃহ তুল্য কুঞ্জ বিরাজিত॥

তথাহি।

কুসুমিত বহুবল্লি মণ্ডলৈ ভিত্তিকল্পৈ
উপরি চ পটলাভৈঃ শ্লিষ্ট শাখাসমূহৈঃ।
নিবীড় দল ফলানাং ছাদিতাঃ পাদপানাং
মণিময় গৃহতুল্যা যত্র কুঞ্জাবিভান্তি॥

যাঁহা অতি চিত্রাম্বর পুষ্প বিরাজিতা।
হিন্দোলিকা নানাবিধ মণি সুচিত্রিতা॥
কল্পবৃক্ষ শাখাবদ্ধ শুক্লাম্বর সাজে।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার বিলাসের কাজে॥

তথাহি।

যত্রাতি চিত্রাম্বর পুষ্পচিত্রিতাঃ
শাখাসু সৎকল্পপলাশিনাং সিতাঃ।
দীব্যন্তি নানা মণিভিঃ সুচিত্রিতা
হিন্দোলিকা শ্রীহরি রাধিকাপ্রিয়া॥

পারাবত কপোত কোকিলগণ যত।
কাপিঞ্জল হরীত টিট্টিভা কত শত॥
ময়ূর চকোর চাতকাদি বহুতর।
চাষপক্ষী লাবাবলি বার্ত্তক বিস্তর॥
শুক সারি তথি চাতকাদি পক্ষিগণ।
পাদায়ুধ কালিঙ্গ তিত্তির বিলক্ষণ॥
ভাষাবলি ব্যাঘ্রাট কৌক্কুট পক্ষী যত।
গণনা না হয় এক জাতি কত শত॥
কেহ কুঞ্জে বিলসই কেহ করে ধ্বনি।
হরয়ে শ্রবণ নেত্র যাহা দেখি শুনি॥

তথাহি।

কপোত পারাবত কোকিলানাং
হারীত কাপিঞ্জল টিট্টিভানাং।
ময়ূর চকোরক কোকিলানাং চাষালি
লাবাবলি বার্ত্তকানাং যচ্ছোক শারীতথি
চাটকানাং কালিঙ্গ পাদায়ুধ তৈত্তিরাণাং।
ব্যাঘ্রাট ভাষাবলি কৌকুটানাং
স্বনৈ বিলাসৈ শ্রুতি নেত্রহারি॥

যোগপীঠ বেড়ি ঐছে কুঞ্জগণ হয়।
তার বাহ্যান্তরে কত চিত্র রসময়॥
স্থিরচর কৃষ্ণসার আদি মনোহর।
নানাবিধ বৃক্ষ স্থলপদ্ম বহুতর॥
তার বাহ্যে চারিদিগে কদলীর বন।
নানাবিধ ফলযুক্ত স্নিগ্ধ মনোরম॥
বহুবিধ বৃক্ষগণ আছে তার পরে।
নানাম্ বিচিত্র শোভাময় ফল ধরে॥
তার মধ্যে বহুবিধ পুষ্পবাটী হয়।
পৃথক্ পৃথক্ জাতি ভেদ শোভাময়॥
তারপর নানাবিধ ফল-বৃক্ষগণ।
ফলভরে নামিয়াছে শাখা বিলক্ষণ॥
তার মধ্যে বনদেবী সদা নিবসয়।
তাঁর সঙ্গে শত শত কুঞ্জদাসী হয়॥
সেবা উপকরণ সামগ্রী রাখিবারে।
চতুর্দ্দিগে বেড়ি গৃহ আছে থরে থরে॥
তার বাহ্যে গুবাকের বৃক্ষগণ হয়।
করলভ্য হরীৎ পীতারুণ ফলময়॥
তার মধ্যে নারিকেল বৃক্ষগণ আছে।
নানাবিধ ফল পূর্ণ হয় সব গাছে॥
চম্পক অশোক নীল আম্র আদি করি।
পুন্নাগ বকুল কুঞ্জ হয় তটোপরি॥
প্রফুল্লিত বাসন্তী বঞ্জুল লতা ভরে।
বৃক্ষশাখা নম্র হয় যমুনার তীরে॥
শ্রীরত্নমন্দির হৈতে যমুনার ঘাট।
চারিদিগে চারি ঘাট দেখিতে সুঠাট॥
দুই পার্শ্বে বকুলের বৃক্ষ দুই সারি।
মণি বিরচিত পথ শোভা মনোহারী॥

তথাহি।

সপার্শ্বয়োঃ শ্রীবকুলাবলিভ্যাং
সংচ্ছাদিতান্যত্রচিতানি রত্নৈঃ।
আমন্দিরাদ্যমুন তীর্থগানি
চত্বারি বর্ত্মানি বিভান্তি দিক্ষু॥

এইমত হয় কুঞ্জ-শোভা বিলক্ষণ।
আগে কহি যোগপীঠ স্থান নিরূপণ॥

তথাহি।

যস্মৈশান্যাং দিশিমণিতটং ব্রহ্মকুণ্ডং যদাস্তে
তস্মৈশান্যাং শিব ইহ সদা সোঽস্তি গোপীশ্বরাখ্যঃ।
তস্মৈ দীব্যাং তট ভুবিতরুঃ সোঽস্তি বংশীবটাখ্য
স্তিষ্ঠন্ যত্রাভয়তি রমণীঃ কুট্টিমে যত্র কৃষ্ণঃ॥

অন্য স্থানে অন্য বনে নানা লীলা হয়।
কাঁহা বাল্যভাব কাঁহা পৌগণ্ডাদিময়॥

কৈশোর বিগ্রহ কৃষ্ণ সদা বৃন্দাবনে।
যোগপীঠ মধ্যে রহি করে বিলসনে ॥
সর্ব্ব রস মধ্যে শ্রেষ্ঠ হয়ত শৃঙ্গার।
সেই রসে মগ্ন সদা ব্রজেন্দ্রকুমার ॥
রাধিকাদি সঙ্গে করি আনন্দিত মনে।
পরম নির্য্যাস রস করে আস্বাদনে ॥

তথাহি বরাহসংহিতায়াং।
অন্যারণ্যেষু কৃষ্ণস্য বাল্য পৌগণ্ড যৌবনং।
বৃন্দাবন বিহারেষু নিত্য কৈশোর বিগ্রহং ॥

রাধিকা সহিতে স্বর্ণ সিংহাসনোপরি।
পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্য ভূষাম্বরধারী ॥
ত্রিভঙ্গ সুন্দর স্নিগ্ধ মুরলীবদন।
গোপিকার নেত্রোৎসব ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

তথাহি তত্রৈব।
রাধয়া সহ কৃষ্ণস্য স্বর্ণসিংহাসনস্থিতং।
পূর্ব্বোক্ত রূপ লাবণ্যং দিব্য ভূষাম্বর স্রজং।
ত্রিভঙ্গমঞ্জু সুস্নিগ্ধং গোপীলোচন তারকং ॥

যোগপীঠোপরি দুহুঁ সঙ্গে সখীগণ।
সংক্ষেপে কহিব কিছু সে রূপ বর্ণন ॥

যথা রাগঃ।

প্রবাল নব পল্লব, মরকত পত্র সব,
মণি মুক্তা প্রকর কোরক।
পদ্মরাগ নানা ফল, কল্পতরু ঝলমল,
সর্ব্ব বাঞ্ছা সম্পূর্ণ কারক ॥
অতি উচ্চ সুবিস্তার, সৌরভ্য মাধুর্য্য যার,
বিরাজয়ে বৃন্দাবন মাঝে।
তার তলে স্বর্ণস্থলী, সূর্য্যময় ঝলমলী,
শ্রীরত্নমন্দির তহিঁ সাজে ॥
পদ্মরাগ আদি মণি, কুট্টিমা রচিত ভূমি,
পুষ্পরেণু পুঞ্জেতে উজ্জ্বলা।
ক্ষুধা তৃষ্ণা আর শোক, মোহ জরা মৃত্যু রোগ,
এ ছয় তরঙ্গ দূরে গেলা ॥
অষ্টপত্র কমল, সমান অরুণ স্থল,
অষ্ট দিগে অষ্ট কুঞ্জ সাজে।
তার মাঝে মহোত্তমে, যোগপীঠ অনুপমে,
সুখময় গোবিন্দ বিরাজে ॥

কিবা সেই রূপের মাধুরী।

শ্রীরাধিকা বামভাগে, সেবা করে অনুরাগে,
অতিশয় চমৎকারকারী ॥ ধ্রু ॥
কিবা ইন্দ্র নীলমণি, দলিত অঞ্জন গণি,
কিবা নব মেঘপুঞ্জ কাঁতি।
কিবা নব কুবলয়, উপমা কিছুই নয়,
মদনমোহন রূপ ভাঁতি ॥
শ্যামল কুঞ্চিত ঘন, কেশজাল সুচিক্কণ,
সংস্কার করিয়া উভছন্দে।
শিখিপুচ্ছ তদুপর, শোভা অতি মনোহর,
বিচিত্র করিয়া চূড়া বান্ধে ॥
পারিজাতপুষ্পে করি, চূড়ার চৌদিকে ফিরি,
উত্তংশ রচনা করি দিল।
মত্ত মধুকর গণ, সুমধুর লুব্ধ মন,
চারিদিগে ভ্রমিতে লাগিল ॥
ললাটে অলকাগণ, অতিশয় সুশোভন,
গোরোচনা তিলক রচন।
স্মরযন্ত্র নাম তার, অতিশয় চমৎকার,
ব্রজবধূগণ বিমোহন ॥
চঞ্চল ভ্রূযুগ লতা, সে অতি আশ্চর্য্য মতা,
যাহা হেরি মদন মুরছে।
নবীন নীল উৎপল, শ্রবণে ভূষণ কৈল,
মরকত কুণ্ডল সঙ্গে নাচে ॥
সম্পূর্ণ শারদ চাঁদ, সমান সে মুখছাঁদ,
ভকত চকোর মনোহরে।
কমলপত্রের সম, বিস্তার সে দ্বিনয়ন,
দরশনে কেবা প্রাণ ধরে ॥
নানা মণি বিরচিত, অতিশয় চমৎকৃত,
শ্রবণে কুণ্ডলযুগ দোলে।
মকর আকার তার, কিরণ সুষমা সার,
দরপণ সম গণ্ডস্থলে ॥
উন্নত নাসিকা হয়, মনোহর শোভাময়,
এ গজ মুকুতা বিভূষিতা।
সেই যে মাধুর্য্য সীমা, ত্রিজগতে অনুপমা,
মনমথ-মন বিমোহিতা ॥

সিন্দুর সুন্দর তর, জিনি বিম্ব অধর,
মন্দ হাস দশন কিরণ।
চন্দ্র কুন্দ মন্দার, সুষমা উজ্জ্বল সার,
দীপ্ত করে সব দিক্‌গণ ॥
বন্য প্রবাল কুসুম, বিরচিত অনুপম,
গ্রৈবেয়ক কণ্ঠ আভরণ।
তাতে অতি দীপ্তিমান, মনোহর কণ্ঠস্থান,
ত্রিরেখা অঙ্কিত সুশোভন ॥
সন্তানক পুষ্পদাম, অতি সে সুষমা ধাম,
অলঙ্কৃত স্কন্ধদেশে যার।
সৌরভে আকুল মন, মত্ত মধুকরগণ,
ভ্রমণ করয়ে অনিবার ॥
হৃদয়ে মুকুতা হার, তারাবলি নাম আর,
প্রদীপ্ত কৌস্তুভ দ্যুতি সার।
আকাশ ভূমেতে জনু, তারাগণ সহ ভানু,
এই যে রূপক অলঙ্কার ॥
আর যে শ্রীবৎস নাম, চিহ্ন সুলক্ষিত ধাম,
বিশাল হৃদয় মাঝে সাজে।
দুই অংশ উচ্চতর, শোভা অতি মনোহর,
আজানুলম্বিত ভুজরাজে ॥
আবন্ধুর যে উদর, নীম্নোন্নত মনোহর,
নাভি অতি গভীর বিখ্যাতা।
সুশোভন রোমপাঁতি, ভুজঙ্গনা গণ ভাঁতি,
কি কহিব অতি যে রম্যতা ॥
পরিধান পীতবাস, নিতম্বে বিদ্যুৎ ভাস,
স্বর্ণডোর উদর বন্ধনে।
দিব্য অঙ্গরাগগণ, সব অঙ্গে বিভূষণ,
সে মাধুর্য্য কে করু বর্ণনে ॥
নানা মণি প্রঘটন, বলয়া কঙ্কণগণ,
ভুজে মণি মুদ্রিকা অঙ্গুলে।
রত্ন গ্রৈবেয়ক কণ্ঠে, বসন নিতম্ব তটে,
নূপুর শ্রীচরণ যুগলে ॥
উরুযুগ মনোহর, সুবলিত জঙ্ঘোপর,
কমনীয় উন্নত প্রপদ।
কূর্ম্মকান্তি নিন্দা করি,দুই অতি দ্যুতিধারী,
সুমধুর সুষমা সম্পদ ॥

মণিময় দরপণ, সম পদনখ গণ,
রত্নাঙ্গুলি দল পরকাশে।
সে দুই চরণপদ্ম, মধুর মাধুর্য্য সদ্ম,
ভকত মধুপ করে আশে ॥
মৎস্যাঙ্কুশ চক্র শঙ্খ, ধ্বজ বজ্র পদ্ম অঙ্ক,
বজ্র আদি সুলক্ষণ যত।
অরুণ করাঙ্ঘ্রি তলে, চিহ্নিত এই সকলে,
সুশোভন পরম অদ্ভুত ॥
সকল সৌন্দর্য্য সার, বিনির্ম্মিত রূপ যার,
উপমা নাহিক ত্রিভুবনে।
কন্দর্পের দেহকান্তি, তিরস্কার করি ভাঁতি,
ত্রিভঙ্গিমা নবীন মদনে ॥
মুখাম্বুজে বেণু ধরি, অঙ্গুলি চঞ্চল করি,
উপজায়া দিব্য স্বরতান।
ষড়জ মধ্যম গান্ধার, ঋষভ ধৈবত আর,
নিষাদ পঞ্চম করু গান ॥
স্থিরচর প্রাণিগণে, সদা করে আকর্ষণে,
সর্ব্ব ধর্ম্ম করে বিপর্য্যয়।
দৃঢ় করে নদীজলে, পাষাণ গলিয়া চলে,
বিপরীত চরিত আশয় ॥
আর কত শত মত, রহস্য পরমাদ্ভুত,
যাহার দর্শনে উপজয়।
বৃন্দাবনে শ্রীগোবিন্দ, সকল আনন্দকন্দ,
সুখসিন্ধু পরিমিত নয় ॥

পুনর্যথা রাগঃ।

কি কহিব ও রূপ-মাধুরী।
শ্রীরাধিকা বামভাগে,সেবা করে অনুরাগে,
নিজ সম সখী সঙ্গে করি ॥ ধ্রু ॥
নব গোরোচনা গৌরী,নীল পট্ট মনোহারী,
অভ্যন্তরে রক্তবাস পরে।
মণি স্তবক বিদ্যোতি,বেণী অতি চমৎকৃতি,
ব্যালাঙ্গনা ফণার সোসরে ॥
ও মুখ মণ্ডল ছটা, সকল উপমা ঘটা,
জিনিয়া সৌন্দর্য্য পরকাশে।
নবীনেন্দু নিন্দি ভালে,চঞ্চল অলকাজালে,
কস্তুরী তিলক চিত্র ভাসে ॥

কামের কামান জিনি, বঙ্কিমাভ্র ধনু জানি,
মদনমোহন জয় কাজে।
তিলফুল সম নাসা, সুমাধুর্য্য পরকাশা,
আগে গজমুক্তিকা বিরাজে ॥
কজ্জলে উজ্জ্বল ভাঁতি, মধুর চঞ্চল গতি,
চকোরী সুন্দর বিলোচনা।
অধরে বন্ধুক নিন্দু, চিবুকে কস্তুরী বিন্দু,
কুন্দশ্রেণী সুন্দর দশনা ॥
রত্নযুত স্বর্ণ পদ্ম, কর্ণিক মাধুর্য্য সদ্ম,
শ্রবণ যে করিল কর্ণিকা।
রত্ন গ্রৈবেয়কোজ্জ্বলা, অঙ্গদ কঙ্কণ কলা,
দীপ্তি করি ভুজ মৃণালিকা ॥
বলারি রত্ন বলয়, ঝলমল অতিশয়,
তার কলা লম্বিত লাবিকা।
বিচিত্র রত্ন অঙ্গুরী, দীপ্ত করাঙ্গুলী করি,
করাম্বুজ সুষমা অধিকা ॥
হৃদয় উপরে যার, মনোহর মহাহার,
বিলসিত সকুচ কুট্মলা।
ঊর্দ্ধগতি রোমাবলি, সুষমা ভুজগ কালী,
রত্নদ্যুতি সংযুত তরলা ॥
শঙ্কিত হইয়া ধাতা, বান্ধিল ত্রিবলী লতা,
ক্ষীণতর ভঙ্গুর মধ্যমা।
মণি সার সমাধার, বিস্ফার নিতম্ব যার,
কে কহিবে সে মাধুর্য্য সীমা ॥
হেমরম্ভা মদারম্ভ, তাহারে যে করে স্তম্ভ,
ঊরুযুগ সুন্দর আকৃতি
পীত রত্নের সম্পুট, জ্বলিত সুন্দর ছোট,
জিনিয়া অপূর্ব্ব জানুদ্যুতি ॥
সারঙ্গীরাজনি রাজ্য, অপূর্ব্ব মাধুরী আর্য্য,
চরণে মঞ্জীর ভাল বাজে
রাজেন্দ্র কোটি সৌন্দর্য্য, জিনিয়া উজ্জ্বলধুর্য্য
পদনখ দ্যুতি অতি রাজে ॥
প্রেমভরে স্তম্ভপ্রায়, স্বেদবিন্দু সব গায়,
গদগদ বচন অতিশয়।
রোমাঞ্চ বৈবর্ণ্য হয়, আনন্দাশ্রুধারা বয়,
ক্ষণে কম্প ক্ষণে যে প্রলয় ॥
স্মরণে সঙ্গমে আর, প্রিয় আলোকনে যার,
সকল সাত্ত্বিক সদা হয়।
অনুক্ষণ প্রেমভরে, ধৈরজ ধরিতে নারে,
মোদন মাদন ভাবময় ॥
মুকুন্দের সব অঙ্গে, মধুর মাধুর্য্য রঙ্গে,
অপাঙ্গ ধরিল বিচলিতা।
গোবিন্দ অপাঙ্গ দ্বারে, যাহার মাধুর্য্য হেরে,
অনঙ্গ ঊরমি তরঙ্গিতা ॥
অঙ্গুষ্ঠ তর্জ্জনী করি, তাম্বূল বিটিকা ধরি,
প্রিয়মুখাম্বুজে সমর্পয়।
কর্পূর খপুরযুতা, পর্ণ চূর্ণ সমন্বিতা,
সুখে কৃষ্ণ তাহা আস্বাদয় ॥
এইমত সখীগণ, নানা চিত্র বিভূষণ,
বস্ত্র অলঙ্কার বিভূষিতা।
ব্যজন চামর আদি, সেবা করে নিরবধি,
সকলে রাধিকা অনুগতা ॥
কৃষ্ণ তা সবার সঙ্গে, নানা রস লীলা রঙ্গে,
বিহরয়ে যোগপীঠ স্থানে।
বৃন্দাবন মধ্যস্থলে, সেই কল্পতরু মূলে,
অতি শোভা পরম নির্জ্জনে ॥
সকল শাস্ত্রেতে কহে, প্রপঞ্চ গোচর নহে,
কৃষ্ণধাম লীলা পরিবার।
বিশেষতঃ বৃন্দাবনে, যোগপীঠ গুহ্যতমে,
রাধাকৃষ্ণলীলা চমৎকার ॥
শ্রীগুরুচরণ হৈতে, অতি সুনির্ম্মল চিত্তে,
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তনে
গোপিকার ভাবলৈয়া, যে ভজয়ে লোভী হৈয়
প্রেমে গর গর অনুক্ষণে ॥
তবে ভাব সিদ্ধ হয়, গোপীদেহ প্রেমোদয়,
বৃন্দাবন যোগপীঠ স্থানে।
রাধাকৃষ্ণ দরশন, সেবানন্দে নিমগন,
এ নন্দ কিশোর দাস গানে ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে যোগপীঠ বর্ণনে শ্রীরাধকৃষ্ণয়ো রূপ-
লীলা বর্ণনং নাম চত্বারিংশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

একচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

রাসমণ্ডলে ব্রজবধূদিগের আকর্ষণ।

আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশ তনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং
রম্যাকাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেণ যা কল্পিতা।
শাস্ত্রং ভাগবতং পুরাণমমলং প্রেমাপুমর্থো
মহান্ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভো
র্মত মতং তত্রাদরো নঃ পরঃ।

এইত কহিনু বৃন্দাবন বিবরণ।
এবে রাসস্থলী কথা শুন শ্রোতাগণ॥
যোগপীঠ সন্নিধানে মহা রাসস্থান।
সংক্ষেপে কহিয়ে কিছু তাহার আখ্যান॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
দুর্ঘট ঘটনা যোগমায়া দাসী যার॥
কৈশোর বয়সে বৈসে নন্দীশ্বর পুরে।
পরম কৌতুক রসে সতত বিহরে॥
সে রস নির্য্যাস আস্বাদিতে অবতার।
আস্বাদন করে সেই লীলারস সার॥
ছয় বৎসর হৈতে অষ্ট বৎসর পর্য্যন্ত।
প্রেয়সী সহিতে লীলা বিলাস অনন্ত॥
পূর্ব্ব রাগ আদি নানা রস আস্বাদিল।
নিত্য প্রিয়াগণ সহ বিলাসাদি হৈল॥
নবীন কৈশোর বয়ঃ অপূর্ব্ব শোভনে।
গোপিকার প্রেমে কৃষ্ণে কৈল আকর্ষণে॥
শ্রুতি মুনি দেবকন্যা ত্রিবিধ প্রকার।
বর পায়্যাছিল পূর্ব্বে কন্যাগণ আর॥
তা সবার মনোবাঞ্ছা সম্পূর্ণ কারণে।
শরৎ রজনী দেখি হৈলা উদ্দীপনে॥
কাত্যায়নী ব্রতপরা কুমারিকাগণে।
সঙ্কল্প করিল যাতে বিহার কারণে॥
সেইত রজনী সব প্রতি দিনে দিনে।
দেখি কৃষ্ণ আনন্দিত হয় মনে মনে॥
শরৎ ঋতুর শেষে পূর্ণ চান্দ্রোদয়।
অতি মনোহর বৃন্দাবনে শোভা হয়॥

মল্লিকা মালতী যূথী কুন্দ মনোহর।
নবঙ্গ গুলাপ চন্দ্রমল্লিকা বিস্তর॥
সেউতী কেশর দোনা করবী রঙ্গন।
প্রফুল্লিত হইয়াছে নানা পুষ্পগণ॥
অগুরু কুঙ্কুম গন্ধোৎপত্তি অতিশয়।
মধুকরগণ মধুপানে মত্ত হয়॥
মন্দ মন্দ পবন সকল বৃন্দাবনে।
পুষ্পগন্ধে আমোদিত কৈল সর্ব্বজনে॥
কৃষ্ণচন্দ্র সায়ংকালে ভোজন আচরি।
চন্দ্রশালা পুষ্পশয্যা গেলা ত্বরা করি॥
চন্দ্রের কিরণ অতি উজ্জ্বলিত হয়।
পুষ্পগন্ধ লৈয়া মন্দ পবন বহয়॥
দেখি সর্ব্ব আকর্ষণ নবীন মদন।
নিজ মদে মত্ত হৈল বিলাসেচ্ছু মন॥

তথাহি।

ভগবান্ পিতা রাত্রীঃ শারদোৎফুল্ল মল্লিকাঃ
বীক্ষ্যরন্তং মনশ্চক্রে যোগমায়া মুপাশ্রিতঃ॥

সেইকালে উডুরাজ উদয় গগনে।
মিলিয়াছে পূর্ব্ব দিশা নায়িকার সনে॥
প্রোষিত নায়ক যেন নায়িকা সহিতে।
বহুদিন পরে দেখা অনুরাগ চিত্তে॥
মাজয়ে বদন সে আপন করে করি।
চুম্বন করয়ে সুখে মুখে মুখ ধরি॥
কান্তের মিলনে যে নায়িকা সুখোদয়।
দুঃখ দূরে যায় সুখে উজ্জ্বলতা হয়॥
তৈছে উডুরাজ নিদারুণ করে ধরি।
প্রাচীদিশা কান্তা মুখ উজ্জ্বল আচরি॥
সম্মুখে দিশার মুখ চুম্বন করয়।
অনুরাগ ক্রমে অতি উজ্জ্বলতা হয়॥

তথাহি।

তদোডুরাজঃ ককুভঃ করৈর্মুখং

প্রাচ্যাবিলম্পস্বরূপেন শস্তমৈঃ।
সচষণীনামুদগাচ্ছুচো মৃজন্
প্রিয়ঃ প্রিয়য়াইব দীর্ঘদর্শনে॥

কুমুদ্বন্ত অখণ্ড মণ্ডল দরশনে।
স্বভাব বিশেষ কৃষ্ণচিত্তে উদ্দীপনে॥
নূতন কুঙ্কুম সম অরুণ বরণ।
পরম প্রেয়সী-মুখ হইল স্মরণ॥
পীতাম্বর ধরি নানা চিত্রে বিভূষণে।
বেণু-হাতে ত্বরিতে আইল বৃন্দাবনে॥
পূর্ণচন্দ্র-কিরণে উজ্জ্বল সব বন।
বৃক্ষ কুঞ্জলতা পুষ্প অতি সুশোভন॥
সম্পূর্ণ ষোড়শকলা চন্দ্রের মণ্ডল।
কিরণে শ্রীবৃন্দাবন করে ঝলমল॥
কাল দেশ দেখি হৈল অন্তরে উল্লাস।
ব্রজবধূগণ সহ করিব বিলাস॥
এত চিন্তি সুমোহন মুরলী বদনে।
ধরি মনোহর করি করিলেন গানে॥
অতি সুমধুর তর চিত্ত আকর্ষণে।
তত্রাপি অস্ফুট প্রিয়াগণের আখ্যানে॥
রাধা চন্দ্রাবলী ভদ্রা শ্যামলা মঙ্গলা।
নাম ধরি আহ্বানয়ে সব ব্রজবালা॥
আদিরস মাত্র যাতে হয় উদ্দীপন।
সেইত মধ্যম গান করে আলাপন॥

তথা স্বরভেদে।
মধ্যমাদির্গ্রহাস্তোমধ্যম গান রাগজ্ঞ।
অয়ং সায়ন্তগাতব্য শৃঙ্গারে ঋধ বর্জ্জিত॥

পূর্ব্বে সর্ব্ব মনোহর গান আলাপনে।
করিবেন সর্ব্ব গোপীগণের মোহনে॥
এবে দেশ কাল পাত্র রস উদ্দীপনে।
বামদৃশা মনোহর কল করে গানে॥
কুটিল নয়নে যারা কৃষ্ণরূপ হেরে।
সর্ব্বেন্দ্রিয় সহ তাসবার চিত্ত হরে॥
প্রথম অক্ষর ত্রয় একত্রে মিলনে।
মনো-অধিষ্ঠাতা চন্দ্র করে আহরণে॥
তদাকার লব একত্রে সম্মিলনে।
বেণু নাদ যুত হয় কৃষ্ণের সমানে॥

যথাক্রমদীপিকায়াং।
কলাত্তু নাদোলবকাত্তু মূর্ত্তিঃ
কলক্বণদ্বেণু নিনাদরম্যং। ইত্যাদিষু॥

কামবীজ স্বরূপ আপনে মূর্ত্তিমান।
বামদৃশা সম্বন্ধি সে কল করে গান॥

তথাহি।
দৃষ্ট্বা কুমুদ্বন্ত মখণ্ডমণ্ডলং
রমাননাভং নবকুঙ্কুমারুণং।
বনঞ্চ তৎ কোমল গভিরঞ্জিতং
জগৌকলং বামদৃশাং মনোহরং॥

কৃষ্ণবেণু উদ্গাত মধুর কল যেই।
তদ্বিষয় অনঙ্গ বর্দ্ধন হয় সেই॥
যদি পূর্ব্বে সেই কল ছিল বর্ত্তমান।
অনঙ্গ বর্দ্ধন এবে হৈল মূর্ত্তিমান॥
পূর্ব্বে সেই শব্দ কামবীজরূপে ছিল।
গানামৃত সেকে এবে পল্লবিত হৈল॥
ঐছে কৃষ্ণ পূর্ব্বে সর্ব্ব মনোহর ছিল।
পল্লবিত গানে সর্ব্বচিত্ত আকর্ষিল॥
অনঙ্গ বর্দ্ধন গান করিয়া শ্রবণ।
নবীন মদন চিত্তে হৈল উদ্দীপন॥
অতএব ব্রজে নব যুবতীর গণ।
অন্যোন্যে অলক্ষিতা হইয়া সর্ব্বজন॥
যেখানে করয়ে কান্ত কামবীজ গান।
চঞ্চল কুণ্ডলা শীঘ্র তাঁহা চলি যান॥

তথাহি।
নিশম্যগীতং তদনঙ্গ বর্দ্ধনং
ব্রজস্ত্রিয়ঃ কৃষ্ণ গৃহীত মানসাঃ।
আজগ্মুরন্যোন্যমলক্ষিতোদ্যমা স
যত্র কান্তো জবলোলকুণ্ডলাঃ॥

সামান্যত কহিব সবার আগমন।
বিশেষে কহিব সে গমন বিলক্ষণ॥
পরম মোহন সেই গানের শ্রবণে।
নিজদেহ দৈহিকাদি ক্রিয়া নাহি মনে॥
আত্মকর্ম্ম লোকধর্ম্ম আদি ত্যাগ করি।
প্রেমাবিষ্ট হৈয়া চলে ভজিতে সে হরি॥
কত যে গোপিকা গাভী দোহাইতে ছিল।
তেমতি রহিল ত্যাগ করি চলি গেল॥

আর কতজন যে দোহন দুগ্ধ লৈয়া।
গৃহে যাইতেছিল তৈছে গেলেন ত্যজিয়া ॥
বিলম্ব না সহে সমুৎসুকা অনুরাগে।
নিজ জাতি কর্ম্ম ঐছে কৈল পরিত্যাগে ॥
কত যে গোপিকা দুগ্ধ করে আবর্ত্তন।
কেহ যে সংসার পক্ক কৈল বিলক্ষণ ॥
তৈছে পক্ক দুগ্ধ আর চুলাতে রাখিয়া।
অপরা কতক জনা গেলেন চলিয়া ॥

তথাহি।

দুহন্ত্যোঽভিযযুঃ কাশ্চিদ্দোহংহিত্বা সমুৎসুকাঃ।
পয়োঽধিশ্রিত্যসংযাব মনুদ্বাস্য পরাযযুঃ ॥

আর কতজনা বন্ধু ভৃত্য পুত্রগণে।
ভোজ্য পেয় সামগ্রী করয়ে পরশনে ॥
কেহ ভগিন্যাদি পুত্র কোলে করি।
গাভীদুগ্ধ পিয়াইতে ছিল স্নেহে ভরি ॥
তৈছে পরশন দুগ্ধপোষ্য শিশুগণ।
পরিত্যাগ করি তারা করিল গমন ॥
স্নানাদি কারণে উষ্ণোদক আদি দিয়া।
শুশ্রূষা করিতেছিল পতি আগে রয়্যা ॥
ঐছে পতিসেবা নিজধর্ম্ম তেয়াগিয়া।
কৃষ্ণ-সন্নিকটে যায় প্রেমাকৃষ্টা হৈয়া ॥
ভোজন করিতেছিল কত গোপীজন।
তৈছে ত্যাগ করি প্রেমে করিল গমন ॥

তথাহি।

পরিবেশয়ন্ত্যস্তদ্ধিত্বা পায়যন্ত্যশিশূন্ পয়ঃ।
শুশ্রূষন্ত্যঃ পতীন্ কাশ্চিদশ্নন্ত্যোপ্যাভোজনং

কত যে গোপিকা অতি উৎকণ্ঠিতা চিতে।
তদ্ভজন সাধন যে আপন সঙ্গেতে ॥
করিতে আছিল গন্ধদ্রব্য আলেপন।
অঙ্গরাগ নানাবিধ চিত্র বিরচন ॥
এ দেহ দর্শনে হৈবে কৃষ্ণ-সন্তোষণ।
এই এই হেতু উদ্বর্ত্তন আলেপন ॥
মনোহর বেণুনাদ শুনি হেনকালে।
উদ্বর্ত্তন ত্যাগ করি শীঘ্রগতি চলে ॥
কত ব্রজবধূ করে অঙ্গ সম্মার্জ্জন।
সেইক্ষণে ত্যজি প্রেমে করিল গমন ॥

কেহ এক নয়নে অঞ্জন লৈতে ছিল।
শ্রবণে কুণ্ডল এক কেহ চলি গেল ॥
দৈহিক দেহাদি ক্রিয়া ত্যাগ প্রকরণে।
কি কহিব তাসবার প্রেম বিলক্ষণে ॥
কেহ অতি প্রেমে দেহ বিস্মৃতি হইল।
বস্ত্র আভরণ স্থান ব্যত্যয় ধরিল ॥
পরিধেয় বস্ত্র গায়ে উত্তরীয় পরে।
চরণে কঙ্কণ ভুজে ধরয়ে মঞ্জিরে ॥
এইত বিভ্রম নানা ভাব অলঙ্কার।
রসগ্রন্থে আছে সব লক্ষণ বিচার ॥

যথা উজ্জ্বলনীলমণৌ।

বল্লভঃ প্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসংভ্রমাৎ।
বিভ্রমো হারং মাল্যাদি ভূষাস্থান বিপর্য্যয়ঃ ॥

তাসবার কৃষ্ণ-সন্দর্শনে প্রেম যত।
নিজ অঙ্গ ভূষাদি অপেক্ষা নাহি তত ॥
প্রেমাকৃষ্টা হৈয়া ঐছে কৃষ্ণ-স্থানে যায়।
পশ্চাৎ সে কান্ত যথাস্থানেতে পরায় ॥
এইমতে সবে সর্ব্ব ধর্ম্ম ত্যাগ করি।
অতিশয় প্রেমে চলে কৃষ্ণ বরাবরি ॥

তথাহি।

লিম্পন্ত্যঃ প্রমৃজন্ত্যোন্যা অঞ্জন্ত্যঃ কাশ্চলোচনে।
ব্যত্যস্তবস্ত্রাভরণাঃ কাশ্চিৎ কৃষ্ণান্তিকাং যযুঃ ॥

কুলবধূগণের দুস্ত্যজ্য লজ্জা হয়।
প্রেমাকৃষ্টা হৈয়া লক্ষ্মী সে ভাব ত্যজয় ॥
অতএব লজ্জা তেয়াগিয়া গোপীগণ।
শ্রীকৃষ্ণ আহূত আত্মা করয়ে গমন ॥
কারু কারু পতি ঐছে গমন দেখিয়া।
বারণ করয়ে অতিশয় যত্ন পায়্যা ॥
কার পিতা কার মাতা কার বন্ধুজন।
বারণ করয়ে কেহ না শুনে বর্জ্জন ॥
কৃষ্ণপ্রেম বিমোহিতা হয় সর্ব্বজন।
সামান্য বিবেক চিত্তে নহে উদ্দীপন ॥
যোগমায়া উপাশ্রিত কৃষ্ণচন্দ্র হয়।
অতএব তহিঁ লীলা সমাধা করয় ॥
গোপগণ আগে তৈছে মূর্ত্তি দরশায়ে।
তাসবার গমন মানয়ে ভ্রমপ্রায়ে ॥

নিজ নিজ গৃহে তৈছে দেখে সর্ব্ব জনে।
যথাযোগ্য ব্যবহার করে আচরণে॥

উক্তঞ্চ।

না স্তুয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানঃ স্বপার্শ্বস্থান স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ

যদি কহ আগে পতিসঙ্গ আদি ছিল।
সেহ নহে যোগমায়া প্রতারণ কৈল॥

যথা।

মায়া কলিত তাদৃক্ স্ত্রী শীললেনাসূয়ুভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গম॥

গোবিন্দ হরিল আত্মা যাহা সবাকার।
তাসবারে বারণ করিতে শক্তি কার॥

তথাহি।

তাবার্য্যমানাঃ পতিভিঃ পিতৃভি র্ভ্রাতৃ বন্ধুভিঃ।
গোবিন্দাপহৃতাত্মানো নন্যবর্ত্তন্ত মোহিতাঃ॥

পত্যাদি বিঘ্নেতে যদি নিবারিতা হয়।
তৎক্ষণে দশমী প্রায় দশাকে লভয়॥
এইমত গোপিকার ভাব বিশেষণ।
দৃষ্টান্ত কহিতে করি অবস্থা বর্ণন॥
অন্তর্গৃহগতা আদি তিন শ্লোকে করি।
সবিশেষ রূপে তাহা কহিয়ে বিস্তারি॥
প্রথমতঃ কহিয়ে যে শব্দার্থ ব্যাখ্যানে।
সামান্যত যে অর্থ প্রকাশে সর্ব্বজনে॥
পশ্চাতে কহিব অন্তরার্থ বিবরণ।
যাহা শুনি আনন্দিত শ্রোতা ভক্তগণ॥
কত যে গোপিকা নিজ গৃহ মধ্যে ছিল।
মনোহর বেণু শুনি উন্মত্তা হইল॥
দেখি সন্নিকটে পতি আদি যে আছিল।
দ্বার রুদ্ধ কৈল তারা যাইতে না পাইল॥
নিজ চিত্ত আকর্ষক হয়েন যে কৃষ্ণ।
যার দরশন হেতু সকলে সতৃষ্ণ॥
তাঁর যে সৌন্দর্য্য বেশ মনোহর গুণ।
মুদ্রিত নয়নে ধ্যান করে সর্ব্বজন॥

তথাহি।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোহলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তাদধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ॥

প্রেষ্ঠের বিচ্ছেদ অতি দুঃসহ যে হয়।
তাতে যে হইল তীব্র তাপ অতিশয়॥
তাতে ধূত হৈয়া গেল অমঙ্গলগণ।
ধ্যানে পাইলেন যে অচ্যুত আলিঙ্গন॥
তাহাতে যে অতিশয় আনন্দ হইল।
যাহাতে মঙ্গল সব ক্ষীণ হৈয়া গেল॥
সেই ক্ষণে প্রক্ষীণ বন্ধনা সবে হৈল।
গুণময় দেহ যে সকলে ত্যাগ কৈল॥
সেই যে আত্মার আত্মা হয়েন যে হরি।
তাঁহারে পাইল উপপতি বুদ্ধি করি॥

তথাহি।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপ ধুতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্ত্যাচ্যুতা শ্লেষ নির্বৃত্যাক্ষীণ মঙ্গলাঃ।
তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

এইত কহিনু বাহ্য শব্দার্থ বর্ণন।
এবে অন্তরার্থ কিছু করিব কথন॥
প্রথমতঃ সেই তিন শ্লোকার্থ প্রকাশে।
গোপিকারগণ ভেদ কহিব আভাসে॥
নিত্য সিদ্ধাগণ যে সাধন সিদ্ধা আর।
দেবীগণ হয় এই ত্রিবিধ প্রকার॥

তথাহি।

তা স্ত্রিধাসাধনপরা দেব্যা নিত্য প্রিয়াস্তথা॥

পাদ্মোত্তর খণ্ড মতে চতুর্ব্বিধ হয়।
শ্রুতি মুনি দেবকন্যা গোপকন্যা কয়॥
অতএব গোপীগণ অপ্রাকৃত হয়।
প্রাকৃত মানুষী কেহ নহে সুনিশ্চয়॥

যথা।

গোপ্যস্তু শ্রুতয়োজ্ঞেয়া ঋষিজা গোপকন্যকাঃ।
দেবকন্যাশ্চ রাজেন্দ্র ন মনুষ্যাঃ কথঞ্চন॥

আগে কহি নিত্যসিদ্ধা যত গোপকন্যা।
কৃষ্ণ সম সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধী গুণ ধন্যা॥

তথাহি।

রাধা চন্দ্রাবলীত্যাদ্যাঃ প্রোক্তা নিত্যপ্রিয়া ব্রজে
কৃষ্ণবন্নিত্য সৌন্দর্য্য বৈদগ্ধ্যাদি গুণাশ্রয়া॥

শ্রীরাধাদি কৃষ্ণের আহ্লাদিনী শক্তি হয়।
আনন্দ চিন্ময় প্রেমরসের আশ্রয়॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।
আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভি-
র্যত্র বনিজ রূপ তয়া কলাভিঃ।
গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতো
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥
তত্রৈব।
চিন্তামণিঃ প্রকর সদ্মসু কল্পবৃক্ষ
লক্ষ্যাবৃতেষু সুরভিরভিপালয়ন্তং।
লক্ষ্মী সহস্রশত সম্ভ্রম সেব্যমানং
গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥
তত্রৈব।
শ্রিয়ঃ কান্তাঃ কান্তঃ পরম পুরুষ॥ ইত্যাদি॥

দশাক্ষর আর অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে।
কৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্যা কহে সব তন্ত্রে॥

পাদ্মে চ।
নিত্যং মে মথুরা বিদ্ধি বনং বৃন্দাবনং তথা।
যমুনাং গোপকন্যাশ্চ তথা গোপাল বালকান্॥

নিত্য প্রিয়াগণে শ্রেষ্ঠা শ্রীরাধিকা হয়।
কৃষ্ণের স্বরূপা ঋক্ পরিশিষ্টে কয়॥

তথাহি।
রাধায়া মাধবোদেবো মাধবে নৈব রাধিকা।
বিভ্রাজনে জনেষ্বিতি। স্কান্দে চ।
রাধা বৃন্দাবনে বৃন্দাবনে॥

সংক্ষেপে কহিনু নিত্যপ্রিয়া বিবরণ।
এবে কহি সাধন সিদ্ধার প্রকরণ॥
প্রথমে কহিব শ্রুতিচরী বিবরণ।
গোপী অনুগতি যৈছে করিলা ভজন॥
অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শনী শ্রুতি যে সকল।
গোপীগণের সৌভাগ্য সে পরম প্রবল॥
যাহার সমান বড় কিছু নাহি আর।
অনুভব করি চিত্তে পাইল চমৎকার॥
গোপী অনুগতি লৈয়া ভজন করিল।
প্রেমযুক্তা হৈয়া ব্রজে জনম লভিল॥

তথাহি।
সমস্তাৎ সূক্ষ্মদর্শিন্যো মহোপনিষদোঽখিলাঃ।
গোপীনাং বীক্ষ্য সৌভাগ্য মসমোর্দ্ধং সুবিস্মিতাঃ
তপাংসি শ্রদ্ধয়া কৃত্বা প্রেমাঢ্যা যজ্ঞিরে ব্রজে॥

তাসবার প্রেমরস ভাব বিবরণ।
ভাগবতে শ্রুত্যধ্যায়ে আছে নিরূপণ॥

তথাহি।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্র ভোগ ভুজদণ্ড
বিষাক্ত ধিয়ো বয়মপিসমাঃ।
সম দৃশোঽঙ্ঘ্রি সরোজ সুধাঃ॥

সবিশেষ আছে বৃহদ্বামন পুরাণে।
প্রসঙ্গে কহিনু তাহা মঙ্গলাচরণে॥

তথাহি।
কন্দর্প কোটি লাবণ্য ত্বয়িদৃষ্টে ইত্যাদি॥
যথাতল্লোকবাসিন্য ইত্যাদি॥ শ্রীকৃষ্ণবাক্যং।
দুর্লভো দুর্ঘটশ্চৈব ইত্যাদি॥

শ্রুতিগণ ঐছে কৃষ্ণ ভজন করিল।
গোপী অনুগতি রূপে জনম লভিল॥
দেবীগণ ঐছে কৃষ্ণসুখের লাগিয়া।
ব্রজে জন্ম লভিলেন গোপীদেহ পায়্যা॥

তথাহি শ্রীভাগবতে।
বসুদেব গৃহে সাক্ষাৎ ভগবান্ প্রকৃতেঃ পরঃ।
জনিষ্যতে তৎ প্রিয়ার্থং সম্ভবন্ত্যমরস্ত্রিয়ঃ॥

দেব মধ্যে কৃষ্ণ-অংশ উপেন্দ্রাদি নাম।
প্রকটে সকল অংশে কৃষ্ণের বিশ্রাম॥
তেমতি নিত্যপ্রিয়া অংশে দেবীগণ।
প্রাণসখী হৈয়া ব্রজে লভিল জনম॥

তথাহি।
দেবস্যাংশেনজাতস্য কৃষ্ণস্যদিবিতুষ্টয়ে।
নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তয়াজাতা দেবযোনয়ঃ॥
তত্রদেবাবতরণে জানন্তা গোপকন্যকাঃ।
তা অংশিনী নামে মাসাং প্রাণসখ্যোঽভবন্ ব্রজে

শ্রুতিগণ দেবীগণের এই বিবরণ।
এক্ষণে কহিব যত ঋষিচরীগণ॥

তথাহি।
গোপালোপাসকাঃ পূর্ব্বমপ্রাপ্তাভীষ্ট সিদ্ধয়ঃ।
চিরাদুদ্বুদ্ধরিতয়ো রাম সৌন্দর্য্য বীক্ষয়া॥
মুনয়ঃ সন্নিজাভীষ্ট সিদ্ধি সম্পাদনে রতাঃ।
লব্ধভাবা ব্রজে গোপ্যোজাতাঃ পাদ্মে ইতীরিতঃ

দণ্ডক অরণ্যবাসী মহা ঋষিগণে।
গোপালোপাসক পূর্ব্বে ছিলা সর্ব্বজনে॥
রঘুনাথ যবে আইল সেইত কাননে।
তবে তাঁর সৌন্দর্য্য করিয়া দরশনে॥
সকলের চিত্তে হৈল কাম উদ্দীপন।
লজ্জাহেতু সাক্ষাতে না কৈল নিবেদন॥

কল্পবৃক্ষ প্রায় বরদাতা রঘুনাথ।
তাঁর কৃপা হৈতে সবে হইল কৃতার্থ॥
ভাব জানি সর্ব্ব চিত্তে প্রেরণ করিল।
গোবিন্দের সৌন্দর্য্য অন্তরে স্ফূর্ত্তি হৈল॥
অপ্রাপ্ত অভীষ্ট হৈয়া সকলে ইচ্ছিলা।
তবে নিজাভীষ্ট সম্পাদনে রতা হৈলা॥
রঘুনাথে দেখিয়া যে ভাব উপজিল।
সেই ভাবে গোপালেরে সকলে ভজিল॥
তবে যোগমায়া কৃষ্ণ লীলাকাল জানি।
গোপগৃহে গোপীগর্ভে জন্মাইল আনি॥
গর্ভাধান কালে ব্রজ বাহ্যদেশে ছিল।
প্রসব সময়ে নন্দ গোকুলে আইল॥
এইমতে স্ত্রী দেহকে পায়্যা সে সকলে।
গোপকন্যা হৈয়া জন্ম লভিলা গোকুলে॥
তারপর যার বুদ্ধ্যে পরমানুরাগে।
যেরূপে পাইস কৃষ্ণ কহিনু সে আগে॥
ভবার্ণব হৈতে মুক্ত হৈল মুনিগণ।
বিশেষিয়া কহিব সে সব বিবরণ॥
এ সব সিদ্ধান্ত পাদ্মোত্তর খণ্ডে হয়।
ইহার প্রমাণ শুন কহি শ্লোকদ্বয়॥

তথাহি।

পরাগহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ স্ববিগ্রহং।
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে।
হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তাভবার্ণবাৎ॥

শ্রুতিচরী কন্যাগণ আর দেবীগণ।
সাধন পুরাতে শ্রেষ্ঠা হয় নিরূপণ॥
অতি উৎকণ্ঠাতে নিত্য প্রিয়ানুগা হৈয়া।
ভজন করিল অন্য আসঙ্গ ত্যজিয়া॥
নিত্য প্রিয়াগণ যৈছে কৈল অভিসার।
তদনুগা রূপেতে প্রয়াণ তাসবার॥
মুনিচরীগণ ভাব সিদ্ধা হৈয়াছিল।
সম্যক্ প্রকারে দেহ সিদ্ধা না হইল॥
অন্য দেশে গর্ভাধান ব্রজে জন্ম হৈল।
এইত কারণে দেহ সিদ্ধা না কহিল॥
তেকারণে তারা অন্তঃপুরে গৃহমাঝে।
নিযুক্ত আছিল সকলেই গৃহকাজে॥
মনোহর বেণুকল করিয়া শ্রবণ।
তাসবার চিত্তে হৈল কাম উদ্দীপন॥
অতএব কৃষ্ণ সহ বিলাসেচ্ছামনে।
চঞ্চলা হইয়ে চাহে করিতে গমনে॥
তাহা দেখি পতি পিতা ভ্রাতা বন্ধুগণ।
তাসবার গৃহদ্বার কৈল নিরোধন॥
কিন্তু নিত্যপ্রিয়াগণ সঙ্গে বার বার।
বয়ঃসন্ধিকালে হৈল পূর্ব্ব রাগ আর॥
কৃষ্ণসঙ্গ স্ফূর্ত্তে চিত্ত নির্ম্মল হইল।
কৃষ্ণসুখ হেতু প্রীতি হৃদয়ে জন্মিল॥
যোগমায়া সহায় হইল তাসবার।
কৃষ্ণের নিকটে তারা কৈল অভিসার॥
নিত্য সিদ্ধা সঙ্গ ভাগ্য যারা না লভিল।
তাসবার স্বভাব কহায় নাহি গেল॥
তেকারণে যোগমায়া সহায় নহিল।
সেই মুনিকন্যাগণ যাইতে না পারিল॥
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক হয়েন যে কৃষ্ণ।
তাঁহার দর্শন লাগি সকলে সতৃষ্ণ॥
যাইতে না পায়্যা অতি দুঃখিতা হইল।
তদ্গত মানসে ধ্যান করিতে লাগিল॥
মুদ্রিত লোচনা অঙ্গে নাহিক স্পন্দন।
আগেতে কহিব সেই ধ্যান বিবরণ॥
মরণ দশাতে যেন অন্য লোকগণ।
প্রেমাস্পদ প্রিয়জনের করয়ে স্মরণ॥
তেমতি সে দশাপন্না হৈয়া সর্ব্বজন।
বিয়োগ-দুঃখেতে করে কৃষ্ণের স্মরণ॥
বৃন্দাবন কলানিধি হাহা প্রাণবন্ধো।
বারেক দর্শন দেহ হে করুণাসিন্ধো॥
তুয়া মুখচন্দ্র কি না পাইব দর্শন।
এইমত একচিত্তে করয়ে ভাবন॥

তথাহি।

অন্তর্গৃহগতাঃ কাশ্চিদ্গোপ্যোঽলব্ধ বিনির্গমাঃ।
কৃষ্ণং তদ্ভাবনাযুক্তা দধ্যুর্মীলিত লোচনাঃ॥

অত্যুৎকণ্ঠা ধ্যানে ভাব দেহ সিদ্ধ হৈল।
সেইক্ষণে কৃষ্ণসহ সংযোগ লভিল॥

বিশেষিয়া কহি সে সাধন বিলক্ষণ।
বিপ্রলব্ধ সম্ভোগ যে রসের কারণ ॥
যাহা হৈতে নিত্যপ্রিয়া সম দেহ ভাব।
লভিলেন শুন সেই সাধন প্রভাব ॥
যাইতে না পায়্যা সেই প্রিয় দরশনে।
অতি তীব্রোৎকণ্ঠা তাপ দুঃসহ যে মনে ॥
বিপ্রলব্ধ ভাব সেই ভাবের গণন।
তাহাতে কল্পিত অন্য অমঙ্গলগণ ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে অতিশয় তীব্র যত।
বাড়বাগ্নি মহাকালকূট বিশেষতঃ ॥
তারা সব সেই তীব্র তাপ নিরখিয়া।
কম্পিতা হইল নিজ স্বভাব ত্যজিয়া ॥
ধ্যানে প্রাপ্ত হৈল যেই অচ্যুত-আশ্লেষ।
শ্রীকৃষ্ণ বিষয় চিত্তের আনন্দ বিশেষ ॥
সম্ভোগাখ্য ভাব যে মঙ্গল উপজিল।
তাতে অন্য মঙ্গল সকল ক্ষীণ হৈল ॥
কোটি ব্রহ্মাণ্ড বৈকুণ্ঠে যে সব সুখ হয়।
বৈশেষিক ব্রহ্মানন্দ ঐশ্বর্য্যাদিময় ॥
কৃষ্ণ-আলিঙ্গন-সুখ দেখি গোপিকার।
আপনাকে ক্ষীণবুদ্ধি হৈল তাসবার ॥
দুঃসহ ও তীব্র এ দুই শব্দে করি।
দুঃখের সে পরাকাষ্ঠা কহিল বিচারি ॥
অচ্যুত শব্দেতে আর নিবৃত্তি আখ্যানে।
সুখের যে সীমা তৈছে করিল বর্ণনে ॥
বিপ্রলব্ধ সম্ভোগে যে দুঃখ সুখোদয়।
নিত্যপ্রিয়াগণে সদা সেই ভাব হয় ॥

তথাহি শিববাক্যং।

লোকাতীত মজাণ্ডকোটিগমপি ত্রৈকালিকং
যৎ সুখং দুঃখঞ্চেতি পৃথগ্ যদি
স্ফুট মুভে তে গচ্ছতঃ কূটতাং।
নৈবাভাস তুলাংশিবে তদপি তদপি
তৎ কূটদ্বয়ং রাধিকা প্রেমোদৎ
সুখোহদুঃখ বিন্দু ভরয়োর্বিন্দেত বিন্দোরপি ॥

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে সুখ দুঃখ তারা জানে।
সেই ভাব ব্যক্ত হয় তদনুগাগণে ॥

তথাহি।

পীড়াভি র্নবকালকূট কটুতা সর্ব্বস্ব নির্ব্বাসনো
নিস্যন্দেন মুদাং সুধা মধুরিমাহঙ্কার সঙ্কোচনঃ।
প্রেমাসুন্দরী নন্দনন্দনপরোজ্জাগর্ত্তি যস্যান্তরে
জ্ঞায়ন্তে স্ফুটমস্য বক্র মধুরাস্তে নৈব বিক্রান্তয় ॥

সেই দুই দশা যবে সাধকের হয়।
তবে সেই ভাব দেহ সিদ্ধ সুনিশ্চয় ॥
ভাগ্যবশে সেই দুই দশার যে ফল।
এবে মুনিকন্যাগণ লভিলা সকল ॥
অশুভ কম্পিতা শুভ ক্ষীণতা হইল।
অতএব যার বুদ্ধে কৃষ্ণসঙ্গ পাইল ॥

তথাহি বাসনাভাষ্য ধৃত মার্কণ্ডেয় বচনং।
তদানীমেবভাঃ প্রাপ্তাঃ শ্রীমন্তং ভক্তবৎসলং।
ধ্যানতঃ পরমানন্দং কৃষ্ণং গোকুলনায়িকা ॥

পূর্ব্ব উক্ত শুভাশুভ কর্ম্ম যেই হয়।
পাপ পুণ্য পর্য্যায় তাহার শাস্ত্রে কয় ॥
যে দশাতে লোভ ছিল কৃষ্ণসঙ্গ প্রাপ্তি।
তাহাতে অশুভ কহি তদ্বিরহ স্ফূর্ত্তি ॥
পুনঃ সে দশাতে কৃষ্ণসঙ্গ স্ফূর্ত্তি হয়।
সে শুভ জনিকা দশা মঙ্গল নিশ্চয় ॥
কর্ম্ম বন্ধ জন্ম বৈষ্ণবের নাহি হয়।
তাহার প্রমাণ পাদ্মোত্তর খণ্ডে হয় ॥

তথাহি।

ন কর্ম্ম বন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিদ্যতে ॥

তবে যে দেখিয়ে সে প্রারব্ধ ভোগপ্রায়।
বাস্তব না হয় সেই কৃষ্ণের ইচ্ছায় ॥
বিদগ্ধ-শেখর কৃষ্ণ প্রেম বিবর্দ্ধনে।
পশ্চাৎ মিলয়ে গাঢ় প্রেমোৎকণ্ঠা মনে ॥

তথাহি।

গুরুপুত্র মিহানিত ইত্যাদি বৎ ॥

অতি তীব্রোৎকণ্ঠা মনে স্মরণ করিল।
সেইক্ষণে আসি কৃষ্ণ সবা আলিঙ্গিল ॥
নিজ গৃহ মধ্যে সেই মুনিকন্যাগণ।
পাইল যে নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ-আলিঙ্গন ॥

তথাহি।

দুঃসহ প্রেষ্ঠ বিরহ তীব্রতাপ ধূতাশুভাঃ।
ধ্যান প্রাপ্তাচ্যুতা শ্লেষ নির্বৃত্যা ক্ষীণ মঙ্গলাঃ ॥

পরম স্বরূপ কৃষ্ণ সর্ব্বাংশ আশ্রয়।
অতএব পরমাত্মা করি শাস্ত্রে কয় ॥

সর্ব্ব অন্তর্য্যামী কৃষ্ণ সকলের পতি।
স্বভাবতঃ যদ্যপি হয়েন সর্ব্বপতি॥
ব্রজবধূগণ তাহা কভু নাহি জানে।
উপপতি জ্ঞানে তারা মিলে কৃষ্ণ সনে॥
প্রেম করে লোক ধর্ম্ম মর্য্যাদা লঙ্ঘন।
বিলাসাদি ক্রিয়া কৃষ্ণসুখের কারণ॥

তথাহি।

রাগেণৈবার্পিতাত্মানো লোক যুগ্ম নপেক্ষণা।
ধর্ম্মেনা স্বীকৃতায়াস্ত পরকীয়া ভবন্তিতা॥

আপনে সে কৃষ্ণ সর্ব্ব ধর্ম্মময় হৈয়া।
তাসবারে ভজে বেদধর্ম্ম উল্লঙ্ঘিয়া॥

তথাহি।

রাগেনোল্লঙ্ঘয়ন ধর্ম্মং পরকীয়াবলার্থিনা।
তদীয় প্রেম সর্ব্বস্বং বুধৈরুপপতিঃ স্মৃতঃ॥

কামচেষ্টা সাম্য হেতু তারে কহি কাম।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্যে সে ধরে প্রেম নাম॥

তথাহি তন্ত্রে।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কামইত্যগমৎ পৃথেতি।

তথা।

যত্তেসুজাত চরণাম্বু রুহং স্তনেষ্বিত্যুক্তে॥

গোপিকার প্রেম অতি সুদুর্ল্লভ হয়।
তাসবার পদরেণু উদ্ধব বাঞ্ছয়॥

তথাহি।

আশামহো চরণরেণু যুষামহং স্যাবিত্যাদি॥

হেন যে পরম পুরুষার্থ প্রেমে পাইল।
এবে কহি অনুসঙ্গে যে ফল লভিল॥
পত্যাদি মমতা চিত্তে যার যেবা ছিল।
গুণময় সেই দেহ স্বভাব ত্যজিল॥
যাতে সদ্য প্রক্ষীণ বন্ধনা সবে হৈল।
আনন্দ চিন্ময় রূপ দেহকে লভিল॥
তবে সেই দেহে কৃষ্ণ-সঙ্গিনী হইলা।
ক্রমে প্রেম আস্বাদন রাসাদিক লীলা॥
সে দিবসে দ্বার রুদ্ধ রাসে না পাইল।
নিজ নিজ গৃহে কৃষ্ণ আলিঙ্গিতা হৈল॥

শ্রীভগবদুক্তৌ।

আলব্ধ রাসাঃ কল্যাণ্যোমাপুমধীর্য্য চিন্তয়েতি।
তা উচুরুদ্ধবং প্রীতা স্তৎ সন্দেশাগত স্মৃতিরিতি চ॥

অন্তরার্থ এই মত করিল কথন।
শুনি আনন্দিত যে রসিক শ্রোতাগণ॥

তথাহি।

তমেব পরমাত্মানং জারবুদ্ধ্যাপি সঙ্গতাঃ।
জহুর্গুণময়ং দেহং সদ্যঃ প্রক্ষীণ বন্ধনাঃ॥

কৃষ্ণলীলা তত্ত্ববেত্তা শুকদেব বক্তা।
তেমতি বিদগ্ধ রাজা পরীক্ষিত শ্রোতা।
সভা মধ্যে নানাবিধ লোক সব হয়।
কাহার যোগ্যতা বাক্য প্রয়োগ করয়॥
অতএব পরীক্ষিত রাজা মহাশয়।
সর্ব্বভাবে সকলের চিত্ত যে জানয়॥
আপনে সে কৃষ্ণলীলা রসতত্ত্ব জানে।
তথাপি দ্বিবিধ লোকের সন্দেহ কারণে।
অন্তর্ম্মুখ সন্দিগ্ধের সংশয় ছেদনে।
সন্দেহ বিশেষ কিছু কৈল জিজ্ঞাসনে॥
বহির্ম্মুখ সন্দিগ্ধের রস সঙ্গোপনে।
ব্রহ্মজ্ঞান বাদময় সন্দেহ বিধানে॥
জিজ্ঞাসিল শুন হে সর্ব্বজ্ঞ মহামুনে।
সন্দেহ জন্মিল চিত্তে তোমার বচনে॥
জার বুদ্ধ্যে গুণময় দেহ ত্যাগ করি।
ব্রজবধূগণ পাইল পরমাত্মা হরি॥
জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম সেই নির্গুণ প্রকাশে।
তৈছে পরমাত্মা প্রতিবিম্বরূপ ভাসে॥
তার উপাসক যে প্রাকৃত গুণময়।
গুণ দেহ বুদ্ধি ত্যাগ তাসবার হয়॥
মনোহর পরম আশ্চর্য্য গুণগণে।
যা সবার চিত্ত কৃষ্ণ কৈল আকর্ষণে॥
তারা সবে কৃষ্ণগুণে আকর্ষিতা হৈয়া।
কান্তভাবে ভজে অতি লোভ প্রকাশিয়া
গৃহ মাঝে বিপ্রলব্ধ ভাগবত মনে।
অপ্রাকৃত গুণ বুদ্ধি ত্যজিল কেমনে॥
গুণময় বুদ্ধি গুণ দেহ ত্যাগ বিনে।
পরমাত্মা পায় কৈছে উপপতি জ্ঞানে॥
এ দুই না বুঝি চিত্তে জন্মিল সংশয়।
কৃপা করি সিদ্ধান্ত কহিবে মহাশয়

তথাহি।

কৃষ্ণং বিদুঃ পরং কান্তং নতু ব্রহ্ম তয়ামুনে।
গুণ প্রবাহো পরমস্তাসাং গুণ ধিয়াং কথং॥

রাজার বচন শুনি শুক মহামুনি।
বহির্ম্মুখ প্রতারণা হেতু ভঙ্গি জানি॥
ছলে বহির্ম্মুখগণে করিয়া ভৎর্সন।
কহয়ে ঈষৎ ক্রোধে অব্যক্ত বচন॥
যেমত প্রকারে রাজা জিজ্ঞাসা করিল।
সেইমতে মহামুনি কহিতে লাগিল॥
শুনহে রাজন্ এই সিদ্ধান্ত বচন।
নানাবিধ ভাবে কৃষ্ণ পাইল নানাজন॥
বৈরিভাবে শিশুপাল কৃষ্ণদ্বেষ করি।
নিন্দা সন্তর্জ্জনাধ্যান সতত আচরি॥
নিজাভীষ্ট পার্ষদত গতি যে লভিল।
এ কথা সপ্তমস্কন্ধে তোমায় কহিল॥

তথাহি।

বৈরাণুবন্ধ তীব্রেণ ধ্যানেনাচ্যুত সাত্মতাং।
নীতৌ পুনর্হরেঃ পার্শ্বং জগ্মতুঃ কৃষ্ণপার্ষদৌ॥

কৃষ্ণ প্রতি বিষয় আশ্রয় যারা হয়।
তারা যে পাইল কৃষ্ণ ইথে কি সংশয়॥

তথাহি।

উক্তং পুরস্তদেতত্তে চৈদ্যঃ সিদ্ধিং যথাগতঃ।
দ্বিষন্নপি হৃষীকেশং কিমুতাধোক্ষজপ্রিয়াঃ॥

গুণময় দেহ ত্যাগ করিয়াছে যেই।
প্রাকৃত যে সুখ দুঃখ স্বভাবাদি সেই॥
অপ্রাকৃত গুণময় কৃষ্ণের ভজনে।
সেই দেহে অপ্রাকৃত হয় ভক্ত জনে॥
ইহাতে দৃষ্টান্ত আছে অনেক প্রমাণ।
নারদ প্রহ্লাদ ধ্রুব আর হনুমান॥
মানস সেবনে বিপ্র পাইল সেই দেহে।
অনেক প্রসঙ্গ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত যে কহে॥

তথাহি।

মানসেনোপচারেণ পরিচর্য্য হরিং মুদা।
পরে বাঙ্মনসা গম্যং তং সাক্ষাৎ প্রতিপেদিরে॥

অভীষ্ট-সাধক ভাবময় ভগবান্।
নিজ কৃপাশক্ত্যে পূর্ণ করে সর্ব্বকাম॥

নৃমাত্রের সকল সাধন ফল হেতু।
নিজ লীলানন্দ প্রকটয়ে ধর্ম্মসেতু॥
নানাবিধ ভক্তে নিত্য বিবিধ প্রকাশে।
আপনাকে দেন ততো অভয়তা ভাষে॥
তার হেতু শুন তিহঁ পরিচ্ছিন্ন হয়।
অপ্রমেয় নির্গুণ সে মায়াতীত নয়॥
যদি কহ মায়া গুণান্বিত কৈছে হয়।
গুণাত্মা সে মায়াগুণ প্রবর্ত্ত করয়॥

তথাহি।

নৃণাং নিঃশ্রেয়সার্থায় ব্যক্তির্ভগবতোনৃপ।
অব্যয়স্যাপ্রমেয়স্য নির্গুণস্য গুণাত্মনঃ॥

নিজ কারুণ্যাদি গুণ সব জানাইতে।
প্রকট হয়েন কৃষ্ণ ভক্তের ইচ্ছাতে॥
সেইকালে যে যে ভক্ত ভজয়ে তাঁহারে।
ভাব অনুরূপ কৃপা করে তাসবারে॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব
ভজাম্যহমিত্যাদি।
ভাবানুরূপং সর্ব্বত্র পার্থ ব্যবহারাম্যহমিতি চ॥

কেহ কান্তভাবে কামভাব তাতে করে।
কেহ দ্বেষভাবে ক্রোধ করয়ে তাঁহারে॥
কেহ তাঁরে শত্রুভাব করি ভয় করে।
কেহ মিত্রভাবে অতি স্নেহভাব ধরে॥
কেহ ঐক্যভাবে নিজ দেহাদি সম্বন্ধে।
কেহ সৌহৃদ্যতা করে প্রীতি অনুবন্ধে॥
স্বভাবানুরূপ কৃষ্ণসঙ্গ স্ফূর্ত্তিময়।
সর্ব্বথা সে সব জন কৃতার্থতা হয়॥

তথাহি।

কামং ক্রোধং ভয়ং স্নেহমৈক্যং সৌহৃদমেব চ।
নিত্যং হরৌ বিদধতো যান্তি তন্ময়তাং হি তে॥

ভগবান্ সদা সর্ব্বৈশ্বর্য্যযুক্ত হয়।
স্বভক্ত জনের ইচ্ছামাত্রে প্রকটয়॥
ব্রহ্মা শিব আদি যোগেশ্বরের ঈশ্বর।
পরিপূর্ণ আবির্ভাব কৃষ্ণ সর্ব্বোপর॥
হেন তত্ত্ব না জানয়ে বহির্ম্মুখগণে।
সন্দেহ করয়ে চিত্তে এ কথা শ্রবণে॥

গর্ভ হৈতে কৃষ্ণের মহিমা তুমি জান।
তোমারে উচিত নহে এ সংশয় জ্ঞান॥

তথাহি।

ন চৈবং বিস্ময়ঃ কার্য্যো ভবতা ভগবত্যজে।
যোগেশ্বরেশ্বরে কৃষ্ণে যত এতদ্বিমুচ্যতে॥

অতি রসময় রাসলীলার তরঙ্গে।
অনুচিত অন্তরায় কথা এ প্রসঙ্গে॥
সকলের একচিত্ত করিবার তরে।
আপনে যে কথা প্রশ্ন করিলা আমারে॥
আমিহ তোমার অনুরোধে সে কথায়
সিদ্ধান্ত কহিল সর্ব্বজন সমাধায়॥
এবে শুন রাসলীলা ব্রজবধূ সঙ্গে।
কৃষ্ণ সহ মিলন যে রসের তরঙ্গে॥
সব শ্রোতাগণ শুন সাবধান হৈয়া।
কহিব রহস্য কথা সংক্ষেপ করিয়া॥
শ্রীগুরু গোবিন্দ পাদপদ্মে করি আশ
এ নন্দকিশোর কহে রাসলীলা ভাষ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে রাসস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং
শ্রীকৃষ্ণাভিসরণ নামৈকচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

অধ্যায়ঃ।

যুগলার্থ বচনে গোপীদের ছলনা।

জয় সর্ব্ব রসময় ব্রজেন্দ্রকুমার।
জয় ব্রজবধু-আকর্ষক বেণু তাঁর॥
জয় বেণু-আকর্ষিতা সব কৃষ্ণপ্রিয়া।
দুর্ঘটঘটনাকার্য্য জয় যোগমায়া॥
জয় রাসলীলা রস কৃষ্ণের বিহার।
জয় জয় রাধাকৃষ্ণলীলা সর্ব্ব সার॥
সকলে আমার চিত্তে করহ প্রকাশ।
বর্ণনা করিয়ে যেন মাধুর্য্য বিলাস॥
এইমতে সকলে করিল অভিসার।
কৃষ্ণ-দরশনে অতি আনন্দ বিথার॥
ব্রজমধ্যে সবার থাকিতে যুক্ত হয়।
বন আগমন যোগ্যা নহে সুনিশ্চয়॥
তথাপিহ লজ্জা আদি দূরে তেয়াগিয়া।
অত্যন্ত নিকটে সবে মিলিল আসিয়া॥
বেণুগীত-আকৃষ্টা যে পরম বিহ্বলা।
কৃষ্ণচন্দ্র দেখিয়া সে সব ব্রজবালা॥
শাব্দিক আর্থিক নানা বচন বিলাসে।
কহিতে লাগিল তায় শুনহ বিশেষে॥
স্মিতযুক্ত শ্রীমুখ লোচনাবচাঙ্গনে।
সুললিত বর্ণন্যাস সুগম বিধানে॥
সুন্দর বচন সব করে উচ্চারণ।
শাব্দিক সে সব অর্থে রস উদ্দীপন॥
শাব্দিক উপেক্ষা ভঙ্গিময় বাক্য করি।
তাসবার বিবেক হরয়ে সেই হরি॥
আর্থিক বচন যেই বাস্তবার্থ হয়।
শ্রবণ করায়্যা সর্ব্ব চিত্ত হরি লয়॥
শাব্দিক উপেক্ষাময় উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনে।
যুগলার্থ সন্ধান সে কৌতুক কারণে॥
আর্থিকে বিশেষ ভাব করে উদ্দীপনে।
নিজৌৎসুক্য মাত্র হেতু প্রার্থনা বচনে॥
নিখিল বাক্য বৈদগ্ধী বিজ্ঞ শিরোমণি।
নানা নর্ম্ম বিশেষার্থ কহেন আপনি॥

তথাহি।

তা দৃষ্ট্বান্তিকমায়াতা ভগবান্ ব্রজযোষিতঃ।
অবদদ্বদতাং শ্রেষ্ঠোবাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্॥

ব্রজলোক মাত্র সব কৃষ্ণপ্রিয় হয়।
তাতে ব্রজবধূ প্রিয়তমা অতিশয়॥
তাসবার প্রেমরসে বশীভূতা হৈয়া।
সদাচার রূপে তাসবারে সম্বোধিয়া॥

জিজ্ঞাসয়ে শুন মহাভাগ্যবতীগণ।
আনন্দে আইলে সবে এই বৃন্দাবন॥
তোসবার প্রিয় কি করিব আচরণ।
নিশ্চয় করিয়া কহ সেইত কারণ॥
ব্রজমধ্যে সকল মঙ্গল কিবা হয়।
কিবা উপদ্রব হৈল অঙ্গনা বিষয়॥
এখানে আসিয়া কেনে মৌন করি রহ।
নিজ গমনের হেতু কেনে বা না কহ॥
কিবা অমঙ্গল শুনাইতে যুক্ত নয়।
তেকারণে নাহি কহ না বুঝি নিশ্চয়॥
এইমত কৃষ্ণবাক্য শ্রবণ করিয়া।
উত্তর না দেই রহে লজ্জাযুক্তা হৈয়া॥
এইত শাব্দিক অর্থ কহিল কথন।
আর্থিক যে অন্তরার্থ করহ শ্রবণ॥
কৃষ্ণ কহে আইস মহাভাগ্যবতীগণ।
তোসবার ভাগ্য সীমা কে করে বর্ণন॥
এতাদৃশী জ্যোৎস্নাবতী শরতের নিশা।
যাহাতে উজ্জ্বল বৃন্দাবন দশদিশা॥
তাহাতে ঈদৃশ সবে নবীন যৌবনা।
তাতে অনুকূল দেখ আমা হেন জনা॥
ভাগ্য প্রশংসিয়া ইস্ট প্রশ্নের কারণ।
সোপান অন্তর কৃষ্ণ করে জিজ্ঞাসন॥
সকলেই আনন্দে করিলা আগমন।
তোসবার প্রিয় কি করিব আচরণ॥
ব্রজের মঙ্গল বার্ত্তা কহত সত্বরে।
কিরূপে সকলে আসি মিলিলা আমারে॥
অতএব কহ যেই তো সবা হৃদয়ে।
সেই প্রিয়কার্য্য মোর প্রার্থনীয় হয়ে॥
এ কথা শুনিয়া সবে আনন্দ অন্তর।
প্রকাশ করিয়া কেহ না দিল উত্তর॥

তথাহি।

স্বাগতং বো মহাভাগাঃ প্রিয়ং কিং করবানি বঃ
ব্রজস্যানাময়ং কচ্চিদ্ ব্রূতাগমন কারণং॥

শব্দার্থ তত্ত্বার্থে বিচক্ষণা গোপীগণ।
বুঝি কৃষ্ণ পুনঃ কহে চাতুরী বচন॥

কুলবধূগণের যে এই রজনীতে
গমন উচিত নহে বহির্বনাদিতে॥
যদি কহ দোষ নাহি অনেক গমনে।
তথাপিহ রাত্রে নহে প্রবেশ কাননে॥
পুনঃ যদি কহ রাত্রি ব্রজে কি না হয়।
সেহ সত্য কিন্তু তাঁহা ঘোররূপা নয়॥
বৃক্ষ লতা ব্যাপ্ত হেতু অন্ধকারময়।
ঘোরসত্ব ব্যাঘ্রাদিক নিষেবিতা হয়॥
যদি কহ তবে কেনে তুমি থাক বনে।
তবে যে কহিয়ে শুন সুমধ্যমাগণে॥
স্ত্রী সব সদৃশী পুরুষ অল্প তেজী নয়।
অতএব পুরুষের নাহি কিছু ভয়॥
ক্ষীণমধ্যা গুণবতী তোমা সবাকার।
বনে অবস্থিতি শঙ্কা জন্ময়ে আমার॥
যদি কহ রসিকশেখর বৃন্দাবনে।
বিহার করয়ে নানা রস উদ্দীপনে॥
আমরাও তৈছে আইনু পুষ্প আহরণে।
তাহাতে তোমার শঙ্কা উপজয় কেনে॥
তবে শুন এই যে রজনী দিন নয়।
তেকারণে মোর চিত্তে শঙ্কা উপজয়॥
যদি কহ কিবা ভয় হে রাত্রিবিলাসি।
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে মোরা ভয় নাহি বাসি
তবে শুন যদ্যপি প্রসন্ন সব দিশা।
তথাপিহ এই বনে ঘোরতর নিশা॥
যদি কহ ভয় কিবা তুমি আছ এথা।
তাহার উত্তর শুন কহিয়ে এ কথা॥
তোমরা অনেক আমি একা এই বনে।
কিরূপে হইবে সর্ব্ব প্রিয় আচরণে॥
অতএব ব্রজে যায়্যা স্ব-পতি ভজন।
সকলেই কর তবে পাইবে রক্ষণ॥
পুনঃ যদি কহ মোরে হে ভীরু-প্রবর।
ঘোর সত্ব হৈতে মোসবার নাহি ডর॥
তবে শুন ক্ষীণমধ্যা অবলা যত হয়।
বলিষ্ঠ সকল হৈতে তাসবার ভয়॥
এইমত গোপিকার স্বভাব ব্যঞ্জনে।
নর্ম্মভঙ্গি কথা কহে উৎকণ্ঠা বর্দ্ধনে॥

বাহ্য অর্থে এইমত বাক্য যে কহয় ।
অন্তরার্থ ব্রজে যাইতে নিষেধ করয় ॥
পূর্ণচন্দ্র জ্যোৎস্নাবতী এইত রজনী ।
সকল জনের চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধিনী ॥
ঘোররূপা হয় বৃক্ষ লতাবৃত হৈতে ।
অতএব কেহ ইহাঁ নারিবে আসিতে ॥
অথবা অঘোর রূপা দিবস সমান ।
ভ্রমর কোকিল বনে বনে করে গান ॥
বৃন্দাবন স্বভাবে যে ঘোর সত্বগণ ।
গো মৃগ মনুষ্য কারো না করে হিংসন ॥
যস্মাৎ অঘোর সত্ব সেবিতা রজনী ।
তস্মাৎ না যাহ ব্রজে সবে ইহা জানি ॥
তোমা সবে সুমধ্যমা পরম সুন্দরী ।
এথায় থাকিতে যুক্ত দেখহ বিচারি ॥
প্রার্থনার্থে এইমত বচন যে কয় ।
উপেক্ষার্থে হেতু চিত্তে নিশ্চয় না হয় ॥

তথাহি ।

রজন্যেষা ঘোররূপা ঘোরসত্ব নিষেবিতাঃ ।
প্রতিযাত ব্রজং নেহ স্থেয়ং স্ত্রীভিঃ সুমধ্যমা ॥

পুনরপি উপেক্ষার্থ ভঙ্গি উঠাইয়া ।
কহিতে লাগিল তাসবারে শুনাইয়া ॥
যদি কহ হে পুরুষ সিংহ অতিশয় ।
বলবন্ত তুমি তুয়া নিকটে কি ভয় ॥
তবে শুন মাতা পিতা পত্যাদি স্বজন ।
তো সবারে অন্বেষিয়া করয়ে ভ্রমণ ॥
তার মধ্যে যদি কদাচিত একজন ।
আমার নিকটে করে তো সবা দর্শন ॥
তবে উভয়তো হইবেক লজ্জা ভয় ।
তেকারণে এখানে থাকিতে যুক্তি নয় ॥
অথবা যগ্যপি কহ মহামন্ত্রাভিজ্ঞ ।
সুদুর্গম বন আগমনে তারা অজ্ঞ ॥
যদি কেহ আইসে কভু দেখিতে না পাইবে
তবে শুন তারা শঙ্কা ভয়যুতা হৈবে ॥
মাধবোদীনবৎসল ইত্যাদিক ন্যায়ে ।
স্নেহে সবা নিযুক্ত করিতে যুক্তি হয়ে ॥

অতএব সবে ব্রজে করহ গমন ।
তোমা সবা দেখি সুস্থ হউক বন্ধুগণ ॥
পুনঃ যদি কহ মোরে শুনহ সুব্রত ।
তোমার নিকটে মোসবার শঙ্কাযুত ॥
এত মনে করি কৃষ্ণ নেত্র মুদি রহে ।
মোর পাশে তোসবার স্থিতি যোগ্য নহে
বাল্যকাল হৈতে আমি ব্রহ্মচর্য্য করি ।
স্ত্রীসঙ্গ উচিত নহে করিতে না পারি ॥
বালিকা সহিত কিম্বা বৃদ্ধা সহবাস ।
কদাচিত হয় তাতে ধর্ম্ম নহে নাশ ॥
নবীনযৌবনা তোমা সবে সুমধ্যমা ।
অতএব যুক্ত নহে সবে কর ক্ষমা ॥
যদি কহ হে কপটপটু মোসবার :
তুয়া সঙ্গ ব্রজে হইয়াছে কতবার ॥
তবে কহ প্রদোষ সময়ে বৃন্দাবনে ।
হেনরূপে কবে বাস হৈয়াছিল বনে ॥
অতএব বৃন্দাবনে এহেন প্রদোষে ।
হইবেক মহাদোষ একত্র নিবাসে ॥
আমার দুষ্কীর্ত্তি লোকে করিবেক গান ।
তোমরা সকলে ব্রজে করহ পয়ান ॥
যদি কহ কুপ্রতিষ্ঠা কেহ না জানিবে ।
ভয় না করিহ তুয়া দুষ্কীর্ত্তি নহিবে ॥
তবে শুন মাতাপিতা আদি তোসবার ।
এখানেতে আসিয়া দেখিবে সাক্ষাৎকার ॥
ব্রজবাসিগণ সব মোর বন্ধু হয় ।
আমার দুষ্কৃত্যে তাসবার যেই ভয় ॥
হইতে না পায় তাহা সকলেই কর ।
ব্রজমাঝে যাহ সবে মোর বোল ধর ॥
বস্তুতঃ সে তাসবার বন্ধুবর্গ হৈতে ।
ভয় জন্মাইয়া কৃষ্ণ উপেক্ষা ভঙ্গিতে ॥
বংশীবাদ্য স্থান হৈতে গুপ্ত বৃন্দাবনে ।
লইবার তরে কহে এতেক বচনে ॥
অন্তরার্থে কহে শুন সুমধ্যমাগণ ।
শঙ্কা না করিহ নিজ বন্ধু আগমন ॥
মাতা পিতা আদি করি বন্ধুগণ যাতে ।
দেখিলেও কেহ কিছু না পারে বলিতে ॥

তাতে অতি দূর যে গহন বৃন্দাবনে।
আসিতে নারিবে ভয় না করিহ মনে ॥

তথাহি।

মাতরঃ পিতরঃ পুত্রাঃ ভ্রাতর পতয়শ্চবঃ।
বিচিন্বন্তি হ্যপশ্যন্তোমাকৃঢ়ং বন্ধুশাধ্বসং ॥

এইমত যুগলার্থ কৃষ্ণের বচনে।
উপেক্ষার্থ বিতর্কে প্রণয় কোপ মনে ॥
ব্রজবধূগণ কিছু না কহে বচন।
বদন ফিরিয়া ধরে অন্যত্র নয়ন ॥
ঈষৎ প্রণয় কোপে বন আলোকন।
মধ্যম প্রণয় কোপে গগনে নয়ন ॥
প্রগাঢ় প্রণয় কোপে কালিন্দী ঈক্ষণ।
করিতে লাগিল সব ব্রজবধূগণ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র জানিল সে সবার হৃদয়।
অন্যথা উৎপ্রেক্ষ করে নর্ম্মভঙ্গীময় ॥
কুসুমিত বন সবে করিল দর্শন।
রাকেশ-কর রঞ্জিত অতি যে শোভন ॥
শৈত্য সৌগন্ধ মন্দ বায়ু যমুনার।
তীরে তরু পল্লব দোলায় অনিবার ॥
পরম আশ্চর্য্য শোভা করিলে দর্শন।
অতঃপর এথা না থাকিবে একক্ষণ ॥
কিম্বা যদি কহ মোরে হে মহামোহন।
বাক্য ব্যতিক্রমে করিতেছ উপেক্ষণ ॥
ব্রজে যাইতে কহ কেন এখানে কি ভয়।
তবে শুন না বুঝিয়ে তোসবা বিষয় ॥
তাদৃশ প্রযত্নে রাত্রে বন আগমন।
তুমি সব করিলে বা কিসের কারণ ॥
এত কহি নেত্র মুদি মিথ্যা ধ্যান করি।
তাসবারে কহিতে লাগিল সুচাতুরী ॥
জানিনু জানিনু আমি গমন কারণ।
তোসবার ভাগ্য কেবা করিবে বর্ণন ॥
জ্যোৎস্নাবতী রাত্রে মোর বৃন্দাবন শোভা।
দর্শন কারণে সবে অতিশয় লোভা ॥
হের দেখ প্রফুল্লিত সব বৃন্দাবন।
পূর্ণচন্দ্র কিরণে অত্যন্ত সুশোভন ॥

শৈত্য সৌগন্ধ মন্দ যমুনা-অনিল।
লীলায়ে দোলায়ে তরু পল্লব সলিল ॥
অঙ্গুলী নির্দ্দেশে বন করায়্যা দর্শন।
বাহ্য অর্থে কহে সবার ভাব নিবর্দ্ধন ॥
অন্তরার্থে তাসবার প্রতি কৃষ্ণ কহে।
বন্ধুগণ হৈতে ভয় ভাবমাত্র নহে ॥
কিন্তু অতি সুখের নিধান বৃন্দাবন।
সকল সদ্‌গুণযুক্ত করহ দর্শন ॥
যস্মাৎ ঈদৃশ গুণযুক্ত বৃন্দাবন।
তস্মাৎ না যাহ ব্রজে কহিনু বচন ॥

তথাহি।

দৃষ্টং বনং কুসুমিতং রাকেশকর রঞ্জিতং।
যমুনানিলনিলৈজতরুপল্লব শোভিতং ॥

উপেক্ষা ভঙ্গিতে পুনঃ কহে ঐছে কথা।
বৃন্দাবন দেখি হৈল পূর্ণ মনোরথা ॥
গীত দধিমন্থন গবাদি শব্দ আর।
সদা উচ্চ হয় যাহাঁ ঘোষ নাম যার ॥
সেই গোপ বাসস্থান গোষ্ঠ যারে কহে।
তোসবার সামগ্রী সকল যাহাঁ রহে ॥
সেইখানে সকলেই করহ গমন।
বিলম্ব না কর শুন আমার বচন ॥
একথা শুনিয়া সবে নিঃশব্দেতে রহে।
তবে কৃষ্ণ তাসবার প্রতি পুনঃ কহে ॥
যদি কহ তাঁহা গিয়া কোন্ প্রয়োজন।
তবে শুন সতীধর্ম্ম পতির সেবন ॥
ততো যদি কহ হে পরম সেব্যমান।
আমরা সকল তুয়া সেবাগত প্রাণ ॥
পতি সব দুষ্ট অতি অসূয়া যে করে।
তেকারণে সবে ত্যাগ কৈল তাসবারে ॥
নিজ প্রাতিব্রত্যধর্ম্ম তোমার চরণে।
নির্ম্মঞ্ছন করি আগে কৈল বিক্ষেপণে ॥
এতেক আশঙ্কা করি সকরুণ প্রায়।
পক্ষান্তর উঠাইয়া পুনঃ তাসবায় ॥
কহিতে লাগিল কৃষ্ণ শুন গোপীগণ।
ক্রন্দন করিছে ব্রজে বৎসবালাগণ ॥

অতএব বৎসগণে পিয়াহ গো-স্তন।
বালাগণ হেতু দুগ্ধ করাহ দোহন॥
বালক সকলে পয়ঃ করাহ যে পানে।
স্নেহ জন্মাইয়া কহে কৌতুক বিধানে॥
এ বচনে সেই সেই সন্নিধান মাত্র।
পুত্রাদি অপেক্ষাকৃত নহে কার পুত্র॥
যদি কহ কহে তাসবার পুত্র হয়।
কৃষ্ণবাক্যে দেখি সেই পরিহাসময়॥
অতএব তত্ত্ব কহি শুন শ্রোতাগণ।
তাঁরা নিত্য কৃষ্ণকান্তা শাস্ত্র নিরূপণ॥
গোপালতাপনী মধ্যে দুর্ব্বাসা বচন।
গোপিকার স্বামী কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

তথাহি।

সবোহি স্বামি ভগবতী ইত্যাদি॥ তথা॥
অনেক জন্মসিদ্ধানাং গোপীনাং পতিরেব বা।
নন্দনন্দন ইত্যুক্ত ত্রৈলোক্যানন্দবর্দ্ধনং॥ ইতি চ।

ব্রহ্মসংহিতাতে ব্রহ্মা করিল স্তবন।
পরম পুরুষ কান্ত কান্তা গোপীগণ॥

তথাহি।

শ্রিয়ঃ কান্তা কান্ত পরম পুরুষ॥ ইত্যাদি॥

দশাক্ষর মন্ত্রে শ্রুতি আগমের মাঝে।
কৃষ্ণকান্তা গোপী সব সতত বিরাজে॥
কৃষ্ণবধূ সব গোপী এই গ্রন্থে কয়।
অন্যত্র বিবাহ কার সম্ভব না হয়॥
তবে যে বিবাহ শুনি তাহা সবাকার।
উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন হেতু জানিহ নির্দ্ধার॥
যোগমায়া উপাশ্রিত হয় ভগবান্।
মায়াদাসী করে সর্ব্বকার্য্য সমাধান॥
তাসবার প্রতিরূপ করিয়া কল্পনা।
পতিমান্য গোপগণে করয়ে বঞ্চনা॥
অতএব কৃষ্ণে তারা না করে অসূয়া।
শুকদেব কহে আগে শুন মন দিয়া॥

তথাহি।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্য মায়য়া।
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ

গৃহপতি সহ কদাচিত সঙ্গ নয়।
তাসবার পুত্র কথা অসম্ভব হয়॥

তথাহি।

মায়াকলিত তাদৃক্ স্ত্রীঃ শীলনেনানুসূয়িভিঃ।
ন জাতু ব্রজদেবীনাং পতিভিঃ সহ সঙ্গমঃ॥

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃ ভগিন্যাদি পুত্র যেই হয়।
স্নেহ করি তারা সব পালন করয়॥
সে সব বালকে লোকে পুত্রভাব হয়।
লাল্যমান হেতু স্নেহ করে অতিশয়॥
সেই হেতু স্তন্যাভাবে গাভিদুগ্ধ দিয়া।
তাসবা পালন করে বাৎসল্য করিয়া॥
অতএব মহামুনি বর্ণন করিল।
পায়য়ন্ত্যঃ শিশূন্ পয়ঃ বিধানে জানিল॥
পায়য়ন্ত্যঃ সুতান্ স্তন্যং যদ্যপি কহিত।
তবে তাসবার নিজ পুত্রবোধ হৈত॥
মাতরঃ পিতরঃ পুত্রা ইত্যাদি বচনে।
কার পোষ্যপুত্রবৎ করে অন্বেষণে॥
অতএব প্রতিপাল্য শিশু সব হয়।
পরিহাস করি কৃষ্ণ তাসবারে কয়॥
অন্যথা না কহে কৃষ্ণ করি দোষোদ্গার।
দোষোদ্গার হৈলে নিন্দ্য হয় ব্যবহার॥
শরত রজনী বৃন্দাবন উদ্দীপন।
সৌষ্ঠব দেখিয়া ব্রজবধূ আলম্বন॥
সৌষ্ঠব স্মরণ করিয়া সবার সনে।
রমণ করিতে ইচ্ছা করিলেন মনে॥
সে সব সৌন্দর্য্য আগে করিব বর্ণন।
হেম মণি মরকত যেমন শোভন॥

তথাহি।

মধ্যেমণিনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

নবজলধরে যৈছে বিদ্যুৎ বিরাজে।
তৈছে কৃষ্ণসহ ব্রজবধূগণ সাজে॥

তথাহি।

তড়িতইব তা মেঘচক্রে বিরেজুঃ॥

বাচঃ পেশৈর্বিমোহয়ন্ এই প্রকরণে।
প্রহস্য সদয়ং গোপী মুনীন্দ্র বর্ণনে॥
কৃষ্ণের যে পরিহাস স্ফুটতর দেখি।
অন্যথা হইলে রস দোষাবহ লিখি॥
নিন্দাপি চ পিবামি ইত্যাদিক ন্যায়ে।
তাসবা স্বীকারে তবে বিরসতা হ'য়ে॥

কৃষ্ণের শ্রীমুখে তাসবার দোষোদ্গার।
সে কথা রহুক শুন রসের বিচার॥
তাদৃশালম্বনে দোষ মাত্র যদি রহে।
সে রসব্যাঘাত অলঙ্কার শাস্ত্রে কহে॥
অন্য সন্নায়কে যদি তাদৃশ বর্ণন।
কবি সব কহে তবে নহে প্রশংসন॥
মহাকবিবর্গ বর্ণনীয় গুণগণে।
পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দনে॥
লীলারস বিশেষ যে প্রকট কারণে।
অবতীর্ণে হেন বাক্য না হয় প্রমাণে॥

বক্ষ্যতে চ।

ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যা শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ॥ ইতি
শি:য্যব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌবতঃ সর্ব্বাশরৎ
কাব্যকথা রসাশ্রয়া॥ ইতি চ॥

মায়ামাত্রে প্রতীতা যে পতি তাসবার।
পুত্র সব গৌণ অর্থ তস্মাৎ নির্দ্ধার॥
উপেক্ষার্থে তাসবার শুশ্রূষা করণে।
ব্রজে যাইতে কহিলেন কৌতুক বিধানে॥
অন্তরার্থে নিষেধ করিল গোপীগণে।
ব্রজে না যাইও সবে রহ এইখানে॥
বন্ধুগণ হৈতে কিছু না করিহ ভয়।
বনমধ্যে বিহার সামগ্রী সব হয়॥
অতএব কেহ ব্রজে না যাহ এক্ষণে।
যদি যাহ বিলম্বে সে রাত্রি অবসানে॥
মা শব্দ সর্ব্বত্র হয় চকার প্রসঙ্গে।
পতি পুত্র সাধ্বী সেবা নিষেধয়ে রঙ্গে॥
কদাচিত তাসবা নিকটে না যাইও।
স্বাতন্ত্র্যাদি সুখভঙ্গ তাহাতে জানিও॥
বৎস বালাগণ কেহ না করে রোদন।
চিন্তা না করিহ কেহ সেইত কারণ॥

তথাহি।

তদ্যাত মাচিরং ঘোষং শুশ্রূষধ্বং পতীন্ সতীঃ
ক্রন্দন্তি বৎস বালাশ্চ তান্ পায়য়ত দুহ্যতঃ॥

উপেক্ষা প্রার্থনা দুই কৃষ্ণের বচন।
নির্দ্ধার না বুঝি চিন্তা করে গোপীগণ॥
সর্ব্বচিত্ত বুঝি কৃষ্ণ কহিতে লাগিলা।
বনশোভা দেখিবারে সবে আসিছিলা॥
অথবা আমাতে স্নেহ সকলেই করে।
অতিশয় সেই স্নেহ তো সবা অন্তরে॥
তেকারণে আইলা সবে আমা দেখিবারে।
স্নেহ পূর্ণ হৈল সবে দেখিলা আমারে॥
এইমত বাহ্য অর্থ করিল কথন।
এবে শুন অন্তরার্থে কহে যে বচন॥
সর্ব্বভাবে স্নেহ রতি নাম হয় যার।
আমার বিষয়ে সেই প্রেম তো সবার॥
তেকারণে সকলে করিলে অভিসার।
আমাতে যে প্রেম সেই হয় সর্ব্বসার॥

তথাহি।

অথবা মদভিস্নেহাদ্ভবত্যো যন্ত্রিতাশয়াঃ।
আগতা হ্যুপপন্নং তৎ প্রীয়ন্তে ময়ি জন্তবঃ॥

এইমত যুগলার্থ করায়্যা শ্রবণ।
ভাব উদ্দীপনে করি প্রেম প্রোৎসাহন॥
বাহ্য অর্থে কহে কৃষ্ণ হেন যদি কহ।
তোমাতে যে প্রেম তাহা নিশ্চয় জানিহ॥
তবে তুয়া সেবাযুক্ত হয় মোসবার।
অতএব স্নেহ সেবা কর অঙ্গীকার॥
তবে যে কহিয়ে তাহা শুন গোপীগণ।
পতিব্রতা ধর্ম্ম শাস্ত্রমত নিরূপণ॥
স্ত্রীমাত্রের নিজ পতিসেবা ধর্ম্ম সার।
বন্ধুগণ-সেবা পুত্র-পোষণাদি আর॥
অন্য ধর্ম্ম অপেক্ষিয়া সে পরম ধর্ম্ম।
স্ত্রী সবের অবশ্য কর্ত্তব্য সেই কর্ম্ম॥
যদি কহ পতি বন্ধু স্বজনাদি যত।
তাসবা শুশ্রূষা করি যথা অভিমত॥
তবে শুন তাদৃশ সেবনে ধর্ম্ম নয়।
নিষ্কপটে ভজিলে পরম ধর্ম্ম হয়॥
আমি পরপুরুষ যে আমার ভজনে।
সকপট সেই ধর্ম্ম হয়ত দূষণে॥
যদি কহ তোমার ভজন মোসবার।
পরধর্ম্ম হেতু এই কহিলাম সার॥
তবে যে কহিয়ে শুন আমার বচন
তোমরা কল্যাণী সব ব্রজবধূগণ॥

একনিষ্ঠ হঞা যদি ভজন করয়।
তবে সেই শুশ্রূষা পরম ধর্ম্ম হয়॥
এইমত প্রোৎসাহন করয়ে কৈতবে।
বস্তুতঃ সে পরিহাস পরধর্ম্মাভাবে॥
পরম পুরুষ কৃষ্ণ তাঁরে ভজে যবে।
সর্ব্বশাস্ত্র সিদ্ধ পরধর্ম্ম কহি তবে॥
এইমত বাহ্য অর্থ করিল কথন।
এবে শুন অন্তরার্থে কহে যে বচন॥
শ্রদ্ধাহীন কন্যা বলে বিবাহ করিলে।
পতিত্ব না হয় সিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে বলে॥
তস্মাৎ যে গৃহপতি তোসবার হয়।
মিথ্যা ভর্ত্তা তাতে করি সম্ভাবনা হয়॥
অতএব অমায়া করণে কন্যাগণ।
আপন সদ্ভাবে যারে করয়ে বরণ॥
সেই পতি সেবনে পরম ধর্ম্ম হয়।
বলাদাপাদিত হৈলে তাতে ধর্ম্ম নয়॥
সদ্ভাব বরণে সত্য ভর্ত্তা আমি হৈয়ে।
মোর সেবা করিলে পরম ধর্ম্ম হয়ে॥
আমার বিষয়ে ভাব বাল্যকাল হৈতে।
তোসবার হৃদয়ে সাক্ষী আছয়ে তাহাতে॥
সুমধ্যমা পরম কল্যাণবতীগণ।
অকপটে কর হ'য়ে পতি শুশ্রূষণ॥

তথাহি।

ভর্ত্তুঃ শুশ্রূষণং স্ত্রীণাং পরংধর্ম্মোহ্যমায়য়া।
তদ্বন্ধুনাঞ্চ কল্যাণ্যঃ প্রজানাঞ্চানুপোষণং॥

উপেক্ষা প্রার্থনা কেহ বুঝিতে না পারে।
পুনরপি বাহ্য অর্থে কহে তাসবারে॥
যদি মোরে কহ পরোপদেশ পণ্ডিত।
ত্যজিয়াছি সর্ব্বথায়ে সব সেবা নীত॥
এক্ষণে কি তাহা সবা শুশ্রূষোপদেশে।
তবে শুন কহিয়ে স্ত্রীধর্ম্ম সবিশেষে॥
দুঃশীল যে চৌর্য্যবৎ স্বভাব বিষম।
দুর্ভগ কহিয়ে যেই নিষ্ফল উদ্যম॥
বৃদ্ধ জরা-অভিভূত যত বলহীন।
রোগী মহারোগগ্রস্ত অধম যে দীন॥

এতাদৃশ হৈলে পতি ত্যাগযুক্ত নয়।
ব্রজবাসী সকল সদ্গুণযুক্ত হয়॥
লোকত্বয়াপেক্ষাবতী তোমরা সকলে।
পতি সব ত্যজিবে যে কোন আজ্ঞাবলে॥
তার মধ্যে পাতকী যদ্যপি হয় পতি।
তবে তারে ত্যজিবে প্রমাণ আছে স্মৃতি॥

তথাহি।

পতিত্বং পতিতং ত্যজেদিত্যাদি॥

অন্যথা স্বতন্ত্রা হৈয়া ত্যাগ করে যবে।
ইহলোকে পরলোকে দুঃখমাত্র সবে॥
ব্রজবাসিগণ সব নিষ্পাপ যে হয়।
তেকারণে ত্যাগযুক্ত না হয় নিশ্চয়॥
বস্তুতঃ সুদৃঢ় ভাব হয় তাসবার।
রাগবৃদ্ধি হেতু কৃষ্ণ কহে বার বার॥
এবে কহি অন্তরার্থ কৃষ্ণের বচন।
পরম ধর্ম্মের মত শুন সর্ব্বজন॥
দুঃশীল দুর্ভগ বৃদ্ধ জড় রোগী আর।
অধম যে পতিত্যাগ কর্ত্তব্য সবার॥
সকল সদ্গুণযুক্ত মোরে সবে কহে।
আমার সেবন ত্যাগ তোসবার নহে॥
অতএব দুঃশীলাদি নিজ পতিগণ।
ছাড়িয়া করহ সবে আমার ভজন॥

তথাহি।

দুঃশীলো দুর্ভগো বৃদ্ধো জড়োরোগ্য ধনোঽপি বা।
পতিস্ত্রীভির্নহাতব্যো লোকেপ্সুভিরপাতকী॥

ব্রজবধূগণে ঐছে ধর্ম্ম বুঝাইয়া।
সবার বদন হেরে ঈষৎ হাসিয়া॥
সবে কহে শুনহে শ্রীব্রজযুবরাজ।
তুয়াজ্ঞাতে না ত্যজিয়া পতিসেবা কাজ॥
কিন্তু নাম মাত্র যে পতিত্ব তাসবার।
তোমা সহ রহুক যে সব ব্যবহার॥
শুনি তাসবার দীর্ঘ অভীষ্টে নিন্দিয়া।
পরম অপ্রিয় যে অসূয়াযুক্ত হৈয়া॥
স্বভাব গোপন করি কহে যে বচন।
ত্যাগভঙ্গীময় সেহ উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন॥

কুলের কমিনী হও তুমি সর্ব্বজন
তোমবারে যুক্ত কি এ হেন আচরণ ॥
উপপতি ভজিলে যে স্বর্গ না মিলয়।
স্বর্গপ্রাপ্তে প্রতিকূল উপপত্য হয় ॥
যদি কহ অদৃষ্টে যে থাকে সেই হবে।
স্বর্গাপেক্ষা নাহি যশোপেক্ষা আছে তবে ॥
ইহলোকে যশোবাধ অধিক করয়।
পূর্ব্বকৃত ধর্ম্ম যে তাহাও নাহি রয় ॥
যদি কহ গুপ্ত কথা কেহ না জানিবে।
অস্থির কারণে রস তুচ্ছ কহি তবে ॥
তবু যদি কহহে অচ্যুত মোসবার।
তোমা সহ সেই ক্রিয়া স্থির সুনির্দ্ধার ॥
তথাপিহ কৃচ্ছ্র সেই দুঃখ সাধ্য হয়।
তাহাতে না হয় অতি রসের উদয় ॥
যদি কহ স্বৈরসিংহ ব্রজে বৃন্দাবনে।
স্বচ্ছন্দে বিহার সদা এইত কারণে ॥
মোসবা সহিতে সুখসাধ্য সেই হয়।
তবে শুন তাহাতেও সুখাবহ নয় ॥
পরলোক হেতু আর স্বামী আদি হৈতে।
ভয়াবহ হয় অতি শঙ্কা সর্ব্বচিতে ॥
যদি কহ সুধা নিন্দি সুমধুরাধর।
তোমা লাগি ত্যজিয়াছি সব পতি-ঘর ॥
অতএব কাহা হৈতে মোসবার ভয়।
তবে শুন ভয়ের কারণ যেবা হয় ॥
স্বদেশান্য দেশে ব্যবহার পরমার্থে।
জুগুপ্সিতে নিন্দিত যে সর্ব্বত্র যথার্থে ॥
যদি কহ তত্ত্বজ্ঞেন্দ্র করি নিবেদন।
নিজাভীষ্ট সিদ্ধে সেই হয় সুসহন ॥
তবে শুন কুলাঙ্গনা তুমি সর্ব্বজন।
পরমানুচিত কুল-কলঙ্ক কারণ ॥
বাহ্য অর্থে কহিনু উৎকণ্ঠা বিবর্দ্ধনে।
অন্তরার্থে কহে যে শুনহ সর্ব্বজনে ॥
ধর্ম্মোপাত্ত যেই সেই পতি সুনির্দ্ধার।
পতিত যে উপপতি হয় তা সবার ॥
তথাচ এ লোকে কহে অন্যথা প্রসিদ্ধি।
তাহা অবলম্বি কহে সমর্ম্ম যে বিধি ॥
উপপতি সমীপে যে পতি তোমবার।
তার ভাব উপপত্য সামীপ্য বিচার ॥
সে পতি সেবনে অস্বর্গ্যাদি দোষ হয়।
আমার ভজনে তাহা নহে সুনিশ্চয় ॥

তথাহি।

অস্বর্গ্যময়শস্যঞ্চ ফল্গু কৃচ্ছ্রং ভয়াবহং।
জুগুপ্সিতঞ্চ সর্ব্বত্র হ্যৌপপত্যং কুলস্ত্রিয়াঃ ॥

এইমতে প্রত্যাখ্যানে ধর্ম্ম বুঝাইল।
তথাপিহ গোপীগণ নিবৃত্তি নহিল ॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র বিচারিয়া নিজ মনে।
ভাব আলাপে কহে ঔদাস্য বিধানে ॥
তো সবারে এতেক প্রকারে বুঝাইনু।
বুঝ কি না বুঝ কিছু বুঝিতে নারিনু ॥
যদি সব ত্যজিয়াছ আমার কারণে।
তবে যে কহিয়ে তাহা কর আচরণে ॥
মোর কথা শ্রবণে আমার দরশনে।
সতত আমার ধ্যান কীর্ত্তন করণে ॥
আমার বিষয়ে যেই ভাববৃদ্ধি হয়।
নিকটে থাকিলে সেই ভাব কভু নয় ॥
আমার বিষয়ে যবে উৎকণ্ঠা বাড়য়।
তবে মো বিষয়ে শীঘ্র গাঢ়ভাব হয় ॥
সংযোগ হইলে সে উৎকণ্ঠা নাহি রহে।
তেকারণে অতিশয় গাঢ়ভাব নহে ॥
যদি কহ মোসবার সম্ভাব বিচারে।
আপনাকে পতি বুঝাইলে যে প্রকারে ॥
সম্ভাব অভাবে সেই গৃহপতিগণে।
উপপতি করিয়া যে করিলা স্থাপনে ॥
সেই সে বচন তুয়া সম্ভাবনা হয়।
নিবেদন করি শুন তাহার আশয় ॥
শ্রবণাদি উপদেশ করিলে যে দূরে।
তা সবা নিকটে বাস হৈল সেই ঘরে ॥
অতএব বিচারে সে সব পতি হৈল।
তুমি উপপতি হৈলে আমরা জানিল ॥
তবে বিশেষিয়া কহি শুন গোপীগণ।
আমি যে কহিনু সেই তত্ত্ব নিরূপণ ॥

শ্রবণাদি হৈতে দূরে যোবিষয়ে যথা।
সন্নিকর্ষে তাসবা বিষয়ে নহে তথা ॥
অন্যোন্যে হয় যাহা প্রেমের বিষয়।
প্রণয়ানুবন্ধে তাহা নিকটে যে হয় ॥
তৈছে প্রণয়ানুবন্ধ শ্রবণাদি হৈতে।
দূরে থাকিলেও হয় প্রসিদ্ধ লোকেতে ॥
তেমতি না থাকে যাহা প্রেমের বিষয়।
একত্রে থাকিলে নহে সেইত প্রণয় ॥
তস্মাৎ স্বগৃহ প্রতি করিয়া গমন।
শ্রবণ দর্শন ধ্যান করহ কীর্ত্তন ॥
পরাকাষ্ঠাপন্ন যেই ভাব গোপিকার।
নির্দ্দেশ ভঙ্গিতে কৃষ্ণ কহে হেতু তার ॥
পূর্ব্বরাগ হয় নাম গুণাদি শ্রবণে।
উৎকণ্ঠা বাড়য়ে তাতে হয়ত দর্শনে ॥
তারপর অসংযোগ হেতু যে তাহার।
রূপ গুণ স্ফূর্ত্তি সদা ধ্যান নাম তার ॥
অতি যে গাঢ়তাক্রমে অনুরাগ হয়।
তবে প্রিয় কথা সদা কীর্ত্তন করয় ॥
অতি অনুরাগক্রমে মিলে প্রিয় সঙ্গে।
গোপিকার সেই প্রেম মহাভাব রঙ্গে ॥
নিরন্তর প্রেমভরে সুকোমল অতি।
দাক্ষিণ্য স্বভাব প্রায় দেখিয়া সে রীতি ॥
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ রসজ্ঞ প্রধান।
মনে হৈল দেখিতে সবার বাম্য মান ॥
তেকারণে শ্রবণাদি কৈল উপদেশে।
এবে শুন অন্তরার্থে কহিয়ে বিশেষে ॥

বাল্যকাল হৈতে প্রেম আমার বিষয়।
তোসবার হৃদয় তাহাতে সাক্ষী হয় ॥
সন্নিকর্ষে সম্ভোগ সাধন হয় যথা।
দূরে শ্রবণাদি হৈতে সিদ্ধি নহে তথা ॥
অতএব গৃহে গিয়া কোন্ প্রয়োজন।
ইহাঁ রহি কর প্রেমরস আলাপন ॥

তথাহি।

শ্রবণাদ্দর্শনাদ্ধ্যানান্ময়ি ভাবোঽনুকীর্ত্তনাৎ।
ন তথা সন্নিকর্ষেণ প্রতিযাত ততোগৃহান্॥ইতি॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র আর গোপিকার।
অপূর্ব্ব সংলাপ কথা দুইত প্রকার ॥
কোন গোপীগণে কহে প্রেম বিবর্দ্ধনে।
কোন গোপীগণ প্রতি যথার্থ বিধানে ॥
রাগ অনুরাগ আদি ভাব গোপিকার।
কৃষ্ণের বচনে তিন করিল নির্দ্ধার ॥
ঐছে রতি প্রেম স্নেহে কহিয়াছি আগে।
মান প্রণয়াখ্য দুই কহিব বিভাগে ॥
রসগ্রন্থে এইমত ভাব নিরূপণ।
প্রসঙ্গে কহিব কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥

তথাহি।

রাগোঽনুরাগস্তমাদৌ স্নেহঃ প্রাপ্যৈব সম্ভবং।
মানত্বং প্রণয়ত্বঞ্চ কচিৎ পশ্চাৎ প্রপদ্যতে ॥

কিঞ্চিৎ পশ্চাতে মান প্রণয় যে হয়।
আগে কহি সেই রাসলীলা রসময় ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহারাসস্থলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং প্রতি
শ্রীকৃষ্ণস্য যুগলার্থ কথনং নাম দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

গোপীদিগের প্রার্থনা।

ব্রজেন্দ্রকুমার জয় রসিকশেখর।
জয় লীলারস আস্বাদক কলেবর ॥
জয় ব্রজবধূগণ কৃষ্ণের প্রেয়সী।
রসজ্ঞা বিদগ্ধা নাহি যা সবা সদৃশী ॥

গোপীগণ প্রতি যে কৃষ্ণের বচন।
উপেক্ষা প্রার্থনা দুই করিল বর্ণন ॥
উপেক্ষার্থে কহে বেদ ধর্ম্ম প্রকরণ।
প্রার্থনার্থে করে প্রেমরস উদ্দীপন ॥

উপেক্ষা প্রার্থনা কিছু না পারে বুঝিতে।
অতএব মোহ মান সকলের চিতে ॥
সব শ্রোতাগণ শুন হৈয়া একমন।
আগেত কহিব মান-উদ্ভব কারণ ॥

তথাহি।

ইতি বিপ্রিয়মাকর্ণ্য গোবিন্দভাষিতং।
বিষণ্ণাভগ্ন সংকল্পাশ্চিন্তামাপুর্দ্দুরত্যয়াং ॥

অস্যার্থ

এইমত গোপীগণ, প্রেমায়ে বিহ্বল মন,
যুগলার্থ কৃষ্ণের বচনে।
উপেক্ষা প্রার্থনাময়, একা যে নির্দ্ধার নয়,
শুনি অতি মোহ পায় মনে ॥
কহে শুক ব্যাসের নন্দন।
সব রসতত্ত্ববিৎ, শ্রোতা রাজা পরীক্ষিত,
অতিশয় প্রেমে নিমগন ॥
গাঢ় প্রেম অনুরাগে,উপেক্ষার্থে মনে জাগে
অপ্রিয় মানিয়া সেই কথা।
অন্তরে উঠিল জ্বালা, সকলে বিষণ্ণ হৈলা,
সহিতে না পারে সেই কথা ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সঙ্গ মনে, ছিল চিরদিন মনে,
সেইত সঙ্কল্প ভগ্ন হৈলা
অপার অগাধ যার, নাহি হয় পর পার,
হেন চিন্তা-সমুদ্রে পড়িলা ॥
প্রেমার্দ্র কোমলময়, স্বভাব যে কৃষ্ণ হয়,
সে আজি অভাগ্য বল হৈতে।
পরম কাঠিন্য হৈলা, মো সবারে উপেক্ষিলা,
কি করিব নারি নির্দ্ধারিতে ॥
সবে অনুনয় করি, কৃষ্ণের চরণ ধরি,
কেহ হেন চিন্তা করে মনে।
কেহ মনে চিন্তি কহে, সেইমত ভাল নহে,
যদি কৃষ্ণ না করে গ্রহণে ॥
তবে কেহ চিন্তি কহে,যদ্যপি এমত নহে,
বচনে বচন তবে কহ।
কেহ চিন্তে সেহ নয়, দ্বন্দ্ব হৈবে অতিশয়,
ক্ষণ এক ধৈর্য্য করি রহ ॥

অথবা শাঠ্যবিধানে, ব্রজ প্রতি আগমনে
বুঝহ যে কৃষ্ণের আশয়।
কেহ কহে সেহ নহে,যদি বাক্য নাহি কহে,
ফিরিয়া আসিতে যুক্ত নয় ॥
কেহ কহে অনুরাগে,এইক্ষণে কৃষ্ণ আগে,
সকলে মিলিয়া প্রাণ ত্যজি।
যদি বা সাক্ষাতে নহে, কালিন্দী গভীর দহে,
পরোক্ষেতে সবে গিয়া মজি ॥

তথাহি।

কৃত্বামুখান্যবশুচঃ শ্বসনেন শুষ্য-
দ্বিম্বাধরাণি চরণেনভুবং লিখন্ত্যঃ।
অস্রৈরুপাত্তমসিভিঃ কুচকুঙ্কুমানি
তস্থুর্মৃজন্ত্য উরু দুঃখ ভরাস্মতূষ্ণীং॥

অস্যার্থঃ।

এইমত চিন্তা করি, সাক্ষাতে দেখিয়া হরি,
সকলেই নিঃশবদে রহে।
অতিশয় চিন্তাবেশে,মুখে বাণী না আইসে,
তেকারণে বচন না কহে ॥
অন্তরে যে শোক তাহে,দীর্ঘ উষ্ণ শ্বাস বহে
অরুণ কোমল বিম্বাধরে।
সকলের শুকাইল, বিচ্ছেদে কালিমা হৈল,
তবে অতিশয় দুঃখ করে ॥
সকলে পৃথিবী হেরি, বামপদাঙ্গুষ্ঠে করি,
অতিশয় করয়ে লিখন।
হে ভুবিবিদীর্ণা ভব, মুঞি অভাগিনী সব,
তুয়া হৃদি করি প্রবেশন ॥
পৃথিবী বিদীর্ণা নহে, তবে উর্দ্ধমুখে চাহে,
উড়িয়া যাইতে করে মন।
পাখা নাহি দেয় বিধি, সে কথা নহিল সিদ্ধি,
মনোদুঃখে করয়ে রোদন ॥
অঝরে নয়ন ঝরে, ধারা বহি পড়ে উরে,
সে কুচকুঙ্কুম ধোয়া গেল।
কজ্জল তাহার সাথে,গলিয়া পড়িল তাথে,
অতিশয় কালিমা হইল ॥
বিষাদ যে ভাব হয়, সন্তাপ ক্লমাদিময়,
বৈবর্ণ্য স্তম্ভাদি ভাবোদয়।

স্বরভঙ্গ হৈল তায়, স্বেদবিন্দু সব গায়,
সে প্রেম মহিমাশ্চর্য্য হয় ॥

তথাহি।

প্রেষ্ঠং প্রিয়েতরমিব প্রতিভাষমানাং
কৃষ্ণং তদর্থবিনিবর্ত্তিত সর্ব্বকামাঃ।
নেত্রে প্রমৃজ্যরুদিতোপহতেস্ম কিঞ্চিৎ
সংরম্ভ গদ্গদগিরো ব্রুবতানুরক্তাঃ ॥

অস্যার্থঃ।

যথা রাগঃ ॥

যার প্রাপ্তি অভিলাষে,ত্যজিয়া গৃহাদি বাসে
পত্যাদি নিরস্ত করি আইল।
কদাচিত তাসবার, সঙ্গে সে সম্বন্ধ আর,
সম্ভাবনা কিছু না রাখিল ॥
সেই অতি প্রিয়তম, কহয়ে অপ্রিয় সম,
প্রসিদ্ধ শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন।
পরম সুখদায়ক, সর্ব্বচিত্ত আকর্ষক,
ত্যজিতে না পারে একক্ষণ ॥
অতিশয় দুঃখভরে, বচন কহিতে নারে,
অমর্ষ বিষাদ ভাবদ্বয়ে।
প্রণয় কোপ উদগমে, কৃষ্ণমুখ দরশনে,
সবে নেত্র মার্জ্জন করয়ে ॥
অতি আর্ত্তি উপজিল,লজ্জা শিথিলতা হৈল
অনুরক্তা সব গোপীগণ।
ধৈরয ধরিতে নারে, প্রণয় কোপ সুস্বরে,
কহে কিছু গদগদ বচন ॥

তথাহি শ্রীগোপ্য উচুঃ।

অস্যার্থঃ।

যথা রাগঃ।

চারিদিগে গোপীগণ, শতকোটি নিরূপণ,
সবে কৃষ্ণ-বদন হেরয়।
সমান স্বভাব হৈতে, এককালে সর্ব্বচিত্তে,
সমান বচন স্ফূর্ত্তি হয় ॥
চারিদিগে এককালে,বাক্যেহৈবে কোলাহলে
তেঞি ক্রমে কহয়ে বচনে।
গণে মুখ্যা যে যে জন,আগে করে নিবেদন,
সবে কহে বাক্য প্রপূরণে ॥

পূর্ব্ব আদি বিভাগে, এইমত প্রতি দিগে,
সকলে যে কহেন বচন।
কৃষ্ণ পূর্ব্ব উক্ত যত, তার প্রত্যুত্তর মত,
সেই বাক্য হয় সংস্থাপন ॥

যথা।

যাসামেব প্রসাদেন যাসাং শ্রীনাগরেশ্বরে।
জল্পিতত্বং জ্ঞায়তে তা বন্দে শ্রীনাগরেশ্বরীঃ ॥

অস্যার্থঃ।

যথা রাগঃ।

যেই সব জল্পসার, সুদুর্গম শতধার,
শ্রীনাগরেশ্বর প্রতি কহে।
নিজ বাক্য প্রত্যুত্তরে,তিহঁ বুঝে প্রত্যক্ষরে,
সে অর্থ অন্যের বেদ্য নহে ॥
সেই শ্রীনাগরেশ্বরী, সকল বন্দনা করি,
যা সবার করুণা ঈক্ষণে।
সে সব দুর্গম সার, বচনার্থ জানি তার,
কিছুমাত্র করিব লিখনে ॥
প্রথমে যে পূর্ব্বভাগে,গোপীগণ কৃষ্ণ আগে,
তিন শ্লোকে আত্ম-বিবরণ।
করয়ে যে নিবেদন, শুন সব শ্রোতাগণ,
তাহা কিছু করিয়ে বর্ণন ॥

তথাহি।

মৈবং বিভোর্হতি ভবান্ গদিতুং নৃশংসং
ত্যজ্য সর্ব্ববিষয়াং স্তব পাদমূলং।
ভক্তাভজস্বদুরবগ্রহমাত্যজাস্মান্
দেবো যথাদিপুরুষ ভজতে মুমুক্ষূন্ ॥

অস্যার্থঃ।

যথা রাগঃ।

অতিশয় অনুরাগে,যে যে মুখ্যা কৃষ্ণ আগে,
কহে প্রভু ব্রজেন্দ্রনন্দন।
প্রেমার্দ্র কোমল সার, তুমি নাথ মোসবার,
শুনহ যে কিছু নিবেদন ॥
তদ্ভজন অনুরাগে, পতি আদি পরিত্যাগে,
ধর্ম্ম বা অধর্ম্ম মোসবার।
সে সকল যত কিছু, বিচার করহ পাছু,
তুমি সে সকল ধর্ম্মসার ॥

আইনুতোমাদেখিবারে,ত্যজিছযেমোসবারে,
তাতে অতি দোষ যে তোমার।
হইবে দুষ্পরিহর, শুনহ ধর্ম্মজ্ঞবর,
আগে তাহা করহ বিচার ॥
নৃশংস যে ব্রজসার, ঘাতক ক্রুর আচার,
শুনি হিয়া সুবিদীর্ণ নয়
এমত বচন আর, না কহিবে পুনর্ব্বার,
তোমারে যে উপযুক্ত নয় ॥
প্রথমে দেখিলা যবে, মধুর কোমল তবে,
আদর করিয়া জিজ্ঞাসিলা।
পরে যে ক্রূরতা করি,ঘর যাইতে কহ ফিরি,
ার এই প্রত্যুত্তর হৈলা ॥
আর যে কহিলে পুনঃ, হে প্রিয়বাদিনীগণ,
কি প্রিয় করিব তাহা কহ।
শুন কহি ওহে নাথ, পূর্ণ হউক মনোরথ,
মোসবারে ভজন করহ ॥
যদি পুনঃ জিজ্ঞাসহ, ভজনে কারণ কহ,
তবে শুন তার বিবরণ।
সকল বিষয় ত্যজি, তুয়া পাদমূল ভজি,
আমরা গোপিকা সর্ব্বজন ॥
দৈন্যভাবে কহে ভক্তি, চরণ পঙ্কজ উক্তি,
কাঠিন্যাভিপ্রায়ে না কহিল।
কি প্রিয় করিব যেই, তার প্রত্যুত্তর এই,
সকলে যে নিবেদন কৈল ॥
পুনঃ যদি কহ শুন, হে গোপ-গৃহিণীগণ,
ভজিয়ে যে এই সুনিশ্চয়।
কিন্তু শুন তোসবার, পত্যাদি রহিতাচার,
করণে সে উপযুক্ত নয় ॥
তবে শুন নিবেদন, পত্যাদি বিষয়গণ,
তদ্ভজন প্রতিকূল যত।
ত্যজিয়াছি তাসবারে,না করিব অঙ্গীকারে,
মোসবার দৃঢ় এইমত ॥
শুনহ দুরবগ্রহ, মোসবারে না ত্যজিহ,
তোমা বিনু গতি নাহি আর।
নাভজিয়া হঠাৎকারে,ত্যজিবেযে মোসবারে,
তবে দোষ হইবে তোমার ॥

যদি কহ গোপীগণ, কহিছ যে বিলক্ষণ,
মোর দোষ কিসের কারণ।
তবে শুন সর্ব্বোপর, হয় যে পরমেশ্বর,
তিহঁ করে স্বধর্ম্ম পালন ॥
ভক্তিনিষ্ঠ যত জন, অথবা মুমুক্ষুগণ,
সকল বিষয় ত্যজি ভজে।
সর্ব্ব বাঞ্ছা পূর্ণকারী, আদি দেব সেই হরি,
সবারে ভজয়ে নাহি ত্যজে ॥
তেমতি সাম্রাজ্য আদি,বৈকুণ্ঠাদি পদাবধি,
ত্যজিয়া আমরা সর্ব্বজন।
পুরুষার্থ শিরোমণি, তোমার ভজন মানি,
প্রেমরস বিলাস কারণ ॥
করিয়াছি আগমন, তুয়া পায়ে নিবেদন,
করিল আশয় আপনার।
তুমি দেব ক্রীড়ারত, মোসবার অভিমত,
অবিলম্বে কর অঙ্গীকার ॥

তথাহি।

যৎপত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তি রঙ্গস্ত্রীনাং
স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্ম বিদা ত্বয়োক্তং।
অস্ত্বেবমে তদুপদেশপদেত্বমীশে
প্রেষ্ঠো ভবাং স্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥

যথা রাগঃ।

কৃষ্ণের বচন যত, কর্ম্ম মীমাংসের মত,
জানিয়া সকল গোপীগণ।
আপন প্রতিভাবলে,সে বাক্য জিনিতে ছলে
জ্ঞানমত করি আলম্বন ॥
মনোহর যেই হরি, তাতে আত্মভাব করি,
কর্ম্মমত করিয়া দূষণ।
কিছুই অধর্ম্ম নহে, প্রতিপন্ন করি কহে,
পরিহাসময় যে বচন ॥
পূর্ব্বাপর মোসবারে,কহিলা যে স্ত্রী আচারে,
পতি সুত সুহৃদ সেবন।
সে যদি পরম ধর্ম্ম, ত্যাগ অতি নিন্দ্যকর্ম্ম,
তবে শুন করি নিবেদন ॥
তুমি সর্ব্বধর্ম্ম-বিজ্ঞ, উপদেশ গুরু প্রাজ্ঞ,
অদ্বিতীয় ঈশ্বর রূপেতে।

করিলে যে উপদেশ, পত্ন্যাদি সেবন শেষ,
সেই বাক্য রহুক তোমাতে ॥
যতেক পরাণি তার, তুমি শ্রেষ্ঠ বন্ধু আর,
তুমি আত্মা পরম ঈশ্বর।
তুমি সকলের পতি, তুমি সে পরম গতি,
তোমার সেবন সর্ব্বোপর ॥
শ্লেষ অর্থে কহে শুন,তুমি সর্ব্ব কলা জান,
আপনি মোহিনীরূপা হৈয়া।
পতি-শুশ্রূষণ কর্ম্ম, আচরহ নিজ ধর্ম্ম,
পতিব্রতাগণে শিক্ষা দিয়া ॥
যে জন যে ধর্ম্মাচার্য্য,তিঁহ নাকরিলে কার্য্য,
শিষ্যগণ কেহ নাহি করে
আপনে আচরে যবে, দেখি শিষ্যগণ তবে,
সেইমত করয়ে আচারে ॥
যদি কহ গোপীগণ, অসঙ্গত যে বচন,
আমা প্রতি কহ কি কারণ।
আমিত ঈশ্বর নহি, কেবল সে ধর্ম্ম কহি,
সবে জান ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
তবে নিবেদন শুন, বিশেষিয়া কহি পুনঃ,
তুমি সে ঈশ্বর তত্ত্বসার।
তুমি আত্মা তুমি প্রেষ্ঠ,তুমি সে বান্ধব শ্রেষ্ঠ
তোমা সম কেবা আছে আর ॥
সকল জগতময়, প্রাণী মাত্র যত হয়,
সর্ব্বচিত্ত আকর্ষণ কর।
তেঞি কহি সর্ব্বপ্রেষ্ঠ,সকল গুণেতে শ্রেষ্ঠ,
তুমি প্রভু শ্যামল সুন্দর ॥
তেমতি সবার বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
সদা নিরুপাধি হিতকারী।
সকল বিপত্তি নাশে, পূর সর্ব্ব অভিলাষে,
তুমি নাথ সর্ব্ব মনোহারী ॥
নিরুপাধি প্রেম স্থান,তাহাতেযে আত্মজ্ঞান
সর্ব্বজন প্রিয়তা কারণ।
তুমি সকলের আত্মা, তেঞি কহি পরমাত্মা,
যাহাতে জানহ সর্ব্ব মন ॥
আর কহি বিশেষতঃ, ব্রজ বৃন্দাবনে যত,
চতুর্ব্বিধ প্রাণী নিবসয়।

তুমি সকলের প্রেষ্ঠ, প্রেমের বিষয় ইষ্ট,
প্রেমকর্ত্তা বন্ধু সুনিশ্চয় ॥
যাতে এই ব্রজবনে, বসিয়াছ সর্ব্বমনে,
সকল আত্মার অন্তর্য্যামী।
তেঞি সকলের মন, সদা কর আকর্ষণ,
তুমি নাথ সকলের স্বামী ॥
আকর্ষিয়া বেণুদ্বারে,আনিলা যে মোসবারে,
এখন কহিতে কর রোষ।
অতএব সত্য কহি, আমরা স্বতন্ত্র নহি,
বুঝহ আপন গুণ দোষ ॥
তেঞি কহি প্রাণেশ্বর, তুমি সর্ব্বধর্ম্ম পর,
কহিলা যে ধর্ম্ম উপদেশে।
তোমার সেবন সার, পর ধর্ম্ম মোসবার,
ত্বরিতে পূরাহ অভিলাষে ॥

তথাহি।

কুর্ব্বন্তিহি ত্বয়িরতিং কুশলাঃ স্ব আত্মন্নিত্য
প্রিয়ে পতিসুতাদিভিরার্ত্তিদৈঃ কিং।
তন্নঃ প্রসীদ বরদেশ্বর মাস্মছিন্দ্যা
আশাং ধৃতাং ত্বয়ি চিরাদরবিন্দনেত্র ॥

অস্যার্থঃ।

পতিসেবা ব্যবহার, কহিলে যে ধর্ম্মসার,
নিবেদিলা শাস্ত্র নিরূপণে।
তেমতি যে তাসবার, বন্ধু-শুশ্রূষণ আর,
সদাচারে কহিব এক্ষণে ॥
ব্রহ্মা রুদ্র যত, প্রসিদ্ধ কুশলা যত,
সারসার বিবেচক চতুরা।
নিত্য প্রিয়েতুয়া পদে,সাহসিকপ্রেমাস্পদে,
অতিশয় প্রীতি করে তারা ॥
গোচারণ করি যবে,ব্রজকে আইসহ তবে,
অন্তরীক্ষে প্রণাম স্তবনে।
প্রেমে করে অতিশয়,তাতে সর্ব্ব সুখোদয়,
অতএব করি নিবেদনে ॥
তোমার ভজন রীতে,আনন্দ যাহার চিতে,
সেই বন্ধু সেইত স্বজন।
তাহাদেখি অতি ক্রোধে,যে সব করয়ে বাধে
না হেরিয়া তাহার বদন ॥

যে সকল পিতা মাতা,পতি বন্ধু সুত ভ্রাতা,
তুয়া সেবা করিয়া বারণ।
আপন বিষয়ে টানে, দুঃখদ সে সব জনে,
মোসবার কিবা প্রয়োজন ॥
সকলেবালিকাহৈতে,তোমাতে নিশ্চয়রীতে,
যেই আশা ধরিয়াছি মনে।
তাহা যে সকল কর, শুন হে বরদেশ্বর,
কটু বাক্য না কর ছেদনে ॥
যে দিনে শ্রীব্রজবনে,বর দিলে যে বিধানে,
তাহা কি হইলে বিস্মরণ।
ঈশ্বর সমান গুণ, অন্যের দুর্ল্লভ মন,
আদি সব করহ ঘটন ॥
তুয়া সেবা আশা করি, আমরা পরাণ ধরি,
তাহা যবে করিবে ছেদন
তবে মোসবার প্রাণ, হইবেক দুইখান,
মরিব আমরা সর্ব্বজন ॥
যদি কহ সবে চিতে,আশা চিরদিন হৈতে,
ধরিয়াছি কিসের কারণ।
ওরে অরবিন্দ নেত্রে,এ দোষ তোমার মাত্র,
শুনহ যে করি নিবেদন ॥
চক্রপ্রান্ত সম আর, পত্র অগ্র গে খর,
হৃদয় ভেদিয়া স্ফূর্ত্তি হয়।
রাত্রে অরবিন্দ সম, হয় যে প্রকাশমান,
পরম সুন্দর নেত্রদ্বয় ॥
পরম সুন্দরীগণে, করিছ যে উপেক্ষণে,
তোমারে সে উপযুক্ত নয়।
অরবিন্দ রূপ দৃষ্টি, সবার উপরে বৃষ্টি,
করি সর্ব্ব তাপ কর ক্ষয় ॥
তুমি যে বরদেশ্বর, বাঞ্ছাপ্রদ ব্রজেশ্বর,
অতএব স্বামী মোসবার।
চিরদিন অভিলাষী, হইব তোমার দাসী,
কৃপা করি কর অঙ্গীকার ॥
চিরকাল এই বনে, না থাকিব সব জনে,
বুঝিয়া এ সব বিবরণ।
মোসবার বাঞ্ছা পূর্ণ, বিহার করিয়া তূর্ণ,
সত্য কর আপন বচন ॥

এইমত পূর্ব্বদিগে যত গোপীগণ।
নিজ মন অভিলাষ কৈল নিবেদন ॥
হেনকালে দক্ষিণ বিভাগে যারা ছিল।
অতিশয় উৎকণ্ঠাতে কহিতে লাগিল ॥
দুই শ্লোকে কহিল যে আত্ম-নিবেদন।
অবধান করি শুন সব শ্রোতাগণ ॥

তথাহি।

চিত্তং সুখেন ভবতাপহৃতং গৃহেষু
যন্নির্বিশত্যুত করাবপি গৃহ্য কৃত্যে।
পাদৌ পদং ন চলতস্তব পাদমূলা-
দ্যামঃ কথং ব্রজমথো করবাম কিম্বা

অস্যার্থঃ।

কহিলা যে মোসবারে, নিজ ধর্ম্ম রাখিবারে,
পত্যাদির সেবার কারণে।
যদি নিজ সুখ চাহ, সকলে ব্রজকে যাহ,
গৃহকর্ম্ম করহ বিধানে ॥
তবে নিবেদন শুন, তোমার যে সব গুণ,
তাহা কত করিব ব্যাখান।
না কহি রহিতে নারি,তেঞি তুয়া বরাবরি,
সংক্ষেপে করিয়ে কিছু গান ॥
সুখের নিমিত্তে কিবা, সুখের বিষয়ে যেবা,
পূর্ব্বে চিত্ত ছিল মোসবার।
তাহা নিজ রূপ গুণে, বেণুনাদ করি বনে,
আপনে করিলে অপহার ॥
সেই চিত্ত অন্বেষণে, আইনু গহন বনে,
দেখিল যে চিত্তবৃত্তি-চোর।
স্তম্ভনাদি মহামন্ত্র, জান সব চৌর্য্যতন্ত্র,
তেকারণে হইনু বিভোর ॥
গৃহকর্ম্ম প্রয়োজনে, করিত যে আগমনে,
মোসবার সে দুই চরণ।
রহে তুয়া পদমূলে, তার বৃত্তি হরি নিলে,
এক পদ না চলে এখন ॥
আর সেই দুই ভুজে, করিতাম গৃহকাজে,
সে দুই না চলে মোসবার।
অতএব কি করিব, কিরূপে ব্রজকে যাব,
কহ দেখি করিয়া বিচার ॥

তোমাতে যে চিত্ত তায়,তুয়া সেবা ভুজ চায়
পদ চলে তুয়া সন্নিধানে।
শুনহে নাগর রাজ, বুঝিয়া করহ কাজ,
অতএব কৈল নিবেদনে॥

যথা।

সিঞ্চাঙ্গনস্তদধরামৃত পূরকেন
হাসাবলোক কলগীতজহৃচ্ছয়াগ্নিং।
নোচেদ্বয়ং বিরহজাগ্ন্যুপযুক্ত দেহা
ধ্যানেনয়া মপদয়োঃ পদবীং সখেতে॥

অস্যার্থঃ।

আমরা সকল জনে, আশা ধরিয়াছি মনে,
তুয়া হাস্য মুখ দরশনে।
তাহাতে যে বেণুনাদ, শুনি হৈল পরমাদ,
স্বজন ত্যজিল সব জনে॥
হৃদয়ে যে অবিরাম, স্ফুতি রহে সেই কাম,
জ্বলন্ত অনল সম হৈল।
তনু বল মোসবার, দগধয়ে অনিবার,
ওহে বন্ধু তোমারে কহিল॥
সবা লৈয়া কর ক্রীড়া, ঘুচাহ অন্তর পীড়া,
নিজাধরামৃত পূর দানে।
সিঞ্চ সব গোপীগণ, কাম-অগ্নি নির্ব্বাপণ,
অবিলম্বে করহ আপনে॥
যে মুখ অবলোকনে, যে অধর বেণুগানে,
কাম-অগ্নি জন্মিল সবার।
সে অধরামৃত পূরে, সিক্ত কর মোসবারে,
সেইত অনন্য প্রতীকার॥
যদি কহ সবে মুগ্ধা, কাম-দাবানলে দগ্ধা,
শতকোটি তুমি সব জন।
নাহি তত জলপাত্র, কেবল অধর মাত্র,
তাতে কি হইবে নির্ব্বাপণ॥
তবে কহি তাহা শুন, নারায়ণ সম গুণ,
শুনিয়াছি গর্গের বচনে।
সকলি করিতে পার, অচিন্ত্য শকতি ধর,
নানামত দুর্গতি তারণে॥
নতুবা করিয়া ধ্যান, সকলে ত্যজিব প্রাণ,
তব পদ প্রাপ্তির কারণে

মরণে যে হয় মতি, অন্তেতে সে হয় গতি,
তোমারে করিল নিবেদনে॥
যদি কহ করি ধ্যান,সকলে ত্যজিবে প্রাণ,
না দেখি যে তাহার সাধন।
তবে যে কহিয়ে শুন,বাহ্য অগ্ন্যাদি সাধন,
মোসবার নাহি প্রয়োজন॥
অতিশয় অনুরাগে, অন্তরে বিরহ দাগে,
জ্বলিয়া উঠিবে এইক্ষণে।
তুয়া পদযুগ আশে, ছাড়ি অন্য অভিলাষে,
এ দেহ ত্যজিব সর্ব্বজনে॥
তবে যদি কহ পুনঃ, শুনহে গোপিকাগণ,
মোর প্রাপ্তি দুর্ঘটন হয়।
তোমরা উন্মত্তাপরা, করিছ যে অতি ত্বরা,
এইমত উপযুক্ত নয়॥
তবে কহি শুন সখে,তোমার বিরহ দুঃখে,
জর জর সব তনু মন।
অতএব এই দেহে, সংযোগ উচিত নহে,
এ দেহ ত্যজিব তেকারণ॥
যদি কহ সুমধ্যমা, সকল সদগুণ সীমা,
কেমনে ত্যজিবে সর্ব্বজনে।
কিবা অতি অনুরাগে,করিবে এদেহ ত্যাগে,
তবে মোরে পাইবে কেমনে॥
তবে শুন হেন দেহে,আমরা ত্যজিল লেহে,
না ছাড়িব ও রাঙ্গা চরণ।
আর যে কহিয়ে শুন, জনম লভিয়া পুনঃ,
তুয়া পদ পাব সর্ব্বজন॥
এইমত দক্ষিণ বিভাগে গোপীগণ।
বিবক্ষিত বিষয় করিল সমাপন॥
সাক্ষাতে করিল সেই সম্ভোগ প্রার্থন।
ইহাতে নাহিক দোষ আছয়ে কারণ॥
তদীয় যে বেণু তনু সুমাধুর্য্য সার।
তাতে মত্তচিত্ত মধুকরী যা সবার॥
লোকাতীত অতি অনুরাগ আর্ত্তি হৈতে।
নৃত্য করে মহোৎকণ্ঠা সকলের চিতে॥
তাহাতে বিরুদ্ধ নহে শুন শ্রোতাগ
পশ্চিম বিভাগে কহে মুগ্ধা যত জন॥

তথাহি।

যর্হ্যম্বুজাক্ষ তব পাদতলং রমায়া
দত্তক্ষণং ক্বচিদরণ্য জন প্রিয়স্য।
অস্প্রাক্ষ্ম তৎ প্রভৃতিনান্য সমক্ষমঙ্গ
স্থাতুং ত্বয়াভিরমিতাবত পারয়ামঃ ॥

অস্যার্থঃ।

মোসবারে কহ যদি, আমি নহি অপরাধী,
সবে মোরে কেনে কর রোষ।
সহজ সৌন্দর্য্য মোর,তোসবার মনোভোর,
তাহাতে আমার কিবা দোষ ॥
গৃহকাজে নাহি রতি, তথাপিহ কুলবতী,
স্বগৃহে থাকিতে যুক্ত হয়।
তবে করি নিবেদন, শুন হে পদ্মলোচন,
তুয়া গুণে দোষ যে আছয় ॥
তোমার যে পদতল, সৌরভ্য সৌন্দর্য্যস্থল,
যাতে কৈল রমা আকর্ষণ
তিহোঁযেস্পর্শন আশে,লোভেহৈয়াপরবেশে,
উৎকণ্ঠাতে করে নিরীক্ষণ ॥
যবে ভাগ্যোদয় কালে,কোনযেদুর্ল্ল ভ স্থলে,
নিজ ভাব প্রকাশ করিয়া।
প্রেমরস পরসঙ্গে, বিহার করিলা রঙ্গে,
আমা সবাকারে সুখ দিয়া ॥
তাতেযে স্পর্শন পাইল,তোমার ও পদতল
সে অবধি আমা সবাকার।
অন্যত্র না রহে মন, সদা করে উচাটন,
স্পর্শগুণ বিদ্যা যে তোমার ॥
যদি কহ আমা সঙ্গে,নহে সে বিলাস রঙ্গে,
কহিলে যে স্বপ্ন মোসবার।
সে কথা হইলে সত্য,তেমতি হইত নিত্য,
তবে শুন যে কহিয়ে আর ॥
অরণ্য জনের প্রিয়, ও রাঙ্গা চরণদ্বয়,
গোচারণে গমনাগমনে।
ব্রজবনবাসী যত, মৃগ পক্ষী আদি কত,
সুখ পায় তাহার দর্শনে ॥
বিহার করিলা যাতে, শ্রীকুচকুঙ্কুম তাতে,
চিহ্ন ব্রজবনে গোবর্দ্ধনে।
পুলিন্দী হরিণী আদি,হৃদয়ে যে কামব্যাধি,
ত্যজি তার দর্শন স্পর্শনে ॥
যদি কহ সেই বাণী, তোসবার নাহি মানি,
সদা ব্রজমাঝে সবে রহ।
কেমনে আমার সনে, কবে বিহরিলা বনে,
বিচার করিয়া নাহি কহ ॥
তবে শুন অনায়াসে,তোমার মিলন আশে,
সবে করি বন আগমনে।
তোমা সঙ্গে বিহারিয়া,পুনঃ ব্রজমাঝে গিয়া,
সদা রহি ব্রজজন সনে ॥
অন্য সম সাধারণ, প্রেমে নহে গোপীগণ,
সুখ পাবে কেবল দর্শনে।
তুয়া পদসেবা আশে, সাহজিক প্রেমাবেশে,
আসিয়াছি তুয়া সন্নিধানে ॥
কহিলা যে আমাপ্রতি,তোসবার স্নেহ অতি
তেকারণে আইলা দরশনে
দেখিলে ত যাহ ঘরে,তার এই প্রত্যুত্তরে,
সকলেই কৈল নিবেদনে ॥

তথাহি।

শ্রীর্যৎপদাম্বুজরজশ্চকমে তুলস্যা
লব্ধাপি বক্ষসিপদং কিলভৃত্য জুষ্টং।
যস্যাঃ স্ববীক্ষণ উতান্য সুরপ্রয়াস-
স্তদ্বদ্বয়ঞ্চ তব পাদরজঃ প্রপন্নাঃ ॥

অস্যার্থঃ।

যদি কহ গোপীগণ, কৃতকৃত্য সর্ব্বজন,
কুলশীল আমার সমান।
তবে কেনে হয় হায়, পরশিবে তব পায়,
না বুঝিয়ে এ সব বিধান ॥
তবে শুন যেই রমা, নারায়ণ-প্রিয়তমা,
কান্ত-বক্ষঃস্থলস্থিতা হৈয়া।
প্রেয়সী উচিত সেবা, অভিলাষ হয় যেবা,
ত্যজে পদরেণুর লাগিয়া ॥
স্বপতি প্রেম পর্য্যন্ত, সম্পদ যে মূর্ত্তিমন্ত,
হয় যে রমার স্ববীক্ষণে।
যাহা বাঞ্ছে নিরবধি, বিশ্বকৃসেন গরুড়াদি,
নাম যত অন্য সুরগণে ॥

কিবা সে আশ্চর্য্য গুণ, পদরজঃ বিশেষণ,
ব্রহ্মা শিব আদি ভৃত্য জুষ্ট
তুয়া পাদপদ্মরজঃ, মধুকণ্ঠ আদি ব্রজ,
দাসীগণ সেবিতা বিশিষ্ট ॥
সে তার তোমার পুনঃ, একই স্বভাব গুণ,
সে রমার আমা সবাকার।
সেই এইত স্বরূপে, লভিল যে প্রিয়ারূপে,
অভিমান খর্ব্ব করে তার ॥
রমাবেশে নারায়ণ, চরণপঙ্কজ ধন,
সেবা দিয়া শীতল করিলা।
স্বপদ পঙ্কজ দানে, শীতল না করে কেনে,
অন্তরে জ্বলিছে প্রেমজ্বালা ॥
যদি কহ রমা একা, তোমরা বহু গোপিকা,
তবে যে কহিয়ে শুন আর।
সে কেবল একা নহে, কিন্তু শ্রীতুলসী সহে,
লীলারূপা বৃন্দানাম যার ॥
জালন্ধর উপাখ্যানে, শুনিয়াছি পুরাণে,
তার যে সতীত্ব ধ্বংস কৈলা।
তিঁহ সে হৃদয়ে স্থান, পাইয়া লক্ষ্মী সমান,
পদরজঃ প্রপন্না হইলা ॥
অতএব কহি শুন, নারায়ণ সম গুণ,
তুয়া পাদরজের কারণে।
আমরাও ব্রজবাসে, ত্যজি অন্য অভিলাষে,
তোমাতে প্রসন্না সব জনে ॥
কিম্বা সমুদ্র মন্থনে, ত্যজি অন্য দেবগণে,
রমা যৈছে ভজে নারায়ণে।
সেইমত ব্রজবনে, ত্যজি অন্য বন্ধুগণে,
সবে করি তোমার ভজনে ॥
অথবা যদ্যপি কহ, স্বপ্নেও তো সবা সহ,
পরশন না হয় স্মরণ।
অবিচারে যদি হয়, তাতে কিছু দোষ নয়,
পুনঃ যুক্ত নহে সে কারণ ॥
তাসবারে অনুচিত, আমার স্পর্শন রীত,
সতীকুল আচার লঙ্ঘনে।
আমার যে তোসবার, সাধ্বী কুলশীলাচার,
অনুচিত ধ্বংসন করণে ॥

তবে যে কহিয়ে বাণী, সতীকুল শিরোমণি,
নারায়ণপ্রিয়া যেই রমা।
স্বপতি হৃদয়ে পদ, পাঞা প্রেম সেবাস্পদ,
বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরী অনুপমা ॥
যে রমার স্ববীক্ষণে, করুণা কটাক্ষ কোণে,
প্রয়াস করয়ে ভক্তজন।
কিবা যাঁর দরশনে, প্রয়াস করয়ে মনে,
অন্য সুর নর মুনিগণ ॥
অসমোর্দ্ধ্বযে মাধুরী, তোমার দর্শন করি,
বেণু শুনি চমৎকার পায়্যা।
পতিসেবা সতী-কাম, ত্যজিয়া বৈকুণ্ঠধাম,
ব্রজে আইলা বিমোহিতা হৈয়া ॥
অতি উৎকণ্ঠিত মনে, তপ করি চিরদিনে,
তুয়া পদসেবা না পাইল।
একথা সকলে জানে, তথাপিহ লোভ মনে,
পদরজঃ কামনা করিল ॥
তুলসীও তুয়া গুণে, মোহ পায়্যা রমা সনে,
ও চরণরজঃ অভিলাষে।
নারায়ণ-সেবা কাম, ত্যজিয়া যে বৃন্দানাম,
কৈল এই ব্রজ বনবাসে ॥
তেমতি মাধুর্য্য হেরি, আমরা যে ব্রজনারী,
বেণুনাদ বিমোহিতা মনে।
ত্যজি পতি গৃহবাসে, ও চরণরজঃ আশে,
সকলে প্রপন্না তুয়া স্থানে ॥
স্ত্রী জাতির পতিসেবা, পরধর্ম্ম হয় যেবা,
অকপটে কহিলা সবারে।
আকর্ষহ লক্ষ্মী-মন, তাতে কেবা অন্যজন,
সকলে করিল প্রত্যুত্তরে ॥

তথাহি।

তন্নপ্রসীদ বৃজিনার্দ্দন তেঽঙ্ঘ্রিমূলং
প্রাপ্তাবিসৃজ্যবসতীস্ত্বদুপাসনাশা।
ত্বৎসুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ তীব্রকাম-
তপ্তাত্মনাং পুরুষ দেহি দাস্যং ॥

অস্যার্থঃ।

তস্মাৎ যে পূর্ব্ব উক্ত, অবশ্য করিতে যুক্ত,
নিবেদন কৈল যে তোমারে।

শুনহে গোকুলেশ্বর, তুমি সর্ব্ব তাপহর,
দাস্য দান কর মোসবারে ॥
যদি কহ গোপীগণ, তোমরা চঞ্চল মন,
নবীন যৌবন মদে মত্ত।
রমাদি দুর্ল্লভ যেই, আমার চরণ সেই,
সকলে প্রদান নহে যুক্ত ॥
তবে নিবেদন শুন, দৈন্য সহ যে বচন,
ও রাঙ্গা চরণ সেবা আশে।
স্বগৃহ বসতি ধন, ত্যজি সব বন্ধুজন,
আইনু তুয়া পদমূল পাশে ॥
অতএব অনিবার, আশা যেই মোসবার,
সম্পন্ন করিতে যুক্ত হয়।
অন্যথা যে সবাকার, হইবেক দুঃখ সার,
তোমারে সে উপযুক্ত নয় ॥
তার যে কারণ শুন, শুনহে বৃজিনার্দ্দন,
দুঃখ নাশ করি বার বার।
বাত বৃষ্টি দাবানলে, অঘ বক বিষজলে,
রাখিয়াছ করিয়া নিস্তার ॥
তুয়াস্মিত নিরীক্ষণে, তীব্রকাম তপ্ত মনে,
আমরা গোপিকা সর্ব্বজন।
রসিকশেখর শুন, রসময় দাস্য পুনঃ,
দান করি স্নিগ্ধ কর মন ॥
কষায় বচন দানে, স্নিগ্ধ না হইবে মনে,
শুন ওহে পুরুষ-ভূষণ।
তুমি জান সর্ব্ববিধি, উপযুক্ত যে ঔষধি,
করহ সে রস বিতরণ ॥
নিজ ভাব গুপ্ত করি, ধূর্ত্তবাক্য যে চাতুরী,
ছাড়হ সে সব প্রকরণ।
নিজ পাদসেবা দেহ, কিম্বা যে কহি শুনহ,
হে সুন্দরস্মিত নিরীক্ষণ ॥
তোমা হতে তীব্রকাম, হইল যে দীপ্তধাম,
তাতে তপ্ত আত্মা যা সবার।
হেন যে গোপিকাগণে, নিজ দাস্য রসদানে,
ত্বরিতে করহ প্রতীকার ॥
দুঃশীলাদি গুণ পতি, ত্যাগ না করিবে সতী,
পূর্ব্বশিক্ষা দিলা যে বচন।
তার এই প্রত্যুত্তর, আপনে করুণা কর,
সবে মেলি কৈল নিবেদন ॥
এইমত তৃতীয় বিভাগে গোপীগণ।
নিজ বাঞ্ছা কহি কৈল বাক্য সমাপন ॥
কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র হেরি সকলেই রহে।
অবশেষ চতুর্থ বিভাগে সবে কহে ॥

তথাহি।

বীক্ষ্যালকাবৃত মুখং তবকুণ্ডল
শ্রীর্গণ্ডস্থলাধর সুধাংহসিতাবলোকং।
দত্তাভয়ঞ্চ ভুজদণ্ড যুগং বিলোক্য
বক্ষঃশ্রিয়ৈক রমণঞ্চ ভবামদাস্য ॥

অস্যার্থঃ।

যদি মোসবারে কহ, তোমরা বিক্রীতা নহ,
আমিও না কিনি মূল্য দিয়া।
তবে যে আমার দাসী, হইবারে অভিলাষী,
সকলে হইলা কি লাগিয়া ॥
তবে শুন কহি আর, অন্যত্র সে ব্যবহার,
তোমাতে সে হেতু কিছু নয়।
স্বমাধুর্য্যামৃতার্পণে, কিনিয়াছ গোপীগণে,
সেই মূল্য পোষণ বিষয় ॥
কুঞ্চিত অলকা জাল, যেন মধুকর মাল,
বিলসয়ে ললাট উপরি।
ঝলমল গণ্ডস্থলে, মকর কুণ্ডল দোলে,
কুলবতীগণ মনোহারী ॥
তাহাতে মধুর হাসি, বরিষয়ে সুধারাশি,
অতিশয় অপূর্ব্ব শোভন।
অরুণ কমল আঁখি, নাচন খঞ্জন পাখি,
জিতি অতি চঞ্চল ঈক্ষণ ॥
উপরে অলকা পাশ, কুণ্ডল যুগল ফাঁস,
পদ্মচাঁদ সম মুখশোভা।
মন্দস্মিত সুধাকর, হংস চকোরিণী আর,
ব্রজবধূগণ চিত্তলোভা ॥
উৎকণ্ঠাতে উড়িআসি, দেখিতেইলাগেফাঁসি
করিতে না পারে আস্বাদন।
পড়িয়া তোমার বশে, ও সুধা মধুর আশে,
উড়ু উড় করে সর্ব্বমন ॥

তেমতি হে ভুজদণ্ড, জিনি করিবর-শুণ্ড,
আজানুলম্বিত বলবান্ ।
দৈত্য বধ আদি করি, রাখ এই ব্রজপুরী,
যাতে কর অভয় প্রদান ॥
শ্লেষার্থ চাতুরীময়, পতি আদি হৈতে ভয়,
মোসবার করিয়া হরণ ।
দৃঢ় আলিঙ্গন করি, কাম আদি ভয় হরি,
রাখ নিজ দাসী সর্ব্বজন ॥
বক্ষঃস্থল সুবিস্তার, পরম সৌন্দর্য্য সার,
নিরখিয়া অতি অনুপমা ।
কি দিব উপমা তার, স্বর্ণবর্ণ রেখা যার,
বামভাগে বিলসয়ে রমা ॥
ও মুখমণ্ডল-শোভা, ভুজযুগ মনোলোভা,
দেখি বক্ষঃস্থল সুশোভন ।
সবে মনে অভিলাষী, হইব তোমার দাসী,
আমরা গোপিকা সর্ব্বজন ॥

যথা ।

কাস্ত্র্যঙ্গতে কলপদামৃত বেণুগীত সম্মো-
হিতার্য্য চরিতান্ন চলেত্রিলোক্যাং ।
ত্রৈলোক্য সৌভগমিদঞ্চ নিরীক্ষ্যরূপং
যদ্গোদ্বিজদ্রুমমৃগাঃ পুলকান্য বিভ্রন্ ॥

অস্যার্থঃ ।

যদি কহ গোপীগণ, সকলে মোহিত মন,
হইয়া যে কহিলা বচন ।
কুলবতীগণ যত, হাসিবেক অবিরত,
এই কথা করিয়া শ্রবণ ॥
তবে যে কহিয়ে শুন,ওহে প্রিয় নিজ গুণ,
তোমার মোহন বেণুধ্বনি ।
প্রতিপদ এক মত, যেই কলাপদ যত,
কুলবতীগণ আকর্ষিণী ॥
হেন কে আছয়ে নারী,এই ত্রিজগত ভরি,
সেই বেণু করিয়া শ্রবণে ।
ধৈরজ ধরিয়া চিতে,রহিবে যে আর্য্য পথে,
সেই কথা কহত আপনে ॥
বিমানচারিণীগণ, যাতে কর আকর্ষণ,
তারা সব মোহ পায় মনে ।
নীবিবন্ধ নাহি রয়, কেশ বিগলিত হয়,
তাতে কেবা অন্য নারীগণে ॥
আমরা শ্রবণ করি, ধৈরজ ধরিতে নারি,
কি মোহন বেণুধ্বনি হয় ।
অদর্শনে যেইমত, সাক্ষাতে সভয় চিত,
দশদিক সব কামময় ॥
ত্রিলোকী সৌভাগ্য যেই,সর্ব্বজন প্রিয় সেই
কিবা সুসৌন্দর্য্য সেই হয় ।
তোমার যে রূপ সেই, বর্ত্তমান হয় এই,
দেখিয়া ধৈরজ কার রয় ॥
নারীগণ বিমোহন, দূরে রহু সে বচন,
ব্রহ্ম রুদ্র আদি দেবগণে ।
শুনি তুয়া বেণুগান,বুঝিতে না পারি তান,
অতিশয় মোহ পায় মনে ॥
তারা জানে সারাসার,কহিয়ে যে শুন আর,
ধেনুগণ মৃগ বৃক্ষগণ ।
স্থিরচর যত প্রাণী, রূপ হেরি বেণু শুনি,
কম্প অশ্রু পুলকিত হন ॥
আর যে কহিয়ে শুন, আপন মাধুর্য্য গুণ,
দর্পণে করিয়া দরশন ।
আস্বাদ করিতে চাহ,আলিঙ্গিতেনাহি পাহ,
অতএব সর্ব্ব-বিমোহন ॥

তথাহি ।

ব্যক্তন্ ভগবান্‌ব্রজজনার্ত্তিহরোঽভিজাতে
দেবোযথাদি পুরুষঃ সুরলোক গোপ্তা ।
তন্নোনিধেহি করপঙ্কজমার্ত্তবন্ধো
তপ্তস্তনেষু চ শিরঃসু চ কিঙ্করীণাং ॥

অস্যার্থঃ ।

যদি বা কহিবে পুনঃ, আমার যে সব গুণ,
কহিলে সে সব সত্য হয়।
নারায়ণ সমগুণ, পূর্ণকাম হেতু পুনঃ,
অন্যত্র প্রবৃত্তি যুক্ত নয় ॥
কহিছ যে সব মর্ম্ম, নহে সে আমার ধর্ম্ম,
তবে শুন যে কিছু কহিয়ে ।
ঈশ্বর যে পূর্ণধাম, তাহার সদৃশ কাম,
নিজ ব্রত কারণ দেখিয়ে ॥

সর্ব্বদা বিরাজমান, আদিদেব ভগবান্,
সকল পুরুষ-শ্রেষ্ঠ হয়।
সুরলোক রক্ষা হেতু,স্বেচ্ছা মাত্র ধর্ম্মসেতু,
সুরকুলে জনম লভয়॥
অদিতি-উদরে জন্ম, অদ্ভুত বামন কর্ম্ম,
অসুরের পরাভব করি।
পাতালেতে প্রবেশিয়া,স্বর্গ মর্ত্ত্য ইন্দ্রে দিয়া,
বিলসে উপেন্দ্র নাম ধরি॥
তেমতি যে গোপকুলে,তুমি অভিজাতহৈলে
ব্রজজন রক্ষার কারণ।
পূতনাদি দাব-ভয়, বাত বৃষ্টি পীড়াচয়,
ব্যক্ত রূপে করিলা হরণ॥
তোমার বিচ্ছেদে ভয়,তুয়া হেতু আর্ত্তি হয়,
বাহ্যান্তর অশেষ যে বাধা।
সে সব করিয়া নাশ, পূর্ণ কর অভিলাষ,
তুমি সর্ব্বজন মন সাধা॥
শুন ওহে আর্ত্ত-বন্ধু, অপার করুণাসিন্ধু,
তুমি নাথ কৃপার্দ্র হৃদয়।
কামানলে মোসবার, বিনাশ হইলে আর,
তোমার প্রতিজ্ঞা নাহি রয়॥
অতএব ব্রজজন, তুমি নাথ শরণ,
তুয়া অনুগ্রহে যে জীবয়।

নারায়ণ সম গুণে, রাখহ সে সব জনে,
তোমারে সে উপযুক্ত হয়॥
হৃদয়ে যে কামব্যাধি,না পাইয়া তদৌষধি,
অতি সুকোমলা গোপীগণ
যে কর স্পর্শন মনে, কাম তাপ উদ্দীপনে,
নিদানে সে করয়ে প্রার্থন॥
সাক্ষাত বিরাজমানে,তোমার যে দাসীগণে,
কামতাপ এই অনুচিত।
তস্মাৎ তপত স্তনে, তাপিত মস্তকগণে,
করপদ্ম করহ অর্পিত॥
এইমত তুর্য্য ভাগে,যে যে মুখ্যা কৃষ্ণ আগে,
নিজ দোষ করি পরিহার।
অন্তরে প্রণয় রোষ,কৃষ্ণ প্রতি দিয়া দোষ,
কৈল নিজ বাক্যোপসংহার॥
সবে এক বাক্য করি, কৃষ্ণের বদন হেরি,
চারিদিগে কৈল নিবেদন
অতঃপর ওহে নাথ, অবিলম্বে আত্মসাথ,
করি রাখ নিজ দাসীগণ॥
এই যে প্রার্থনাত্মিকা,বচন দৈন্য বোধিকা,
যে কথা লালসাময়ী হয়।
অন্তরে যে নিষেধয়ে, কৃষ্ণ তাহা সমুঝয়ে,
এ নন্দকিশোর দাস কয়॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে শ্রীকৃষ্ণং প্রতি শ্রীব্রজদেবীনাং প্রার্থনার্থ বর্ণনং নাম ত্রিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

রাসমণ্ডলী হৈতে রাধাকৃষ্ণের অদর্শন।

জয় রাসলীলা জয় কৃষ্ণ ইচ্ছাশক্তি।
জয় কৃষ্ণ-আকর্ষিণী গোপিকার ভক্তি॥
অতঃপর সাবধানে শুন শ্রোতাগণ।
বৃন্দাবন লীলামৃত অপূর্ব্ব বর্ণন॥
গোপিকার প্রেমরোষ দর্শন কারণে।
পরিহাসময় যেই কহিল বচনে॥
শুনি প্রেম রোষ দৈন্য ভাবে নিমগন।
সেইমত প্রত্যুত্তর কৈল গোপীগণ॥
নিজ বাক্য সম প্রীতি বচন শুনিল।
লজ্জা গেল রতিনাম ভাব উপজিল॥
তাসবার সেই প্রেম দৈন্যাদি বচনে।
চিত্ত আর্দ্র হৈল রাস বিলাসেচ্ছা মনে॥

যোগেশ্বর সব কামব্যূহ রূপ ধরে।
এককালে নানা কর্ম্ম করিবারে পারে ॥
তাসবা উপরি যে অচিন্ত্য শক্তিমান।
পরম ঈশ্বর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ ॥
আত্মারাম রমণ করয়ে সর্ব্বমনে।
সাক্ষাতে বিহরে কৃষ্ণ তাসবার সনে ॥

তথাহি।

ইতি বিক্লবিতং তাসাং শ্রুত্বা যোগেশ্বরঃ।
প্রহস্য সদয়ং গোপী আত্মারামোপ্যরীরমৎ ॥

এক্ষণে কহিব কিছু রমণ প্রকার।
পরম আশ্চর্য্য প্রেমরসের পাথার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র বেড়ি সব ব্রজবধূগণে।
পরম অদ্ভুত শোভা হয় বৃন্দাবনে ॥
রস উদ্দীপন চিত্তবৈদগ্ধ্যাদি যত।
সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরম আশ্চর্য্য চেষ্টা যত ॥
শ্রীঅঙ্গ স্পর্শনে আর পুষ্পাদি অর্পণে।
কটাক্ষাদি করি বিহরয়ে সবা সনে ॥
রস উদ্দীপন প্রিয়তমের ঈক্ষণে।
প্রফুল্লিত বদনকমল গোপীগণে ॥
কুন্দ সম দর্শন কিরণ পরকাশ।
কৃষ্ণের বদনে অতি সুধাময় হাস ॥
ঋতুরাজ চন্দ্র যেন গগন উপর।
উড়ুগণ বেষ্টিত সুষমা মনোহর ॥
এইমত অন্যোন্য সুষমা বিলক্ষণ।
সে সব রহস্য আগে করিব বর্ণন ॥

তথাহি।

তাভিঃ সমেতাভিরুদারচেষ্টিতঃ
প্রিয়েক্ষণোৎফুল্লমুখীভিরচ্যুতঃ।
উদারহাসদ্বিজকুন্দদীধিতির্ব্যরোচতে
ণাঙ্ক ইবোড়ুভির্বৃতঃ ব্রজস্ত্রীয়াঃ ॥

এইমত পুষ্প আদি শোভা দেখাইয়া।
কান্তা শত শত সঙ্গে বুলেন ভ্রমিয়া ॥
পঞ্চবর্ণ পুষ্পের যে বৈজয়ন্তী মালা।
বৃন্দাদেবী কুঞ্জ-দাসী দ্বারে যে অর্পিলা ॥
সেই মালা সবে মিলি কৃষ্ণ-গলে দিল।
অতি মনোহর শোভা বিশেষ ধরিল ॥

চন্দ্রপদ্ম আদি শোভা করিয়া দর্শন
গান করে নানা রসভাব উদ্দীপন ॥

তথাহি।

যামিনী কৃতরুচিঃ শুচিকান্তি-
শ্চন্দ্রাবলি বিভাবিকশ্রীঃ।
ষট্‌পদালি কলতৈ কলগীতৈঃ
পশ্য ভাভি কুমুদাকর এষ ॥

তাঁরা কাহু বর্ণ অর্থ বিপর্য্যয় করি।
কৃষ্ণে ঘটাইয়ে গান করে মনোহারী ॥

তথাহি।

কামিনী কৃতরুচিঃ শুচিকান্তি-
শ্চন্দ্রাবলি বিভাবিকচশ্রীঃ।
সৎপদালি কলিতৈ পশ্য-
তাভি কুমুদাকর এষ ॥

কৃষ্ণের যে স্বরতাল আদি বেণুগান।
সেই তাল স্বরে সবে গায় কৃষ্ণনাম ॥

তথাহি।

কাননে সুধাংশুকান্তি শুভ্র মঞ্জু বিগ্রহে
পুষ্পিতে সমং ত্বয়াদ্যমে প্রিয়ালিবর্গ হে।
রন্তুমাত্র বাঞ্ছিতানি চিত্তবৃত্তিরুদ্বাহ
দেবমস্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কান্ত হে ॥

তাসবার মনে সে কেবল কৃষ্ণমূর্ত্তি।
বচনেও সেইমত কৃষ্ণনাম স্ফূর্ত্তি ॥

তথাহি।

কৃষ্ণঃ শরচ্চন্দ্রমসং কৌমুদীং কুমুদাকরং।
জগৌ গোপীজনস্ত্বেকং কৃষ্ণনাম পুনঃ পুনঃ ॥

এইমত বনশোভা করি প্রকাশন।
প্রিয়াগণ সঙ্গে কৃষ্ণ করেন রমণ ॥

তথাহি।

উপগীয়মান উদ্গায়ন্ বনিতা শতযূথপঃ।
মালাং বিভ্রদ্বৈজয়ন্তীং ব্যচরন্মণ্ডয়ন্ বনং ॥

এইমত রমণ করিয়া কুঞ্জবনে।
ভ্রমণ করিয়া আইল যমুনা পুলিনে ॥
অতি যে বিস্তার স্থান হিমবালুগণ।
নিন্দিয়া কর্পূর চূর্ণ উজ্জ্বল কিরণ ॥
যমুনার তরল তরঙ্গগণ যাতে।
সকুমুদকল মন্দবায়ু সুবাসিতে ॥

শরত সময়ে যেন মল্লিকা বিকাশ।
তেমতি রজনী মধ্যে কমল প্রকাশ॥
শৈত্য সৌগন্ধ মন্দবায়ু নিষেবিতে।
বিহার করয়ে কৃষ্ণ প্রিয়াগণ সাথে॥

তথাহি।

নদ্যাঃ পুলিন মাবিশ্য গোপীভির্হিমবালুকং।
জুষ্টং তত্তরলানন্দি কুমুদামোদ বায়ুনা॥

বাহু প্রসারণ করি গাঢ় আলিঙ্গনে।
করালকা ঊরু নীবি স্তন আলম্বনে॥
কৌতুক বিধানে কর নখাগ্র অর্পণে।
প্রলোভন রূপে ক্ষেলি হাস্যাবলোকনে
নিজ কান্তোচিত প্রীতি লক্ষণা যে রতি
সহজ লজ্জাদি ছন্ন তার যেই পতি॥
তদুচিত মহাভাব নাম যে মাদন।
ব্রজবধূগণের করিয়া উদ্দীপন॥
যমুনাপুলিনে কৃষ্ণ রাসরস রঙ্গে।
রমণ করয়ে শতকোটি গোপী সঙ্গে॥

তথাহি।

বাহুপ্রসার পরিরম্ভ করালকোরু
নীবিস্তনালভননর্ম্ম নখাগ্র পাতৈঃ।
ক্ষেল্যাবলোক হসিতৈ র্ব্রজসুন্দরীণা
মুত্তম্ভয়ন্ রতিপতিং রময়াঞ্চকার॥

পূর্ব্বরাগ অন্তে যেই সংক্ষিপ্ত লক্ষণ।
সেইত সম্ভোগ এই করিল বর্ণন॥
বিপ্রলম্ভ বিনা রস পুষ্টি নাহি হয়।
অলঙ্কার শাস্ত্রে ভরতাদি মুনি কয়॥
কষায়িত বস্ত্রাদিতে যৈছে ধরে রাগ।
তৈছে পুনঃ মিলনে বাঢ়য়ে অনুরাগ॥

তথাহি।

নবিনাবিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টি মশ্নুতে।
কষায়িতেহি বস্ত্রাদৌ ভূয়ান্ রাগোবিবর্দ্ধত॥

অতএব বিপ্রলম্ভে মান যে প্রকার।
প্রসঙ্গানুরূপে কিছু কহি গোপিকার॥
মহালীলা ঈশ্বর যে নায়কের গণ।
তাসবার শিরোমণি ব্রজেন্দ্রনন্দন॥

সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষক স্বয়ং ভগবান্।
চুম্বনালিঙ্গনে কৈল তাসবার মান॥
এইমত প্রেমরস বিলাস কারণে।
সৌভাগ্য লভিল সব ব্রজবধূগণে॥
অতিশয় প্রণয়-মানিনী সবে হৈল।
আপনাকে সবে শ্রেষ্ঠ করিয়া মানিল॥
প্রণয়-মানিনী হইলেন কৃষ্ণ প্রতি।
নারীগণ সম্বন্ধে গর্ব্বিত চিত্ত অতি॥
আগেত কহিব মান-উদ্ভব কারণ।
স্বভাববিশেষ হেতু নির্হেতু লক্ষণ॥
নায়ক নায়িকা অনুরক্ত দুইজনে।
চুম্বনালিঙ্গন প্রেমে একত্র মিলনে॥
নিজাভীষ্ট নিরোধয়ে মান উপজয়।
অলঙ্কারশাস্ত্রে মান আখ্যান সে হয়॥

তথাহি।

দাম্পত্যোর্ভাব একত্র যতোরপ্যনুরক্তয়োঃ।
স্বাভীষ্টাশ্লেষ বীক্ষাদি নিরোধিমান উচ্যতে॥

প্রেমের স্বভাব বক্র অহি সম হয়।
সহেতু নির্হেতু মনে মান উপজয়॥

তথাহি।

অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতো রহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

সর্ব্বোত্তম সৌভাগ্য তারুণ্য রূপ গুণে।
ইষ্টলাভে গর্ব্ব হয় অন্যের হেলনে॥

তথাহি।

সৌভাগ্য রূপ তারুণ্য গুণ সর্ব্বোত্তমাশ্রয়ৈঃ।
ইষ্টলাভাদিনাচান্য হেলনং মান উচ্যতে॥

কৃষ্ণপ্রেম বিশেষ যে স্থায়ীভাব হয়।
গর্ব্বাদি সঞ্চারী ভাব হয়ত তন্ময়॥
মধুরাখ্য রসে এইমতে অবস্থিতি।
প্রণয় মান গর্ব্ব হেতু রসাবহ অতি॥

তথাহি।

এবং ভগবতঃ কৃষ্ণাল্লব্ধমানা মহাত্মনঃ।
আত্মানং মেনিরে স্ত্রীণাং মানিন্যোভ্যধিকং ভুবি

সেইত সৌভাগ্য হেতু গর্ব্ব তাসবার।
বিশেষতঃ দেখিয়া প্রণয় মান আর॥

বিচার করয়ে কৃষ্ণ নিজ মনে মনে।
এমতে নহিবে সুখ অনুরাগ বিনে ॥
সাম ভেদ ক্রিয়া দান নত্যুপেক্ষা আর।
রসান্তর আদি করি ষড়্‌বিধ প্রকার ॥
মান অনুরূপ যথাযোগ্য প্রকল্পনে।
সহেতু যে মান তাহা হয় প্রশমনে ॥

তথাহি।

হেতু গোপী সমংযাতি যথাযোগ্যং প্রকল্পিতৈঃ
সামভেদ ক্রিয়াদান নত্যুপেক্ষা রসান্তরৈঃ ॥

নির্হেতু প্রণয় মান বিনা প্রতীকারে।
উপশম হয় কিবা কিঞ্চিৎ প্রকারে ॥
তথাপিহ সেই গর্ব্ব মান প্রশমনে।
উপেক্ষা কারণ কৃষ্ণ কৈল নির্দ্ধারণে ॥
রাধিকা সদৃশী প্রিয়তমা নাহি আন।
তাঁরে লৈয়া অলক্ষিতে কৈল অন্তর্দ্ধান ॥

তথাহি।

তাসাং তৎ সৌভগমদং বীক্ষ্যমানঞ্চ কেশব।
প্রশমায় প্রসাদায় তত্রৈবান্তর ধীয়ত ॥

স্বেচ্ছাময় লীলা ইচ্ছা করি নিজমনে।
এককালে সবাকার মহারস দানে ॥
অন্তর্দ্ধান কৈল কৃষ্ণ এইত কারণ।
কিন্তু আর এক আছে মূল প্রয়োজন ॥
বৃন্দাবন কুঞ্জে একা রাধাসহ লীলা।
লালসা করিয়া কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধান কৈলা ॥
তাঁরে সঙ্গে লৈয়া প্রেমরস প্রকাশিয়া।
বাঞ্ছা পূর্ণ করে কুঞ্জে বিহার করিয়া ॥
এথা রাসমণ্ডলীতে শোভা যে আছিল।
কৃষ্ণ অন্তর্দ্ধানে তাহা অন্তরায় হৈল ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কিরূপে করিল অন্তর্দ্ধান।
বুঝিতে নারিল কেহ সেইত বিধান ॥
শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
কৃষ্ণ হারাইয়া ব্রজবধূ সর্ব্বজনে ॥
অতিশয় তীব্র তাপ উপজিল মনে।
কৃষ্ণগত চিত্তে সবে করে অন্বেষণে ॥
করিণী সকল যেন করীন্দ্র কারণে।
ভ্রমণ করিয়া বুলে সর্ব্ব বনে বনে ॥

তথাহি।

অন্তর্হিতে ভগবতী সহসৈব ব্রজাঙ্গনাঃ।
অতপ্যস্তমচক্ষাণাঃ করিণ্যইব যুথপং ॥

কি কহিব তাসবার ভাব বিশেষণ।
কায়মনোবাক্যে করে কৃষ্ণে অন্বেষণ ॥
কিবা সে অপূর্ব্ব গতি অনুরাগ মনে।
কান্তোচিত ভাবে স্মিত বিভ্রম ঈক্ষণে ॥
কিবা সে শৃঙ্গার চেষ্টা অনুভাব গণ।
কিবা সে আশ্চর্য্য ভাব বিশেষ বিভ্রম ॥

তথাহি।

চিত্তবৃত্ত নবস্থানং শৃঙ্গারাদ্বিভ্রমোমত ॥

চিত্তবৃত্ত্য অনুবস্থা অনুরাগ মনে।
গতিস্মিত বিহারাদি কায়িক বর্ত্তনে ॥
মনোরম আলাপয়ে মধুর সুস্বর।
কৃষ্ণের বিষয় সেই বাচিক ভিতর ॥
পূর্ব্ব আচরিত লীলা বিলাস স্মরণে।
সকলে আক্ষিপ্তচিত্তা উন্মাদ লক্ষণে ॥
সহজে প্রহৃষ্ট মদযুক্তা নারীগণ।
বিশেষতঃ কৃষ্ণ-প্রেমবতী সর্ব্বজন ॥
সর্ব্বগুণ মাধুর্য্য ঐশ্বর্য্য যে সম্পত্তি।
সে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠাত্রী যেই পূর্ণ শক্তি ॥
তাঁর পতি আচরিত হয় যত লীলা।
অথবা শ্রীরাধাকান্ত পূর্ব্ব যে কহিলা ॥
তদাত্মিকা হৈয়া সব ব্রজবধূগণ।
সে সব বিধির চেষ্টা করয়ে গ্রহণ ॥

তথাহি।

গত্যানুরাগস্মিত বিভ্রমে ক্ষিতৈ-
মনোরমালাপ বিহার বিভ্রমৈঃ।
আক্ষিপ্তচিত্তাঃ প্রমদারমাপতে
স্তাস্তাবিচেষ্টাজগৃহুস্তদাত্মিকাঃ ॥

কৃষ্ণের গমন স্মিত বিশেষ ঈক্ষণে।
বচন বিলাস তৈছে লীলানুকরণে ॥

তথাহি।

প্রিয়ানুকরণং লীলারম্যৈর্বেশাদিভিঃ ক্রিয়া ॥

অন্তরে বাহিরে সবে কৃষ্ণভাবময়।
সকল ইন্দ্রিয় অঙ্গভঙ্গিমা করয় ॥

কৃষ্ণ সম বিহার বিভ্রমা সবে রয় ।
কিবা কৃষ্ণ-বিহারের ভ্রান্তি যাতে হয় ॥
অন্যোন্যে নিবেদয়ে ব্রজবধূগণ ।
তোসবার প্রিয়া আমি কৈনু আগমন ॥
যৈছে উৎকণ্ঠিত চিত্ত হবে তোসবার ।
আমিও নাগর তৈছে করিব বিহার ॥

তথাহি ।

গতিস্মিত প্রেক্ষণ ভাষণাদিষু-
প্রিয়াঃ প্রিয়স্য প্রতিরূঢ় মূর্ত্তয়ঃ ।
অসাবহংত্বিত্য বলাস্তদাত্মিকান্য
বেদিষুঃ কৃষ্ণ বিহার বিভ্রমাঃ ॥

প্রেমলীলা হরি স্বভাবতঃ সর্ব্বজন ।
কৃষ্ণভাবাবেশে লীলা কৈল কতক্ষণ ॥
তার পর যবে বাহ্যজ্ঞান প্রকাশিল ।
বিয়োগে উন্মাদ ভাব সকলের হৈল ॥
পূতনা বধাদি লীলা প্রসিদ্ধ গোকুলে ।
ব্রজবাসী মাত্র গান করয়ে সকলে ॥
ব্রজবধূগণ সেই লীলা উচ্চৈঃস্বরে ।
গান করি বনে বনে অন্বেষিয়া ফিরে ॥
কেশ বাস বিগলিত উন্মত্তের প্রায় ।
যারে দেখে তারে কৃষ্ণ বৃত্তান্ত সুধায় ॥
সর্ব্ব অন্তর্যামী রূপ পুরুষ সে হয় ।
সর্ব্বভূত অন্তরে বাহিরে যে বৈসয় ॥
বৃক্ষগণ প্রতি সে পুরুষ জ্ঞান করি ।
প্রিয়কথা জিজ্ঞাসয়ে অতি প্রেমে ভরি ॥

তথাহি ।

গায়ন্ত্য উচ্চৈরমুমেবসংহতা
বিচিক্যুরুন্মত্ত কবদ্বনাদ্বনং ।
পপ্রচ্ছুরাকাশ বদন্তরং বহি-
র্ভূতেষুসন্তং পুরুষং বনস্পতীন্ ॥

কৃষ্ণপ্রিয় কারণে আদর করি অতি ।
প্রত্যেকে পুছয়ে সব বৃক্ষগণ প্রতি ॥
শুনহে অশ্বত্থ প্লক্ষ ন্যগ্রোধ কাননে ।
তোমরা পাইলে নন্দসুত দরশনে ॥
প্রেম প্রকাশিয়া হাসাবলোকন করি ।
মোসবার মনোরত্ন লৈয়া গেল হরি ॥

অতএব নষ্ট ধন উদ্দেশ কারণে ।
তার কথা পুছি তুমি সব সাধু স্থানে ॥
কোন্ স্থানে বিহার করয়ে কহ মোরে ।
সেই স্থানে অন্বেষণ করিয়ে তাহারে ॥
কৃষ্ণনাম না কহিল ঈর্ষাগত মনে ।
নন্দসুনু কহে ব্রজ আনন্দ কারণে ॥

তথাহি ।

দৃষ্টোবঃ কচ্চিদশ্বত্থ প্লক্ষন্যগ্রোধনোমনঃ
নন্দসূনুর্গতো হৃত্বা প্রেমহাসাবলোকনৈঃ ॥

তাসবার স্থানে প্রত্যুত্তর না পাইয়া ।
অনুমান করে মনে মনে বিচারিয়া ॥
এ সকল বৃক্ষ নিজ মহত্ব কারণে ।
ক্ষুদ্র বুদ্ধে না কহিল মোসবার স্থানে ॥
এত অনুমান করি অন্য বৃক্ষগণে ।
সম্বোধন করি অতি বিনয় বচনে ॥
জিজ্ঞাসয়ে ওহে কুরুবক হে অশোক ।
হে নাগকেশর হে পুন্নাগ চম্পক ॥
বলরামানুজ অতিশয় বলবান্ ।
মানিনীগণের যে হরয়ে সর্ব্বমান ॥
কপট হাস্যেতে মোসবার দর্প হরি ।
গমন করিলা এই বনের ভিতরি ॥
তোমার নিকটে তিহোঁ আছেন লুকাঞা ।
যাইতে দেখিলে কিবা কহ বিশেষিয়া ॥
প্রাণ যায় সেই মহা মোহন বিচ্ছেদে ।
সহিতে না পারি জিজ্ঞাসিয়ে অতি খেদে ॥
অতএব তুমি সব সাধু এই বনে ।
কৃষ্ণোদ্দেশ কহি রাখ সবার জীবনে ॥

তথাহি ।

কচ্চিৎ কুরুবকাশোক নাগ পুন্নাগচম্পকাঃ ।
রামানুজো মানিনীনামিতো দর্পহরস্মিতঃ ॥

উত্তর না পায়্যা কিছু তা সবার স্থানে ।
বিচারিয়া অনুমান করে নিজ মনে ॥
এ পুরুষ জাতি প্রায় কৃষ্ণদাস হয় ।
মানিনী জানিয়া অসূয়াতে নাহি কয় ॥
এত অনুমানি পুনঃ তুলস্যাদিগণে ।
নিজ সখী প্রিয় মানি করে জিজ্ঞাসনে ॥

শুন হে তুলসী জগন্মঙ্গলকারিণী।
পরম সৌভাগ্যবতী তুমি সবে জানি॥
শ্রীবিষ্ণু-চরণদ্বন্দ্ব প্রিয় যে তোমার।
কিবা যে চরণপদ্ম প্রিয়াস্তুতি যার॥
অথবা গোবিন্দ যেই গোকুলেন্দ্র হয়।
তাহার চরণ প্রিয়া তুমি সুনিশ্চয়॥
তোমার সহিতে সেই চরণারবিন্দে।
ভ্রমণ করয়ে অলিকুল মধুগন্ধে॥
অনিবার্য্য মত্ত অলিগণের ঝঙ্কারে।
যতন করিয়া তিহোঁ লুকাইতে নারে॥
তোমা ছাড়ি তিহোঁ নাহি রহে একক্ষণ।
কাঁহা সে অচ্যুত সত্য কহ সে বচন॥

তথাহি।

কচ্চিত্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে।
সহত্বালিকুলৈ র্বিভ্রদ্দৃষ্টস্তেঽতিপ্রিয়োঽচ্যুতঃ॥

তুলসীর স্থানে কিছু উত্তর না পাইয়া।
নিজ অভিমান হেতু মনে বিচারিয়া॥
কৃষ্ণ অন্বেষণে সবে করয়ে গমন।
আগে দেখে পুষ্পভরে নম্র শাখাগণ॥
পুষ্প সমর্পণ করি কৃষ্ণের চরণে।
এই কৃষ্ণ-দাসীরূপা করিল সেবনে॥
অভিমানহীনা এই সব সুনিশ্চয়।
অনুমান করিয়া প্রত্যেকে জিজ্ঞাসয়॥
মালতী মল্লিকে জাতি যূথী সখীগণ।
মাধবাগমনে হৈল প্রফুল্ল বদন॥
তোমা সবা প্রীতি জন্মাইয়া সেই হরি।
গমন করিলা পুষ্প ত্রোটনাদি করি॥
মোসবার সমান দুঃখিনী সর্ব্ব জন।
কহিতে উচিত কৈছে করিল গমন॥

তথাহি।

মালত্য দর্শিবঃ কচ্চিন্মল্লিকে জাতি যূথিকেঃ।
প্রীতিং বোজনয়নস্নাতঃ করস্পর্শেন মাধবঃ॥

এইমত পুষ্পবতী কৃষ্ণ-দাসীগণে।
ঈর্ষাযুক্ত নম্র নখক্ষতাদি সুচনে॥
উত্তর না প্যায়া মনে অনুমান করে।
কৃষ্ণদাসী সব ভয়ে না কহে আমারে॥

এত অনুমানি চলে কৃষ্ণ-অন্বেষণে।
মুনিপ্রায় দেখি জিজ্ঞাসয়ে বৃক্ষগণে॥
চূত হে লতাম্র শাল ভেদ যে পিয়াল।
পনস কণ্টকী হে অসন পীত শাল॥
কোবিদার হে চম্বরী বিভেদ কাঞ্চন।
হে জম্বুক বিল্ব বকুলাদি বৃক্ষগণ॥
কদম্ব হে নীপ স্থূলি কদম্ব বিশেষ।
জাম্বীর দাড়িম্ব নিম্ব বৃক্ষ যে অশেষ॥
মূল অস্থি ত্বক্ শাখা পত্র পুষ্প ফলে।
পর উপকারে জন্ম যমুনার কূলে॥
তীর্থবাসী সত্যবাদী নিজ কৃপা গুণে।
বঞ্চনা না কর সত্য কহ যে বচনে॥
কৃষ্ণের বিচ্ছেদে হতজ্ঞান মোসবার।
মৃতপ্রায় অন্বেষণে গতি নাহি আর॥
অতএব শুন মোসবার নিবেদন।
কৃষ্ণের পদবী কহি রাখহ জীবন॥

তথাহি।

চূতঃ পিয়াল পনসাশন কোবিদার
জম্বুকবিল্ব বকুলাম্র কদম্বনীপাঃ।
যেঽন্যে পরার্থ ভবিকাযমুনোপকূলাঃ
সংসন্তু কৃষ্ণ পদবীং রহিতাত্মনাং নঃ॥

এইমত সবে কৃষ্ণ-পদবী প্রার্থনে।
ভূমিতে ধরিল নেত্র চরণ স্মরণে॥
সকলব্যাপিকা এই পৃথিবী যে হয়।
ইহোঁ কৃষ্ণ-দরশন পাইল নিশ্চয়॥
এত মনে করি দূর্ব্বাঙ্কুরাদি যাচনে।
কৃষ্ণপাদস্পর্শ হেতু পুলকিত মনে॥
পরম সৌভাগ্যবতী পৃথিবী যে হয়।
এই মনে আর্ত্তিক্রমে সবে জিজ্ঞাসয়॥
শুন হে ধরণী তুমি কোন্ তপ কৈলা।
কৃষ্ণের চরণপদ্ম হৃদয়ে ধরিলা॥
যাতে অতি মহোৎসব হইল তোমার।
সর্ব্বাঙ্গে পুলক দেখি অতি শোভা সার
কেবল সে অঙ্ঘ্রি স্পর্শে এমত না হয়।
বুঝিনু সম্ভোগ হেতু স্বভাব উদয়॥

পুনরপি পক্ষান্তর উঠাইয়া কয়।
এই যে উৎসব অঙ্ঘ্রি সম্ভোগ নিশ্চয়॥
ত্রিলোকী হইতে যে ঐশ্বর্য্য প্রকটিল।
ত্রিবিক্রম পাদপদ্মে এমত কি হৈল॥
এমত পুলক শোভা সম্পত্ত্যাদি আর।
সেকালে ঈদৃশ সুখ না শুনি তোমার॥
কিবা সে চরণ স্পর্শ মাত্র হেতু নয়।
বরাহ আকৃতি যেই ভগবান্ হয়॥
রসাতল হৈতে তিহোঁ তোমা উদ্ধারিল।
তাহাতে তোমার সঙ্গে সম্ভোগ হইল॥
অতএব মোসবারে কহিবে নিশ্চয়।
কেশবাঙ্ঘ্রি স্পর্শন সম্ভব কিসে হয়॥
কিবা ত্রিবিক্রম পাদস্পর্শন কারণে।
অথবা বরাহ মূর্ত্তি সহ আলিঙ্গনে॥
ত্রিবিক্রম বরাহ যে ঈশ্বরাবতার।
কেশ বেশ মাধুর্য্য কৃষ্ণের সর্ব্বসার॥
যাহাতে তোমার হেন মহোৎসব হৈল।
সে কথা নিশ্চয় করি মোসবারে বল॥
পরম সুভগা তুমি বুঝিনু বিধানে।
আমরা দুর্ভাগা সব কৃষ্ণসঙ্গ বিনে॥
তাহার বিচ্ছেদ মোরা সহিতে না পারি
কৃষ্ণপদ দেখাইয়া দেহ কৃপা করি॥

তথাহি।

কিন্ত্বেকৃতং ক্ষিতিতপোবত কেশবাঙ্ঘ্রি
স্পর্শোৎসবোৎ পুলকিতাঙ্গর হৈবিভাসি।
অপ্যঙ্ঘ্রি সম্ভব উরুক্রম বিক্রমাদ্বা
আহো বরাহ বপুষঃ পরিরম্ভণেন॥

ধরণীর স্থানে কিছু উত্তর না পাইয়া।
সবে অনুমান করে মনে বিচারিয়া॥
তুলসী সদৃশী এই কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কৃষ্ণ-ইচ্ছা অনুসার হেতু না কহয়॥
এইমতে আগে সবে অন্বেষিয়া ফিরে।
এথা কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে নিকুঞ্জে বিহরে॥
স্বপক্ষ যে গণ আগে হরিণী দেখিয়া।
জিজ্ঞাসয়ে তারে অতি বিশ্বাস করিয়া॥

কৃষ্ণসার পত্নী সখী শুনহে বচন।
প্রিয়ের বিরহ দুঃখ হয়ত যেমন॥
আপন বিষয়ে তুমি জান ভালমতে।
অতএব মোসবারে কহিবে নিশ্চিতে॥
মোসবা ত্যজিয়া কৃষ্ণ প্রিয়া করি সাথে।
এ পথে আইলা তুমি দেখিলা সাক্ষাতে॥
হেনকালে মৃগীগণ সে পথে আইল।
নেত্রভঙ্গি দেখি প্রশ্ন করিতে লাগিল॥
প্রিয়াসহ কৃষ্ণের মাধুর্য্য দরশনে।
পরম আনন্দ সবে পাইয়াছ মনে॥
অন্যথা প্রসন্ন দৃষ্টি এমত না হয়।
অতি যে নিকটে সবে দেখিলা নিশ্চয়॥
আমরা সকলে সখী হই রাধিকার।
দূরে হৈতে জানি অঙ্গগন্ধ সে দোঁহার॥
তদ্ধি জানন্তি তদ্বিত ইত্যাদি ন্যায়েতে।
সেই পরিমল পাই এইত দিশাতে॥
প্রথমে সে অঙ্গে দিল বৈজয়ন্তি মালা।
তারপর তুলসীর মালা যে ধরিলা॥
তৎপশ্চাৎ কুন্দমালা করিল ধারণ।
শ্রীঅঙ্গে ত্রিবিধ মালা অতি সুশোভন॥
অতএব মোসবারে না কর বঞ্চন।
কৃষ্ণের উদ্দেশ কহি রাখহ জীবন॥

তথাহি।

অপ্যেন পত্ন্যুপগতঃ প্রিয়য়েহ গাত্রৈ-
স্তন্বন্ দৃশাং সখীসুনির্বৃতি মচ্যুতোবঃ।
কান্তাঙ্গকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়া
কুন্দস্রজঃ কুলপতেরিহ বাতি গন্ধঃ॥

হরিণী সর্ব্বের দেখি মৌন বিলোকনে।
নিজসম বিরহার্ত্তিভব অনুমানে॥
কৃষ্ণ অন্বেষণে আগে করয়ে গমন।
ফল পুষ্পভরে নম্র শাখা সুশোভন॥
দেখিয়া পরম সাধু মানি বৃক্ষগণে।
কৃষ্ণের বৃত্তান্ত পুছে তা সবার স্থানে॥
প্রিয়াস্কন্ধে বামভুজ করিয়া ধারণে।
দক্ষিণ ভুজেতে নীলপদ্ম আলম্বনে॥

তুমি সব সাধু কৃষ্ণ-দরশন পাইলা।
ফল পুষ্প দিয়া তাঁর চরণ বন্দিলা॥
অতি যে সৌগন্ধ পদ্ম তুলসীর মালা।
সে সৌরভ পাঞা অলিকুল ধাঞা আইলা
মধুমদে অন্ধ কিছু দেখিতে না পায়।
প্রিয়া-মুখপদ্মে উড়ি পড়িবারে চায়॥
অতএব নীলপদ্ম করিয়া চালনে।
নিবারণ করি চলে মধুকরগণে॥
বলরামানুজ সে প্রমত্ত অতিশয়।
মোসবার চিত্তে তেঞি হয়ত সংশয়॥
তোসবার প্রণামে কি কৈল অবধান।
কিবা নাহি করে হয় যথার্থ আখ্যান॥

তথাহি।

বাহুংপ্রিয়াংশ উপধায় গৃহীত পদ্মো
রামানুজ তুলসী কালিকুলৈর্ম্মদান্ধৈঃ।
অন্বীয়মানইহবস্তরবঃ প্রণামং কিঙ্কাভি-
নন্দতি চরন্ প্রণয়াবলোকৈঃ॥

উত্তর না পায়্যা সবে অনুমান করে।
এই সব কৃষ্ণদাস না কহে আমারে॥
এইমত সবে করে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।
আগে দেখে বৃক্ষ আলম্বনে লতাগণ॥
অতি সুকোমলা মন্দ পবনে দোলায়।
স্ত্রীজাতি দেখিয়া সবে মানে সখীপ্রায়॥
কৃষ্ণ-কর-নখস্পর্শ এ সবে পাইল।
তাহাতে অত্যন্ত কম্প পুলক ধরিল॥
অতএব সখী সব কৃষ্ণের উদ্দেশ।
ইহা সবাকারে পুছ কহিবে বিশেষ॥

তথাহি।

পৃচ্ছতেমালতা বহুনপ্যাশ্লিষ্টবনস্পতে।
ন্যূনং তৎ করজ স্পৃষ্টাবিভ্রত্যুৎপুলকান্যহো॥

এইমত উন্মত্তের সমান বচনে।
অন্বেষণ করিয়া কাতর গোপীগণে॥
কৌমার পৌগণ্ড যে কৈশোর কৃষ্ণলীলা।
ভাবাবেশে সবে গান করিতে লাগিলা॥
কৃষ্ণগত আত্মা সব ব্রজবধূগণ।
প্রেমোন্মাদে করে কৃষ্ণলীলানুকরণ॥

নিজভাব স্বভাবে কিছুই নাহি করে
কৃষ্ণের বিচ্ছেদাবেশে নানা বেশ ধরে॥

তথাহি।

ইত্যুন্মত্ত বচোগোপ্যঃ কৃষ্ণান্বেষণ কাতরাঃ।
লীলা ভগবত স্তাস্তাহ্যনুচক্রুস্তদাত্মিকাঃ॥

কৃষ্ণ-বাল্যবেশে কেহ রহিল শুতিয়া।
কেহবা পূতনাবেশে তারে কোলে লঞা॥
আহা মরি মরি করি স্তন দেয় মুখে।
তিহোঁ পানছলে ফেলি বৈসে তার বুকে॥
কেহ যে শুতিলা বাল্যভাব প্রকাশিয়া।
শকট আকৃতি কেহ হইল আসিয়া॥
অধোমুখে রহে হস্ত পদ অবনীতে।
ক্রন্দন করিয়া তারে ফেলে পদাঘাতে॥
আর কেহ বাল্যভাবে রহিল শুতিয়া।
কেহ পাক দিয়া আসে তৃণাবর্ত্ত হৈয়া॥
তারে লৈয়া অন্তরীক্ষে যাইবারে চায়।
তিহোঁ তারে গলে ধরি ভূমিতে ফেলায়॥
কৃষ্ণ সম কিঙ্কিণী নূপুর বাজাইয়া।
কেহ বাল্যবেশে বুলে হামাগুড়ি দিয়া॥
কৃষ্ণ বলরাম বেশে দোঁহে করে লীলা।
কতজনা ব্রজশিশুভাবে করে খেলা॥
আর কতজন বৎসাকৃতি হৈয়া রয়।
তার মধ্যে একজনা বৎসাসুর হয়॥
কৃষ্ণবেশে আসি তারে ফেলে পাক দিয়া।
সবে সাধু সাধু কহে সে কর্ম্ম দেখিয়া॥
বকাকৃতি হৈয়া কেহ তারে আসি ধরে।
তিহোঁ কৃষ্ণবেশে তার গর্ব্ব চূর্ণ করে॥
কেহ অঘাকৃতি যেন পড়িয়া রহিল।
কৃষ্ণবেশে কেহ যেন মারিয়া ফেলিল॥
এইমতে সকলে মিলিয়া লীলা করে।
গোপাল বালক যেন বনের ভিতরে॥
কতজন দুর বনে চলে গাভী লৈয়া।
কেহ কেহ আহ্বানয়ে ধেনু-নাম লৈয়া॥
কেহ বেণুবাদ্য করে কৈশোর আবেশে।
ক্রীড়া করে দেখি অন্য সকলে প্রশংসে॥

কেহ কৃষ্ণবেশে বলে সবারে ডাকিয়া।
মনোহর নৃত্য লীলা মোর দেখসিয়া॥
কেহ ডাকি বলে আর বাত বর্ষা হৈতে।
তোমরা সকলে ভয় না করিহ চিত্তে॥
সকলের ভয় ত্রাণ এই দেখ করি।
এত বলি বস্ত্র তোলে বামহস্তে ধরি॥
পৌগণ্ড আবেশে কেহ কারো হাতে ধরি
কদম্বে উঠিবে যেন চলে ত্বরা করি॥
শুনরে দুষ্ট কালীয় কহিয়ে বচন।
হ্রদ ছাড়ি ত্বরিতে করহ আগমন॥
খল স্বভাবতঃ যদি না যাইবে তুমি।
সকল খলের দণ্ডধারী আছি আমি॥
একজনা ডাকি বলে আর সব জনে।
দেখ হে গোপাল সব দাবানল বনে॥
তোমরা সকলে শীঘ্র মুদহ নয়ন।
ত্বরিতে করিব আমি মঙ্গল বিধান॥
কেহ ননী খাঞা যেন ভাণ্ড ভাঙ্গি যায়।
ব্রজেশ্বরী যেন কেহ তার পাছে ধায়॥
ননী খাও ভাণ্ড ভাঙ্গ যাহ পলাইয়া।
করিব তোমার দণ্ড রাখিব বান্ধিয়া॥
কেহ উদূখল যেন বসিয়া রহিল।
কেহ ব্রজেশ্বরী তারে তাহাতে বান্ধিল॥
তিহোঁ দুই হাতে মুখ আচ্ছাদন করি।
রোদন করিয়া ভয়ে রহে তারে হেরি॥
এইমত অন্যোন্যে যত গোপীগণ।
যথোচিত করে কৃষ্ণলীলানুকরণ॥

তথাহি।

কস্যচিৎ পুতনায়ন্ত্যাঃ কৃষ্ণায়ন্ত্য পিবৎস্তনং।
তোকায়িত্বা রুদত্যন্যাপদাহন্ শকটায়তীং।
দৈত্যায়িত্বা জহারাণ্যা মেকাকৃষ্ণার্ভভাবনা।
রিঙ্গয়া মাসকাপ্যঙ্ঘ্রী কর্ষতি ক্ষোভ নিস্বনৈঃ
কৃষ্ণ রামায়িতেদ্বেতু গোপালস্যশ্চকাশ্চন।
বৎসায়তীং হন্তি চান্যাতত্রৈকাতুবয়তীং॥
আহূয় দূরগায়দ্বৎ কৃষ্ণস্তমনুকুর্ব্বতীং।
বেণুং কণন্তী ক্রীড়ন্তী মন্যাঃ সংশস্তি সাধ্বীতি॥
কস্যাঞ্চিৎ স্বভুজং ন্যস্য চলন্ত্যাহাপরানন্থ।
কৃষ্ণোহহং পশ্যত গতিং ললিতামিতি তন্মনা।
মাভৈষ্টবাত বর্ষাভ্যাং তত্রাণং বিহিতং হিবঃ॥
ইত্যুক্তৈ কেনহস্তেন যতন্ত্যুন্নিদধেম্বরং।
আরুহ্যৈকাং পদাক্রম্য শিরস্যাহা পরানম্থ।
দুষ্টাহে গচ্ছ যাতোহহং খলানাং নমুদণ্ডধৃক্।
তত্রৈকো বাচ গোপালা দাবাগ্নিং পশ্যতোল্বণং।
চক্ষুষ্যাশ্বপিদধ্বং বোবিধা ক্ষেক্ষেমমঞ্জসা।
বদ্ধান্যয়াস্রজা কাচিত্তন্বী তত্র উদূখলে॥
বধ্নামি ভাণ্ড ভেত্তারং হৈয়ঙ্গব মুষস্যাপি। ইত্যাদি

এইমত পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ-লীলাগুণ।
গান অনুকরণ করিয়া গোপীগণ॥
জিজ্ঞাসিয়া বৃন্দাবনে লতারুগণে।
কৃষ্ণ-অন্বেষণ করি বুলে বনে বনে॥
পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
পরম প্রেয়সী সহ করিল গমন॥
মুনি সব যে চরণ-চিহ্ন ভাবে মনে।
সাক্ষাৎ সে সব চিহ্ন দেখে গোপীগণে॥
প্রথমে পাইল তাপ কৃষ্ণ-অদর্শনে।
দ্বিতীয়ে করিল গান সহ অন্বেষণে॥
তৃতীয়ে সে গান কৃষ্ণলীলানুকরণ।
চতুর্থে পাইল পদচিহ্ন দরশন॥

তথাহি।

এবং কৃষ্ণং পৃচ্ছমানা বৃন্দাবনলতাস্তরূন্।
ব্যচক্ষত বনোদ্দেশে পদানি পরমাত্মনঃ॥

অন্যোন্যে কহে হের দেখ গোপীগণ।
কৃষ্ণ-পদচিহ্ন সব স্ফুট বিলক্ষণ॥
ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ সব সুশোভন।
স্বস্তিক যে ঊর্দ্ধরেখা আর অষ্টকোণ॥
এই অষ্টচিহ্ন হয় দক্ষিণ চরণে।
বামপদ-চিহ্ন এবে কর দরশনে॥
ত্রিকোণেন্দ্র ধনু কুম্ভ অর্দ্ধচন্দ্রাকার।
অম্বর গোষ্পদ মীন সপ্তম প্রকার॥
জম্বু ফলাকার চিহ্ন দক্ষিণ চরণে।
এইত ষোড়শ চিহ্ন দেখ বিদ্যমানে॥
শঙ্খ চক্র ছত্র তিন করহ দর্শন।
দুইপদে চিহ্ন ঊনবিংশতি গণন॥

তথাহি।

পদানি ব্যক্তমেতানি নন্দসূনোর্মহাত্মনঃ।
লক্ষ্যন্তেহি ধ্বজাম্ভোজ বজ্রাঙ্কুশ যবাদিভিঃ॥

বিচ্ছেদান্বেষণে বলহীনা গোপীগণ।
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদচিহ্ন বিলক্ষণ ॥
অন্বেষণ করি করি সবে চলি যায়।
দুর্ব্বাশিলাময়ী ভূমে দেখিতে না পায় ॥
কাহোঁ যে উজ্জ্বল রেণু বিশেষ ভূমিতে।
সবিশেষ পদচিহ্ন পায়েন দেখিতে ॥
বধূ-পদচিহ্ন কৃষ্ণ-পদচিহ্ন সনে।
দেখি আর্ত্ত হৈয়া কহে সব গোপীগণে ॥

তথাহি।

তৈস্তৈঃ পদৈস্তৎ পদবীমন্বিচ্ছন্ত্যোঽগ্রতোঽবলাঃ
বধ্বাঃপদৈঃ সুপৃক্তানি বিলোক্যার্ত্তাঃ সমব্রুবন্ ॥

কৃষ্ণের সহিত কেবা করিল গমন।
কার পদচিহ্ন এই দেখ সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণস্কন্ধে আপন প্রকোষ্ঠ যে ধরিল।
কৃষ্ণ যার স্কন্ধভুজ আলম্বন কৈল ॥
করিণীর স্কন্ধে যৈছে করিশুণ্ড দিয়া।
করিণী যেমত করী সহিতে মিলিয়া ॥
গমন করয়ে কামমদে মত্ত হৈয়া।
তেমতি গমন এই দেখ সবে আসিয়া ॥

তথাহি।

কস্যাঃ পদানি চৈতানি যাতায়া নন্দসূনুনা।
অংশন্যস্ত প্রকোষ্ঠায়াঃ করেণোঃ করিণা যথা ॥

কৃষ্ণ যারে সঙ্গে লৈয়া করিল গমন।
কহিতে লাগিল তাঁর সুহৃদ পক্ষগণ ॥
ভগবান্ ভক্ত ইষ্ট প্রদানে সমর্থ।
সেই হরি আরাধনা ক্রিয়ায়ে যথার্থ ॥
বুঝি ইহোঁ নিশ্চয় করিলা জন্মান্তরে।
তেকারণে কৃষ্ণেরে করিল বশীকারে ॥
মোরা জন্মান্তরে যৈছে ভজন না কৈনু।
তাদৃশ যে বশীকার ভাগ্য না লভিনু ॥
এইত কারণে কৃষ্ণ মোসবা ত্যজিয়া।
বিহার করয়ে তাঁরে নিভৃতে আনিয়া ॥
অথবা যে স্বমাধুর্য্য প্রকটন-পর।
সর্ব্বদুঃখ-হর্ত্তা সর্ব্বজন-মনোহর ॥
ব্রজজন-প্রাণনাথ গোবিন্দ যে হয়।
তাঁর আরাধন ইহোঁ করিল নিশ্চয় ॥

অতএব তিহোঁ আমা সবারে ত্যজিয়া।
বিহার করয়ে রাধা নিভৃতে লইয়া ॥

তথাহি।

অনয়ারাধিতোনূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
যন্নবিহায় গোবিন্দঃ প্রীতোয়ামনয়দ্রহঃ ॥

একথা শুনিয়া যে তটস্থা পক্ষগণ।
অন্যোন্যে মিলি কহে করি সম্বোধন ॥
সখী সব শুন হয় আশ্চর্য্য কথন।
কৃতকৃত্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-রেণুগণ ॥
ব্রহ্মা শিব আর লক্ষ্মী দুঃখ বিনাশনে।
অতিশয় ভক্ত্যে করে মস্তকে ধারণে ॥
অতএব ধন্য কৃষ্ণপাদরেণুগণ।
আমরা অধন্যা কৃষ্ণ-বিচ্ছেদ কারণ ॥

তথাহি।

ধন্যা অহো অমী আল্যো গোবিন্দাংঘ্র্যব্জরেণবঃ
যান্ ব্রহ্মেশোরমাদেবী দধুর্মূর্দ্ধাঘনুত্তয়ে ॥

একথা না শুনি প্রতিপক্ষ গোপীগণ।
কহিতে লাগিল ঈর্ষাময় যে বচন ॥
কৃষ্ণ সঙ্গে রঙ্গে যেহোঁ করিল গমন।
মোসবা ত্যজিলা কৃষ্ণ যাহার কারণ ॥
অচ্যুত অধর সর্ব্ব গোপিকার ধন।
চুরি করি একা যেই করে আস্বাদন ॥
তার এই সব পদচিহ্ন দরশনে।
অতি দুঃখ উপজয়ে মোসবার মনে ॥

তথাহি।

তস্যা অমূনিনঃ ক্ষোভং কুর্ব্বন্ত্যচ্চৈঃ পদানিযৎ।
যৈকাপহৃত্য গোপীনাং ধনং ভুঙ্ক্তেঽচ্যুতাধরং ॥

পদচিহ্ন দেখিতে দেখিতে চলি যায়।
রাধিকা-চরণচিহ্ন দেখিতে না পায় ॥
সুহৃদপক্ষগণ কথা কহে পুনর্ব্বার।
রাধিকার পদচিহ্ন না দেখিয়ে আর ॥
শিল তৃণাঙ্কুরে পদতলে ব্যথা পাইল।
তেকারণে প্রিয় প্রিয়া কোলে করি নিল ॥

তথাহি

ন লক্ষ্যন্তে পদান্যত্র তস্যানূনং তৃণাঙ্কুরৈ।
খিদ্যাৎসুজাতাঙ্ঘ্রিতলা মুন্নিন্যে প্রেয়সীং প্রিয়ঃ

অসূয়াতে কহে প্রতিপক্ষা গোপীগণ।
বিচারিয়া বুঝহ বিদগ্ধা গোপীগণ ॥
প্রেমরস-বিদগ্ধ সে কৃষ্ণ কভু নয়।
কেবল সে কামতন্ত্রপর সুনিশ্চয় ॥
এই হেতু বধূরে সে কান্ধে করি লয়।
তাহারে বহিতে অতি ভারাক্রান্ত হয় ॥
অতএব তার এই পদচিহ্নগণ।
বর্ত্তমান দেখ হয়ে অতি নিমগন ॥

তথাহি।

ইমান্যধিক মগ্নানি পদানিবহতোবধূং।
গোপ্যঃ পশ্যত কৃষ্ণস্য ভারাক্রান্তস্য কামিনঃ

এত শুনি রাধিকার স্বপক্ষ কতজন।
নিজভাব অনুরূপ কহেন বচন ॥
এইখানে শ্রীকৃষ্ণ বিদগ্ধ শিরোমণি।
কান্তার অধীন হৈয়া কহিলা আপনি ॥
হেরয়ে অপূর্ব্ব পুষ্প দেখ হে সুন্দরি।
তুমি যদি তোল আমি উঠাইয়া ধরি ॥
এই বলি পার্শ্বদ্বয়ে ধরি উঠাইল।
তিহোঁ এই সব পুষ্প ত্রোটন করিল ॥
তেকারণে কৃষ্ণের প্রপদচিহ্নগণ।
এখানে হইল অতিশয় নিমগন ॥

তথাহি।

অত্রাবরোপিতাকান্তা পুষ্পহেতোর্মহাত্মনা।
প্রপদাক্রমণে এতে পশ্যতা সকলে পদে ॥

এত শুনি রাধিকার অন্য সখীগণ।
কহিতে লাগিল হের দেখ সর্ব্বজন ॥
এইখানে প্রেয়সীর বেশের কারণে।
পুষ্প অপচয় প্রিয় করিল আপনে ॥

তথাহি।

অত্র প্রসূনা বচয়প্রিয়ার্থে প্রেয়সাকৃতঃ।

ছিণ্ডি পড়িল সেই গর্ভ কাথ্যমালা।
দেখি প্রতিপক্ষগণ কহিতে লাগিলা ॥
এইখানে কামিনীর কেশ প্রসাধন।
করিলা যে কামক্রীড়া সুখের কারণ ॥

তথাহি।

কেশপ্রসাধনংহত্র কামিন্যাঃ কামিনাকৃতং ॥

এইমত বিপক্ষের বচন শ্রবণে।
তাদৃশোপবেশ দেখি কহে সখীগণে ॥
কেশের বিন্যাস করি বেশের কারণে।
কান্তার সহিতে কৃষ্ণ বসিলা এখানে ॥

তথাহি।

তানিচূড়য়তা কান্তা মুপবিষ্ট মিহ ধ্রুবং ॥

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
কৃষ্ণরস রাসকেলী অপূর্ব্ব বর্ণনে ॥
এইমত সর্ব্ব গোপীগণের শ্রীমুখে।
রাধাসহ কৃষ্ণলীলা প্রশংসিয়া সুখে ॥
আপনেহ নিজমুখে করে প্রশংসন।
সাবধান হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ ॥
যদ্যপিহ আত্মারাম হয় স্বাত্মরত।
তথাপিহ অখণ্ডিত শৃঙ্গার আসক্ত ॥
আনন্দ চিন্ময় অনির্ব্বচনীয় প্রেমা।
সদাশ্রয় রূপা যেই অতি প্রিয়তমা ॥
কৃষ্ণবাঞ্ছা পূর্ত্তিরূপ করে আরাধনা।
আহ্লাদিনী শক্তির সারাংশ বিলক্ষণা ॥
তাঁর সনে করে কৃষ্ণ সাক্ষাৎ রমণ।
প্রেমপরিপাটি অতি নির্য্যাস চর্ব্বণ ॥
আত্মারাম স্বাত্মরত তাঁর যত গুণ।
অন্তর্ভূত হৈল তত্ত্ব শুনহে রাজন্ ॥
তাঁর প্রেমে তুষ্ট হৈয়া তাহার সহিতে।
রমণ বিভ্রমে করি হয় বশীকৃতে ॥
অতএব কৃষ্ণপ্রেম বিলাসিত হয়।
নিজতনু মন ধন তাতে সমর্পয় ॥
ভুবনে তুলনা নাহি প্রেম যে তাঁহার।
আত্মারাম গুণ যাতে কৈল তিরস্কার ॥
তেমতি যে রাধাপ্রেম কায়বাক্য মনে।
কৃষ্ণ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই না জানে ॥
কিবা সে আশ্চর্য্য প্রেম মধ্যস্থ দোঁহার।
অন্যোন্যে দোঁহার যেই কৈল বশীকার ॥
অতএব এক আত্মা হয় দুই জন।
সাধ্বস রহিত শুদ্ধ প্রণয় কারণ ॥

প্রিয় হেলনাদি কান্তা করয়ে যেমন।
প্রিয়াপ্রার্থনাদি কান্তা করয়ে তেমন ॥
কৃষ্ণের উজ্জ্বল প্রেম দর্পণের আগে।
মহাভাব চিন্তামণি রাধিকারে লাগে ॥
অতএব রাধাকৃষ্ণ দোঁহার স্বরূপ।
বিষয় আশ্রয় দুই আলম্বন রূপ ॥
সামর্থ্য রতির কৃষ্ণ হয়েন বিষয়।
রাধিকা হয়েন সেই প্রেমের আশ্রয় ॥
তাদৃশ বিষয় প্রেম আশ্রয় বিহনে।
কামী সব আর যত কামিনীর গণে ॥
নিজ সুখ হেতু যে প্রাকৃত প্রেম করে।
সেই রস নিন্দ্য রস গ্রন্থের বিচারে ॥

তথাহি।

লঘুত্বমত্রযৎ প্রোক্তং তত্তু প্রাকৃত নায়কে।
ন কৃষ্ণেব সনির্ব্বাস স্বাদার্থ মবতারিণে ॥

যদি কামক্রীড়াতে থাকয়ে রসিকতা।
রসিকা রমণী সঙ্গে রমণ মমতা ॥
তবে সেই জন আপনাকে হৈবে দীন।
কামিনী করিবে বশ হইয়া অধীন ॥
বসিয়া রমণী রস-উন্মত্ত চিতে।
রমণেচ্ছা থাকে যদি রসিক সহিতে ॥
স্বাতন্ত্রতা রূপ চেষ্টা থাকে যদি আর।
লজ্জা ত্যজি করিবে পুরুষ বশীকার ॥

তথাহি।

প্রিয়ৈকবশ্যতা পুংসাং দাম্পত্যে পরমং সুখং।
সার্ষ্ট্যমেব রতের্ভূষা ললনানাং নতত্রপা ॥

কামীজনের দৈন্য কামিনীর দুরাত্মতা।
শিখাইয়া করে কৃষ্ণ রমণ ব্যগ্রতা ॥

তথাহি।

রেমেতয়া স্বাত্মরত আত্মারামোঽপ্যখণ্ডিতঃ।
কামিনাং দর্শয়ন্ দৈন্যং স্ত্রীণাঞ্চৈব দুরাত্মতাং ॥

অন্য নারীগণ ত্যজি যার বশ হয়।
যাহার সহিতে প্রেমরস আস্বাদয় ॥
তার চিত্তে তবে যে হইল অতি মান।
আপনাকে মানে সর্ব্ব কামিনী প্রধান ॥
অনির্ব্বচনীয় যাঁর মহিমা পবিত্র।
পরম স্বতন্ত্রর অতি দুর্ল্লভ চরিত্র ॥

সেই কৃষ্ণ প্রেমকর্ত্তা সবার যে হয়।
কামজ্বালা গোপী সব ত্যজিয়া নিশ্চয় ॥
অনুবর্ত্তি হৈয়া সেই সেবা করে কাছে।
অতএব আমার সমান কেবা আছে ॥

তথাহি।

সাচমেনে তদাত্মানাং বরিষ্ঠং সর্ব্ব যোষিতাং।
হিত্বা গোপীঃ কামজ্বালা মামসৌ ভজতে প্রিয়ঃ

এইমত অভিমান চিত্তে হৈল যবে।
কত দূর গিয়া কৃষ্ণ প্রতি কহে তবে ॥
শুন হে কেশব আমি না পারি চলিতে।
যাঁহা তুয়া মন তাঁহা লহ পূর্ব্ব রীতে ॥

তথাহি।

তত গত্বা বনোদ্দেশং দৃপ্তা কেশব মব্রবীৎ।
ন পারয়েঽহং চলিতুং নয়মাং যত্রতে মনঃ ॥

কৃত্রিম আলস্য আদিময় নর্ম্মসার।
স্বাধীন ভর্ত্তৃকোচিত বচন তাহার ॥
শুনিয়া সে কৃষ্ণ তারে কয় নর্ম্ম করি।
চলিতে না পার যদি শুনহ সুন্দরি ॥
তবে মোর স্কন্ধে তুমি কর আরোহণ।
তোমারে লইব আমি যেখানে নির্জ্জন ॥

তথাহি।

এবমুক্তঃ প্রিয়া মাহ স্কন্ধমারুহ্যতামিতি ॥

এই যে বচন কৃষ্ণ কহিল প্রিয়ারে।
ইহাতে নাহিক দোষ শাস্ত্রের বিচারে ॥
অন্য মুখে হয় যেই দুর্ব্বাদ বচনে।
বিপরীত হয় সেই প্রিয়ের বদনে ॥
ইতর ইন্ধনে যেই উপজয়ে ধূম।
অগুরু সম্ভব সেই ধূপ অনুপম ॥

তথাহি শাস্ত্রং।

যোঽন্য মুখে দুর্ব্বাদঃ প্রিয়তম বদনেসএব বিপরীত
ইতরেন্ধন জন্মাধূমঃ সোঽগুরু সম্ভবোধূপঃ ॥

বাহুমূল সমূহে প্রকাণ্ড কায়ে তার।
স্কন্ধের বিভেদ দুই লেখে কোষাকার ॥

তথাহি।

স্কন্ধঃ প্রকাণ্ড কায়েচ বাহুমূল সমূহয়োঃ ॥

অতএব প্রকাণ্ড সে বক্ষঃস্থলে ধরি।
তোমারে লইব কহিলেন নর্ম্ম করি॥
পূর্ব্ব অন্তর্দ্ধানে যে আছিল কৃষ্ণ চিতে।
সে সকল এইমত একই ক্রীড়াতে॥
অনেক দুর্ল্লভ ফল সম্প্রদান করি।
দেখাইল আপনার পরম চাতুরী॥
স্বাধীনভর্ত্তৃকাবস্থা সম্ভোগ উচিতা।
প্রেম পরাকাষ্ঠা করি জগত বিদিতা॥
বিপ্রলম্ভ দশা অতি দৈন্য মহাত্মিকা।
দেখাইলা তাহার যে পরাকাষ্ঠাধিকা॥
কান্ধে আইস বলি তার নিকট হইতে।
অন্তর্দ্ধান কৈল কথা কহিতে শুনিতে॥
তবে সেই বধূ নিজ কান্ত না দেখিয়া।
অনুতাপ করে অতি বিলাপ করিয়া॥

তথাহি।

ততশ্চান্তর্দধে কৃষ্ণঃ সা বধূরন্বতপ্যত॥

প্রিয় অদর্শনে তার না রহে জীবন।
খেদে আর্ত্তি সম্বোধনে করে বিলপন॥
হা হা নাথ স্বামী মম করহে পালন।
কান্তোচিত সুখপ্রদ তুমি হে রমণ॥
হা হা প্রেষ্ঠ তদ্বিষয় প্রেমবিস্তারক।
কাঁহা গেলা কোথা আছ লোচন-তারক॥
তোমা না দেখিলে মোর প্রাণ নাহি রয়।
ব্যগ্রতা করিয়া বার বার হেন কয়॥
আলিঙ্গন আদি স্বসৌভাগ্য ভাবি মনে।
রস-উদ্দীপক অঙ্গ বিশেষ স্মরণে॥
পুনরপি কহে অতি মোহ চিত্তে পায়্যা।
হা হা মহাভুজ কাঁহা গেলে হে ছাড়িয়া॥
হা হা সখে সাহচর্য্য সৌভাগ্য সন্নিধি।
সন্নিধান দর্শন করহ গুণনিধি॥
পুনরপি দৈন্যভাব উপজিল মনে।
বিনয় করিয়া কহে দাসী অভিমানে॥
তোমা সহ সখ্যতা করণে যোগ্য নহি।
তবে যে করিনু শুন তার হেতু কহি॥
তোমার তাদৃশ কৃপা অভিলাষ হৈতে।
তুয়া সুখ তাৎপর্য্য আনুকূল্য চিত্তে॥
তত্রাপি কৃপণা দুঃখ সহিতে না পারি
তুমি যে ছাড়িবে এত মনে নাহি করি॥
অতএব আমারে বঞ্চনা যুক্ত নয়।
নিজ অনুতাপ বীজ করিছ সঞ্চয়॥
সর্ব্বাবস্থা গত যেই বিনয় করয়।
ঔদার্য্য আখ্যান সেই অনুভাব হয়॥

তথাহি।

ঔদার্য্যং বিনয়ং প্রাহুঃ সর্ব্বাবস্থা গতং বুধা॥

বিচ্ছেদে কাতর ঐছে প্রলাপ করিয়া।
পড়িলেন সেইখানে মূর্চ্ছাপন্না হৈয়া॥

তথাহি।

হা নাথ রমণ প্রেষ্ঠ ক্বাসি ক্বাসি মহাভুজ।
দাস্যাস্তে কৃপণায়া মে সখে দর্শয় সন্নিধিং।

এথা ব্রজবধূগণ কৃষ্ণ অন্বেষণে।
পদচিহ্ন হেরি হেরি আইলা সেখানে॥
নিকটে আসিয়া সবে তাহারে দেখিল।
নিশ্চয় জানিল কৃষ্ণ ইহারে আনিল॥
কৃষ্ণের বিয়োগ দুঃখে নাহিক চেতন।
দেখিয়া ত্যজিল ঈর্ষাভাব গোপীগন॥
মোসবা সদৃশ ইহ কৃষ্ণ-বিরহিণী।
বিশেষতঃ গহন কাননে একাকিনী॥

তথাহি।

অন্বিচ্ছন্ত্যো ভগবতো মার্গং গোপ্যোঽবিদূরতঃ।
দদৃশুঃ প্রিয় বিশ্লেষামোহিতাং দুঃখিতাং সখীং॥

তার মধ্যে স্বপক্ষ যে সুহৃদ পক্ষগণ।
বীজনাদি করি তাঁর করাইল চেতন॥
তা সবারে দেখি পুনঃ করয়ে রোদন।
সান্ত্বনা করিয়া প্রশ্ন কৈল সখীগণ॥
কিরূপে সবারে ত্যজি তোমা লৈয়া আইল
কহ দেখি কিসের কারণে ছাড়ি গেল॥
তবে তিঁহ সখীগণে কহিতে লাগিল।
তোমা সবা ছাড়িয়া যে আমা লৈয়া আইল
সে কথা আমার মনে না হয় স্মরণে।
সবে মাত্র দেখি একা আছি কৃষ্ণ সনে॥
তারপর কৃষ্ণ যত সম্মান করিল।
সকল বৃত্তান্ত সখীগণেরে কহিল॥

ত্যজিয়া গেলেন যেই দৌরাত্ম্য কারণে।
শুনি অতি বিস্ময় পাইল সবে মনে ॥

তথাহি।

তয়া কথিত মাকর্ণ্য মান প্রাপ্তিঞ্চ মাধবাৎ।
অবমানঞ্চ দৌরাত্ম্যাদ্বিস্ময়ং পরমং যযুঃ ॥

তার পর কাতর হইয়া সখীগণ।
উঠাইয়া নিল দিয়া করাবলম্বন ॥
তাঁরে সঙ্গে লৈয়া পুনঃ সব গোপীগণ।
পদচিহ্ন দেখি করে কৃষ্ণে অন্বেষণ ॥
যাবৎ চন্দ্রের জ্যোৎস্না দেখিতে পাইল।
তাবৎ পর্য্যন্ত বনে অন্বেষণ কৈল ॥
তার পর বৃক্ষাচ্ছন্ন গহন কাননে।
চন্দ্রের কিরণ নাহি অন্ধকার স্থানে ॥
দেখিতে না পাঞা কৃষ্ণ-পদচিহ্নগণ।
তথা হৈতে নিবৃত্ত হইল সর্ব্বজন ॥

তথাহি।

ততো বিজন বনং চন্দ্রজ্যোৎস্না যাবৎ বিভাব্যতে
তমঃ প্রবিষ্ট মালোক্য ততো নিবৃত্তঃ স্ত্রিয়ঃ ॥

কৃষ্ণগত মন সব ব্রজবধূগণ।
নাম গুণ লীলা কথা করে আলাপন ॥
সবে মেলি করে কৃষ্ণলীলা অনুকার।
কায়বাক্য মনে কৃষ্ণময় যা সবার ॥
আপনাকে আপনে না জানে সর্ব্বজন।
অতএব পাসরিল স্বগৃহ গমন ॥
তন্মনস্কা আদি এই চারি বিশেষণে।
তাসবার সাহজিক স্বভাব কথনে ॥
বিরহার্ত্তি স্বভাবতঃ কৃষ্ণগত চিত।
কৃষ্ণ সম চিত্ত সবে ভয়াদি রহিত ॥
গম্ভীর মধুরাক্ষর নর্ম্মভঙ্গী করি।
কৃষ্ণ সম নর্ম্মালাপ করে মনোহারী ॥
কৃষ্ণের বিচেষ্টা সম বিচিত্র গমন।
আলিঙ্গন চুম্বনাদি করে সর্ব্বজন ॥
কৃষ্ণের বিগ্রহ যেন ত্রিভঙ্গ শোভন।
তেমতি মোহন ভঙ্গি করে কত জন ॥
কান্ত আচরিত লীলা যত কিছু হয়।
বিয়োগ নায়িকাচিত্তে সে ভাব উদয় ॥

প্রেমের আবেশে যেই বেশে সেই খেলা
স্বভাবতঃ গুণে তার নাম কহি লীলা ॥

তথাহি।

প্রিয়ানুকরণং লীলা রম্যৈবৈশক্রিয়াদিভিঃ।

পূর্ব্বে যবে সবে কৃষ্ণলীলা আচরিলা।
তবে যেহো প্রেমরসে কৃষ্ণসঙ্গে ছিলা ॥
সর্ব্ব গোপীগণ শ্রেষ্ঠা শ্রীমতী রাধিকা।
প্রিয়ানুকরণ তাঁর লীলা সর্ব্বাধিকা ॥

তথাহি।

মৃগমদ কৃতচর্চ্চাপীত কৌশেয়বাসা
রুচির শিখি শিখণ্ডা বদ্ধধর্ম্মিল্ল পাশা।
অনুজুনিহত মংশেবংশ মুৎক্বানয়ন্তীধৃত
মধুরিপুরেষা মানিনী পাতুরাধা ॥

কৃষ্ণ যদি সর্ব্ব গোপীগণেরে ত্যজিল।
তথাপিহ কেহ মনে নিবৃত্তি নহিল ॥
কৃষ্ণপ্রাপ্তি উৎকণ্ঠাতে সর্ব্ব গোপীগণ।
কৃষ্ণলীলা গান করি করয়ে ভ্রমণ ॥
আপনাকে আপনে না জানে সর্ব্বজনে।
অতএব নিজগৃহ পাসরিল মনে ॥

তথাহি।

তন্মনস্কাস্তদালাপ স্তদ্বিচেষ্টা স্তদাত্মিকাঃ।
তদ্গুণানেব গায়ন্ত্যোনাত্মাগারাণি সস্মরুঃ ॥

সকলে মিলিয়া পুনঃ অনুমান করে।
লুকাইয়া আছে কৃষ্ণ এই অন্ধকারে ॥
নিজ গুণ গান শুনি যগুপি আইসে।
বর্ত্মান্তরে গিয়া পুনঃ গহনে প্রবেশে ॥
অতএব যমুনা-পুলিনে সবে যাই।
উচ্চৈঃস্বর করি কৃষ্ণ-লীলাগুণ গাই ॥
এত মনে করি সর্ব্ব ব্রজবধূগণ।
যমুনা-পুলিনে পুনঃ করি আগমন ॥
কৃষ্ণ-আগমন অভিলাষ করি মনে।
উচ্চৈঃস্বরে করে কৃষ্ণ-লীলাগুণ গানে ॥

তথাহি।

পুনঃ পুলিন মাগত্য কালিন্দ্যাঃ কৃষ্ণভাবনাঃ।
সমবেতা জগুঃ কৃষ্ণং তদাগমন কাঙ্ক্ষিতাঃ ॥

যেমতে করিল সবে কৃষ্ণ-অন্বেষণ।
সে সকল কথা এই করিল বর্ণন ॥

আরম্ভ করিল যেই কৃষ্ণলীলা গান।
সংক্ষেপে কহিব আগে সে সব আখ্যান ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীরাসমণ্ডলী কথনে
শ্রীকৃষ্ণান্তর্দ্ধানান্বেষণ বর্ণনং নাম চতুশ্চত্বারিংশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

গোপীদিগের কৃষ্ণ অন্বেষণ।

কৃষ্ণৈক গম্যোবাগর্থোযাসাংলেখিতু মিষ্যতে।
তা এব করুণা ময্যঃ স্বীকুর্বন্তমদাগ্রহং ॥

অতঃপর সবে যৈছে করে কৃষ্ণগান।
সর্ব্ব শ্রোতাগণ শুন করি অবধান ॥

তথাহি।

জয়তিতেঽধিকং জন্মনাব্রজশ্রয়ত ইন্দিরাশশ্বদত্রবহি।
দয়িতদৃশ্যতাং দিক্ষুতাবকাস্ত্বয়িধৃতা সবস্তাং বিচিন্বতে ॥

অস্যার্থঃ।

তুয়া জন্মদিন হৈতে, ব্রজবাসিগণ-চিতে,
আনন্দ বাড়িল অতিশয়।
সর্ব্বত্র সম্পত্তিময়, প্রতিক্ষণ সুখোদয়,
শ্রীব্রজমণ্ডল জয় জয় ॥
দয়িত যে প্রিয় শ্যাম রায়।
এবে মোসবার মনে, তুয়া মুখ অদর্শনে,
যত দুঃখ কহনে না যায় ॥
সম্প্রতি যে বনে বনে, তুয়া পদ অন্বেষণে,
যে দশা হইল মোসবার
তাহা কিবা নাহি জান, শুনহে করুণাবান্,
বিদ্যমান দেখ আপনার ॥
আমরা সকল প্রাণী, ত্বদীয়তা অভিমানী,
তুমি করিয়াছ অঙ্গীকার।
তুয়া লাগি দেহ ধরি, তেজি প্রাণে নাহি মরি
অন্বেষণ করিয়ে তোমার ॥

তথাহি।

শরদুদাশয়ে সাধুজাতসৎ সরসীজোদর শ্রীমুষাদৃশা।
সুরতনাথতেঽশুল্কদাসিকাবরদ নিঘ্নতোহকিংবধঃ

অস্যার্থঃ।

ওহে নাথ বরদ ঈশ্বর।
সুরত-উত্তাপক, নিজবর বিনাশক,
এই দোষ পরিহার কর ॥ ধ্রু ॥
শরৎ সরসী মাঝে, প্রফুল্ল কমল সাজে,
সাধু জন্ম সজ্জাতি সে হয়।
তাহার উদরশোভা, নিন্দিয়া যে মনোলোভা
তুয়া নেত্রযুগ বিরাজয় ॥
সে নয়নে মনোহরি, বরদানে দৃঢ় করি,
আকর্ষিয়া আনিয়াছ বনে।
বিনি মূল্যে হই দাসী, তুয়া সেবা অভিলাষী,
আমরা গোপিকা সর্ব্বজনে ॥
সে নয়ন-শরবাণে, বিদ্ধ করি এই বনে,
মনোহরি লুকাইয়া রহ
ইথে যদি প্রাণ যায়, এ দোষ লাগিবে কায়,
কহ কিবা জন সমর্পহ ॥

তথাহি।

বিষজলাপ্যয়াদ্ব্যাল রাক্ষসাদ্বর্ষমারুতাৎ বৈদ্যুতানলাৎ
বৃষময়াত্মজাদ্বিশ্বতোভয়াদৃষভতে বয়ং রক্ষিতামুহুঃ ॥

অস্যার্থঃ।

শুনহে ঋষভ কৃপাময়।
নানাবিধ ভয়ে ত্রাণ, করিয়া রাখিলে প্রাণ,
এক্ষণে রাখিতে যুক্ত হয় ॥ ধ্রু ॥
বিষজল করি পানে, মূর্চ্ছিত যে শিশুগণে,
ধেনু সহ কৃপাবলোকনে।

কালীয় করিয়া দূর, জল করি সুমধুর,
রাখিলা সকল ব্রজজনে ॥
তেমতি যে অঘাসুর, সর্ব্ব দর্প করি চুর,
শিশুবৎস করিলা রক্ষণ।
পুতনা বকাদি মত, রাক্ষস অসুর যত,
তাহা সব করিলা নিধন ॥
বাতবৃষ্টি ইন্দ্র কৃত, বিদ্যুৎ দাবাগ্নি যত,
বিনাশিয়ে রাখিলে ব্রজজন
বৃষময়াত্মজ হৈতে, বৎস ব্যোমাসুর হাতে,
কতবার করিলা রক্ষণ ॥

তথাহি ॥

নখলু গোপিকানন্দনো ভবা-
নখিল দেহিনামন্তরাত্মদৃক্।
বিখনসার্থিতো বিশ্বগুপ্তয়েসখ
উদেয়িবান্ সাত্বতাং কুলে ॥

অস্যার্থঃ।

শুনহে রসিক শ্রোতাগণ।
কৃষ্ণের যে ঔদাসিন্য, দেখিয়া সকল চিহ্ন,
আক্ষেপে কহয়ে গোপীগণ ॥ ধ্রু ॥
গোপিকানন্দন নহ, কে বট হে তাহা কহ,
যদি হৈতে যশোদানন্দন।
ব্রজেশ্বরী মোসবারে,অতি যে করুণা করে,
তুমি দয়া ছাড় কি কারণ ॥
গর্গাচার্য্য-বাক্য শুনি, পরমাত্মা অনুমানি,
তথাপি জানহ সর্ব্ব মন।
তবে এই গোপীগণে,করুণা করিতে কেনে,
না দেখিয়ে সে সব লক্ষণ ॥
কিম্বা বিশ্বরক্ষা হেতু, সাধুকুলে ধর্ম্মসেতু,
প্রকটিলা বিধির প্রার্থনে।
শুন সখে তাহা কহি,মোরা বিশ্ব ছাড়া নহি
তবে কেন না কর পালনে ॥

তথাহি।

বিরচিতাভয়ং বৃষ্ণি ধুর্য্যতে
চরণমীয়ুষাং সংসৃতের্ভয়াৎ।
করসরোরুহং কামদং শিরসি
দেহিনঃ শ্রীকরগ্রহং ॥

অস্যার্থঃ।

বৃষ্ণিধূর্য্য কান্ত হে রমণ।
নিজকর সরোরুহ, মস্তক উপরি দেহ,
তুয়া পদে করি যে প্রার্থন ॥ ধ্রু ॥
সংসার হইতে ভয়, তাসবার নাহি রয়,
তুয়া পদ যে করে সেবনে।
মোক্ষদ অর্থদ হয়, কামদ যে অতিশয়,
ভক্তিদাতা হয় কোনজনে ॥
তোমার সে করতল, শীতল প্রমোদ স্থল,
কমনীয় সুখদ যে হয়।
দেখি লোভী যে সুষমা,সম্পদাধিদেবী রমা,
তাহাতে গৃহীত প্রায় হয় ॥
অতএব মোসবার, বিরহ যে ভয় তার,
নাশে মনোভীষ্ট সিদ্ধি হৈবে।
সকল সম্পদ সিদ্ধি. আপনি মিলিবে নিধি,
ও কর স্পর্শন পাইব যবে ॥
এইমত ব্যগ্রতা করিয়া সর্ব্বজন।
অঙ্গীকার মাত্রে আগে করিল প্রার্থন ॥
অতঃপর অভীষ্ট বিশেষ যেই হয়।
তিন শ্লোকে ক্রমে তাহা প্রার্থনা করয় ॥
প্রথম শ্লোকেতে সাক্ষাত কৃষ্ণসঙ্গ।
প্রার্থনা করয়ে যে দর্শন প্রেমরঙ্গ ॥
দ্বিতীয়ে হৃদয়-তাপ বিনাশ কারণে।
কৃষ্ণ-বাহু-অঙ্গ-সঙ্গ করয়ে প্রার্থনে ॥
যেন লোকে হৃদয়ের তাপ প্রশমনে।
প্রলেপ ঔষধি বাহে করয়ে ধারণে ॥
তৃতীয়ে যে কৃষ্ণ-মুখচন্দ্র সুধারস।
প্রার্থনা করয়ে লোভে হৈয়া পরবশ ॥
অতএব ক্রমে যৈছে করিল প্রার্থন।
বিশেষ করিয়া কহি শুন শ্রোতাগণ ॥

তথাহি।

ব্রজজনার্ত্তিহন্ বীরযোষিতাং নিজজনস্মরধ্বংসনস্মিত।
ভজ সখে ভবৎ কিঙ্করীঃ স্মরোজলরুহাননং চারুদর্শয়ঃ

অস্যার্থঃ।

ওহে বীর পরম করুণ।
ব্রজজন আর্ত্তি হর, মুখপদ্ম মনোহর,
মোসবারে করাহ দর্শন ॥ ধ্রু ॥

ঘোষিত যে নারীগণ, তাতে যে তোমার জন
তাসবার যেই মান হয়।
সে গর্ব্ব করয়ে চুর, তুয়াস্মিত সুমধুর,
পরম আশ্চর্য্য শোভাময় ॥
অন্তর্দ্ধানে কিবা কাজ, শুনহে নাগররাজ,
ত্বরিতে করহ আগমন।
না দেখিয়া যদি মরি, পশ্চাতে মরিবে ঝুরি,
তুল্য ব্যথা সখ্যতা কারণ ॥
তুয়া সেবা অভিলাষী, আমরা সকলে দাসী,
অতএব করহ ভজন।
কৃপা করি মোসবার, সেবা করি অঙ্গীকার,
রাখহ আপন দাসীগণ ॥

তথাহি।

প্রণত দেহিনাং পাপকর্ষণং
তৃণচরানুগং শ্রীনিকেতনং।
ফণিফণার্পিতং তেপদাম্বুজং
কৃণুকুচেষুনঃ কৃন্ধিহৃচ্ছয়ং ॥

অস্যার্থঃ।

শুনহ যে আর নিবেদন।
মোসবার হৃদোপরি, চরণ কমল ধরি,
কাম-তাপ কর প্রশমন ॥ ধ্রু ॥
তোমার ও পদদ্বয়ে, প্রণত যে সব হয়ে,
প্রণময়ে লয়ে বা শরণ।
কালি আদি যত হত, অতিশয় দুষ্টমত,
তার পাপ যে করে হরণ ॥
পরম কঠিন স্তনে, ব্যথা শঙ্কা স্বচরণে,
কর যদি শুনহে করুণ।
তৃণচর পশুগণে, পালন করিতে বনে,
শিলা তৃণে করহ ভ্রমণ ॥
পরম শোভন স্তনে, অযুক্তবা কর মনে,
তুয়া পদ সুষমা সদন।
ফণি ফণে সমর্পিলে, পাপ বিধ্বংসন কৈলে,
কাম তাপ কর প্রশমন ॥

তথাহি।

মধুরয়াগিরা বল্গুবাক্যয়া
বুধমনোজ্ঞয়া পুষ্করেক্ষণ।
বিধি করীরিমাবীর মুহ্যতীর
ধরণী ধুনাপ্যায়য়স্বনঃ ॥

অস্যার্থঃ।

ওহে বীর কমল ঈক্ষণ।
মোহিত যে দাসীগণে, নিজাধরামৃত দানে,
অবিলম্বে রাখহ জীবন ॥ ধ্রু ॥
যে অধর মধুর বাণী, সুধাসার তরঙ্গিণী,
শ্রবণ প্রবেশে হরে মন।
বর্ণবিন্যাস বিশেষে, মৃদু প্রেম পরকাশে,
সবারে যে করিলে সিঞ্চন ॥
আইস বলি সম্ভাষিলে, কতবার প্রশংসিলে
স্মরণে মোহিত সর্ব্বজনে।
তেমতি যে বাক্যগণে, আকাঙ্ক্ষাবাঢ়য়ে মনে
বিভক্তি বিশেষ বিলক্ষণে ॥
অভিধাব্যঞ্জন আদি, বৃত্তিতে যে বস্তু সাধি,
সেই রস ভাব অলঙ্কার।
সে অর্থ গাম্ভীর্য্যে করি, পণ্ডিত ব্যঞ্জনকারী,
বিমোহন বচন তোমার ॥

তথাহি।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং
কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহং।
শ্রবণ মঙ্গলং শ্রীমদাততং
ভুবিগৃণন্তি ভূরিদা জনা ॥

অস্যার্থঃ।

তব কথামৃতে ধরি প্রাণ।
যে শুনায়েযারেতারে, কি শুনায়ে মোসবারে
সে জন করয়ে বহু দান ॥ ধ্রু ॥
যদি পুছ জীবন কারণ।
তব কথা করি পান, আমরা ধরিয়ে প্রাণ,
যে কহে সে দেয় বহু ধন ॥
তোমার যে আচরিত, সে কথা অমৃতবত,
সব ফল সাধন কারণ।
তোমার বিরহ ক্ষুণ্ণ, দশমী দশা আপন্ন,
তাপিত জনের যে জীবন ॥
ব্রহ্মা শিব চতুঃসন, আদি সব কবিগণ,
তব কথা করয়ে স্তবন।

সকলের রুচিকারী, হয় যে প্রভাবধারী,
শান্তরায় কল্মষ-নাশন ॥
না করে অমৃত জ্ঞান, অবিচারে করে পান,
শ্রবণে মঙ্গলে শুভোদয় ।
অতএব সর্ব্বোৎকর্ষ, সকল ব্যাপক যশ,
শ্রীমত অতীব রসময় ॥
যদি কহ শুনহ বিচারলুব্ধগণ ।
তোসবার দুর্ল্লভ যে আমার মিলন ॥
অতএব অনুরাগ কর কি কারণ ।
যদি কহ লীলা কথা করহ শ্রবণ ॥
তবে শুন পূর্ব্বরাগ চরিত্ত স্মরণে ।
আশা করি প্রাণ আর না যায় ধারণে ॥

তথাহি ।

প্রহসিতং প্রিয়ং প্রেমবীক্ষিতং
বিহরণঞ্চ তে ধ্যান মঙ্গলং
রহসি সম্বিদয়ো হৃদিস্পৃশঃ
কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি ॥

অস্যার্থঃ ।

শুন প্রিয় হে মোহন ।
মনোহর নিজগুণে, দুঃখ দেহ অদর্শনে,
এই সব কুহক লক্ষণ ॥ ধ্রু ॥
সহজেহ সিতানন, দেখি ব্রজবধূগণ,
ভাবোল্লাসে প্রহসিত হয় ।
সে তোমার সে বদন, প্রেমযুত নিরীক্ষণ,
হেরিয়া ধৈরজ কার রয় ॥
তোমার যে বিহরণ, সঙ্গে সব সখাগণ,
পরম কৌতুক রসময় ।
তাহা যে দর্শনকরে,সে কি পাসরিতে পারে
ধ্যান মঙ্গল তার হয় ॥
যেকালে নির্জ্জনেগিয়া,বেণুআদি আলাপিয়া
নর্ম্ম উক্তি সব করে গান ।
সে কথা মরমে জাগে, অতিশয় অনুরাগে,
মোহ পায়্যা সবে ধরি প্রাণ ॥

তথাহি ।

চলতিযদ্ব্রজাচ্চারয়ন্ পশূন্নলিন
সুন্দরং নাথ তে পদং ।
শিলতৃণাঙ্কুরৈঃ সীদতি নঃ
কলিলতাং মনঃকান্ত গচ্ছতি ॥

অস্যার্থঃ ।

নিবেদন শুনহ যে আর ।
তুমি নাথ চিত্তহর, কেন দুঃখ দিয়া মার,
তুমি কান্ত প্রণয় আধার ॥ ধ্রু ॥
চরাইতে পশুগণ, ব্রজ হৈতে আগমন,
গমন করহ দুর্গম বনে ।
ভ্রমণ করহ যাতে, শিল তৃণাঙ্কুর তাতে,
ব্যথা কিবা না পায় চরণে ॥
তোমার যে পদদ্বয়, অতি সুকুমার হয়,
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করণে ।
সে সব দুর্গম স্থানে, ব্যথা লাগে ও চরণে,
ভাবিয়া যে পীড়া পাই মনে ॥
তুমি নাথ চিত্তহর, তুমি কান্ত প্রাণেশ্বর,
তুয়া দুঃখে দুঃখী গোপীগণে ।
অতএব আগমন, করিয়া সবার মন,
পীড়া নাশি দেও দরশনে ॥

তথাহি ।

দিন পরীক্ষয়ে নীলকুন্তলৈ-
র্বনরুহাননং বিভ্রদাবৃতং ।
ধনরজস্বলং দর্শয়ন্মুহু-
র্মনসিরঃ স্মরং বীরযচ্ছসি ॥

অস্যার্থঃ ।

তুমি বীর সব গোপীগণে ।
দেখাইয়া নিজানন, স্মর করহ অর্পণ,
কেন কর হেন রীত মনে ॥ ধ্রু ॥
যে আনন পদ্ম সম, প্রফুল্ল মাধুর্য্য ধাম,
সুনীল কুন্তল তদুপরি ।
তাহাতে আবৃত হয়, পরম সৌন্দর্য্যময়,
হেরি জীয়ে না হেরিলে মরি ॥
যবে যাহ গোচারণে, ভাবি অনুরাগ মনে,
ব্রজে আইস দিন অবসানে ।
গোরজ মণ্ডিত তাতে,মোহন মুরলী হাতে,
মুখ হেরি স্মরোদয় মনে ॥

এইমত বার বার, দরশনে মোসবার,
ব্রজে কর প্রেম উদ্দীপন।
এবে বন মধ্যদেশে, নিশিতে নাগর বেশে,
কেন আর করহ মোহন ॥
এই দুই শ্লোক করি ব্রজবধূগণ।
যে কথা কহিল মর্ম্ম শুন শ্রোতাগণ ॥
এইমত মোসবার অভীষ্ট পূরণ।
না করিয়া কর নিত্য গমনাগমন ॥
তথাপি তোমাতে স্নেহ মোসবার মনে।
উদাসীন নহে স্নেহ স্বভাবতঃ গুণে ॥
তবে যে সবার চিত্তে প্রেম উপজয়।
তোমার প্রেষিত সেই সাহজিক নয় ॥
যদ্যপিহ স্মরপীড়া চিত্তে মোসবার।
তথাপিহ স্নেহ নহে রুক্ষ ব্যবহার ॥
তুমি পুনঃ মোসবার সঙ্গ ইচ্ছা মনে।
আপনার স্নেহদৃষ্টি দেহ গোপীগণে ॥
অন্যোন্যে স্নেহোচিত সঙ্গ ব্যবহার।
তোমার না দেখি এই কহিনু নির্দ্ধার ॥
অতএব মোসবার সব স্নেহময়।
তোমার যে চেষ্টা সব কাপট্য নিশ্চয় ॥
তস্মাৎ যে প্রহসিত ইত্যাদি বচনে।
কৃষ্ণের যে পূর্ব্বরাগ ব্রজবধূগণে ॥
তাসবার প্রেম উক্তি দ্বারায় বর্ণনে।
স্পষ্ট করি মহামুনি করিল কথনে ॥
তাসবাতে কৃষ্ণের যে পূর্ব্বরাগোদয়।
তাসবার অনুভবে রসাবহ হয় ॥
এইমত কৃষ্ণের যে রাগে দোষ দিয়া।
তাঁহার প্রার্থনা দুই শ্লোক প্রকাশিয়া ॥
আপনে যে গান শুনি প্রেমক্ষোভা হয়।
সেই কথা প্রার্থনা করিয়া সবে কয় ॥

তথাহি।

প্রণতকামদং পদ্মজার্চ্চিতং
ধরণীমণ্ডনং ধ্যেয়মাপদি।
চরণপঙ্কজং সন্তমঞ্চতে
রমণ নস্তনেষর্পয়াধিহন্ ॥

অস্যার্থঃ।

অতএব করি নিবেদন।
মোসবার বক্ষোপরি, চরণপঙ্কজ ধরি,
তাপ নাশ করহে রমণ ॥ ধ্রু ॥
তোমার যে পদতল, প্রণত শরণস্থল,
কামপ্রদ নাগপত্নীগণে।
না জানিয়া পদ্মাসন, হরি শিশু বৎসগণ,
অর্চ্চন করিল যে চরণে ॥
ধ্বজ বজ্রাঙ্কুশ পদ্ম, সব সুলক্ষণ সদ্ম,
যে চরণ-ধরণী ভূষণ।
যে পদ বিপদকালে, ইন্দ্র বৃষ্টি দাবানলে,
ধ্যান করি জীয়ে ব্রজজন ॥
মোসবার দুঃখ নাশ, পূরাহ যে অভিলাষ,
অবিলম্বে করি আগমন।
তুমি সর্ব্ব পীড়া হর, বিচিত্র যে ক্রীড়া কর,
যেন সুখী হয় সর্ব্ব মন ॥

তথাহি।

সুরতবর্দ্ধনং শোকনাশনং
স্বরিতং বেণুনা সুষ্ঠু চুম্বিতং।
ইতর রাগবিস্মারণং নৃণাং
বিতরবীরনস্তেহধরামৃতং ॥

অস্যার্থঃ।

ওহে বীর তুমি দানশূর।
আ করিয়াছি মনে, সব ব্রজবধূগণে,
দেহ নিজাধরামৃতপূর ॥ ধ্রু ॥
বাঢ়ায় সুরত লোভ, প্রেমময় যে সম্ভোগ,
যে অধরামৃত রসপানে।
যার লব আস্বাদনে, তোমার যে অদর্শনে,
দুঃখ শোক হয় বিনাশনে ॥
নারীগণ রহুঁ দূরে, পুরুষে যে পান করে,
তুয়া ভোজ্য পেয় শেষ রস।
তাম্বুল চর্ব্বিত শেষে,অন্য রস তৃষ্ণা নাশে,
সব জন হয় তুয়া বশ ॥
যবে বেণু গান কর, সংজাত ষড়জাদি স্বর,
সে অধরে করিয়া চুম্বন।

তবে পান করে নিতি, স্থাবর পুরুষজাতি,
মোসবারে করে বিড়ম্বন ॥

তথাহি।

অটতিযদ্ভবানহ্নি কাননং
ত্রুটিযুগায়তেত্বামপশ্যতাং।
কুটীলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চতে জড়
উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্দৃশাং ॥

অস্যার্থঃ।

শুন আর দুঃখের কারণ।
তোমার যে অদর্শনে,সদা দুঃখ পাই মনে,
অবিলম্বে দেহ দরশন ॥ ধ্রু ॥
দিবসে যে যাহ বনে, না দেখিয়া ব্রজজনে,
যুগসম করি মানে ত্রুটি।
বিশেষ যে সব নারী, পরাণ ধরিতে নারি,
মানি যেন যুগ শতকোটি ॥
যবে দিন অবসানে, পুনঃ কর আগমনে,
সবে করে তোমার দর্শন।
কুটিল কুন্তল তাতে,যাহাতে যুবতী মাতে,
আমরা হেরিয়ে শ্রীবদন ॥
সব অঙ্গে হয় আঁখি,তবে সে মাধুরী দেখি,
কি দেখিব এ দুই নয়ন।
বিধি তপোধন জড়, অরসজ্ঞ হয় বড়,
তাতে কৈল নিমিষ সৃজন ॥

তথাহি।

পতি সুতান্বয় ভ্রাতৃ বান্ধবানতি
বিলঙ্ঘ্যতেন্ত্যচ্যুতাগতাঃ।
গতি বিদস্তবোদ্গীত মোহিতাঃ
কিতবযোষিতঃ কস্ত্যজেন্নিশি ॥

অস্যার্থঃ।

শুনহে অচ্যুত গুণবান্।
কিতবতা অতিশয়, তোমায় উচিত নয়,
দেখা দিয়া রাখহ পরাণ ॥ ধ্রু ॥
পাত সুতান্বয় ভ্রাতা,বান্ধব যে পিতা মাতা
তাসবার বাক্য না শুনিয়া।
বিশেষে স্বধর্ম্ম যত, না মানি অসতীমত,
আইলাম সকল লঙ্ঘিয়া ॥

অশেষ যে তালমান,জানিয়া যে কৈলে গান
শুনিয়া মোহিত সর্ব্বজনে।
শক্র সর্ব্ব পরমেষ্ঠি,আদি যত করি গোষ্ঠি,
না বুঝিয়া মোহ পায় মনে ॥
তাহাতেমোহিতাহৈয়া,আমরা আইনু ধায়্যা,
রজনীতে বনের ভিতরে।
সবা আকর্ষণ করি, ত্যাগ যে করিলা হরি,
কহ দেখি এমত কে করে ॥

তথাহি।

রহসি সম্বিদং হৃচ্ছয়োদয়ং
প্রহসিতাননং প্রেমবীক্ষিতং।
বৃহদুরঃ শ্রিয়োবীক্ষ্যধাম তে
মুহুরতি স্পৃহামুহ্যতে মনঃ ॥

অস্যার্থঃ।

নাগর তোমার যে প্রেম উদ্দীপন।
দেখিয়া যে বার বার,অতি স্পৃহা মোসবার
যাহাতে মোহিত হয় মন ॥ ধ্রু ॥
যবে বহুজন সাথে, ব্রজে বা গমন পথে,
তবে যে তোমার দরশনে।
না দেখিয়ে স্মরোদয়, যেখানে নির্জ্জন হয়,
অনুভব করিয়ে লক্ষণে ॥
দেখি ব্রজবধূগণ, যবে প্রহসিতানন,
তবে জানি স্মরোদয় মনে।
তেমতি মোসবা সনে, প্রেমযুক্ত নিরীক্ষণে,
স্মরোদয় বুঝিল এক্ষণে ॥
তুয়া বক্ষ সুবিস্তার, সকল সুষমা সার,
দেখিয়া সাক্ষাৎ কামজ্ঞান।
সে অধরামৃত পান, বিনা আলিঙ্গন দান,
ধরিতে না পারি আর প্রাণ ॥
এই যে কহিল সব ব্রজবধূগণ।
এ কথার মর্ম্ম কিছু শুন শ্রোতাগণ ॥
নিজ প্রেমোদয় জানাইল গোপীগণে।
তাহাতেই নানা ভাব জন্ময়ে আপনে ॥
হরি হরি কৃষ্ণের যে প্রেম-তাপ হয়।
কেমনে হইবে শান্তি মনেতে চিন্তয় ॥

তোমার যে সুখ দুঃখ ভাবিত অন্তর।
তেকারণে তুয়া সঙ্গ বাঞ্ছা নিরন্তর॥
এইমত দৈন্য সহ সব গোপীগণ।
আর দুই শ্লোকে কৃষ্ণে করে নিবেদন॥

তথাহি।

ব্রজবনৌকসাং ব্যক্তিরঙ্গতে
বৃজিনহন্ত্র্যলং বিশ্বমঙ্গলং।
ত্যজমনাক্ চ নস্ত্বৎ স্পৃহাত্মনাং
স্বজন হৃদ্রুজাং যন্নিসূদনং॥

অস্যার্থঃ।

তুমি প্রিয় প্রেমরসময়।
অতঃপর মোসবারে, দান কর অকাতরে,
দুঃখ-বিনাশক যেই হয়॥ ধ্রু॥
ব্রজবাসী যতজন, বনে পশু পক্ষিগণ,
রক্ষা হেতু তুয়া প্রকটন।
অতএব অন্তর্দ্ধান, অনুচিত যে বিধান,
কি বুঝিয়া করিলে এখন॥
ব্রজবনবাসিগণে, যবে দুঃখ পায় মনে,
তাহা বিনাশহ দয়াময়।
শ্রবণে দর্শনে মনে, সুখ পায় সব জনে,
জগত-মঙ্গল যাতে হয়॥
তুয়া প্রাপ্তিস্পৃহামনে,আমরাগোপিকাগণে
বিশেষতঃ তোমার স্বজন।
অতএব মোসবার, হৃদয়ে যে পীড়া তার,
একবার কর নিসূদন॥

তথাহি।

যত্তেসুজাত চরণাম্বুজরুহংস্তনেষু-
ভীতাশনৈঃ প্রিয়দধী মহিকর্কশেষু।
তেনাটবীমটসি তদ্ব্যথতেন কিং স্বিৎ
কূর্পাদিভি র্ভ্রমতি ধীর্ভবদায়ুষাং নঃ॥

অস্যার্থঃ।

শুন প্রিয় দুঃখের কারণ।
ভ্রমণ করিছ বনে, সহিতে না পারি মনে,
অবিলম্বে দেহ দরশন॥ ধ্রু॥
তোমার যে পদতল, অম্বুরুহ সুকোমল,
জিনিয়া যে হয় সুকুমার।
একবার যার স্পর্শে, স্মরজ্বালা বিষ নাশে,
কোটি চন্দ্র সুশীতল সার॥
যে কালে হৃদয়ে ধরি, এ কঠিন বক্ষোপরি,
ব্যথা জানি লাগে ও চরণে।
আমরা যে গোপীগণে,সবে ভয় পায়্যা মনে,
অল্পে অল্পে করিয়ে ধারণে॥
সে হেন চরণ করি, শিলা তৃণাঙ্কুরোপরি,
ভ্রমণ করিছ দুর্গমবনে।
ব্যথাকি নাহয় তাতে,এতেক ভাবিয়া চিতে
আমরা পীড়িত সর্ব্বজনে॥

পুনর্যথা।

শুনিয়া সরস গাঁথা, নির্য্যাস প্রেমের কথা,
কাতর হইল কৃষ্ণ মনে।
করিতে বাঞ্ছিত পূর্ণ, গমন করেন তূর্ণ,
প্রেমরস বিলাস কারণে॥
শ্রোতাগণ শুন মোর বিনয় বচন।
কৃষ্ণলীলামৃত গান, শ্রবণে বদনে পান,
করি আনন্দিত কর মন॥ ধ্রু॥
আগে ধ্রুবপদ সাধি, ত্রিপদ ত্রিপদী বিধি,
করিয়া সকল গোপীগ।
সুমধুর করি তান, প্রেমরসময় গান,
যূথে যূথে কৈল আস্বাদন॥
এই যে গোপিকাগণে,শ্রীধর করিল পানে,
কৃষ্ণলীলামৃত রসপূর।
ভাবার্থদীপিকা মাঝ, দেখিয়ে রসিকরাজ,
প্রেমরসময় সুমধুর॥
গোসাঞি শ্রীসনাতন, করিল যে আস্বাদন,
রসিক ভকতে করি দান।
সে রস আস্বাদ চিতে, বৃন্দাবন লীলামৃতে,
এ নন্দকিশোর দাস গান॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণে শ্রীরাসমণ্ডলী কথনে
শ্রীগোপিকাগীতং নাম পঞ্চচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

কৃষ্ণের সহিত গোপীগণের পুনঃ মিলন।

শুকদেব কহে রাজা করয়ে শ্রবণ।
একচিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥
ব্রজবধূগণ কৃষ্ণ-দর্শন লালসে।
এইমত গান করি সুমধুর ভাষে॥
কখন যে প্রলাপ করয়ে সর্ব্বজন।
বিরহ-ব্যাকুল কিবা অনর্থ জল্পন॥
বিচিত্র প্রকার গান করি সর্ব্বজন।
সুকরুণ দীর্ঘস্বরে করয়ে রোদন॥

তথাহি।

ইতি গোপ্যঃ প্রগায়ন্ত্যঃ প্রলপন্ত্যশ্চ চিত্রধাঃ।
রুরুদুঃ সুস্বরং রাজন্ কৃষ্ণদর্শন লালসাঃ॥

হেনকালে কৃষ্ণ সেই পুলিন প্রদেশে।
আসি দেখা দিল অতি মাধুর্য্য প্রকাশে॥
বাসুদেবাদিকে যে সাক্ষাৎ কাম হয়।
তাসবার মনে যে মন্মথ প্রকাশয়॥
যেমত চক্ষুর চক্ষু শাস্ত্রে নিরূপণ।
তেমতি কৃষ্ণের রূপ মন্মথ মোহন॥
যেই রস আদি রসে পরমালম্বন।
সেইত স্বরূপে কৃষ্ণ দিল দরশন॥
সহজেই স্মিতযুক্ত হয় শ্রীবদন।
বর্ত্তমানে ততোধিক বহয়ে বিলক্ষণ॥
তেমতি যে পীতাম্বর সহজেই পরে।
তাহা হৈতে অতিরিক্ত প্রকারে যে ধরে॥
তেমতি যে বনমালা করয়ে ধারণ।
তাৎকালিক অতিশয় শোভা বিলক্ষণ॥
অথবা সে মুখপদ্ম সুপ্রসন্ন হয়।
স্মিতযুক্ত সেই ত্যাগ পরিহাসময়॥
তাসবার তুল্য বর্ণ পীতাম্বর ধরে।
তাহাতে যে নিজ রুচি জানায় সবারে॥
তাহার সঙ্গিনীরূপে মালার ধারণে।
তাহা সবা বিনে সঙ্গান্তর নাহি মনে॥

তথাহি।

তাসামাবিরভূচ্ছৌরিঃ স্ময়মান মুখাম্বুজঃ।
পীতাম্বর ধরঃ স্রগ্বী সাক্ষান্মন্মথ মন্মথ॥

রোদন বৈবশ্য দূরে ঈষৎ দর্শনে।
নিশ্চয় না হয় মনে কৃষ্ণ আগমনে॥
কিম্বা দেখিয়াও সবে পরমার্ত্তি চিতে।
বিশ্বাস না হয় মনে কৃষ্ণের চরিতে॥
তবে যে গমনক্রমে প্রিয় দরশন।
নিকটে পাইল সব ব্রজবধূগণ॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

ততো দদৃশুরায়ান্তং বিকাশি মুখপঙ্কজং॥

আনন্দে হইল সবে প্রফুল্ল নয়ন।
প্রাণহীন দেহে যেন পাইল জীবন॥
বিলাস আখ্যান এই অনুভব হয়।
প্রিয় দরশন মাত্রে হয় যে উদয়॥

তথাহি।

গতিস্থানা সনাদীনাং মুখ নেত্রাদি কর্ম্মণাং।
তাৎকালিকস্তু বৈশিষ্ট্যং বিলাসঃ প্রিয় সঙ্গজং॥

বিচ্ছেদে কাতর হৈয়া বসিয়া আছিল।
দরশন মাত্র শীঘ্র সকলে উঠিল॥

তথাহি।

তং বিলোক্যাগতং কান্তং প্রীত্যুৎফুল্ল দৃশোবলা।
উত্তস্থূর্যুগপৎ সর্ব্বাস্তন্বঃ প্রাণমিবাগতঃ॥

পূর্ব্বে যে বিরহ দৈন্য সমান বচনে।
সবার তুল্যতা প্রাপ্তি করিল বর্ণনে॥
এক্ষণে পাইল যেই কান্ত দরশন।
নিজ আলম্বন রূপে হয় সে মিলন॥
স্বস্বভাব অনুসারে মুখ্যা যত জন।
যেরূপে মিলিল তাহা শুন শ্রোতাগণ॥
কৃষ্ণের দক্ষিণ করপদ্ম একজন।
করাঞ্জলি করি হর্ষে করিল গ্রহণ॥

কাননভ্রমণ-শ্রমে করাবলম্বন।
ব্যবহারোচিত আর স্পর্শোৎসুক মন ॥
অঙ্গুলি গ্রহণে মৃদু স্বভাব দক্ষিণা।
সখ্য প্রায় দাসীভাবে কান্ত পরাধীনা ॥
তেমতি যে বামভুজ লেপিত চন্দন।
কেহ স্বদক্ষিণ স্কন্ধে করিল ধারণ ॥
স্বদক্ষিণভুজ কৃষ্ণ-স্কন্ধে আলম্বিয়া।
বাম ভাগে কান্তা সম রহে দাণ্ডাইয়া ॥
স্বভাব প্রখরা ইহোঁ কিঞ্চিৎ দক্ষিণা।
সখ্যতা করণে ব্যক্ত কান্ত পরাধীনা ॥

তথাহি।

কাচিৎ করাম্বুজং শৌরেজগৃহেঽঙ্গুলিনামুদা।
কাচিদ্দধার তদ্বাহুমংশেচন্দন রুষিতং ॥

কোন সুমধ্যমা কৃষ্ণের তাম্বূল চর্ব্বিণ।
অঞ্জলি করিয়া লয় করিয়া প্রার্থন ॥
ইহাতে ঔৎসুক্য ভাব অতিশয় হৈল।
কৃষ্ণাধরামৃত যাতে প্রার্থনা করিল ॥
ইহঁ মৃদু হাস্য প্রায় সখ্যতা কারণে।
কান্তপরাধীনা হয় দক্ষিণা বিধানে ॥
আর এক জনা কৃষ্ণ-অগ্রেতে বসিয়া।
প্রেমতাপে তাপিতাত্মা শীতল লাগিয়া ॥
কৃষ্ণের দক্ষিণ পদকমল লইয়া।
স্তনদ্বয় মধ্যদেশে রহিল ধরিয়া ॥
বাম ভুজে করিয়াছে প্রিয়া আলম্বন।
বাম পদে অঙ্গভার হয় তেকারণ ॥
এইত প্রখরা দাস্য প্রায় সখ্যে করি।
কান্তাধীনা দক্ষিণা স্বভাব মধ্যে ধরি ॥

তথাহি।

কাচিদঞ্জলিনা গৃহ্ণাত্তন্বী তাম্বূল চর্ব্বিতং।
একাতদঙ্ঘ্রি কমলং সংতপ্তা স্তনয়োস্তধাৎ ॥

আর এক শ্রেষ্ঠা প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলা।
তথাবিধ কান্ত দেখি নিকটে না আইলা ॥
ভ্রূযুগ্ম অতিশয় কৌটিল্য করিয়া।
আপন অধর চাপি পাষাণে ধরিয়া ॥
কটাক্ষ নিক্ষেপ করি তাহার উপরে।
বিদ্ধ করিবেক হেন রূপে রহি হেরে ॥

গর্ব্ব মান হেতু যে আদর না করয়।
এইত বিব্বোক নাম অনুভব হয় ॥

তথাহি।

ইষ্টেপি গর্ব্বমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাভরে।

তাহা দেখি ক্ষোভ উপজয়ে কৃষ্ণমনে।
নিকটে যাইতে ইচ্ছা তাহার মিলনে ॥
দাক্ষিণ্য স্বভাবে সবে আছেন ধরিয়া।
তেকারণে আসিতে না পারে ছাড়াইয়া ॥
বাম্যভাবে তিহঁ দূরে রহিয়া যে হেরে।
তাহা দেখি কৃষ্ণসুখ বাঢ়য়ে অন্তরে ॥
ললিত আখ্যান সেই অনুভব হয়।
বিশেষিয়া রসগ্রন্থে লক্ষণ করয় ॥

যথা।

বিন্যাস ভঙ্গিরঙ্গানাং ভ্রূবিলাস মনোহরা।
সুকুমারা ভবেদ্‌যত্র ললিতং তদুদীরিতং ॥

স্বভাব প্রখরা সুসখ্যতা অনুপমা।
অত্যন্ত স্বাধীন কান্তা হয় মধ্য বামা ॥

তথাহি।

একাভ্রূকুটিমা বধ্য প্রেম সংরম্ভ বিহ্বলা।
ঘ্নতী বৈক্ষৎ কটাক্ষেপৈর্সন্দিষ্ট দশনচ্ছদা ॥

অপরা যে অনিমিষ নেত্রদ্বয়ে করি।
আস্বাদন করে কৃষ্ণমুখাব্জ মাধুরী ॥
যদ্যপি সম্যক্‌ রূপে কৈল আস্বাদন।
তথাপিহ তৃপ্তি নাহি হয় তার মন ॥
তাঁহার যে নেত্রদ্বয় রসনা সে হয়।
মুখাম্বুজ রূপকে সৌন্দর্য্য মধুময় ॥
দৃষ্টিদ্বয় রসনাত্ব রূপকে করিয়া।
কৃষ্ণের মাধুর্য্য শক্তি হয় তার হিয়া ॥
যেন দাস্যভক্তিনিষ্ঠ সাধু ভক্ত জন।
তৃপ্তি নাহি হয় সেবে তাঁহার চরণ ॥
তত্তদ্ভাব মাধুরীব্যঞ্জক শ্রীবদন।
আলম্বনে রহি ধরি সম্মুখে নয়ন ॥
আপনে আসিয়া কান্ত মিলিবে আমারে
এত মনে করে রহে কৃষ্ণ বরাবরে ॥
অতএব স্বভাব প্রখরা সুসখ্যতা।
করণে স্বাধীন কান্তা হয় তবামতা ॥

তথাহি।

অপরানিমিষদ্দৃগ্‌ভ্যাং জুষাণাতন্মুখাম্বুজং।
আপীত মপিনাতৃপৎ সন্তশ্চরণং যথা॥

আর এক জনা যৈছে কৃষ্ণেরে দেখিল।
নেত্রদ্বারে করি নিজ হৃদয়ে ধরিল॥
তার পর সাক্ষাৎ দর্শনে লজ্জা পাঞা।
মুদ্রিত নয়নে রহে সে রূপ ভাবিয়া॥
ভাব পরে বশ্য হেতু পুলকাঙ্গী হ'য়ে।
আলিঙ্গন করিবারে দাণ্ডাইয়া রয়ে॥
অন্তরে দর্শনে যৈছে সুখী যোগী জন।
আনন্দ-সংপ্লুতা অন্তস্ফূর্ত্তির কারণ॥
লজ্জাশীলা হেতু স্বভাবতঃ মৃদ্বী হয়।
সুসখ্য স্বাধীন কান্তা বাম্যভাবময়॥

তথাহি।

তং কাচিন্নেত্ররন্ধ্রেণ হৃদিকৃত্য নিমীল্য চ।
পুলকাঙ্গ পগুহস্তে যোগীবানন্দসংপ্লুতা॥

এইত কহিল আগে সাতের মিলন।
স্বভাবানুরূপ কৃষ্ণসঙ্গ আস্বাদন॥
অষ্টমী যে সখী তার স্বভাব বর্ণনে।
বিষ্ণু পুরাণের মত কহিব মিলনে॥
আগমন কালে তিহোঁ গোবিন্দ দেখিয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে আনন্দ পাইয়া॥
অন্য কোন শব্দ তিহোঁ না করে বদনে।
প্রখরা সরলা হয় এইত কারণে॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

কাচিদায়ান্ত মালোক্য গোবিন্দ মতিহর্ষিতা।
কৃষ্ণকৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি প্রাহনান্য মূদীরয়েৎ॥

অষ্টজনের করিল যে স্বভাব বর্ণন।
সব শ্রোতাগণ শুন করি নিবেদন॥
প্রথমে সমর্থা রতি দুইত প্রকার।
তদীয়তা মদীয়তা বিখ্যাতি যাহার॥
আপনাকে তদীয়তা ভাবনা যে হয়।
কান্তপরাধীনা সেই দাক্ষিণ্যাদিময়॥
কান্তেরে যে আপনার করিয়া মানয়।
সেইত স্বাধীন কান্তা বাম্য অতিশয়॥

তস্মাৎ এ দুই ভাব মিলন করণে।
আর যে বিবিধ ভাব হয় বিলক্ষণে॥
অতএব নানা ভাববতীগণ হবে।
স্বজাতীয় বিজাতীয় স্বভাব বিরাজে॥
তার মধ্যে মধ্যে স্বজাতীয় ভাব যাতে।
রোচকত্ব হেতু সখী ভাব তাতে তাতে॥
বিজাতীয় ভাব হয় যাহাতে যাহাতে।
প্রতিপক্ষ তটস্থতা ভাব তাতে তাতে॥
নিজ নিজ ভাব মাত্র শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।
তাতে অভিরুচি মতি যারা সব হয়ে॥
তাসবা হৃদয়ে যে সখ্যাদি ভাব হয়।
তদেক মূলত্ব সেই উচিত যে হয়॥
তদীয়তা ভাবে কৃষ্ণে স্নেহ ঘৃতময়।
ভাবান্তর বিনা সেই সুরস না হয়॥
মদীয়তা স্নেহে কৃষ্ণভাব সুমধুর।
নানা রসময় মধু মাধুর্য্য প্রচুর॥
তদীয়তা মদীয়তা দুই মুখ্য হয়।
মদীয়তা ভাব শ্রেষ্ঠ হয় সুনিশ্চয়॥
মদীয়তা ভাবেতে মমতাধিক্য করি।
গম্ভীর প্রেমপ্রবাহ আধিক্যতা হেরি।
তাহার বিবর্ত্ত রূপ বাম্যতা যে হয়।
অপর পর্য্যায় সে কৌটিল্য ভাবময়॥

তথাহি।

অহেরিবগতিঃ প্রেম্নঃ স্বভাব কুটিলা ভবেৎ।
অতোহেতোরহেতোশ্চ যূনোর্মান উদঞ্চতি॥

অতএব কান্ত যে তাহার বশ হয়।
বাম্যভাবে প্রেম রসাস্বাদ অতিশয়॥

তথাহি।

বামতাদুর্ল্লভত্বঞ্চস্ত্রীণাং যাচনিবারণা।
তদেব পঞ্চবাণস্য মন্যে পরম মায়ুধং মিত্যাদি॥

অতএব অর্দ্ধ অর্দ্ধ শ্লোকেতে করিয়া।
প্রথমতঃ চারিজনার স্বভাব কহিয়া॥
উত্তর তিনের যে স্বভাব প্রেমগুণ।
এক এক শ্লোকে মুনি করিল বর্ণন॥
এ তিনের মধ্যে যে প্রথমা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা।
আর দুই তার সখী যে পরম শ্রেষ্ঠা॥

সবারে ত্যজিয়া কৃষ্ণ যারে সঙ্গে নিল।
তাহার সৌভাগ্য আপনেই প্রকটিল ॥
সর্ব্বগণাধ্যক্ষা সেই শ্রীমতীরাধিকা।
রূপ গুণ সৌভাগ্যাদ্যে নাহি ততোধিকা ॥
প্রথম চারিতে যে প্রথমা সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা।
সর্ব্ব আগে স্থিতি হেতু সকলের জ্যেষ্ঠা ॥
দক্ষিণাগণেতে সুমধুর চেষ্টাময়।
কান্তস্পর্শ কৈল সবার করি অতক্রয় ॥
অতএব চন্দ্রাবলী আখ্যান তাহার।
বিজাতীয় ভাবে প্রতিপক্ষা রাধিকার ॥
অতঃপর এ দোঁহার বর্গ বিবরণ।
প্রসঙ্গানুক্রমে কিছু করিয়ে সূচন ॥
কৃষ্ণের দক্ষিণ কর গ্রহণ যে কৈল।
দক্ষিণা স্বভাব চন্দ্রাবলী সে কহিল ॥
তাম্বূল চর্ব্বিত যেই করিল প্রার্থন।
হৃদয়ে ধরিল যেহোঁ কৃষ্ণের চরণ ॥
পদ্মা শৈব্যা নাম হয় সেই দুইজন।
স্বজাতীয় ভাবে হয় চন্দ্রাবলীরগণ ॥
দ্বিতীয় প্রথমা যেই কটাক্ষ করিয়া।
বাম্যভাবে রহিলেন কৃষ্ণেরে হেরিয়া ॥
শ্রীমতীরাধিকা নাম করিল কথন।
তাহার দক্ষিণ বামে আর দুইজন ॥
কৃষ্ণমুখাম্বুজ-মধু করে আস্বাদন।
মানসে করয়ে যেবা কৃষ্ণ-আলিঙ্গন ॥
ললিতা বিশাখা নাম হয় সে দোঁহার।
স্বজাতীয় ভাবে সখী হয় রাধিকার ॥
দ্বিতীয়া কহিল যে প্রথমা চারি জনে।
কৃষ্ণ বামভুজ স্কন্ধে যে কৈল ধারণে ॥
কিঞ্চিৎ দাক্ষিণ্য ভাব ব্যবহিত হৈয়া।
তিহোঁ যে প্রথমাগণে রহে প্রবেশিয়া ॥
দক্ষিণ্যাতিক্রমী যে চরিত্র হয় তাঁর।
তাহাতে জানিয়া সখী নহে প্রথমার ॥
কৃষ্ণের বিলাস ইচ্ছা হয় যার সনে।
তেকারণে তাহারে অধীন করি মানে ॥
কিঞ্চিৎ বামত যে সাদৃশ্য গুণে করি।
দ্বিতীয়ার সুহৃদ পক্ষ কহিল বিচারি ॥
ভাবদ্বয়ে মিশ্রিতা শ্যামলা যুথেশ্বরা
সাতের স্বভাব এই কহিল বিস্তারি ॥
শ্রীবিষ্ণুপুরাণ উক্ত অষ্টমী যে হয়।
স্বভাবতঃ দাক্ষিণ্য বামতা স্পৃষ্ট নয় ॥
অতএব দুইজনে অপ্রবিষ্ট হৈতে।
মহামুনি বর্ণন না কৈল ভাগবতে ॥
প্রখরা সকলা এই দুইজনে করি।
বিচারিয়া বুঝিল সে ভদ্রা যুথেশ্বরী ॥
ইহা সবার নাম ভাগবতে নাহি দেখি।
অন্য পুরাণের মত কিছুমাত্র লিখি ॥

তথাহি।

ভবিষ্যোত্তরে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠির সংবাদে।
গোপীনামানি রাজেন্দ্র প্রধানেন নিবোধ মে।
গোপালি পালিকা ধন্যা বিশাখান্যা ধনিষ্ঠিকা।
রাধানুরাধা সোমবা মতারকা দশমী তথেত্যাদি ॥

দশমী আখ্যান কোন গোপিকার হয়।
অথবা দশমী নাম্নী তারকা নিশ্চয় ॥
সোমবা কহিয়ে চন্দ্রাবলী নাম যার।
গান্ধর্ব্বা আখ্যান বেদে হয় রাধিকার ॥
অনুরাধা আখ্যান কহিয়ে ললিতার।
এইমত নামভেদ আছয়ে বিচার ॥

তথাহি।

চন্দ্রাবল্যেব সোমবা গান্ধর্ব্বা রাধিকৈব সা।
অনুরাধা তু ললিতা নৈতাস্তেনোদিতাঃ পৃথক্ ॥

স্কন্দপুরাণে তেহোঁ প্রহ্লাদ সংহিতাতে।
অষ্টজন নাম কথা উদ্ধব সহিতে ॥
শ্যামলা ললিতা রাধা বিশাখা আখ্যান।
ধন্যা শৈব্যা পদ্মা ভদ্রা এই অষ্ট নাম ॥
কেহ এই অষ্ট মধ্যে ধন্যারে না গণে।
চন্দ্রাবলী নিরূপণ করে ধন্যা স্থানে ॥
প্রথমোপক্রমে চন্দ্রাবলীর গণন।
শৈব্যা পদ্মা দুই তাঁর সখীতে গণন ॥
দ্বিতীয়ে প্রথমা নাম হয় শ্রীরাধিকা।
তাঁর দুই সখী নাম ললিতা বিশাখা ॥
চন্দ্রাবলীর গণে রহে শ্যামলা আখ্যান।
বাম্য গন্ধযুক্তা রাধার সুহৃৎ ব্যাখ্যান ॥

প্রতিষ্ঠা নহিলা ভদ্রা এ দোঁহার গণে।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ কহে তটস্থ বিধানে ॥
মহা অনুভবের সম্মতি প্রকরণে।
যুক্তিপ্রায় নাম যেই করিল লিখনে ॥
সেই কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়া সকলে যে আর।
অনন্য জনের গতি বিশেষ আমার ॥
ইথে অপরাধ মাত্র মোর যেই হয়।
ক্ষমিবে সকলে মোরে হইয়া সদয় ॥

তথাহি।

মহানুভাব সম্মত্যা যুক্তি প্রায়ং ব্যলেখয়ৎ।
তত্র কৃষ্ণস্তদীয়াংশ্চ মমানন্যগতের্গতিঃ ॥
তামহর্ণ্যরহঃ কেলৌ নাম্নাসঙ্কোচ মাপ্নুয়ুঃ।
মুনি নৈবং হৃতাহ্বানা ক্ষমন্তাং মমচাপলং ॥

এই যে কহিল অষ্টজন বিবরণে।
এই চারি ভাব ভেদ অন্য গোপীগণে ॥
মন্মথ মোহন রূপ কৃষ্ণের দর্শনে।
পরম উৎসব হৈল সকলের মনে ॥
তাতে যে বিরহ-দুঃখ সব দূরে গেল।
পরম আনন্দ সকলের চিত্তে হৈল ॥
যেমত পরম ভাগবতকে লভিয়া।
ভক্তগণ সব রহে আনন্দে ভাসিয়া ॥

তথাহি।

সর্ব্বাস্তাঃ কেশবালোক পরমোৎসব নির্বৃতাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং প্রাজ্ঞং প্রাপ্য যথা জনাঃ ॥

তবে কৃষ্ণ মিলিলা সকল গোপীগণে।
প্রিয়কথা আলাপন করি কার সনে ॥
ভ্রূভঙ্গ করিয়া কার সহিতে ঈক্ষণে।
মিলন করিলা যেন নয়নে নয়নে ॥
কারো কারো হাতে ধরি অনুনয় করে।
যাহাতে সকলে শোক ত্যজিলা অন্তরে ॥

শ্রীপরাশরেণোক্তং।

ততঃকাশ্চিৎ প্রিয়ালাপৈঃ কাশ্চিদ্ভ্রূভঙ্গবীক্ষিতৈ।
নিন্ধেঽনুনয় মন্যাংশ্চ করস্পর্শেন মাধব ॥

রূপগুণ সকল সম্পন্ন ভগবান্।
কোন অংশে চ্যুতি নাহি অচ্যুত আখ্যান
যাহার স্বরূপ হয় মন্মথমোহন।
রাসমণ্ডলীতে সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥

পূর্ব্ববৎ সবে মেলি চৌদিগে বেড়িল
পূর্ব্ববৎ হৈতে অতি শোভা উপজিল ॥
সর্ব্বশক্তি আবৃত পুরুষ যেন সাজে।
প্রেমরসাস্বাদে তৈছে গোপিকা সমাজে ॥

তথাহি।

তাভির্বিধূত শোকাভির্ভগবানচ্যুতোবৃতঃ।
ব্যরোচতাধিকং তাতপুরুষঃ শক্তিভির্যথা ॥

তবে কৃষ্ণচন্দ্র মনে বিচার করয়।
পুলিন প্রদেশ এই সুবিস্তার নয় ॥
অতএব যমুনাপুলিন মধ্য বিনে।
সবা সহ বিহার নহিবে এইখানে ॥
পারিজাত কুন্দ আর দক্ষিণে প্রকাশে।
তিনদিগে অরবিন্দ কুমুদ বিকাশে ॥
সৈত্য সৌগন্ধ যাহা বহয়ে পবন।
ষট্‌পদ আস্পদ হেতু মান্দ্য বিলক্ষণ ॥
শরতের চন্দ্রাংশু সকল সুস্নিগ্ধতা।
তাহাতে সন্দেহ হয় চন্দ্রের পূর্ণতা ॥
তাহাতে যে ধ্বস্ত দোষা তমো বিনাশিল।
দিন সম মঙ্গল পুলিনস্থলী হৈল ॥
তাতে আর যমুনা তরঙ্গ হস্তে করি।
স্থলের বৈষম্য নাশি কৈল সুমাধুরী ॥
সেইখানে সবা সহ বিবিধ বিলাসে।
বাঞ্ছা পূর্ণ করিব মণ্ডলীবন্ধ রাসে ॥
এত বিচারিয়া নিজ ব্যাপকতা গুণে।
তাসবা লইয়া আইলা সেইত পুলিনে ॥

তথাহি।

তাঃ সমাদায় কালিন্দ্যা নির্ব্বিশ্য পুলিনং বিভুঃ।
বিকাশৎ কুন্দমন্দার সুরভ্যনিল ষট্‌পদং ॥
শরচ্চন্দ্রাংশু সন্দোহধ্বস্ত দোষাতমঃ শিবং।
কৃষ্ণায়া হস্তঃলাচিত কোমলবালুকং ॥

তবে অতিশয় হৃষ্ট হৈয়া গোপীগণ।
প্রেমসেবা করে সবে অতি বিলক্ষণ ॥
ক্রীড়া বিশেষোৎসুক যে কৃষ্ণ রসাশ্রয়।
তাহার দর্শনে যে আনন্দ অতিশয় ॥
তাহাতে হৃদ্রোগ নাশ হৈল তাসবার।
কিঞ্চিৎ যে দুঃখ শেষ না রহিল আর ॥

তথাবিধ কান্ত সহ পুলিন গমনে।
রাসক্রীড়াময় চিরস্থিতি নির্দ্ধারণে ॥
কেবল পরম দুঃখ শান্তিমাত্র নয়।
পরম যে সুখপ্রাপ্তি হইল নিশ্চয় ॥
পরাকাষ্ঠা লভিল যে বাঞ্ছিতের অন্ত।
শ্রুতি সব পাইল যেন এইত দৃষ্টান্ত ॥
এই যে পরম প্রেমময় রাসলীলা।
ইহাতেই শ্রুতি সব কৃতার্থ হইলা ॥
অতএব এই যে দৃষ্টান্ত সহোপমা।
শ্রুতি সম পাইল গোপী শ্রুতি গোপীসমা।
তারপর সকলে সুস্থির-চিত্তা হৈয়া।
নিজ নিজ অঙ্গের ওঢ়নী উতারিয়া ॥
বিরহ-রোদনধারা কজ্জলের সাথে।
গলিয়া পড়িল কুচকুঙ্কুম সহিতে ॥
সে সকল বস্ত্রে করি বিচিত্র আসন।
রচনা করিল প্রাণবন্ধুর কারণ ॥

তথাহি।

তদ্দর্শনাহ্লাদবিধুত হৃদ্রুজো-
মনোরথান্তং শ্রুতয়োযথা যযুঃ।
স্বৈরুত্তরয়ৈঃ কুচকুঙ্কুমাঙ্কিতৈ
রচীক্লপন্নাসনমাত্মবান্ধবে ॥

সেই কৃষ্ণ প্রেমরসাম্বুধি বিবর্দ্ধন।
ষড়্গুণ সদাই অপূর্ব্ব প্রকাশন ॥
যোগের যে সিদ্ধ সমাধি অধিকারী।
শ্রীরুদ্রাদি একচিত্তে ভাবনা যে করি ॥
হৃদয়ের মধ্যে যাঁর করয়ে আসন।
তথাপি দুর্ল্লভ যেই স্বরূপ দর্শন ॥
এতাদৃশ হৈয়া সেই আসন উপরি।
বসিলেন চারিদিগে সব ব্রজনারী ॥
আসন তাম্বূল নর্ম্ম সুস্মিত ঈক্ষণে।
অর্চ্চিত হইলা এই সম্মান বিধানে ॥
প্রাকৃতাপ্রাকৃত অধো মধ্য উর্দ্ধলোকে
পরব্যোম নাম মহাবৈকুণ্ঠ গোলোকে ॥
সে সকল স্থানে শোভা লক্ষ্মী যেই হয়।
তার এক পদ যে অনন্য শোভাময় ॥
তাদৃশ স্বরূপ বপু করিয়া ধারণ।
গোপিকার সভামধ্যে হৈলা প্রকটন ॥
প্রতিক্ষণ নূতন নূতন যে মাধুরী।
আস্বাদন করে সুখে শ্রীব্রজসুন্দরী ॥

তথাহি।

তত্রোপবিষ্টো ভগবান্ স ঈশ্বরো
যোগেশ্বরান্ত হৃদি কল্পিতাসনঃ।
চকাশ গোপীপরিসদ্গতোঽর্চ্চিত
স্ত্রৈলোক্য লক্ষ্ম্যেকপদং বপুর্দ্দধৎ ॥

পূর্ব্ব উক্ত সাক্ষাৎ যে মন্মথমোহন।
সেই কৃষ্ণ সকলের অনঙ্গ দীপন ॥
সস্মিত ঈক্ষণ লীলা বিভ্রম ভ্রূভঙ্গে।
পুলিনে মিলিলা য'তে সকলের সঙ্গে ॥
তাহাতে যে হস্তপদ্ম যুগল চরণ।
হৃদয় মাঝারে পাইল সম্যক্ স্পর্শন ॥
তাহাতে যে সকলের প্রেমতাপ গেল।
মিলন করণে চিত্তে আনন্দ পাইল ॥
তবে সকলের অতি প্রণয় জন্মিল।
নিজ পরিত্যাগে যে প্রণয়কোপ ছিল ॥
কিবা ত্যাগ করি দুঃখ দিয়া সব জনে।
অনঙ্গদীপন রূপ হইলা এক্ষণে ॥
এইমত প্রণয়-কুপিতা সবে মনে।
সভাসদ করি সেই অনঙ্গদীপনে ॥
সোল্লুণ্ঠ বচনে স্তব করি সম্বোধন।
কহিতে লাগিলা শ্রীগোপিকা সর্ব্বজন ॥

তথাহি।

সভাজয়িত্বা তমনঙ্গদীপনং
সহাসলীলেক্ষণ বিভ্রমভ্রুবা।
সংস্পর্শনেনাঙ্ককৃতাঙ্ঘ্রি হস্তয়োঃ
সংস্তুত্য ঈষৎ কুপিতাবভাষিরে ॥

আপনাতে দোষপর্য্যবসান শঙ্কাতে।
কৃষ্ণ-মনো অভিনিবেশ নহিবে ইহাতে ॥
এত মনে বিচারিয়া যূথেশ্বরীগণ।
সম্বোধিয়া কহেন ভো শুনহে বচন ॥
ভজত জনেরে কেবা করয়ে ভজন।
না ভজিতে ভজয়ে যে সেবা কোন্ জন ॥

অভজত ভজতকে ভজন না করে।
ভালমত বিচারিয়া কহ মোসবারে ॥

তথাহি।

ভজতোঽনুভজন্ত্যেকে এক এতদ্বিপর্য্যয়ং।
নোভয়াংশ্চ ভজন্ত্যন্যে এতন্নে ব্রূহি সাধুভো॥

এইমত তাসবার বচন শুনিয়া।
প্রশ্নত্রয় তাৎপর্য্য অন্তরে বিচারিয়া ॥
সর্ব্বগুণ সম্পন্ন বিদগ্ধ শিরোমণি।
কহিতে লাগিল সাধুমত যে বাখানি ॥

শ্রীভগবানুবাচ।

একচিত্তে শুনহ সকল সখীগণ।
নিজ প্রশ্নোত্তর কথা ফল বিশেষণ ॥
অন্যোন্যে মিলিয়া যেই সমান ভজন।
সে একান্ত নিজ দৃষ্টি ফল প্রয়োজন ॥
নিশ্চয় সে ভজনে সৌহৃদ ধর্ম্ম নয়।
আপনার অর্থে সেই আপনা ভজয় ॥

তথাহি।

মিথোভজন্তি যে সখ্যঃ স্বার্থৈকান্তোদ্যমাহিতে।
ন তত্র সৌহৃদং ধর্ম্মস্বাত্মানং তদ্ধিনান্যথা॥

প্রথমে কহিনু যেই স্বকাম ভজন।
দ্বিতীয় প্রশ্নের কথা শুন সর্ব্বজন ॥
অভজত জনেরে যে করয়ে ভজন।
পরম করুণাশীল সেই সর্ব্বজন ॥
যৈছে পিতা মাতা মনে করুণা করিয়া।
না ভজিতে ভজে অতি স্নেহ প্রকাশিয়া ॥
অথবা করুণাশীল পুত্র যত জন।
না ভজিলে করে পিতা মাতার সেবন ॥
এইমত ভজনে পরম ধর্ম্ম হয়।
ইহাতে নিরপবাদ সৌহৃদতাময় ॥
তোমরা সুমধ্যমা সর্ব্বগুণগণে।
অতএব বিচারিয়া বুঝ নিজ মনে ॥

তথাহি।

ভজন্ত্যভজতো যে বৈ করুণাঃ পিতরৌ যথা।
ধর্ম্মোনিরপবাদোঽত্র সৌহৃদঞ্চ সুমধ্যমাঃ॥

এইত দ্বিতীয় প্রশ্নে করিনু কথন।
তৃতীয় প্রশ্নের কথা শুনহ এখন ॥
ভজত জনেরে যেই না করে ভজনে।
অভজত ভজিবে সে কোন্ প্রয়োজনে ॥
আত্মারাম প্রাপ্ত কাম অকৃতজ্ঞ আর।
অকৃতজ্ঞ সব এই চারি ভেদ তার ॥
আত্মাতে যে রাম সেই সব আত্মারাম।
অন্যের ভজনে তার আছে কোন্ কাম ॥
তেমতি যে প্রাপ্তকাম হয় সে যে জন।
সে সব না করে অন্য জনের ভজন ॥
এইমত অকৃতজ্ঞ অজ্ঞ যতজন।
করিতে না পারে অন্য জনের ভজন ॥
অভজত ভজত জানিয়া যে না ভজে।
গুরুদ্রোহ সে সব অশেষ দোষে মজে ॥
পদার্থ তাৎপর্য্য মুখ্য নাহি এ ভজনে।
কিন্তু গৌণ বৃত্তিতে যে উপকারী জনে ॥
ধর্ম্ম অর্থ সৌহৃদতাময়াদি যে আর।
এ সকল নাহি গুরুদ্রোহী সবাকার ॥

তথাহি।

ভজতোঽপি ন বৈ কেচিৎ ভজন্ত্যভজতঃ কুতঃ।
আত্মারামাহ্যাপ্তকামা অকৃতজ্ঞা গুরুদ্রুহঃ॥

ব্রজবধূগণে যেই তিন প্রশ্ন কৈল।
তার প্রত্যুত্তর এই কৃষ্ণ যে কহিল ॥
এ কথা শুনিয়া সবে মনে বিচারয়।
আত্মারাম প্রাপ্তকাম এহোঁ নাহি হয় ॥
সংযোগ বিয়োগে চিত্ত বিহার করণে।
সাক্ষাৎ ভ্রমণ করে মোসবার সনে ॥
জ্ঞাত অবিজ্ঞাত বাক্য চাতুরী বিধানে।
অকৃতজ্ঞ নহে ইহোঁ সব তত্ত্ব জানে ॥
তবে যে কহিল গুরুদ্রুহ অবশেষ।
দয়াদি রহিত অতি কাঠিন্য বিশেষ ॥
অকৃতজ্ঞ প্রতিপন্ন করিবার তরে।
চাতুরী করিয়া প্রশ্ন করিল ইহারে ॥
তাহাতেই ইহোঁ দোষ বিশেষ ব্যাখানে।
অশেষ দোষের দোষী আপনাকে মানে ॥
এত মনে করি সব ব্রজবধূগণ।
সবে সবা হেরি রহে প্রসন্নবদন ॥

দেখিয়া বুঝিল কৃষ্ণ আপন বচনে।
আপনি হারিল এই লজ্জা পাঞা মনে॥
আস্তে ব্যস্তে কহয়ে শুনহ সখীগণ।
এই চারি মধ্যে আমি নহি একজন॥
অভজত ভজত যে এই ব্রজজনে।
সবারে ভজিয়ে আমি স্বভাবজ গুণে॥
তথাপিহ ভজত জনের যে ভজন।
আমি নহি করি সে ভজন সর্ব্বোত্তম॥
অভজত ভজত সে প্রাণীমাত্র হয়।
এই ব্যবহার মোর সর্ব্বত্র নিশ্চয়॥
অতএব বাহ্য ঔদাসিন্য যে আমার।
আপনাতে শঙ্কা মনে না করিহ আর॥
যদি কহ কেন তুমি না কর ভজন।
তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া একমন॥
আমাতে যে অনুবৃত্তি হইবে সবার।
তেকারণে ভজন না করি সাক্ষাৎকার॥
যদি কহ অনুবৃত্তি সদা মোসবার।
তোমাতে যে হয় সেই শত গুণ আর॥
সেই অনুবৃত্তি অতিশয়ের কারণ।
সদৃষ্টান্ত কহি কহ শুন প্রিয়াগণ॥
অধম জনের যেন ধন লভ্য হয়।
সে ধন হারায়ে পুনঃ ব্যগ্র অতিশয়॥
অতএব নিরন্তর ব্যাপি রহে মনে।
কিছু নাহি জানে সেই ধনচিন্তা বিনে॥
সেইমত রূপ গুণ আদি যে আমার।
ইথে আবেশিত চিত্ত হয়ত সবার॥
সেইত আবেশ সবে অত্যন্ত বাড়য়ে।
তবে সর্ব্ব অর্থ পূর্ণ প্রেম মো বিষয়ে॥
তেকারণে সতত ভজন নাহি করি।
ইহাতেই দোষ গুণ দেখহ বিচারি॥
বিরহ যে দুঃখ তাহা সহন কারণে।
সতত লালসা প্রিয়গুণাদি বর্ণনে॥
অতএব সর্ব্ব পুরুষার্থ শিরোমনি।
নিজ বশীকার প্রেম দেন যে আপনি॥
ইহাতে জানিয়ে পিতা মাতা যে করুণ।
তাহা জানি কৃষ্ণের যে হিতকারী গুণ॥

প্রিয় প্রেমবশাধিক্য গুণ জানাইয়া।
এতেক প্রকার কহে চাতুরী করিয়া॥

তথাহি।

নাহন্তু সখ্যোভজতোহপি জন্তূন্
ভজাম্যমীষামনুবৃত্তি বৃত্তয়ে।
যথাহধনোলব্ধধনে বিনষ্টে তৎ
চিন্তয়ান্যান্য ভৃতো ন বেদ॥

পুনরপি কহে কৃষ্ণ ব্রজবধূগণে।
শুনহ অবলাগণ আমার বচনে॥
বেদধর্ম্ম লোকধর্ম্ম স্বজনাদি আর।
ভোগ স্বর্গ কুলাচার যতেক প্রকার॥
আমার কারণে সবে সকল ত্যজিয়া।
ভজিতে আইলে মনে একান্ত করিয়া॥
অদর্শনে রহি দুঃখ দিল যে সবারে।
তাতে সবে দোষ দিতে পারহ আমারে॥
প্রিয়জন হৈয়া যদি প্রিয়ারে তাজয়।
তবে সেই প্রিয়া প্রিয় জনেকে ভর্ৎসয়॥
তাতে তোমা সবাকারে আমি যে ত্যজিনু।
মোতে অনুবৃত্তি হেতু সে কথা কহিনু॥
যাতে তুমি সব অতি অনুরাগ মনে।
একচিত্তে অন্বেষণ কৈলে বনে বনে॥
তাহাতে হইল যত প্রেমের বিকার।
পদচিহ্ন দরশনে বিলাপাদি আর॥
বিবিধ প্রকার প্রেমবিবর্ত্ত যে গান।
আস্বাদন করি সবে ধরিলে পরাণ॥
তোমসবার আগে পার্শ্বে পশ্চাতে রহিয়া।
সকল দেখিনু আমি তিরোহিত হৈয়া॥
সে সকল প্রেমচেষ্টা ক্রিয়ানু মোহনে।
পরোক্ষে করিল তোমা সবার ভজনে॥
অতএব আমা প্রতি অসূয়া করণ।
তোমসবারে যুক্ত নহে শুন প্রিয়াগণ॥

তথাহি।

এবং মদর্থোজ্ঝিত লোক বেদ
স্বানাং হি বো ময্যনুবৃত্তয়েঽবলাঃ।
ময়াপরোক্ষং ভজতা তিরোহিতং
মাসূয়িতুং মর্হথ তৎ প্রিয়ং প্রিয়া॥

এইমত প্রিয় কথা করিয়া শ্রবণ।
অন্যোন্যেতে সবে হেরে সবার বদন॥
তবে কৃষ্ণচন্দ্র জানি সবার আশয়।
দৈন্য প্রকাশিয়া কহে সদয় হৃদয়॥
ব্রজবাসী মাত্র যে যে ভজে যে যে ভাবে।
তাসবারে তেমতি ভজিয়ে স্ব স্ব ভাবে॥
সেই যে তোমার সাধুকৃত নিজগুণ।
রাখিতে নারিল সত্য কহিল বচন॥
অথবা যে সাধুকৃত তোসবার গুণ।
আমায় ভজন সেই নহে সাধারণ॥
নিরবদ্য কামময় দেখি আচরণে।
বস্তুতঃ নির্ম্মল প্রেম বিশেষ লক্ষণে॥
নির্দ্দোষ যে সংযোগ সম্যক্ মো বিষয়।
একচিত্ত সঙ্গ রাধা যাসবার হয়॥
দুর্জ্জয় শৃঙ্খলা সেই গৃহ সম্বর্দ্ধিনী।
দুই লোক সুখ ধর্ম্ম মর্য্যাদায় গণি॥
ত্যজিতে না পারে যাহা কুলবধূগণে।
পরমানুরাগে তাহা করিলে ছেদনে॥
সর্ব্ব নৈরপেক্ষ পূর্ব্ব আমার ভজন।
তুমি সব কৈলে যৈছে আত্ম সমর্পণ॥
তেমতি ভজন আমি করিতে নারিল।
অতএব আমার প্রতিজ্ঞা না রহিল॥
তস্মাৎ আমার প্রেম আছে অন্য স্থানে।
তোসবা সদৃশ তেঞি নারিল ভজনে॥
বিগত যে বুধ যে গণিতে না পারয়।
তেমত অনন্ত আয়ু যদি মোর হয়॥
পালনাদি দৃঢ়কৃত্য যেই নিবন্ধান।
সর্ব্বজন অনুবৃত্তি করণ বন্ধান॥
দুর্জ্জয় গৃহশৃঙ্খলা করিয়া ছেদন।
করিতে না পারি তোমা সবার ভজন॥
অতএব ঋণী হৈনু তোসবার স্থানে।
উপকৃত্য মান নিজ সুশীলাদি গুণে॥

তথাহি।

ন পারয়েঽহং নিরবদ্য সংযুজাং
স্বসাধুকৃত্যং বিবুধায়ুষাপি বঃ।
যামাভজন্ দুর্জ্জয়গেহশৃঙ্খলাঃ
সংবৃশ্চ্য তদ্বঃ প্রতিযাতু সাধুনা॥

শুকদেব কহে কথা শুনহে রাজন্।
অতি মনোহর যেই কৃষ্ণের বচন॥
শ্রবণ করিয়া সব ব্রজবধূগণে।
ত্যজিল বিরহ-তাপ আনন্দিত মনে॥
আলিঙ্গন করি গ্রহণাদি কৃষ্ণসনে।
তাহাতে সম্পূর্ণ মনোরথা সর্ব্বজনে॥

তথাহি।

ইত্থং ভগবতোগোপ্যঃ শ্রুত্বাবাচঃ সুপেশলাঃ।
জহুর্বিরহজং তাপং তদঙ্গোপচিতাশিষঃ॥

ব্রজবধূগণ সহ কৃষ্ণের মিলনে।
স্বভাব বিশেষ প্রেমরস উদ্দীপনে॥
মানান্তে সম্ভোগ যেই সঙ্কীর্ণ লক্ষণ।
ক্রোধ অসূয়াদি সহ কান্তের মিলন॥
সংক্ষেপ রূপেতে কিছু করিল প্রকাশ।
আগেতে কহিব যে সম্পন্ন লীলারাস॥
শ্রীগুরু-পাদপদ্মে মন সদা করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি বৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে শ্রীগোপীনাং পুনঃ শ্রীকৃষ্ণ-
মিলন বর্ণনং নাম ষট্‌চত্বারিংশোধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

গোপীগণের সহিত রাসমণ্ডলীতে কৃষ্ণের নর্ত্তন।

রাসলীলা জয়লীলা জয়ত্যেষা জগদেক মনোহরা।
যস্যাং শ্রীব্রজদেবীনাং শ্রীতোঽপি মহিমাস্ফুটঃ।

রসিকশেখর জয় ব্রজেন্দ্রনন্দন।
মদনমোহন জয় আনন্দ বর্দ্ধন॥
জয় ব্রজবধূগণ কৃষ্ণপ্রিয়াধিকা।
শ্রীমতী রাধিকা জয় জয় গান্ধর্ব্বিকা॥
জয় পৌর্ণমাসী ভগবতী যোগমায়া।
জয় বৃন্দাদেবী মোরে সবে কর দয়া॥
অতঃপর রাসলীলা করিব বর্ণন।
একচিত্ত হৈয়া শুন সব শ্রোতাগণ॥
ব্রজবধূগণ রাসরসোৎসুক মনে।
প্রিয় মুখপদ্ম হেরে সস্মিত ঈক্ষণে॥
পরম পুরুষোত্তম ব্রজেন্দ্রনন্দন।
উঠিলেন রাসক্রীড়া বিশেষ কারণ॥
স্বর্যোষিত কিবা পরব্যোম লক্ষ্মীগণ।
কিবা ধামান্তরীয় প্রমদা বিলক্ষণ॥
সকল স্ত্রীবর্গা শ্রেষ্ঠ ব্রজবধূগণ।
পরম মাধুর্য্য সুশোভন স্ত্রীরতন॥
ত্যাগ করিয়াও প্রিয় ভজে মোসবারে।
এই মনে সকলে বিবশ প্রেমভরে॥
অতএব সবে কান্ত অধীন হইয়া।
হাতাহাতি করি নাচে চৌদিগে বেড়িয়া॥
যেইমত হয় রাসক্রীড়ার লক্ষণ।
করিতে লাগিল সেইমত আচরণ॥

তথাহি তল্লক্ষণং।

নচেৎ গৃহীত কণ্ঠীনামন্তোঽন্যাত্তকর শ্রিয়ং।
নর্ত্তকীনাং ভবেদ্রাসোমণ্ডলীভূয়নর্ত্তনং॥

আগেতে কহিব শুন মণ্ডলীর ক্রম।
বিস্তার পুলিনস্থলী অতি মনোরম॥
রাধা চন্দ্রাবলী সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা দুই জন।
দুই দুই করিয়া দোঁহার সখীগণ॥
ললিতা বিশাখা দুই রাধিকার বামে।
পদ্মা শৈব্যা দুই চন্দ্রাবলীর দক্ষিণে॥
তেমতি যে রাধিকার অন্য সখীগণ।
দুই দুই করি বামে শোভা বিলক্ষণ॥
সুচিত্রা চম্পকলতা আর দুই লেখা।
আর দুইজন তুঙ্গবিদ্যা ইন্দুলেখা॥
রঙ্গদেবী সুদেবী যে আর দুই জানি।
তেমতি সকল সখী দুই দুই মানি॥
এইমত চন্দ্রাবলী সখী যত জন।
দুই দুই করিয়া দক্ষিণে বিলক্ষণ॥
শ্যামলা মঙ্গলা আদি যুথেশ্বরীগণ।
ভদ্রা আদি দুই দুই অতি সুশোভন॥
গোপালি পালিকা ধন্যা আদি যত যত।
শতকোটি গোপী নাম কে গণিবে কত॥
হাতাহাতি করি রাস মহোৎসব কাজে।
করিয়া মণ্ডলীবন্ধ সকলে বিরাজে॥
এই প্রিয় মোসবার মণ্ডলীর মাঝে।
এইখানে রহি করু বিহার যে কাজে॥
পূর্ব্ববৎ ইহঁ যেন যাইতে না পায়।
হাতাহাতি করি নাচে এই অভিপ্রায়॥
তাসবা বেড়িয়া আর দ্বিতীয় মণ্ডলী।
নানা যন্ত্র বাদ্য গান করে সখী মেলি॥
তাহা সবা বেড়ি আর মণ্ডলী যে হয়।
নেপথ্য সামগ্রী বীণা যন্ত্রাদি ধরয়॥

তথাহি।

তত্রারভত গোবিন্দো রাসক্রীড়ামনুব্রতৈঃ।
স্ত্রীরত্নৈরন্বিতঃ প্রীতৈরন্যোঽন্য বদ্ধবাহুভিঃ

শরতের পূর্ণচন্দ্র উদিত যে নিশা।
অতি সুনির্ম্মল হইয়াছে দশদিশা॥
কুন্দ মন্দার যে কুমুদ অরবিন্দ।
সর্ব্বত্রেই বিকশিত করে মকরন্দ॥

শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য ত্রিবিধ পবন।
অতি যে রোচক আকর্ষয়ে সর্ব্ব মন॥
তাহাতে গুঞ্জরে পুষ্পপুঞ্জ মত্ত অলি।
পরাগে ধূসর সব কুঞ্জবন গলি॥
যমুনার সুভগ পুলিন যেই স্থলী।
তাতে প্রিয়াগণ রাসরসের মণ্ডলী॥
মনোহর বিস্তার অত্যন্ত চমৎকারী।
কাল দেশ পাত্রের দেখিয়া সুমাধুরী॥
পরম রস কদম্বময় যেই রাস।
উৎসব বিশেষ ক্রীড়া সর্ব্ব পরকাশ॥
অভিলাষ করি অতি উল্লাসিত মনে।
আরম্ভ করিল লীলা তাসবার সনে॥

তথাহি।

তৎ কাননং তাং রজনীং প্রিয়াস্তাঃ
কৃষ্ণাকৃতাং তৎ পুলিনা নিতানি।
সমীক্ষ্য কৃষ্ণোহৃদি জাতরা ভবৎ
স প্রেরিতো রাসবিলাস বাঞ্ছয়েত্যাদি॥

নানা যন্ত্র বাদ্য গান করে সখীগণ।
কান্তমুখ হেরি ফিরি করয়ে নর্ত্তন॥
করতাল মৃদঙ্গ মহতী বীণা বায়।
স্মর কেলি কৌতুক মধুর স্বরে গায়॥
ঐছে বাদ্য গানে রস উদ্দীপন করি।
কৃষ্ণেরে সিঞ্চয়ে সব রসিকা নাগরী॥
কৃষ্ণচন্দ্র তৈছে বেণু করি আলাপন।
গান রসভরে সিক্ত করে প্রিয়াগণ॥
যাহাতে করিল মুনি ধ্যান দলমলী।
জগতবিজয়ী সেই মুরলী কাকলী॥
গান রস তানে বিদ্ধ করি ত্রিভুবন।
নিজ মদে মত্ত হৈয়া করয়ে নর্ত্তন॥
বৈদগ্ধী পদ চালনে নিতম্বিনীগণ।
কুলাল চক্রের প্রায় করয়ে ভ্রমণ॥
প্রেমরস-আস্বাদক রসিক-শেখর।
সংযোগ সন্ধান বিজ্ঞ হেতু যোগেশ্বর॥
রাধা চন্দ্রাবলী মাঝে শ্যামলা মঙ্গলা।
দেখি মণ্ডলীতে অন্য স্থানে নিয়োজিলা॥

গমক করিয়া বেণু গান আলাপিয়া।
ঠমক বিধানে সেই দুই মাঝে গিয়া॥
দুই ভুজ দুহুঁ কণ্ঠদেশে আলিঙ্গিয়া।
প্রেমকলা কৌতুক যে রস প্রকাশিয়া॥
তেমতি বৈদগ্ধী পদ সঞ্চারণ করি।
মধ্যে নাচে শ্যামল সুন্দর গিরিধারী॥

তথাহি।

গায়ন্তি স্মরকেলিকৌতুকরসং শ্রীবন্ধমূর্ত্তিপরং
লীলাবেণু মৃদঙ্গ তাল মহতীঃ সন্নাদয়ন্তি মুদা।
বামে নৃত্যতি রাধিকা রসবতী দক্ষেচ চন্দ্রাবলী
মধ্যে শ্যামলসুন্দরো রতিকলা মুদ্দীপয়ন্ তুষাং॥

তমালের তরু যেন গহনের মাঝে।
দুই দিগে দুই স্বর্ণ মল্লারুক্ষ সাজে॥
নৃত্য করে শাখা যেন দোলায় পবনে।
বিলাস করয়ে তৈছে হস্তাদি চালনে॥
এইমত শ্যামলা মঙ্গলা মধ্যে গিয়া।
রস উদ্দীপন করি কণ্ঠে আলিঙ্গিয়া॥
আপনার বিদগ্ধতা করি প্রকাশন।
নৃত্য করে তেমতি অপূর্ব্ব বিমোহন॥
ঐছে নৃত্য গীত শৈব্যা পদ্মা মাঝে গিয়া।
আলিঙ্গন করি রস প্রকাশ করিয়া॥
তেমতি যে পদযুগ করিয়া সঞ্চার।
আনন্দে করয়ে নৃত্য সঙ্গে সে দোঁহার॥
অধরবিম্বতে বেণু করি আলম্বনে।
করিয়া গমক বাদ্য ঠমক বন্ধানে॥
ললিতা বিশাখা মধ্যে করি আগমন।
আলিঙ্গন করি মুখে করিলা চুম্বন॥
যেমত বাদ্যের গতি যেমন সুতান।
তেমতি করয়ে নৃত্য গীত সুবন্ধান॥

তথাহি।

বিধায় রাধাং ললিতা বিশাখয়ো
মধ্যে তদংশার্পিত বাহুরচ্যুতঃ।
গায়ন্ স গায়ন্তিরলং কদাপ্য
সৌবিভ্রাম নৃত্যান্ সহনর্ত্তকীগণৈঃ॥

এইমত আর দুই দুই সখী মাঝে।
গান নৃত্য আলিঙ্গনে করয়ে বিরাজে॥

তথাহি।

রাসোৎসবঃ সংপ্রবৃত্তো গোপীমণ্ডল মণ্ডিতাঃ।
যোগেশ্বরেণ কৃষ্ণেন তাসাং মধ্যে দ্বয়োর্দ্বয়োঃ।

কখন যে মন্দগতি কভু শীঘ্র চলে।
বিহার করয়ে সর্ব্ব গোপিকা মণ্ডলে॥
তমালের বৃক্ষ যেন স্বর্ণলতা মাঝে।
গান নৃত্য আলিঙ্গনে করয়ে বিরাজে॥

তথাহি।

তাসাং দ্বয়োর্দ্বয়ো মধ্যে তদংসন্যস্তদোঃ স্ফুরন্
সচলৎ স্বর্ণবল্লীনাং নৃত্যন্বাপিঞ্জবদ্বভৌ॥

আলাত চক্রের প্রায় লঘু গতি করি।
ভ্রমণ করিয়ে যবে বিহরয়ে হরি॥
নাট্য বিদ্যাক্রমে তবে হয় যে অনেক।
আপন নিকটে সবে দেখে পরত্যেক॥
তবে সর্ব্ব গোপীগণ মানয়ে অন্তরে।
অন্যত্র না যায় প্রিয় ছাড়িয়া আমারে॥

তথাহি।

সোঽলাতচক্রবৎ কাপিলঘুগত্যাভ্রমত্তদা।
হিত্বামাং কাপ্য সৌনাগাদিতি তামেনিরে যথা॥

অঙ্গনা অঙ্গনা মাঝে মাধব যেমন।
মাধব মাধব মাঝে অঙ্গনা তেমন॥
এইমত শোভা রাসমণ্ডলীর মাঝে।
যশোদানন্দন বেণু বাদ্যেতে বিরাজে॥

তথাহি শ্রীবিল্বমঙ্গলে।

অঙ্গনামঙ্গনামন্তরা মাধবো
মাধবং মাধবং চান্তরেণাঙ্গনা।
ইত্থমা কল্পিতে মণ্ডলে মধ্যগঃ
সঞ্জগৌ বেণুনা দেবকীনন্দনঃ॥

যথা।

দ্বেনাম্নী নন্দভার্য্যায়াঃ যশোদা দেবকীতি চ॥

মধ্যে নন্দলাল ব্রজবালার মণ্ডলী।
তরুলতা পিঞ্জ যেন কনক কদলী॥
সুন্দর হস্তক ভেদ চঞ্চল চালনী।
বিলাস চপল যেন শাখার দোলনী॥
দুই দুই মাঝে যৈছে করয়ে বিহার
সকলের সঙ্গে তৈছে কৃষ্ণলীলা আর॥

শুকদেব কহে রাজা পরীক্ষিত শুনে।
সর্ব্ব শ্রোতাগণ শুন করি একমনে॥
রাস মহোৎসব সর্ব্ব সুখের কারণ।
আরম্ভ করিল কৃষ্ণ রসের সদন॥
সকল সদগুণযুত পুরুষ যে হয়।
সকল প্রমদা সহ বিহার করয়॥
অন্যথা বৈষম্যে দোষাপত্তি যে তাহার।
বিশেষতঃ সেই রস ভঙ্গ হয় তার॥
অতএব সবা সহ করিয়া বিহার।
আস্বাদন করে প্রেমরস যে যাহার॥
অনির্ব্বচনীয়া কোন নাট্যবিদ্যা জানে।
তেঞিও নৃত্যগতি কৃষ্ণ আইলা এখানে॥
মোরে ভালবাসে ক্রীড়া করে মোর সনে।
এইমত ভ্রান্ত হয় সকলের মনে॥
অন্যের সহিতে লীলা জানিতে না পারে।
কৃষ্ণ-আলিঙ্গনে সবে আপনা পাসরে॥
কিবা সে আশ্চর্য্য রাসমণ্ডলী সোহিনী।
কিবা সে নৃত্যের গতি ভুবনমোহিনী॥
কিবা সে অদ্ভুত নানা বীণা যন্ত্র স্বান।
কিবা সে অপূর্ব্ব নানাবিধ তান মান॥
কিবা সে লাবণ্য করযুগের চলনী।
গমক ঠমক কিবা কৃষ্ণ-বেণুধ্বনি॥
আকাশ ভেদিল হেন মনে অনুমানি।
চমৎকার স্বর্গলোকে যাহা দেখি শুনি॥
অন্তরীক্ষবাসী সে দেবতাগণ হয়।
নিজ দারা সঙ্গে তারা বিমানে ফিরয়॥
অকস্মাৎ রাসক্রীড়া দর্শন পাইল।
সকলের চিত্তে অতি কৌতুক হইল॥
শত শত বিমান সে আকাশ উপরে।
একত্রে লইয়া লীলা দরশন করে॥
কিবা স্বর্গবাসী ব্রহ্ম রুদ্রাদি যে হয়।
নিজ নিজ দারা সঙ্গে সবে বিহরয়॥
নিজ লোকে থাকি দেখি শুনি রাসলীলা।
কৌতুক বাড়িল নৃত্য দেখিতে আইলা॥
হেন নৃত্য গীত বাদ্য স্বর্গে নাহি হয়।
অন্তরীক্ষে থাকি সবে সে লীলা দেখয়॥

কেহ কহে কৃষ্ণ যেই ক্রীড়াদি করয়।
তার অন্তরীক্ষ পরিকর সব হয়॥
তেঁঞি ক্রীড়া আবরণ রূপে সাবধানে।
সকলেই অন্তরীক্ষে রহে বিদ্যমানে॥

তথাহি।

প্রবিষ্টেন গৃহীতানাং কণ্ঠে স্বনিকটং স্ত্রিয়ঃ।
যং মন্যেরন্নভস্তাবদ্বিমান শত সঙ্কুলং।
দিবৌকসাং সদারাণাং অত্যৌৎসুক্যভৃতাত্মনাং

অতি যে আশ্চর্য্য রাসলীলা নিরখিয়া।
সগণে গগনচর মগন হইয়া॥
রাস মহোৎসবে সর্ব্ব সুখের কারণে।
দুন্দুভি বাজায় সবে মঙ্গলাচরণে॥
অতি যে সুগন্ধি পুষ্প থালিতে ভরিয়া।
যতনে রতন সহ ফেলে নির্ম্মঞ্ছিয়া॥
হেরয়ে অপূর্ব্ব গতি নৃত্যের মাধুরী।
দুন্দুভি বাজায় সবে পুষ্পবৃষ্টি করি॥
গন্ধর্ব্বের পতি সব এ লীলা দেখিয়া।
বিস্মিতা হইল মনে আশ্চর্য্য মানিয়া॥
উর্ব্বশী মেনকা রম্ভা আদি সঙ্গে লৈয়া।
উজ্জ্বল যে রস গান করে হর্ষ পায়্যা॥

তথাহি।

ততো দুন্দুভয়ো নেদুর্নিপেতুঃ পুষ্পবৃষ্টয়ঃ।
জগুর্গন্ধর্ব্বপতয়ঃ সস্ত্রীকা স্তদ্ যশোঽমলং॥

এইমত দেবকৃত উৎসব কহিয়া।
রাসযোগ্য বাদ্য গীত কহে বিশেষিয়া॥
ঐছে চক্র ভ্রমণ যে নৃত্য প্রকাশিয়া।
ব্রজবধূগণ সহ বিলাস করিয়া॥
পুনঃ কৃষ্ণ রাসলীলা বিশেষ কারণে।
অন্যত্র গমন করে প্রিয়াগণ সনে॥

তথাহি।

বিলস্যেত্থং হরিস্তাভিশ্চক্রভ্রমণ নর্ত্তনৈঃ।
রাসলীলা বিশেষায় চক্রাদবরুরোহসঃ॥

সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ যমুনাপুলিন সুবিস্তার।
অনঙ্গ উল্লাস রঙ্গ আখ্যান যাহার॥
স্বলহরী মৃদু হস্ত সকলে করিয়া।
সংস্কার করিল কৃষ্ণাকৃষ্ণের লাগিয়া॥

কুমুদ সুরভি বাতে মার্জ্জিত সুদীপ্ত।
চন্দ্রের কিরণ সুধাসিক্ত সব লিপ্ত॥

তথাহি।

স্বলহরী মৃদুহস্তৈ সংস্কৃতং কৃষ্ণ আত্মাঃ
কুমুদ সুরভি বাতৈর্মার্জ্জিতসংস্কারমগ্র্যং।
শশিকিরণ সুধাভিঃ সিক্তালিপ্তং সতাভিঃ
পুলিন বর মনঙ্গোল্লাস রঙ্গাখ্য মাপ্নাৎ॥

সেই স্থানে হাতাহাতি প্রিয়াগণ মেলি।
পূর্ব্ববৎ করিয়া সে রাসের মণ্ডলী॥
রাধা সহ কৃষ্ণচন্দ্র বিলসয়ে মাঝে।
বিশাখা সহিতে চন্দ্র যেমত বিরাজে॥

তথাহি।

বিধায় কৃষ্ণঃ পরিতংস মণ্ডলীং
তস্মিন্ মিথোবদ্ধ কর প্রিয়া ততেঃ।
তদন্তরায়ং পিয়য়াবভৌ যথা
বিশাখয়েন্দুঃ পরিবেশমধ্যগ॥

কৃষ্ণপ্রেম রসাবেশে ব্রজবধূগণ।
নৃত্য গতি হাতাহাতি করয়ে ভ্রমণ॥
কাম কুম্ভকার যেন নৃপতি সে হয়।
তার এই চক্র অতি সৌন্দর্য্যাদিময়॥
রাসলীলা ঘটশ্রেণী নির্ম্মাণ কারণে।
হরি মণিময় দণ্ডে করিল চালনে॥

তথাহি।

পরিভ্রমত্তল্ললনানি মণ্ডলং
বভৌ যথাকাম্ কুলালভূপতেঃ।
রাসাদি লীলাখ্য ঘটানি নির্ম্মিতৌ-
স্বর্ণ চক্রং হরিদণ্ড চালিতং॥

কিবা সে মণ্ডল হৈল মহাজাল হয়।
বিলাস সাগরে যে উরজ তুম্বিময়॥
কৃষ্ণ মনোমীন ইথি বদ্ধ করিবারে।
কন্দর্প কৈবর্ত্তবর প্রসারণ করে॥

তথাহি।

তন্মণ্ডলং ভাঁতি বিলাস সাগরে
বদ্ধং মনোমীন মিহৈব কিং হরেঃ।
কন্দর্প কৈবর্ত্তবরং প্রসারিতং
হৈমং মহাজাল মুরজ তুম্বিকং॥

পরস্পর বদ্ধকর প্রিয়াগণ সাজে।
অলক্ষিতে গিয়া কৃষ্ণ দুই মাঝে॥

প্রিয়াযুগ স্কন্ধে নিজ ভুজযুগ ধরি।
নানা গতি নর্ত্তনে ভ্রমণ করে হরি॥

তথাহি।

পরস্পরা বদ্ধকর পিয়াতত্তের্দ্বয়ো-
র্দ্বয়ো মধ্যে গতঃ কচিৎ প্রভুঃ।
প্রিয়াযুগাং নর্পিতদোর্যুগস্ফুরত্তাভিঃ
স নানা গতি নর্ত্তনৈর্ভ্রমিতি॥

করযুগে বলয় কঙ্কণ সব সাজে।
তেমতি চরণে সব নূপুর বিরাজে॥
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণের কটিতে কিঙ্কিণী।
নৃত্যগতি বাজে পদতালানুগামিনী॥
সুমধুর কণ্ঠ গান বংশীর সহিতে।
হইল তুমুল শব্দ রাসমণ্ডলীতে॥

তথাহি।

হরি হরি দয়িতানাং বংশীকাকণ্ঠগানৈঃ
মিলিত বলয়কাঞ্চী নূপুরাণাং স্বনোঘঃ।
নটন গতিবিরাজৎ পাদতালানুগামী
নিজবর মধুরিমাং ব্যানসেহৎসৌজগন্তি॥
যথা বলয়ানাং নূপুরাণাং
কিঙ্কিণীনাঞ্চ যোষিতাং স
প্রিয়াণামভূচ্ছব্দস্তুমুলো রাসমণ্ডলে॥

এইমত কৃষ্ণচন্দ্র প্রিয়াগণ সনে।
বিলসয়ে রাস নৃত্য মণ্ডলী বিধানে॥
মাধুর্য্যাদি সদ্গুণ সম্পন্ন সদা হয়।
ব্রজদেবী সনে শোভা বাঢ়ে অতিশয়॥
পরম চিক্কণ শ্যাম কান্তি যশোদার।
দেবকীর প্রিয়সখী নাম হয় যার॥
তাঁর সুত ইন্দ্র নীলকান্তি মনোহর।
সহজে চিক্কণ অতি শ্যামল সুন্দর॥
ব্রজাঙ্গনাগণ স্বর্ণ প্রতিমা সমাজে।
মহামরকত যেন সুষমা বিরাজে॥
স্বভাবতঃ ইন্দ্র নীলমণি বর্ণ হরি।
নৃত্যগতি কৌশলে সবার কণ্ঠে ধরি॥
চুম্বনালিঙ্গন করি ভ্রমে চারিদিগে।
গৌরাঙ্গীগণের অঙ্গছটা তাতে লাগে॥
অনতিশ্যামল মরকত বর্ণ হয়।
শ্যাম গৌর মহামরকত শোভাময়॥

ব্রজাঙ্গনা হৈল মণিগণ চারিপাশে।
মহামরকত এক কৃষ্ণ মধ্য রাসে॥
রাধা আলিঙ্গনে বেণু বাদন করিয়া।
ভ্রমণ করয়ে সর্ব্ব শোভা প্রকাশিয়া॥

তথাহি—ক্রমদীপিকায়াং রাসধ্যানে।

ইতরেতরবদ্ধকর প্রমদাগণকল্পিত
রাস বিহার বিধৌমণি
শঙ্কুগমপ্য মুনাবপুষা
বহুধাবিহিত স্বকদিব্যতত্ত্বং।
সুদৃশ্যামুভয়োঃ পৃথগন্তরগং
দয়িতাগণবদ্ধ ভুজদ্বিতয়ং

শ্রীবিল্বমঙ্গলেনোক্তং।

মণ্ডলে মধ্যমঃ সংজগৌ বেণুমিত্যাদি॥

আলাতচক্রের প্রায় যে কালে ফিরয়।
তবে সকলের পার্শ্বে মূর্ত্তিস্ফূর্ত্তি হয়॥
আপনার ভ্রমণ লাঘব যবে করে।
রাধাসহ এক মূর্ত্তি মণ্ডলী ভিতরে॥

তথাহি।

কদাচিদেকত্রবায়ং স্বীয় ভ্রমণ লাঘবাৎ।
ভ্রমন্নলাতচক্রাভঃ সর্ব্বাসাং পার্শ্বগোঽস্ফুরৎ॥

ইন্দ্র নীলমণি মধ্যে গৌরছটা হয়।
মহামরকত মণি শোভা অতিশয়॥

তথাহি।

তত্রাতি শুশুভেতাভির্ভগবান্ দেবকীসুতঃ।
মধ্যেমণীনাং হৈমানাং মহামারকতো যথা॥

সামান্যতঃ করিনু যে মাধুর্য্য বর্ণন।
বিশেষিয়া কহি কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
বধূগণ সহ যৈছে কৃষ্ণ-শোভা হয়।
কৃষ্ণ সহ ব্রজাঙ্গনা-শোভা অতিশয়॥
নৃত্য গতি ভ্রমিয়া আক্রম যত ভঙ্গী।
চরণবিন্যাস সবে করে অতি রঙ্গী॥
হস্তক বিভেদ যেই হস্তের চালন।
ভুজযুগ বিধুতি সে করে সর্ব্বজন॥
যদ্যপিহ হাতাহাতি ধরি সবে রয়।
হস্তক বিভেদ তাতে সম্ভোগ না হয়॥
তথাপিহ কদাচিত কৃষ্ণের কারণে।

ছাড়িয়া হস্তক ভেদ দেখয়ে নর্ত্তনে ॥
রসাভিব্যঞ্জক যত চাতুরী করণে।
সস্মিত ভুরু সবে করয়ে চালনে ॥
স্বভাবতঃ কৃশমধ্যা হয় সর্ব্বজনে।
ফিরাইতে ভাঙ্গে যেন নৃত্য প্রকরণে ॥
উত্তরীয় বস্ত্র কুচ পট্টয়া সবার।
বিহার করণে সে চলয়ে অনিবার ॥
শ্রবণে কুণ্ডল সব গণ্ডপরি লোলে।
গলায় যে মণিহার হৃদয়ে সে দোলে ॥
শ্রমজল বিন্দু বিন্দু বদনে সবার।
কনক মুকুরে যেন মুকুতা বিথার ॥
কবরী বসনা নীবিবন্ধ যত আর।
বিলাস করণে শ্লথ হৈল তাসবার ॥
শরচ্চন্দ্র কৌমুদী মুকুতা কর আর।
গান করি কৃষ্ণচন্দ্র করয়ে বিহার ॥
তারা সবে কৃষ্ণ নাম মাত্র গান করে।
কৃষ্ণ বিনু অন্তরে বাহিরে নাহি স্ফুরে ॥
ব্রজবধূগণ সব কৃষ্ণ-প্রিয়তমা।
কৃষ্ণ সহ বিহরয়ে অতি সে সুষমা ॥
মেঘচক্রে তড়িত সকল যেন সাজে।
কৃষ্ণ সহ আলিঙ্গন চুম্বনে বিরাজে ॥

তথাহি।

পাদন্যাসৈর্ভুজবিধুতিভিঃ সস্মিত ভ্রূবিলাসৈ-
র্ভজ্যম্মধ্যৈশ্চল কুচপটৈঃ কুণ্ডলৈর্গণ্ডলোলৈঃ।
সিদ্যন্মুখ্যঃ কবর রসনা গ্রন্থয়ঃ কৃষ্ণবধ্বো
গায়ন্ত্যা স্তংতড়িতইবতা মেঘচক্রে বিরেজুঃ ॥

এইমত সভাসহ হয় যে শোভন।
অপূর্ব্ব কৃষ্ণের লীলা যে করু বর্ণন ॥

তথাহি।

ভুজ শিরসি বিরাজদ্দোর্যুগং সপ্রিয়াল্যাং
প্রচলদ জয়দে তম্মণ্ডলং কৃষ্ণমূর্ত্তিঃ ॥ ইতি ॥
জলদ সকল জাঙ্গং মধ্য মধ্যাতিরাজৎ।
স্থির তড়িদুপগূঢ়ং সংভ্রমচ্চক্রবাটৈঃ ॥

এইমত অন্যোন্যে সুষমা বিলক্ষণ।
বিলাসানুরূপ কিছু করিনু বর্ণন ॥
রাধাকৃষ্ণ দুঁহু মিলি করয়ে বিহার।
সেইত সুষমা নাহি উপমা দিবার ॥

নবজলধর কিবা বিনোদ বিজুরী।
জলধর জলদ বিজুরী তাপকারী ॥
কিবা মরকত মণি আর কাঁচা সোনা।
সে দুই কঠোর নহে দোঁহার যোজনা ॥
কনকলতিকা কিবা তরুণ তমাল।
সে দুই স্থাবর নহে এমত রসাল ॥
বিনোদিনী রাধিকা নাগরবর শ্যাম।
এ দুঁহু রূপ লাবণ্য সব অনুপম ॥
এইমত সখীগণ করি আস্বাদন।
প্রেমাবেশে রাসরঙ্গে হয় নিমগন ॥
এই যে নর্ত্তক রাস করিনু বর্ণনে।
আগেতে কহিব গান বাদ্য বিলক্ষণে ॥
চারিদিগে মণ্ডলী যে ব্রজবধূগণ।
সপ্তস্বর ভিন্ন ভিন্ন করে আলাপন ॥
সারিগামা পধানি যে বিভেদ আখ্যান।
অনিবদ্ধ নিবদ্ধ দ্বিবিধ করে গান ॥
শুদ্ধা যে বিকৃত জাতি দুই ভেদ হয়।
আনন্দে সকলে গান করে অতিশয় ॥
তার মধ্যে শুদ্ধ সাত প্রকার যে হয়।
বিকৃতা যে একাদশ প্রকার নির্ণয় ॥
সপ্তস্বরগতা শ্রুতি সব বিলক্ষণ।
বাইশ প্রকার গান করে সর্ব্বজন ॥
তাল সব ধরে ঊনপঞ্চাশ প্রকার।
একবিংশ ভেদে গান মূর্চ্ছন যে আর ॥
পঞ্চদশ ভেদে যে গমক সব ধরে।
তালাদি অনেক ভেদ রম্য গান করে ॥
ত্রিবিধ প্রকার আর নিবন্ধ যে হয়।
শুদ্ধশালগ ভেদে গান আচরয় ॥
প্রবন্ধ বস্তুরূপক শুদ্ধ সংজ্ঞাত্রয়।
প্রবন্ধে স্বরপাঠাদি নানা ভেদ হয় ॥
গ্রহ সন্ন্যাস সংযুত যে বিবিধ প্রকার।
রাগ সব প্রবন্ধের মধ্যে হয় আর ॥
সপ্তস্বর ষট্স্বর যে পঞ্চস্বর আর।
সম্পূর্ণষাড়ব ঔড়বাদি নাম যার ॥
প্রবন্ধের মধ্যে নানা রাগ আলাপন।
সংক্ষেপ আখ্যানে কিছু করিব বর্ণন ॥

মল্লার কর্ণাট নট রাগ যেই সাম।
কেদার কামোদ আর ভৈরবাদি নাম ॥
গান্ধার দেশাগ আর বসন্ত আখ্যান।
মালব সহিতে সব রাগ করে গান ॥

তথাহি।

মল্লারকর্ণাটকনট্ট সাগ কেদারকামোদচ।
ভৈববাদীম্ গান্ধার দেশাগ বসন্তকাশ্চ
রাগান্ গায়ন্ সহমালবাস্তে।

শ্রীগুজ্জরী রামকিরী গৌরী আশাবরী।
গোণ্ডকিরী বেলাবলী মঙ্গল গুজ্জরী ॥
তোড়ী যে বরাড়ী দেশবরাড়ী আখ্যান।
মাগধী কৌশিকী পালী সিন্ধুরা যে নাম।
ললিতা পঠমঞ্জরী শুভগা রাগিণী।
ক্রমে আলাপয়ে নাম কহিতে না জানি।

তথাহি।

শ্রীগুজ্জরী রামকিরিঞ্চ গৌরী
মাশাবরীং গোণ্ডকিরীঞ্চ তেডেতৌ।
বেলাবলীং মঙ্গল গুজ্জরীঞ্চ
বরাটিকাং দেশবরাটিকাঞ্চ ॥
মাগধীং কৌশিকীং পালীং
ললিতাং পঠমঞ্জরীং।
শুভগাং সিন্ধুড়ামেতা
রাগিণ্যস্তাঃ ক্রমাজ্জগুরিতি চ ॥

চতুর্ব্বিধ ঘনাবদ্ধ সুধীর যে মত।
বাদ্য ভেদ বৃন্দা আনি রাখিয়াছে যত ॥
মুরুজ ডম্বুর ডম্ফ মুডড যে থমকা।
ইত্যাদি আনন্দ বাদ্য বাজায় অধিকা ॥
মন্দিরা করতালিকা ঘন বাদ্য করে।
মুরলী পাবিকা বংশী সুষির সুস্বরে ॥
বিপঞ্চি মহতী বীণা স্বরমণ্ডলিকা।
রুদ্রবর্ণা কচ্ছপি যে শুকবিলাসিকা ॥
চতুর্ব্বিধ বাদ্য সবে বাজায় সুতান।
স্বরজাতি ভেদে নানাবিধ করে গান ॥
পতাকা ত্রিপতাকা কর্ত্তরীমুখী আর।
হংসাস্য শুকাস্য মৃগমস্তক আকার ॥
সাঁড়াসিখটকা মুখ সূচিমুখ হেন।
অর্দ্ধচন্দ্র পদ্মকোষ অহিতুণ্ড যেন ॥
ইত্যাদি হস্তক ভেদ করি সর্ব্ব জন।
নর্ত্তনে কৃষ্ণের আগে করায় দর্শন ॥
বহুবিধ তাল সব করয়ে ধারণ।
বিশেষ কথক তাল ধ্রুব বিলক্ষণ ॥
অন্য তাল সব ধরে যে মণ্ড লক্ষণ।
সেই সেই বিধানে যে করে বিলক্ষণ ॥
অতীত নাগত সম ত্রিবিধ প্রকার।
গ্রহ ভেদে তাল হয় অনেক প্রকার ॥
সমা গোপুচ্ছিকা স্রোতোবহা আদি যত।
ত্রিবিধ প্রকার তাল সব নানা মত ॥
দ্রুত মধ্যে বিলম্বিত ত্রিবিধ যে নয়।
একত্র মিলনে তাল অনেক যে হয় ॥
নিঃশব্দ শব্দযুত এই দুই লক্ষণে।
ধ্রুব বশ দুই মত তাল বিলক্ষণে ॥
বর্দ্ধমানাধিক এক হিয়মান আর।
এ দুই বিভেদে মান অনেক প্রকার ॥
চঞ্চৎপুট চাচপুট রূপক যে আর।
সিংহনন্দনাখ্য গজলীলা এক তাল ॥
নিঃসারু আদি তাল আর কত ভাঁতি।
অডডক ত্রিপুঠ শম্প প্রতিমণ্ড যতি ॥
নলকূবর আখ্যান উদবট্ট যে আর।
উপাট্ট দর্পণ নাম বিশেষ প্রকার ॥
এই সব তালমান রাগাদি মিলয়।
রাজ কোলাহল শচীপ্রিয় নামদ্বয় ॥
রঙ্গ বিদ্যাধর তাল ভেদে যে কথন।
বাদকানুকূল আর হয় যে কঙ্কণ ॥
শ্রীরঙ্গ আখ্যান যে কন্দর্প নাম আর।
তেমতি ষট্‌পিতা পুত্র আখ্যাতি যাহার ॥
রাজ চূড়ামণি জয় প্রিয় দুই যেই।
পার্ব্বতী লোচন নাম তাল ভেদ এই ॥
নানাবিধ বাদ্যভেদে স্বর তাল মান।
উচ্চ করি নৃত্য মধ্যে সবে করে গান ॥
কৃষ্ণচন্দ্র রাসযোগ্য গান যেই করে।
প্রশংসিয়া ততোধিক গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥

শ্রীপরাশরেণোক্তং

রাসগেয়ং জগৌ কৃষ্ণো যাবত্তারায়ত ধ্বনি।
সাধু কৃষ্ণেতি কৃষ্ণেতি তাবত্তাদ্বিগুণং জগুরিতি

শুনি কৃষ্ণ সাধু সাধু করি প্রসংশয়।
সম্মান লভিয়া সবে নৃত্যমানা হয় ॥
শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃকা প্রীতি চিত্তে যা সবার।
কৃষ্ণ বিনু মুখে কিছু না আইসে আর ॥
কৃষ্ণপ্রিয়াগণ প্রেমস্নিগ্ধকণ্ঠী হয়।
পরম মধুর স্বরে গান যে করয় ॥
কৃষ্ণ অভিমর্ষ হেতু আনন্দ হৃদয়ে।
গান নৃত্য জন্য শ্রম কিছু না জানয়ে ॥
যা সবার স্বয়মুৎপ্রেক্ষিত রাগে করি।
হইল পরম গান এই বিশ্ব ভরি ॥

তথাহি।

উচ্চৈর্জগু নৃত্যমানারক্ত কণ্ঠো রতিপ্রিয়াঃ।
কৃষ্ণাভিমর্ষ মুদিতা যদ্গীতেনেদমাবৃতং ॥

এইমতে ক্রমে নানা বাদ্য গান করি।
যেরূপে বিহরে আগে কহিব বিবরি ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
মহা রাসলীলা কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে শ্রীরাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে নর্ত্তক রাস
বর্ণনং নাম সপ্তচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

অষ্টচত্বারিংশ অধ্যায়ঃ।

নৃত্য গীত ও বন বিহারাদি।

জয় রাস রসিকনাগর নটবর।
জিনিয়া তমাল মরকত জলধর ॥
জয় রাস রস নৃত্যগান আদি গুরু।
জয় ব্রজবিলাসিনী বাঞ্ছাকল্পতরু ॥
জয় ব্রজাঙ্গনাবৃন্দ রসিকা নাগরী।
জিনি মণি স্বর্ণলতা বিনোদ বিজুরী ॥
জয় তাল মান যন্ত্র সঙ্গীত স্বামিনী।
জয় কলহংস মত্ত কলভ গামিনী ॥
অতঃপর সাবধানে শুন শ্রোতাগণ।
বাদ্য গীত নৃত্য রাস বিশেষ বর্ণন ॥
অন্তর্দ্ধান পরে যৈছে করিল মিলনে।
তেমতি করিয়ে রাস বিলাস বর্ণনে ॥
চারিদিগে চতুর্ব্বিধ তাল যন্ত্র বাজে।
নানাজাতি স্বর রাসমণ্ডলী সমাজে ॥
রসিক শেখর সুদুর্গম স্বর তান।
আলাপিয়া মধুর মুরলী করু গান ॥
কোন যে বিদগ্ধা একা প্রগল্‌ভা হৈয়া।
তেমতি দুহু স্বর জাতি প্রকাশিয়া ॥
কৃষ্ণের সহিতে সে স্বতন্ত্র গান করে।
কৃষ্ণ গান জিতিল মধুর কণ্ঠস্বরে ॥
শুনি কৃষ্ণচন্দ্র অতি আনন্দ পাইল।
সাধু সাধু বলি তারে সম্মান করিল ॥

তথাহি।

কাচিৎ সমং মুকুন্দেন স্বরজাতীরমিশ্রিতা।
উন্নিতে পূজিতা তেন প্রিয়তা সাধু সাধ্বীতি ॥

তেমতি যে অনির্ব্বন্ধ রাগময় গান।
কিবা মত্ত ময়ূরাদি স্বরে যে বিধান ॥
ময়ূর চাতক চিত্র ক্রৌঞ্চ পিক আর।
দুর্দ্দুর মাতঙ্গ সপ্ত স্বরের বিচার ॥
ষড়জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চক।
ধৈবত নিষাদ শ্রুতি চিত্ত সুরঞ্জক ॥

তথাহি।

ষড়জর্ষভৌ চ গান্ধার মধ্যমঃ পঞ্চমস্তথা।
ধৈবতশ্চ নিষাদশ্চ সর্ব্বেষুঃ শ্রুতি সম্ভবাঃ ॥

তথা।

রঞ্জকাশ্রুতি চিত্তানাং স্বরাঃ সপ্তবিধানতা ॥ ইতি চ

রাগোৎপত্তি হেতু যেই সেই সব জাতি
শুদ্ধা বিকৃতা বিভেদে হয় কত ভাতি ॥

তথাহি।
রাগস্তু জায়তে যস্মাঃ সাজাতিরভিধীয়তে।
শুদ্ধাচবিকৃতাচেতি তদ্বিধা পরিকীর্ত্তিতাঃ॥

অন্য স্বর অন্য জাতি স্পর্শ নাহি হয়।
স্বজাতীয় স্বরে গান প্রবীণতাময় ॥
ধ্রুব পদ কৃষ্ণচন্দ্র গান যেই করে।
শুনি একজন তৈছে শুদ্ধ জাতিস্বরে ॥
কৃষ্ণের সহিতে যে উৎকৃষ্ট করে গান।
তারে সাধুবাদে কৈল অনেক সম্মান ॥

তথাহি।
তদেব ধ্রুব মুন্নিন্যে তস্মৈ মানঞ্চ বহ্বদাৎ॥

কার কার গুণোৎকর্ষ বর্ণনা আচরি।
গানাদ্যনুভাব প্রেম বর্ণনা যে করি ॥
কার কার সম্ভোগ প্রাধান্যে যে বিলাসে।
কৃষ্ণ সহ মহামুনি কহিল সে রাসে ॥
তার মধ্যে সসৌভাগ্য প্রাধান্যে করিয়া।
রাস বিলাসাদি যে শুনহ মন দিয়া ॥
যে কালে করিল প্রিয় স্বরজাতি গান।
তাতে যে উৎকর্ষ দোঁহে করিল সুতান ॥
তাহা শুনি কেহ বাদ্য গান অনুসারি।
করিল আশ্চর্য্য নৃত্য তালাদি উচ্চারি ॥
গদাকৃতি যষ্টি যেই নটরাজোচিতা।
কিবা বংশী বাণাত্মক শব্দ নিগদতা ॥
তাহা হাতে ধরি কৃষ্ণ রহে তার কাছে।
নৃত্য অবসানে রসভরে পড়ে পাছে ॥
শ্লথ হৈল বলয়া যে কবর মল্লিকা।
রাস নৃত্য পরিশ্রান্তা সেই যে গোপিকা ॥
বাহুলতা দিল প্রিয় স্কন্ধের উপরে।
কৃষ্ণ তার গলে বাহুলতা দিয়া ধরে ॥

তথাহি শ্রীপরাশরেণোক্তং।
পরিবর্ত্ত শ্রমেনৈকা চলদ্বলয়লাপিনী।
দদৌ বাহুলতাং স্কন্ধে গোপী মধুনিঘাতিনঃ ॥

এইত মাধুর্য্য নাম অনুভব হয়।
সর্ব্বাবস্থা গতা চেষ্টা সব শোভাময় ॥

তথাহি।
মাধুর্য্যং নাম চেষ্টানাং সর্ব্বাবস্থা সুচারুতা॥

মধ্যে স্থিতা মধ্যমা যে গুণ অতিশয়।
তস্মাৎ শ্রীরাধিকা স্বাধীন কান্তা হয় ॥
অতএব নিকটে যে দোঁহা গান কৈল।
রাধাকৃষ্ণ সুখে সুখী বিধানে জানিল ॥
গানাদির গুণ সব বর্ণন করণে।
তদ্ভাব ইচ্ছাত্মিকা যে সহায় দুইজনে ॥
ললিতা বিশাখা যে দোঁহার হয় নাম।
স্বতন্ত্র নায়িকা রাধা নাহিক উপম ॥

তথাহি।
কাচিদ্রাসপরিশ্রান্তা পার্শ্বস্থাস্য গদাভৃতঃ।
জগ্রাহ বাহুনা স্কন্ধং শ্লথদ্বলয়মল্লিকা ॥

ললিতা বিশাখা রাধাকৃষ্ণ সহ রাসে।
নৃত্য গান রসে অতি আনন্দে বিলাসে ॥
নানাবিধ তাল যন্ত্র মণ্ডলীতে বাজে।
নানা যে সুতাল গানে সকলে বিরাজে ॥
বাম্য গন্ধাযুত যূথেশ্বরী যে শ্যামলা।
তাল গতি নৃত্য করি কৃষ্ণ পাশে আইলা ॥
রাধিকার স্কন্ধে যে কৃষ্ণের বাহু হয়।
চন্দন আলিপ্ত সে উৎপল গন্ধময় ॥
নিজ ভুজে পরশিয়া আঘ্রাণ লইয়া।
চুম্বন করয়ে স্পষ্ট হৃষ্টরোমা হৈয়া ॥
কান্ত সহ মিলনে যে শঙ্কা নাহি হয়।
প্রাগল্‌ভ্য নামেতে সেই অনুভব হয় ॥
কৃষ্ণস্পর্শে হৃষ্ট হৈল যার রোমগণ।
তার যে আনন্দ তাহা কে করু বর্ণন ॥

তথাহি।
তত্রৈকাংশ গতং বাহুং কৃষ্ণস্যোৎপল সৌরভং।
চন্দনালিপ্তমাঘ্রায় হৃষ্টরোমা চুচুম্বহ ॥

তথাহি।
নিঃশঙ্কত্বং প্রগল্‌ভতা ॥ ইতি ॥

পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণ সহ শৈব্যার বিলাস।
নৃত্য গান রসে কিছু করিব প্রকাশ ॥
বাদ্য গান তাল অনুরূপ নৃত্য কৈলা।
এইত কারণে যেন শ্রমযুতা হৈলা ॥

তৈছে নৃত্যাবেশে যৈছে দোলায়ে কুণ্ডল।
কৃষ্ণগণ্ডে ধরিল যে নিজ গণ্ডস্থল॥
কৃষ্ণ তার মুখ ধরি আপন সম্মুখে।
তাম্বূল চর্ব্বিত দিল অতিশয় সুখে॥
অতএব অন্যোন্যে যে হইল চুম্বন।
দেয়া নেয়া ছল সেই তাম্বুল চর্ব্বণ॥

তথাহি।

কস্যাশ্চিন্নাট্য বিক্ষিপ্ত কুণ্ডলত্বিষামণ্ডিতং।
গণ্ডংগণ্ডে সংদধত্যাঃ প্রাদাত্তাম্বূলচর্ব্বিতং॥

পূর্ব্ববৎ কৃষ্ণসহ মিলন করণে।
চন্দ্রাবলীর বিলাস যে কহিব এক্ষণে॥
যেমত মুরজ তাল বীণাযন্ত্র বায়।
চারিদিগে সখীগণ সুতান যে গায়॥
তেমতি যে স্বরজাতি প্রকাশ করিয়া।
তাল গতি নূপুর কিঙ্কিণী বাজাইয়া॥
অচ্যুত দক্ষিণ পার্শ্বে করি আগমন।
সেই ভুজকমল যে করিয়া গ্রহণ॥
নৃত্য জন্য শ্রম যেন বিলাসের কাজে।
সুখ রূপ হস্ত ধরে বক্ষঃস্থল মাঝে॥
মুখ্য ছয়জনের যে করিনু বর্ণনে।
এমতি জানিবে পদ্মা পূর্ব্ব প্রকরণে॥
এককালে চন্দ্রাবলী পদ্মার মিলনে।
যেমতে সঙ্গতি তাহা কহি অনুমানে॥
বাদ্য অনুরূপ নৃত্য গান প্রকাশিয়া।
চরণে নূপুর কাটি কিঙ্কিণী বাজায়্যা॥
কৃষ্ণহস্তে ধরি বিলসয়ে চন্দ্রাবলী।
তার পাশে ছিলা পদ্মা হৈল একমেলি॥
নৃত্য গতি শ্রমযুতা আগমন করি;
শীতল সে করপদ্ম ধরে বক্ষোপরি॥

তথাহি।

নৃত্যতীগায়তীকাচিৎ কুজন্নূপুর মেখলা।
পার্শ্বস্থাচ্যুতহস্তাব্জং শ্রান্তাধাৎ স্তনয়োঃ শিবং

সারল্য স্বভাবে যেই বিষ্ণুপুরাণোক্তা।
অষ্টমী গণনে ভদ্রা এখানেও যুক্তা॥
কোন এক গোপী যে অত্যন্ত বিলক্ষণা।
গীতস্তুতি ছলে হয় অতি যে নিপুণা॥
নৃত্য তাল গতি কৃষ্ণ সম্মুখে আইল।
আলিঙ্গন করি মুখে চুম্বন করিল॥
দুই গণে অপ্রবিষ্টা তটস্থা লক্ষণে।
চুম্বন করিল ভদ্রা সারল্য বিধানে॥

তথাহি বিষ্ণুপুরাণে।

কাচিৎ পরিলসদ্বাহুঃ পরিরভ্যচুচুম্বতং।
গোপীগীত স্তুতিব্যাজ নিপুণামধুসূদনং॥

সম্ভোগেচ্ছাময়ীগণ কৃষ্ণের সহিতে।
যথাযোগ্য বিলাস লভিল এইমতে॥
অচ্যুত যে কভু কোন হেতুচ্যুতি নয়।
রসিকতা গুণ রাসবিলাসাদিময়॥
তস্মাৎ রমার যেই একান্ত বল্লভ।
প্রেমের বিষয় মাত্র বিলাস দুর্ল্লভ॥
রাসাদি বিলাসি সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।
কান্ত করি লভিল সকল গোপীগণ॥
ক্ষণে সে বিশ্লেষ কেহ না পারে সহিতে।
তাসবার ভাবমুদ্রা কে পারে কহিতে॥
লক্ষ্মী হৈতে অতিশয় গোপিকা মহিমা।
উদ্ধব করিল গান দেখ প্রেমসীমা॥

তথাহি।

নায়ংশ্রিয়োঽঙ্গ উনিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ
স্বর্যোষিতাং নলিন বন্ধরুচাংকুতোঽন্যাঃ।
রাসোৎসবেস্য ভুজদণ্ড গৃহীত কণ্ঠ-
লব্ধা শিষাং য উদগাদ্ব্রজসুন্দরীণাং॥

অতএব লক্ষ্মী হৈতে অতিশয় গুণ।
গোপিকার প্রেম শুনি করিল বর্ণন॥
কৃষ্ণে ভুজযুগ কণ্ঠে আলিঙ্গিত হ'য়ে।
কৃষ্ণগুণ গায়্যা প্রেমানন্দে বিলসয়ে॥

তথাহি।

গোপ্যোলব্ধাচ্যুতং কান্তং শ্রিয় একান্ত বল্লভং।
গৃহীত কণ্ঠ্যস্তদ্দোর্ভ্যাং গায়ন্ত্যস্তং বিজহ্রিরে॥

এইত কহিনু গোপিকার প্রেমসীমা।
এবে কহি শুন যে সৌভাগ্যের মহিমা॥
রাস নৃত্য গান জন্য শ্রম যা সবার।
কৃষ্ণের সহিতে শোভা বাড়ে চমৎকার॥

নিজ শেষ মাধুর্য্য সর্ব্বস্ব সেই সার।
প্রকট করিয়া কৃষ্ণ করয়ে বিহার॥
তাহা দেখি পরম উল্লাস হয় চিতে।
কৃষ্ণপ্রেমরসাত্মিকা সকলে যাহাতে॥
অতএব কৃষ্ণ সম বৈদগ্ধ্যাদি করি।
বিহার করয়ে সব শ্রীব্রজসুন্দরী॥
কৃষ্ণ-বেশভূষা যৈছে বিবিধ প্রকার।
তেমতি যে বেশভূষা হয় তা সবার॥
কর্ণোৎপল অলক কুণ্ডল গণ্ডোপরে।
নৃত্যগতি ঘর্ম্মবিন্দু মুখ শোভা ভরে॥
তাল গতি বলয়া নূপুর সব বাজে।
মাতাল ভ্রমরা যেন সুমধুর গাজে॥
কেশমালা সকলের বিগলিত হয়।
রাস মণ্ডলীতে নৃত্য করি বিলসয়॥

তথাহি।

কর্ণোৎপলালকবিটঙ্ক কপোল ঘর্ম্মরক্ত
শ্রিয়োবলয় নূপুর ঘোষবাদৈঃ।
গোপ্যঃ সমং ভগবতা ননৃতুঃ স্বকেশ-
স্রস্তস্রজোভ্রমর গায়ক রসগোষ্ঠ্যাং॥

নৃত্যগীত আদি যে উপাধি গুণে করি।
বলসয়ে কৃষ্ণ মুখ ভঙ্গ্যাদি আচরি॥
তেমতি উপাধি গুণ ব্রজবধূগণে।
বিলসয়ে করপদ নয়ন চালনে॥
এইমত তাসবার গুণ সর্ব্বোপর।
বিলাস বৈদগ্ধ্য সাম্য হয় পরস্পর॥
রমার যে প্রভু সেই ব্রজেন্দ্রনন্দন।
উৎকণ্ঠা বর্দ্ধন মাত্র না হয় রমণ॥
গোপী প্রেম দেখিয়া অসাধারণ চিহ্ন।
চমৎকার চিত্তে হয় সবার অধীন॥
এইমত পরিসঙ্গে আশ্লেষ করণে।
কর অভিমর্ষে ভুজ করি আলম্বনে॥
স্নিগ্ধেক্ষণে মুখাদি সরস আলোকনে।
উদ্দাম বিলাসে স্পর্শ করয়ে যে স্তনে॥
হাসভাব অতিশয় বিলসিত স্মিতে।
বিলসয়ে সর্ব্ব ব্রজসুন্দরী সহিতে॥

যেন কোন শিশু দর্পণাদির ভিতরি
বয়ঃ স্বভাবতঃ নিজ প্রতিবিম্ব হেরি॥
মুখ হস্ত চালন আপনে যেন করে।
প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি তার তেমতি আচরে॥
দেখি সে বালক ক্রীড়া কৌতুক তরঙ্গী।
আপনে করয়ে যেইমত কত ভঙ্গী॥
প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি পুনঃ সেইমত করে।
এইমত পরস্পর হয়ত বিহারে॥
তৈছে ইহা প্রতিবিম্ব মূর্ত্তি গোপীগণ।
স্বরূপ শক্তিতে প্রতিমূর্ত্তি নিরূপণ॥
আনন্দ চিন্ময় প্রেমরস বিভাবিত।
ক্রীড়াসক্ত হয় কৃষ্ণ তাসবা সহিত॥

তথাহি ব্রহ্মসংহিতায়াং।

আনন্দ চিন্ময় রস প্রতিভাবিতাভিরিত্যাদি।

শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যৈছে প্রেম গোপিকার।
গোপী প্রেমে তৈছে কৃষ্ণের আনন্দ বিহার॥
এইমত শ্রীকৃষ্ণ শ্রীব্রজবধূগণ।
পরস্পরাসক্ত হেতু করয়ে রমণ॥

তথাহি।

এবং পরিষঙ্গ করাভিমর্শ
স্নিগ্ধেক্ষণোদ্দামবিলাসহাসৈঃ।
রেমে রেমেশো ব্রজসুন্দরীভি
যথার্ভকঃ স্বপ্রতিবিম্ববিভ্রমঃ॥

এই যে কহিল রাসবিলাস বর্ণন।
বিশেষ করিয়া কিছু শুন শ্রোতাগণ॥
অতঃপর নানা তালে পৃথগ্বিধান।
নর্ত্তন সহিতে হয় প্রবন্ধ যেই গান॥
বিদগ্ধ শেখর সব বিদগ্ধা সহিতে।
করিতে আরম্ভ কৈল রাসমণ্ডলীতে॥

তথাহি।

অথ প্রবন্ধগানং স নানাতালৈঃ পৃথগ্বিধং।
কর্ত্তুমারভতে তাভির্বিদগ্ধধাস্তিং স নর্ত্তনং॥

রাধা সহ কৃষ্ণচন্দ্র যবে নৃত্য করে।
ললিতাদি সখী তবে গান যে আচরে॥
চিত্রা আদি সবে তাল ধারিকা যে হয়।
বৃন্দা আদি সবে সভাসদ হৈয়া রয়॥

তথাহি।

শ্রীরাধয়া নৃত্যতি কৃষ্ণচন্দ্রে
গায়ন্ত্য আসন্ললিতাদয়স্তদা।
চিত্রাদয়োঽন্যাঃ কিলতালধারিকা
বৃন্দাদয়ঃ সভ্যতয়া ব্যবস্থিতা॥

কৃষ্ণচন্দ্র একলা যে নৃত্য করে তায়।
শ্রীরাধাদি দুরূহ আশ্চর্য্য তালে গায়॥
তেমতি সে কৃষ্ণচন্দ্র যবে গান করে।
শ্রীরাধাদি নৃত্য করে আশ্চর্য্য প্রকারে॥

তথাহি।

কৃষ্ণনৃত্যেত্বেকলে রাধিকাদ্যা
গায়ন্তি স্মাশ্চর্য্য তালৈর্দুরূহৈঃ।
তস্মিন্ সভ্যে রাধিকাদ্যাঃ ক্রমে-
ণাশ্চর্য্যং নৃত্যৎসাঙ্গহারং ব্যধুস্তাঃ॥

রঙ্গস্থলে ক্রমে যারা স্থির হৈয়া রয়।
নৃত্যকারীগণের যে অন্তঃপট হয়॥
বীণা আদি বাদ্যাবলি ধারিকা যে কত।
নানা প্রবন্ধাদি গান করে যত যত॥
তাসবার তত ঘন শুষির অনৃদ্ধ।
বাদ্যসহ মৃদু কণ্ঠস্বর যে সমৃদ্ধ॥
তদনুগ পদতলে তাল প্রকাশিয়া।
ভুরু কর অঙ্গ আদি চালন করিয়া॥
ক্রমে ক্রমে প্রবেশ করিয়া রঙ্গস্থলে।
তৃষ্ণাযুতা হৈয়া নৃত্য করে কুতূহলে॥

তথাহি।

রঙ্গেক্রমাৎ শ্রেণীতয়াস্থিতা
নামন্তঃ পটত্বং নটতাং গতানাং।
বীণাদি বাদ্যাবলি ধারিকানাং
নানা প্রবন্ধাদিক গায়িকানাং॥
ততঘন শুষিরাঢ্যানদ্ধঃ কণ্ঠস্বরৌঘৈঃ
মৃদুবিবিধ গতিস্তৈপ্যেক্য মাপ্তেঽঙ্গনানাং।
তদনুগ পদতালৈর্ভ্রূকরাঙ্গাদিচালৈর্ন
নৃত্যন্নিহস তৃষ্ণাস্তাঃ প্রবিশ্যক্রমেণ॥

কৃষ্ণচন্দ্র অত্যন্ত মাধুর্য্য পরকাশি।
তাসবার মধ্য হৈতে রঙ্গস্থলে আসি॥
যেমত বাদ্যের গতি কণ্ঠস্বর মেলি।
নানা তাল বশে তৈছে পদযুগ চালি॥
করযুগ চুম্বন করিয়া নৃত্য করে।
এইমত করি সুখ দেন তাসবারে॥

তথাহি।

তত্তাতথৈ দৃগিতি দৃগিথৈ
দৃকৃতথৈ তা তথৈ থা।
থোদৃক দ্রাং দ্রাং কিট কিট
কৃণঝে থোকৃকথোদিককু আরে॥
ঝেন্নাং ঝেন্নাং কিড়ি গিড়ি
কিড়িধাং ঝেঙ্কুঙ্কুঝেঁ ঝেককু ঝেঝেঁ।
থোদিক দ্রাং দ্রাং দৃমি দৃমি
দিমিধাং কাককুঝে কাঙ্কুঝেন্দ্রা
মাগত্যেবং নটতি সহচরিশ্চারুপাট প্রবন্ধং॥

কৃষ্ণদ্যুতি ঘনচয়ে বিদ্যুতের প্রায়।
রাধিকার দ্যুতি রতি সৌন্দর্য্য যে তায়॥
কুজিত যে কাঞ্চি আর কটক শোভয়।
বিরলিত নূপুর যে মনোহর হয়॥
ক্বণিত কঙ্কণ ভুজযুগে শোভা-করে।
চালন করিয়া নৃত্য গতি তাল ধরে॥

তথাহি।

নৃত্যন্তীত্থং গদতি তথথৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈথা।
দাধাদৃকচঙ নঙ নিঙ নঙ নিঙানং তত্ত্ব
কত্তু তুং গুরু গুডুদাং দ্রাং গুডুদ্রাং গুডুদ্রাং।
ধেক্ ধেক্ ধাং ধাং কিরীটি কিরীটধাং দিম্মিদিং
দামাগত্যেবং মুহুরিহ সদা শ্রীমদীশান নর্ত্ত॥

পদযুগে মণিময় মঞ্জির বিরাজে।
কনক বলয়া দুই করপদ্মে সাজে॥
তাসবার মধ্যে শ্রেষ্ঠা ললিতা সুন্দরী।
কর কাঁপাইয়া ঝংঝঙ্কার শব্দ করি॥
রঙ্গস্থলে আগমন কৈল সেইখানে।
কৃষ্ণকান্তি মিলি শোভে তড়িত যে ঘনে॥
এইমত সুমধুর তান উচ্চারিয়া।
কৃষ্ণ আগে নৃত্য করে আনন্দিত হৈয়া॥

তথাহি।

থৈ থৈ থাঁথোঁতি গততি তথৈ থোঁতথি থোঁথ থৈথ

আর একজনা পাদ বিন্যাস করণে।
সুশোভন করযুগ করিয়া চালনে॥

কঙ্কণে কিঙ্কিণী যে নূপুর ধ্বনি করে।
নৃত্য গতি কহে তাল ধরিবার তরে ॥

তথাহি।

থৈ থৈ থৈ থৈ থৈ তথৈ থৈ তথৈথা ॥

তারপর একজনা রঙ্গস্থলে গিয়া।
নৃত্য করে এইমত তাল উচ্চারিয়া ॥

তথাহি।

থৈয়া থৈয়া তথ তথ থৈয়া।

জ্যোৎস্নাতে উজ্জ্বল অঙ্গ পুলিন যে হয়।
দেখহ রাধিকা যেন নৃত্য আচরয় ॥
মন্দবাতে প্রেরিত যে বৃন্দাবন আর।
নৃত্য করে দেখ সবে আশ্চর্য্য প্রকার ॥
কৃষ্ণচন্দ্র এইমত বচন কহিয়া।
পুনরপি নৃত্য করে তালসাঙ্গ হৈয়া ॥

তথাহি।

আআই আতি আআতি অই অতি অআ
আআতি আ আ আ আ জ্যোৎস্নোজ্জ্বলাঙ্গং।
নটদিব পুলিনং মন্দবাতেরিতং আ আ আ
আএতি কৃষ্ণঃ পুনরিহ নিগদন্ তালসাঙ্গং ননর্ত্ত

আইঅ আইঅ পুনরপি আলাপিয়া।
রাই নৃত্য করে কৃষ্ণ হাস্য প্রকাশিয়া ॥

তথাহি।

আইঅ আইঅতে প্রিয়হাস
চন্দ্রতিকুন্দতি হংসতি আরে।
ক্ষীরতি হীরতি হারতি আরে
আইঅ আইঅ নৃত্যতি রাধা ॥

তাধিক তাধিক ধিক শবদ বিশেষে।
গোপিকার নৃত্যে যে মুরজ বাজে রাসে ॥
কিবা তাসবারে অতিশয় তুষ্টা হৈয়া।
শব্দ করে অন্য সুর বনিতা নিন্দিয়া ॥

তথাহি।

তাধিক তাধিক ধিগিতি নিনাদং
কুর্ব্বন্ রাসেবর মুরজোঽয়ং।
তাস্বৈরাসামতিশয় তুষ্টা
নিন্দত্যন্যাঃ সুরবনিতা কিং ॥

বৈনিকেয়ে সব বৈনবিকি যত আর।
গায়নী যতেক তালধারিকা অপার ॥
মৌরজিকীগণ সব নর্ত্তকী সহিতে।
করিতে লাগিল নৃত্য আনন্দিত চিতে ॥

তথাহি।

বৈনিক্যো বৈনবিক্যশ্চ গায়ন্য স্তালধারিকাঃ।
মৌরজিক্যশ্চ নৃত্যতি নর্ত্তকীভিঃ সমংমুদা ॥

এইমত পরম আনন্দে যে আবিষ্টা।
গান নৃত্য রঙ্গে যত অঙ্গনা প্রবিষ্টা ॥
তাসবার নীবি বেণী কঞ্চুকাদি যত।
গান নৃত্য গতি গাঢ় বন্ধ হয়ে শ্লথ ॥
দেখিয়া সে কৃষ্ণ অতিশয় তুষ্টা হৈয়া।
আপনে বান্ধয়ে শীঘ্র রঙ্গস্থলে গিয়া ॥
সেই স্থানে যে সব গায়িনী গুণী জনা।
নানামত শব্দ বন্ধে করি বিকল্পনা ॥
সারি গামা পধনি আখ্যান সপ্তস্বরে।
পৃথক্ নবীন রাগ আলাপন করে ॥
শুদ্ধা আর সঙ্কীর্ণা যে সহস্র প্রকার।
স্বর সব আলাপন করিয়া যে আর ॥
মার্গদেশী ভাষা আর গীত যেই হয়।
অনেক প্রকার গান সকলে করয় ॥
কাংস্য তাল সুঘন প্রাবৃট নভ হেন।
বংশাদি সুষির গান শুচিমূল যেন ॥
বীণাদি যে অতি তত সে গগন প্রায়।
মুরজাদি আনদ্ধ যে বাদ্যকর তায় ॥
নট নর্ত্তকীগণের মঞ্জীর বলয়।
কঙ্কণ কিঙ্কিণী যেই ধ্বনি অতিশয় ॥
তাল সম্পদসুগামী সে সকল হৈল।
চতুর্ব্বিধ বাদ্যে পঞ্চমতাকে লভিল ॥
মুখে গান তদভিনয়ন দুই করে।
তেমতি শ্রীযুত পাদপদ্মে তাল ধরে ॥
তেমতি যে গ্রীবা কটি করে বিধুনন।
তদভিনয়ন দুই নেত্রের দোলন ॥
তেমতি দক্ষিণ বামে গমনাগমন।
কৃষ্ণ-মুখপদ্মে তারকাত্তে যে ঈক্ষণ ॥

বল্লবীগণের মনসিজ সুখ তবে।
হইল যে অতিশয় তাহা কে কহিবে ॥
অনেক প্রকার জাতি শ্রুতি সব আর।
বহুবিধ মূর্চ্ছনা গমক যে প্রকার ॥
বীণা ব্যতিরেকে কণ্ঠে করি উচ্চারণ।
সেই সেই মত গান করে কত জন ॥
অসংমিশ্র জাতিস্বর অতীব যে হয়।
শ্রুতি গম করম্যা যে কৃষ্ণ আচরয় ॥
এক জনা সেইমত উচ্চারয়ে স্বরে।
সাধু সাধু বাক্যে কৃষ্ণ তার পূজা করে ॥
তাহাতে ছালিক্য নৃত্য রাধিকা যে করে
দেখি তুষ্ট হৈয়া তাল অবসানে তারে ॥
আলিঙ্গন ছলে আত্মা করে সমর্পণ।
পরম আনন্দে হেরে সব সখীগণ ॥
কৃষ্ণচন্দ্র কভু অতি আনন্দিত হৈয়া।
কান্তারে নাচায় বেণু প্রগান করিয়া ॥
কৌতুকে উন্নীত তাল স্খলন যে হয়।
অপাঙ্গ ইঙ্গিতে তবে কৃষ্ণে আদেশয় ॥
তেমতি যে বীণা আদি গান আলাপিয়া।
কৃষ্ণেরে নাচায় রাই অতি সুখ পায়্যা ॥
নৃত্যগতি তাঁর তাল স্খলিত যে হয়।
দেখিয়া আপনে তাহা সম্ভালিয়া লয় ॥
কৃষ্ণ সহ রাধা আর রাধা সহ হরি।
যেমত নর্ত্তন গান করে ফেরাফিরি ॥
তেমতি যে সহায়িকা বৃন্দা সখীগণ।
নৃত্য গান বাদ্যে তৃপ্তি নহে কোন জন ॥
তাল অবসানে কৃষ্ণ আপনার পাণি।
প্রিয়া-বক্ষঃস্থলে ধরে পড়িবেন জানি ॥
রাই তুষ্টা হৈয়া বাম ভুজেতে করিয়া।
প্রিয়া-কর নিবারয়ে রোষ প্রায় হৈয়া ॥
জানুদ্বয়ে ক্ষিতি আলম্বিয়া একজন।
আয়ত যে ভুজযুগ করি প্রসারণ ॥
সুবর্ণের কামচাকি বেগে ক্ষিপ্তা যেন।
ঘুরয়ে তেমতি তিহঁ ঘুরে বিলক্ষণ ॥
লীলাতে উৎসর্গ ভুজদ্বয় প্রসারণে।
তেমতি যে অপসর্প করয়ে কুঞ্চনে ॥

অঙ্গ সব অন্য অঙ্গে করিয়া স্পর্শন।
দুষ্কর যে নৃত্য করে আর এক জন ॥
কখন যে এক হস্তে ভূমি আলম্বিয়া।
বার বার শূন্যে নিজ দেহ ফিরাইয়া ॥
নৃত্যগতি পৃথিবীতে ধরয়ে চরণে।
কখন ফিরায় দেহ বিনা আলম্বনে ॥
ঊর্দ্ধমুখে উত্তান নয়না যে বিভুগ্না।
ক্ষীণ মধ্যোপাঙ্ঘ্রিগত বেণী এক জনা ॥
হৃষ্ট হৈয়া নাচে পৃষ্ঠে বেণীর দোলনী।
হেম ধনুর্লতা যেন খচিত সিঞ্জিনী ॥
মঞ্জীরান্ত বিবরে যে কলা সব হয়।
কোন এক সখী তাল ক্রমেতে চালয় ॥
এক দুই তিন চারি যখন যেমন।
তাল অনুক্রমে যে বাজায় বিলক্ষণ ॥
কখন সে কথা সব স্থগিত করিয়া।
দুই পদ চালে অতি অপূর্ব্ব হেরিয়া ॥
রঙ্গস্থলে অখিল যে গুণী সর্ব্বজন।
সাধুবাদ সম্মাননে করয়ে পূজন ॥
গীত বাদ্য নৃত্য বিধি শিব যে বিদিত।
লক্ষ্মীকান্ত লক্ষ্মীচয় নয় যে চরিত ॥
অন্যাগম্য যেই যে যে স্বকীয় প্রণীত।
ব্রজবর ললনা নর্ত্তকী প্রকাশিত ॥
সে সকল বার বার মনের উল্লাসে।
প্রিয়াগণ সহ কৃষ্ণ বিস্তারিল রাসে ॥

তথাহি।

গীতং বাদ্যঞ্চ নৃত্যাং বিধিশিব
বিদিতং যচ্চবৈকুণ্ঠলোকে।
যল্লক্ষ্মীকান্ত রচনয় রচিতং
স্বেন যদৎ প্রতীতং।
অন্যাগম্যং যদভির্ব্রজবর ললনা
নর্ত্তকীভিশ্চ স্বৈরংরাসে কৃষ্ণস্তদেবত-
মুহুরিহকুতুকী সর্ব্বমাভির্ব্যতানীৎ ॥

আনন্দে হেরয়ে কোন কোন প্রিয়াগণে।
চুম্বন করয়ে কত প্রিয়ার বদনে ॥
কোন যে প্রিয়ার ওষ্ঠাধর পান করে।
কোন কোন প্রিয়ার যে স্তনযুগে ধরে ॥

কৌতুক সহিতে কার কার আলোকন।
করয়ে উরোজে নখ কার যে অর্পণ ॥
ঐছে রসে নৃত্য ছলে করিয়া ভ্রমণ।
রসসিন্ধু মাঝে হরি করয়ে রমণ ॥

তথাহি।

কশ্চিৎ পশ্যতিকাশ্চ চুম্বতি পরাঃ
সাকুতমালোকতে কাশাশ্লি কুশল
ছদোহপি রতি সোহস্যাশ্যাং কুচৌ কর্ষতি।
বক্ষোজে নখরাণ তার্কত নব্যাৎ
কাসাঞ্চ নৃত্যে ভ্রমন্নেবং রাস
নিযেব্ধতাঃ সরমনে যে রসাব্ধৌ হরিঃ ॥

এইমত গান করি নিজ প্রিয়াগণে।
করয়ে আশ্চর্য্য গান আপনার গুণে ॥
চিত্রগতি নৃত্য করি নাচায় সবারে।
নাচিয়া নাচায় সবে বিচিত্র প্রকারে ॥
উচ্চ গীত করণে সবারে শ্লাঘা করে।
তারা সবে উচ্চ গীতে প্রশংসয়ে তারে ॥
প্রতিবিম্ব সহ যৈছে শিশু ক্রীড়া করে।
প্রিয়াগণ সহ কৃষ্ণ তেমতি বিহরে ॥

তথাহি।

এবং গায়ন্ গাপয়ং স্তান্ স্বদারাং চিত্রং
নৃত্যন্নর্ত্তয় নর্তিতৈশ্চৈতান্ শ্লাঘন্ শ্লাঘিত
স্তৈরেমে তুচ্চৈর্বালকো বৎসবিম্বৈঃ ॥

এইমত অন্যোন্যে করিয়া বিহার।
অত্যন্ত আনন্দাবেশে বিরাম সবার ॥
কৃষ্ণ-অঙ্গ সঙ্গক্রমে হৈল যে আনন্দ।
তাহাতে আকুল সর্ব্বেন্দ্রিয় গোপীবৃন্দ ॥
বিগলিত কেশপাশ হৈল তাসবার।
দুকূল যে পট কুচ পট্টি যে সবার ॥
বিস্রস্ত হইল মালা আভরণ যত।
সাম্ভালিতে নারে সবে হয়ে শ্রমযুত ॥
শুকদেব কহে কুরুদ্বহ হে রাজন্।
কৃষ্ণের আশ্চর্য্য লীলা করহ শ্রবণ ॥

তথাহি।

তদঙ্গ সঙ্গ প্রমদা কুলেন্দ্রিয়া
কেশান্দুকূলং কুচ পট্টি কাশ্বা।
নাঞ্জঃ প্রতিব্যোঢ়ু মলং ব্রজস্ত্রিয়ো
বিস্রস্তমালাভরণাঃ কুরুদ্বহ ॥

স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
মাধুর্য্যাদি সর্ব্বগুণ পরিপূর্ণ যাঁর ॥
পূর্ব্ব পূর্ব্ব হৈতে অতি শোভা প্রকটনে।
বিহার করয়ে ব্রজদেবীগণ সনে ॥
সস্ত্রীক হইয়া যে গগনচরগণে।
রাস মহামহোৎসব করি দরশনে ॥
সাক্ষাৎ যে সেবা মনে কামনা করিয়া।
দুর্ঘট বুঝিয়া সবে রহে স্তব্ধ হৈয়া ॥
তাসবার স্ত্রীগণ যে শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে।
কামপীড়া হেতু সবে মূর্চ্ছাপন্না হয়ে ॥
তেমতি গগনে চন্দ্র প্রিয়াগণ সনে।
পরম আশ্চর্য্য রাসলীলা দরশনে ॥
স্থগিত হইল রথ না চলয়ে আর।
কল্পসম সেই নিশা হৈল সুবিস্তার ॥
সে সবের জ্যোতিশ্চক্রাধীন গতি হৈতে।
স্বগতি লঘুতা আর প্রতিলোম রীতে ॥
তারাত্রিতা নিশা বক্ষ্যমান অনুসার।
গতিহীন শশাঙ্ক রজনী দীর্ঘাকার ॥
পরম মোহন রাসলীলার কথনে।
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে ভাব হয় উদ্দীপনে ॥
স্বভাবতঃ তৎসম্বন্ধী নৃত্য গীতাদিতে।
তদ্ভাব বর্দ্ধন অতিশয় সর্ব্বচিতে ॥
তাহাতে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ করয়ে আপনে।
লক্ষ্ম্যাদি দুর্ল্লভ ভাগ্যবতীগণ সনে ॥
তত্রাপি তাদৃশ পরিপাটি সম্বলিত।
অতএব সবে হয় মোহিত স্তম্ভিত ॥

তথাহি ॥

কৃষ্ণবিক্রীড়িতং বীক্ষ্য ব্যমুহ্যন্ খেচর স্ত্রিয়ঃ।
কামার্দ্দিতঃ শশাঙ্কশ্চ স গণো বিস্মিতো ভবৎ ॥

এইত কহিল রাসবিলাস বর্ণন।
এক্ষণে সম্ভোগ লীলা শুন শ্রোতাগণ ॥
বাদ্যগীত নৃত্য সব হইল বিরাম।
সকলের চিত্তে হৈল করিতে বিশ্রাম ॥

বৃন্দাবন কুঞ্জে কিবা যমুনা পুলিনে।
পরম উজ্জ্বল স্থলে দহন বালুগণে ॥
তার মধ্যে বিশ্রাম করিল দুই জন।
যথাক্রমে বৈসে গোপজাতি নারীগণ ॥
কেহ বিবাহিতা কেহ কন্যকা যে হয়।
পরোঢ়া অনূঢ়া দুইমত যে নির্ণয় ॥
বিবিধ ফুলের রস অতি বড় স্বাদু।
নানাবিধ ফুলের অপূর্ব্ব যেই মধু ॥
বনদেবী আনি মণি-চষকে করিয়া।
কৃষ্ণ কৃষ্ণপ্রিয়াগণ আগে দিল লৈয়া ॥
রাধিকা সহিত নানা হাস পরিহাসে।
পান করাইয়া কৃষ্ণ পিয়েন হরিষে ॥
ঐছে এক মূর্ত্তে রহে রাধিকার পাশে।
সবা সনে মধুপানে হৈল অভিলাষে ॥
স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
মাধুর্য্য সর্ব্বস্ব যার ভগবত্তাসার ॥
যখন যে লীলা মাত্র ইচ্ছা করে মনে।
যোগমায়া পূর্ণ করে ভগবত্তাগুণে ॥
যত গোপাঙ্গনা তত মূর্ত্তি পরকাশে।
মধু পান করি পান করান হরিষে ॥
ঘূর্ণা পূর্ণা কুলেক্ষণা রাধিকার সঙ্গে।
কুঞ্জ মধ্যে প্রবেশিয়া বিলসয়ে রঙ্গে ॥
কন্দর্প মাধ্বীক মদে অত্যন্ত বিহ্বল।
ঘূর্ণিত লোচনা হৈলা অঙ্গনা সকল ॥
বৃন্দার আদেশে কুঞ্জে কুঞ্জে প্রবেশিয়া।
ঘূর্ণা পূর্ণা কুলেক্ষণা রহিলা শুতিয়া ॥
সম্ভোগেচ্ছা হৈল তবে সকলের সনে।
অলক্ষিতে প্রতি কুঞ্জে করিল গমনে ॥
প্রত্যেকে সবার সহ সম্ভোগাদি করে।
দ্বারকাতে যেন প্রতি মহিষী মন্দিরে ॥
শুকদেব কহে রাজা করেন শ্রবণ।
আত্মারাম হৈয়া করে সাক্ষাতে রমণ ॥

তথাহি।

কৃত্বা তাবন্তমাত্মানং যাবতী র্গোপযোষিতঃ।
রেমে স ভগবাংস্তাভিরাত্মারামোঽপি লীলয়া ॥

তাসবা সহিতে রতি বিহার করিল।
বিবিধ বৈদগ্ধ্যা রসিকতা জানাইল ॥
সকলে হইলা শ্রান্তা বিহার কারণে।
অতএব ঘর্ম্ম হৈল সবার বদনে ॥
সেই যে বিদগ্ধ অতি প্রিয়তম কৃষ্ণ।
করুণ স্বভাব প্রেমে হইয়া সতৃষ্ণ ॥
সুখময় নিজ করকমলে করিয়া।
মার্জ্জনা করয়ে মুখ অতি সুখ পায়্যা ॥
শুকদেব কহে অঙ্গপ্রিয় হে রাজন্।
বুঝিতে সমর্থ তুমি অতি বিচক্ষণ ॥

তথাহি।

তাসাং রতি বিহারেণ শ্রান্তানাং বদনানি সঃ।
প্রামৃজৎ করুণঃ প্রেম্ণা শান্তমেনাঙ্গপাণিনা ॥

তার পর কৃষ্ণপ্রিয়তমা গোপীগণ।
অতিশয় হৃষ্ট হইলেন সর্ব্বজন ॥
সসৌন্দর্য্য ভাবে আর গুণ সংকীর্ত্তনে।
ত্রিবিধ প্রকারে করে কান্তের সম্মানে ॥
কনককুণ্ডল কর্ণে কুণ্ডল সহিতে।
স্ফুরয়ে যে অত্যন্ত সৌন্দর্য্য হয় তাতে ॥
শুদ্ধভাব সুধিত যে হাস নিরীক্ষণে।
কৃষ্ণকৃত বৈদগ্ধ্যাদি গুণ সংকীর্ত্তনে ॥
তাঁর করপদ্মস্পর্শে প্রমোদিতা হয়।
তাহা দেখি কৃষ্ণসুখ অত্যন্ত বাঢ়য় ॥
রতিশ্রমযুত নায়িকার যেই শোভা।
হেলা নাম অনুভব কান্ত মনোলোভা ॥
ভ্রূ নেত্রাদি বিকাশয়ে তারে কহি ভাব।
ততোধিক প্রকাশ সম্ভোগ চেষ্টাহাব ॥
তাতে যবে শৃঙ্গারসূচক ব্যক্ত দেখি।
হেলা নাম অনুভব অঙ্গ যাতে লিখি ॥

তথাহি।

ভাবাদি সৎ প্রকাশোঽয়ঃ স হাব ইতি কথ্যতে।
হাবএব ভবেদ্ধেলা ব্যক্তঃ শৃঙ্গার সূচকঃ ॥

রতিশ্রান্তা হৈয়া কান্তা গুণগান করে।
রসোল্লাস নাম রসশাস্ত্রের বিচারে ॥

তথাহি।

গোপ্য স্ফুরৎ পুরট কুণ্ডল কুন্তলত্বিড়্
গণ্ডশ্রিয়া সুধিত হাসানিরীক্ষণেন!
মানং দধত্য ঋষভস্য জগুঃ কৃতানি
পুণ্যানি তৎ:কররুহ স্পর্শ প্রমোদাঃ ॥

এইমত পরম পদ্মিনী গোপীগণ।
কৃষ্ণ সহ প্রেমলীলা আনন্দে মগন ॥
কৃষ্ণ অঙ্গ সঙ্গে ঘৃষ্ট হৈল কুন্দমালা।
নিজ কুচকুঙ্কুমে রঞ্জিত সবে হৈলা ॥
সকলে গায়ন শ্রেষ্ঠা অতি বিচক্ষণা।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলা গায় সর্ব্বজনা ॥
তাসবার প্রেমচেষ্টা অপূর্ব্ব দেখিয়া।
বিহার করয়ে প্রেমে অতি হৃষ্টা হৈয়া ॥
শ্রমনাশ হেতু তাসবারে লৈয়া সঙ্গে।
যমুনা প্রবেশ করে জলকেলি রঙ্গে ॥
যেন মত্ত করীন্দ্র করিণীগণ সনে।
বিহার করিয়া অতি শ্রান্ত হৈয়া বনে ॥
ভিন্ন হেতু প্রায় লীলা ঔদ্ধত্য করিয়া।
জলে প্রবেশয়ে শ্রম শান্তির লাগিয়া ॥

তথাহি।

তাভির্যুতঃ শ্রমমপোহিতু মঙ্গসঙ্গ
ঘৃষ্টস্রজঃ স্বকুচকুঙ্কুম রঞ্জিতায়াঃ।
গন্ধর্ব্ব পালিভিরনুদ্রুত আবিশদ্বা
শ্রান্তোগজীভিরিভ রাডিবভিন্ন সেতুঃ ॥

এইমত গেলা জলক্রীড়ার কারণে।
এবে জললীলা কিছু করিব বর্ণনে ॥
তাদৃশ যে রসমত্তা রসজ্ঞ প্রধানা।
তাদৃশ রাসাদি লীলা বিলাস প্রবীণা ॥
পরম কৌতুকী কৃষ্ণ তাসবা সহিতে।
জলক্রীড়া আরম্ভ করিল যমুনাতে ॥
ঊরু সম তোয়ে কাহঁ নাভি সম জলে।
কাহঁ কণ্ঠজঘনে জল ফেলাফেলি খেলে ॥
কখন যে একে একে করে জলরণ।
কভু কৃষ্ণে জল দেই পাঁচ সাত জন ॥
কখন যে সবে মেলি মণ্ডলী করিয়া।
কৃষ্ণের উপরে জল দেয় ফেলাইয়া ॥
ঐছে কৃষ্ণ তাসবা উপরে জল ফেলে।
অন্যোন্য জলক্রীড়া করে কুতূহলে ॥
এইমত বাহে জল করয়ে সিঞ্চনে।
অন্তর সিঞ্চয়ে প্রেমযুত নিরীক্ষণে ॥
কৃষ্ণ পুনঃ জল দিয়া তাসবা উপরে।
প্রেমযুত ঈক্ষণে অন্তর সিক্ত করে ॥
কৃষ্ণচন্দ্রে বেড়ি সব গোপিকা মণ্ডলী।
ইতস্ততঃ জল দিয়া হাসে কুতূহলী ॥
আপনেও তৈছে তাসবারে জল দিয়া।
পরিহাস করে নিজ প্রেম প্রকাশিয়া ॥
দুই তিন পাঁচ ছয় সাত আট সনে।
জলমণ্ডুক বাদ্য করে মণ্ডলী বিধানে ॥
নির্লেপ হইল কুচকুঙ্কুম চন্দন।
বসনা যে কুচ শ্লথ নেত্রে নিরঞ্জন ॥
ক্লিন্নাম্বর সকল লাগিল সর্ব্ব অঙ্গে।
সহজাঙ্গ শোভা কৃষ্ণ নিরীক্ষয়ে রঙ্গে ॥
পুনরপি চেতন পাইয়া দেবগণে।
দেখিলা অপূর্ব্ব লীলা উল্লাসিত মনে ॥
পরম সুগন্ধি পুষ্প করি বরিষণ।
সাধু সাধু বলি সব করয়ে স্তবন ॥
কিবা জলযুদ্ধ রঙ্গ বিতর্ক করিয়া।
জয় জয় করে বলবৃদ্ধির লাগিয়া ॥
শুকদেব কহে অঙ্গপ্রিয় হে রাজন্।
জললীলা বিশেষিয়া না যায় বর্ণন ॥
করে কর নয়নে নয়ন বুকে বুকে।
দশনে দশনে যুদ্ধ হয় মুখে মুখে ॥
যেন মত্ত করীন্দ্র করিণীগণ সনে।
তেমতি পরমাসক্ত হয় জলরণে ॥

তথাহি।

সোহম্ভস্যলং যুবতিভিঃ পরিষিচ্যমানঃ
প্রেম্ণেক্ষিতঃ প্রহসতীভিরিতস্ততোহঙ্গ।
বৈমানিকৈঃ কুসুম বর্ষিভিরিড্যমানো
রেমে স্বয়ং স্বরতিরত্রগজেন্দ্রলীলঃ ॥

এইমত কতক্ষণ জলক্রীড়া করি।
প্রিয়াগণ সঙ্গে তীরে উঠিলেন হরি ॥

পূর্ব্বকৃত শৃঙ্গার যে সব ধোয়া গেল
তবে বনবিহার করিতে রুচি হৈল ॥
পুষ্প অপচয় কুঞ্জে মধ্যে লুকায়নে।
বিচিত্র প্রকার ক্রীড়া ইচ্ছা করে মনে ॥
জলে স্থলে যমুনার তটে উপবনে।
শৈত্য সৌগন্ধ মান্দ্য বায়ু নিষেবনে ॥
নিজাঙ্গ সৌরভে ভৃঙ্গাঙ্গনাবৃত হৈয়া।
ইতস্ততঃ ভ্রমে ক্রীড়া বিশেষ করিয়া ॥
মত্ত হস্তী যেমত করিণীগণ সনে।
বিহরয়ে কৃষ্ণ তৈছে লৈয়া প্রিয়াগণে ॥

তথাহি।

ততশ্চ কৃষ্ণোপবনে জলস্থল
প্রসূন গন্ধানিলজুষ্টদিক্ তটে।
চচার ভৃঙ্গ প্রমোদাগণাবৃত
যদামচ্যুদ্দ্বিরদঃ করেণুভিঃ ॥

এইমত যেই রাত্রিকৃতা রাসলীলা।
বর্ণনা করিলা যে বিলাস না বর্ণিলা ॥
তেমতি অনেক রাত্রিকৃতা লীলা আর।
সেই রাত্রে বর্ণনা করিল রস সার ॥
অনেক নিশার তুল্য সেই নিশা হয়।
এক স্থানে করি লীলা সম্পূর্ণ কহয় ॥
অনেক রাত্রির লীলা অনেক প্রকার।
বর্ণিতে না পারি সেই অতি সুবিস্তার ॥
পূর্ণচন্দ্র কিরণে উজ্জ্বল এইমত।
কৃষ্ণের কৈশোর বয়ঃ সম্বন্ধিনী যত ॥
সে সকল রজনীতে গোপীগণ সঙ্গে।
এইমত রাসলীলা রসের তরঙ্গে ॥

তথাহি।

সোঽপি কৈশোরকবয়োমানয়ন্মধুসূদনঃ।
রেমে স্ত্রীরত্ন কূটস্থোক্ষপাসু ক্ষপিতা বত ॥

তথাহি।

এবং স কৃষ্ণ গোপীনাং চক্রবাণৈরলঙ্কৃতঃ।
শারদীযু সচন্দ্রাসু নিশা চ মুমুদে সুখী ॥

অন্য নিশা সব তমঃ প্রচুরা যে হয়।
তাহাতে সঙ্কেতে ক্রমে বিহার করয় ॥
শরৎ সময়ে কাম প্রবল যে হয়।
পুলিনাদি সৌন্দর্য্য যাহাতে অতিশয় ॥

সেই হেতু শরতের নিশা যে কহিলা।
অশেষ বিশেষ রসময় রাসলীলা ॥
তার হেতু শুন তিহোঁ সত্যবাক্য কয়।
সঙ্কল্প যে তাহা সত্য করেন নিশ্চয় ॥
কুমারিকাগণে পূর্ব্বে বর দিয়াছিল।
শরৎ রজনী সবে তাহা পূর্ণ কৈল ॥

যথা।

জাতাবলা ভ্রজংসিদ্ধাময়ে মারং স্থগক্ষমা ॥

অনুরাগী স্ত্রী সমূহ মধ্যে তার স্থিতি।
অনুরাগী কৃষ্ণ সঙ্গে সবার বসতি ॥
দেখিলে আনন্দ না দেখিলে মনঃপীড়া।
তেকারণে অন্যোন্যে মিলিয়া করে ক্রীড়া ॥
প্রকৃত যে কামপরবশ কৃষ্ণ নয়।
প্রেমের বিষয় কাম মাত্র স্বেচ্ছাময় ॥
অন্যথা সঙ্কল্প সিদ্ধি না হয় তাহার।
অতএব স্বেচ্ছাময় কৃষ্ণের বিহার ॥
তেমতি স্বসুখ কাম নহে গোপীগণে।
কৃষ্ণপ্রেম সুখে বিলসয়ে তার সনে ॥

তথাহি।

প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যাগমৎ প্রথেত্যাদি।

সুরত সম্বন্ধী ভাবহাবাদি যে হয়।
অবরুদ্ধ করি মনে প্রেমের বিষয় ॥
শরৎ রজনী সবে করিল সে রাস।
বসন্তাদি ছয় ঋতু সেই বারমাস ॥

তথাহি।

হায়নোস্ত্রী শরৎ সমেতি শরত্ত্ব বর্ষ বাচ্যেব ॥

ভূত ভবিষ্যৎ কাব্যে রসাশ্রয় কথা।
বর্ণিত যে সব তাহা কয়য়ে সর্ব্বথা ॥
সকল যামিনী শশাঙ্কাংশু বিরাজিতা।
অতি যে উজ্জ্বল দিনবৎ প্রকাশিতা ॥
যদি কহে নিত্যা এতাদৃশী যে রজনী।
এতাদৃশী রাসক্রীড়া সিদ্ধি নাহি মানি ॥
তবে শুন কহি কৃষ্ণ সত্য কাম হয়।
যদিচ্ছানুরূপ সর্ব্ব রাত্রি প্রকাশয় ॥

তথাহি।

এবং শশঙ্কাংশু বিরাজিতা নিশাঃ
সা সত্য কামোহনুরতাবলাগণঃ।
সিষেব আত্মন্যবরুদ্ধ সৌরতঃ
সর্ব্বাঃশরৎ কাব্যকথা রসাশ্রয়াঃ॥

রাস মহোৎসব যেই করিনু বর্ণন।
ক্রমে অনুবাদ কহি শুন শ্রোতাগণ॥
বেণুনাদ করি গোপীগণে আকর্ষিলা।
সবে সর্ব্ব ত্যাগ ক'র আসিয়া মিলিলা॥
যুগলার্থ সন্ধানে যে ধর্ম্ম শিখাইল।
নির্দ্ধার না বুঝি সবে মোহিতা হইল॥
তেমতি যে প্রত্যুত্তর তারা সবে কৈল।
প্রার্থনা নিষেধ শুনি লীলা আরম্ভিল॥
রাধা সহ অন্তর্দ্ধান হৈয়া করে কেলি।
অন্বেষণ কৈল সব ব্রজবধূ মেলি॥
লীলা কথা গান কৈল যমুনাপুলিনে।
শুনিয়া করুণা অতি উপজিল মনে॥
তাসবারে মেলি পট্ট আসনে বসিল।
প্রশ্নকূট উত্তরে যে বিধানে কহিল॥
পরম আশ্চর্য্য লীলা করিতে প্রকাশ।
মণ্ডলী বন্ধানে কৈল রাস নৃত্যোল্লাস॥
পুনরপি রতি ক্রীড়া কৈল জলখেলা।
বৃন্দাবন বিহার শ্রীমতী রাসলীলা॥

তথাহি।

বংশী সংজল্পিতমনুরতং রাধয়াস্তর্দ্ধি কেলিঃ
প্রাদুর্ভূয়াসন মধিপটং প্রশ্ন কূটোত্তরঞ্চ।
নৃত্যোল্লাসঃ পুনরপি রতিক্রীড়নং বারিখেলা
বৃন্দারণ্যে বিহরণমিতি শ্রীমতী রাসলীলা॥

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে রাসমণ্ডলী বিবরণ কথনে মহারাসলীলা
বর্ণনং নাম অষ্টচত্বারিংশোহধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

ঊনপঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ।



রাজা পরীক্ষিতের প্রশ্নোত্তর শুকদেবের মীমাংসা।

এইমত সুখাবেশে প্রশংসা করিয়া।
বর্ণিলেন মহা রাসলীলা বিস্তারিয়া॥
শুনি মহারাজা অতি আনন্দিত মনে।
কৃষ্ণপ্রেমে রসাবেশে হয়ে নিমগনে॥
যতেক বৈষ্ণব সেই সভাতে আছিল।
রাসক্রীড়া শুনি অতি আনন্দ পাইল॥
সে সবার মধ্যে যে আছিলা অবৈষ্ণব।
তাসবার সংশয় করিয়া অনুভব॥
স্বসন্দেহ ছলে বহির্ম্মুখের কারণে।
মহারাজা প্রশ্ন করে মহামুনি স্থানে॥
শুনহে সাক্ষাৎ বেদমূর্ত্তি মহাশয়।
তুমি যে কহিলে শুনি হৃদয় সংশয়॥
লুপ্ত যেই ধর্ম্ম তাহা প্রবর্ত্ত কারণে।
বর্ত্তমান ধর্ম্মের যে বিঘ্ন নিবারণে॥
সম্যক্ যে ধর্ম্ম সংস্থাপনে ধর্ম্মসেতু।
ইতর যে অধর্ম্ম প্রকৃষ্ট নাশ হেতু॥
প্রতিযুগে যেহোঁ অংশে অবতীর্ণ হয়।
এ কথা প্রসিদ্ধ সবে জানিবে নিশ্চয়॥

তথাহি।

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশয় চ দুষ্কৃতাং।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

সকল জগতে তারে এক অংশ দেখি।
তেকারণে অংশেতে জগদীশ্বর লেখি॥

তথাহি শ্রীভগবদ্গীতায়াং।

বিষ্টভ্যাহ মিদং কৃৎস্ন মেকাংশেন স্থিতোজগদিতি ॥

তথাহি।

যদ্ যদ্বিভূতি মৎসত্বং শ্রীমদূর্জ্জিত মেববা।
তত্তদেবাবগচ্ছত্বং মম তেজাংশসংভব মিতি চ॥

অধর্ম্ম বিনাশি ধর্ম্ম স্থাপন না কৈলে।
জগত বিনাশ হয় অধর্ম্ম বাড়িলে॥
আপনে সে পরিপূর্ণ সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
অন্য যে কামনা তাতে সম্ভব না হয়॥
সেই ভগবান্ সর্ব্ব অংশ পরিপূর্ণ।
বলদেব সহিতে হইলা অবতীর্ণ॥
জগত-ঈশ্বর প্রতিপালক আপনে।
অধর্ম্ম বিনাশি কর ধর্ম্মে সংস্থাপনে॥
লোকশিক্ষা মর্য্যাদা যে সব ধর্ম্মসেতু।
সে সবের কর্ত্তা যেহোঁ ধর্ম্মরক্তা হেতু॥
প্রতিপক্ষ বধাদি যে অনেক প্রকার।
করিয়া সে ধর্ম্ম যেহোঁ রাখে বার বার॥
পরদারাভিমর্ষণ নিন্দ্য আচরণে।
তাঁর বাক্যে ধর্ম্ম কেবা করিব গ্রহণে॥
আপনে সে কর্ত্তাবক্তা রক্ষিতা হইয়া।
প্রতিকূল কার্য্য কৈল কিসের লাগিয়া॥
প্রতিপাচরণে বেদ উল্লঙ্ঘন হয়।
ভবাদৃশ বিপ্রকুলের বচন না রয়॥
বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ দেবের যুক্ত নয়।
তবে যে কহিল কহ কারণ যে হয়॥
যদি কহ বাপু আমি না জানি কারণ।
ঈশ্বর চেষ্টিত বুঝে হেন কোন্ জন॥
তবে শুন সর্ব্ববেদাত্ম কহেন ব্রাহ্মণ।
তুমি সর্ব্ব তত্ত্ববেত্তা কহিবে কারণ॥
পরদার প্রতিপাচরণ সবে কৈল।
অধর্ম্মের বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা হৈল॥
পরোক্ষেও পরদার করয়ে ভজনে।
তিহঁ যে কহিল শুনি তোমার বচনে॥

তথাহি।

ময়াপরোক্ষং ভজতাতিরোহিত মিত্যাদি॥

সাক্ষাতে সে সবা সহ করিল রমণ।
অভিরক্ষা পুনঃ পুনঃ করে আচরণ॥
তস্মাৎ এ সব কথা শুনিব যে লোকে।
প্রবর্ত্ত হইবে ইথে পরম কৌতুকে॥
অতএব ধর্ম্ম যে প্রকর্ষে নাশ কৈলা।
অধর্ম্ম যে কর্ম্ম তাহা সম্যক্ স্থাপিলা॥
শুকদেব স্থানে প্রশ্ন কৈল যে একান্ত।
শ্লেষে আপনেই রাজা করিল সিদ্ধান্ত॥
ধর্ম্মের স্থাপন নাম সামান্য যে হয়।
সম্যক্ স্থাপন শুদ্ধ ভক্তিযোগ কয়॥
শুদ্ধ ভক্তিযোগে সদা করিবে স্মরণ।
এই বিধি নিষেধ নহিবে বিস্মরণ॥

তথাহি।

স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতচিৎ॥

কৃষ্ণ অবতারে এই মুখ্য প্রয়োজন।
শুদ্ধভক্তিযোগ ধর্ম্ম হয় সংস্থাপন॥

প্রথমে কুন্তিস্তুতৌ।

ভক্তিযোগ বিধানার্থং কথং পশ্যেমহিস্ত্রিয়ঃ॥

তাহার প্রভাবে ভক্তি ধর্ম্ম সর্ব্ব দেশে
আপনে স্থাপন হয় বিনা উপদেশে॥
ভক্তি ধর্ম্ম বিরোধী যে ইতর অধর্ম্ম।
আপনে বিনাশ হয় এই গূঢ় মর্ম্ম॥
তথাভূত কৃষ্ণ পরদারাভিমর্ষণ।
নিন্দ্যকর্ম্ম কেন বা করিবে আচরণ॥
সর্ব্ব ধর্ম্মাশ্রয়ভূত ভক্তি ভেদ যত।
তার বক্তা কর্ত্তাভিরক্ষিতা অভিমত॥
অতএব স্বাবতার মুখ্য প্রয়োজন।
ভক্তিফল প্রেম বিস্তারণের কারণ॥
তাসবার প্রতি সেবা আদি ধর্ম্ম যত।
ছাড়াইল অন্য ধর্ম্ম অনাদর মত॥
মোর কথা শ্রবণে যাবৎ শ্রদ্ধা নহে।
তাবৎ যে করে কর্ম্ম ধর্ম্ম কহি তাহে॥
মোর কথা শ্রবণাদ্যে শ্রদ্ধা হয় যার।
সে পরম ধর্ম্ম অন্য ধর্ম্ম কি তাহার॥

তথাহি।

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নজায়তে ॥

সাধন দশাতে এ সকল আজ্ঞা হয়।
তাসবার সাক্ষাৎ সে প্রেম সেবাময় ॥
স্বয়ং ভগবান্ সর্ব্ব অংশী সর্ব্বাশ্রয়।
জগত ঈশ্বর সর্ব্ব অন্তর্যামী হয় ॥
তেঁহ কি করয়ে পরদারাভিমর্ষণ।
অথবা যে কহি আর শুনহ কারণ ॥
পরম স্বশক্তিরূপী যে সকল দারা।
স্বকীয় রমণী সর্ব্ব ব্রজবধূ যারা ॥
তা সবা সহিতে সেই করিল বিহার।
নিন্দিত না হয় সে পরম ধর্ম্ম সার ॥
কৃষ্ণবন্ধ আপনেই কহিলা বাখানি।
কৃষ্ণের প্রেয়সী শ্রেষ্ঠা তাসবারে জানি।

তথাহি।

সংস্থাপনায় ধর্ম্মস্য প্রশমায়েতরস্য চ।
অবতীর্ণোহি ভগবানংশেন জগদীশ্বরঃ ॥
স্বকথং ধর্ম্মসেতুনাং বক্তাকর্ত্তাভিরক্ষিতা।
প্রতীপমাচরদ্ব্রহ্মন্ পরদাভিমর্ষণং ॥

এইমত দুই শ্লোকে করি জিজ্ঞাসন।
পুনঃ প্রশ্ন করি বহির্ম্মুখের কারণ ॥
শুনহে সুব্রত ব্রহ্মচর্য্য আদি নিষ্ঠ।
বিরুদ্ধাচরণ তোসবার যে অনিষ্ট ॥
প্রাপ্ত কাম যদুপতি সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়।
তিহঁ জুগুপ্সিত প্রায় কর্ম্ম আচরয় ॥
প্রাপ্তশিরোমুকুটাচরিত গুণ যার।
শাস্ত্র বিরুদ্ধতা ক্রিয়া শুনিয়া তাহার ॥
বুঝিতে না পারি চিত্ত করয়ে দোলন।
কোন অভিপ্রায়ে করে হেন আচরণ ॥
অতএব মোসবার সন্দেহ যে মনে।
সিদ্ধান্ত করিয়া তুমি করহ ছেদনে ॥
শুকদেব প্রতি রাজা প্রশ্ন যে করিল।
শ্লেষ অর্থে পূর্ব্ববৎ সিদ্ধান্ত স্থাপিল ॥
যদুপতি হয় যে সকল ভক্তপতি।
ভক্তের কারণে তিহঁ প্রকট সম্প্রতি ॥
ভক্তে কৃপা করি করে ধর্ম্ম অতিক্রম।
সেই যে আচার জুগুপ্সিত কিছু নয় ॥
কিন্তু ভক্তবর্গের সম্মত যে আচার।
তাহাই করিল শুন কারণ তাহার ॥
রাসক্রীড়া কারণে যে নিজ প্রেমভক্তি।
বিস্তারণে লব্ধ কাম মনোমত পূর্ত্তি ॥
সর্ব্ব সাধ্যতম প্রেমভক্তি প্রবর্ত্তনে।
নিন্দিত না হয় ভক্তবর্গ সন্তোষণে ॥
তথাপি বিনয়ে কর পুটাঞ্জলি করি।
চালন করিয়া কহে বহির্ম্মুখ হেরি ॥
শাস্ত্র অর্থ তত্ত্ববিৎ সভাসদ যত।
ভক্তিপরায়ণ কৃষ্ণে রস অভিমত ॥
প্রেমভক্তি রসময় রসাদি বিহার।
শ্রবণে সন্দেহ চিত্ত নহে তাসবার ॥
প্রায় যে বৈষ্ণব নাহি হয় কতজন।
তাসবার হিত লাগি করি জিজ্ঞাসন ॥
অতএব তাসবারে নাহি কিছু ভয়।
সংশয় শৃঙ্খলা ছেদ কর মহাশয় ॥

তথাহি।

আপ্তকামো যদুপতিঃ কৃতবান্ বৈ জুগুপ্সিতং।
কিমভিপ্রায় এতন্নঃ সংশয়ং ছিন্ধি সুব্রত ॥

এইমত মহারাজ তিন শ্লোকে করি।
প্রশ্ন করিলেন সেই সভার ভিতরি ॥
মহাভাগবত মুনি ব্যাসের নন্দন।
শুনিয়া সে রাজা পরীক্ষিতের বচন ॥
সহজে কৃপালু শিষ্য স্নেহাপেক্ষা তাতে।
কহিতে লাগিল তাঁর শ্লেষ অর্থমতে ॥
ঈশ্বর সকল নহে কর্ম্ম পরতন্ত্র।
স্বেচ্ছাময় আচরণ করয়ে স্বতন্ত্র ॥
ধর্ম্ম ব্যতিক্রম তাসবার যে সাহস।
দেখিয়া তোমার মনে হয় যে সাধ্বস ॥
পদ্মযোনি হৈলা নিজ কন্যা উপগত।
আত্মারাম হৈয়া শিব মোহিনীতে রত ॥
কৃতথ্য-পত্নীতে বৃহস্পতির গমন।
তেমতি করিল চন্দ্র তারকা হরণ ॥

তেজিয়ান সবে এই দোষ কিছু নয়।
অতএব কহি শুন দৃষ্টান্ত যে হয়॥
সর্ব্বভুক্ বহ্নি যেন সকল ভুঞ্জয়।
তথাপিহ শুদ্ধ কভু অপবিত্র নয়॥

তথাহি।

ধর্ম্মোব্যতিক্রমোদৃষ্ট ঈশ্বরাণাঞ্চ সাহসং।
তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা॥

ঈশ্বর আচরিত এই সাহস যে হয়।
অনীশ্বর জন সে না করিবে নিশ্চয়॥
সম্যগাচরণে এই নিষেধ তাৎপর্য্য।
একাংশেও কেহ না করিবে হেন কার্য্য॥
কি কহিব বাক্যে আর কায় আচরণে।
কদাচিত হেন কর্ম্ম না করিব মনে॥
মূঢ় বুদ্ধে যদি হেন আচরণ করে
লোকদ্বয়ে দুঃখী হেতু তৎকালে সে মরে॥
অব্ধিজয়ে কালকুট বিষ তীব্র হয়।
তাহা পান করিলেন রুদ্র মহাশয়॥
অরুদ্র হইয়া মূঢ় বুদ্ধে যদি খায়।
তবে সেই জন সদ্য নাশ হৈয়া যায়॥
তিহঁ যে খাইল বিষ জীর্ণ কৈল জ্ঞানে।
সে জ্ঞান না জানি বিষ খাইবে কেমনে॥
কালকূট পানে রুদ্র নীলকণ্ঠ হয়।
বুদ্ধিমান বিচারয়ে মূর্খে না বুঝয়॥
তেমতি সে ঈশ্বরের যত আচরণ।
ঐশ্বর্য্য বিশেষ সব হয় সুশোভন॥

তথাহি।

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপিহ্যনীশ্বরঃ।
বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথা রুদ্রোজ্বন্ বিষং॥

ঈশ্বর সবের বাক্য সব সত্যধর্ম্ম।
তেমতি যে তাসবার আচরিত কর্ম্ম॥
কোন আজ্ঞা না মানিব ভক্তি আচরণে।
কোন আচরিত করি ভক্তির পোষণে॥
তাসবার স্ববাক্য সংযুত আচরণ।
বুঝিয়া আচরে সেই বুদ্ধিমান জন॥
অন্যথা যে তাসবার ক্রিয়া আচরয়।
আজ্ঞা নাহি মানে তাতে নির্বুদ্ধি সে হয়॥

তথাহি।

ঈশ্বরাণাং বচঃ সত্যং তথৈবাচরিতং ক্বচিৎ।
তেষাং যৎস্ববচোযুক্তং বুদ্ধিমাংস্তত্তদাচরেৎ॥

অহঙ্কারী ব্যতিরিক্ত ঈশ্বর যে হয়।
সে সকল ভাল মন্দ কর্ম্মে লিপ্ত হয়॥
কুশলাচরণে ইতি কিছু অর্থ নয়।
বিপর্য্যয় করিলে অনর্থ নাহি হয়॥
ধর্ম্মাধর্ম্ম যে কিছু ঈশ্বর আচরণ।
বুঝিতে সমর্থ তুমি প্রভো হে রাজন্॥

তথাহি।

কুশলাচরিতে নৈষামিহচার্থ ন বিদ্যতে।
বিপর্য্যয়েন বানার্থো নিরহংকারিণাং প্রভো॥

নিরহঙ্কারতা মাত্রে যদি তাসবার।
অনর্থ অভাব এই আশ্চর্য্য প্রকার॥
সর্ব্বজীব হিতার্থে যে অবতীর্ণ হয়।
সে পরমেশ্বরে তবে শঙ্কা কিছু নয়॥
এইমত কৈমুতিক ন্যায়ে দৃঢ় করি।
কহিতে লাগিল মুনি সভাসদ হেরি॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতালে যতেক জীব হয়।
সাত্ত্বিক রাজস আর তামসাদিময়॥
মুক্তি আদি স্বভাবতঃ নিয়ম যে হয়।
ঈশ্বর সকল সর্ব্ব নিয়ন্তা যে নয়॥
সবার নিয়ন্তা কৃষ্ণ পরম ঈশ্বর।
কেহ নিয়ামক নাহি তাহার উপর॥
কুশলাকুশল পাপ পুণ্য যে অন্বয়।
কি কহিব তাহাতে সম্পর্ক কিছু নয়॥

তথাহি।

কিমুতাখিল সত্ত্বানাং তির্য্যঙ মর্ত্ত্যাদিবৌকসাং।
ঈশিতুশ্চেসিতব্যানাং কুশলাকুশলান্বয়ঃ॥

কৈমুতিক ন্যায়ে যেই সিদ্ধান্ত কহিল।
তার মধ্যে স্ফুট আর কহিতে লাগিল॥
যার পদপঙ্কজ পরাগ নিষেবন।
করিয়া যে তৃপ্ত সব ভক্ত মুনিগণ॥
ঐহিকামুষ্মিক সুখ দুঃখে রাগ দ্বেষ।
অনাদৃত তত্তৎ মর্য্যাদা যে বিশেষ॥

অহঙ্কারাভাবে করে স্বচ্ছন্দে আচার।
তাতে মান অপমান নহে তাসবার ॥
ভক্তিযোগ কিবা জ্ঞানযোগ বিশেষতঃ।
অখিল যে কর্ম্মবন্ধ করয়ে বিধুত ॥
এইমত কৈমুতিক ন্যায়ে দেখাইয়া।
বিশেষ যে বিশেষণে কহে প্রকাশিয়া ॥
স্বেচ্ছাতে প্রপঞ্চে প্রকটিত বপু যার।
তার কর্ম্মবন্ধ কোথা স্বতন্ত্র বিহার ॥
কিবা নিজ প্রেমভক্তি বিস্তার করিতে।
প্রকট বিহরে কৃষ্ণ নিষেধ কি তাতে ॥
অথবা যে নিজ ভক্তজনের ইচ্ছাতে।
মৎস্য কূর্ম্ম আদি বপু ধরে অবনীতে ॥
এতাদৃশ পরম ঐশ্বর্য্য যার হয়।
তার কর্ম্মবন্ধ মানে মূঢ় অতিশয় ॥

তথাহি।

যৎ পাদপঙ্কজপরাগ নিষেব তৃপ্তা
যোগপ্রভাব বিধুতাখিলকর্ম্মবন্ধাঃ।
স্বৈরং চরন্তি মুনয়োপিনহ্যমানা
মৎস্যেচ্ছায়াত্ত বপুষঃ কুতএব বন্ধঃ ॥

গোপী সব তার পতিম্মন্য যত দেহী।
সবার বুদ্ধ্যাদি সাক্ষী পরমাত্মা কহি ॥
অতএব তাহার নাহিক পরাপর।
সবার অন্তরে ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥
যদি কহ পরমাত্মা নিরাকার হয়।
অস্মদাদি তুল্য ইহঁ শরীর ধরয় ॥
তবে শুন সেই যে অধ্যক্ষ ইহঁ হয়।
অদ্বিতীয় ইহাঁর দ্বিতীয় কেহ নয় ॥
অন্তর্যামী স্বরূপে আকার নাহি হয়।
তেকারণ নিরাকার করিয়া কহয় ॥
অস্মদাদি জীববৎ অনাত্মা সে নয়।
পরস্পর কর্ম্ম পরবশ জীব হয় ॥
ইহঁ দেহ ধরে নৃত্য ক্রীড়ার কারণ।
অতএব স্বেচ্ছাময় করয়ে ক্রীড়ন ॥
অথবা যে গোপী গোপ আদি সবাকার।
পরমাত্মা রূপে করে অন্তরে বিহার।

সেই যে অধ্যক্ষ ইহঁ সকলের পতি।
ক্রীড়াময় বিগ্রহ হয়েন সর্ব্ব গতি ॥
যদি কহ পরমাত্মা রূপে যে ক্রীড়ন।
কেনে বা না করে ক্রীড়া এরূপে কেমন ॥
তবে যে কহিয়ে শুন তাহার কারণ।
পরমাত্মা রূপে বাহ্যে না হয় ক্রীড়ন ॥
তেকারণে ক্রীড়াময় বিগ্রহ আপনে।
বাহ্যে প্রকটিয়া ক্রীড়া করে সবা সনে ॥
অথবা যে গোপী সব আর গোপগণ।
ব্রজবনবাসী মাত্র হয় যত জন ॥
তাসবার মধ্যে যে তাদৃশ ক্রীড়া করি।
বিহার করয়ে নিত্য বিগ্রহ যে হরি ॥
এইত শ্রীকৃষ্ণ হয় সবার অধ্যক্ষ।
প্রপঞ্চে করিতে ক্রীড়া হয়েন প্রত্যক্ষ ॥
নিজ ক্রীড়নের যোগ্য বিগ্রহ যে জন।
গোপী আদি ক্রীড়ারূপে করয়ে ভজন ॥
প্রকটাপ্রকটে ঐছে বিহার করণে।
কৃষ্ণের প্রেয়সী নিত্যা হয় গোপীগণে ॥
অতএব তাঁরা সব নহে পরদার।
যোগমায়াকৃত পতিম্মন্য ব্যবহার ॥
তাসবার নিরোধে উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি হয়।
পরদার অভিমানে রস অতিশয় ॥

তথাহি।

গোপীনাং তৎ পতিনাঞ্চ সর্ব্বেষামেব দেহিনাং।
যোঽন্তশ্চরতি সোঽধ্যক্ষ এব ক্রীড়ন দেহভাক্ ॥

শুকদেব স্থানে রাজা প্রশ্ন যে করিল।
তাহার সিদ্ধান্ত কথা এইত কহিল ॥
শুনিয়া আনন্দে রাজা মৌন করি রহে।
আপনেই পূর্ব্বপক্ষ উঠাইয়া কহে ॥
যদি কহ প্রাপ্তকাম ঈশ্বর আপনে।
ক্রীড়াতে প্রবৃত্তি তাঁর কিসের কারণে ॥
কেন বহির্দৃষ্টে লোকে করয়ে বিগান।
তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া সাবধান ॥
সকল ভক্তের অনুগ্রহের কারণে।
নরাকার দেহ নিজ করে প্রকটনে ॥

তথাহি পাদ্মে।

মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধ ক্রিয়া॥

অতএব ভক্তে অনুগ্রহের কারণে।
প্রকটে তাদৃশ ক্রীড়া করয়ে আপনে॥
প্রাপ্তকামে ভক্তে অনুগ্রহ যে করয়।
বিশুদ্ধ সত্ত্বের এই স্বভাব নিশ্চয়॥
রহুগণে অনুগ্রহ শ্রীজড়ভরতে।
যেমত তোমাতে অনুগ্রহ হয় মোতে॥
ভক্ত শব্দে ব্রজবধূ সকল যে হয়।
তেমতি যে ব্রজজন সব সুনিশ্চয়॥
ভূত ভবিষ্যদ্বর্ত্তমান কালত্রয়।
আর যে বৈষ্ণব সব ভক্ত মধ্যে হয়॥
অতএব তাদৃশ যে ভক্তের প্রসঙ্গে।
সর্ব্বচিত্ত-আকর্ষিণী ক্রীড়া করে রঙ্গে॥
সাধারণী তাদৃশী যে ক্রীড়ার শ্রবণে।
অভক্ত যে জন সব করয়ে ভজনে॥
রাসরূপা এই ক্রীড়া শুনিয়া ভজিব।
অতি যে আশ্চর্য্য কথা তাহা কি কহিব॥
কৃষ্ণবিক্রীড়িত এই ব্রজবধূ সনে।
প্রশংসা করিয়া আগে করিব বর্ণনে॥

তথাহি।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিত্যাদি।

অথবা মনুষ্য দেহ আশ্রিত যে হয়।
সর্ব্ব জীব ক্রীড়াপর হইবে নিশ্চয়॥
মর্ত্ত্যলোকে শ্রেষ্ঠ যে কৃষ্ণের অবতার।
তেমতি যে তাঁহার ভজন সর্ব্ব সার॥
মনুষ্য সবের সুখে শ্রবণাদি সিদ্ধি।
অনায়াসে হয় কৃষ্ণ ভজন যে বিধি॥
প্রাণী সব কহি যদি জন বিশেষণ।
বিষয়ী মুমুক্ষু মুক্ত আর ভক্তগণ॥
অতএব অতিশয় করুণা কারণ।
করয়ে প্রকটলীলা এইত কথন॥
তথাপিহ ভক্তে সব সম্বন্ধে করিয়া।
সকলেরে অনুগ্রহ করে প্রকটিয়া॥
পরম যে প্রেম পরাকাষ্ঠাতে করিয়া।
মহামুনি বর্ণন করয়ে বিস্তারিয়া॥

অথবা যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠা ব্রজদেবীগণে।
অনুগ্রহ করি ক্রীড়া করয়ে ভজনে॥
যদি কহ এই কথা যদ্যপি নিশ্চয়।
নিত্যবৎ অপ্রকটে কেন না ক্রীড়য়॥
প্রাপঞ্চিক লীলাকে সে লীলা প্রকটনে।
কিবা প্রয়োজন তার কহত আপনে॥
তবে যে কহিয়ে শুন হৈয়া একমন।
প্রপঞ্চের মধ্যগত ভক্ত যত জন॥
তাসবারে অনুগ্রহ করিবার তরে।
নিজে নিত্য নরাকার রূপেতে বিহরে॥

তথাহি।

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ।
ভজতে তাদৃশী ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥

যদি কহ ভক্ত অনুগ্রহের কারণ।
প্রকট হইয়া কৃষ্ণ করয়ে ক্রীড়ন॥
গোপ সকলের দারা সব আকর্ষণে।
অনুগ্রহ সিদ্ধি নহে অসূয়া কারণে॥
তবে যে সিদ্ধান্ত কথা করহ শ্রবণ।
অসূয়া না করে কৃষ্ণে ব্রজবাসী জন॥
ধর্ম্মার্থ সুহৃৎ আর নিজ প্রিয়াগণ।
তনয় যে প্রাণাশয় কৃষ্ণের কারণ॥

তথাহি।

যদ্ধামার্থ সুহৃৎ প্রিয়াত্মতনয় প্রাণাশয়স্তৎ কৃতেত্যাদি
কৃষ্ণেঽর্পিতাত্ম সুহৃদর্থ কলত্রকামা॥

যদি কহ তবে অনুগ্রাহ্য যে তাহার।
দারাদি গ্রহণ ভাল নহে ব্যবহার॥
তবে যে কহিয়ে তাহা শুন মন দিয়া।
গোপ সব যোগমায়া বিমোহিত হৈয়া॥
নিজ নিজ দারা নিজ নিকটেই মানে।
কৃষ্ণ সহ বিহার প্রসঙ্গ নাহি জানে॥
বিবাহ সময়ে ঐছে অন্য কন্যাগণে।
করগ্রহণাদি যোগমায়া প্রকল্পনে॥
কৃষ্ণের যে পরম প্রেয়সী সব হয়।
তাসবা সহিতে করগ্রহণাদি নয়॥

পরম সমর্থ সেই যোগমায়া হয়।
তদবধি ঐছে গোপ সবেরে বঞ্চয় ॥
মহারাস দিনে কিবা আর অন্য দিনে।
নিজ নিজ দারা নিজ পার্শ্বে সবে মানে ॥
যে কালে মর্য্যাদা লোপ প্রসঙ্গাদি হয়।
মায়া প্রকল্পিতাগণ সহিতে নিশ্চয় ॥
অতএব পত্যাদি যে বারণ করয়।
লোকরীতি রক্ষা সে কেবল বাহ্য হয় ॥
এইমত কৃষ্ণের যে নিত্যপ্রিয়াগণে।
যোগমায়া কল্পিত প্রসঙ্গ নাহি জানে ॥
লৌকিক আচারে সদা পত্যাদির ভয়।
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে মাত্র রাগ অতিশয় ॥
তেমতিই যোগমায়া কল্পিত যে সব।
কদাচিত কৃষ্ণের না হয় অনুভব ॥
অতিশয় রাগে ব্রজবধূগণ সনে।
মিলিয়া যে হাস্য লীলা করে প্রতিদিনে ॥
এইমত অন্যোন্যেতে মিলিয়া বিহার।
পরকীয়াভাবে লীলা হয় চমৎকার ॥

তথাহি।

নাসূয়ন্ খলু কৃষ্ণায় মোহিতাস্তস্যমায়য়া :
মন্যমানাঃ স্বপার্শ্বস্থান্ স্বান্ স্বান্ দারান্ ব্রজৌকসঃ ॥

এইমত প্রাসঙ্গিক কথা সমাপিয়া।
রাসলীলা সম্পূর্ণ কহিতে বিশেষিয়া ॥
পরম যে সুখামৃতসিন্ধু নিমজ্জনে।
তৃপ্তি নাহি হয় ব্রজবধূগণ-মনে ॥
কৃষ্ণের সহিতে নানা বিহার করণে।
ব্রজের নিকটে আইলা কথোপকথনে ॥
স্বগৃহ গমন ইচ্ছা নাহি তাসবার।
তথাপি চলিলা সবে শুন হেতু তার ॥
ব্রহ্মমুহূর্ত্ত আসিয়া হইল উপস্থিতে।
সেই কালে উচিত যে নিজ গৃহ যাইতে ॥
তথাপি যদ্যপি হয় কৃষ্ণের কারণে।
সকল ত্যজিল তবে গৃহে যান কেনে ॥
তবে যে কহিয়ে শুন তাহার কারণে।
বাসুদেব কহিয়ে যে ব্রজেন্দ্রনন্দনে ॥

ব্রজবাসী জন সব তাহার মিলনে
প্রভাতে উঠিয়া আইসে ব্রজেশ্বর স্থানে ॥
তেকারণে পিতার নিকটে আগমন।
করিতে আপনি হৈলা সশঙ্কিত মন ॥
ব্রজবধূগণেরে করিলা আশ্বাসন।
পুনরপি আমা সহ হইবে মিলন ॥
শ্লেষ অর্থে কহি আমি তোমবার সনে।
সর্ব্বদা রহিয়া ক্রীড়া করি সর্ব্বক্ষণে ॥
অঙ্গীকার স্তুত্যাদি শুনিয়া সর্ব্বজন।
স্বগৃহে গেলেন প্রেমরসের কারণ ॥
প্রত্যেকে সবারে সেই অনুনয় কৈল।
শুকদেব তাসবার মহিমা কহিল ॥
যদি কহ দুর্ল্লভ যে কৃষ্ণসঙ্গানন্দ।
তদনুমোদনে কৈছে ত্যজে গোপীবৃন্দ ॥
প্রেমবশ পক্ষে কৃষ্ণসঙ্গ প্রেমফল।
কেমনে ত্যজিল তাহা গোপিকা সকল ॥
তবে শুন তারা সবে কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কৃষ্ণসুখ হেতু নিজ দুঃখ যে সহয় ॥
কৃষ্ণের যে শঙ্কা লেশ না পারে সহিতে।
তাসবার শুদ্ধ প্রেম কে পারে কহিতে ॥

তথাহি।

ব্রহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাসুদেবানুমোদিতাঃ।
অনিচ্ছন্ত্যো যযুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎ প্রিয়া ॥

কৃষ্ণের পরম প্রেমাবহতে করিয়া।
পরম ভক্তির ফল লীলা দেখাইয়া ॥
পূর্ব্বকৃত সিদ্ধান্ত উৎকর্ষ কহিবারে।
রাসলীলা বর্ণন সমাপ্তি করিবারে ॥
আর যে হইবে শ্রোতা বক্তা অন্য দেশে।
তাসবারে আশীষ করিয়া সুখাবেশে ॥
লীলার যে সাহজিক শ্রবণাদি ফল।
কহিতে লাগিল মুনি প্রেমায় বিহ্বল ॥
সকল ব্যাপক যেই ব্রজেন্দ্রতনয়।
ব্রহ্ম রুদ্রাদির যে আরাধ্য সদা হয় ॥
ব্রজবধূগণ সহ তাঁর বিক্রীড়িত।
এই যে বিশিষ্ট রাসক্রীড়াদি চরিত ॥

মানসে শ্রীরাসলীলা যে জন স্মরিবে।
শ্রদ্ধান্বিত শ্রবণ কীর্ত্তন যে করিবে ॥
প্রেম লক্ষণায়ে ভক্তি শ্রেষ্ঠা গোপিকার।
সর্ব্বোত্তম জাতিতে সে প্রেম অনুসার ॥
প্রতিক্ষণ নূতনত্বে লভিয়া যে কাম।
শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ে যে পরম প্রেম নাম ॥
কাম উপলক্ষণ যে অন্যের হৃদ্রোগ।
অচিরে বিনাশ হয় সে সকল ভোগ ॥
ধীর হৈয়া অধৈর্য্যতা লভে প্রেমীজন।
তস্মাৎ পরম বলবত্ত যে সাধন ॥
কিবা কাম যথেষ্ট যে ভক্তিকে লভয়
হৃদ্রোগ যে কাম নাশে শীঘ্র ধীর হয় ॥

তথাহি।

বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোহনু শৃণুয়াদথবর্ণয়েদ্যঃ।
ভক্তিংপরাং ভগবতি প্রতিলভ্যকামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥

বৃন্দাবন মধ্যে রাসস্থলী বিবরণে।
মহারাস লীলারাস করিনু বর্ণনে ॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব-পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে মহারাসস্থলী বিবরণ কথনে মহারাসলীলা
বর্ণনং নাম ঊনপঞ্চাশোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

পঞ্চাশত্তম অধ্যায়ঃ।

লীলাস্থলী বিবরণ কথন।

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় করুণাসাগর।
মোরে কৃপা কর প্রভু মো অতি পামর ॥
পরিক্রমাবন্ধে লীলাস্থলী বিবরণে।
বৃন্দাবন লীলামৃত কৈল যে বর্ণনে ॥
সদাচার মতে তার করি অনুবাদ।
অনুবাদ বিনু নহে গ্রন্থার্থ আস্বাদ ॥
প্রথম অধ্যায়ে কৈল মঙ্গলাচরণ।
কৃষ্ণ কৃষ্ণধামগুণ বিশেষ বর্ণন ॥
সর্ব্ব পরাৎপর ধাম ভূমি বৃন্দাবন।
যাঁহা নিত্যলীলা করে ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥
দ্বিতীয়ে কহিল ধাম প্রাকট্য কারণ।
রাগানুগামার্গে যৈছে ভক্তের ভজন ॥
তৃতীয় অধ্যায়ে শ্রীমথুরা বিবরণ।
বিশ্রান্ত্যাদি তীর্থ সবের মহিমা কথন ॥
জন্মস্থান রঙ্গস্থান আর যজ্ঞস্থলী।
দীর্ঘ বিষ্ণু গোকর্ণাদি কহিল সকলি ॥
চতুর্থে শ্রীমধুবনের মহিমা কথন।
তালবন কুমুদবন লীলা বিবরণ ॥
তহিঁ মধ্যে কৃষ্ণবয়ো বিভেদ বর্ণন।
সখাগণ সঙ্গে যৈছে করে গোচারণ ॥
ব্রজবধূগণ সহ অন্যোন্যে দর্শনে।
রাগবৃদ্ধি হয় নিত্য গমনাগমনে ॥
তহিঁ বৃন্দাবন শোভা লক্ষ্মী আকর্ষণ।
বলরাম সহ নর্ম্ম সখ্যতা কারণ ॥
তহিঁ মধ্যে অম্বিকাকানন বিবরণ।
সুদর্শন মুক্ত যৈছে নন্দের মোচন ॥
পঞ্চম অধ্যায়ে দতিহার বিবরণে।
দন্তবক্র বধ কথা প্রসঙ্গানুক্রমে ॥
কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ সহ ব্রজবাসিগণ।
যেরূপে মিলিলা তাহা করিল বর্ণন ॥

ষষ্ঠে দন্তবক্র মধুপুরকে আইল।
কৃষ্ণচন্দ্র আসিয়া তাহারে নষ্ট কৈল ॥
পার্ষদ স্বরূপ সে পরম পদ পাইল।
তবে কৃষ্ণ পুনঃ ব্রজে আগমন কৈল ॥
তহিঁ মধ্যে মহামহোৎসব বিবরণ।
সমৃদ্ধ সম্ভোগ লীলা করিল বর্ণন ॥
সপ্তম অধ্যায়ে সট্টিকর আগমন।
যেথানে আছিলা সবে ছাড়ি মহাবন ॥
যাঁহা রহি রামকৃষ্ণ শিশুগণ সনে।
আরম্ভ করিল বৎস করিতে চারণে ॥
নানা যন্ত্র শব্দ বাদ্য করেন শিক্ষণ।
তহিঁ মধ্যে কৈল বৎস বকাদি নিধন ॥
তহিঁ মধ্যে গরুড় গোবিন্দ বিবরণ।
বহুলা বনাদি রাউল মহিমা কথন ॥
তহিঁ যে আরিঠগ্রাম উট্টঙ্কে কহিল।
আরিষ্ট অসুরে কৃষ্ণ যাহাঁ বধ কৈল ॥
অষ্টম অধ্যায়ে কুণ্ড যুগল বর্ণন।
শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড প্রাকট্য কারণ ॥
চারিদিগে নানামণিবন্ধ জল স্থলে।
পরম আশ্চর্য্য কুঞ্জগণ ঝলমলে ॥
দুহুঁ সেবা করি সুখী করে সখীগণ।
তহিঁ মধ্যে সুবলের মহিমা কথন ॥
নবমে যে মাল্যহার কুণ্ড বিবরণে।
সংক্ষেপে হইল মুক্তা চরিত্র বর্ণনে ॥
দশম অধ্যায়ে মুখরাইর কথন।
তহিঁ মধ্যে রত্ন সিংহাসন বিবরণ ॥
বসন্ত সময়ে রামকৃষ্ণ দুই জনে।
হোলিখেলা করে ব্রজবধূগণ সনে ॥
শঙ্খচূড় পলাইল সিংহাসন লৈয়া।
রাইরে আনিল কৃষ্ণ তাহারে মারিয়া ॥
একাদশাধ্যায়ে কুসুম সরোবর বিবরণ।
নারদ কুণ্ডের কথা করিল বর্ণন ॥
দৈনন্দিনী লীলা শুনি বৃন্দাদেবী স্থানে।
রাগানুগামার্গে মুনি করিল ভজনে ॥
দ্বাদশে যে ইন্দ্রধ্বজ দেবীর কথনে।
শক্রযজ্ঞ ভঙ্গ গিরি গো বিপ্র পূজনে ॥

ইন্দ্রকৃত বাত বৃষ্টি করিনু বর্ণনে।
ব্রজ রক্ষা কৈল কৃষ্ণ ধরি গোবর্দ্ধনে ॥
ত্রয়োদশে গোবর্দ্ধনের মহিমা কথন।
মানস গঙ্গাতে নৌকাবিহার বর্ণন ॥
হরিদেব সেবা গোবর্দ্ধনের উপর।
ব্রহ্মকুণ্ড আদি কুণ্ড কথন বিস্তর ॥
পরাসলী পৈঁঠ গৌরতীর্থ বিবরণ।
গোবিন্দ কুণ্ডাদি কথা করিনু বর্ণন ॥
চতুর্দ্দশে গাঠুলি স্থানের বিবরণ।
প্রমোদলা সেউ আদি বদ্রিনারায়ণ ॥
গন্ধশীলা সাঙরীশিখর পর্ব্বত ধবলা।
তাঁহিঁ মধ্যে কহিনু রাইর দোলাখেলা ॥
পঞ্চদশাধ্যায়ে কাম্যবন বিবরণ।
ধর্ম্মকুণ্ড আদি তীর্থ মহিমা কথন ॥
সেতুবন্ধ সরোবর লীলা লুকায়ন।
পদচিহ্ন কামসরোবরাদি বর্ণন ॥
ষোড়শে শ্রীবৃষভানু পুরের কথন।
দানগড় মানগড় গহ্বর কানন ॥
শ্রীমতীর মাতা পিতা আদি বিবরণ।
ভানুখোর আদি কুণ্ড করিনু বর্ণন ॥
সপ্তদশাধ্যায়ে সঙ্কেতের বিবরণে।
পূর্ব্বরাগে রাধাকৃষ্ণের মিলন বর্ণনে ॥
তহিঁ মধ্যে বিহ্বল কুণ্ডের বিবরণ।
প্রেম-সরোবরে প্রেম-বৈচিত্র্য কথন ॥
অষ্টাদশে নন্দীশ্বর ব্রজেন্দ্র ভুবন।
গোপ গোপী রাজসভা দাসাদি বর্ণন ॥
তহিঁ যে পাবনসর তড়াগ কথন।
কৃষ্ণকুণ্ড আদি পৌর্ণমাস্যাদি সদন ॥
নৃসিংহ যে পদচিহ্ন স্থান দোলা লীলা।
গেণ্ডুখোর কহিল যেখানে গেণ্ডু খেলা ॥
ঊনবিংশে যোগিয়া স্থানের বিবরণে।
কৃষ্ণের সন্দেশ ব্রজে উদ্ধবাগমনে ॥
নন্দীশ্বরে নন্দ যশোমতীর মিলন।
অন্যোন্যে কৃষ্ণ-কথা কথোপকথন ॥
বিংশতি অধ্যায়ে উদ্ধবের দরশনে।
কৃষ্ণকথা জিজ্ঞাসিল ব্রজবধূগণে ॥

তহিঁ মধ্যে শ্রীরাধার স্বভাব বর্ণনে।
দিব্যোন্মাদে চিত্রজল্প করিনু বর্ণনে॥
একবিংশে কৃষ্ণের যে সন্দেশ বচন।
উদ্ধব কহিল যোগ শুনে গোপীগণ॥
পরমার্ত্তি ক্রমে কৃষ্ণে কৈল সম্বোধনে।
সান্ত্বনা করিল তিহঁ সন্দেশ কথনে॥
দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে যাবট বিবরণ।
রাইর শাশুড়ী বাটী কুণ্ডাদি বর্ণন॥
পঞ্চবিধা সখী আর যূথেশ্বরীগণ।
সুহৃৎপক্ষ আদি পরিকরাদি বর্ণন॥
তহিঁ মধ্যে কোকিলা বনের বিবরণ।
অঞ্জনখে কহিল যে অঞ্জন রঞ্জন॥
ত্রয়োবিংশে করালাগ্রামের বিবরণে।
চন্দ্রাবলীর সখ্যাদি যে সংক্ষেপ কথনে॥
যাহারে কহিল উপনন্দাদির গুণ।
মোরণাতে সূর্য্যকুণ্ড পূজা প্রকরণ॥
মধ্যাহ্ন সময়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন।
কুণ্ড লীলার হাস্যাদি সংক্ষেপ কথন॥
চতুর্ব্বিংশে কথীসাথী উমরাই স্থান।
নরী বিবরণ ছত্রবনের আখ্যান॥
তহিঁ খদির বনাদি বৈঠান বিবরণ।
চরণপাহাড়ি হারোয়ালাদি কথন॥
তহিঁ যে বিভোর প্রেমে অন্য বিস্মরণ।
সিঙ্গারবট কথা কৃষ্ণ মাধুর্য্য বর্ণন॥
পঞ্চবিংশে রাসোলী স্থানের বিবরণে।
সংক্ষেপার্থে হোলীলীলা করিল বর্ণনে।
দধিগ্রাম শেষশায়ী উজানী কথন।
খেলা তীর্থ লীলা কথা করিনু বর্ণন॥
ষড়্‌বিংশে শ্রীরামঘাট লীলা বিবরণে।
বলরামের রাসলীলা করিনু বর্ণনে॥
সপ্তবিংশে ভাণ্ডীর বট লীলাদি বর্ণন।
প্রলম্ব নিধন তহিঁ দাবাগ্নি মোক্ষণ॥
তপোবনে গোপীঘাট সংক্ষেপে কথন।
চীরঘাট কথা বস্ত্র হরণ বর্ণন॥
অষ্টাবিংশে কহিনু যে নন্দঘাট কথা।
বরুণের চরে নন্দে লৈয়া গেল যথা॥
কৃষ্ণচন্দ্র তথা হৈতে পিতারে আনিলা।
স্বকীয় যে লোক গোপগণে দেখাইলা॥
বৎসবন সেই জেওলাই বলিহারা।
পরিখম চেমুহা যে জয়তিম খোরা॥
সেহানো তরলী অঘবন বিবরণ।
ঊনত্রিংশত্তমাধ্যায়ে করিনু কথন॥
তহিঁ অঘবধ বৎসচারণ ভোজন।
চতুর্ম্মুখ কৈল বৎস শিশুর হরণ॥
পরীক্ষা করিতে পুনঃ আশ্চর্য্য দেখিয়া
জ্ঞানাচ্ছন্ন স্তব্ধ রহে মোহিত হইয়া॥
ত্রিংশত্তমাধ্যায়ে তার মায়া দূর কৈলা।
স্তুতি নতি করি ব্রহ্মা দোষ ক্ষমাইলা॥
একত্রিংশে যমুনার পারে সেই বন।
ভদ্র শ্রীলোহভাণ্ডীর লীলা বিবরণ॥
তহিঁ মধ্যে রাভুল বৃষভানুর ভবন।
রাধিকার জন্ম বাল্যলীলাদি কথন॥
দ্বাত্রিংশাধ্যায়ে মহাবন বিবরণে।
নিত্য পরিকর কৃষ্ণলীলা প্রকটনে॥
ত্রিবিধ সাধক ভক্ত লভিলা জনম।
নন্দোৎসব বাল্য জন্ম লীলার বর্ণন॥
ত্রয়স্ত্রিংশে কৃষ্ণ-বাল্যলীলা মহাবনে।
ব্রজরাজ কৈল মধুপুরীকে গমনে॥
বসুদেব মিলন ব্রজে পূতনা মোক্ষণ।
শকট ভঞ্জন তৃণাবর্ত্তের নিধন॥
চতুস্ত্রিংশে গর্গাচার্য্যের ব্রজে আগমন।
নন্দের মিলন কৈল নাম প্রকরণ॥
তহিঁ কৃষ্ণের বাল্যলীলা বিশেষ বর্ণন।
পরম আশ্চর্য্য সঙ্গে ব্রজবধূগণ॥
তহিঁ মধ্যে ব্রহ্মাণ্ড ঘাটের বিবরণে।
ব্রজেশ্বরী পাইলেন আশ্চর্য্য দর্শনে॥
পঞ্চত্রিংশাধ্যায়ে দধি হাণ্ড্যাদি ভঞ্জন।
শুদ্ধভাবে কৈল রাণী কৃষ্ণের বন্ধন॥
তহিঁ মধ্যে হৈল যমলার্জ্জুন ভঞ্জন।
শাপে মুক্ত হৈল দুই কুবেরনন্দন॥
ষট্‌ত্রিংশে ভোজনটীলা স্থান বিবরণে।
গোচারণে লীলা দোঁহার সখাগণ সনে॥

তহিঁ যজ্ঞপত্নীগণে প্রসাদ করিল।
যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণের আক্ষেপ কহিল ॥
সপ্তত্রিংশে কালিয় হ্রদের বিবরণে।
কালিয়দমন লীলা কহিনু বিধানে ॥
ব্রজলোকের প্রেমকথা করিনু বর্ণন।
অতি যে আশ্চর্য্য দাবানল বিমোচন ॥
অষ্টত্রিংশে দ্বাদশ আদিত্য পুস্কন্দন।
বৃক্ষবল্লী আমলিতলার বিবরণ ॥
চীরঘাট কেশীঘাট লীলার কথন।
ধীরসমীরে যে লীলা সংক্ষেপ কথন ॥
ঊনচত্বারিংশে বংশীবট বিবরণ।
পুলিন সুষমা গোপেশ্বরাদি বর্ণন ॥
ব্রহ্মকুণ্ড কথা নিত্যধাম বৃন্দাবনে।
সংক্ষেপে কহিনু বেণুকূপ বিবরণে ॥
চত্বারিংশাধ্যায়ে বৃন্দাবন মধ্যস্থানে।
যোগপীঠ কল্পবৃক্ষ কুঞ্জাদি বর্ণনে ॥
তহিঁ কল্পতরুতলে রত্ন সিংহাসন।
রাধাকৃষ্ণ দোঁহাকার মাধুর্য্য বর্ণন ॥
একচত্বারিংশে রাসমণ্ডলী কথনে।
বেণুনাদ আকর্ষণ ব্রজবধূগণে ॥
দ্বিচত্বারিংশে যুগলার্থের যে বচন।
কৃষ্ণের শুনিয়া বিমোহিতা গোপীগণ ॥
ত্রিচত্বারিংশাধ্যায়ে ব্রজবধূগণে।
প্রার্থনা নিষেধে কৃষ্ণে কৈল নিবেদনে ॥
চতুশ্চত্বারিংশে ক্রীড়ারম্ভে রাধাসনে।
অন্তর্দ্ধান হৈলা সবে কৈলা অন্বেষণে ॥
পঞ্চচত্বারিংশে সবে যমুনাপুলিনে।
লীলাকথা গান কৈল কৃষ্ণ-আকর্ষণে ॥
ষট্‌চত্বারিংশাধ্যায়ে কৃষ্ণের মিলনে।
পরমানন্দ পাইল কথোপকথনে ॥
সপ্তচত্বারিংশাধ্যায়ে মণ্ডলী বন্ধানে।
হইল নর্ত্তন রাস বাদ্যাদি বর্ণনে ॥
অষ্টচত্বারিংশে রাস বিলাস কথন।
নৃত্য গীত বাদ্য রাস বিশেষ বর্ণন ॥
তহিঁ মধুপান রতিলীলা জলখেলা।
বনবিহরণাদি যে বর্ণন হইলা ॥
ঊনপঞ্চাশত্তমে রাজা জিজ্ঞাসিলা।
শুকদেব তাহার সিদ্ধান্ত যে কহিলা ॥
পঞ্চাশত্তমাধ্যায়ে কৈনু সব অনুবাদ।
যাহার প্রসাদে হয় গ্রন্থার্থ আস্বাদ ॥
পরিক্রমা ক্রমে কৃষ্ণলীলা যে বর্ণিনু।
স্থান অনুরূপ তার অনুবাদ কৈনু ॥
শ্রদ্ধাযুত হৈয়া পড়ে শুনে যেই জন।
অচিরাতে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীগুরু-গোবিন্দ-পাদপদ্মে করি আশ।
বৃন্দাবন লীলামৃত কহে নন্দকিশোর দাস ॥

ইতি শ্রীবৃন্দাবন লীলামৃতে লীলাস্থলী বিবরণ কথনে অনুবাদ কথনং
নাম পঞ্চাশত্তমোঽধ্যায়ঃ সম্পূর্ণ।

সমাপ্ত।